Puranas. Brahmāṇḍapurāṇa

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

Brahmāṇḍapurāṇam

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীতম্।

সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত।

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

1908

ভূমিকা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম প্রধান পুরাণ। মহর্ষি বেদব্যাস এই মহাপুরাণেরও রচয়িতা। এই মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের বহু প্রয়োজনীয় কথাই আছে—সামান্য পরিচয় প্রদানে গ্রন্থের অবমাননা করা হয়। আমি এ বৎসর নানাপ্রকারে বিক্ষিপ্ত, সম্পাদন কার্য্য নামতঃ আমার, কার্য্যতঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহোদয়ই ইহার প্রকৃত সম্পাদক এবং অনুবাদক। আমার বিশ্বাস, এই সানুবাদ গ্রন্থে যোগশিক্ষার্থী, সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্বশিক্ষার্থী, ভূগোলাদি শিক্ষার্থী এবং উপাখ্যান ইতিহাস-প্রিয় পাঠকমাত্রেই উপকার পাইবেন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বিলুপ্তপ্রায়—এ সময় যথালব্ধ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু বহু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন, এ আশাও করিতে পারি। ইতি—তাং ২৮শে ভাদ্র, ১৩১৫ সাল।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ভাটপাড়া।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

—•—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

প্রক্রিয়াপাদঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

প্রপদ্যে দেবমীশানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্।
মহেশ্বরং মহাত্মানং সর্ব্বস্য জগতঃ পতিম্॥ ১
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
প্রভুং ভূতভবিষ্যস্য সাম্প্রতস্য চ সৎপতিম্॥ ২
জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ জগৎপতেঃ।
ঐশ্বর্য্যমৈশ্বর্য্যধর্ম্মাশ্চ সত্যকং কৃপয়া সহ॥ ৩
য ইমান্ ঈক্ষতে ভাবান্নিত্যং সদসদাত্মকান্।
অবিষয়প্রনষ্টার্থো ক্রিয়াভাবার্থমীশ্বরঃ॥ ৪
লোককৃল্লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমাস্থায় যোগবিৎ।
অসৃজৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৫
তমজং বিশ্বকর্ম্মাণং চিৎপতিং লোকসাক্ষিণম্।
পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসুর্ব্রজামি শরণং বিভুম্॥ ৬
ব্রহ্মবায়ুমহেশেভ্যো নমস্কৃত্য সমাহিতঃ।
ঋষীণাঞ্চ বরিষ্ঠায় বসিষ্ঠায় মহাত্মনে॥ ৭
তন্নপ্তে চাতিযশসে জাতুকর্ণায় চর্ষয়ে।
বাসবেয়ায় শুচয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় চ॥ ৮

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

নিখিল জগৎপরিপালক, সনাতন, ধ্রুব, অবিনাশী, মহাত্মা মহেশ্বর দেব ঈশানকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের প্রভু, যাঁহার অবিদিত কিছুই নাই, সেই অপরাজিত সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে নমস্কার; যে জগদ্বিধাতার নিকট অপ্রতিম জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সত্য এবং কারুণ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল সতত বিরাজ করিতেছে, যিনি নিয়ত এই সদসদাত্মক ভাবসমূহ অবলোকন করিতেছেন, ক্রিয়াভাবের নিমিত্ত পদার্থ সকল বিনষ্ট হইলেও যাঁহার কখন অবসাদ ঘটে না, যিনি যোগজ্ঞ, যোগাবলম্বী, লোকতত্ত্বজ্ঞ, লোককর্ত্তা ঈশ্বর, এই চরাচর নিখিল ভূতগ্রাম যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি পুরাণাখ্যান জানিতে অভিলাষী হইয়া সেই সর্ব্বলোকসাক্ষী বিশ্বকর্ত্তা নিত্য বিভুর শরণাপন্ন হইলাম। ১—৬। আমি ব্রহ্মা, বায়ু, মহেশ্বর, ঋষিগণ, বরিষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠ, তদীয় পৌত্র যশস্বী ঋষি জাতুকর্ণ, এবং পূতচেতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে অবহিতচিত্তে নমস্কার করিয়া

পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্মতম্।
শব্দার্থন্যায়সংযুক্তৈরাগমৈর্বহুবিভূষিতম্ ॥ ৯
অধিশিষ্যাস্ত্রবিক্রান্তে রাজন্যেহনুপমত্বিষি।
প্রশাসতীমাং ধর্ম্মেণ ভূমিং ভূমিপসত্তমে ॥ ১০
ঋষয়ঃ সংশিতাত্মনঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
ঋজবো নষ্টরজসঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ ॥ ১১
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রং বিতেনিরে।
নদ্যাস্তীরে দৃষদ্বত্যাঃ পুণ্যায়াঃ শুচিরোধসঃ ॥ ১২
দীক্ষিতাংস্তান্ যথাশাস্ত্রং নৈমিষারণ্যগোচরান্।
ঋষীন্ দ্রষ্টুং মহাবুদ্ধিঃ সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ ॥
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোকেহস্মিল্লোমহর্ষণঃ ॥ ১৪
তপঃশ্রুতাচারনিধের্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ।
শিষ্যো বভূব মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
পুরাণবেদো হ্যখিলস্তস্মিন্ সূতে প্রতিষ্ঠিতঃ।
ভারতী যা চ বিপুলা যা মহাভারতী কথা ॥ ১৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থাঃ কথা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সূত্রাঃ সুপরিভাষাশ্চ ভূমাবোবধয়ো যথা ॥ ১৭
সতান্ন্যায়েন সুধিয়ো ন্যায়বিন্মুনিপুঙ্গবান্।
অভিগম্যোপসংসৃত্য নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮
তোষয়ামাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানৃষীন্।
তে চাপি সত্রিণঃ প্রীতাঃ সসদস্যা মহাত্মনে ॥ ১৯
তস্মৈ সাম চ পূজাঞ্চ যথাবৎ প্রতিপেদিরে।
অথ তেষাং পুরাণস্য শুশ্রূষা সমপদ্যত ॥ ২০
দৃষ্ট্বা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষণম্।
তস্মিন্ সত্রে গৃহপতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২২
ইঙ্গিতৈর্ভাবমালক্ষ্য তেষাং সূতমচোদয়ৎ।

শৌনক উবাচ।

ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধির্ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২২
ইতিহাসপুরাণেষু ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ।
দুদোহ বৈ মতিং তস্য ত্বং পুরাণাশ্রয়াং পুরা ॥
এষাঞ্চ ঋষিমুখ্যানাং পুরাণং প্রতি ধীমতাম্।

বেদসম্মিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ধর্ম্ম, অর্থ ও ন্যায়ানুগত এবং বিবিধ শাস্ত্রবাক্যে ভূষিত। ৭—৯। অপ্রতিমদ্যুতি ভূপতিপ্রবর প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যগণ যৎকালে ধর্ম্মানুসারে এই ভূমণ্ডল পরিপালন করিতেছিলেন, তৎন সত্যব্রতরত, সংশিতাত্মা ঋষিগণ এক সময় ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে পবিত্র তটশালিনী পূততোয়া দৃষদ্বতী নদীর তীরে একটী দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন; ঐ ঋষিগণ সকলেই সরলচেতা, শান্ত, দান্ত, বিমৎসর ও রজোগুণশূন্য; তাঁহারা সকলেই নৈমিষারণ্যবাসী এবং সকলেই যথাশাস্ত্র যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। পৌরাণিকপ্রবর মহাবুদ্ধি সূত সেই যজ্ঞ স্থলে ঋষিগণকে দর্শন করিতে গিয়া বক্তৃতা দ্বারা তথাকার শ্রোতৃমণ্ডলীর রোমরাজি হর্ষিত করিয়াছিলেন, এইজন্য তখন হইতে তিনি এই লোকে লোমহর্ষণ নামে প্রথিত হন। ত্রিলোকবিখ্যাত সূত তপস্যা শ্রুতি ও সদাচারনিধান ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য। তিনি মেধাবী, নিখিল পুরাণ ও বেদ তাঁহার অধিগত এবং ভূতলে যেমন ঔষধিসমূহ থাকে, তদ্রূপ বিপুল মহাভারতীয় ভারতী, অন্যান্য ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষবিষয়ক কথা এবং অপরাপর সূত্র ও পরিভাষাসকল তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। সেই ন্যায়ধর্ম্মবিৎ সূত তত্রত্য ধীসম্পন্ন মুনিপুঙ্গবগণের নিকট যথারীতি উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত ও সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। ১০—১৮। তখন সেই যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণ সদস্যগণসহ প্রীত হইয়া যথারীতি মহামনা সূতের সাদর অভ্যর্থনাদি করিলেন। অনন্তর অতিবিশ্বস্ত বিদ্বান্ লোমহর্ষণের সন্দর্শনে ঋষিগণের অন্তরে পুরাণ শুনিবার ইচ্ছা হইল। তখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলপতি শৌনক ইঙ্গিত দ্বারা মুনিবৃন্দের অভিপ্রায় বুঝিয়া সূতকে পুরাণব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত করাইতে উদ্যত হইলেন। শৌনক বলিলেন,—সূত! তুমি ইতিহাস এবং পুরাণের মর্ম্মার্থ জানিবার জন্যই প্রগাঢ় বুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসদেবকে বিশেষরূপে উপাসনা করিয়াছ, তাঁহার পুরাণাশ্রয়িণী মতি তোমার দ্বারা দোহন করা হইয়াছে। সুতরাং পৌরা-

শুশ্রূষন্তি মহাবুদ্ধে তচ্ছ্রাবয়িতুমর্হসি ॥ ২৪
সর্ব্বে হীমে মহাত্মানো নানাগোত্রাঃ সমাগতাঃ।
স্বান্ স্বান্ বংশান্ পুরাণৈস্তু শৃণুযুর্ব্রহ্মবাদিনঃ॥
সপুত্রান্ দীর্ঘসত্রেঽস্মিন্ যেন শ্রাবয়সে মুনীন্।
দীক্ষিষ্যমাণৈরস্মাভিস্ত্বেন প্রাগসি সংস্মৃতঃ॥২৬
ইতি সঞ্চোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ॥ ২৭
স্বধর্ম্ম এষ সূতস্য সদ্ভিঃ সৃষ্টঃ পুরাতনঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চামিততেজসাম্॥ ২৮
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতীনাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাসপুরাণেষু ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ২৯
ন হি বেদেষধীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।
বৈণ্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ॥ ৩০
সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতম্।
ঐন্দ্রেণ হবিষা তত্র হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ॥ ৩১
জুহাবেন্দ্রায় দেবায় ততঃ সূতো ব্যজায়ত।
প্রমাদাত্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কর্ম্মসু॥ ৩২
শিষ্যহব্যেণ যৎ পৃক্তমভিপৃক্তং গুরোর্হবিঃ।
অধরোত্তরাপচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্॥ ৩৩
যচ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্‌ব্রাহ্মণাবরযোনিতঃ।
ততঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৩৪
নিয়মো হ্যস্য সূতস্য ব্রহ্মক্ষত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকীর্ষিতম্॥ ৩৫
তৎ স্বধর্ম্মমহং প্রোক্তো ভবদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
কস্মাৎ স্বধর্ম্মং ন ব্রূয়াং পুরাণমৃষিসংস্তুতম্॥৩৬
পিতৃণাং মানসী কন্যা বাসবী সমপদ্যত।
অপধ্যাতা চ পিতৃভির্ম্মৎস্যযোনৌ বভূব সা॥ ৩৭

নিক কথায় তুমি বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহা শুনাইতেও তুমি বিলক্ষণ সক্ষম। এই সকল ধীমান্ ঋষিপ্রবরেরা পুরাণ শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব হে মহাবুদ্ধে! তুমি ইঁহাদিগকে তাহা শ্রবণ করাও। এই সকল বিভিন্নগোত্রীয় ব্রহ্মবাদী মুনিগণ এ স্থানে সমবেত হইয়াছেন, তুমি পুরাণ ব্যাখ্যা কর, ইঁহারা তাহাতে স্ব স্ব বংশাবলী শ্রবণ করুন। তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, ইহা উত্তমই হইয়াছে; পরন্তু আমরা এই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই তোমা দ্বারা এই সপুত্র মুনিগণকে পুরাণ শ্রবণ করাইবার জন্য তোমাকে আনাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ১৯—২৬। সূত সত্যব্রতরত পুরাণজ্ঞ মুনিগণ কর্তৃক পুরাণব্যাখ্যায় আদিষ্ট হইয়া মিষ্ট কথায় তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দেবগণ, ঋষিগণ, অমিততেজা রাজগণ, শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট মহাত্মগণ এবং ইতিহাস ও পুরাণাদিতে যে সকল ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ উল্লিখিত হইয়াছেন, এই সমস্তের বংশাবলী বর্ণন করাই সূতের স্বজাতীয় চিরন্তন ধর্ম্ম বলিয়া সুধীগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং বেদসমূহে সূতের কোন অধিকারই দেখিতে পাওয়া যায় না। এক সময় বেণনন্দন মহাত্মা পৃথু রাজা একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রমবশতঃ ইন্দ্রের হবির সহিত বৃহস্পতির হবি মিশিয়া যায়, এবং ঐ হবি সুরেন্দ্র ইন্দ্রের তৃপ্তির উদ্দেশেই আহুতি দেওয়া হয়; এইজন্য সেই যজ্ঞে কোন সূতজাতীয় রমণীর গর্ভে বর্ণবিকৃত সূত সম্ভূত হইয়াছিল। কর্ম্মেতে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থাও সেই যজ্ঞে বিধিবদ্ধ হয়। শিষ্যের হবির সহিত গুরুর হবি মিশিয়া গিয়াছিল, এই জন্য অধমোত্তম মিশ্রণে ঐরূপ বর্ণবিকৃতি উৎপন্ন হয়। ২৭—৩৩। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণাবর যোনিতে সূতের জন্ম হইয়াছে; সুতরাং সাধর্ম্ম্যবশতঃ পূর্ব্বের সহিত সূতের তুল্য ধর্ম্মই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পরিচর্য্যায় জীবিকা অর্জ্জনই সূতের প্রধান ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত রথ, হস্তী এবং অশ্বাদি পরিচালন তাহার জঘন্য ধর্ম্ম। অতএব পুরাণ পাঠাদিই যখন আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, বিশেষতঃ—আপনারা ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আমাকে এ বিষয়ে আদেশ করিতেছেন, তখন আমি সেই ঋষিস্তুত আমার স্বধর্ম্ম পুরাণ পাঠ কেন না করিব? পিতৃগণের বাসবী নাম্নী একটী কন্যা ছিল।

অরণীব হুতাশস্য নিমিত্তং যস্য জন্মনঃ ।
তস্মাৎ জাতো মহাযোগী ব্যাসো বেদবিদাংবরঃ ॥
তস্মৈ ভগবতে কৃত্বা নমো ব্যাসায় বেধসে ।
পুরুষায় পুরাণায় বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তিনে ॥ ৩৯
মানুষচ্ছদ্মরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ৪০
জাতমাত্রঞ্চ যং বেদ উপতস্থে সসংগ্রহঃ ।
ধর্ম্মমেব পুরস্কৃত্য জাতূকর্ণাদবাপ তাম্ ॥ ৪১
মতিং মন্থানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ ।
প্রকাশং জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ ॥ ৪২
বেদদ্রুমশ্চ যং প্রাপ্য সশাখঃ সমপদ্যত ।
ভূমিকালগুণান্ প্রাপ্য বহুশাখো যথা দ্রুমঃ ॥ ৪৩
তস্মাদহমুপশ্রুত্য পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ ।
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্ববেদেষু পূজিতাদ্দীপ্ততেজসঃ ॥ ৪৪
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং মাতরিশ্বনা ।
পৃষ্টেন মুনিভিঃ পূর্ব্বং নৈমিষীয়ৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪৫
মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তশ্চতুর্বাহুশ্চতুর্মুখঃ ।
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়ম্ভূর্হেতুরীশ্বরঃ ॥ ৪৬
অব্যক্তং কারণং যচ্চ নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।
মহদাদিবিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৭
অণ্ডং হিরণ্ময়ঞ্চৈব বভূবাপ্রতিমন্ততঃ ।
অণ্ডস্যাবরণঞ্চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা ॥ ৪৮
বায়ুনা তস্য নভসা নভো ভূতাদিনা বৃতম্ ।
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেনাবৃতো মহান্ ॥ ৪৯
অতোঽত্র বিশ্বদেবানামৃষীণাঞ্চোপবর্ণিতম্ ।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবোঽত্র বর্ণ্যতে ॥ ৫০
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষাং কল্পানাঞ্চোপবর্ণনম্ ।
কীর্ত্তনং ব্রহ্মক্ষত্রস্য ব্রহ্মজন্ম চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৫১
অতঃপরং ব্রহ্মণশ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।
অবস্থাশ্চাত্র কীর্ত্ত্যন্তে ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৫২
কল্পানাং বৎসরঞ্চৈব জগতঃ স্থাপনন্তথা ।
শয়নঞ্চ হরেরত্র পৃথিব্যুদ্ধরণং তথা ॥ ৫৩
সন্নিবেশঃ পুরাদীনাং বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
বৃক্ষাণাং গৃহসংস্থানাং সিদ্ধানাঞ্চ বিনাশনম্ ॥ ৫৪

অরণী যেমন অগ্নির জন্মকারণ, সেইরূপ পিতৃগণ যাঁহার জন্মের নিমিত্ত সেই কন্যাকে মৎস্যযোনিতে জন্মিবার জন্য অভিশাপ প্রদান করেন। যে মহাযোগী বেদবিৎ ব্যাস সেই মৎস্যযোনিগতা বাসবীর গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন, সেই বিধাতৃরূপী ভগবান্ ব্যাসকে নমস্কার করি। যিনি পুরাণ পুরুষ, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে যাঁহার বাস, যিনি মানুষ-চ্ছলে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুরূপধারী, যে মহাপুরুষের আবির্ভাব মাত্রই ধর্ম্মসহ সাঙ্গ বেদ মুনিবর জাতুকর্ণের নিকট হইতে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, যিনি শ্রুতিরূপ সাগর হইতে মতিরূপ মন্থনদণ্ড পরিচালন করিয়া মনুষ্য লোকে মহাভারত-চন্দ্রমা প্রকাশিত করিয়াছেন, ক্ষেত্রগুণে এবং কালগুণে বৃক্ষ যেমন বহু শাখায় অন্বিত হয়, সেইরূপ বেদবৃক্ষ যাঁহাকে পাইয়া বহু শাখায় বিভূষিত হইয়াছে, আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববেদপূজিত দীপ্ততেজা ব্রহ্ম-বাদী ব্যাসের নিকট হইতে যে পুরাণ শুনিয়াছি এবং যাহা পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের প্রশ্নে বায়ু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, সেই পুরাণ আমি এক্ষণে কীর্ত্তন করিব।

৩৪—৪৫। প্রথমতঃ এই পুরাণে পরম অব্যক্ত অপ্রমেয় অচিন্ত্য চতুর্ব্বাহু চতুর্মুখ মহেশ্বর স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বকারণ ঈশ্বর হইতে যে প্রকারে অব্যক্ত কারণ, নিত্য, সদসদাত্মক মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিনিশ্চিত হইয়াছে। অতঃপর যে অপ্রতিম হিরণ্ময় অণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল, ঐ অণ্ডের আবরণ জল, জল তেজে আবৃত, তেজ অনিলে, অনিল আকাশে, আকাশ ভূতবৃন্দাদিতে, ভূতাদি মহতে, এবং মহান্ অব্যক্তে আবৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর উহাতে বিশ্ব দেবগণ, ঋষিগণ, নদীনিচয় ও পর্ব্বতসমূহের প্রাদুর্ভাব বর্ণন আছে। সমস্ত মন্বন্তর ও কল্প বর্ণন, ব্রহ্মক্ষত্র ও ব্রহ্মজন্ম কীর্ত্তন, পরে ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি বর্ণন এবং তৎপরে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার অবস্থাদির কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কল্পসমূহের বর্ষবিভাগ, জগতের স্থাপন, হরির শয়ন, পৃথিবীর উদ্ধারসাধন, বর্ণাশ্রম বিভাগ

যোজনানাং পথাঞ্চৈব সঞ্চরং বহুবিস্তরম্।
স্বর্গস্থানবিভাগঞ্চ মর্ত্ত্যানাং ভুবিচারিণাম্॥ ৫৫
বৃক্ষাণামোষধীনাঞ্চ বীরুধাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্।
বৃক্ষনারকিকীটত্বং মর্ত্ত্যানাং পরিকীর্ত্তনম্॥ ৫৬
দেবতানামৃষীণাঞ্চ দ্বে সৃতী পরিকীর্ত্তিতে।
অগ্ন্যাদীনাং তনূনাঞ্চ সৃজনত্যজনং তথা॥ ৫৭
প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ ৫৮
অঙ্গানি ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
পশূনাং পুরুষাণাঞ্চ সম্ভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৯
তথা নিবর্হণং প্রোক্তং বরস্য চ পরিগ্রহঃ।
নব সর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণো বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ॥৬০
ত্রয়োঽন্যে বুদ্ধিপূর্ব্বাস্তু ততো লোকানকল্পয়ং।
ব্রহ্মণোঽবয়বেভ্যশ্চ ধর্ম্মাদীনাং সমুদ্ভবঃ॥ ৬১
যে দ্বাদশ প্রসূয়ন্তে প্রজাঃ কল্পে পুনঃপুনঃ।
কল্পয়োরন্তরং প্রোক্তং প্রতিসন্ধিশ্চ যস্তয়োঃ॥৬২
তমোমাত্রাবৃতত্বাচ্চ ব্রহ্মণোঽধর্ম্মসম্ভবঃ।

ক্রমে পুরাদির সন্নিবেশ, বৃক্ষনির্দ্দেশ, নিম্নগণ বিনাশ, যোজনপরিমিত পথের বহু বিস্তৃত সঞ্চার, স্বর্গস্থান বিভাগ, ভুবিচরণশীল মর্ত্ত্য-লোকস্থ জীব, বৃক্ষ, ওষধী ও লতাদির কীর্ত্তন এবং মর্ত্ত্যদিগের বৃক্ষ ও নারকীয় কীটত্ব প্রাপ্তি বর্ণন, দেব ও ঋষিগণের বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ, এবং অগ্ন্যাদি তনু প্রভৃতির সৃষ্টি ও ত্যাগ ইত্যাদি পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৪৮—৫৭। সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশিত হইবার প্রথমে ব্রহ্মা মনে মনে পুরাণ চিন্তাই করিতেন, অনন্তর তাঁহার মুখবিবর হইতে বেদচতুষ্টয়, বেদাঙ্গ সকল, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রতসমূহ ও নিয়মাদি নিঃসৃত হয়। এই সকল কথাও ইহাতে বর্ণিত আছে। পশু ও পুরুষনিচয়ের উদ্ভব ও অপায়, কথিত হইয়াছে। বর পরিগ্রহ, ব্রহ্মার নয়টী মানস সৃষ্টি, অন্য আরও তিনটী মানস সৃষ্টি, অনন্তর লোক প্রবর্ত্তন, ব্রহ্মার অবয়ব হইতে ধর্ম্মাদির উদ্ভব, কল্পারম্ভে পুনঃপুনঃ দ্বাদশবিধ প্রজাসৃষ্টির বিষয়, কল্পদ্বয়ের অন্তর ও তাহার প্রতিসন্ধি, তমোগুণের আবরণ হেতু ব্রহ্মা হইতে অধর্ম্মের

তথৈব শতরূপায়াঃ সম্ভবশ্চ ততঃ পরম্॥ ৬৩
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকূতয়শ্চ তাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে ধূতপাপ্মানো যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চোর্দ্ধমাকূত্যাং মিথুনোদ্ভবঃ।
প্রসূত্যামপি দক্ষস্য কন্যানাং প্রভবস্ততঃ॥ ৬৫
দাক্ষায়ণীষু চাপ্যূর্দ্ধং শ্রদ্ধাদ্যাসু মহাত্মনাম্।
ধর্ম্মস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গঃ সাত্ত্বিকস্য সুখোদয়ঃ॥ ৬৬
তথাধর্ম্মস্য হিংসায়াং তামসোঽশুভলক্ষণঃ।
মহেশ্বরস্য সত্যাঞ্চ প্রজাসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৬৭
নিরাময়ঞ্চ ব্রহ্মাণং তাদৃশং কীর্ত্তিতং পুনঃ।
যোগং যোগবিধিঃ প্রাহ দ্বিজানাং
মুক্তিকাঙ্ক্ষিণাম্॥ ৬৮
প্রাদুর্ভাবশ্চ রুদ্রস্য মহাভাগ্যং তথৈব চ।
ত্রৈবেদিকাং কথাঞ্চাপি সংবাদঃ পরমো মহান্॥
ব্রহ্মনারায়ণাভ্যাঞ্চ যত্র স্তোত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
স্তুতস্তাভ্যাং স দেবেশস্ততোষ ভগবান্ শিবঃ॥৭০
প্রাদুর্ভাবোঽথ রুদ্রস্য ব্রহ্মণোঽঙ্গে মহাত্মনঃ।
কীর্ত্ত্যতে নাম হেতুশ্চ যথারোদীন্মহামনাঃ॥ ৭১
রুদ্রাদীনি যথা হৃষ্টো নামান্যাপ্তোং স্বয়ম্ভুবঃ।

উদ্ভব, শতরূপার সম্ভব, পরে নিষ্পাপ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, প্রসূতি ও আকৃতি প্রভৃতি যাঁহারা লোক প্রতিষ্ঠার আধার স্বরূপ, তাঁহাদিগের বিবরণ, প্রজাপতি রুচির সংসর্গে আকৃতিতে মিথুনোদ্ভব, প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ঔরসে দক্ষকন্যাগণের আবির্ভাব, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দক্ষকন্যাগণের গর্ভে মহাত্মগণের উৎপত্তি, এবং সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সুখোদর্ক সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৮—৬৬। এইরূপ অধর্ম্মের সংসর্গে হিংসাতে অশুভলক্ষণ তামস সৃষ্টি, এবং সতী ও মহেশ্বরের মিলনে প্রজাগণের সৃষ্টি কথাও বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার নিকট মুক্তিকাঙ্ক্ষী দ্বিজগণের যোগকথন, রুদ্রের প্রাদুর্ভাব, ত্রৈবেদ্য কথা, যাহাতে ভগবান্ দেবেশ শিব, ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্তবে তুষ্ট হইয়া যে প্রকারে মহামনা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হন, ও মহাত্মা রুদ্রের রোদনে যে প্রকারে তাঁহার নামের হেতু কীর্ত্তিত হইয়াছিল, স্বয়ম্ভু

যথা চ সৈর্ব্যাপ্তমিদং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৭২
ভৃগ্বাদীনামৃষীণাঞ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্ ।
বসিষ্ঠস্য চ ব্রহ্মর্ষের্যত্র গোত্রানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৭৩
অগ্নেঃ প্রজায়াঃ সম্ভূতিঃ স্বাহায়াং যত্র কীর্ত্তিতা।
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং স্বধায়াস্তদনন্তরম্ ॥ ৭৪
পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কীর্ত্ত্যতে চ মহেশ্বরাৎ ।
দক্ষস্য শাপঃ সত্যার্থে ভৃগ্বাদীনাঞ্চ ধীমতাম্ ॥ ৭৫
প্রতিশাপশ্চ রুদ্রস্য দক্ষাদদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
প্রতিষেধশ্চ বৈরস্য কীর্ত্ত্যতে দোষদর্শনাৎ ॥ ৭৬
মন্বন্তরপ্রসঙ্গেন কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৭৭
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য কন্যায়াং শুক্রলক্ষণঃ ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং কীর্ত্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ ॥ ৭৮
তেষাং নিয়োগো দ্বীপেষু দেশেষু চ পৃথক্ পৃথক্ ।
স্বায়ম্ভুবস্য সর্গস্য ততশ্চাপ্যনুকীর্ত্তনম্ ॥ ৭৯
উক্তো নাভের্নিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাত্মনঃ ।
দ্বীপানাং সসমুদ্রাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তনম্ ॥৮০
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ তদ্ভেদানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দ্বীপভেদসহস্রাণামন্তর্ভেদশ্চ সপ্তসু ॥ ৮১
বিস্তরান্মণ্ডলাচ্চৈব জম্বূদ্বীপসমুদ্রয়োঃ ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ কীর্ত্ত্যতে পর্ব্বতৈঃ সহ ।৮২
হিমবান্ হেমকূটস্তু নিষধো মেরুরেব চ ।
নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবাংশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥৮৩
তেষামন্তরবিষ্কম্ভা উচ্ছ্রায়ায়ামবিস্তরাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে যোজনাগ্রেণ যে চ তত্র নিবাসিনঃ ॥৮৪
ভারতাদীনি বর্ষাণি নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ।
ভূতৈশ্চোপনিবিষ্টানি গতিমদ্ভিধ্রুবৈস্তথা ॥ ৮৫
জম্বূদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ ।
ততশ্চাপ্যমরী ভূমির্লোকালোকশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥৮৬
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ।
ভূরাদয়শ্চ কীর্ত্ত্যন্তে বরণৈঃ প্রাকৃতৈঃ সহ ॥ ৮৭
সর্ব্বঞ্চ তৎপ্রধানস্য পরিমাণৈকদেশিকম্ ।
সব্যাসপরিমাণঞ্চ সংক্ষেপেণৈব কীর্ত্ত্যতে ॥ ৮৮
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চৈব পৃথিব্যাশ্চাপ্যশেষতঃ ।
প্রমাণং যোজনাগ্রেণ সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ ॥৮৯
মাহেন্দ্রাদ্যাঃ পুনঃ পুণ্যা মানসোত্তরমূর্দ্ধনি ।
অত ঊর্দ্ধং গতিশ্চোক্তা স্বর্গস্যালাতচক্রবৎ ॥৯০

যে প্রকারে রুদ্র প্রভৃতি অষ্ট নাম লাভ করেন, ঐ সকল দ্বারা যেরূপে সচরাচর ত্রৈলোক্য পরিব্যাপ্ত হয়, তৎসমুদায় বর্ণিত হইয়াছে। ৬৭—৭২। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদিগের প্রজা-সৃষ্টি বর্ণন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রানুকীর্ত্তন অগ্নি হইতে স্বাহাগর্ভে প্রজাসৃষ্টি, পরে পিতৃ-বংশ প্রসঙ্গে স্বধা হইতে দ্বিবিধ পিতৃগণের উদ্ভব, সতীর নিমিত্ত দক্ষের প্রতি মহেশ্বরের শাপ, ধী-সম্পন্ন ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপ, অদ্ভুত-কর্ম্মা দক্ষ কর্ত্তৃক রুদ্রের প্রতি শাপ, দোষদর্শনে বৈর প্রতিষেধ ইত্যাদি ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্বন্তর প্রসঙ্গে কালজ্ঞান, কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে প্রিয়ব্রতপুত্র-গণের সৃষ্টিবিস্তার, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও দ্বীপা-দিতে তাহাদিগের বাসনিয়োগ, পরে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টির অনুকীর্ত্তন, মহাত্মা নাভি ও রজের অনুকীর্ত্তন, দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বত বর্ণন, বর্ষ, নদী ও তদ্ভেদ কথন, সহস্রবিধ দ্বীপভেদ মধ্যে সপ্তপ্রকার অন্তর্ভেদ, মণ্ডলক্রমে জম্বু-দ্বীপ ও সমুদ্রের বিস্তার, যোজনানুসারে পর্ব্বত-সহ তাহার প্রমাণ, ইত্যাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭৩—৮২। হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই কয়েকটী বর্ষপর্ব্বত উক্ত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্য বিষ্কম্ভ, উচ্ছ্রায় আয়াম বিস্তার এবং যোজনাগ্রে যাহারা বাস করিতেছে, তাহাদিগের বিবরণ, নদী, পর্ব্বত ভূত ও গতিশীল ধ্রুব প্রভৃতির সহিত উপনিবিষ্ট ভারতাদি বর্ষ, সপ্ত সমুদ্রপরিবৃত জম্বু প্রভৃতি দ্বীপ এবং জলময়ী ভূভাগ ও লোকালোক প্রভৃতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। অণ্ডাভ্যন্তরবর্ত্তী এই সকল লোক, সপ্তদ্বীপা মেদিনী, প্রাকৃত আবরণসহ ভূরাদি লোক, ও তাহার সমুদায় ঐকদেশিক পরিমাণ, ও ব্যাস, এ সকল সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, সমগ্র পৃথিবী, অত্যুন্নত পর্ব্বতসমূহের যোজনক্রমিক প্রমাণ, মানসোক্ত শিখরস্থ পুণ্য মহেন্দ্রাদি, ইহারও উর্দ্ধে অলাত চক্রবৎ স্বর্গ-

নাগবীথ্যজবীথ্যোশ্চ লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব মণ্ডলানাঞ্চ যোজনৈঃ ॥ ৯১
লোকালোকস্য সন্ধ্যায়া অহ্নো বিষুবতস্তথা।
লোকপালাঃ স্থিতাশ্চোর্দ্ধং কীর্ত্ত্যন্তে যে চতুর্দ্দিশম্
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ পন্থানৌ দক্ষিণোত্তরৌ।
গৃহিণাং ন্যাসিনাঞ্চোক্তৌ রজঃসত্ত্বসমাশ্রয়াৎ ॥৯৩
কীর্ত্ত্যতে চ পদং বিষ্ণোর্ধর্ম্মাদ্যা যত্র ধিষ্ঠিতাঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারো গ্রহাণাং জ্যোতিষাস্তথা ॥৯৪
কীর্ত্ত্যতে ধ্রুবসামর্থ্যাৎ প্রজানাঞ্চ শুভাশুভম্।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ সৌরঃ স্যন্দনোঽর্থবশাৎ স্বয়ম্ ॥
কীর্ত্ত্যতে ভগবান্ যেন প্রসর্পতি দিবি স্বয়ম্।
সরথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা ॥ ৯৬
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ।
অপাং সারময়শ্চেন্দোঃ কীর্ত্ত্যতে চ রথস্তথা ॥৯৭
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চ সোমস্য কীর্ত্ত্যতে সূর্য্যকারিতৌ।
সূর্য্যাদীনাং স্যন্দনানাং ধ্রুবাদেব প্রকীর্ত্তনম্ ॥ ৯৮
কীর্ত্ত্যতে শিশুমারশ্চ যস্য পুচ্ছে ধ্রুবঃ স্থিতঃ।
তারারূপাণি সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ৯৯
নিবাসা যত্র কীর্ত্ত্যন্তে দেবানাং পুণ্যকারিণাম্।
সূর্য্যরশ্মিসহস্রে চ বর্ষশীতোষ্ণনিঃস্রবঃ ॥ ১০০
প্রবিভাগশ্চ রশ্মীনাং নামতঃ কর্ম্মতোঽর্থতঃ।
পরিমাণগতী চোক্তে গ্রহাণাং সূর্য্যসংশ্রয়াৎ ॥
যথা চাশু বিষাং প্রাপ্তা শম্ভোঃ কণ্ঠস্য নীলতা।
ব্রহ্মপ্রসাদিতস্যাশু বিষাদঃ শূলপাণিনঃ ॥ ১০২
স্তূয়মানঃ সুরৈর্বিষ্ণুঃ স্তৌতি দেবং মহেশ্বরম্।
লিঙ্গোদ্ভবকথা পুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১০৩
বিশ্বরূপাৎ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।
পুরূরবস্য ঐলস্য মাহাত্ম্যানুপ্রকীর্ত্তনম্ ॥ ১০৪
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং তর্পণঞ্চামৃতস্য বৈ।
ততঃ পর্ব্বাণি কীর্ত্ত্যন্তে পর্ব্বণাঞ্চৈব সন্ধয়ঃ ॥১০৫
স্বর্গলোকগতানাঞ্চ প্রাপ্তানাঞ্চাপ্যধোগতিম্।
পিতৃণাং দ্বিপ্রকারাণাং শ্রাদ্ধেনানুগ্রহো মহান্ ॥
যুগসংখ্যা প্রমাণঞ্চ কীর্ত্ত্যতে চ কৃতে যুগে।

গতি, এবং কাষ্ঠা, লেখা, মণ্ডল ও যোজনাসহ নাগবীথী ও অজবীথীর লক্ষণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৩—৯১। লোকালোক, সন্ধ্যা বিষুবানুসারে দিবসমান, ঊর্দ্ধস্থ ও চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী লোকপালগণের বিবরণ এবং পিতৃলোক, দেবলোক, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদিগের রজ ও সত্ত্বগুণাশ্রয় বশে দক্ষিণ ও উত্তর পথ প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। যাহাতে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ অধিষ্ঠিত, সেই বিষ্ণুপদের কীর্ত্তন; ধ্রুবসামর্থ্য বশে সূর্য্য, চন্দ্র, ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক গ্রহমণ্ডলীর সঞ্চার ও তদনুযায়ী প্রজাবৃন্দের শুভাশুভ, যে রথারোহণে ভগবান্ রবি স্বয়ং গগনপথে বিচরণ করেন, অর্থবশতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা তাহা নির্ম্মাণ করেন, উহা দেবগণ আদিত্যগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ৯২—৯৬। ঐ প্রকার চন্দ্রমারও একটী জলময় রথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ রথ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গ্রামণী, সর্প ও রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত। চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয়, সূর্য্যকৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূর্য্যাদির স্যন্দন সমূহের ধ্রুব হইতেই কীর্ত্তন; যাহার পুচ্ছে ধ্রুবের অবস্থান, এবং গ্রহগণসহ তারারূপী নক্ষত্ররাজী ও পুণ্যকারী দেবগণের যথায় নিবাস, সেই শিশুমারের বিষয়ও কীর্ত্তিত হইয়াছে। সূর্য্যের সহস্র রশ্মিতে বর্ষা, শীত ও উষ্ণের সম্পর্ক, নাম, কর্ম্ম ও অর্থবশত রশ্মিসমূহের বিভাগ, সূর্য্যের সংশ্রয়ে গ্রহগণের পরিমাণ ও গতি উক্ত হইয়াছে। ৯৭—১০১। ব্রহ্মাকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া শূলপাণি শিব যে প্রকারে নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া বিষ্ণু যেরূপে দেব মহেশ্বরকে স্তব করেন, পবিত্র লিঙ্গোৎপত্তি যেরূপে হইয়াছিল, বিশ্বরূপ হইতে যে প্রকারে প্রধানের অপূর্ব্ব পরিণাম ঘটে, ইত্যাদি সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। ইলা-তনয় পুরূরবার মাহাত্ম্যকথা, দুই প্রকারে পিতৃলোকের অমৃতে তর্পণ, পরে পর্ব্বসকল ও পর্ব্বসন্ধির বিবরণ, স্বর্গপ্রাপ্ত ও অধোগত এই দুই প্রকার পিতৃলোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মহান্ অনুগ্রহ কথন, যুগসংখ্যা

ত্রেতাযুগে চাপকর্ষাদ্বার্ত্তায়াঃ সংপ্রবর্ত্তনম্॥ ১০৭
বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ সংস্থিতির্ধর্ম্মতস্তথা।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনঞ্চৈব সংবাদো যত্র কীর্ত্ত্যতে॥১০৮
ঋষীণাং বসুনা সার্দ্ধং বসোশ্চাধঃ পুনর্গতিঃ।
প্রশ্নানামবরত্বঞ্চ স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্॥ ১০৯
প্রশংসা তপসশ্চোক্তা যুগাবস্থাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
দ্বাপরস্য কলেশ্চাত্র সংক্ষেপেণ প্রকীর্ত্তনম্॥১১০
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং প্রমাণানি যুগে যুগে।
কীর্ত্ত্যন্তে যুগসামর্থ্যাৎ পরিণাহোচ্ছ্রয়ায়ুষঃ॥ ১১১
শিষ্টাদীনাঞ্চ নির্দ্দেশঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ কীর্ত্ত্যতে।
বেদস্য তদ্বিজ্ঞাতানাং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তনম্॥১১২
শাখানাং পরিমাণঞ্চ বেদব্যাসাভিশব্দিতম্।
মন্বন্তরাণাং সংসারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ॥১১৩
দেবর্ষীনামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমিত্যুক্তঞ্চ সমাসতঃ॥ ১১৪
মন্বন্তরস্য সংখ্যা চ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব চ লক্ষণম্॥ ১১৫

ও কৃতযুগের প্রমাণ, অপকর্ষহেতু ত্রেতাযুগে বার্ত্তা প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মানুসারে বর্ণ ও আশ্রমের সংস্থান, যজ্ঞপ্রবর্ত্তনা, বসু সহ ঋষিবৃন্দের সংবাদ, বসুর পুনর্ব্বার অধোগতি, এই সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনুর সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ব্যতীত অন্য প্রশ্নের নিকৃষ্টতা, তপঃপ্রশংসা, যাবতীয় যুগাবস্থা ও সংক্ষেপে দ্বাপর ও কলিযুগের বর্ণনা হইয়াছে। ১০২—১১০। প্রতি যুগে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য প্রভৃতির প্রমাণ, যুগসামর্থ্য ক্রমে জীবিতকালের দীর্ঘতা ও উন্নতি, শিষ্ট প্রভৃতির নির্দ্দেশ, বেদের আবির্ভাব, বেদোৎপন্ন মন্ত্ররাজির কীর্ত্তন, বেদব্যাস-বর্ণিত বেদ-শাখাচয়ের পরিমাণ, মন্বন্তরনিচয়ের সংহার, এবং পুনর্ব্বার দেবঋষি, মনু ও পিতৃগণের উদ্ভব, এই সকল বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করা সাধ্যাতীত বলিয়া সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে। মানবীয় সংখ্যানুসারে মন্বন্তরের সংখ্যা নির্দ্দেশ, সমগ্র মন্বন্তরের এইরূপ লক্ষণ, বর্ত্তমানের সহিত অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের লক্ষণ কীর্ত্তন,

অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তমানেন কীর্ত্ত্যতে।
তথা মন্বন্তরাণাঞ্চ প্রতিসন্ধানলক্ষণম্॥ ১১৬
অতীতানাগতানাঞ্চ প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মন্বন্তরক্রমশ্চৈব কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে॥ ১১৭
মন্বন্তরেষু দেবানাং প্রজেশানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।
দক্ষস্য চাপি দৌহিত্রাঃ প্রিয়ায়া দুহিতুঃ সুতাঃ॥
ব্রহ্মাদিভিস্তে জনিতা দক্ষেণৈব চ ধীমতা।
সাবর্ণ্যাদ্যাশ্চ কীর্ত্ত্যন্তে মনবো মেরুমাশ্রিতাঃ॥
ধ্রুবস্যোত্তানপাদস্য প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।
পৃথুনাপি চ বৈণ্যেন ভূমের্দ্দোহপ্রবর্ত্তনম্॥ ১২০
পাত্রাণাং পয়সাঞ্চৈব বৎসানাঞ্চ বিশেষণম্।
ব্রহ্মাদিভিঃ পূর্ব্বমেব দুগ্ধা চেয়ং বসুন্ধরা॥ ১২১
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতেঃ।
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে জন্ম সোমস্যাংশেন ধীমতঃ॥১২২
ভূতভব্যভবৎস্বত্বং মহেন্দ্রাণাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।
মন্বাদিকা ভবিষ্যন্তি আখ্যানৈর্বহুভির্বৃতাঃ॥ ১২৩
বৈবস্বতস্য চ মনোঃ কীর্ত্ত্যতে সর্গবিস্তরঃ।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্॥ ১২৪
ব্রহ্মশুক্রাৎ সমুৎপত্তির্ভৃগ্বাদীনাঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।

মন্বন্তরসমূহের প্রতিসন্ধান লক্ষণ এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। মন্বন্তর ক্রম, কাল জ্ঞান, মন্বন্তরসমূহে দেবগণ ও রাজগণের কীর্ত্তন, ব্রহ্মা প্রভৃতি-জনিত দক্ষের দৌহিত্রগণ ও তদীয় প্রিয় দুহিতার সন্ততিগণ ও মেরুবাসী সাবর্ণ্যাদি মনুগণের কীর্ত্তন, উত্তানপাদনন্দন ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, বেণপুত্র পৃথুকর্ত্তৃক ভূমিদোহন প্রবর্ত্তন, পাত্র, দুগ্ধ ও বৎসগণের বর্ণন, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি এই বসুন্ধরাকে যেরূপে দোহন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ, দশ প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে চন্দ্রাংশে ধীমান্ প্রজাপতি দক্ষের জন্ম বর্ণন, মহেন্দ্রসমূহের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল-স্থিতি কীর্ত্তন, যে প্রকারে মনু প্রভৃতিরা বহুবিধ আখ্যানে পরিবৃত হইবেন, তৎকথন, বৈবস্বত মনুর সর্গ-বিস্তার কীর্ত্তন, যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রহ্মশুক্র হইতে বারুণীমূর্ত্তি ধরিয়া মহাদেবের আবির্ভাব-

বিনিবৃত্তে প্রজাসর্গে চাক্ষুষস্য মনোঃ শুভে ॥১২৫
দক্ষস্য কীর্ত্ত্যতে সর্গো ধ্যানাদ্বৈবস্বতেঽন্তরে।
নারদঃ প্রিয়সংবাদী দক্ষপুত্রান্মহাবলান্ ॥ ১২৬
নাশয়ামাস শাপায় আত্মনো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
ততো দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামেব বিশ্রুতাঃ ॥
কীর্ত্ত্যতে ধর্ম্মসর্গস্য কশ্যপস্য চ ধীমতঃ।
অত ঊর্দ্ধং ব্রহ্মণশ্চ বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ ॥ ১২৮
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ বিশেষত্বঞ্চ কীর্ত্ত্যতে।
ঈশত্বাচ্চ যথা সপ্ত জাতা দেবাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১২৯
মরুৎপ্রসাদো মরুতাং দিত্যা দেবাংশসম্ভবাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে মরুতশ্চাথ গণাস্তে সপ্তসপ্তকাঃ ॥১৩০
দেবত্বং পিতৃবাক্যেন বায়ুস্কন্ধেন চাশ্রয়ঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্ ॥১৩১
সর্ব্বভূতপিশাচানাং পশূনাং পক্ষিবীরুধাম্।
উৎপত্তয়শ্চাপ্সরসাং কীর্ত্ত্যন্তে বহুবিস্তরাৎ ॥১৩২
সমুদ্রসংযোগকৃতং জন্মৈরাবতহস্তিনঃ।
বৈনতেয়সমুৎপত্তিস্তথা চাস্যাভিষেচনম্ ॥ ১৩৩
ভৃগূণাং বিস্তরশ্চোক্তস্তথা চাঙ্গিরসানপি।
কশ্যপস্য পুলস্ত্যস্য তথৈবাত্রের্মহাত্মনঃ ॥ ১৩৪
পরাশরস্য চ মুনেঃ প্রজানাং তত্র বিস্তরঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ প্রজোৎপত্তিস্ততঃ পরম্ ॥১৩৫
তিস্রঃ কন্যাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে যাসু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
পিতৃদৌহিত্রনির্দ্দেশো দেবানাং জন্ম চোচ্যতে ॥
বিস্তরস্তে ভগবতঃ পঞ্চানাং সুমহাত্মনাম্।
ইলায়া বিস্তরশ্চোক্ত আদিত্যস্য ততঃ পরম্ ॥
বিকুক্ষিচরিতঞ্চোক্তং ধুন্ধোশ্চৈব নিবর্হণম্।
বৃহদ্বলান্তসংক্ষেপাদিক্ষ্বাকাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
নিম্যাদীনাং ক্ষিতীশানাং যাবজ্জহ্নুগণাদিতি।
কীর্ত্ত্যতে বিস্তরো যশ্চ যযাতেরপি ভূপতেঃ ॥১৩৯
যদুবংশসমুদ্দেশো হৈহয়স্য চ বিস্তরঃ।
ক্রোষ্টোরনন্তরং চোক্তস্তথা বংশস্য বিস্তরঃ ॥১৪০
জ্যামঘস্য চ মাহাত্ম্যং প্রজাসর্গশ্চ কীর্ত্ত্যতে।
দেবাবৃধস্য ত্বর্কস্য বৃষ্টেশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১৪১
অত্রিমিত্রাম্বরশ্চৈব বিষ্ণোর্দ্দিব্যাভিশংসনম্।
বিবস্বতোঽথ সংপ্রাপ্তির্মণিরত্নস্য ধীমতঃ ॥ ১৪২
যুধাজিতঃ প্রজাসর্গঃ কীর্ত্ত্যতে চ মহাত্মনঃ।
কীর্ত্ত্যতে চান্বয়ঃ শ্রীমান্ রাজর্ষের্দ্দেবমীঢ়ুষঃ ॥১৪৩
পুনশ্চ জন্ম চাপ্যুক্তং চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ।

বর্ণন, ভৃগু প্রভৃতির উৎপত্তি ইত্যাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। চাক্ষুষ মনুর প্রজা-সৃষ্টি শেষ হইলে দক্ষ ধ্যান করিয়া প্রজা-সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মতনয় নারদ সেই সকল মহাবল দক্ষপুত্রকে অভিশাপে নষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষ-বীরিণীর গর্ভে কতিপয় বিখ্যাত কন্যাসন্তান সৃষ্টি করেন, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ১১১—১২৭। ধীমান্ কশ্যপের ধর্ম্মসৃষ্টি কীর্ত্তন, অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের একত্ব পৃথক্ত্ব ও বিশেষত্ব বর্ণন, পরে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক যেরূপে সপ্তদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিবরণ, মরুদ্গণের প্রতি দেবতাদিগের অনুগ্রহ কথন, দিতির গর্ভ হইতে উনপঞ্চাশৎ বায়ুর দেবাংশে উদ্ভব, পিতৃগণের বাক্যানুসারে উঁহাদিগের দেবত্ব, দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব সর্প রাক্ষস সমগ্র ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, লতা এবং অপ্সরোগণের বহু বিস্তৃত উৎপত্তি বর্ণন, জলধি হইতে ঐরাবতের জন্ম, গরুড়োৎপত্তি, গরুড়ের অভিষেক, ভৃগু ও অঙ্গিরোগণের বিস্তৃত বিবরণ, তৎপরে কশ্যপ, পুলস্ত্য, মহাত্মা অত্রি, পরাশর মুনি এবং দেব ও ঋষিগণের প্রজা-সৃষ্টি, লোক-বিধারিণী কন্যাত্রয়ের উৎপত্তি, পিতৃদৌহিত্র-নির্দ্দেশ এবং দেবগণের জন্ম-কথা, প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ১২৮—১৩৬। ভগবান্ পঞ্চ সুমহাত্মা, ইলা, ও আদিত্য প্রভৃতির বিবরণ, বিকুক্ষিচরিত, ধুন্ধুবিনাশ, সংক্ষেপে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির চরিত্র কীর্ত্তন, নিমি হইতে জহ্নু গণ পর্য্যন্ত ক্ষিতিপতিদিগের উৎপত্তি বিবরণ, ভূপতি যযাতির চরিত, যদুবংশ নির্দ্দেশ, হৈহয় ও ক্রোষ্টুরাজবংশের বর্ণন, জ্যামঘের মাহাত্ম্য দেবাবৃধ, অর্ক ও মহামনা বৃষ্টির প্রজা-সৃষ্টি, অত্রি ও মিত্রবংশ-বিবরণ, বিষ্ণুর দিব্য কথন, ধীসম্পন্ন বিবস্বানের মণিরত্ন-প্রাপ্তি কীর্ত্তন, মহাত্মা যুধাজিতের প্রজা-সৃষ্টি বর্ণন, রাজর্ষি দেবমীঢ়ুষের শ্রীসম্পন্ন বংশ কীর্ত্তন এবং পুনর্ব্বার ঐ মহাত্মার জন্ম এবং চরিত বর্ণন,

কংসস্য চাপি দৌরাত্ম্যমেকান্তেন সমুদ্ভবঃ॥
বাসুদেবস্য দেবক্যাং বিষ্ণোর্জন্ম প্রজাপতেঃ।
বিষ্ণোরনন্তরশ্চাপি প্রজাসর্গোপবর্ণনম্॥ ১৪৭
দেবাসুরে সমুৎপন্নে বিষ্ণুনা স্ত্রীবধে কৃতে।
সংরক্ষতা শক্রবধং শাপঃ প্রাপ্তঃ পুরা ভৃগোঃ॥
ভৃগুশ্চোত্থাপয়ামাস দিত্যাং শুক্রস্য মাতরম্।
দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামা দ্বাদশাযুতাঃ॥ ১৪৮
নারসিংহপ্রভৃতয়ঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রাণনাশনাঃ।
শুক্রেণারাধনং স্থাণোর্ঘোরেণ তপসা কৃতম্॥
বরদানপ্রলুব্ধেন যত্র শর্ব্বস্তবঃ কৃতঃ।
অনন্তরং বিনির্দ্দিষ্টং দেবাসুরবিচেষ্টিতম্॥ ১৪৯
জয়ন্ত্যা সহ সক্তে তু যত্র শুক্রে মহাত্মনি।
অসুরান্মোহয়ামাস শুক্ররূপেণ বুদ্ধিমান্॥ ১৫০
বৃহস্পতিস্তু তান্ শুক্রঃ শশাপ সুমহাদ্যুতিঃ।
উক্তঞ্চ বিষ্ণুমাহাত্ম্যং বিষ্ণোর্জন্মাদিশব্দনম্॥১৫১
তুর্ব্বসুঃ শুক্রদৌহিত্রো দেবযান্যা যদোরভূৎ।
অনুদ্রুহ্যস্তথা পুরুর্যযাদিতনয়া নৃপাঃ॥ ১৫২
অত্র বংশ্যা মহাত্মানস্তেষাং পার্থিবসত্তমাঃ।
কীর্ত্ত্যন্তে দীর্ঘযশসো ভূরিদ্রবিণতেজসঃ॥ ১৫৩
কুশিকস্য চ বিপ্রর্ষেঃ সম্যগ্‌ঘোধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।
বার্হস্পত্যস্তু সুরভির্যত্র শাপমিহানুদৎ॥ ১৫৪
কীর্ত্তনং জহ্নুবংশস্য শান্তনোর্বীর্য্যশব্দনম্।
ভবিষ্যতাং তথা রাজ্ঞামুপসংহারশব্দনম্॥ ১৫৫
অনাগতানাং সপ্তানাং মনূনাঞ্চোপবর্ণনম্।
ভৌমস্যান্তে কলিযুগে ক্ষীণে সংহারবর্ণনম্॥১৫৬
পরার্দ্ধপরয়োশ্চৈব লক্ষণং পরিকীর্ত্ত্যতে।
ব্রহ্মণো যোজনাগ্রেণ পরিমাণবিনির্ণয়ঃ॥ ১৫৭
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকঃ স্মৃতঃ।
ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্ত্যতে প্রতিসঞ্চরঃ॥ ১৫৮
অনাবৃষ্টির্ভাস্করাচ্চ ঘোরঃ সংবর্ত্তকোঽনলঃ।
মেঘাশ্চৈকার্ণবং বায়ুস্তথা রাত্রির্মহাত্মনঃ॥ ১৫৯
সংখ্যালক্ষণমুদ্দিষ্টং ততো ব্রাহ্মং বিশেষতঃ।
ভূরাদীনাঞ্চ লোকানাং সপ্তানামুপবর্ণনম্॥ ১৬০
কীর্ত্ত্যন্তে চাত্র নিরয়াঃ পাপানাং রৌরবাদয়ঃ।
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাত্তু শিবস্য স্থানমুত্তমম্॥ ১৬১
যত্র সংহারমায়াস্তি সর্ব্বভূতানি সঙ্ক্ষয়ে।

কংসের উৎপত্তি ও তৎকৃত দৌরাত্ম্য, বসুদেব হইতে দেবকীগর্ভে প্রজাপতি বিষ্ণুর আবির্ভাব, পরে প্রজাসৃষ্টি বিবরণ, দেবাসুর উৎপন্ন হইবার পর ইন্দ্ররক্ষার্থ স্ত্রী বধ করিয়া ভৃগুর নিকট বিষ্ণুর অভিশাপপ্রাপ্তি, ভৃগু হইতে শুক্র-মাতার উদ্ধার সাধন, দেবাসুরের দ্বাদশাযুত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ বর্ণন, নারসিংহ প্রভৃতি প্রাণনাশক অবতার, তীব্র তপস্যাদ্বারা শুক্রের মহাদেব আরাধনা, বরপ্রাপ্তিলোভে শুক্র কর্তৃক মহাদেবস্তব, দেব ও অসুরগণের ক্রিয়াকলাপ, এই সকল বর্ণিত হইয়াছে। ১৪৮—১৪৯। মহাত্মা শুক্র যখন জয়ন্তী সহ আসক্ত হন, তখন বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধরিয়া অসুরদিগকে মোহিত করেন, ইহাতে মহাদ্যুতি শুক্র তাহাদিগকে অভিশাপ দেন, এই বিবরণও বর্ণিত আছে। তৎপরে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-কথা, বিষ্ণুর জন্মাদি বিবরণ, দেবযানীর গর্ভজাত শুক্রদৌহিত্র যদু ও তৎপশ্চাদুৎপন্ন তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য পুরু প্রভৃতি যযাতিতনয়গণের এবং ঐ বংশীয় মহাবলসম্পন্ন অন্যান্য যশস্বী মহাত্মা পার্থিবগণের চরিত্রকথা, বিপ্রর্ষি কুশিকের সম্যক্ ধর্ম্মাচরণ-কথা, সুরভি দ্বারা বৃহস্পতি-দত্ত শাপের অপনোদন, জহ্নুবংশবর্ণন, শান্তনুর বীরত্ব কীর্ত্তন, উপসংহার কথন, ভাবী ভূপালগণের ও অনাগত সপ্তমনুর বিবরণ, কলি যুগক্ষয়ে সমস্তের সংহার বর্ণন, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ১৫০—১৫৬। অনন্তর পরার্দ্ধ ও পরলক্ষণ, ব্রহ্মসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের যোজনক্রমিক পরিমাণ নির্দ্দেশ, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক ভূতবৃন্দের এই ত্রিবিধ প্রতিসঞ্চার বর্ণন, ভাস্কর হইতে অনাবৃষ্টি, ভয়ঙ্কর সম্বর্ত্তকাগ্নি, মেঘ, একার্ণব বায়ু, বিভাবরী, ব্রাহ্ম লক্ষণ সংখ্যা, এবং ভূরাদি সপ্ত লোক বিশেষরূপে উপবর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর পাপবিশেষে রৌরবাদি নরকপ্রাপ্তি বিবরণ, যেখানে ভূতবৃন্দ প্রলয়ে লয় পায়, ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধস্থিত সেই শিবলোকের বর্ণন,

সর্ব্বেষাঞ্চৈব সত্ত্বানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ॥ ১৬২
ব্রহ্মণঃ প্রতিসংসর্গে সর্ব্বসংহারবর্ণনম্।
অষ্টরূপাস্ততঃ প্রোক্তং প্রাণস্যাষ্টকমেব চ॥ ১৬৩
গতিশ্চোর্দ্ধমধশ্চোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসমাশ্রয়াৎ।
কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহতামপি সঙ্ক্ষয়ঃ॥ ১৬৪
প্রসঙ্খ্যায় চ দুঃখানি ব্রহ্মণশ্চাপ্যনিত্যতা।
দৌরাত্ম্যঞ্চৈব ভোগানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ॥ ১৬৫
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য সত্ত্বং ব্রহ্মণি সংস্থিতম্॥
নানাত্বদর্শনাচ্ছুদ্ধং ততস্তদভিবর্ত্ততে।
ততস্তাপত্রয়াতীতো নীরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ॥ ১৬৭
আনন্দো ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো ন বিভেতি কুতশ্চন।
কীর্ত্ত্যতে চ পুনঃ সর্গো ব্রহ্মণোঽস্য পূর্ব্ববৎ॥
কীর্ত্ত্যতে ঋষিবংশশ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
ইতি কৃত্যসমুদ্দেশঃ পুরাণস্যেপিবর্ণিতঃ॥ ১৬৯
কীর্ত্ত্যন্তে জগতো হ্যত্র সর্ব্বপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।
প্রবৃত্তয়শ্চ ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ॥ ১৭০
প্রাদুর্ভাবো বশিষ্ঠস্য শক্তের্জন্ম তথৈব চ।
সৌদাসাগ্নিগ্রহস্তস্য বিশ্বামিত্রকৃতেন চ॥ ১৭১
পরাশরস্য চোৎপত্তিরদৃশ্যত্বং যথা বিভোঃ।
জজ্ঞে পিতৄণাং কন্যায়াং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ॥ ১৭২
শুকস্য চ তথা জন্ম সহপুত্রস্য ধীমতঃ।
পরাশরস্য প্রদ্বেষো বিশ্বামিত্রকৃতো যথা॥ ১৭৩
বশিষ্ঠসম্ভৃতশ্চাগ্নির্বিশ্বামিত্রজিঘাংসয়া।
সন্তানহেতোর্বিভুনা চীর্ণঃ স্কন্দেন ধীমতা॥ ১৭৪
দৈবেন বিধিনা বিপ্র বিশ্বামিত্রহিতৈষিণা।
একং বেদং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা পুনরীশ্বরঃ॥ ১৭৫
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্বান্ স্ববুদ্ধিতঃ।
তস্য শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চ শাখাভেদাঃ যথা কৃতাঃ।
প্রয়োগৈঃ ষড়্গুণীয়ৈশ্চ যথা পৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
পৃষ্টেন চানুপূর্ব্ব্যেস্তে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৭৭
দেশং পুণ্যমভীপ্সন্তো বিভুনা তদ্ধিতৈষিণা।
সুনাভং দিব্যরূপাখ্যং সত্যাঙ্গং শুভবিক্রমম্॥
অনৌপম্যমিদং চক্রং বর্ত্তমানমতন্দ্রিতাঃ।
পৃষ্ঠতো যাত নিয়তাস্ততঃ প্রাপ্স্যথ বাঞ্ছিতম্॥ ১৭৯
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমির্বিশীর্য্যতে।

সর্ব্বপ্রাণীর পরিণাম নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রতিসর্গ, ও সমস্তের সংহার বর্ণন, অষ্টপ্রাণের অষ্টরূপত্ব কথন, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের সংশ্রয়ে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি কীর্ত্তন, কল্পে কল্পে মহাভূতবৃন্দের সংহার, দুঃখপ্রসংখ্যান, ব্রহ্মারও অনিত্যতা, ভোগপ্রবাহের দৌরাত্ম্য ও তাহার পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দৌর্লভ্য; বৈরাগ্যোদয়ে সংসারের দোষদর্শন, ব্যক্তাব্যক্ত পরিহারপূর্ব্বক নানাত্বদর্শনে সুপরিশুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠসত্ত্বে অভিবর্ত্তন, ত্রিবিধ তাপপরিশূন্য রূপহীন নিরঞ্জন অনাকুল ব্রহ্মানন্দের অভিধান, ব্রহ্মার পুনরায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, সর্ব্বপাপহর ঋষিবংশ কীর্ত্তন, পুরাণের উদ্দেশ্য বর্ণন, নিখিল জগতের প্রলয়বিকৃতি, এবং ভূতবৃন্দের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ফল, এই সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫৭—১৭০। বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম, বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় সৌদাস হইতে তাঁহার নিগ্রহ, পরাশরের উৎপত্তি, বিভুর অদর্শন, পিতৃগণের কন্যা বাসবীর গর্ভে মুনিবর ব্যাসের উদ্ভব, ধীমান্ শুকের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রের সপুত্র পরাশরের প্রতি বিষ, বিশ্বামিত্রের নিধন সাধনের জন্য বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অগ্নি উৎপাদন, বিশ্বামিত্রের হিতকামনায় সন্তানার্থ ধীমান্ স্কন্দের তপশ্চরণ; ভগবান্ ব্যাস বুদ্ধিপূর্ব্বক যেরূপে এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক যেরূপে বেদের শাখা সকল বিভক্ত হয়, সে সমুদায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ১৭১—১৭৬। ব্রহ্মসৃষ্ট, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ পুণ্য দেশগমনে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মার নিকট পবিত্র দেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হিতাকাঙ্ক্ষী বিভু ব্রহ্মা তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা অতন্দ্রিত হইয়া এই সুনাভ, সত্যাঙ্গ, শুভবিক্রম দিব্যরূপাভিধেয় অনুপম, ধর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' এই

পুণ্যঃ স দেশো মন্তব্য ইত্যুবাচ তদা প্রভুঃ ॥১৮০
উক্ত্বা চৈবমৃষীন্ ব্রহ্মা হ্যদৃশ্যত্বমগাৎ পুনঃ।
গঙ্গাগর্ভসমাহারং নৈমিষেরত্বমেব চ ॥ ১৮১
ঈজিরে চৈব সত্রেণ মুনয়ো নৈমিষে তদা।
মৃতে শরদ্বতি তথা তস্য চোত্থাপনং কৃতম্ ॥ ১৮২
ঋষয়ো নৈমিষেয়াস্তু শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ।
নিঃসীমাং গামিমাং কৃৎস্নাং কৃত্বা রাজানমাহরন্
যথাবিধি যথাশাস্ত্রং তমাতিথ্যৈরপূজয়ন্।
প্রীতং তথা কৃতাতিথ্যং রাজানং বিবিধস্তদা ॥১৮৪
অন্তর্দ্ধানগতঃ ক্রূরঃ স্বর্ভানুরসুরোঽহরৎ।
অনুসত্রুস্তু তং চাপি নৃপমৈড়ং যথা পুরা ॥১৮৫
গন্ধর্ব্বসহিতং দৃষ্ট্বা কলাপগ্রামবাসিনম্।
সন্নিপাতঃ পুনস্তস্য যথা যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ॥ ১৮৬
দৃষ্ট্বা হিরণ্ময়ং সর্ব্বং যজ্ঞে বস্তু মহাত্মনাম্।
তদা বৈ নৈমিষেয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥১৮৭

যথা বিবদমানস্তু ঐড়ঃ সংস্থাপিতস্তু তৈঃ।
জনয়িত্বা ত্বরণ্যাস্তে ঐড়পুত্রং যথায়ুষম্ ॥ ১৮৮
সমাপয়িত্বা তৎসত্রমায়ুষং পর্য্যুপাসতে।
এতৎ সর্ব্বং যথাবৃত্তং ব্যাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ ॥
ঋষীণাং পরমং চাত্র লোকতত্ত্বমনুত্তমম্।
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং পুরাণং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥
অবতারশ্চ রুদ্রস্য দ্বিজানুগ্রহকারণাৎ।
তথা পাশুপতা যোগাঃ স্থানানাঞ্চৈব কীর্ত্তনম্॥
লিঙ্গোদ্ভবস্তু দেবস্য নীলকণ্ঠত্বমেব চ।
কথ্যতে যত্র বিপ্রাণাং বায়ুনা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ১৯২
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্।
কীর্ত্তনং শ্রবণং চাস্য ধারণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৯৩
অনেন হি ক্রমেণেদং পুরাণং সংপ্রচক্ষতে।
সুখমর্থঃ সমাসেন মহানপ্যুপলভ্যতে॥ ১৯৪
তস্মাৎ কিঞ্চিৎ সমুদ্দিশ্য পশ্চাৎবক্ষ্যামি বিস্তরম্।
পাদমাদ্যমিদং সম্যক্ যোঽধীয়ীত জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

ধর্ম্মচক্র যাইতে যাইতে যেখানে গিয়া ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে, সেই দেশই তোমরা পুণ্য-দেশ বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মা ঋষিদিগকে এই কথা কহিয়া অদৃশ্য হইলেন। মুনিগণও ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে চক্রের পশ্চাদ্গামী হইয়া গঙ্গাগর্ভসমীপে নৈমিষারণ্য প্রাপ্ত হইয়া সেইস্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে শরদ্বান্ নামক জনৈক ঋষির মৃত্যু হয়। ঋষিগণ তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ পুনরায় পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে এই অশেষ ভূমণ্ডলের অধীশ্বর করিয়া যথাবিধি যথাশাস্ত্র তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন। তখন ক্রূরকর্ম্মা রাহু সেই রাজার তাদৃশ সৎকারাদি দর্শনে অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। পরে মুনিগণ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঐড় নৃপকে গন্ধর্ব্বগণ সহ কলাপগ্রামে বাস করিতে দেখিলেন এবং তাঁহাকে যেরূপে তথা হইতে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করিলেন, যেরূপে ঐড় নৃপ সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের যজ্ঞীয় পাত্র সকল স্বর্ণময় দেখিয়া লোভ-বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন, যেরূপে নৈমিষারণ্য-মধ্যে ঐড়পুত্র আয়ু উৎপাদিত হন এবং যেরূপে যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক সকলেই সেই আয়ুকে উপাসনা করেন, হে দ্বিজবরগণ! এতৎ-সমস্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে ঋষিগণের পরম শ্রেষ্ঠ লোকতত্ত্ব, ব্রহ্মপ্রোক্ত অনুত্তম প্রাচীন জ্ঞানযোগ, দ্বিজগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ রুদ্রাবতার, পাশুপতযোগ, স্থানসমূহের বিবরণ এবং মহাদেবের লিঙ্গোদ্ভব ও তদীয় নীলকণ্ঠত্ব এই সকল বিষয় ব্রহ্মবাদী বায়ু ব্রাহ্মণদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৭৭—১৯২। ইহা সম্যক্রূপে কীর্ত্তন, শ্রবণ বা ধারণ করিলে যশোলাভ, আয়ুর্বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পাপরাশি নাশ এবং জীবন ধন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ক্রম নির্দ্দেশ করিলাম, ঐ ক্রমানুসারেই এই পুরাণ কীর্ত্তিত হইবে। পুরাণোক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানা থাকিলে পরে ইহার অর্থোপলব্ধি অনায়াসেই হইতে পারিবে, এই বিবেচনায় প্রথমে পুরাণোক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল; অতঃপর

তেনাধীতং পুরাণং তৎ সর্ব্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ॥
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ॥১৯৭
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
অভ্যাসন্নিমমধ্যায়ং সাক্ষাৎ প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্।
যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্॥
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ব্যাপ্য প্রবর্ত্ততে।
তস্যাপি জগতঃ স্রষ্টা স্রষ্টা দেবো মহেশ্বরঃ॥
অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং
মহেশ্বরঃ সর্ব্বমিদং পুরাণম্।

বিস্তৃত করিয়া কীর্ত্তন করিব। ১৯৩—১৯৫। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনোযোগের সহিত ইহার আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন, তাঁহার সমস্ত পুরাণই অধ্যয়ন করা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষৎসহ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, অথচ যদি তাঁহার পৌরাণিক বিষয় সকল অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারাই বেদজ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে হয়। বিশেষতঃ, 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে' এই বিবেচনায় বেদ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই ভয় করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির নিকটই বেদকে অবমানিত হইতে হয়। এই অধ্যায়ের বক্তা সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু; সুতরাং ইহা অভ্যাস করিলে উপস্থিত আপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং অন্তে অভীপ্সিত সদ্গতি লাভ হয়। ইহা অতি পুরাতন এবং ইহা সমস্ত শাস্ত্রের পূরক, এই জন্য ইহাকে পুরাণ বলে। ইহার এই নিরুক্ত বা ব্যুৎপত্তি যিনি জানেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। নারায়ণ এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী জগৎস্রষ্টা নারায়ণেরও স্থষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বর। এই সমগ্র পুরাণ সেই মহেশ্বরময়। তিনি সৃষ্টিকালে

স সর্গকালে চ করোতি সর্গান্
সংহারকালে পুনরাদদীত॥ ২০১

ইতি শ্রীআদিমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

প্রত্যক্রান্ পুনঃ সূতমৃষয়স্তে তপোধনাঃ।
কুত্র সত্রং সমভবৎ তেষামদ্ভুতকর্ম্মণাম্॥ ১
কিয়ন্তঞ্চৈব তৎ কালং কথঞ্চ সমবর্ত্তত।
আচচক্ষ পুরাণঞ্চ কথং তেভ্যঃ প্রভঞ্জনঃ॥ ২
আচক্ষ বিস্তরেণেদং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
ইতি সঞ্চোদিতঃ সূতঃ প্রত্যুবাচ শুভং বচঃ॥ ৩
শৃণুধ্বং যত্র তে ধীরা ঈজিরে সত্রমুত্তমম্।
যাবন্তঞ্চাভবৎ কালং যথা চ সমবর্ত্তত॥ ৪

সমস্ত সৃষ্টি করেন, এবং পুনরায় প্রলয়ে সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব যত্নের সহিত সকলে ইহা শ্রবণ করুন। ১৯৬—২০১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক বলিলেন,—সেই তপোধন ঋষিগণ পুনরায় সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—সূত! সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষিগণের যজ্ঞ কোথায় হইয়াছিল এবং উহা কতকাল স্থায়ী হইয়া কিরূপেই বা নির্ব্বাহিত হইল? আর বায়ুই বা কিরূপে তাঁহাদিগের নিকট পুরাণ-কথা বলিলেন? আমাদিগের শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে, তুমি আমাদিগের নিকট ঐ সকল কথা সবিস্তার বর্ণন কর। ঋষিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সূত তাঁহার প্রত্যুত্তরে মিষ্টভাষায় বলিতে লাগিলেন,—হে ধীরগণ! ঋষিগণ যে স্থানে সেই উত্তম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান যতকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং যে প্রকারে উহা

সিসৃক্ষমাণা বিশ্বং হি যত্র বিশ্বসৃজঃ পুরা।
সত্রং হি ঈজিরে পুণ্যং সহস্রং পরিবৎসরান্‌ ॥৫
তপোগৃহপতির্যত্র ব্রহ্মা ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ম্‌।
ইলায়া যত্র পত্নীত্বং শামিত্রং যত্র বুদ্ধিমান্‌ ॥ ৬
মৃত্যুশ্চক্রে মহাতেজাস্তস্মিন্‌ সত্রে মহাত্মনাম্‌।
বিবুধা ঈজিরে তত্র সহস্রং প্রতিবৎসরান্‌ ॥ ৭
ভ্রমতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিরশীর্য্যত।
কর্ম্মণা তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্‌ ॥ ৮
যত্র সা গোমতী পুণ্যা সিদ্ধচারণসেবিতা।
রোহিণী সুষুবে তত্র ততঃ সৌম্যোঽভবৎ সুতঃ ॥
শক্তির্জ্যেষ্ঠঃ সমভবৎ বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
অরুন্ধত্যাঃ সুতা যত্র শতমুত্তমতেজসঃ ॥ ১০
কল্মাষপাদো নৃপতির্যত্র শপ্তশ্চ শক্তিনা।
যত্র বৈরং সমভবদ্বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ ॥ ১১
অদৃশ্যন্ত্যাং সমভবন্মুনির্যত্র পরাশরঃ।
পরাভবো বসিষ্ঠস্য যস্মিন্‌ জাতেঽপ্যবর্ত্তত ॥ ১২
তত্র তে ঈজিরে সত্রং নৈমিষে ব্রহ্মবাদিনঃ।
নৈমিষে ঈজিরে যত্র নৈমিষেয়াস্ততঃ স্মৃতাঃ ॥১৩
তৎ সত্রমভবত্তেষাং সমা দ্বাদশ ধীমতাম্‌।
পুরূরবসি বিক্রান্তে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্‌ ॥ ১৪
অষ্টাদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্‌ পুরূরবাঃ।
তুতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদিতি হি নঃ শ্রুতম্‌
উর্ব্বশী চকমে যঞ্চ দেবহূতিপ্রবোদিতা।
আজহার চ তৎ সত্রং স্বর্বৈশ্যা সহ সঙ্গতঃ ॥১৬
তস্মিন্‌ নরপতৌ সত্রং নৈমিষেয়াঃ প্রচক্রিরে।
যং গর্ভে সুষুবে গঙ্গা পাবকাদ্দীপ্ততেজসম্‌ ॥ ১৭
তদুল্বং পর্ব্বতে ন্যস্তং হিরণ্যং প্রত্যপদ্যত।
হিরণ্ময়স্ততশ্চক্রে যজ্ঞবাটং মহাত্মনাম্‌ ॥ ১৮
বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং দেবো ভাবয়ন্‌ লোকভাবনম্‌।
বৃহস্পতিস্ততস্তত্র তেষামমিততেজসাম্‌ ॥ ১৯
ঐড়ঃ পুরূরবা ভেজে তং দেশং মৃগয়াং চরন্‌।

নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাহা আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন। ১—৪। পুরাকালে বিশ্বস্রষ্টৃগণ বিশ্বসৃষ্টি কামনায় স্বয়ং ব্রহ্মাকে ব্রহ্মপদে বরিত করিয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে স্থানে পুণ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যেখানে ইলার পত্নীত্ব ও স্বামিত্ব হইয়াছিল, যে স্থানে মহাতেজা যম যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; যেখানে দেবগণও সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভ্রমণপরায়ণ ধর্ম্মচক্রের নেমি বিশীর্ণ হওয়ায় যে স্থান মুনিপূজিত নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সিদ্ধচারণসেবিতা পুণ্যতোয়া গোমতী যেখানে প্রবাহিত হইতেছেন, মহাত্মা বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ তনয় সৌম্যাকৃতি শক্তিকে রোহিণী যেখানে প্রসব করিয়াছিলেন, যেখানে অরুন্ধতীর গর্ভ হইতে বশিষ্ঠের এক শত তেজস্বী তনয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যেখানে বশিষ্ঠ-তনয় শক্তি কল্মাষপাদ রাজাকে অভিশাপ করিয়াছিলেন, যেখানে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যেখানে অদৃশ্যন্তী-গর্ভে পরাশর উৎপন্ন হইলে বশিষ্ঠের বিশ্বামিত্র-জনিত পরাভব অপগত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই নৈমিষক্ষেত্রেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে যজ্ঞ করেন বলিয়া তাঁহারা তৎকালে নৈমিষেয় নামে প্রসিদ্ধ হন। ৫—১৩। ধীমান ঋষিগণের ঐ যজ্ঞ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সময় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পুরূরবা বসুন্ধরা শাসন করিতেছিলেন। আমরা শুনিয়াছি,—তিনি অষ্টাদশ দ্বীপের একাধিপত্য পাইয়াও ধনরত্ন লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। উর্ব্বশী দেবহূতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুরূরবাকে পতিত্বে বরণ করেন। পুরূরবা ঐ স্বর্গবেশ্যার সহিত মিলিত হইয়া একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই নরপতির রাজ্যশাসন সময়েই নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। পাবকের সংসর্গে গঙ্গার গর্ভ হইয়াছিল, ঐ প্রদীপ্ত গর্ভ পর্ব্বতশিখরে ন্যস্ত হইয়া সুবর্ণাকারে পরিণত হয়। পরে বিশ্বকর্ম্মা ও বৃহস্পতি ঐ সুবর্ণ দ্বারা অমিততেজা মহাত্মা মহর্ষিগণের সেই যজ্ঞস্থল সুবর্ণময় করিয়াছিলেন। ১৪—১৯। এক সময় রাজা পুরূরবা মৃগয়ার্থ

তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২০
লোভেন হৃতবিজ্ঞানস্তদাদাতুং প্রচক্রমে।
নৈমিষেয়াস্ততস্তস্য চুক্রুধুর্নৃপতের্ভৃশম্ ॥ ২
নিজঘ্নুশ্চাপি সংক্রুদ্ধাঃ কুশবজ্রৈর্মনীষিণঃ।
ততো নিশান্তে রাজানং মুনয়ো দৈবনোদিতাঃ ॥
কুশবজ্রৈর্বিনিষ্পিষ্টঃ স রাজা ব্যজহাত্তনুম্।
ঔর্ব্বশেয়ং ততস্তস্য পুত্রং চক্রুর্নৃপং ভুবি ॥ ২৩
নহুষস্য মহাত্মানং পিতরং যং প্রচক্ষতে।
স তৈঃ পরিবৃতঃ সম্যক্ ধর্ম্মশীলো মহীপতিঃ ॥
আয়ুঃ প্রিয়তমঃ পুত্রস্তস্মাৎ স নরসত্তমঃ।
স্থাপয়িত্বা চ রাজানং ততো ব্রহ্মবিদাং বরাঃ ॥
সত্রমারেভিরে কর্ত্তুং যথাবদ্ধর্ম্মভূতয়ে।
বভূব সত্রং তত্তেষাং বহ্বাশ্চর্য্যং মহাত্মনাম্ ॥ ২৬
বিশ্বং সিসৃক্ষতাং তেষাং পুরা বিশ্বসৃজামিব।
বৈখানসৈঃ প্রিয়সখৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিকৈঃ ॥ ২৭
অন্যৈশ্চ মুনিভির্জুষ্টং সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভৈঃ।
পিতৃদেবাপ্সরঃসিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বোরগচারণৈঃ ॥ ২৮
সম্ভারৈস্তু শুভৈর্জুষ্টৈস্তৈরেবেন্দ্রসদো যথা।
স্তোত্রশস্ত্রৈর্গ্রহৈর্দ্দেবান্ পিতৄন্ পিত্র্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ
আনর্চ্চুশ্চ যথাজাতি গন্ধর্ব্বাদীন্ যথাবিধি।
আরাধয়িতুমিচ্ছন্তস্ততঃ কর্ম্মান্তরেষ্বথ ॥ ৩০
জগুঃ সামানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ব্যাজহ্রুর্মুনয়ো বাচং চিত্রাক্ষরপদাং শুভাম্ ॥ ৩১
মন্ত্রবিতত্ত্ববিদ্বাংসো জগদুশ্চ পরস্পরম্।
বিতণ্ডাবচনৈশ্চৈকে নিজঘ্নুঃ প্রতিবাদিনঃ ॥ ৩২
ঋষয়স্তত্র বিদ্বাংসঃ সাংখ্যার্থন্যায়কোবিদাঃ।
ন তত্র দুরিতং কিঞ্চিদ্বিদধুর্ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৩৩
ন চ যজ্ঞহনো দৈত্যা ন চ যজ্ঞমুষোঽসুরাঃ।
প্রায়শ্চিত্তং দুরিষ্টং বা ন তত্র সমজায়ত ॥ ৩৪
শক্তিপ্রজ্ঞাক্রিয়াযোগৈর্বিধিরাসীৎ স্বনুষ্ঠিতঃ।

নির্গত হইয়া সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি ঐ অত্যাশ্চর্য্য হিরণ্ময় যজ্ঞভূমির উপর নিপতিত হইল। তিনি উদ্দৃষ্ট লোভে হতজ্ঞান হইয়া ঐ সকল স্বর্ণ গ্রহণে উদ্যত হইলেন। এই ব্যাপারে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিশাবসানে তাঁহাদিগের প্রতি দৈবাদেশ হইল। তখন সেই ক্রুদ্ধ মুনিগণ কুশময় বজ্র দ্বারা পুরূরবাকে প্রহার করিলেন। রাজা পুরূরবা সেই কুশবজ্রের প্রহারে নিষ্পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর মুনিগণ তাঁহার উর্ব্বশীগর্ভজাত পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। পুরূরবার এই পুত্রের নাম আয়ু। আয়ু মহাত্মা নহুষের পিতা বলিয়া প্রখ্যাত। এই মহীপতি মুনিগণে পরিবৃত হইয়া সম্যক্ ধর্ম্মাচরণ করিতেন। এই জন্য ব্রহ্মবাদী মুনিগন পুরূরবার প্রিয়তম পুত্র নরবর আয়ুকে রাজপদে স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য পুনরায় যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালীন বিশ্বস্রষ্টাগণের যজ্ঞের ন্যায় সাতিশয় আশ্চর্য্যকর হইল। বৈখানসগণ প্রিয়সখ বালখিল্যগণ, মরীচিগণ, পাবকপ্রভ অন্যান্য মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অপ্সরোগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ ও চারণগণ যজ্ঞস্থলে সমবেত হইলেন। নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া ঐ যজ্ঞভূমি ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভিত হইল। মুনিগণ তৎকালে স্তোত্র ও যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে পিত্র্য কর্ম্মে পিতৃগণকে এবং অন্যান্য প্রীতিজনক ক্রিয়ায় গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে যথাবিধি জাতিভেদানুসারে আপ্যায়িত করিলেন। ২৪—৩০। ঐ যজ্ঞভূমির কোথাও গন্ধর্ব্বদিগের সামগান, কোথাও অপ্সরোগণের নৃত্য, কোথাও শান্তচেতা মুনিগণের মধুর বিচিত্র বাক্যালাপ, কোথাও মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের পরস্পর বিচার, এবং কোথাও বা সাংখ্য ন্যায় প্রভৃতি দর্শনতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ ঋষিগণের বিতণ্ডাবাদ হইতে লাগিল। তথায় ব্রহ্মরাক্ষসগণ, যজ্ঞঘাতী দৈত্যগণ, অথবা যজ্ঞাপহারী অসুরগণ ইহাদিগের কেহই কোনরূপ বিঘ্নাচরণে সমর্থ হইল না এবং কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা দুরভিসন্ধিরও আশঙ্কা জন্মিল না। মহর্ষিগণের শক্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগে সেই যজ্ঞবিধি যথাযথ অনুষ্ঠিত হইল। এই-

এবং বিতেনিরে সত্রং দ্বাদশাব্দং মনীষিণঃ ॥ ৩৫
ভৃগ্বাদ্যা ঋষয়ো ধীরা জ্যোতিষ্টোমান্ পৃথক্ পৃথক্
চক্রিরে পৃষ্ঠগমনান্ সর্ব্বানযুতদক্ষিণান্ ॥ ৩৬
সমাপ্তযজ্ঞাস্তে সর্ব্বে বায়ুমেব মহাদ্বিপম্।
পপ্রচ্ছুরমিতাত্মানং ভবদ্ভির্যদহং দ্বিজাঃ ॥ ৩৭
প্রবোদিতশ্চ বংশার্থং স চ তানব্রবীৎ প্রভুঃ।
শিষ্যঃ স্বয়ম্ভুবো দেবঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদৃগ্বশী ॥ ৩৮
অণিমাদিভিরষ্টাভিরৈশ্বর্য্যৈঃ সমন্বিতঃ।
তির্য্যগ্‌যোন্যাদিভির্দ্ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বলোকান্ বিভর্ত্তি যঃ
সপ্তস্কন্ধাদিকং শশ্বৎ প্লবতে যো জগদ্বরঃ।
বিষয়ে নিরতা যস্য সংস্থিতাঃ সপ্তকা গণাঃ ॥ ৪০
ব্যূহাংস্তত্ত্বানাং ভূতানাং কুর্ব্বন্ যশ্চ মহাবলঃ।
তেজসশ্চাপ্যুপাদানং দধাতি যঃ শরীরিণম্ ॥ ৪১
প্রাণাদ্যা বৃত্তয়ঃ পঞ্চকরণানাঞ্চ বৃত্তিভিঃ।
প্রেৰ্য্যমাণঃ শরীরাণাং কুরুতে যস্য ধারণম্ ॥ ৪২
আকাশযোনির্দ্বিগুণঃ শব্দস্পর্শসমন্বিতঃ।
তৈজসপ্রকৃতিশ্চাপ্যুক্তোঽপ্যয়ং ভাবো মনীষিভিঃ
তত্ত্বাভিমানী ভগবান্ বায়ুশ্চাতিক্রিয়াত্মকঃ।
বাগ্‌ভারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪৪
ভারত্যা শ্লক্ষ্ণয়া সর্ব্বান্ মুনীন্ প্রহ্লাদয়ন্নিব।
পুরাণজ্ঞঃ সুমনসঃ পুরাণাশ্রয়যুক্তয়া ॥ ৪৫

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মহেশ্বরায়োত্তমবীর্য্যকর্ম্মণে
সুরর্ষভায়ামিতবুদ্ধিতেজসে।
সহস্রসূর্য্যানলবর্চ্চসে নমঃ
ত্রিলোকসংহারবিসৃষ্টয়ে নমঃ ॥ ১
প্রজাপতীন্ লোকনমস্কৃতাংস্তথা
স্বয়ম্ভুরুদ্রপ্রভৃতীন্ মহেশ্বরান্।

রূপে ভৃগু প্রভৃতি মনীষী ঋষিগণ ঐ যজ্ঞ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিলেন। জ্যোতিষ্টোম সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইল। যাজ্ঞিকগণ প্রত্যেকেই অযুত পরিমাণ দক্ষিণা প্রাপ্ত হইলেন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! তখন মুনিগণের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পরে আপনারা যেমন আমাকে বংশকীর্ত্তনে আদেশ করিয়াছেন, এই প্রকার তাঁহারাও অমিতাত্মা বায়ুকে বংশ বর্ণনার্থ নিযুক্ত করিলেন। যিনি স্বায়ম্ভুবের শিষ্য, যাঁহার অপ্রত্যক্ষ কিছুই নাই। যিনি জিতেন্দ্রিয় ও অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যে ভূষিত, যিনি ধর্ম্ম দ্বারা তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি নিখিল লোক পালন করিতেছেন, যাহা দ্বারা সপ্তস্কন্ধাদি সমগ্র জগৎ নিয়ত প্লাবিত হইতেছে, যাঁহার সপ্তগণ নিয়ত বিষয়সমূহে বিরাজমান, যিনি ক্ষিত্যাদি ভূতত্রয়ের সঙ্ঘাতকারী, যাঁহার বলের তুলনা নাই, যিনি তেজেরও উপাদান ও শরীরিগণের ধারক, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান পাঁচটী যাঁহার বৃত্তি, যিনি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিসমূহে পরিচালিত হইয়া দেহীদিগকে ধারণ করিতেছেন, আকাশ যাঁহার যোনি, যিনি শব্দ ও স্পর্শ গুণে যুক্ত, এবং মনীষিগণ যাঁহাকে তৈজস প্রকৃতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই অলোকসামান্য ক্রিয়াত্মক সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পুরাণজ্ঞ ভগবান্ বায়ু পুরাণবিষয়ক সুমধুর বাক্য দ্বারা প্রফুল্লমনা মুনিদিগকে যেন আহ্লাদিত করিয়াই বলিতে লাগিলেন। ৩১—৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যাঁহার বীর্য্য এবং কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম, যিনি সুরগণের শ্রেষ্ঠ, যাঁহার বুদ্ধি এবং প্রভাব অপরিমিত, যিনি সূর্য্য ও অনলবৎ তেজস্বী, সেই ত্রিলোক-সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা মহেশ্বরকে নমস্কার করি। লোকনমস্কৃত প্রজাপতিগণ, স্বায়ম্ভু রুদ্র প্রভৃতি মহেশ্বরগণ,

ভৃগুং মরীচিং পরমেষ্ঠিনং মনুং
রজস্তমোবর্দ্ধমথাপি কশ্যপম্ ॥ ২
বশিষ্ঠদক্ষাত্রিপুলস্ত্যকর্দ্দমান্
রুচিং বিবস্বন্তমথাপি চ ক্রতুম্।
মুনিস্তথৈবাঙ্গিরসং প্রজাপতিম্
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না পুলহঞ্চ ভাবতঃ ॥ ৩
মনূংশ্চ সর্ব্বান্নিখিলানবিশ্রুতান্
প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্পিতকার্য্যশাসনান্।
পুরাতনানপ্যপরাংশ্চ শাশ্বতান্
তথৈব চান্যান্ সগণানবস্থিতান্ ॥ ৪
তথৈব চান্যানপি ধৈর্য্যশোভিনঃ
মুনীন্ বৃহস্পত্যুশনঃপুরোগমান্।
তপঃশুভাচারবিধিক্রিয়াবতঃ
প্রণম্য বক্ষ্যে কলিপাপনাশিনীম্ ॥ ৫
প্রজাপতেঃ সৃষ্টিমিমামনুত্তমাং
সুরেশদেবর্ষিগণৈরলঙ্কৃতাম্।
শুভামতুল্যাং সুমহামৃষিপ্রিয়াং
প্রজাপতীনামপি চোল্বণার্চ্চিষাম্ ॥ ৬
বিশুদ্ধবাগ্বুদ্ধিশরীরতেজসাং
তপোভৃতাং ব্রহ্মদিনাদিকালিকীম্।
প্রভূতমাবিষ্কৃতপৌরুষশ্রিয়ং
শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসৃতামুদাহৃতাম্ ॥ ৭
পরাং পরাণামনিলপ্রকীর্ত্তিতাং
সমাসবৈকনিয়তৈর্যথাহর্থম্।
বিশব্দনেনাপি মনঃপ্রহর্ষিণীং
যস্যাঞ্চ বদ্ধা প্রথমা প্রবৃত্তিঃ ॥ ৮
প্রাধানিকী চেশ্বরকারিতা চ
যত্তৎ স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ম্।
ব্রহ্ম প্রধানং প্রকৃতিঃ প্রসূতিঃ
আত্মা গুহা যোনিরথাপি চক্ষুঃ ॥ ৯
ক্ষেত্রং তথৈবামৃতমক্ষরঞ্চ
শুক্রং তপঃ সত্ত্বমতিপ্রকাশম্।
তদ্বাষ্টি নিত্যং পুরুষং দ্বিতীয়ং
তমপ্রমেয়ং পুরুষেণ যুক্তম্ ॥ ১০
স্বয়ম্ভুবা লোকপিতামহেন
উৎপাদকত্বাদ্রজসোহতিরেকাৎ।
কালস্তু যোগান্নিয়মাবধেশ্চ
ক্ষেত্রজ্ঞযুক্তান্ নিয়তান্ বিকারান্ ॥ ১১

ভৃগু, মরীচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজ ও তমোগুণযুত কশ্যপ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কর্দ্দম, রুচি. বিবস্বান্, ক্রতু, অঙ্গিরস, প্রজাপতি, পুলহ, প্রজা বৃদ্ধির জন্য যাঁহাদিগের উপর কার্য্য-শাসনভার অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল বিশ্ববিশ্রুত চতুর্দ্দশ মনু, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাশ্বত পুরাতন মুনিগণ এবং বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি অপরাপর সুধীর তপস্যা সদাচার ও বৈধক্রিয়াসম্পন্ন সাধুগণকে প্রণাম করিয়া আজি এই কলিকলুষহারিণী প্রজাপতির অনুত্তম সৃষ্টিকথা কীর্ত্তন করিতেছি। এই সৃষ্টিকথা মঙ্গলাবহ ও অনুপম। ইহাতে সুরেন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণের বিবরণ আছে, যাহাদিগের বাক্য বুদ্ধি দেহ ও তেজ বিশুদ্ধ, সেই সকল প্রদীপ্তপ্রভাব তপস্বী প্রজাপতি ও ঋষিগণ ইহাকে পরম আদর করেন। এই সৃষ্টিকথা ব্রহ্মার দিনের ন্যায় আদিকালীয়। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। ইহা প্রভূত পৌরুষশোভায় শোভিত, বিশিষ্ট শব্দবিন্যাস ও সমাসবন্ধে মনোহর ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং ভগবান্ বায়ু ইহার বক্তা। ইহাতে ঈশ্বরকারিতারূপে প্রধানা ও প্রথমা প্রবৃত্তি নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম, প্রধান, প্রকৃতি, আত্মা, গুহা, যোনি, চক্ষু, ক্ষেত্র, অমৃত ও অক্ষর শুক্র, তপঃ, সত্ত্ব, প্রভৃতি নামসমূহ দ্বারা অপ্রমেয় আদি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভূ পুরুষের সহিত ঐ অপ্রমেয় কারণভাব সংযুক্ত অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ঐ অতিপ্রকাশ নিত্যপুরুষ দ্বিতীয়বৎ বিভিন্নরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও সৃষ্টিকালে পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মহেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই অষ্ট প্রকৃতি, উৎপাদকত্ব, রজোগুণ-বহুলতা, কালযোগ ও

লোকস্য সন্তানবিবৃদ্ধিহেতুঃ
প্রকৃত্যবস্থা সুষুবে যথাষ্টৌ।
সঙ্কল্পমাত্রেণ মহেশ্বরস্য
দেবাসুরাদিদ্রুমসাগরাণাম্ ॥ ১২
মনুপ্রজেশর্ষিপিতৃদ্বিজানাং
পিশাচযক্ষোরগরাক্ষসানাম্।
তারাগ্রহার্কর্ক্ষনিশাচরাণাং
মাসর্ত্তুসংবৎসররাত্র্যহানাম্ ॥ ১৩
দিক্কালযোগাদিযুগায়নানাং
বনৌষধীনামপি বীরুধাঞ্চ।
জলৌকসামপ্সরসাং পশূনাং
বিদ্যুৎসরিন্মেঘবিহঙ্গমানাম্ ॥ ১৪
যৎ সূক্ষ্মগং যত্তু বা যদ্বিয়ৎস্থং
যৎ স্থাবরং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ।
সর্ব্বস্য তস্যাস্তি গতির্বিভক্তি-
রাব্রহ্মণো যাবদিয়ং প্রসূতিঃ ॥ ১৫
ছন্দাংসি বেদাঃ সঋচা যজূংষি
সামানি সোমশ্চ তথৈব যজ্ঞঃ।
আজীব্যমেষাং যদভীপ্সিতঞ্চ
দেবস্য তস্যৈব চ বৈ প্রজাপতেঃ ॥ ১৬
বৈবস্বতস্যাস্য মনোঃ পুরস্তাৎ
সম্ভূতিরুক্তা প্রসবশ্চ তেষাম্।
যেষামিদং পুণ্যকৃতাং প্রসূত্যা
লোকত্রয়ং লোকনমস্কৃতানাম্ ॥ ১৭
সুরেশদেবর্ষিমনুপ্রধান-
প্রপূরিতঞ্চাপি বিভূষিতঞ্চ।
রুদ্রস্য শাপাৎ পুনরুদ্ভবশ্চ
দক্ষস্য চাপ্যত্র মনুষ্যলোকে ॥ ১৮
বাসঃ ক্ষিতৌ বা নিয়মাদ্ভবস্য
দক্ষস্য চাত্র প্রতিশাপলাভঃ।
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
যুগেষু সম্ভূতিবিকল্পনঞ্চ ॥ ১৯
ঋষিপ্রবার্য্যাস্য চ সংপ্রবৃদ্ধি-
র্যথা যুগাদিষ্বপি চেহতত্র।
যে দ্বাপরেষু প্রথয়ন্তি বেদান্
ব্যাসাশ্চ তেহত্র ক্রমশো নিবদ্ধাঃ ॥ ২০
কল্পস্য সংখ্যা ভুবনস্য সংখ্যা
ব্রাহ্মস্য চাপ্যত্র দিনস্য সংখ্যা।
অণ্ডোদ্ভিজ্জস্বেদজরায়ুজানাং
ধর্ম্মাত্মনাং স্বর্গনিবাসিনাং বা ॥ ২১
যে যাতনাস্থানগতাশ্চ জীবা-
স্তর্কেণ তেষামপি চ প্রমাণম্।
আত্যন্তিকঃ প্রাকৃতিকশ্চ যোঽয়ং
নৈমিত্তিকশ্চ প্রতিসর্গহেতুঃ ॥ ২২

নিয়মাবধির হেতু লোকসমূহের বৃদ্ধির কারণ-স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞযুক্ত প্রকৃতির বিকারভূত দেবতা, অসুর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, সমুদ্র, মনু, প্রজা, রাজা, ঋষি, পিতৃগণ, পিশাচ, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, তারা, গ্রহ, সূর্য্য, বানর, নিশাচর, মাস, ঋতু, বৎসর, রাত্রি, দিন, দিক্, কাল, যুগ, বনৌষধি, লতা, জলচর, অপ্সরোগণ, পশুসমূহ, বিদ্যুৎ, নদী, মেঘ ও বিহঙ্গম প্রভৃতি প্রসব করেন। ১—১৪। ব্রহ্মাবধি জঙ্গম পর্য্যন্ত ভূমিতল বা আকাশস্থিত যত কিছু সূক্ষ্ম ও স্থাবর পদার্থ লক্ষিত হয়, তাহারাও প্রত্যেকে গতিসম্পন্ন এবং পরস্পর বিভক্ত। ইহা ভিন্ন এই সৃষ্টি-প্রকরণে ছন্দঃ ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি বেদসমূহ, সোম যজ্ঞ, ভূতসমূহের জীবিকা, প্রজাপতির অভিলাষ, বৈবস্বত মনুর সর্গাদি উৎপত্তি সর্ব্বলোকপূজিত সুকৃতশালীদিগের সৃষ্টি-বিস্তৃতি, দেবেন্দ্র, দেবর্ষি মনু প্রভৃতি পরিপূরিত এই ত্রিলোক বর্ণনা, রুদ্রের অভিশাপে মনুষ্যলোকে দক্ষের পুনরুদ্ভব, মহাদেবের নিয়মানুসারে দক্ষের পৃথিবীতে বাস নির্ণয়, দক্ষ কর্ত্তৃক মহাদেবের প্রতিশাপ লাভ, মন্বন্তরের পরিবর্ত্তন, প্রতিযুগে সৃষ্টি-বিকল্পনা, যুগানুসারে ঋষিসমূহের ঋষিবৃদ্ধি, দ্বাপরযুগে বেদের বিভাগ ব্যাপার কল্প ও ভুবনের সংখ্যা, ব্রাহ্ম দিবসের সংখ্যা, অণ্ডজ উদ্ভিজ্জ স্বেদজ ও জরায়ুজ জীবসমূহ এবং ধর্ম্মাত্মা ও স্বর্গনিবাসিগণের সংখ্যা, যাতনাস্থানগত জীবসমূহের নির্দ্দেশ, তর্কানুসারে তাহাদিগের প্রমাণ, আত্যন্তিক প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক সৃষ্টিকারণ, বন্ধ,

বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ বিশিষ্য তত্র
প্রোক্তা চ সংসারগতিঃ পরা চ।
প্রকৃত্যবস্থেষু চ কারণেষু
যা চ স্থিতির্যা চ পুনঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৩
উদ্ধ্যাত্মযুক্ত্যা স্বমতিপ্রযত্নাৎ
সমস্তমাবিষ্কৃতবীর্য্যভিভাঃ।
বিপ্রা ঋষিভ্যঃ সমুদাহৃতং যৎ
যথাতথ্যং তচ্ছৃণুতোচ্যমানম্ ॥ ২৪

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়স্তু ততঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
প্রত্যূচুস্তে ততঃ সর্ব্বে সূতং পর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥ ১
ভবান্ বৈ বংশকুশলো ব্যাসাৎ প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
তস্মাত্ত্বং ভুবনং কৃৎস্নং লোকস্যাস্য বর্ণয় ॥২
যস্য যস্যান্বয়া যে যে তাংস্তানিচ্ছামি বেদিতুম্।
তেষাং পূর্ব্ববিসৃষ্টিঞ্চ বিচিত্রাস্তাং প্রজাপতেঃ ॥৩
অসকৃৎ পরিপৃষ্টস্তৈর্ম্মহাত্মা লোমহর্ষণঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথয়ামাস সত্তমঃ ॥ ৪
পৃষ্টাস্তৈতাং কথাং দিব্যাং শ্লক্ষ্ণাং পাপপ্রণাশিনীম্
কথ্যমানাং ময়া চিত্রাং বহ্বর্থাং শ্রুতিসম্মতাম্॥
যশ্চেমাং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
শ্রাবয়েচ্চাপি বিপ্রেভ্যো যতিভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥৬
শুচিঃ পর্ব্বসু যুক্তাত্মা তীর্থেষ্বায়তনেষু চ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স পুরাণানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৭
স্ববংশধারণং কৃত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
বিস্তারাবয়বং তেষাং যথাশব্দং যথাশ্রুতম্ ॥ ৮
কীর্ত্যমানং নিবোধধ্বং সর্ব্বেষাং কীর্তিবর্দ্ধনম্।
ধন্যং যশস্যং শত্রুঘ্নং স্বর্গমায়ুর্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
কীর্ত্তনং স্থিরকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং পুণ্যকারিণাম্।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ ॥ ১০
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।
কল্পেভ্যোঽপি হি যঃ কল্পঃ শুচিভ্যো নিয়তঃ শুচিঃ
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডং বেদসম্মিতম্।

মোক্ষ, সংসারগতি, এবং স্বাভাবিক অবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় ইত্যাদি যে সকল বৃত্তান্ত প্রতিভাশালী সুধীর ঋষিগণ শাস্ত্রযুক্তিবলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যথাক্রমে আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৩—২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সূতের কথা শ্রবণে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিবর্গ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহাকে বলিলেন,—হে সূত! তুমি সূতবংশের ভূষণ। ব্যাসদেবের নিকট তুমি সমুদায়ই প্রত্যক্ষবৎ পরিজ্ঞাত হইয়াছ, অতএব নিখিল ভুবনের লোকচরিত্র যথাযথরূপে আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। যে যে ঋষির যে যে বংশ এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন ঋষি যেরূপে প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত জানিবার জন্য আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা লোমহর্ষণ ঋষিগণ কর্তৃক বারম্বার এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। লোমহর্ষণ বলিলেন,—আমি যে পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা বেদসম্মত, নিগূঢ়ার্থ, পাপনাশক ও সুললিত, এই পুরাণপ্রসঙ্গ চিন্তা করিলে, শ্রবণ করিলে, অথবা তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্বদিবসে বিপ্র যতি প্রভৃতিকে শ্রবণ করাইলে, দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্বীয় বংশ প্রতিপালনান্তে পরকালে স্বর্গলাভ করা যায়। এজন্য আমি কীর্ত্তিমৎ পুণ্যকারীদিগের কীর্ত্তি, স্বর্গ, আয়ুঃ ও যশোবর্দ্ধক শত্রুনাশক, পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা মনোযোগ প্রদান করুন। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। আমি এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, কল্পকাল হইতেও পবিত্রতম ও বেদসম্মত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কীর্ত্তন করিব।

প্রবোধঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিরুৎপত্তিরেব চ। ১২
প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ ক্রিয়াবস্তুপরিগ্রহঃ।
উপোদ্ঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ॥ ১৩
ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
এবং হি পাদাশ্চত্বারঃ সমাসাৎ কীর্ত্তিতা ময়া।
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুনস্তাংস্তু বিস্তরেণ যথাক্রমম্॥ ১৪
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়েশ্বরায় চ॥ ১৫
অজায় প্রথমায়ৈব বিশিষ্টায় প্রজাত্মনে।
ব্রহ্মণে লোকতন্ত্রায় নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে॥ ১৬
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
পঞ্চপ্রমাণং ষট্স্রোত্রং পুরুষাধিষ্ঠিতং মহৎ॥ ১৭
অসংশয়াৎ প্রবক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্।
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্॥ ১৮
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ।
গন্ধবর্ণরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্॥ ১৯
অজাতং ধ্রুবমক্ষয্যং নিত্যং স্বাত্মন্যবস্থিতম্।
জগদ্যোনিং মহদ্ভূতং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ২০
বিগ্রহং সর্ব্বভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল।
অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভবাব্যয়ম্॥ ২১
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তস্যাত্মনা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তমাসীত্তমোময়ম্॥ ২২
গুণসাম্যে তদা তস্মিন্ গুণভাবে তমোময়ে।
সর্গকালে প্রধানস্য ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্য বৈ॥ ২৩
গুণভাবাদ্বাচ্যমানো মহান্ প্রাদুর্ব্বভূব হ।
সূক্ষ্মেণ মহতা সোঽথ অব্যক্তেন সমাবৃতঃ॥ ২৪
সত্ত্বোদ্রিক্তো মহানগ্রে সত্ত্বমাত্রপ্রকাশকম্।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয়ো মনস্তৎকারণং স্মৃতম্॥
লিঙ্গমাত্রসমুৎপন্নঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
ধর্ম্মাদীনান্তু রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।
মহাংস্তু সৃষ্টিং কুরুতে নোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া॥ ২৬
মনো মহান্মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ
মনুতে সর্ব্বভূতানাং যস্মাচ্চেষ্টাফলং বিভুঃ।
সৌক্ষ্মত্বেন বিবৃদ্ধানাং তেন তন্মন উচ্যতে॥ ২৮

ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি, ক্রিয়াবস্তুপরিগ্রহ প্রক্রিয়া নামক প্রথম পাদ এবং ধর্ম্মজনক, যশ ও আয়ুর্বর্দ্ধক, পাপনাশক অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার নামক পাদচতুষ্টয় উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে তাহাই পুনর্ব্বার বিস্তারিতরূপে যথাক্রমে বলিব। ১—১৪। যিনি অজ ও সর্ব্বভূতের আদিভূত, যিনি প্রজানিচয়ের আত্মস্বরূপ হইয়াও তাহা হইতে বিভিন্ন এবং যিনি লোকনিয়ন্তা, সেই হিরণ্যগর্ভ পরম পুরুষ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করত, মহদাদিবিশেষান্ত সবিকার সলক্ষণ পাঞ্চভৌতিক দেহ ও ষড়িন্দ্রিয়-সমন্বিত পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্তত্ত্ব হইতে ভূতসৃষ্টির বিষয় কহিতেছি,—তত্ত্ববিদ্গণ যে সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত কারণকে প্রধান, প্রকৃতি, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাবিরহিত অজাত, ধ্রুব, অক্ষয়, নিত্য, আত্মনিষ্ঠ, জগদ্যোনি, মহদ্ভূত, পর, ব্রহ্ম, সনাতন, সর্ব্বভূতবিগ্রহ, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, অজ, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, প্রভব, অব্যয়, অসাম্প্রত, অবিজ্ঞেয় ও ব্রহ্মাগ্র বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারই দ্বারা এই তমোময় নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ছিল। তৎপরে এই তমোময় বিশ্বে গুণসাম্য উপস্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রধান প্রকৃতির সৃষ্টিকালের উপক্রম হইল, এবং সর্ব্ব প্রথমেই সূক্ষ্ম ও মহদ্গুণযুক্ত অব্যক্ত সমাবৃত মহৎতত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত সেই মহত্তত্ত্বকেই সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন কহে; এই মনও আবার করণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৫—২৫। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব হইতে লোকতত্ত্বার্থের হেতুভূত ধর্ম্মাদির রূপের উৎপত্তি হয়। পণ্ডিতগণ যে কারণে মহত্তত্ত্বকে মন, মতি, ব্রহ্মা, পুর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, সম্বিৎ, বিপুর প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, যথাক্রমে তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সূক্ষ্ম হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের সমুদায় চেষ্টাফল অনুভব করেন বলিয়া বিভু 'মন' নামে অভিহিত হয়েন।

তত্ত্বানামগ্রজো যস্মান্মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
শেষেভ্যোঽপি গুণেভ্যোঽসৌ মহানিতি ততঃ স্মৃতঃ।
বিভর্ত্তি মানং মনুতে বিভাগং মন্যতেঽপি চ।
পুরুষো ভোগসম্বন্ধাৎ তেন চাসৌ মতিঃ স্মৃতঃ॥
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ।
যস্মাদ্বৃংহয়তে ভাবান্ ব্রহ্মা তেন নিরুচ্যতে॥৩১
আপূরয়তি যস্মাচ্চ কৃৎস্নান্ দেহাননুগ্রহৈঃ।
তত্ত্বভাবাংশ্চ নিয়তান্ তেন পূরিতি চোচ্যতে॥৩২
বুধ্যতে পুরুষশ্চাত্র সর্ব্বভাবান্ হিতাহিতান্।
যস্মাদ্ বোধয়তে চৈব তেন বুদ্ধির্নিরুচ্যতে॥৩৩
খ্যাতিঃ প্রত্যুপভোগশ্চ যস্মাৎ সংবর্ত্ততে ততঃ।
ভোগস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বাত্তেন খ্যাতিরিতি স্মৃতঃ॥৩৪
খ্যায়তে যদ্গুণৈর্ব্বাপি নামাদিভিরনেকশঃ।
তস্মাচ্চ মহতঃ সংজ্ঞা খ্যাতিরিত্যভিধীয়তে॥৩৫
সাক্ষাৎ সর্ব্বং বিজানাতি মহাত্মা তেন চেশ্বরঃ।
তস্মাজ্জাতা গ্রহাশ্চৈব প্রজ্ঞা তেন স উচ্যতে॥৩৬
জ্ঞানাদীনি চ রূপাণি ক্রতুকর্ম্মফলানি চ।
চিনোতি যস্মাদ্ভোগার্থং তেনাসৌ চিতিরুচ্যতে॥৩৭
বর্ত্তমানান্যতীতানি তথা চানাগতান্যপি।
স্মরতে সর্ব্বকার্য্যাণি তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে॥৩৮
কৃৎস্নঞ্চ বিন্দতে জ্ঞানং তস্মান্মাহাত্ম্যমুচ্যতে।
তস্মাদ্বিদির্ব্বিদেশ্চৈব সংবিদিত্যভিধীয়তে॥৩৯
বিদ্যতে স চ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বং তস্মিংশ্চ বিদ্যতে।
তস্মাৎ সংবিদিতি প্রোক্তো মহান্ বৈ বুদ্ধিমত্তরৈঃ
জ্ঞানাত্তু জ্ঞানমিত্যাহ ভগবান্ জ্ঞানসন্নিধিঃ।
দ্বন্দ্বানাং বিপুরীভাবাদ্বিপুরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥৪১
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যঞ্চ তথেশ্বরঃ।
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বাদ্ভব উচ্যতে॥৪২
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি চোচ্যতে॥
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈস্তত্ত্বমাদ্যমনুত্তমম্।
ব্যাখ্যাতং তত্ত্বভাবজ্ঞৈরেবং সদ্ভাবচিন্তকৈঃ॥৪৪
মহান্ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।

নিখিল তত্ত্বের অগ্রজাত এবং অন্যান্য সমুদায় গুণ অপেক্ষা পরিমাণে মহৎ বলিয়া তাঁহার নাম 'মহান্'। পরিমাণ, ধারণ, বিভাগজ্ঞান, এবং ভোগ-সম্বন্ধ হেতু পুরুষের অনুমান জন্য তিনি 'মতি' নামে খ্যাত। বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব গুণে তিনি দেহসমূহের পরিপোষক বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মা। অনুগ্রহপূর্ব্বক যাবতীয় তত্ত্ব ভাবের আপূরণকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকে 'পুর' নামে অভিহিত করা হয়। যাহাতে পুরুষ ও নিখিল হিতাহিত বিষয়সমূহ প্রতিবুদ্ধ এবং যিনি যাবতীয় বিষয়ের প্রতিবোদ্ধা, তাঁহার নাম 'বুদ্ধি'। ভোগের জ্ঞাননিষ্ঠতা হেতু যাঁহা হইতে খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগের প্রবর্ত্তন হয়, অথবা যাঁহার গুণ ও নামাদি বিশেষ বিখ্যাত, সেই মহানই 'খ্যাতি' নামে অভিহিত। সাক্ষাৎ-ভাবে সমস্ত পরিজ্ঞাত হয়েন বলিয়া মহতের নাম 'ঈশ্বর'; গ্রহগণ তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে 'প্রজ্ঞা' কহে। ভোগানুভবের জন্য তাঁহাকে 'জ্ঞান' এবং রূপ ও যজ্ঞাদির ফল সঞ্চয় করেন, বলিয়া তাঁহার নাম 'চিতি'। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের স্মরণ করার জন্য তাঁহাকে 'স্মৃতি' বলা হয়। সমগ্র জ্ঞেয় বিষয়ের পরিজ্ঞাতা বলিয়া তাঁহার নাম 'মাহাত্ম্য' এবং ঐ জ্ঞানবত্তা অথবা পদার্থমাত্রেই তাঁহার বিদ্যমানতা কিম্বা তাঁহাতেই সমুদায় পদার্থের বিদ্যমানতা আছে বলিয়া বিদ্বানগণ তাঁহাকে 'সংবিৎ' নামে অভিহিত করেন। ২৬—৪০। জ্ঞানানুভূত ভগবান্ জ্ঞানের জন্যই 'জ্ঞান' নাম এবং দ্বন্দ্বমাত্রেরই বিপুরীভাব বশতঃ 'বিপুর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন লোকসমূহের সর্ব্বপ্রকারে প্রভু বলিয়া 'ঈশ্বর' বৃহত্ত্ব জন্য 'ব্রহ্মা' ভূতত্ব হেতু 'ভব' ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিজ্ঞান, এবং একত্ব বশতঃ 'ক' পুরে অর্থাৎ দেহে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন বলিয়া পুরুষ, এবং স্বয়ং অনুৎপন্ন ও সমুদায় পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তিনি স্বয়ম্ভূ নামে অভিহিত। এই সকল পর্য্যায়বাচক শব্দে সদ্ভাবভাবুক তত্ত্ববিদ্‌গন যে মহত্তত্ত্বের নির্দ্দেশ করেন, তিনিও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত।

সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ তস্য বৃত্তিদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ৪৫
ধর্ম্মাদীনি চ রূপাণি লোকতত্ত্বার্থহেতবঃ।
ত্রিগুণস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ॥ ৪৬
ত্রিগুণাদ্রজসোদ্রিক্তাদহঙ্কারস্ততোহভবৎ।
মহতা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্তু সঃ॥ ৪৭
তস্মাচ্চ তমসোদ্রিক্তাদহঙ্কারাদজায়ত।
ভূততন্মাত্রসর্গস্তু ভূতাদিস্তামসস্তু সঃ॥ ৪৮
আকাশং শুষিরং তস্মাদুদ্রিক্তং শব্দলক্ষণম্।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ পুনঃ॥৪৯
শব্দমাত্রস্তদাকাশং স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দমাত্রং সসর্জ্জ হ॥ ৫০
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ॥৫১
রসমাত্রাস্তু তা হ্যাপো রূপমাত্রাভিরাবৃণোৎ।
আপো রসান্ বিকুর্ব্বন্ত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে॥
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাত্তস্য গন্ধো গুণঃ স্মৃতঃ।
রসমাত্রন্তু তত্তোহং গন্ধমাত্রং সমাবৃণোৎ॥ ৫৩

তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৪
অশান্তঘোরমূঢ়ত্বাদ্বিশেষাস্তু ততঃ পুনঃ।
ভূততন্মাত্রসর্গোহয়ং বিজ্ঞেয়স্তু পরস্পরাৎ॥ ৫৫
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাত্তু সাত্ত্বিকঃ।
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৫৬
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ণ্যপি।
সাধকানীন্দ্রিয়াণি স্যুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৭
শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে॥ ৫৮
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাগ্দশমী ভবেৎ।
গতির্বিসর্গো হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম চ॥৫৯
আকাশং শব্দমাত্রঞ্চ স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোহভবৎ॥৬০
রূপন্তথৈব বিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততশ্চাগ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্॥ ৬১

সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়, এ দুইটী তাঁহার বৃত্তি, লোকতত্ত্বার্থের হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদি তাঁহার রূপ, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই তাঁহার গুণ। মহত্তত্ত্ব গুণত্রয়বিশিষ্ট হইলেও রজো-গুণের আধিক্য হেতু তাঁহা হইতে মহৎ পরিবৃত ও ভূতাদি বিকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তমোগুণাক্রান্ত ভূতসমূহের আদিকারণস্বরূপ ভূততন্মাত্র, তাহা হইতে উৎপন্ন হইল। ৪১—৪৮। ঐ ভূততন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র ও সচ্ছিদ্র আকাশের উৎপত্তি। বিকারজনক ভূতাদি হইতে শব্দতন্মাত্র সৃষ্টির ন্যায় ঐ শব্দতন্মাত্র ভূতাদি কর্ত্তৃক পুনরায় আবরিত হওয়ায় তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান্ বায়ু জন্মিল, শব্দতন্মাত্র ও আকাশের আবরণে স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্র ও তেজের উৎপত্তি। রূপতন্মাত্রের আবরণে রসতন্মাত্র ও জল, রসতন্মাত্রের আবরণে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র রসতন্মাত্র কর্ত্তৃক আবরিত হওয়ায় গন্ধগুণ-সম্পন্ন ক্ষিতির আবির্ভাব হইল। প্রত্যেক তন্মাত্রজাত প্রত্যেক ভূতে তাহাদিগের প্রত্যেকের অংশ আছে বলিয়া তাহাদিগকে তন্মাত্র বলা যায়। ভূততন্মাত্রগুলি পরস্পর হইতে সমুৎপন্ন হওয়ায় মূলতঃ পৃথক্ নহে বলিয়া প্রত্যেকেই অভিন্ন; অথবা অশান্ত, ঘোর ও মূঢ়তাদি গুণবশে তাহাদিগকে ভিন্ন বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হয়। উক্ত বৈকারিক অহঙ্কার সত্ত্বগুণ-বহুল হইলে, যুগপৎ সত্ত্বগুণবহুল বৈকারিক সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হয়। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটিকে বৈকারিক বলে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বুদ্ধিসহ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভাবক; এই জন্য ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয়; এবং পাদ, পায়ু, উপস্থ হস্ত ও বাগিন্দ্রিয়, এই পাঁচটি যথাক্রমে গমন, ত্যাগ, আনন্দ, শিল্প ও বাক্য কথনের সাধক বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হয়, এজন্য বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণযুক্ত। ৪৯—৬০। শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণ রূপতন্মাত্রে

সশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্তা রসাত্মিকাঃ॥
সশব্দস্পর্শরূপেষু গন্ধস্তেষু সমাবিশৎ।
সংযুক্তা গন্ধমাত্রেণ আচিন্বন্তি মহীমিমাম্॥ ৬৩
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তস্ত্বিদং সর্ব্বং লোকালোকাচলাবৃতম্॥৬৫
বিশেষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্॥ ৬৬
তেষাং যাবচ্চ যদ্যচ্চ তত্তত্তাবদ্গুণং স্মৃতম্।
উপলভ্য শুচের্গন্ধং কেচিদ্বায়োরনৈপুণাঃ॥ ৬৭
পৃথিব্যামেব তদ্বিদ্যাদপাং বায়োশ্চ সংশ্রয়াৎ।
এতে সপ্ত মহাবীর্য্যা নানাভূতাঃ পৃথক্ পৃথক্॥৬৯
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।

তে সমেত্য মহাত্মানো হ্যন্যোন্যস্যৈব সংশ্রয়াৎ॥
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥৭০
এককালং সমুৎপন্নং জলবুদ্বুদবচ্চ তৎ।
বিশেষেভ্যোঽণ্ডমভবৎ বৃহত্তদুদকেশয়ম্॥ ৭১
তস্মিন্ কার্য্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তদা।
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবৃদ্ধে সন্ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥ ৭৩
হিরণ্যগর্ভঃ সোঽগ্রেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥৭৪
করণৈঃ সহ সৃজ্যন্তে প্রত্যাহারে ত্যজন্তি চ।
ভজন্তে চ পুনর্দেহানসমাহারসন্ধিষু॥ ৭৫
হিরণ্ময়স্তু যো মেরুস্তস্যোল্বং তন্মহাত্মনঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ॥ ৭৬
তস্মিন্নণ্ডে ত্বিমে লোকা অন্তর্ভূতাস্তু সপ্ত বৈ।
সপ্তদ্বীপা চ পৃথ্বীয়ং সমুদ্রৈঃ সহ সপ্তভিঃ॥ ৭৭
পর্ব্বতৈঃ সুমহাদ্ভিশ্চ নদীভিশ্চ সহস্রশঃ।
অন্তস্তস্মিংস্ত্বিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ॥

প্রবেশক বলিয়া তেজঃ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয় রসতন্মাত্রে প্রবেশ করে বলিয়া জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণ-চতুষ্টয়-সমন্বিত। এইরূপ গন্ধতন্মাত্র শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস কর্তৃক সমাবিষ্ট বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পৃথিবীর এই পঞ্চগুণ অভিহিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র স্থূল ভূতেরই এই নিয়ম জানিতে হইবে। এই ভূতসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় গুণযুক্ত বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ বলে। ইহারা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের ধারণকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত। এই লোকালোকাচল-পরিবৃত পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ভূমির অন্তর্ভূত। সমুদায় মহদ্ভূতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উত্তরোত্তর ভূতসমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতের যাবতীয় গুণবিশিষ্ট। কোন কোন অদূরদর্শী পুরুষ অগ্নি ও বায়ুর গন্ধ উপলব্ধি করিয়া, তাহাদিগেরই গন্ধ পৃথিবীতে সমাশ্রিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই মহদাদি বিশেষান্ত সপ্ত-মহাত্মা মহাবীর্য্যশালী হইলেও পরস্পর মিলিত না হইলে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। যখন পরস্পরে সংমিশ্রিত হইয়া, পুরুষের অধিষ্ঠান প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই অব্যক্তের অনুগ্রহে অণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৬১—৭০। বিশেষ পদার্থগুলি হইতে যে জলবুদ্বুদের ন্যায় জলশায়ী বৃহৎ অণ্ডের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্মার্থ্য বপুর কারণস্বরূপ। সেই প্রাকৃত অণ্ড বিবৃদ্ধ হইলেই ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা, প্রথম শরীরী, হিরণ্যগর্ভ, চতুর্ম্মুখ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ও ব্রহ্মসংজ্ঞক ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রত্যেক সর্গ প্রতিসর্গে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-যুত ব্রহ্মনামক ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহের সৃষ্টি করেন। ঐ জীবাত্মসমূহই যথাকালে একদেহ পরিহার করত দেহান্তর আশ্রয় করেন। স্বর্ণময় সুমেরু শৈলই হিরণ্যগর্ভের গর্ভ, সমুদ্র তাঁহার গর্ভোদক এবং পর্ব্বতগণ তাঁহার জরায়ু। সপ্ত সমুদ্র সুমহৎ পর্ব্বতরাজি ও শত সহস্র নদী-পরিবেষ্টিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী,

চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ সগ্রহৌ সহ বায়ুনা।
লোকালোকশ্চ যৎকিঞ্চিচ্চাণ্ডে তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্
অদ্ভির্দশগুণাভিস্তু বাহ্যতোঽণ্ডং সমাবৃতম্।
আপো দশগুণেনৈব তেজসা বাহ্যতো বৃতাঃ ॥ ৮০
তেজোদশগুণেনৈব বাহ্যতো বায়ুনা বৃতম্।
বায়োর্দ্দশগুণেনৈব বাহ্যতো নভসাবৃতম্ ॥ ৮১
আকাশেন বৃতো বায়ুঃ খঞ্চ ভূতাদিনা বৃতম্।
ভূতাদির্মহতা চাপি অব্যক্তেন বৃতো মহান্ ॥ ৮২
এতৈরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ। ৮৩
প্রসর্গকালে স্থিত্বা চ গ্রসন্ত্যেতাঃ পরস্পরম্।
এবং পরস্পরোৎপন্না ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮৪
আধারাধেয়ভাবেন বিকারস্তু বিকারিষু।
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥
ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং প্রাগাসীৎ প্রাদুর্ভূতা তড়িদ্যথা ॥৮৬
এতদ্ধিরণ্যগর্ভস্য জন্ম যো বেদ তত্ত্বতঃ।
আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবাংশ্চ ভবত্যুত ॥
নিবৃত্তিকামোঽপি নরঃ শুদ্ধাত্মা লভতে গতিম্।
পুরাণশ্রবণান্নিত্যং সুখঞ্চ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

লোমহর্ষণ উবাচ।

যদিস্থষ্টেস্তু সংখ্যাতং ময়া কালান্তরং দ্বিজাঃ।
এতৎ কালান্তরং জ্ঞেয়মহর্বৈ পারমেশ্বরম্ ॥ ১
রাত্রিস্তু তাবতী জ্ঞেয়া পরমেশস্য কৃৎস্নশঃ।
অহস্তস্য তু যা স্থষ্টিঃ প্রলয়ো রাত্রিরুচ্যতে ॥ ২
অহো ন বিদ্যতে তস্য ন রাত্রিরিতি ধারণা।
উপচারঃ প্রক্রিয়তে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩
প্রজাঃ প্রজানাম্পতয় ঋষয়ো মনুভিঃ সহ।
ঋষীন্ সনৎকুমারাদ্যান্ ব্রহ্মসাযুজ্যগৈঃ সহ ॥ ৪
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ।

চরাচর সর্ব্ব বিশ্ব, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় লোকালোক-সমূহ সেই অণ্ডেরই অন্তর্ভূত। অণ্ডের বহির্ভাগ দশ-গুণ জলে পরিবেষ্টিত, জল দশগুণ তেজে সংবেষ্টিত, তেজঃ দশগুণ বায়ুতে পরিবৃত, বায়ু দশগুণ আকাশে আবৃত, আকাশ ভূতবর্গে বেষ্টিত, ভূতগণ মহত্তে পরিবৃত, এবং মহান্ অব্যক্তে আবৃত। এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে অণ্ড সমাবৃত। এইরূপেই অষ্টপ্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের আবরণ। বিকারি-সমূহে বিকারের আধার ও আধেয়ভাবে অষ্ট প্রকৃতিই পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি করিয়া, প্রলয়কালে পরস্পরেই আবার সংহার করে। এই অব্যক্তই ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং এই ক্ষেত্রের পরিজ্ঞাতা বলিয়া ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ৭১—৮৫। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়। হিরণ্যগর্ভের এই জন্ম বিবরণ যথাযথ বিদিত হইলে ভোগার্থী মানবের আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও পুত্রলাভ এবং মোক্ষার্থী হইলে তাঁহার মুক্তি লাভ ঘটে। সর্ব্বদা এই পুরাণ শ্রবণ করিলেও সুখ ও মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮৬—৮৮।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

লোমহর্ষণ বলিলেন,—দ্বিজগণ! আমি সৃষ্টি ও সৃষ্টিরও পূর্ব্ববর্ত্তী যে কালান্তরের বিবরণ বলিলাম, তাহাই পরমেশ্বরের দিবারাত্রি। তন্মধ্যে সৃষ্টিকাল পরমেশ্বরের দিবা এবং প্রলয় কাল তাঁহার রাত্রি। বস্তুতঃ এই প্রলয়কালে মানবীয় দিবারাত্রির ন্যায় কোনরূপ দিবারাত্রির ভেদ দৃষ্ট হয় না। লোকদিগের হিত-কামনায় উহা একটা বিধাতৃকৃত উপচার মাত্র। পরমেশ্বরের দিবাভাগেই প্রজা, প্রজাপতি ঋষি, মনু, সনৎকুমারাদি মুনিগণ, ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবগণ, এবং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত,

তন্মাত্রা ইন্দ্রিয়গণো বুদ্ধিশ্চ মনসা সহ ॥ ৫
অহস্তিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বে পরমেশস্য ধীমতঃ ।
অহরন্তে প্রলীয়ন্তে রাত্র্যন্তে বিশ্বসম্ভবঃ ॥ ৬
স্বাত্মন্যবস্থিতে সত্ত্বে বিকারে প্রতিসংহৃতে ।
সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠেতে প্রধানপুরুষাবুভৌ ॥ ৭
তমঃসত্ত্বগুণাবেতৌ সমত্বেন ব্যবস্থিতৌ ।
অত্রোদ্রিক্তৌ প্রসূতৌ চ তৌ তথা চ পরস্পরম্ ।
গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে ॥ ৮
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্ ।
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোঽব্যক্তাশ্রিতং স্থিতম্ ॥৯
উপাস্য রজনীং কৃৎস্নাং পরাং মাহেশ্বরীং তদা ।
অহর্মুখে প্রবৃত্তে চ পুরঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ ॥ ১০
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ।
প্রধানং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু মহেশ্বরঃ ॥ ১১
প্রধানাৎ ক্ষোভ্যমাণাত্তু রজো বৈ সমবর্ত্তত ।
রজঃ প্রবর্ত্তকং তত্র বীজেষ্বপি যথা জলম্ ॥ ১২
গুণবৈষম্যমাসাদ্য প্রসূয়ন্তে হ্যধিষ্ঠিতাঃ ।
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে ।
শাশ্বতাঃ পরমা গুহ্যাঃ সর্ব্বাত্মানঃ শরীরিণঃ ॥ ১৩
রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রঃ সত্ত্বং বিষ্ণুরজায়ত ।
রজঃপ্রকাশকো ব্রহ্মা স্রষ্টৃত্বেন ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৪
তমঃপ্রকাশকো রুদ্রঃ কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ ।
সত্ত্বপ্রকাশকো বিষ্ণুরৌদাসীন্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ।
পরস্পরাশ্রিতা হ্যেতে পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ১৬
পরস্পরেণ বর্ত্তন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরম্ ।
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে হ্যন্যোন্যমুপজীবিনঃ ॥১৭
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্ ।
ঈশ্বরো হি পরো দেবো বিষ্ণুস্তু মহতঃ পরঃ ॥১৮
ব্রহ্মা তু রজসোদ্রিক্তঃ সর্গায়েহ প্রবর্ত্ততে ।
পরশ্চ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ প্রকৃতিশ্চ পরা স্মৃতা ॥১৯
অধিষ্ঠিতোঽসৌ হি মহেশ্বরেণ
প্রবর্ত্ততে চোদ্যমানঃ সমন্তাৎ ।
অনুপ্রবর্ত্তন্তি মহান্ত এব
চিরস্থিতাঃ স্বে বিষয়ে প্রিয়ত্বাৎ ॥ ২০

পঞ্চতন্মাত্র, কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও মন, ইহারা সকলেই বিদ্যমান থাকে। দিনাবসানে প্রলয় এবং রাত্রির অবসান হইলে পুনরায় জগতের আবির্ভাব হয়। সৃষ্ট পদার্থসমূহের সংহার হইয়া গেলে, সত্ত্ব আত্মায় লীন হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই সমধর্ম্মী হইয়া অবস্থান করেন এবং তমঃ ও সত্ত্বগুণ উভয়ে সাম্য প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিকালে এই গুণদ্বয় পরস্পর উদ্রিক্ত হইয়া প্রসূত হয় বলিয়া গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রলয় ও বৈষম্য অবস্থাকে সৃষ্টি বলে। তিলে তৈল ও দুগ্ধে ঘৃত অবস্থানের ন্যায়, তমঃ ও সত্ত্বগুণে অব্যক্তাশ্রিত রজোগুণ অবস্থিত। ১—৯। এই প্রলয়কালরূপ সমগ্র পারমেশ্বরী রজনী উপাসনায় অতিবাহিত হইলে, দিবস আরম্ভ হইবামাত্র সর্ব্বাগ্রেই প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব হয়। তখন পরমেশ্বর যোগবলে প্রধান পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলেন, তখন তাহা হইতে রজোগুণের প্রকাশ হয়। বীজে জলসেকের ন্যায় রজোগুণ প্রবর্ত্তিত হইলেই সত্ত্ব ও তমঃ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; তখন তাহা হইতে সর্ব্বাত্মা, শরীরী, গুহ্য, নিত্য পরমদেবত্রয়ের আবির্ভাব ঘটে। ব্রহ্মা রজোগুণ, রুদ্র তমোগুণ এবং বিষ্ণু সত্ত্বগুণে উৎপন্ন। রজোগুণ-প্রকাশক ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, তমোগুণ-প্রকাশক রুদ্র সংহার কার্য্যে এবং সত্ত্বগুণপ্রকাশক বিষ্ণু উদাসীন ভাবে অবস্থিত। এই ত্রিদেবই বেদত্রয় ও অগ্নিত্রয় বলিয়া কীর্ত্তিত। ইঁহারা পরস্পর আশ্রিত, অনুব্রত, মিথুন ও উপজীবী হইয়া পরস্পরকে ধারণ করেন। ক্ষণকালের জন্যও পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না বলিয়া তাঁহাদের কখনও বিয়োগ ঘটে না। দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর বিষ্ণু মহান্ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের জন্যই রজোগুণোদ্রিক্ত বলিয়া অভিহিত। এইরূপ প্রকৃতিপুরুষও পর নামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। মহেশ্বরাধিষ্ঠিত এই পুরুষই সৃষ্টির জন্য উদ্যমশীল হইয়া চারি দিকে ব্যাপ্ত হইলে স্ব স্ব বিষয়ে চিরাবস্থিত মহৎ সমুদায় তাঁহাতে

প্রধানং গুণবৈষম্যাৎ সর্গকালে প্রবর্ত্ততে।
ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ পূর্ব্বস্তস্মাৎ সদসদাত্মকাৎ ॥ ২১
ব্রহ্মা বুদ্ধিশ্চ মিথুনং যুগপৎ সম্বভূবতুঃ।
তস্মাত্তমোঽব্যক্তময়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥
সংসিদ্ধঃ কার্য্যকরণৈর্ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তেজসা প্রথমো ধীমানব্যক্তঃ সংপ্রকাশতে ॥২৩
স বৈ শরীরী প্রথমঃ কারণত্বে ব্যবস্থিতঃ।
অপ্রতিমেন জ্ঞানেন ঐশ্বর্য্যেণ চ সোঽন্বিতঃ ॥২৪
ধর্ম্মেণ চাপ্রতিমেন বৈরাগ্যেণ সমন্বিতঃ।
তস্যেশ্বরস্যাপ্রতিমং জ্ঞানং বৈরাগ্যলক্ষণম্ ॥ ৫
ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকৃতা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী অজ্ঞেঽভিমানিনঃ।
অব্যক্তাজ্জায়তে চাস্য মনসা চ যদিচ্ছতি ॥ ২৬
বশীকৃতত্বাদ্বৈগুণ্যাৎ স্বরেশত্বাৎ স্বভাবতঃ।
চতুর্ম্মুখশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চান্তকোঽভবৎ।
সহস্রমূর্দ্ধা পুরুষস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৭
সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ।
সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তিঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮
লোকান্ সৃজতি ব্রহ্মত্বে কালত্বে সংক্ষিপত্যপি।
পুরুষত্বে হ্যুদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ প্রজাপতেঃ ॥২৯
ব্রহ্মা কমলগর্ভাভঃ কালো জাত্যাঞ্জনপ্রভঃ।
পুরুষঃ পুণ্ডরীকাক্ষো রূপং তৎ পরমাত্মনঃ ॥৩০
যোগেশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ।
নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবৃত্তিঃ স্বলীলয়া ॥ ৩১
ত্রিধা যদ্বর্ত্ততে লোকে তস্মাৎ ত্রিগুণ উচ্যতে।
চতুর্দ্ধা প্রবিভক্তত্বাচ্চতুর্ব্যূহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩২
যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাস্তি বিষয়ং প্রতি।
যচ্চাস্য সততং ভাবস্তস্মাদাত্মা নিরুচ্যতে ॥ ৩৩
ঋষিঃ সর্ব্বগতত্বাচ্চ শরীরাদ্যাৎ স্বয়ং প্রভুঃ।
স্বামিত্বমস্য তৎ সর্ব্বং বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রবেশনাৎ ॥৩৪
ভগবান্ ভগসদ্ভাবাদ্রাগো রাগস্য শাসনাৎ।
পরশ্চ তু প্রকৃতত্বাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বং যতস্ততঃ।
নরাণাময়নং যস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
ত্রিধা বিভজ্য স্বাত্মানং ত্রৈলোক্যং সম্প্রবর্ত্ততে।

অনুবর্ত্তিত হয়। ১০—২০। এইরূপ প্রকৃতিও গুণবৈষম্য জন্যই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সদসদাত্মক প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম ও বুদ্ধির মিথুনভাবে যুগপৎ আবির্ভাব হয়। ঐ মিথুন হইতে তম ও অব্যক্তময় ব্রহ্ম নামক ক্ষেত্রজ্ঞের উৎপত্তি। কার্য্যকারণ সংসিদ্ধ ব্রহ্মা যেরূপ অগ্রেই আবির্ভূত হন, ধীমান্ অব্যক্তও সেইরূপ প্রথমেই তেজো দ্বারা আত্মপ্রকাশ লাভ করেন। অপ্রতিহত জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যযুক্ত এই অব্যক্তই প্রথম শরীরী ও আদি কারণ। অব্যক্তের ঐ অপ্রতিম জ্ঞান ও বৈরাগ্যলক্ষণ পুরুষত্বে সত্ত্বমাত্র গুণ অবলম্বিত হয়। ব্রহ্মত্বে লোকসৃষ্টি, কালত্বে সংক্ষয় ও পুরুষত্বে উদাসীনতা, প্রজাপতির অবস্থাত্রয়ে এই ত্রিবিধ কার্য্যভেদ বিদ্যমান। পরমাত্মা রূপাতীত হইলেও ঐ ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে ব্রহ্মত্বে পদ্মগর্ভসম, কালত্বে অঞ্জননিভ কৃষ্ণতা, এবং পুরুষত্বে পুণ্ডরীকাক্ষ রূপ ধারণ করেন। ২১—৩০। লীলানুসারে এইরূপ অন্যান্য বিবিধ আকৃতি, ক্রিয়া, রূপ ও নাম অবলম্বনে যোগেশ্বর প্রতিনিয়তই সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। এই নিখিল চরাচর বিশ্বমধ্যে তিনি উক্ত ত্রিবিধ রূপে বিদ্যমান, তাই ত্রিগুণ এবং চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া তাঁহাকে চতুর্ব্যূহ বলে। যাবতীয় বিষয়েই তাঁহার প্রতিনিয়ত প্রাপ্তি, গ্রহণ ও বিদ্যমানতা আছে; তাই তাঁহার নাম আত্মা। এইরূপ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ঋষি, শরীরের আদিকারণ বলিয়া স্বয়ং, স্বামিত্ব জন্য প্রভু, সর্ব্ব পদার্থে প্রবিষ্ট বলিয়া বিষ্ণু, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়্বিধ ভগশালী বলিয়া ভগবান্, রাগের শাসনকর্ত্তা বলিয়া রাগ, প্রকৃতত্ব হেতু পর, অবন অর্থাৎ রক্ষাকারক বলিয়া ওম্, সমুদায় বিষয়ের পরিজ্ঞাতা বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্ব এবং নরসমূহের একমাত্র গতি বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত। এই চতুর্ম্মুখ পরম পুরুষই সর্ব্ব প্রথমে আবির্ভূত হইয়া, আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাহা দ্বারাই

সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু যৎ ॥
অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
আদিত্বাচ্চাদিদেবোঽসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ।
দেবেষু চ মহান্ দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯
সর্ব্বেশত্বাচ্চ লোকানামবশ্যত্বাত্তথেশ্বরঃ।
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভূতত্বদ্ভূত উচ্যতে ॥ ৪০
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ।
যস্মাৎ পুর্য্যনুশেতে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৪১
নোৎপাদিতত্বাৎ পূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি সঃ স্মৃতঃ।
ঈজ্যত্বাদুচ্যতে যজ্ঞঃ কবির্বিক্রান্তদর্শনাৎ ॥ ৪২
কমনঃ কমনীয়ত্বাদ্বর্ণকস্যাভিপালনাৎ।
আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্ত্বগ্রজোঽগ্নিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪৩
হিরণ্যমস্য গর্ভোঽভূদ্ধিরণ্যস্যাপি গর্ভজঃ।
তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেঽস্মিন্নিরুচ্যতে ॥ ৪৪
স্বয়ম্ভুবো নিবৃত্তস্য কালো বর্ষাগ্রজস্য যঃ।
ন শক্যঃ পরিসংখ্যাতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৪৫
কল্পসংখ্যানিবৃত্তেস্তু পরাখ্যো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তাবচ্ছেষোঽস্য কালোঽন্যস্তস্যান্তে প্রতিসৃজ্যতে
কোটিকোটিসহস্রাণামর্ব্বুদান্যযুতানি চ।
সমতীতানি কল্পানাং তাবচ্ছেষাঃ পরাস্তু যে ॥ ৪৭
যস্ত্বয়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহং তং নিবোধত।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ॥
তস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাস্তু মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ ভবিষ্যা যে চ বৈ পুনঃ ॥ ৪৯
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সমন্ততঃ।
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ ॥ ৫০
প্রজাভিস্তপসা চৈব তেষাং শৃণুত বিস্তরম্।
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ভবিষ্যাণি ভবিষ্যৈশ্চ কল্পঃ কল্পেন চৈব হ ॥ ৫১
অতীতানি চ কল্পানি সোদর্কাণি সহান্বয়ৈঃ।
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা ॥ ৫২
ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সংসারের সৃষ্টি, গ্রাস ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পরম পুরুষই আদি বলিয়া ইহাঁর নাম আদিদেব। এইরূপ অজাত, তাই অজ, যাবতীয় প্রজাসমূহের প্রতিপালক, তাই প্রজাপতি, দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া মহাদেব, তিনি সর্ব্বেশ অথবা কাহারও বশ্য নহেন বলিয়া ঈশ্বর, বৃহত্ত্ব হেতু ব্রহ্মা, ভূতত্ব বশতঃ ভূত, ক্ষেত্রের পরিজ্ঞাতা বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বগত্ব হেতু বিভু, দেহানুশায়ী বলিয়া পুরুষ, অনুৎপন্ন ও পূর্ব্বতন বলিয়া স্বয়ম্ভু, যজনীয় বলিয়া যজ্ঞ, বিক্রান্তমূর্ত্তি বলিয়া কবি, কমনীয়ভাব আশ্রয় বলিয়া কমন, বর্ণবিশেষের অবলম্বনকারী বলিয়া আদিত্যনামক কপিল, অগ্রে জাত বলিয়া অগ্নি, এবং হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও হিরণ্যগর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন বলিয়া হিরণ্যগর্ভ নামে এই পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন। শতবর্ষ অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও এই স্বয়ম্ভুর আদিকাল সংখ্যা করিতে পারা যায় না। ৩১—৪৫। সুতরাং ব্রহ্মার কল্পকাল সংখ্যা নিবৃত্তির পরবর্ত্তী কালকেই পর নামে নির্দ্দেশ করা হয়; সেই পরকাল হইতেই সৃষ্টিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টিকাল মধ্যে কত কোটি কোটি সহস্র অর্ব্বুদ অযুত সংখ্যা পরিমিত কল্পকাল ইহার মধ্যে অতীত হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প, হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি এই কল্পকেই প্রথম কল্প বলিয়া বিবেচনা করুন। এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুর সংখ্যা চতুর্দ্দশ, তন্মধ্যে কতকগুলি অতীত হইয়াছেন, কতকগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট গুলি ভবিষ্যতে সমুৎপন্ন হইবেন। এই নরনাথ মনুসমূহ যুগসহস্র কাল হইতে যথাক্রমে তপস্যাচরণ ও পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে যেরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমি কীর্ত্তন করিব। এক মন্বন্তরের বিষয় শুনিয়াই আপনারা অন্যান্য অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের বিষয় এইরূপ অনুভব করিয়া লইতে পারিবেন। ৪৬—৫২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

আপো হ্যগ্রে সমভবন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে ।
সান্তরালৈকলীনেঽস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১
একার্ণবে তদা তস্মিন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ।
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যঃ সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥ ৩
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমুদীক্ষ্য সঃ ।
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥ ৪
আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুমঃ ।
অপ্সু শেতে চ যত্তস্মাত্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ ॥ ৬
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদাচরৎ ।
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে ততস্ততঃ ॥ ৭
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্ ।
অনুমানাদসংমূঢ়ো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি ॥ ৮
অকরোৎ স তনুন্ত্বন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা ।
ততো মহাত্মা মনসা দিব্যং রূপমচিন্তয়ৎ ॥ ৯
সলিলেনাপ্লুতাং ভূমিং দৃষ্ট্বা স তু সমন্ততঃ ।
কিন্নু রূপং মহৎ কৃত্বা উদ্ধরেয়মহং মহীম্ ॥ ১০
জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহং রূপমস্মরৎ ।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং বাঙ্ময়ং ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ১১
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ।
নীলমেঘপ্রতীকাশং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥ ১২
মহাপর্ব্বতবর্ষ্মাণং শ্বেততীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রিণম্ ।
বিদ্যুদগ্নিপ্রকাশাক্ষমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ১৩
পীনবৃত্তায়তস্কন্ধং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ।
পীনোন্নতকটীদেশং সুশ্লক্ষ্ণং শুভলক্ষণম্ ॥ ১৪
রূপমাস্থায় বিপুলং বারাহমমিতং হরিঃ ।
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ১৫
স বেদবাহুর্যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ষাশ্চিতীমুখঃ ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥ ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—তেজ হইতে সলিলরাশি সমুৎপন্ন হইয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিলে পৃথিবী একমাত্র অর্ণবে পরিণত হয়, তৎকালে সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ্ নারায়ণ নামক ভগবান্ ব্রহ্মা একমাত্র সত্ত্বগুণোদ্রেকে জাগরিত হওয়ায় লোকসমূহ শূন্য অবলোকন করিয়া ঐ সলিলরাশি মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার নারায়ণ নামও কেবল ঐ কারণ জন্য খ্যাত হয় ; আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটী সলিলের নামান্তর, তিনি নারা অর্থাৎ জলমধ্যে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে ব্রহ্মা সহস্রযুগপরিমিত প্রলয়রূপ নৈশকাল কেবল নিদ্রাবস্থায় কাটাইয়া দিয়া রাত্রিশেষে পুনরায় সৃষ্টি করেন। প্রাবৃট্‌কালীন খদ্যোতের নৈশ বিচরণের ন্যায় প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মা বায়ুরূপে সেই সলিলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নারায়ণ পৃথিবী একেবারে নষ্ট না হইয়া কেবল জলমগ্ন হইয়াছে, এই অনুমান করিয়া, কোন্ রূপ ধারণ করিলে সেই সলিলাপ্লুতা পৃথিবীর পুনরুদ্ধার হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; চিন্তায় জলক্রীড়াসমর্থ বরাহমূর্ত্তির বিষয় স্মরণ হইল, তখন তিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সেই সর্ব্ব ভূতের অধৃষ্য, বাঙ্ময়, ধর্ম্মনামক দশযোজন বিস্তৃত ও শতযোজন উন্নত, নীলনীরদপ্রতিম, মেঘসম গম্ভীরগর্জ্জী মহাশৈলাকার, সুতীক্ষ্ণশ্বেতদন্তযুক্ত, আদিত্য-চপলানল-তুল্য তেজস্বী, সুবৃত্ত, সুলায়তস্কন্ধশালী, মৃগেন্দ্রগামী, পীনোন্নতকটি, সুবিভক্তদেহ, শুভলক্ষণসম্পন্ন বিপুল দিব্য বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ১—১৫। এই দিব্য বরাহমূর্ত্তি যজ্ঞবরাহ নামে অভিহিত ; ইঁহার দংষ্ট্রাদ্বয়—বেদবাদী, বক্ষঃস্থল—যজ্ঞস্থল সদৃশ, মুখমণ্ডল—যাজ্ঞিকাগ্নিচিতির ন্যায়, জিহ্বা অগ্নিতুল্য, রোমরাজী

অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্॥ ১৭
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মবিক্রমসৎকৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তনখো ঘোরঃ পশুজানুর্মহাকৃতিঃ॥ ১৮
উদ্গাত্রো হোমলিঙ্গঃ স্থানবীজো মহৌষধিঃ।
বেদান্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগাজ্যস্পৃক্ সোমশোণিতঃ॥
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ॥ ২০
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো বিভুঃ।
উপাকর্ম্মেষ্টিরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ॥ ২১
নানাচ্ছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥ ২২
ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ স প্রাবিশৎ প্রভুঃ।
অদ্ভিঃ সংছাদিতামুর্ব্বীং স তামশ্নন্ প্রজাপতিঃ॥
উপগম্যোজ্জহারাশু অপস্তাশ্চ স বিন্যসৎ।
সামুদ্রীর্ব্বৈ সমুদ্রেষু নাদেয়ীশ্চ নদীষথ॥ ২৪
রসাতলতলে মগ্নাং রসাতলতলে গতাম্।
প্রভুর্লোকহিতার্থায় দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহার তাম্॥ ২৫
ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ।
মুমোচ পূর্ব্বং মনসা ধারয়িত্বা ধরাধরঃ॥ ২৬
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি বিপ্লবম্॥ ২৭
ততোঽভ্যুদ্ধৃত্য ক্ষিতিং দেবো জগতঃ স্থাপনেচ্ছয়া।
পৃথিব্যাঃ প্রবিভাগায় মনশ্চক্রেঽম্বুজেক্ষণঃ॥ ২৮
পৃথিবীন্তু সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্ গিরীন্।
প্রাক্ সর্গে দহ্যমানাস্তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা॥ ২৯
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্তু সংহতাঃ
নিষিক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোঽভবৎ॥ ৩০
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।
গিরয়োঽন্তর্নিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ॥ ৩১
ততস্তেষু বিশীর্ণেষু লোকোদধিগিরিষথ।
বিশ্বকর্ম্মা বিভজতে কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ॥ ৩২
সসমুদ্রামিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্।

দর্ভসম, মস্তকদেশ ব্রহ্মতুল্য, চক্ষুর্দ্বয় দিবা ও ও রাত্রি স্বরূপ, কর্ণভূষণ বেদাঙ্গস্বরূপ, নাসিকা-আজ্য স্বরূপ, তুণ্ড স্রুবতুল্য, তাঁহার গর্জ্জন-স্বরূপ সামবেদধ্বনি। তিনি সত্যধর্ম্মময়, শ্রীমান্ ধর্ম্মপরাক্রান্ত ও প্রায়শ্চিত্তনখ, পশু তাঁহার জানুস্থানীয়, হোম তাঁহার লিঙ্গ, মহৌষধি তাঁহার অন্তরাত্মা, মন্ত্র তাঁহার স্ফিক্, আজ্য-সমন্বিত সোম তাঁহার শোণিত, বেদ স্কন্ধদেশ, হবির্গন্ধ, হব্য কব্য তাঁহার প্রবলবেগ, প্রাগ্বংশ শরীরস্বরূপ, দক্ষিণা হৃদয়-স্বরূপ, তিনি উপাকর্ম্মেষ্টির সদৃশ রুচির, প্রবর্গ্য তাঁহার ভূষণ, বিবিধ ছন্দঃ তাঁহার গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ্ তাঁহার আসন, ছায়া তাঁহার পত্নী, তিনি নানাদীক্ষাদীক্ষিত, দ্যুতিমান্, যজ্ঞময় যোগী, মহাকৃতি ও মণিশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত। যজ্ঞ-বরাহ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জলমগ্না পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন, এবং সেই জলরাশি হইতে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ও নদীর জল নদীতে স্থাপিয়া লোকহিতকামনায় রসাতলগত পৃথিবীকে দংষ্ট্রাদ্বারা উত্তোলন করিলেন; দেবানুগ্রহে পৃথিবী আর নিমগ্ন হইল না, জলরাশির উপরে সুবৃহৎ নৌকাখণ্ডের ন্যায় ভাসিতে লাগিল। প্রজাপতি পৃথিবী উত্তোলন করিয়াই জগতের স্থিতিকামনায় তাহার বিভাগ করিতে লাগিলেন। স্থানবিশেষের সমতা বিধান করিয়া অন্যান্যস্থলে পর্ব্বত সঞ্চিত করিলেন। ঐ পর্ব্বত সমুদায় সম্বর্ত্তক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, এবং বায়ুস্পর্শে জলরাশি শীতল হইয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে সংসক্ত হইয়া সেই সেই স্থল অচল হইয়া রহিল। ১৭—৩০॥ অচল পর্ব্বত, গিরি ও শিলোচ্চয়, পর্ব্বতের এই নাম চতুষ্টয়ের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—অন্যান্য স্থান হইতে গলিত হইয়া এক-স্থানে অচল হইয়া থাকে, তাই অচল নাম, পর্ব্ব অর্থাৎ শৃঙ্গাদির ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ অংশযুক্ত বলিয়া পর্ব্বত, অন্তঃপ্রদেশ হইতে নদী প্রভৃতি নিঃসৃত হয় বলিয়া গিরি, এবং সঞ্চিত হয় বলিয়া শিলোচ্চয় নাম হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্ব্বত বিভক্ত হইলে, বিশ্ব-কর্ম্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পৃথিবীকে সপ্ত-

ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পুনঃ সোঽথ প্রকল্পয়ং
লোকান্ প্রকল্পয়িত্বা চ প্রজাসর্গং সসর্জ্জ হ।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৬
সসর্জ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তদা বৈ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৭
প্রধ্যানসময়কালং বৈ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ।
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো অন্ধসংজ্ঞিতঃ ॥
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।
পঞ্চধা চাশ্রিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোঽভিমানিনঃ ॥
সর্ব্বতস্তমসা চৈব দীপঃ কুম্ভবদাবৃতঃ।
বহিরন্তঃপ্রকাশশ্চ শুদ্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ ॥ ৩৮
যস্মাত্তৈঃ সংবৃতা বুদ্ধির্মুখ্যানি করণানি চ।
তস্মাত্তে সংবৃতাত্মানো নগা মুখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
মুখ্যসর্গে তথাভূতং ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা হ্যসাধকম্।
অপ্রসন্নমনাঃ সোঽথ ততো হ্যমোঽভ্যমন্যত ॥ ৪০
তস্যাভিধ্যায়তস্তত্র তির্য্যক্স্রোতোঽভ্যবর্ত্তত।
তমোবহুত্বাত্তে সর্ব্বে হ্যজ্ঞানবহুলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১
উৎপথগ্রাহিণশ্চাপি তে ধ্যানাদ্জ্ঞানমানিনঃ।
অহঙ্কৃতা অহম্মনা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ ॥ ৪২

একাদশেন্দ্রিয়বিধা নবধা চোদয়স্তথা।
অষ্টৌ চ তারকাদ্যাশ্চ তেষাং শক্তিবিধাঃ স্মৃতাঃ
অন্তঃ প্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাশ্চ বহিঃ পুনঃ।
যস্মাত্তির্য্যক্ প্রবর্ত্তেত তির্য্যক্স্রোতাঃ স উচ্যতে
তির্য্যক্স্রোতাশ্চ দৃষ্ট্বা বৈ দ্বিতীয়ং বিশ্বমীশ্বরঃ।
অভিপ্রায়মথোদ্ভূতং দৃষ্ট্বা সর্গং তথাবিধম্।
তস্যাভিধ্যায়তো নিত্যং সাত্ত্বিকঃ সমবর্ত্তত ॥ ৪৫
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু স চৈবোর্দ্ধব্যবস্থিতঃ।
যস্মাদ্ব্যবর্ত্ততোর্দ্ধন্তু ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তশ্চ সংবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৭
তেন বাতাদয়ো জ্ঞেয়াঃ স্বষ্টাত্মানো ব্যবস্থিতাঃ।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়ো বৈ তেন সর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৪৮
ঊর্দ্ধস্রোতঃসু সৃষ্টেষু দেবেষু স তদা প্রভুঃ।
প্রীতিমানভবদ্ব্রহ্মা ততোঽন্যং সোঽভ্যমন্যত ॥
সসর্জ্জ সর্গমন্যং স সাধকং প্রভুরীশ্বরঃ।
অথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা ॥ ৫০
প্রাদুর্ব্বভূব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতঃ সুসাধকম্।
যস্মাদর্ব্বাক্ ব্যবর্ত্তেত ততোঽর্ব্বাক্স্রোত উচ্যতে
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমঃসত্ত্বরজোধিকা।
তস্মাত্তে দুঃখবহুলা ভূয়ো ভূয়শ্চ কারিণঃ। ৫২

সমুদ্রবেষ্টিত, পর্ব্বতপরিশোভিত সপ্তদ্বীপরূপে বিভক্ত, এবং ভূর্লোক প্রভৃতি লোকচতুষ্টয়ের কল্পনা করিয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহার সেই সৃষ্টিবিষয়িণী চিন্তার সময়ে যুগপৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, ও অন্ধনামক তমোময় পঞ্চ অবিদ্যার আবির্ভাব হইল; ইহারা সকলেই কুম্ভাবৃত দীপের ন্যায় বাহিরে তম-আবরণে নিঃসংজ্ঞ এবং অন্তর্দেশে সংজ্ঞাবিশিষ্ট। ঐ সকল অবিদ্যা কর্ত্তৃক বুদ্ধি ও প্রধান ইন্দ্রিয়গণ আবরিত হওয়ায় ইহাদিগকে নগ কহিয়া থাকে। ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টিতেই এইরূপ অবৈধ সৃষ্টি দর্শনে অপ্রসন্ন হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। তাঁহার সেই চিন্তাকালে যে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হইল, তাহারা তির্য্যক্স্রোতঃ নামে বিখ্যাত। তির্য্যক্স্রোতোগণ তমোগুণপ্রধান হয়, তাই তাহারা অজ্ঞানবহুল উৎপথগ্রাহী, অহঙ্কৃত, অহংমনা অষ্টাবিংশবিধাত্মক, একাদশবিধ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, নবধা উদয়সম্পন্ন, এবং অষ্টবিধ তারকাদি শক্তিসম্পন্ন হইল। ইহারাও সকলে অন্তঃপ্রকাশ ও বহিরাবরিত। তির্য্যক্ভাবে প্রবর্ত্তিত হইল বলিয়া ইহারা তির্য্যক্স্রোতঃ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই তির্য্যক্স্রোতোরূপ দ্বিতীয় সৃষ্টি অবলোকন করিয়া প্রজাপতি পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তাহাতে সত্ত্বগুণবহুল ঊর্দ্ধস্রোতা ঊর্দ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত হইল, ইহারা সুখপ্রিয়, প্রীতিযুত, এবং বহিরন্তঃ প্রকাশ-সম্পন্ন। এই ঊর্দ্ধস্রোতোরূপ দেবসমূহের সৃষ্টিবিধান করিয়া প্রজাপতি নিতান্ত প্রীতিপূর্ণমনে সাধক সৃষ্টির জন্য ধ্যানাবলম্বন করিলেন। সেই ধ্যানাবস্থায় যে সাধকসমূহ অর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহারাই অর্ব্বাক্স্রোতঃ নামে বিখ্যাত। ৪১—৫২। এই

প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে।
লক্ষণৈস্তারকাদ্যৈস্তে অষ্টধা চ ব্যবস্থিতাঃ॥ ৫৩
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তে গন্ধর্ব্বসহধর্ম্মিণঃ।
ইত্যেষ তৈজসঃ সর্গো হ্যর্ব্বাক্স্রোতাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গশ্চতুর্দ্ধা স ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ।
বিবৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেঽর্থং জানন্তি তত্ত্বতঃ॥ ৫৫
ভূতাদিকানাং সত্ত্বানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ ভূতাদিরশক্ত্যা চ ব্যবস্থিতঃ॥ ৫৬
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহতস্তু সঃ।
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে॥ ৫৭
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ॥ ৫৮
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থশ্চ মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যক্স্রোতাশ্চ যঃ সর্গস্তির্য্যগ্‌যোনিঃ স পঞ্চমঃ॥
তথোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥৬
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্তু সঃ।
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।
প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ো সর্গাঃ কৃতাস্তে বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ॥৬২
বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রবর্ত্তন্তে ষট্‌সর্গা ব্রহ্মণস্তু তে।
বিস্তরানুগ্রহং সর্গং কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত॥ ৬৩
চতুর্থাবস্থিতঃ সোঽথ সর্ব্বভূতেষু কৃৎস্নশঃ।
বিপর্য্যয়েণ শক্ত্যা চ তুষ্ট্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ॥৬৪
স্থাবরেষু বিপর্য্যাসস্তির্য্যগ্‌যোনিষু শক্তিতা।
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তু তুষ্টির্দেবেষু কৃৎস্নশঃ॥ ৬৫
ইত্যেতে প্রাকৃতাশ্চৈব বৈকৃতাশ্চ নব স্মৃতাঃ।
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ প্রকারা বহবঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৬
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।
সনন্দনঞ্চ সনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্॥ ৬৭
বিজ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে বৈবর্ত্তেন মহৌজসঃ।
সংবুদ্ধাশ্চৈব নানাত্বাদপবিদ্ধাস্ত্রয়োঽপি তে॥ ৬৮
অসৃষ্ট্বৈব প্রজাসর্গং প্রতিসর্গন্গতাঃ পুনঃ।
তদা তেষু ব্যতীতেষু তদান্যান্ সাধকাংশ্চ তান্॥
মানসানসৃজদ্‌ব্রহ্মা পুনঃ স্থানাভিমানিনঃ।
আভূতসংপ্লবাবস্থান্নামতস্তান্নিবোধত॥ ৭০
আপোঽগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষং দিশস্তথা।

অর্ব্বাক্স্রোতোগণ সত্ত্বরজস্তমোগুণপ্রধান, সুতরাং উহারা দুঃখপরিবৃত এবং ভূয়োভূয়ঃ জন্মমরণসমন্বিত, বহিরন্তঃপ্রকাশবিশিষ্ট, এবং অষ্টবিধ তারকাদিলক্ষণে আক্রান্ত। এই সাধকগণ সিদ্ধাত্মা গন্ধর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য নামে পরিকীর্ত্তিত। পঞ্চমসৃষ্টি অনুগ্রহ। ইহা বিপর্য্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত। এই অনুগ্রহচতুষ্টয় অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় যথাযথ অবগত হইতে সক্ষম। পাঞ্চভৌতিক প্রাণীদিগের সৃষ্টি হইল ষষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু আদিসৃষ্টি হইতে সংখ্যা ধরিলে, মহত্তের সৃষ্টি প্রথম, তন্মাত্র বা পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি দ্বিতীয়, ঐন্দ্রিয়িক বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়; এই ত্রিবিধ সৃষ্টির নাম প্রাকৃত সৃষ্টি। স্থাবরসৃষ্টি চতুর্থ, তির্য্যক্‌যোনিসৃষ্টি পঞ্চম, ঊর্দ্ধস্রোতঃ দেবসমূহের সৃষ্টি ষষ্ঠ, অর্ব্বাক্স্রোতঃ মানুষগণের সৃষ্টি সপ্তম, সাত্ত্বিক ও তামস অনুগ্রহের সৃষ্টি অষ্টম; এই পঞ্চবিধ সৃষ্টিকে বৈকৃত সৃষ্টি বলা হয়। ৫৩—৬২। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-বৈকৃত উভয়লক্ষণাক্রান্ত কৌমারসৃষ্টি নবম সৃষ্টি বলিয়া কথিত। ব্রহ্মার এই নয়প্রকার সৃষ্টিই বুদ্ধিপূর্ব্বক। পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়, শক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টিভেদে চারি ভাগে বিভক্ত অনুগ্রহ সর্ব্বভূতেই অবস্থান করে; স্থাবরে বিপর্য্যয়, তির্য্যক্‌যোনিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি, এবং দেবসমূহে তুষ্টি নামক অনুগ্রহের অবস্থান। সংক্ষেপে এইরূপ প্রাকৃতবৈকৃত নবম সৃষ্টি কথিত হইল; ইহাদিগের পরস্পর সৃষ্টিও আবার বহুবিধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমেই স্বসম গুণশালী, বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ সনন্দন, সনক, ও সনাতন নামক মানস পুত্রত্রয়ের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা বৈবর্ত্তবিজ্ঞানে সংবুদ্ধ হয়েন বলিয়া অপত্যোৎপাদনাদি দ্বারা প্রজাসৃষ্টি না করিয়াই প্রতিসর্গ প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি তদ্দর্শনে অন্য কতকগুলি মানস মানুষ, এবং আপ্রলয়কাল স্থায়ী, আপ, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্,

সর্গং দিবঃ সমুদ্রাংশ্চ নগান্‌ শৈলান্‌ বনস্পতীন্‌।
ওষধীনাং তথাত্মানো হ্যাত্মানো বৃক্ষবীরুধাম্‌।
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তাঃ সন্ধিরাত্র্যহাঃ। ১২
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ।
স্থানাভিমানিনঃ সর্ব্বে স্থানাখ্যাশ্চৈব তে স্মৃতাঃ
বক্ত্রাদস্য ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
তদ্বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোরোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ। ১৪
নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্‌।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুনর্ব্রহ্মা লোকাস্তেন কৃতাঃ স্বয়ম্‌॥
এষ বঃ কথিতঃ পাদঃ সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।
অনেনাদ্যেন পাদেন পুরাণং সম্প্রকীর্ত্তিতম্‌॥ ১৬

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

স্বর্গ, দিব্‌, সমুদ্র, নদ, পর্ব্বত, বনস্পতি, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর ও যুগ প্রভৃতি স্থানাভিমানী পদার্থ পর পর সৃষ্টি করেন। মনুষ্যসমূহের প্রথম সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদতল হইতে শূদ্রের প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপে সর্ব্ব বর্ণই ব্রহ্মার গাত্র হইতে উৎপন্ন। অব্যক্ত হইতে নারায়ণ ও হিরণ্ময় অণ্ড, এবং অণ্ড হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় লোকসমূহের সৃষ্টি করেন। এইরূপে এই প্রক্রিয়াপাদ দ্বারা আপনাদিগের নিকট পুরাণোক্ত সৃষ্টিবিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল। ৬৩—৭৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

অনুষঙ্গপাদঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

ইতোষ প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রুত্বা তু সংহৃষ্টমনাঃ কাশ্যপেয়ঃ সনাতনঃ॥ ১
সম্বোধ্য সূতং বচসা পপ্রচ্ছোত্তরাং কথাম্‌।
অতঃপ্রভৃতি কল্পস্য প্রতিসন্ধিং প্রচক্ষ্ব নঃ। ২
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ।
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ প্রতিসন্ধির্যদন্তয়োঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো অত্যন্তকুশলো হ্যসি। ৩
লোমহর্ষণ উবাচ।
অত্র বোঽহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিশ্চ যত্তয়োঃ।
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ। ৪
মন্বন্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সুব্রতাঃ।
যশ্চায়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাম্প্রতঃ শুভঃ। ৫
অস্মাৎ কল্পাচ্চ যঃ কল্পঃ পূর্ব্বোঽতীতঃ সনাতনঃ।
তস্য চাস্য চ কল্পস্য মধ্যাবস্থাং নিবোধত॥ ৬
প্রত্যাহৃতে পূর্ব্বকল্পে প্রতিসন্ধিশ্চ তত্র বৈ।

সপ্তম অধ্যায়।

সূতের প্রমুখাৎ প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথম পাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া, কশ্যপনন্দন সনাতন সূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে সূত! তোমার বাক্যাবলী বাক্পটুতায় পরিপূর্ণ। উহা শ্রবণে আমাদিগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; হে কল্পজ্ঞ! তুমি পুরাণব্যাখ্যায় পরম পটু, সম্প্রতি আমরা অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের প্রতিসন্ধির বিষয় শ্রবণে অভিলাষী, অতএব তুমি তাহাই কীর্ত্তন কর। লোমহর্ষণ বলিলেন—হে সুব্রতগণ! আপনাদিগের আদেশানুসারে আমি এখন অতীত ও বর্ত্তমান কল্প অবলম্বন করিয়াই উভয় কল্পে যে সকল মন্বন্তর সংঘটিত হইয়াছে, উপস্থিত বারাহকল্প, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সনাতন কল্প, এবং এই উভয় কল্পের, মধ্যাবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব-

অন্যঃ প্রবর্ত্ততে কল্পো জনালোকাৎ পুনঃ পুনঃ ॥
ব্যুচ্ছিন্নাৎ প্রতিসন্ধেস্তু কল্পাৎ কল্পঃ পরস্পরম্ ।
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কল্পান্তে সর্ব্বশস্তদা ॥৭
তস্মাৎ কল্পাত্তু কল্পস্য প্রতিসন্ধির্নিপদ্যতে ।
মন্বন্তরযুগাখ্যানামব্যুচ্ছিন্নাশ্চ সন্ধয়ঃ ॥ ৮
পরস্পরাঃ প্রবর্ত্তন্তে মন্বন্তরযুগৈঃ সহ ।
উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্ব্বকল্পাঃ সমাসতঃ ॥ ৯
তেষাং পরার্দ্ধকল্পানাং পূর্ব্বো যস্মাত্তু যঃ পরঃ ।
আসীৎ কল্পো ব্যতীতো বৈ পরার্দ্ধেন পরস্তু সঃ ॥
অগ্রে ভবিষ্যা যে কল্পা সপরার্দ্ধাদ্গুণীকৃতাঃ ।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ
যস্মিন্ পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধে তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে ।
এতাবান্ স্থিতিকালশ্চ প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥১২
অস্মাৎ কল্পাত্তু যঃ পূর্ব্বং কল্পোঽতীতঃ সনাতনঃ
চতুর্যুগসহস্রান্তে অহো মন্বন্তরৈঃ পুরা ॥ ১৩
ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে হ্যুপস্থিতে ।
তস্মিন্ কল্পে তদা দেবা আসন্ বৈমানিকাস্তু যে
নক্ষত্রগ্রহতারাশ্চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ যে ।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোট্যস্তু সুকৃতাত্মনাম্ ॥১৫
মন্বন্তরে তথৈকস্মিন্ চতুর্দ্দশসু বৈ তথা ।
ত্রীণি কোটিশতান্যাসন্ কোট্যো দ্বিনবতিস্তথা ॥১৬
অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং স্মৃতাঃ পুরা ।
বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পেঽতীতে তু যেঽভবন্
একৈকস্মিংস্তু কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ ।
অথ মন্বন্তরেষ্বাসংশ্চতুর্দ্দশসু বৈ দিবি ॥ ১৮
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা ।
তেষামনুচরা যে চ মনুপুত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৯
বর্ণাশ্রমিভিরীড্যাশ্চ তস্মিন্ কালে তু যে সুরাঃ ।
মন্বন্তরেষু যে হ্যাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ ॥২০
তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্দ্ধং প্রাপ্তে সঙ্কলনে তথা
তুল্যনিষ্ঠাস্তু তে সর্ব্বে প্রাপ্তে হ্যাভূতসংপ্লবে ॥২১
ততস্তে বশ্যভাবিত্বাদ্বুদ্ধা পর্য্যায়মাত্মনঃ ।
ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবাস্তস্মিন্ প্রাপ্তে হ্যুপপ্লবে ॥
তেনৌৎসুক্যবিষাদেন ত্যক্ত্বা স্থানানি ভাবতঃ ।
মহর্লোকায় সংবিগ্নাস্ততস্তে দধিরে মতিম্ ॥ ২৩
যে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসি স্বৈঃ শরীরকৈঃ ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥২৪
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈস্তদ্ভক্তৈশ্চাপরৈর্জ্জনৈঃ ॥

কল্প বিনষ্ট হইয়া যে কালে অন্য কল্প আরম্ভ হয়, তাহাকেই কল্পের প্রতিসন্ধি বলে। এই প্রতিসন্ধিকালে পূর্ব্বতন কল্পের ক্রিয়া সমূহ এবং ঐ কল্প মধ্যবর্ত্তী মন্বন্তর যুগ প্রভৃতির সন্ধিসকল বিনষ্ট হইয়া পরকল্পের মন্বন্তর যুগ প্রভৃতির পরম্পর আরম্ভ হইতে থাকে। প্রক্রিয়াপাদে সংক্ষেপে যে সকল পূর্ব্ব কল্পের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই পরার্দ্ধসংখ্যক কল্পগুলির পরবর্ত্তী কল্পই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্প এবং এই বর্ত্তমান কল্পই ভবিষ্যৎ কল্পসমূহের প্রথম কল্প বলিয়া স্থির করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পরার্দ্ধসংখ্যক কল্পের পরবর্ত্তী এবং ভবিষ্যৎ কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কাল, তাহাই এক এক কল্পের স্থিতিকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই স্থিতিকালের সমাপ্তি হইলেই সৃষ্ট পদার্থ মাত্র এক একবার বিনষ্ট হইয়া যায়। ১—১২। এই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সনাতনকল্প সহস্র চতুর্যুগান্তে দাহ কাল উপস্থিত হইলে ক্ষীণ হইয়া মন্বন্তর সকলের সহিত অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই কল্পের এক এক মন্বন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি আন্তরীক্ষ দেববৃন্দের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি কোটি ছিল; এই অনুসারে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ সমস্ত কল্পে আন্তরীক্ষদেবের সংখ্যা তিনশত কোটি বিরানব্বই হাজার একশত আট। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরযুক্ত প্রত্যেক কল্পেই আন্তরীক্ষদেবের ঐ সংখ্যা হইয়া থাকে। স্ব স্ব দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্ববর্ণাশ্রমের পূজ্যতম ও তুল্যনিষ্ঠাসম্পন্ন দেব, পিতৃ, মুনি, মনু, মনুসহচর ও মানবগণ কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে স্ব স্ব বিপর্য্যয় আশঙ্কা অনুভব করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি মানব-

দৃষ্ট্বা তু তে মহর্লোকং দেবসঙ্ঘাশ্চতুর্দ্দশ।
ততস্তে জনলোকায় সোদ্বেগা দধিরে মতিম্ ॥২৬
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাদাদিতশ্চ যৈঃ ॥২৭
দশকৃত্বা ইবাবৃত্য তস্মাদাচ্ছন্তি সন্তপঃ।
তত্র বর্ষান্ দশ স্থিত্বা সত্যং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ।
এতেন ক্রমযোগেন যান্তি কল্পনিবাসিনঃ ॥ ২৮
এবং দেবযুগানাস্তু সহস্রাণি পরম্পরাৎ।
গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্ত্তিনীং গতিম্ ॥২৯
আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্য্যেণ তু তৎসমাঃ।
ভবন্তি ব্রহ্মণস্তুল্যা রূপেণ বিষয়েণ চ ॥ ৩০
তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসন্নগাৎ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥৩১
অবশ্যম্ভাবিনাহর্থেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্।
নানাত্বেনাভিসম্বন্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ ॥ ৩২
স্বরূপতো বুদ্ধিপূর্ব্বং যথা ভবতি জাগ্রতঃ।
তৎকালভাবি তেষান্তু তথা জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥৩৩
প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নাভিদৃশ্যণাম্
তৈঃ সার্দ্ধং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি করণানি চ।
নানাত্বদর্শনং তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্।
বিনষ্টস্বাধিকারাণাং যেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্ ॥ ৩৫
তে তুল্যলক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ।
প্রকৃতৌ করণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৬
প্রখ্যাপয়িত্বা স্বাত্মানং প্রকৃতেস্তু সধর্ম্মিণঃ।
পুরুষাখ্যস্বরূপত্বেন প্রতীতা ন প্রবর্ত্ততে। ৩৭
প্রবর্ত্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বা কারণং পুনঃ।
সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং যুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্।
অপরাবর্ত্তিনাং তেষাং অপুনর্ভবশালিনাম্।
অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শান্তানামর্চ্চিষামিব ॥ ৩৯
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং ত্রৈলোক্যাৎ সুমহাত্মসু।
তৈঃ সার্দ্ধং যে মহর্লোকাত্তদা নাসাদিতা জনাঃ॥৪০
তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্পান্দেহমুপাসতে।
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচাস্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৪১
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ।
তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু ॥ ৪২
সহস্রং যত্র রশ্মীনাং সূর্য্যস্যেহ বিভাসতে।
তে সপ্তরশ্ময়ো ভূত্বা হ্যেকৈকো জায়তে রবিঃ ॥৪৩
ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানাস্তে ত্রীন্ লোকান্ প্রদহন্ত্যত।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥৪৪

গণের উপাস্য দেবগণ এবং পূর্ব্বমন্বন্তরাগত দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুগপৎ ঔৎসুক্য-বিমানযুক্ত উদ্বিগ্নচিত্তে মহর্লোকে গমন করেন, তথা হইতে জনলোকে এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তথা হইতে দশবার স্বর্লোকে গমনাগমনের পর তপোলোকে দশকল্প অতিবাহিত করিয়া সত্য-লোকে গমন করেন। এইরূপে সহস্র দেব-যুগ কাল অতিবাহিত হইলে, অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য ভিন্ন রূপাদি অন্যান্য সকল বিষয়ে ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২০—৩০। তাঁহারা তথায় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া প্রীতি-পূর্ণহৃদয়ে কিছুকাল অবস্থানের পর ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি-কালে তাঁহাদিগের অবশ্যম্ভাবি নাশ স্বরূপ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; সুতরাং তেমজ্ঞান [illegible] করণও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাঁহারা নানাত্বদর্শী ব্রহ্মলোকবাসিদিগের মধ্যে শুদ্ধাত্মা, সিদ্ধ, নিরঞ্জন ও করণাতীত হইয়া পুরুষ নামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইবার কালে নির্ব্বাপিত তেজের ন্যায় আর সেই অপরাবর্ত্তী অপুনর্ভবশালী তত্ত্ব-দর্শীদিগের পুনরুৎপত্তি হয় না। এই সকল পুতপ্রায় মহাত্মাগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলে যাঁহারা মহর্লোক হইতে আর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে না পারেন, তাঁহারাই কল্পান্তরে শিষ্ট নাম গ্রহণ করিয়া দেহোপভোগ করেন। ৩১—৪১। যত দিন গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত দেবযোনি, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি [illegible] এবং [illegible] এই পৃথিবীতেই স্থিত [illegible]

পূর্ব্বে শুষ্কা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যৈস্তৈশ্চ প্রদূপিতাঃ ।
তদা তে বিবিশুঃ সর্ব্বে নির্দ্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ ।
জঙ্গমাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকাস্তু বৈ ॥ ৪৫
দগ্ধদেহাস্তদা তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে ।
মোক্ষা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ শুভপাপানুবন্ধয়া ॥ ৪৬
ততস্তে হ্যুপপদ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥ ৪৭
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসী প্রজাঃ ॥ ৪৮
ততস্তেষু প্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু ।
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যৈস্তু সপ্তভিঃ ।
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেষ্বালয়েষু চ ॥ ৪৯
সমুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্ব্বাশ্চ পার্থিবাঃ ।
ব্রজন্ত্যেকার্ণবত্বং হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ ॥ ৫০
আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহু ।
সংচ্ছাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমিমর্ণবাখ্যা তদা চ সা ॥
আভাতি যস্মাদ্ভাতি ভাসস্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু ।
সর্ব্বতঃ সমনুপ্রাপ্য তাসাঞ্চাম্ভো বিভাব্যতে ॥ ৫২
তদন্তস্তনুতে যস্মাৎ সর্ব্বাং পৃথ্বীং সমন্ততঃ ।
ধাতুস্তনোতি বিস্তারে তেনাম্ভস্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৩
অরমিত্যেষ শীঘ্রস্তু নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ ।
একার্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নরাঃ ॥ ৫৪
তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোঽহনি ।
রজন্যাং বর্ত্তমানায়াং তাবত্তৎ সলিলাত্মনা ॥ ৫৫
ততস্তু সলিলে তস্মিন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে ।
প্রশান্তবাতেঽন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ ॥ ৫৬
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ ।
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্ব্বৈ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৫৭
একার্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ৫৮
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥ ৫৯
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ ।

তায় ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক স্থাবর-জঙ্গম-সমূহ অনাবৃষ্টিতে অতিমাত্র বিশুষ্ক হইয়া যায়; তৎপরে সূর্য্যদেবের সহস্ররশ্মি সপ্তরশ্মিতে পরিণত হইয়া এক একটি সূর্য্যরূপী হইয়া পড়ে এবং তাহারাই যথাক্রমে উদিত হইয়া, স্থাবর, জঙ্গম, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি নিখিল সৃষ্টিসমন্বিত ত্রিলোক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে; ক্রমে সমুদায় পদার্থ দগ্ধ হইয়া গেলে সৃষ্টিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর পাপযুগাবসানে সেই সকল দগ্ধদেহ প্রাণিগণ পুণ্যপাপানুবন্ধিনী যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্বস্বকর্ম্মানুযায়ী জন্ম লাভ করিতে থাকে। যে সকল শুদ্ধচেতা পূর্ব্ব সৃষ্টিকালে মানসী সিদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রলয়রূপ ব্রহ্মার রজনীগত হইলে পুনঃ সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মার মানস প্রজা হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে সপ্তসূর্য্য দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরেই অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া ক্ষিতিতল প্লাবিত হইয়া যায়, সুতরাং যত কিছু পার্থিব পদার্থ, এবং সমুদ্র ও মেঘ প্রভৃতি সমস্তই একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সলিলসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। ৪২—৫০। তখন অপরিমেয় জলরাশি ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়া অর্ণবরূপে প্রকাশিত হয় এবং অন্য কোন বস্তুই সেই জলাবরণে আভাসিত হইতে পারে না বলিয়াই সেই জলরাশি অম্ভ নামে কথিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হওয়ার জন্য তখন "তন ধাতুর বিস্তার অর্থানুসারে" জলের অপর নাম হয় তনু। এতদ্ভিন্ন কবিগণ "অর শব্দ" শীঘ্রার্থে ব্যবহার করেন, একার্ণব সময়ে জলের তাদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা দেখা যায় না বলিয়া তাহাকে নার বলা হয়। যুগসহস্রপরিমিত ব্রহ্মদিনের অবসানে এইরূপে জলময়ী প্রলয়রূপিণী রজনী উপস্থিত হইলে, বায়ুরাশি প্রশান্ত হইয়া যায়, এবং অগ্নিমাত্রও নির্ব্বাপিত হওয়ায় সমগ্র জগৎ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন জগদধিষ্ঠাতা সর্ব্বপ্রভু পুরুষবর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার লোকবিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে একার্ণবে স্থাবর, জঙ্গম নষ্ট হইয়া গেলে সেই ব্রহ্মা সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ, স্বর্ণবর্ণ এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ মূর্ত্তিতে

ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥ ৬০
আপো নারা বৈ তনব ইত্যপান্নাম শুশ্রুমঃ।
আপূর্য্য নাভিং তত্রাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১

সহস্রশীর্ষাঃ সুমনাঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুর্ব্বদনঃ সহস্রভুক্।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতি-
স্ত্রয়োপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥ ৬২
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা
একো হ্যপূর্ব্বঃ প্রথমস্তুরাষাট্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা
স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬৩

কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাঽসৃজৎ প্রজাঃ
কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তো কালো ভূত্বাঽগ্রসৎ পুনঃ
স বৈ নারায়ণাখ্যস্তু সত্ত্বোদ্রিক্তোঽর্ণবে স্বপন্।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত ॥৬৫
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু তান্।
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ৬৬
চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু অপ্রকাশার্ণবে স্বপন্ ॥ ৬৭
চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা গ্রস্ত্বা ব্রাহ্ম্যাং রাত্র্যাং মহার্ণবে
পশ্যন্তি তং মহর্লোকাৎ সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥৬৮
ভৃগ্বাদয়ো যথা সপ্ত কল্পে হ্যস্মিন্ মহর্ষয়ঃ।
ততো বিবর্ত্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥ ৬৯
গত্যর্থাৎ ঋষয়ো ধাতোর্নাম নিবৃত্তিরাদিতঃ।
তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥ ৭০
মহর্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যাসন্ কল্পেঽতীতে মহর্ষয়ঃ ॥
এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্তে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥ ৭২
কল্পস্যাদৌ তু বহুশো যস্মাৎ সংস্থাশ্চতুর্দশ।
কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পো নিরুচ্যতে ॥ ৭৩
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
ব্যক্তাঽব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৭৪
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্ব্বঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োর্দ্বয়োঃ।
সাম্প্রতাতীতয়োর্ম্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব যা ॥ ৭৫

সেই একার্ণব মধ্যে নিদ্রিত সত্ত্বগুণের উদ্রেকে জাগরিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার এই নারায়ণ নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি যথা—আপ, নারা ও তনু, জলের এই কয়েকটি নাম। ব্রহ্মা সেই জলে নাভিদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন, বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলা হয়। ৫৯—৬১। এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাদ, সহস্রচক্ষু, সহস্রবদন, সহস্রভুক্, সহস্রবাহু, সুমনা, সূর্য্যবর্ণ, সংসারপালক, অপূর্ব্ব, প্রথম, তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নামধারী প্রজাপতি ব্রহ্মা, কল্পের আদিকালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া সমুদায় গ্রাস করিয়া থাকেন। এই একার্ণবশায়ী নারায়ণই নিদ্রান্তে সত্ত্বগুণোদ্রেকবশে জাগরিত হইয়া আপনাকে ত্রিভাগে বিভক্ত করেন এবং এক এক অংশ দ্বারা সৃষ্টি, গ্রাস ও দর্শন করিয়া থাকেন। চতুর্যুগসহস্রান্তে সমুদায় সলিলাবৃত হইয়া একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইলে, যখন পরম পুরুষ কালরূপী নারায়ণ চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া ব্রাহ্মী রাত্রিতে তমোময় একার্ণবে সুষুপ্তি লাভ করেন, তৎকালে বর্ত্তমান কল্পের ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষির ন্যায়, প্রতিকল্পেই যাঁহারা কল্পাবসানে অবস্থান করেন, সেই সুমহৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিসমূহ মহর্লোক হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ইহাদিগের মহর্ষি নাম হওয়ার কারণ এইরূপ কথিত আছে—ঋ ধাতুর অর্থ গমন, প্রথমেই গত অর্থাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ঋষি কহে, ইঁহারা সেই ঋষিসমূহ মধ্যে প্রধান বলিয়া মহর্ষি নামে অভিহিত হয়েন। অতীত কল্পে ঐ সকল মহর্ষিরা মহর্লোকে থাকিয়া কালকে সুপ্তাবস্থায় অবলোকন করেন। শত শত সহস্র প্রলয়রূপিণী ব্রাহ্মী রাত্রির অবসান হইয়া গেলে, ইহার প্রত্যেক রাত্রিতেই মহর্ষিগণ এইরূপ ভাবে সুপ্তকাল নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সেই সর্ব্বভূতস্রষ্টা ব্যক্তাব্যক্ত মহাদেব জগদীশ্বর কল্পের প্রারম্ভে বহুবিধ কল্পনা করেন বলিয়া সৃষ্টি-

কীর্ত্তিত তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা ।
সাম্প্রতন্তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত ॥ ৭৬

ইত্যাদ্যে মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিসন্ধিকীর্ত্তনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তুল্যং যুগসহস্রস্য নৈশং কালমুপাস্য সঃ ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রকুরুতে ব্রহ্মত্বং সর্গকারণাৎ ॥ ১
ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদাচরৎ ।
অন্ধকারে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ২
জলেন সমনুব্যাপ্তে সর্ব্বতঃ পৃথিবীতলে ।
অবিভাগেন ভূতেষু সমন্তাৎ সুস্থিতেষু চ ॥ ৩
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে ততস্ততঃ ।
তদাকাশে চরন্ সোঽথ বীক্ষমাণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৪

প্রতিষ্ঠায়া হ্যুপায়ন্তু মার্গমাণস্তদা প্রভুঃ ।
ততস্তু সলিলে তস্মিন্ জ্ঞাত্বা হ্যন্তর্গতাং মহীম্ ॥
অনুমানাত্তু সংবুদ্ধো ভূমেরুদ্ধরণং প্রতি ।
চকারাষ্টাং তনুং চৈব পূর্ব্বকল্পাদিষু স্মৃতাম্ ॥ ৬
স তু রূপং বরাহস্য কৃত্বাপঃ প্রাবিশৎ প্রভুঃ ।
অদ্ভিঃ সংছাদিতামুর্ব্বীং সমীক্ষ্যাথ প্রজাপতিঃ ।
উদ্ধৃত্যোর্ব্বীমথাস্তাস্তু অপস্তাস্তু স বিন্যসৎ ।
সামুদ্রাস্তু সমুদ্রেষু নাদেয়ীর্নিম্নগাস্বপি ॥ ৮
পৃথকৃতাস্তু স বিন্যস্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্গিরীন্
প্রাক্‌সর্গে দহ্যমানে তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা ॥ ৯
তেনাগ্নিনা প্রলীনাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ ।
শৈত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপস্তু সংহতাঃ ॥ ১০
নিষক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলোঽভবৎ ।
স্কন্নাচলত্বাদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
গিরয়োঽদ্ভির্নিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ ।
ততস্তু তাং সমুদ্ধৃত্য ক্ষিতিমন্তর্জ্জলাৎ প্রভুঃ ॥ ১২
স্বস্থানে স্থাপয়িত্বা চ বিভাগমকরোৎ পুনঃ ।

কালের নাম কল্প হইয়াছেন এইরূপে বর্ত্তমান ও অতীত কল্পদ্বয়ের প্রতিসন্ধি ও পূর্ব্বাবস্থা সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বর্ত্তমান কল্পের বিষয় বর্ণন করিব ॥ ৬২—৭৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—সহস্রযুগ পরিমিত প্রলয়রূপী নৈশকাল অতিবাহিত হইবার পর পরম পুরুষ প্রজাপতি বর্ত্তমান কল্পের প্রথম সৃষ্টি সময়ে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য ব্রহ্মত্বের সৃষ্টি করিলেন। যখন সর্ব্বস্থান অন্ধকারে আবৃত, স্থাবর জঙ্গমাদি কোথাও কিছুই নাই, ভূতবৃন্দ অবিভক্ত ভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর সকল স্থল জলময়, সর্ব্বত্রই জলে জলাকার; তখন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই জলরাশির উপরে প্রাবৃট্‌কালীন খদ্যোতিকার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে করিতে পৃথিবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। এই জলরাশি মধ্যেই পৃথিবী অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ অনুমানই ক্রমে তাঁহার নিশ্চিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এবারেও তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া সামুদ্রসলিল সমুদ্রে এবং নাদের সলিল নদীতে বিন্যস্ত করিলেন। সলিল বিন্যাসের পর তিনি পূর্ব্বতন কল্পের যে পর্ব্বতসমূহ সম্বর্ত্তক অনলে দগ্ধ হইয়া জলবায়ুর শীতলতায় সংসক্ত হওয়ায় স্থানে স্থানে অচলভাবে অবস্থিত ছিল, তাহাদিগকে পুনঃ প্রকাশিত করিলেন। শুষ্ক হইয়া অচলভাবে অবস্থিত থাকায় পর্ব্বতের একটি নাম অচল, পর্ব্ব অর্থাৎ শৃঙ্গাদিদ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অপর নাম হইল পর্ব্বত, জলরাশি হইতে উদ্গীর্ণ অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়ায় গিরি, এবং সঞ্চিত হওয়ার জন্য নাম হইল শিলোচ্চয়। প্রজাপতি জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া

সপ্ত সপ্ত তু বর্ষাণি তস্যা দ্বীপেষু সপ্তসু॥ ১৩
বিষমাণি সমী কৃত্য শিলাভির্চিনোদ্গিরীন্।
দ্বীপেষু তেষু বর্ষাণি চত্বারিংশত্তথৈব চ। ১৪
তাবন্তঃ পর্ব্বতাশ্চৈব বর্ষান্তে সমবস্থিতাঃ।
সর্গাদৌ সন্নিবিষ্টাস্তে স্বভাবেনৈব নান্যথা॥১৫
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ অন্যোন্যস্য তু মণ্ডলম্।
সন্নিকৃষ্টাঃ স্বভাবেন সমাবৃত্য পরস্পরম্॥ ১৬
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকাংশ্চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ
পূর্ব্বন্তু নির্ম্মমে ব্রহ্মা স্থানানীমানি সর্ব্বশঃ॥ ১৭
কল্পস্য চাস্য ব্রহ্মা বৈ হ্যসৃজৎ স্থানিনঃ পুরা।
আপোঽগ্নিঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরীক্ষন্দিবন্তথা॥ ১৮
স্বর্গন্দিশঃ সমুদ্রাংশ্চ নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্।
ওষধীনাং তথাত্মানমাত্মানং বৃক্ষবীরুধাম্॥ ১৯
লবাঃ কাষ্ঠাঃ কলাশ্চৈব মুহূর্ত্তং সন্ধিরাত্র্যহম্।
অর্দ্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চ অয়নাব্দযুগানি চ॥ ২০
স্থানাভিমানিনশ্চৈব স্থানানি চ পৃথক্ পৃথক্।
স্থানাত্মনঃ স সৃষ্ট্বা বৈ যুগাবস্থাং বিনির্ম্মমে॥ ২১
কৃতন্ত্রেতাং দ্বাপরঞ্চ কলিঞ্চৈব তথা যুগম্।
কল্পস্যাদৌ কৃতযুগে প্রথমে সোঽসৃজৎ প্রজাঃ॥
প্রাগুক্তা যা ময়া তুভ্যং পূর্ব্বকালং প্রজাস্তু তাঃ
তস্মিন্ সংবর্ত্তমানে তু কল্পে দগ্ধাস্তদাঽগ্নিনা॥২৩
অপ্রাপ্তা যাস্তপোলোকং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ।
প্রবর্ত্তন্তে পুনঃ সর্গে বীজার্থং তা ভবন্তি হি॥২৪
বীজার্থেন স্থিতাস্তত্র পুনঃ সর্গস্য কারণাৎ।
ততস্তাঃ সৃজ্যমানাস্তু সন্তানার্থং ভবন্তি হি॥ ২৫
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিহ তাঃ সাধকাঃ স্মৃতাঃ।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা॥ ২৬
ততস্তে তপসা যুক্তা স্থানান্যাপূরয়ন্তি হি।
ব্রহ্মণো মানসাস্তে বৈ সিদ্ধাত্মানো ভবন্তি হি॥২৭
যে সর্গা দ্বেষযুক্তেন কর্ম্মণা তে দিবং গতাঃ।
আবর্ত্তমানা ইহ তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে॥ ২৮
স্বকর্ম্মফলশেষেণ খ্যাতাশ্চৈব তথাত্মিকাঃ।
সম্ভবন্তি জনাল্লোকাৎ কর্ম্মসংশয়বন্ধনাৎ॥ ২৯
আশয়ঃ কারণং তত্র বোদ্ধব্যং কর্ম্মণাস্তু সঃ।
তৈঃ কর্ম্মভিস্তু জায়ন্তে জনাল্লোকাঃ শুভাশুভৈঃ॥
গৃহ্ণন্তি তে শরীরাণি নানারূপাণি যোনিষু।

স্বস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে সপ্তবর্ষ ও সপ্তদ্বীপরূপে বিভক্ত করিলেন। ১—১৩। পরে বিষমস্থানের সমতা বিধান করিয়া শিলাসমূহ দ্বারা সাধারণ পর্ব্বতসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। সপ্তদ্বীপমধ্যে সপ্তবর্ষ, সপ্তবর্ষের চত্বারিংশ প্রকার বিভাগ, প্রত্যেক বর্ষান্তস্থায়ী সপ্তপর্ব্বত, সপ্তদ্বীপ এবং প্রত্যেক দ্বীপবেষ্টিত সপ্তসমুদ্র স্বভাবেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য পদার্থ নিচয়ের সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগের আধার-স্বরূপ ভূরাদি লোকচতুষ্টয় এবং গ্রহ-গণসহ চন্দ্র ও সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, ওষধি ও বৃক্ষলতাদির আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভিমানী ও স্থান প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়া যুগের অবস্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৪—২১। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগের অবস্থা। কল্প প্রারম্ভে প্রজাপতি প্রথমেই সত্যযুগের প্রজাসৃষ্টি করেন; পূর্ব্বে যে সকল প্রজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারাই সত্যযুগের প্রজা। ঐ সত্যযুগে যাঁহারা তপলোকে গমন করিতে না পারিয়া জনলোকেই অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারাই সম্বর্ত্তকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বীজের জন্য পুনর্ব্বার সৃষ্ট হইয়া থাকেন, এবং সন্তানাদির দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন। দেবলোক, পিতৃলোক, ঋষি ও মনুগণ ইহলোকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সাধক বলিয়া অভিহিত। যেহেতু তাঁহারাই ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট এবং তপঃসমৃদ্ধিবশতঃ সিদ্ধাত্মা। যে প্রজাসমূহ দ্বেষযুক্ত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা স্বর্গগত হইলেও পুনরাবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য ইহলোকে জন্মলাভ করেন এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে খ্যাত হয়েন। কর্ম্মাশয়ই জন্মান্তরলাভের কারণ, যাহাদের কর্ম্মাশয় বিনষ্ট হয় নাই, সেই সকল প্রজারা স্ব স্ব শুভাশুভ বিবিধ কর্ম্মানুসারেই দেবতা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন

দেবাদ্যাস্থাবরান্তে চ উৎপদ্যন্তে পরস্পরম্॥ ৩১
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্টেঃ প্রতিপেদিরে
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥৩২
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মে ঋতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে॥৩৩
কল্পেষাসন্ ব্যতীতেষু রূপনামানি যানি চ
তান্যেবানাগতে কালে প্রায়শঃ প্রতিপেদিরে॥ ৩৪
তস্মাত্তু নামরূপাণি তান্যেব প্রতিপেদিরে।
পুনঃ পুনস্তে কল্পেষু জায়ন্তে নামরূপতঃ॥ ৩৫
ততঃ সর্গে হ্যবষ্টব্ধে সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণস্তু বৈ।
প্রজাস্তা ধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা॥ ৩৬
মিথুনানাং সহস্রন্তু সোঽসৃজদ্বৈ মুখাত্তদা।
জনাস্তে হ্যুপপদ্যন্তে সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সুচেতসঃ॥৩৭
সহস্রমন্যদ্বক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
তে সর্ব্বে রজসোদ্রিক্তাঃ শুষ্মিণশ্চাপ্যশুষ্মিণঃ॥৩৮
সৃষ্ট্বা সহস্রমন্যত্তু দ্বন্দ্বানামূরুতঃ পুনঃ।
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্তু তে স্মৃতাঃ॥ ৩৯
পদ্ভ্যাং সহস্রমন্যত্তু মিথুনানাং সসর্জ্জ হ।
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্ব্বে নিঃশ্রীকা হ্যল্পতেজসঃ॥ ৪০
ততো বৈ হর্ষমাণাস্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্তু প্রাণিনঃ।
অন্যোন্যং হৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ॥ ৪১
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্ মিথুনোৎপত্তিরুচ্যতে।
মাসি মাস্যার্ত্তবং যত্তত্তদানাসীত্তু যোষিতাম্॥ ৪২
তস্মাত্তদা ন সুষুবুঃ সেবিতৈরপি মৈথুনৈঃ।
আয়ুষোঽন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তে সকৃৎ॥৪৩
কুটকাঃ কুবিকাশ্চৈব উৎপদ্যন্তে মুমূর্ষতাঃ।
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্ মিথুনানাং হি সম্ভবঃ॥
ধ্যাতে তু মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ।
শব্দাদিবিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণঃ॥ ৪৫
ইত্যেবং মনসা পূর্ব্বং প্রাক্সৃষ্টির্যা প্রজাপতেঃ।
তস্যান্ববায়ে সম্ভূতা যৈরিদং পূরিতং জগৎ॥ ৪৬
সরিৎসরঃ সমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
তদা নাত্যম্বুশীতোষ্ণা যুগে তস্মিন্ চরন্তি বৈ॥৪৭
পৃথ্বীরসোদ্ভবং নাম আহারং হ্যাহরন্তি বৈ।
তাঃ প্রজাঃ কামচারিণ্যো মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং নির্ব্বিশেষাঃ প্রজাস্তু তাঃ

হয়। ২২—৩০। তাহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে যে যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, সৃষ্ট হইয়া সেই কর্ম্মেরই ফলভোগ করে। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য প্রভৃতি কর্ম্মসমূহের চিন্তা করিয়া জন্মলাভ করায় তাহাদিগের ঐ সকল কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতীতকল্পে ঐ প্রজানিচয়ের যে যেরূপ নামরূপাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল, পরবর্ত্তী কল্পসমূহেও প্রায়ই তাহারা সেইরূপ নামরূপ ধারণ করিয়া জন্ম লইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টি স্তব্ধীভূত হইয়া আসিলে, নূতন সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার বাসনা হইল, তাহাতে সেই সত্যাভিধ্যায়ী ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত পবিত্রাত্মা সহস্র মিথুন, বক্ষঃস্থল হইতে রজোগুণসম্পন্ন তেজস্বী সহস্রমিথুন, উরুদেশ হইতে রজ ও তমোগুণোদ্রিক্ত চেষ্টাশীল সহস্রমিথুন এবং পদদ্বয় হইতে তমোগুণোদ্রিক্ত হতশ্রী অল্পতেজা সহস্রমিথুনের প্রাদুর্ভাব হইল। ৩১—৪০। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্রেই পরস্পর হৃষ্টচিত্তে সঙ্গত হইতে লাগিল; কিন্তু সে সময়ে স্ত্রীদিগের প্রতিমাসে ঋতু হওয়ার নিয়ম ছিল না বলিয়া তাহাদিগের তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হইল না। তখন জীবনান্তে একবারমাত্র মিথুন প্রসবের নিয়ম ছিল। এ জন্যই কুটক ও কুবিক প্রভৃতি মুমূর্ষাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অবধি বর্ত্তমানকল্পে মিথুনের উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে। এই প্রজামিথুন সৃষ্টির পর প্রজাপতির মানসিক ধ্যানমাত্রেই তাহাদিগের প্রত্যেকে শব্দাদি পঞ্চলক্ষণ বিষয়ও প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে যে প্রজাগণ দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বিধাতার ঐ মানস প্রজামিথুনই ইহাদিগের আদিবংশ। সেই সত্যযুগোৎপন্ন নাত্যম্বুশীতোষ্ণশালী মানস প্রজাসমূহ পৃথ্বীরস, আহার ও নদ, নদী, শৈল, সাগর, সরোবর প্রভৃতির উপভোগাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া মানসী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার বা পরস্পরের বিভিন্নতাও

তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন্ কৃতে যুগে
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তাস্বাস্তাং কল্পাদৌ তু কৃতে যুগে।
স্বেন স্বেনাধিকারেণ জজ্ঞিরে তে কৃতে যুগে ॥ ৫০
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিব্যসংখ্যয়া।
আদ্যং কৃতযুগং প্রাহুঃ সন্ধ্যানাস্তু চতুঃশতম্ ॥ ৫১
ততঃ সহস্রশস্তাসু প্রজাসু প্রথিতাস্বপি।
ন তাসাম্প্রতিঘাতোঽস্তি ন দ্বন্দ্বং নাপি চ ক্রমঃ ॥
পর্ব্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাশ্রয়াস্তু তাঃ।
বিশোকাঃ তত্ত্ববহুলা একান্তসুখিতপ্রজাঃ ॥ ৫৩
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব ন তদাসন্ সরীসৃপাঃ ॥ ৫৪
নোদ্ভিজ্জা নারকাশ্চৈব তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ।
ন মূলফলপুষ্পঞ্চ নার্ত্তবং ঋতবো ন চ ॥ ৫৫
সর্ব্বকামসুখঃ কালো নাত্যর্থং হ্যুষ্ণশীততা।
মনোভিলষিতাঃ কামাস্তাসাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৬
উত্তিষ্ঠন্তি পৃথিব্যাং বৈ তাভির্ধ্যাতা রসোত্থিতাঃ।

বোধক কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, প্রত্যেকেই সমান পরিমিত পরমায়ুঃশালী, সমান রূপবান্ এবং সমান সুখী ছিলেন। সত্যযুগে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যদিও কোনরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল না, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারেই নিযুক্ত থাকিতেন। ৪১—৫০। দৈববর্ষ পরিমাণে সত্যযুগের অবস্থিতিকাল চতুঃসহস্রবর্ষ এবং তাহার সন্ধিকাল ঐ পরিমাণে চারিশত বৎসর; এইকাল মধ্যে তাঁহাদিগের কোনরূপ প্রতিঘাত বা শীতোষ্ণাদিজন্য দুঃখ উপস্থিত হয় নাই। অথচ তাঁহারা কোন নিকেতনে বাস না করিয়া শৈল ও সমুদ্রকূলে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সকলেই শোকদুঃখাদি পরিশূন্য, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও নিষ্কামচারী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই হৃষ্ট ছিল। সে সময়ে অধর্ম্মের সংশ্রব ছিল না বলিয়া অধর্ম্ম প্রসূত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি এবং ফল, মূল, পুষ্প, ঋতু প্রভৃতির উৎপত্তি হয় নাই। তৎকালে অনতিশীতোষ্ণ একমাত্র সুখপ্রদ কাল বর্ত্তমান থাকিত। তাঁহাদিগের অভিলষিত বস্তুমাত্রই তখন

বলবর্ণকরী তাসাং সিদ্ধিঃ সা রোগনাশিনী ॥ ৫৭
অসংস্কার্য্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ।
তাসাং বিশুদ্ধাৎ সংকল্পাজ্জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ
সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চ সমন্ততঃ।
তদা সত্যমলোভশ্চ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখং দমঃ ॥ ৫৯
নির্ব্বিশেষাঃ কৃতাঃ সর্ব্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৬০
অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সঙ্করঃ ॥ ৬১
অনিচ্ছাদ্বেষযুক্তাস্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরম্।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬২
সুখপ্রায়া হ্যশোকাশ্চ উৎপদ্যন্তে কৃতে যুগে।
নিত্যপ্রহৃষ্টমনসো মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ ॥ ৬৩
লাভালাভৌ ন তাস্বাস্তাং মিত্রামিত্রে প্রিয়াপ্রিয়ে

চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল; চিন্তামাত্রেই পৃথিবী হইতে এক প্রকার রস উত্থিত হইত, সেই বলবর্ণকারক ও রোগনিবারক রস তাঁহাদিগের পানীয় ছিল। তাঁহারা অসংস্কৃত শরীরেই স্থির-যৌবনশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ সঙ্কল্পমাত্রেই মিথুন প্রজার উদ্ভব হইত। সকলেরই জন্ম ও রূপ সমান ছিল। সকলেই সমভাবে মরিত। সত্য, অলোভ, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ, দম, আয়ু, শীলতা ও চেষ্টা প্রভৃতি যাবতীয় গুণগ্রামে তাঁহাদিগের কোন প্রভেদ অনুভব হইত না, ঐ সকল গুণ তাঁহাদিগের অবুদ্ধিপূর্ব্বক স্বয়ংই সমুদ্ভূত হইত। ৫১—৬০। সত্যযুগে কর্ম্মের পাপ-পুণ্য বিভাগ, বর্ণ ও আশ্রমাদির ব্যবস্থা এবং বর্ণসঙ্করাদি ছিল না। প্রত্যেক প্রজাই প্রত্যেকের সহিত ইচ্ছা-দ্বেষাদি-পরিশূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন; রূপ ও আয়ুঃ প্রভৃতি সকলেরই একরূপ ছিল; সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে অধম উত্তমাদি বিভাগের আবশ্যক ছিল না। সকলেই সুখবহুল, সকলেই শোকশূন্য, সকলেই হৃষ্টাত্মা, সকলেই মহাসত্ত্ব ও সকলেই মহাবল ছিলেন। সত্য-যুগের সেই নিরীহ প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে

মনসা বিষয়স্তাসাং নিরীহাণাং প্রবর্ত্ততে।
ন লিপ্সন্তি হি তাম্ভোঽন্যান্নানুগৃহ্ণন্তি চৈব হি ॥ ৬৪
ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
প্রবৃত্তং দ্বাপরে যজ্ঞং দানং কলিযুগে বরম্ ॥ ৬৫
সত্ত্বং কৃতং রজস্ত্রেতা দ্বাপরন্তু রজস্তমৌ।
কলৌ তমস্তু বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তবশেন তু ॥ ৬৬
কালঃ কৃতে যুগে ত্বেষ তস্য সংখ্যান্নিবোধত।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্ ॥৬৭
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি চ ॥ ৬৮
ততঃ কৃতযুগে তস্মিন্ সন্ধ্যাংশে হি গতে তু বৈ।
পাদাবশিষ্টো ভবতি যুগে ধর্ম্মস্তু সর্ব্বশঃ ॥ ৬৯
সন্ধ্যায়ামপ্যতীতায়ামন্তকালে যুগস্য তু।
পাদতশ্চাবতিষ্ঠেত্তু সন্ধ্যাধর্ম্মো যুগস্য তু ॥ ৭০
এবং কৃতে তু নিঃশেষে সিদ্ধিস্ত্বন্তর্দধে তদা।
তস্মাত্তু সিদ্ধৌ ভ্রষ্টায়াং মানস্যামভবত্ততঃ ॥ ৭১
সিদ্ধিরন্যা যুগে তস্মিংস্ত্রেতায়ামন্তরে কৃতা।
সর্গাদৌ যা ময়াষ্টৌ তু মানস্যো বৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অষ্টৌ তাঃ ক্রমযোগেণ সিদ্ধয়ো যান্তি সংক্ষয়ম্।
কল্পাদৌ মানসী হ্যেষা সিদ্ধির্ভবতি সা কৃতে ॥৭৩
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু চতুর্যুগবিভাগশঃ।
বর্ণাশ্রমাচারকৃতঃ কর্ম্মসিদ্ধোদ্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪
সন্ধ্যাকৃতস্য পাদেন সন্ধ্যাপাদেন চাংশতঃ।
কৃতসন্ধ্যাংশকা হ্যেতে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদান্ পরস্পরান্
হ্রসন্তি যুগধর্ম্মেস্তে তপঃশ্রুতবলায়ুষৈঃ ॥ ৭৫
ততঃ কৃতাংশে ক্ষীণে তু বভূব তদনন্তরম্।
ত্রেতায়াং যুগমন্যস্তু কৃতাংশমৃষিসত্তমাঃ ॥ ৭৬
তস্মিন্ ক্ষীণে কৃতাংশে তু তচ্ছিষ্টাসু প্রজাস্বিহ।
কল্পাদৌ সংপ্রবৃত্তায়াস্ত্রেতায়াঃ প্রমুখে তদা ॥ ৭৭
প্রণশ্যতি তদা সিদ্ধিঃ কালযোগেন নান্যথা।
তস্যাং সিদ্ধৌ প্রণষ্টায়ামন্যা সিদ্ধিরবর্ত্তত ॥ ৭৮
অপাং সৌক্ষ্ম্যে প্রতিগতে তদা মেঘাত্মনা তু বৈ।
মেঘেভ্যস্তনয়িত্নুভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্ ॥ ৭৯
সকৃদেব তথা বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে।
প্রাদুরাসংস্তদা তাসাং বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ ॥৮০
সর্ব্বংপ্রত্যুপভোগস্তু তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে।

লাভ, অলাভ, মিত্র, অমিত্র, প্রিয়, অপ্রিয় প্রভৃতির ভেদজ্ঞান ছিল না; তাঁহারা চিন্তা করিবা মাত্রই বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইতেন; সুতরাং পরস্পরের প্রতি লিপ্সা বা অনুগ্রহ করিবার আবশ্যক হইত না। সত্যযুগে ধ্যানই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপ ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সত্যযুগ সত্ত্বগুণ, ত্রেতা রজোগুণ, দ্বাপর রজ ও তমোগুণ, এবং কলি তমোগুণবহুল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সত্যযুগের অবস্থিতিকাল দৈববর্ষ পরিমাণে চারি সহস্রবৎসর, এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অবস্থিতিকাল চারিশত বৎসর। মানুষ পরিমাণে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশকাল চত্বারিংশ সহস্রবৎসর। যুগশেষে সমুদায় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া একপাদ মাত্র যুগসন্ধিতে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধিশেষেও এইরূপ একপাদ মাত্র সন্ধিধর্ম্ম অবশিষ্ট রহিয়া যায়। ৬২—৭০। এইরূপে সত্যযুগ নিঃশেষিত হইলে সিদ্ধিও অন্তর্হিত হয়। অনন্তর ত্রেতাযুগের মধ্যবর্ত্তী কালে পূর্ব্বোক্ত আদি কল্পকালীন অষ্টসিদ্ধির ন্যায় অন্য অষ্টসিদ্ধির উৎপত্তি হয়। যথাক্রমে ঐ সকল সিদ্ধিও আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আদিকল্পোক্ত অষ্টসিদ্ধিই সত্যযুগের সিদ্ধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। মন্বন্তর মাত্রেই চতুর্যুগের বিভাগানুসারে বর্ণ ও আশ্রমকৃত কর্ম্মসিদ্ধির আবির্ভাব হয়। সত্যযুগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ, যুগধর্ম্মানুসারে যথাক্রমে ইহাদিগের তপঃ, শ্রুত, বল ও আয়ু তিন পাদ করিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়; এইরূপে সত্যযুগ একেবারে বিলীন হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হয়, সুতরাং উহার সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের সিদ্ধিসমূহও বিনষ্ট হয় ও অন্য সিদ্ধির উৎপত্তি হয়। ত্রেতাযুগের উৎপত্তিকালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা সকল মেঘরূপে পরিণত হওয়ায়, গভীরগর্জ্জনকারী ঘনঘটা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং সেই বৃষ্টি পৃথিবীতে পতিত হইয়া বিবিধ বৃক্ষ জন্মাইয়া

বর্ত্তয়ন্তি হি তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ॥ ৮১
ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্য্যয়াৎ।
রাগলোভাত্মকো ভাবস্তদা হ্যাকস্মিকোঽভবৎ ॥৮২
যত্তদ্ভবতি নারীণাং জীবিতান্তে তদার্ত্তবম্।
তদন্তেনৈব যোগেন বর্ত্ততাং মিথুনে তদা ॥ ৮৩
তাসাং তৎকালভাবিত্বান্মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্।
অকালে হ্যার্ত্তবোৎপত্তির্গর্ভোৎপত্তিরজায়ত ॥ ৮৪
বিপর্য্যয়েণ তাসান্তু তেন কালেন ভাবিনা।
প্রণশ্যন্তি ততঃ সর্ব্বে বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ ॥৮৫
ততস্তেষু প্রনষ্টেষু বিভ্রান্তা ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যাভিধ্যায়িনস্তদা ॥৮৬
প্রাদুর্ব্বভূবুস্তাসান্তু বৃক্ষাস্তে গৃহসংস্থিতাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ ॥ ৮৭
তেষ্বেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু ॥ ৮৮
তেন তা বর্ত্তয়ন্তি স্ম মুখে তে তু যুগস্য চ।
হৃষ্টতুষ্টাস্তয়া সিদ্ধ্যা প্রজা বৈ বিগতজ্বরাঃ ॥ ৮৯
পুনঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লোভাবৃতাস্তু তাঃ।
বৃক্ষাংস্তান্ পর্য্যগৃহ্নন্ত মধু বামাক্ষিকং বলাৎ ॥৯০
তাসাং তেনাপচারেণ পুনর্লোভকৃতেন বৈ।
প্রনষ্টা মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৯১
তস্যামেবাল্পশিষ্টায়াং সন্ধ্যাকালবশাত্তদা।
প্রাবর্ত্তন্ত তদা তাসাং দ্বন্দ্বান্যভ্যুত্থিতানি তু ॥ ৯২
শীতবাতাতপৈস্তীব্রৈস্ততস্তা দুঃখিতা ভৃশম্।
দ্বন্দ্বৈস্তাঃ পীড্যমানাস্তু চক্রুরাবরণানি চ ॥ ৯৩
কৃত্বা দ্বন্দ্বপ্রতীকারং নিকেতানি হি ভেজিরে।
পূর্ব্বং নিকামচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়া ভৃশম্ ॥৯৪
যথাযোগ্যং যথাপ্রীতি নিকেতেষ্ববসন্ পুনঃ।
মরুধন্বসু নিম্নেষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ।
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি ধন্বানং শাশ্বতোদকম্ ॥ ৯৫
যথাযোগ্যং যথাকামং সমেষু বিষমেষু চ।
আরব্ধাস্তে নিকেতং বৈ কর্ত্তুং শীতোষ্ণবারণম্ ।
ততঃ সংস্থাপয়ামাস খেটানি চ পুরাণি চ।
গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগং তথৈবান্তঃপুরাণি চ ॥ ৯৭
তাসামায়ামবিষ্কম্ভান্ সন্নিবেশান্তরাণি চ।
চক্রুস্তদা যথাপ্রজ্ঞং প্রদেশৈঃ সংজ্ঞিতস্তু তৈঃ ॥৯৮

থাকে; সেই বৃক্ষসমূহ হইতে ত্রেতাযুগের প্রজানিচয়ের উপভোগ্য পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হয়। ৭১—৮১। এই কালে অকস্মাৎ রাগ লোভ প্রভৃতি ভাবসমূহের আবির্ভাব হয়; পূর্ব্ব যুগে স্ত্রীগণের জীবনান্তে একবারমাত্র ঋতু হওয়ায় গর্ভধারণের নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার অন্যথা হইল এবং মাসে মাসে ঋতু হইতে লাগিল; সুতরাং অকালেই সকলের গর্ভোৎপত্তি হইতে লাগিল। স্ত্রীগণের এইরূপ ভাবান্তর সঙ্ঘটিত হইল বলিয়া প্রজাগণের উপভোগ পদার্থপ্রদ সেই বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সত্যচিত্ত প্রজাগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সিদ্ধিচিন্তায় নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে সেই সকল বৃক্ষ পুনরুৎপন্ন হইয়া, তাঁহাদিগকে বস্ত্র, ফল, আভরণ এবং পবিত্র গন্ধবর্ণ রসযুক্ত মহাবীর্য্যপ্রদ অমাক্ষিক মধু প্রদান করিতে লাগিল। প্রজাগণও সেই মধুপানে হৃষ্ট পুষ্ট ও জরাপরিশূন্য হইয়া অপরাপর পদার্থের সাহায্যে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালান্তরে একদা তাঁহারা কল্পবৃক্ষ হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া মধু গ্রহণ করিলেন, এই লোভকৃত অপচারের জন্য অধিকাংশ কল্পবৃক্ষই মধু সহ বিনষ্ট হইয়া গেল; তবে সিদ্ধির অল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট ছিল বলিয়া স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক কল্পবৃক্ষ অবস্থিত রহিল। এই পাপেই সহসা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বদুঃখ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অত্যধিক পীড়িত করিল; পূর্ব্বাবধি তাঁহারা কামচারী ও ও অগৃহস্থ থাকিলেও এখন শীতাতপ বায়ুর প্রবল পীড়নে শরীরের আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া, আপন আপন ইচ্ছানুসারে মরু, অনূপ, পর্ব্বত, নদীতট প্রভৃতি বিবিধ সম-বিষম স্থানে দুর্গ ও শীতোষ্ণ-নিবারক নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৮২—৯৬। ক্রমে তাঁহাদিগের সেই সকল নিকেতন পুর, অন্তঃপুর, গ্রাম, নগর, পল্লী, প্রদেশসন্নিবেশ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া উঠিল। এই সন্নিবেশগুলি যোজন পরিমাণে পরিমিত ছিল। যোজনের

অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।
তালঃ স্মৃতো মধ্যময়া গোকর্ণশ্চাপ্যনাময়া ॥ ৯৯
কনিষ্ঠয়া বিতস্তিস্তু দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে।
অরত্নিরঙ্গুলান্যুক্তঃ সংখ্যাতান্যেকবিংশতিঃ ১০০
ধনুর্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্যাদঙ্গুলানি তু।
কিষ্কুঃ স্মৃতো দ্বিরত্নিস্তু দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলম্ ॥ ১০১
চতুর্হস্তং চতুর্দণ্ডো নালিকাযুগমেব চ।
ধনুঃসহস্রে দ্বে তত্র গব্যূতিস্তৈর্বিভাব্যতে ॥ ১০২
অষ্টৌ ধনুঃসহস্রাণি যোজনং তৈর্নিরুচ্যতে।
এতেন যোজনেনৈব সন্নিবেশস্ততঃ কৃতঃ ॥ ১০৩
চতুর্ণামিহ দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু।
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তস্য বক্ষ্যাম্যহং বিধিম্ ॥
সৌধোচ্চবপ্রপ্রাকারং সর্ব্বতঃ খাতকাবৃতম্।
রুদ্রকং স্বস্তিকদ্বারং কুমারীপুরমেব চ ॥ ১০৫
(স্রোতসীমহ তদ্বারং নিখাতং পুনরেব চ)?
হস্তাষ্টৌ চ দশ শ্রেষ্ঠা নবাষ্টৌ বাহপরে মতাঃ ॥
খেটানাং নগরাণাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং পর্ব্বতোদকবন্ধনম্ ॥ ১০৭
ত্রিবিধানাঞ্চ দুর্গাণাং বিষ্কম্ভায়ামমেব চ।
যোজনানাঞ্চ বিষ্কম্ভমষ্টভাগার্দ্ধমায়তম্ ॥ ১০৮
পরার্দ্ধার্দ্ধমায়ামং প্রাগুদক্‌প্রবণং পুরম্।
ছিন্নকর্ণং বিকর্ণন্তু ব্যঞ্জনং কৃশসংস্থিতম্ ॥ ১০৯
বৃত্তহীনঞ্চ দীর্ঘঞ্চ নগরং ন প্রশস্যতে।
চতুরস্রার্জ্জবং দিক্‌স্থং প্রশস্তং বৈ পুরং পরম্ ॥
চতুর্ব্বিংশতিরাদ্যন্তু হস্তানষ্টশতং পরম্।
অত্র মধ্যং প্রশংসন্তি হ্রস্বোৎকৃষ্টবিবর্জ্জিতম্ ॥
অথ নিষ্কুশতানষ্টৌ প্রাহুর্মুখ্যনিবেশনম্।
নগরার্দ্ধবিষ্কম্ভং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ ॥ ১১২
নগরাদ্ যোজনং খেটং খেটাদ্‌গ্রামোঽর্দ্ধযোজনম্।
দ্বিক্রোশং পরমা সীমা ক্ষেত্রসীমা চতুর্ধনুঃ ॥ ১১৩
বিংশদ্ধনূংষি বিস্তীর্ণো দিশাং মার্গস্তু তৈঃ স্মৃতঃ।
বিংশদ্ধনুর্গ্রামমার্গঃ সীমামার্গো দশৈব তু ॥ ১১৪

পরিমাণ এইরূপ,—অঙ্গুষ্ঠ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ,তাহার নাম প্রাদেশ বা ব্যাস, অঙ্গুষ্ঠ হইতে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণের নাম তাল, ঐ রূপ অনামিকা পর্য্যন্ত পরিমাণের নাম গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত পরিমাণকে বিতস্তি বলা হয়; এই বিতস্তি অঙ্গুলি পরিমাণে দ্বাদশাঙ্গুলি হইয়া থাকে। একবিংশতি অঙ্গুলিতে এক রত্নি বা অরত্নি, বিংশতি রত্নিতে এক ধনু, বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হস্ত বা কিষ্কু, দ্বিনবতি অঙ্গুলিতে এক দ্বিরত্নি; এই দ্বিরত্নি চতুর্হস্ত, চতুর্দণ্ড, নালিকা ও যুগ নামে অভিহিত। দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি এবং অষ্টসহস্রধনুতে এক যোজন হয়। এই যোজন পরিমাণে তাঁহাদিগের সন্নিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট চারিটী দুর্গ মধ্যে তিনটী দুর্গ স্বভাবসিদ্ধ এবং একটি কৃত্রিম ছিল; কৃত্রিম দুর্গ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, চতুঃশালাগৃহ, বহির্দ্বার ও অন্তঃপুরান্বিত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা-পরিবৃত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গের দ্বার পরিমাণ আট, নয় বা দশ হস্ত। পল্লী, গ্রাম ও নগর প্রভৃতি এই দুর্গের মধ্যবর্ত্তী। স্বাভাবিক দুর্গত্রয় ও পর্ব্বত জলবেষ্টিত এবং তাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে অষ্ট যোজন ও বিস্তারে চারি যোজন। ৯৭—১০৮।

পুর-সকল অর্দ্ধার্দ্ধভাগ দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি এবং পূর্ব্বদিক্ ক্রমনিম্ন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নগরসমূহও ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ, বিভক্ত, কৃশ, বৃত্তহীন বা দীর্ঘাদিদোষে দুষ্ট ছিল না। তাঁহারা পুরসমূহ চতুর্বিংশতি হইতে অষ্টশত হস্ত পর্য্যন্ত পুরপরিমাণের মধ্যবর্ত্তী পরিমাণে চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও সরলভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান আবাসস্থলের পরিমাণ ছিল অষ্টশত হস্ত। নগরের অর্দ্ধ-বিষ্কম্ভ-পরিমিত স্থানের নাম খেট, তদধিক পরিমাণবিশিষ্ট হইলেই তাহার নাম গ্রাম। অথবা নগর অপেক্ষা যোজনাধিক পরিমিত স্থলের নাম খেট এবং খেট অপেক্ষা অর্দ্ধ যোজন পরিমিত স্থান গ্রাম নামে অভিহিত। এই সকলের পরমসীমা দুই ক্রোশ, এবং ক্ষেত্রসীমা চারি ধনু। ঐ সকল নগরাদিতে বিংশতি ধনু বিস্তৃত দিক্‌মার্গ, বিংশতি ধনু

ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ ।
নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঙ্করঃ ॥ ১১৫
ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্তু তৈঃ স্মৃতাঃ ।
গৃহরথ্যোপরথ্যাশ্চ দ্বিকাশ্চাপ্যুপরথ্যকাঃ ॥ ১১৬
ঘণ্টাপথশ্চতুষ্পাদস্ত্রিপদঞ্চ গৃহান্তরম্ ।
বৃত্তিমার্গাস্ত্বর্দ্ধপদং প্রাগ্বংশঃ পদিকঃ স্মৃতঃ ॥১১৭
অবস্করং পরীবাহং পাদমাত্রং সমন্ততঃ ।
কৃতেষু তেষু স্থানেষু পুনশ্চক্রুর্গৃহাণি বৈ ॥ ১১৮
যথা তে পূর্ব্বমাসন্বৈ বৃক্ষাস্তু গৃহসংস্থিতাঃ ।
তথা কর্ত্তুং সমারব্ধাশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৯
বৃক্ষাশ্চৈব গতাঃ শাখা নতাশ্চৈব পরাগতাঃ ।
অত ঊর্দ্ধং গতাশ্চান্যা এবং তির্য্যগ্গতাঃ পুরা ॥
বুদ্ধ্যাঽন্বিষ্যংস্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথাগতাঃ ।
তথাকৃতাস্তু তৈঃ শাখাস্তস্মাচ্ছালাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ
এবং প্রসিদ্ধাঃ শাখাভ্যঃ শালাশ্চৈব গৃহাণি চ ।
তস্মাত্তা বৈ স্মৃতাঃ শালাঃ শালাত্বঞ্চৈব তাসু তৎ
প্রসীদতি মনস্তাসু মনঃ প্রসাদয়ন্তি তাঃ ।
তস্মাদ্গৃহাণি শালাশ্চ প্রাসাদাশ্চৈব সংজ্ঞিতাঃ ॥

কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতাংস্তান্ বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্ ।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষু বৈ তদা ।
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধাত্মিকাঃ ॥১২৪
ততঃ প্রাদুর্ভূতা তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ ।
বার্ত্তার্থসাধিকাপ্যন্যা বৃষ্টিস্তাসাং হি কামতঃ ॥১২৫
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু ।
বৃষ্ট্যা তদভবৎ স্রোতঃ খাতানি নিম্নগাঃ স্মৃতাঃ ॥
এবং নদ্যঃ প্রবৃত্তাস্তু দ্বিতীয়ে বৃষ্টিসর্জ্জনে ।
যে পুরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে ॥
অপাং ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাসু চাভবন্ ।
পুষ্পমূলফলিন্যস্তু ওষধ্যস্তাঃ প্রজজ্ঞিরে ॥ ১২৮
অফালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ।
ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা গুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে ॥১২৯
প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়াং বার্ত্তায়ামৌষধস্য তু ।
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে তদা ॥ ১৩০
ততঃ পুনরভূত্তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন ত্রেতাযুগবশেন তু ॥ ১৩১
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্ ।

গ্রামমার্গ, দশধনু সীমামার্গ, দশধনু বিস্তৃত হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতির অবাধ সঞ্চারযোগ্য রাজপথ, চারিধনু বিস্তৃত শাখাপথ, গৃহপথ ও উপপথ, চতুষ্পদ, ঘণ্টাপথ, ত্রিপদ গৃহান্তর, অর্দ্ধপদ বৃত্তিমার্গ, একপদ যজ্ঞগৃহ, এবং পদমাত্র অবস্কর ও জলপ্রণালী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। ১০৯—১১৮। এইরূপে নগরাদি যথাযথ সন্নিবেশিত হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহরূপী কল্পবৃক্ষ স্থাপনের বিষয় চিন্তা করিয়া, বৃক্ষগণের শাখাসমূহ যেরূপ উর্দ্ধ ও তির্য্যগ্ভাবে বিস্তৃত ছিল, তাঁহাদিগের গৃহসমূহও সেইরূপ নির্ম্মাণ করিলেন। এইজন্য গৃহের অপর নাম শালা হইল। তাঁহারা বৃক্ষের আদর্শে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলে তাঁহাদের মন সেই বৃক্ষের ভোগসুখ অনুভবে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায় গৃহের আর একটি নাম হইল প্রাসাদ। সুতরাং তাহাদিগের সেই গৃহগুলি শালা ও প্রাসাদ এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়াছিল।

এইরূপে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিবারক গৃহাদি নির্ম্মিত হইল, কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখের তাহাতে অবসান হইল না। একমাত্র ক্ষুত্তৃষ্ণানিবারক উপাদেয় মধুসহ কল্পবৃক্ষ-সমূহের একেবারে ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা দিন দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ত্রেতাযুগে পুনরায় তাঁহাদিগের বার্ত্তার্থের সাধিকা অন্য এক প্রকার মানস-সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হইল, তখন সেই সিদ্ধিবলে প্রথমে জলবৃষ্টি হইয়া নদী প্রভৃতি উৎপন্ন হইল, পরে দ্বিতীয় বৃষ্টির দ্বারা জল ও ভূমির সংযোগ হয়, বলিয়া তাহা হইতে পুষ্প ফলমূলবিশিষ্ট ওষধি সকল উৎপন্ন হইল এবং চতুর্দ্দশপ্রকার অফালকৃষ্ট অনুপ্ত বৃক্ষগুল্মাদি উৎপন্ন হইয়া ঋতুসমূহের বিভাগানুসারে পুষ্পফল প্রভৃতি প্রসব করিতে লাগিল। ১১৯—১৩০। এইরূপে ত্রেতাযুগের প্রজাবৃন্দ কিছুদিন শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতে করিতে যুগমাহাত্ম্যের অবশ্যম্ভাবিতার ফলে আবার তাঁহাদিগের রাগলোভাদি উপস্থিত হইল, তাঁহারা

বৃক্ষান্ গুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্॥ ১৩২
সিদ্ধাত্মানস্তু যে পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ প্রাকৃতে ময়া।
ব্রহ্মণা মানবাস্তে বৈ উৎপন্না যজনাদিহ॥ ১৩৩
শান্তাশ্চ শুষ্মিনশ্চৈব কর্ম্মিণো দুঃখিনস্তদা।
ততঃ প্রবর্ত্তমানাস্তে ত্রেতায়াং জজ্ঞিরে পুনঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা।
ভাবিতাঃ পূর্ব্বজাতীষু কর্ম্মভিশ্চাশুভাশুভৈঃ॥১৩৫
ইতস্তেভ্যো বলা যে তু সত্যশীলা হ্যহিংসকাঃ।
বীতলোভা জিতাত্মানো নিবসন্তি স্ম তেষু বৈ॥১৩৬
প্রতিগৃহ্নন্তি কুর্ব্বন্তি তেভ্যশ্চান্যেহল্পতেজসঃ।
এবং বিপ্রতিপন্নেষু প্রপন্নেষু পরস্পরম্॥ ১৩৭
তেন দোষেণ তেষান্তা ওষধ্যো নষ্টতাং তদা।
প্রনষ্টা হ্রিয়মাণা বৈ মুষ্টিভ্যাং সিকতা যথা॥১৩৮
অগ্রসন্ভুর্যুগবলাদ্গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ফলং গৃহ্নন্তি পুষ্পৈশ্চ পুষ্পং পত্রৈশ্চ যাঃ পুনঃ॥
ততস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ প্রজাস্তদা।
স্বয়ম্ভুবং প্রভুঞ্জগ্মুঃ ক্ষুধাবিষ্টাঃ প্রজাপতিম্॥১০৪

বৃত্ত্যর্থমভিলিপ্সন্ত আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ জ্ঞাত্বা তাসাং মনীষিতম্॥১৪১
যুক্তং প্রত্যক্ষদৃষ্টেন দর্শনেন বিচার্য্য চ।
গ্রস্তাঃ পৃথিব্যো ওষধ্যো জ্ঞাত্বা প্রত্যাদুহৎপুনঃ॥
কৃত্বা বৎসং সুমেরুন্তু দুদোহ পৃথিবীমিমাম্।
দুগ্ধেয়ং গৌস্তদা তেন বীজানি পৃথিবীতলে॥১৪৩
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্তু তাঃ পুনঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ সপ্তসপ্তদশাস্তু তাঃ॥ ১৪৪
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গবো হ্যুদারাশ্চ কারূষাশ্চ সবীনকাঃ॥ ১৪৮
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়ক্যশ্চণকাশ্চৈব সপ্তসপ্তদশাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪৬
ইত্যেতা ওষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ স্মৃতাঃ।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১৪৭
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গু সপ্তমা হ্যেতে অষ্টমা তু কুলত্থিকা॥১৪৮
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।
কুরুবিন্দা বেণুযবাস্তথা মর্কটকাশ্চ যে॥ ১৪৯
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।

নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি স্ব স্ব বলানুসারে অধিকার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সকল শান্তচিত্ত, তেজস্বী, সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কর্ম্মী দুঃখী প্রভৃতি নানারূপে উৎপন্ন করেন। তাঁহারা এই ত্রেতাযুগেও স্ব স্ব শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফলভোগের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিতে জন্মলাভ করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি ধর্ম্মদ্বেষীরও জন্ম হয়। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহাদিগকে আপনাপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেও সত্যশীল, অহিংসক, বীতলোভ ও জিতেন্দ্রিয়, অথবা আপনা হইতে অল্প বলশালী দেখিলেন, তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া, তাঁহাদিগের অধিকৃত বিষয় স্বয়ং অধিকার করিতে লাগিলেন। এই রূপে সংসার মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, প্রজাগণের সেই পাপফলে মুষ্টিসংগৃহীত বালুকণার ন্যায় ফলপুষ্পপ্রদ চতুর্দ্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ওষধি প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গেল। ঐ সকল নষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধায় ব্যাকুল ও বিভ্রান্ত হইয়া প্রজাপতি স্বয়ম্ভূর নিকট গমন করিল। ত্রেতাযুগের ঐ আদিমকালীয় প্রজাসমূহ জীবিকানির্ব্বাহের উপায়-প্রার্থনার জন্য স্বয়ম্ভু প্রজাপতির নিকট গমন করিলে প্রজাপতিও প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ওষধি প্রভৃতির পুনঃ সৃষ্টির জন্য সুমেরু পর্ব্বতকে বৎসরূপে কল্পিত করিয়া পৃথিবীদোহনে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে কতকগুলি গ্রাম্য ও আরণ্যবীজ ও ফলপাকে বিনশ্বর কতকগুলি ওষধির উৎপত্তি হইল। ধান্য, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কারূষ, বীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর নিষ্পাব, কুলত্থ, আঢ়কী ও চণক প্রভৃতি ওষধি গ্রাম্যজাতি; এতন্মধ্যে ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও কুলত্থ, এই অষ্টবিধ এবং শ্যামাক, নীবার, গবেধুক, কুরুবিন্দ, বেণুযব ও মর্কটক এই ষড়বিধ ওষধি গ্রাম্য ও আরণ্য-জাতি। ত্রেতাযুগের প্রথমে এই চতু-

উৎপন্নাঃ প্রথমা হেতা আদৌ ত্রেতাযুগস্য তু ।
অফালকৃষ্টা ওষধ্যো গ্রাম্যারণ্যাস্তু সর্ব্বশঃ।
বৃক্ষা গুল্মলতা বল্লী বীরুধস্তৃণজাতয়ঃ ॥ ১৫১
মূলৈঃ ফলৈশ্চ রোহিণ্যো গৃহ্ণন পুষ্পৈশ্চ জায়তে
পৃথ্বী দুগ্ধা তু বীজানি যানি পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা ॥১৫২
ঋতুপুষ্পফলাস্তা বৈ ওষধ্যো জজ্ঞিরে ত্বিহ ।
যদা প্রসৃষ্টা ওষধ্যো ন প্ররোহন্তি তাঃ পুনঃ ॥১৫৩
ততঃ স তাসাং বৃত্ত্যর্থং বার্ত্তোপায়ং চকার হ ।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ দৃষ্ট্বা সিদ্ধিস্তু কর্ম্মজাম্ ।
ততঃ প্রভৃত্যথৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে ॥১৫৪
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াস্ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৫৫
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্ বিবিধাত্মকাঃ ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্ ॥১৫৬
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা ।
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥১৫৭
যে চান্যেঽপ্যবলাস্তেষাং বৈশসংকর্ম্মসংস্থিতাঃ ।
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ ।
বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তিসাধকান্ ॥
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাংস্তানব্রবীত্তু সঃ ॥১৫৯
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্ব্বশঃ ॥১৬০
পুনঃ প্রজাস্তু তা মোহাৎ তান্ ধর্ম্মান্ তানপালয়ন্
বর্ণধর্ম্মৈরজীবন্ত্যো ব্যরুধ্যন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৬১
ব্রহ্মা তমর্থং বুদ্ধ্বা তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভুঃ ।
ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ডং যুদ্ধমাজীবনাদিশৎ ॥১৬২
যাজনাধ্যাপনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ প্রতিগ্রহম্ ।
ব্রাহ্মণানাং বিভুস্তেষাং কর্ম্মাণ্যেতান্যথাদিশৎ ॥
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চৈব বিশাং দদৌ ।
শিল্পাজীবং ভৃতিঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রভুঃ ॥
সামান্যানি তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ ।
যজনাধ্যয়নং দানং সামান্যানি তু তেষু চ ॥ ১৬৫
কর্ম্মাজীবন্তং ততো দত্ত্বা তেভ্যশ্চৈব পরস্পরম্ ।
লোকান্তরেষু স্থানানি তেষাং সিদ্ধ্যাদদৎ প্রভুঃ ॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্

দশ প্রকার ওষধি প্রথম উৎপন্ন হয় ॥ ১৩১—১৫০। প্রথমে ওষধি, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বীরুধ, তৃণ প্রভৃতি যাবতীয় উদ্ভিদই অকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ঋতু-বিভাগানুসারে ফল-মূলপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত হইত। কিন্তু কালান্তরে আর সেরূপ আপনা আপনি উৎপন্ন হইল না। তখন ব্রহ্মা প্রজাদিগের কর্ম্মজন্য সিদ্ধি অবলোকন করিয়া প্রজাদিগের জীবিকার অন্য উপায় স্থির করিলেন, সেই হইতে ওষধি প্রভৃতি কৃষ্টপচ্যরূপে সৃষ্ট হইল। এইরূপে প্রজাগণের বৃত্তি উপায় স্থিরীকৃত হইলে, প্রজা-পতি তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাসমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকারক, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র 'সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান' এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে বৈশ্য এবং যাহারা শোকদুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য ও অন্য তিন জাতির পরিচর্য্যায় রত থাকিত, তাহা-দিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বিধাতা চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম কর্ম্ম এইরূপ বিধিবিহিত করি-লেও তাহারা মোহক্রমে তাহার অতিক্রম করিতে লাগিল; বর্ণ ধর্ম্ম পালন না করিয়া তাহারা তখন পরস্পর বিরোধ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্রহ্মা অন্য উপায় চিন্তা করিয়া অন্যরূপ কর্ম্মের বিধান করি-লেন। বল, দণ্ড ও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের; যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের; পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি বৈশ্যের এবং শিল্প ও দাসত্ব শূদ্রগণের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের সমানাধিকার প্রদান করিলেন। ১৫১—১৬৫। এইরূপ লোকান্তরেও তাহাদিগের সিদ্ধি অনুসারে পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের জন্য

স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেম্বপলায়িনাম্॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমুপজীবিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যাসু তিষ্ঠতাম্॥১৬৮
স্থানান্যেতানি বর্ণানাং ব্যত্যাচারবতাং স্বয়ম্।
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাশ্রমান্॥ ১৬৯
গৃহস্থো ব্রহ্মচারিত্বং বানপ্রস্থং সভিক্ষুকম্।
আশ্রমাংশ্চতুরো হ্যেতান্ পূর্ব্বমাস্থাপয়ৎ প্রভুঃ॥
বর্ণকর্ম্মাণি যে কেচিত্তেষামিহ ন কুর্ব্বতে।
কৃতকর্ম্মক্ষতীন্ প্রাহুরাশ্রমস্থানবাসিনঃ॥ ১৭১
ব্রহ্মা তান্ স্থাপয়ামাস আশ্রমান্নাম নামতঃ।
নির্দ্দেশার্থং ততস্তেষাং ব্রহ্মা ধর্ম্মান্ প্রভাষত॥
প্রস্থানানি চ তেষাং বৈ যমাংশ্চ নিয়মাংশ্চ হ।
চাতুর্ব্বর্ণাত্মকঃ পূর্ব্বং গৃহস্থশ্চাশ্রমঃ স্মৃতঃ॥১৭৩
ত্রয়াণামাশ্রমাণাঞ্চ প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ।
যথাক্রমং প্রবক্ষ্যামি যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চ তে॥১৭৪
দারাগ্ন্যোহথাতিথেয় ইজ্যা শ্রাদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ।
ইত্যেষ বৈ গৃহস্থস্য সমাসাদ্ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৭৫
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হ্যধঃশায়ী তথা জটী।
গুরুশুশ্রূষণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যাদ্বৈ ব্রহ্মচারিণঃ॥১৭৬
চীরপত্রাজিনানি স্যুর্দ্ধান্যমূলফলৌষধম্।
উভে সন্ধ্যেঽবগাহশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্॥১৭৭
আসনং বসনে ভৈক্ষ্যমস্তেয়ং শৌচমেব চ।
অপ্রমাদোঽব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা॥ ১৭৮
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমং স্মৃতম্।
দশলক্ষণকো হ্যেষ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ১৭৯
ভিক্ষোর্ব্রতানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপব্রতানি চ।
আচারশুদ্ধির্নিয়মঃ শৌচঞ্চ প্রতিকর্ম্ম চ।
সম্যগ্দর্শনমিত্যেবং পঞ্চৈবোপব্রতান্যপি॥ ১৮০

ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং
সদাগরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপপন্নম্।
মৌনং পবিত্রোপচিতির্বিমুক্তিঃ
পারিব্রাজ্যে ধর্ম্মমিমং বদন্তি॥ ১৮১

সর্ব্বে তে শ্রেয়সে প্রোক্তা আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্
সত্যার্জ্জবন্তং তপঃ ক্ষান্তির্যোগেজ্যা দমপূর্ব্বিকা॥
বেদাঃ সাঙ্গাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
ন সিধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে॥ ১৮৩
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ন সিধ্যন্তি কদাচন।
অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোঽপি পরাক্রমাৎ॥১৮৪

ব্রহ্মলোক যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগকারী ক্ষত্রিয়গণের ইন্দ্রলোক, স্বধর্ম্মপ্রতিপালক বৈশ্যগণের বায়ুলোক এবং পরিচর্য্যাপরায়ণ শূদ্রগণের জন্য গন্ধর্ব্বলোক নির্দ্দিষ্ট হইল। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহারা যথাযথ বর্ণ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, তাহাদিগের জন্য উক্ত স্থানসকল নির্দ্দেশ করিয়া পরে আশ্রমচতুষ্টয় স্থাপন করিলেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য,এই চতুর্বিধ আশ্রম বিহিত হইল। জ্ঞানিগণ বলেন, যাহারা বর্ণ ধর্ম্মের যথাযথরূপ অনুষ্ঠান করে না,তাহারা কর্ম্মলোপী। সেই আশ্রমচতুষ্টয়ের যম নিয়মপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা ও উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। উক্ত চারি প্রকার আশ্রমের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই অধিকার সমান। গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম দারপরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি-সৎকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদন। দণ্ড, মেখলা ও জটাধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষা এই কয়েকটি ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। জীর্ণবস্ত্র, পত্র অথবা মৃগচর্ম্ম পরিধান, ধান্য ও ফলমূলাদি আহার, উভয় সন্ধ্যায় অবগাহন ও হোম, অরণ্যবাসিগণের স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌর্য্যাদি পরিত্যাগ, শৌচাচার, অপ্রমাদ, স্ত্রীসম্ভোগপরিহার, ক্রোধত্যাগ, সর্ব্ব জীবে দয়া, গুরুশুশ্রূষা ও সত্য এই কয়েকটি ভিক্ষুর ধর্ম্ম ; এতন্মধ্যে পাঁচটি ভিক্ষুগণের ব্রত, উপব্রত বলিয়া কথিত। এতদ্ভিন্ন আচার,শুদ্ধি, নিয়ম, প্রতিকর্ম্ম ও সম্যক্ দর্শন এই পাঁচটি উপব্রত নামে অভিহিত। ১৬৮—১৮০। ধ্যান, ইন্দ্রিয়গণের সমাধি, সাধারণের নিকট ভিক্ষা, মৌন, পবিত্রতা ও মুক্তি এই কয়েকটি পরিব্রাজক ধর্ম্ম। এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমই বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনুষ্ঠানমাত্রেই চিত্তশুদ্ধির একান্ত আবশ্যক; যদি চিত্তবৃত্তি অপরিশুদ্ধ থাকে, তবে সত্য, সরলতা, তপঃ, ক্ষমা, যোগ, যজ্ঞ, দম, বেদাধ্যয়ন, ব্রত

সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরাত্মনা ।
ন তেন ধর্ম্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্ ॥ ১৮৫
এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়ো মনবস্তথা ।
তেষাং স্থানমমুষ্মিংস্তু সংস্থিতানাং প্রচক্ষতে ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্ ।
স্মৃতন্তু তেষাং তৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্বৈ দিবৌকসাম্ ।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণোঽক্ষয়ম্ ॥
যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে ।
স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥
চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ ।
ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি ॥ ১৯০
পন্থানো দেবযানস্য তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ ।
তথৈব পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে ॥ ১৯১

এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা ।
যদাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ ॥ ১৯২
ততোঽন্যামানসীঃ সোঽথ ত্রেতামধ্যেঽসৃজৎ প্রজাঃ
আত্মনঃ স্বশরীরাচ্চ তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ ॥ ১৯৩
তস্মিন্ ত্রেতাযুগে ত্বাদ্যে মধ্যং প্রাপ্তে ক্রমেণ তু ।
ততোঽন্যা মানসীস্তত্র প্রজাঃ স্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥
ততঃ সত্ত্বরজোদ্রিক্তাঃ প্রজাঃ সোঽথাসৃজৎ প্রভুঃ
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বার্ত্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ ॥ ১৯৫
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা ।
যুগানুরূপান্ ধর্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ ॥
উপস্থিতে তদা তস্মিন্ প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ ।
অভিদধ্যৌ প্রজাঃ সর্ব্বা নানারূপাস্তু মানসীঃ ॥
পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ
কল্পেঽতীতে তু তে হ্যাসন্ দেবাদ্যাস্তু প্রজা ইহ
ধ্যায়তস্তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূত্যর্থমুপস্থিতাঃ ।
মন্বন্তরক্রমেণেহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ ॥ ১৯৯
খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্তু সর্ব্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ ।
কুশলাকুশলপ্রায়ৈঃ কর্ম্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ ॥ ২০০
তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপষ্টব্ধাঃ প্রজজ্ঞিরে ।
দেবাসুরপিতৃত্বৈশ্চ পশুপক্ষিসরীসৃপৈঃ ॥ ২০১

নিয়ম প্রভৃতি কোন বাহ্য কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অন্তঃকরণ কলুষিত রাখিয়া কোন ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহার ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, যেহেতু চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্মের একমাত্র কারণ। এই সকল বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠানবিশেষের অনুসারে পরলোকেও স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। দেব,পিতৃ,ঋষি ও মনু প্রভৃতি যে স্থানে অবস্থান করেন, উর্দ্ধরেতা ও গুরুগৃহবাসী মুনিগণের পক্ষে সেই অষ্টাশীতি-সহস্রসংখ্যক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বর্গবাসিগণ সপ্তর্ষিসমূহের স্থানে অধিকার লাভ করেন। এইরূপ গৃহস্থগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, পরলোকে প্রাজাপত্যস্থান, যোগিগণ অমৃত-স্থান এবং সন্ন্যাসিগণ অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। বিবিধ বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য থাকিলে কেহ কোন স্থানই পাইতে পারেন না; কেননা স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মপ্রতিপালকগণের জন্যই এই সকল স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। আদিমন্বন্তরে লোকনিয়ন্তা ব্রহ্মা এই চারিটী আশ্রম দেবযান-নামক পথরূপে সৃষ্টি করেন। রবি সেই দেবযানের দ্বারস্বরূপ। এইরূপ চন্দ্র পিতৃযানের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

১৮১—১৯১। এইরূপ বর্ণাশ্রম নির্দ্দেশের পর বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী কোন প্রজাকেই জন্মলাভ করিতে না দেখিয়া, প্রজাপতি ত্রেতাযুগের মধ্য সময়ে আত্মা ও স্ব শরীর হইতে আত্মতুল্য কতকগুলি সত্ত্ব ও রজোগুণবহুল, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবার্ত্তাসাধক মানস-প্রজার সৃষ্টি করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত অতীত কল্পের জনলোকাশ্রিত মহাত্মারাও যুগানুরূপ ধর্ম্মযুক্ত হইয়া, দেব, পিতৃ, ঋষি, মনু প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হইলেন। প্রজাপতি আদি মন্বন্তর কাল হইতে যে সকল প্রজা যাবৎ-জন্মনেও সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাহারা যাবতীয় প্রজাই ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মানুসারে তত্তৎ কর্ম্মফলভোগের জন্য, পরবর্ত্তী মন্বন্তরের প্রথমে দেবতা, অসুর, পিতৃলোক, পশু পক্ষী, সরীসৃপ,

বৃক্ষনারকীকীটত্বৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতঃ।
আধীনার্থং প্রজানাঞ্চ আত্মনা বৈ বিনির্ম্মমে ॥২০২

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুরাশ্রমবিভাগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ২
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বাত্মনা সমযুযুজৎ।
যুক্তাত্মনস্ততস্তস্য তমোমাত্রা স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩
তমোঽভিধ্যায়তঃ সর্গং প্রযত্নোঽভূৎ প্রজাপতেঃ
ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ ॥৪
অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানস্ততোঽসুরাঃ।
যয়া সৃষ্টোঽসুরাস্তন্বা তাং তনুং স ব্যপোহত ॥৫
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত।
তা তমোবহুলা যস্মাত্ততো রাত্রিস্ত্রিযামিকা ॥ ৬
আবৃতাস্তমসা রাত্রৌ প্রজাস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
দৃষ্ট্বাসুরাংস্তু দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত ॥ ৭
অব্যক্তাং সত্ত্ববহুলাং ততস্তাং সোঽভ্যযুঞ্জৎ।
ততস্তাং যুঞ্জতস্তস্য প্রিয়মাসীৎ প্রভোঃ কিল ॥৮
ততো মুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।
যতোঽস্য দীব্যতো জাতাস্তেন দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ধাতুর্দ্দিবিতি যঃ প্রোক্তঃ ক্রীড়ায়াং স বিভাব্যতে
তস্মাৎ তন্বাস্তু দিব্যায়াং জজ্ঞিরে তেন দেবতাঃ ॥১০
দেবান্ সৃষ্ট্বাথ দেবেশস্তনুমন্যামপদ্যত।
সত্ত্বমাত্রাত্মিকাং দেবস্ততোঽন্যাং সোঽভ্যপদ্যত ॥
পিতৃবন্মন্যমানাংস্তান্ পুত্রান্ প্রাধ্যায়ত প্রভুঃ।
পিতরো হ্যুপপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহ্নোরন্তরাসৃজৎ ॥১২
তস্মাত্তে পিতরো দেবাঃ পুত্রত্বং তেন তেষু তৎ।

বৃক্ষ, নারকী ও কীট প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক জন্মলাভ করিয়া ব্রহ্মসৃষ্টির বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। ১৯২—২০২।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, কার্য্যকারণসমন্বিত মানসী প্রজাসমূহ, স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞগণ এবং দেব, অসুর, পিতৃগণ ও চতুর্ব্বিধ মানবকুলের প্রাদুর্ভাব হইল। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের সৃষ্টিকথা এইরূপ কথিত আছে, যথা—স্বয়ম্ভূ যখন ইহাদের উৎপত্তি কামনায় জলরাশির মধ্যে আত্ম-সংযোগ করিলেন, তখন তাঁহার তমোগুণের আবির্ভাব হয়; সেই তমোগুণযুক্ত হইয়া সৃষ্টি-চিন্তা করিতে করিতে যে প্রজা-সমূহ তাঁহার জঘনদেশ হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাদিগের নাম অসুর। অসু শব্দের অর্থ প্রাণ; প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহাদিগের নাম হইয়াছে অসুর। প্রজাপতি অসুর সৃষ্টি করিবার পরই তাঁহার সেই তনু পরিত্যাগ করিলেন। এই পরিত্যক্ত তনু তমোবহুলা ছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তমঃ-পরিবৃতা ত্রিযামা রাত্রিরূপে পরিণত হইল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেখিয়া সত্ত্বগুণ-বহুলা এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া প্রীতিপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার মুখদেশ হইতে যে প্রজার প্রাদুর্ভাব হইল, তাঁহাদিগের নাম হইল দেবতা। দিব্ ধাতু ক্রীড়ার্থবাচক; ক্রীড়া-বিশিষ্ট দেহ হইতে ইঁহাদিগের সৃষ্টি হওয়ায় ইঁহারা দেবতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ১—১০। দেবসৃষ্টি সমাধা হইলে, ব্রহ্মা সে মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন করিয়া সত্ত্বগুণোজ্জ্বল অন্যমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন; তাহা হইতে পিতৃগণের প্রাদুর্ভাব হইল। এই সকল পিতৃলোক বাস্তব-পক্ষে স্বয়ম্ভূর পুত্র হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় সম্মান করেন; রাত্রি ও দিনস্বরূপ, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সন্ধিসময়ে এই পিতৃগণ জন্মিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা পিতৃগণ নামে

যয়া সৃষ্টাস্তু পিতরস্তাং তনুং স ব্যপোহত ॥ ১৩
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যঃ সন্ধ্যা প্রজায়ত ।
তস্মাদহস্তু দেবানাং রাত্রির্যা সাসুরী স্মৃতা ॥ ১৪
তয়োর্ম্মধ্যে তু বৈ পৈত্রী যা তনুঃ সা গরীয়সী ।
তস্মাদ্দেবাসুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়ো মনবস্তথা ।
তে যুক্তাস্তামুপাসন্তে ব্রহ্মণো মধ্যমাস্তনুম্ ॥ ১৫
ততোঽন্যাং স পুনর্ব্রহ্মা তনুং বৈ প্রত্যপদ্যত ।
রজোমাত্রাত্মিকায়াস্তু মনসা সোঽসৃজৎ প্রভুঃ ॥১৬
রজঃপ্রায়াং ততঃ সোঽথ মানসানসৃজৎ সুতান্ ।
মনসস্তু ততস্তস্য মানসা জজ্ঞিরে প্রজাঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রজাশ্চাপি স্বাং তনুং তামপোহত ।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন জ্যোৎস্না সদ্যস্ত্বজায়ত ॥ ১৮
তস্মাদ্ভবন্তি সংহৃষ্টাঃ জ্যোৎস্নায়া উদ্ভবে প্রজাঃ ।
ইত্যেতাস্তনবস্তেন ব্যপবিদ্ধা মহাত্মনা ॥ ১৯
সদ্যো রাত্র্যহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্না চ জজ্ঞিরে
জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তথাহশ্চ সত্ত্বমাত্রাত্মকং স্মৃতম্ ॥
তমোমাত্রাত্মিকা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাৎ ত্রিযামিকা
তস্মাদ্দেবা দিব্যতন্বা হৃষ্টাঃ সৃষ্টা মুখাত্তু বৈ ॥২১
যস্মাত্তেষাং দিবা জন্ম বলিনস্তেন তে দিবাঃ ।
তন্বা যদসুরান্ রাত্রৌ জঘনাদসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ২২
প্রাণেভ্যো রাত্রিজন্মানো প্রসহ্য নিশি তেন তে
এতান্যেব ভবিষ্যানাং দেবানামসুরৈঃ সহ ॥ ২৩
পিতৄণাং মানবানাঞ্চ অতীতানাগতেষু বৈ ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষাং নিমিত্তানি ভবন্তি হি ॥ ২৪
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যাভাসিতানি বৈ ।
ভান্তি যস্মাত্ততো ভাসি ভাশব্দোঽয়ং মনীষিভিঃ ।
ব্যাপ্তিদীপ্ত্যাং নিগদিতঃ পুনশ্চাহ প্রজাপতিঃ ॥২৫
সোঽম্ভাংস্যেতানি দৃষ্ট্বা তু দেবদানবমানবান্ ।
পিতৄংশ্চ বাসৃজৎ সোঽন্যানাত্মনো বিবুধান্ পুনঃ
তামুৎসৃজ্য তনুং কৃৎস্নাং ততোঽন্যামসৃজৎ প্রভু
মূর্ত্তিং রজস্তমঃপ্রায়াং পুনরেবাভ্যযুযুজৎ ॥ ২৭
অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টাস্ততোঽন্যাঃ সৃজতে পুনঃ ।
তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাত্মানস্তেঽম্ভাংস্যাদাতুমুদ্যতাঃ ॥
অম্ভাংস্যেতানি রক্ষাম উক্তবন্তশ্চ তেষু চ ।

বিখ্যাত হইয়াছেন। পিতৃসৃষ্টির পর এই তনু পরিত্যাগ করিলে, তাহা সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। এইরূপে দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়; অনন্তর দিবা দেবগণের, রাত্রি অসুরদিগের, এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে এই সন্ধ্যারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। দেব অসুর, ঋষি, মুনি প্রভৃতি মহাত্মগণ এই মধ্যমা ব্রহ্মমূর্ত্তি সন্ধ্যার উপাসনা করেন। অতঃপর প্রজাপতি রজোগুণবহুল অন্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কতকগুলি মানস-প্রজার সৃষ্টি করিয়া, তদ্দর্শনে সে মূর্ত্তিও পরিত্যাগ করিলেন, তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রাদুর্ভূত হইল, তাহাতে প্রজাসমূহের হর্ষ ও প্রীতি জন্মিল। এইরূপ এক একটি মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতি দিবারাত্রি সন্ধ্যা জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে জ্যোৎস্না সন্ধ্যা ও দিবা সত্ত্বগুণসমন্বিত, এবং রাত্রি তমোগুণবহুল, এইজন্য রাত্রির নাম হইয়াছে ত্রিযামা। দেবগণ দিবাভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন বলিয়া দিব্যতনুযুক্ত, হৃষ্টচিত্ত ও দিবাভাগে অধিক বলশালী; আর অসুরগণ প্রাণদ্বারা স্বয়ম্ভূ-জঘন হইতে রাত্রিকালে জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া রাত্রিতে অধিক বলশালী হইয়া থাকে। জন্মকালপার্থক্যই এইরূপ পরস্পর বিদ্বেষের মূল কারণ। অতীত অনাগত মন্বন্তরেও দেব-পিতৃ-মানব ও অসুরগণের উৎপত্তি-কারণ এইরূপই বুঝিতে হইবে। ব্যাপ্তি ও দীপ্তি অর্থে ভা শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যাপ্তি দীপ্তিতে দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা-জ্যোৎস্না প্রতিভাত হয় বলিয়া ইহাদিগকে আভাসিত কহে। ১১—২৫। পরমপুরুষ প্রজাপতি এইরূপে জলরাশি, দেব, দানব, মানব ও পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই সেই তনু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রজ ও তমোগুণবহুল মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে যে সকল প্রজা জন্মলাভ করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি প্রজা সেই অন্ধকার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াই নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া জলরাশি-পানে সমুদ্যত হইল, অন্য কতকগুলি

রাক্ষসাস্তে স্মৃতা লোকে ক্রোধাত্মানো নিশাচরাঃ
যেঽব্রুবন্ ক্ষিণুমোঽস্মাংসি তেষাং হৃষ্টাঃ পরস্পরম্।
তেন তে কর্ম্মণা যক্ষা গুহ্যকাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ॥ ৩০
রক্ষণে পালনে চাপি ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
য এষ ক্ষিতিধাতুর্ব্বৈ ক্ষয়ণে সন্নিরুচ্যতে॥ ৩১
তান্ দৃষ্ট্বা হ্যপ্রিয়েণাস্য কেশাঃ শীর্ণাস্তু ধীমতঃ।
শীতোষ্ণাশ্চ স্থিত হ্যূর্দ্ধং তদারোহন্ত তং প্রভুম্
হীনা যচ্ছিরসো ব্যালা যস্মাচ্চৈবাপসর্পিতাঃ।
ব্যালাত্মানো স্মৃতা ব্যালাৎ হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ॥
পন্নত্বাৎপন্নগাশ্চৈব সর্পাশ্চৈবাপসর্পিনঃ।
তেষাং পৃথিব্যাং নিলয়া সূর্য্যাচন্দ্রমসোরধঃ॥ ৩৪
তস্য ক্রোধোদ্ভবো যোঽসাবগ্নিগর্ভসুদারুণঃ।
স তু সর্পান্ সহোৎপন্নানাবিবেশ বিষাত্মিকান্॥
সর্পান্ সৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো বিনির্ম্মমে
বর্ণেন কপিশেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ৩৬
ভূতত্বাত্তে স্মৃতা ভূতাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাৎ।
ধ্যায়তো গানতস্তস্য গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥ ৩৭
অষ্টাস্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ।
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ॥
ছন্দতস্তানি ছন্দাংসি বয়সোঽপি বয়াংস্যপি।
শূন্যান্ দৃষ্ট্বা তু দেবো বাসৃজৎপক্ষিগণানপি॥ ৩৯
মুখতোঽজান্ সসর্জ্জাথ বক্ষসশ্চ বয়োঽসৃজৎ।
গাশ্চৈবাথোদরাদ্ ব্রহ্মা পার্শ্বাভ্যাঞ্চ বিনির্ম্মমে॥ ৪০
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্।
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব তাশ্চান্যাশ্চৈব জাতয়ঃ॥ ৪১
ওষধ্যঃ ফলমূলানি রোমতস্তস্য জজ্ঞিরে।
এবং পশ্বোষধীঃ সৃষ্ট্বা হ্যযুঞ্জৎ সোঽধ্বরে প্রভুঃ।
তস্মাদাদৌ চ কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা॥ ৪২
গৌরজঃ পুরুষো মেষো হ্যশ্বোঽশ্বতরগর্দ্দভৌ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধত॥
শ্বাপদা দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।

প্রজা তাহাদিগের করাল কবল হইতে জলরাশি রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। এই রক্ষাকারক প্রজাসমূহ 'রক্ষস্' নামে বিখ্যাত হইল, এবং যাহারা জলরাশি পান করিয়া ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা ক্রূর-কর্ম্মা গুহ্যক ও যক্ষ নামে অভিহিত হইল। বস্তুতঃ রক্ষধাতু রক্ষা ও পালনার্থে, এবং ক্ষিধাতুও ক্ষয়ার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অপ্রিয় প্রজাসমূহ দেখিয়া ধীমান্ ব্রহ্মদেবের কেশরাজি উদ্গত হইয়া গলিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেই শীত ও উষ্ণ অর্থাৎ সুখ ও দুঃখপ্রদ সর্পাদি হিংস্র প্রাণীর উৎপত্তি হইল। মস্তক হইতে সর্পসমূহ হীন বা চ্যুত হওয়ায় ইহাদিগের নাম অহি, পতনত্ব হেতু অপর নাম পন্নগ, এবং সর্পণ বা গমন জন্য ইহাদিগের নাম হইল সর্প। ইহাদিগের বাসস্থান চন্দ্রসূর্য্যের অধোদেশবর্ত্তী পৃথিবীতলে। ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মহৃদয়ে যে সুদারুণ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই বিষরূপে সর্প-শরীরে প্রবেশ লাভ করে। ২৬—৩৫। এইরূপে হিংস্রপ্রকৃতি দুরাচার সর্পসমূহের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মার অধিকতর ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে কপিশবর্ণ উগ্র-কর্ম্মা মাংসাশী ভূতগণ জন্মলাভ করিল। ভূতত্ব হেতু ইহাদিগের নাম ভূত, পিশিত অর্থাৎ মাংস ভোজন করে বলিয়া অপর নাম পিশাচ এবং যাহারা ব্রহ্মার গানচিন্তাকালে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম হইয়াছে গন্ধর্ব্ব। এই অষ্ট দেবযোনি সৃষ্টি হওয়ার পরও পৃথিবীর বহু স্থান শূন্য আছে, দেখিয়া ব্রহ্মা, পশুপক্ষীদিগের সৃষ্টি আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আচ্ছাদন বা ত্বক্ হইতে ছাগ, বক্ষঃস্থল বা আয়ু হইতে পক্ষী, উদরদেশ ও পার্শ্বদ্বয় হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, মৃগ, গবয় ও শরভ প্রভৃতি অন্যান্য পশুগণ, এবং রোমরাজ হইতে ওষধি ফলমূল প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। ত্রেতাযুগের আদিমকালজাত এই সমস্ত পশু ও ওষধিনিচয় যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এই প্রাণিসমূহ মধ্যে মনুষ্য, গো, অশ্ব, অশ্বতর, ছাগ, গর্দ্দভ প্রভৃতি প্রাণীকে গ্রাম্যজীব এবং অপরাপর যুক্তখুর পশু, শ্বাপদসমূহ, হস্তী, বানর, পক্ষী,

উন্দকাঃ পশবঃ সৃষ্টাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ ॥ ৪৪
গায়ত্রীং বরুণঞ্চৈব ত্রিবৃৎসাম রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ ॥৪৫
ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভং কর্ম্মস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎসাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাৎ সোহসৃজন্মুখাৎ ॥
সামানি জগতীচ্ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৈরূপ্যমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৪৭
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৪৮
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ;
বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান্ প্রভুঃ ॥৩৯
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
ব্রহ্মণস্তু প্রজাসর্গং সৃজতো হি প্রজাপতেঃ ॥৫০
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৃন্ প্রজাঃ।
ততঃ সৃজতি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫১
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বান্ তথৈবাপ্সরসাঙ্গণান্।
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥ ৫২

উন্দক ও সরীসৃপ প্রভৃতিকে আরণ্যজীব বলা হয়। ৩৬—৪৪। চতুরানন ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে যজ্ঞসৃষ্টি কালে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এবং যজ্ঞিক দ্রব্য মধ্যে গায়ত্রী, বরুণ, ত্রিবৃৎ ও রথন্তর সাম,—দক্ষিণ মুখ হইতে ছন্দঃ, পঞ্চদশ প্রকার ত্রৈষ্টুভকর্ম্ম, স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ—পশ্চিম মুখ হইতে সাম, জগতী-ছন্দঃ, পঞ্চদশবিধ ছন্দস্তোম, বৈরূপ্য ও অতি-রাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ব, আপ্তোর্যাম, অনুষ্টুভ ও বৈরাজ আবির্ভূত হইয়াছিল। ভগবান্ প্রজাপতি স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত-সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, আয়ুঃ, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন; অনন্তর স্বশরীর হইতে বিবিধ ভূতগ্রাম উৎপাদিত করিয়াছেন। ভৌতিক সৃষ্টি মধ্যেও প্রথমে দেবতা, অসুর, পিতৃলোক ও মানব প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া, পরে যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, সর্প এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টিবিধান করেন। ৪৫—৫২।

তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৩
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে ॥ ৫৪
মহাভূতেষু নানাত্বমিন্দ্রিয়ার্থেষু মূর্ত্তিষু।
বিনিয়োগঞ্চ ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥৫৫
কেচিৎ পুরুষকারন্তু প্রাহুঃ কর্ম্ম চ মানবাঃ।
দৈবমিত্যপরে বিপ্রাঃ স্বভাবং দৈবচিন্তকাঃ ॥৫৬
পৌরুষং কর্ম্ম দৈবঞ্চ ফলবৃত্তিস্বভাবতঃ।
ন চৈকং ন পৃথক্ভাবমধিকং ন তয়োর্বিদুঃ ॥ ৫৭
এতদেবঞ্চ নৈকঞ্চ ন চোভে ন চ বাপ্যুভে।
কর্ম্মস্থান্ বিষয়ান্ ব্রূয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥৫৮
নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃতানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ দেবেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবাস্য দধাতি সঃ ॥৬০

পূর্ব্বসৃষ্টিতে উদ্ভূত প্রজানিচয়ের যে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রজাগণ বারম্বার উৎপত্তি লাভ করিয়া, সেই সেই কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে এবং সেই সেই কর্ম্মানুসারেই তাহা-দিগের হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্তি জন্মে। মহাভূত, ইন্দ্রিয়ার্থ ও মূর্ত্তিসমূহের অনেকত্ব এবং ভূতসমূহের বিবিধ বিনিয়োগ স্বয়ং বিধা-তারই বিধান, এ বিধান তিনিই করিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকার দৈব স্বভাবই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেন না পুরুষ-কার কর্ম্ম ও দৈব এক না হইলেও কার্য্য দ্বারা পরস্পর পরস্পরে পৃথক্ নহে এবং এতত্রয় ব্যতিরিক্ত অপর কোন কারণ নাই; কিন্তু সমদর্শী সাত্ত্বিক পুরুষগণ এতদুভয়ের একটিকে বা উভয়কেই কেবল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু এই তিনটীকেই কারণ বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা বেদশব্দ হইতেই মহাভূতসমূহের নামরূপবিভাগ এবং সৃষ্ট পদার্থমাত্রের পরস্পর বিভিন্নতা বিধান করিয়াছেন। প্রলয়ের অবসানে প্রথম প্রসূত

যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৬১
এবংবিধাসু সৃষ্টাসু ব্রহ্মণাঽব্যক্তজন্মনা।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রদৃশ্যন্তে সিদ্ধিমাশ্রিত্য মানসীম্ ॥ ৬২
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ ॥ ৬৩
অথান্যান্মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ।
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ॥ ৬৪
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ঙ্গতাঃ।
তেষাং ব্রহ্মাত্মকানাং বৈ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্
ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং রোষাত্মসম্ভবম্।
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ ॥ ৬৬
অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।
সনন্দনং সসনকং বিদ্বাংসঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৬৭
সনৎকুমারঞ্চ বিভুং সনকঞ্চ সনন্দনম্।
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সনাতনাঃ ॥ ৬৮

ঋষিসমূহ এবং দেবগণের নামনির্দ্দেশও ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ৫৩—৬০। প্রত্যেক ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিলে যেমন পদার্থ-সমূহেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতি যুগান্তরেও সেইরূপ ভাবমাত্রের বিপর্য্যয় হয়; নিশান্তে ব্রহ্মা মানসসিদ্ধি অবলম্বন করিলে ঐরূপ বিবিধ চরাচর সৃষ্টি সম্পাদিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধীমান্ প্রজাপতির সেই সকল প্রজাসৃষ্টির বৃদ্ধিকারণ পুনর্ব্বার বিলুপ্ত হইয়া আসিলে, তিনিও আবার স্বসদৃশ ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নব মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরাই পুরাণসমূহে নব ব্রহ্মা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পরে ব্রহ্মা রোষাত্মসম্ভব রুদ্রকে এবং সঙ্কল্প ও ধর্ম্মকেই সৃজন করেন। ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে সনন্দ, সনক, সনাতন, সনৎকুমার নামক যে সকল মানস-পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞান-বলে রাগ-মৎসরাদি-পরিশূন্য হইয়া, সৃষ্টিকার্য্যে উদাসীন

সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ।
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকবৃত্তানুকারণাৎ ॥ ৬৯
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ পরমেষ্ঠী হ্যচিন্তয়ৎ।
তস্য রোষাৎ সমুৎপন্নঃ পুরুষোঽর্কসমদ্যুতিঃ।
অর্দ্ধনারীনরবপুস্তেজসা জ্বলনোপমঃ ॥ ৭০
সর্ব্বং তেজোময়ং ত্বাত্মাদিত্যসমতেজসম্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭১
এবমুক্তে দ্বিধাভূতঃ পৃথক্ স্ত্রী পুরুষঃ পৃথক্।
স চৈকাদশধা জজ্ঞে অর্দ্ধমাত্মানমীশ্বরঃ ॥ ৭২
তেনোক্তাস্তে মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব মহাত্মনা।
জগতো বহুলীভাবমধিকৃত্য হিতৈষিণঃ ॥ ৭৩
লোকবৃত্তাহহেতোর্হি প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
বিশ্বং বিশ্বস্য লোকস্য স্থাপনায় হিতায় চ ॥ ৭৪
এবমুক্তাস্তু রুরুদুর্দ্রুবুশ্চ সমন্ততঃ।
রোদনাদ্দ্রাবণাচ্চৈব রুদ্রা নাম্নেতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৭৫
যৈর্হি ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তেষামনুচরা লোকে সর্ব্বলোকপরায়ণাঃ ॥ ৭৬
নৈকনাগাযুতবলা বিক্রান্তাশ্চ গণেশ্বরাঃ।
তত্র যা সা মহাভাগা শঙ্করস্যার্দ্ধকায়িনী ॥ ৭৭

হইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধাবির্ভাব হইল। সেই ক্রোধ হইতে সূর্য্যসম-দ্যুতি, দীপ্তাগ্নি-তেজা, অর্দ্ধনারীনররূপধারী রুদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা এই আদিত্যসমতেজা তেজস্বী পুরুষকে ‘তুমি আত্মদেহ বিভক্ত কর’, বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, পরে সেই অর্দ্ধনারীমূর্ত্তি বিভিন্নভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বিভিন্ন মূর্ত্তিদ্বয় মধ্যে অর্দ্ধনরদেহ আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত হইল। এই একাদশমূর্ত্তি সমগ্র জগতের প্রতি হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত। প্রজাপতি এই মূর্ত্তি সমুদায়কে নিখিল বিশ্বের হিতকার্য্যে যত্নশীল হইতে বলায়, মূর্ত্তিসমূহ ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; এই রোদন ও দ্রাবণ কার্য্যের জন্য মূর্ত্তিসহ রুদ্র নামে বিখ্যাত হইল। যে সকল সর্ব্বলোকপরায়ণ, অযুতনাগবলধারী, বিক্রান্ত গণেশ্বর এই ত্রৈলোক্যব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ একাদশ রুদ্রেরই অনু-

প্রাগুক্তা তু ময়া তুভ্যং স্ত্রী স্বয়ম্ভোর্মুখোদ্গতা।
কায়ার্দ্ধং দক্ষিণং তস্যাঃ শুক্লং বামং তথাসিতম্॥
আত্মানং বিভজস্বেতি সোক্তা দেবী স্বয়ম্ভুবা।
সা তু প্রোক্তা দ্বিধাভূতা শুক্লকৃষ্ণা চ বৈ দ্বিজাঃ।
তস্যা নামানি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥৭৯
স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
অপর্ণা চৈকপর্ণা চ তথা স্যাদেব পাটলা॥৮০
উমা হৈমবতী ষষ্ঠী কল্যাণী চৈব নামতঃ।
খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি
বিশ্রুতাঃ॥ ৮১
বিশ্বরূপমথার্য্যায়াঃ পৃথক্‌দেহবিভাবনাৎ।
শৃণু সংক্ষেপতস্তস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥৮২
প্রকৃতির্নিয়তা রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনী।
কালরাত্রির্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা॥৮৩
দ্বাপরান্তবিকারেষু দেব্যা নামানি মে শৃণু।
গৌতমী কৌশিকী আর্য্যা চণ্ডী কাত্যায়নী সতী
কুমারী যাদবী দেবী বরদা কৃষ্ণপিঙ্গলা।
বর্হিধ্বজা শূলধরা পরমব্রহ্মচারিণী॥৮৫
মাহেন্দ্রী চেন্দ্রভগিনী বৃষকন্যৈকবাসসী।
অপরাজিতা বহুভুজা প্রগল্‌ভা সিংহবাহিনী॥৮৬
একানসা দৈত্যহনী মায়া মহিষমর্দ্দিনী।
অমোঘা বিন্ধ্যনিলয়া বিক্রান্তা গণনায়িকা॥৮৭
দেবীনামবিকারাণি ইত্যেতানি যথাক্রমম্।
ভদ্রকাল্যাস্তবোক্তানি দেব্যা নামানি তত্ত্বতঃ॥৮৮
যে পঠন্তি নরাস্তেষাং বিদ্যতে ন পরাভবঃ।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি পুরে বাপি গৃহেঽপি বা॥
রক্ষামেতাং প্রযুঞ্জীত জলে বাপি স্থলেঽপি বা।
ব্যাঘ্রকুম্ভীরচৌরেভ্যো ভূতস্থানে বিশেষতঃ।
আধিষ্বপি চ সর্ব্বাসু দেব্যা নামানি কীর্ত্তয়েৎ॥
অর্ভকগ্রহভূতৈশ্চ পূতনামাতৃভিঃ সদা।
অভ্যর্দ্দিতানাং বালানাং রক্ষামেতাং প্রযোজয়েৎ
মহাদেবী কুলে দ্বে তু প্রজ্ঞা শ্রীশ্চ প্রকীর্ত্তিতে।
আভ্যাং দেবী সহস্রাণি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ॥
সসৃজদ্ব্যবসায়স্তু ধর্ম্মং ভূতসুখাবহম্।
সংকল্পশ্চৈব কল্পাদৌ জজ্ঞিরেঽব্যক্তযোনিতঃ॥৯৩

চর। ইতিপূর্ব্বে রুদ্রমূর্ত্তির যে অর্দ্ধনারী-দেহের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বয়ম্ভুমুখজাত নারীদেহেরও দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ শুক্ল ও উত্তরার্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। স্বয়ম্ভু তাঁহার সেই দেহ বিভক্ত করিতে বলেন, সেই জন্য তিনি সেই দেহ বিভাগ করিয়া স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী, মহাভাগা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি বিশ্বরূপা পৃথক্ দেহে প্রকৃতি, নিয়তা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী, কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী ও ভূতনায়িকা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন। ৭৯—৮৩। দ্বাপরান্তে এই মূর্ত্তি অন্যান্য বিবিধ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ-বধি এই দেবীই গৌতমী, কৌশিকী, আর্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বর্হিধ্বজা, শূলধরা, পরম-ব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, বৃষকন্যা, একানসা, অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগল্‌ভা, সিংহবাহিনী, একানসা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষ-মর্দ্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্যনিলয়া, বিক্রান্তা ও গণ-নায়িকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছেন। ভদ্রকালীর এই নামসমূহ তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। দেবীর এই নামসমূহ কীর্ত্তন করিলে অরণ্য, প্রান্তর, পুর, গৃহ প্রভৃতি কোন স্থানেই কোনরূপে পরাভবের আশঙ্কা থাকে না। জলে, স্থলে; ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তু সমীপে, চৌরহস্তে, ভূতাদি দুষ্টযোনি সকাশে এবং বিবিধ উৎকট রোগ-নিচয়ে পতিত হইলে এই সকল নাম কীর্ত্তন করিলে উদ্ধার লাভ করা যায়। বালকগণও বালগ্রহ, ভূতাদি, পূতনা ও মাতৃগণাদি দ্বারা পীড়িত হইলে এই নাম কীর্ত্তনে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। ৮৪—৯১। পূর্ব্বোক্ত দেবীর উভয়ভাগে প্রজ্ঞা ও শ্রী নাম্নী মহাদেবীদ্বয় অবস্থিতা আছেন। উক্ত দেবীদ্বয় হইতে সহস্র সহস্র দেবী আবির্ভূত হইয়া এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাদেবীই যাবতীয় ভূত-গ্রামের সুখাবহ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন।

মানসশ্চ রুচির্নাম বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
প্রাণাৎ স্বাদস্থ্বদ্দক্ষশ্চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ মরীচিকম্॥ ৯৪
ভৃগুস্তু হৃদয়াজ্জজ্ঞে ঋষিঃ সলিলজন্মনঃ।
শিরসোঽঙ্গিরসঞ্চৈব শ্রোত্রাদত্রিং তথৈব চ॥ ৯৫
পুলস্ত্যঞ্চ তথোদানাদ্ব্যানাচ্চ পুলহং পুনঃ।
সমানজং বশিষ্ঠন্তু অপানান্নির্ম্মমে ক্রতুম্॥ ৯৬
অভিমানাত্মকং ভদ্রং নির্ম্মমে নীললোহিতম্।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ প্রাণজা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ৯৭
ইত্যেতে মানসাঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
ভৃগ্বাদয়স্তু যে সৃষ্টা ন চৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৯৮
গৃহমেধিনঃ পুরাণাস্তে ধর্ম্মস্তৈঃ প্রাক্প্রবর্ত্তিতঃ।
দ্বাদশৈতে প্রবর্ত্তন্তে সহরুদ্রেণ বৈ প্রজাঃ॥ ৯৯
ঋভুঃ সনৎকুমারস্তু দ্বাবেতাবূর্দ্ধরেতসৌ।
পূর্ব্বোৎপন্নৌ পুরা তেভ্যঃ সর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজৌ
ব্যতীতে প্রথমে কল্পে পুরাণে লোকসাধকৌ।
বৈরাজে তাবুভৌ লোকে তেজঃ সংক্ষিপ্য চ স্থিতৌ
তাবুভৌ যোগধর্ম্মাণাবারোপ্যাত্মানমাত্মনি।

প্রজাধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ বর্ত্তয়েতাং মহৌজসা॥ ১০২
যথোৎপন্নস্তথৈবেহ কুমার ইতি চোচ্যতে।
তস্মাৎ সনৎকুমারোঽয়মিতি নামাস্য কীর্ত্তিতম্॥
তেষাং দ্বাদশ তে বংশা দিব্যা দেবগুণান্বিতাঃ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহর্ষিভিরলঙ্কৃতাঃ॥ ১০৪
ইত্যেষ করণোদ্ভূতো লোকান্ স্রষ্টুং স্বয়ম্ভুবঃ।
মহদাদিবিশেষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্॥ ১০৫
চন্দ্রসূর্য্যপ্রভা লোকো গ্রহনক্ষত্রমণ্ডিতঃ।
নদীভিশ্চ সমুদ্রৈশ্চ পর্ব্বতৈশ্চ সমাবৃতঃ॥ ১০৬
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ স্ফীতৈর্জ্জনপদৈস্তথা।
তস্মিন্ ব্রহ্মবনেঽব্যক্তে ব্রহ্মা চরতি শর্ব্বরীম্॥
অব্যক্তবীজপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ।
বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ॥ ১০৮
মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিশেষৈঃ পত্রবাংস্তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পস্তু সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥ ১০৯
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাময়ং বৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মবৃক্ষস্য তস্য হ॥ ১১০
অব্যক্তং কারণং যত্তু নিত্যং সদসদাত্মকম্।

কল্পাদিকালে ভূতসমূহের স্রষ্টাও সেই অব্যক্ত মহাদেবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মার পুত্রগণ মধ্যে মন হইতে রুচি, প্রাণবায়ু হইতে দক্ষ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে মরীচি, হৃদয় হইতে ভৃগু, জিহ্বা হইতে ঋষি, মস্তক হইতে অঙ্গিরস, কর্ণ হইতে অত্রি, উদানবায়ু হইতে পুলস্ত্য, ব্যানবায়ু হইতে পুলহ, সমান বায়ু হইতে বশিষ্ঠ, আপান বায়ু হইতে ক্রতু এবং অভিমান হইতে নীললোহিত ভদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্র প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ স্থান হইতে উৎপত্তি লাভ করিলেও সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র নামে অভিহিত। ইহারা পূর্ব্বতন সনন্দনাদি মানসপুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী ছিলেন না; কিন্তু প্রত্যেকেই গৃহমেধী ও পুরাণপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। এই মানসপুত্রগণই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং রুদ্রমূর্ত্তির সমকালে সমুৎপন্ন। প্রথমকল্প অতীত হইলে, যাবতীয় প্রজার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ঋভু ও সনৎকুমার নামক মানসপুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা উভয়েই ঊর্দ্ধরেতা ও যোগী হইলেও স্ব স্ব মহত্তেজোবলে প্রজাধর্ম্ম এবং কাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ৯২—১০২। এই সনৎকুমার জন্মকাল হইতে চিরজীবন কৌমার্য্য অবস্থায় অতিবাহন করেন, তাই তিনি 'সনৎকুমার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশটি বংশ উৎপন্ন হয়, সেই বংশসমূহ ক্রিয়াবান্, প্রজাপরিবৃত এবং মহর্ষিগণপরিশোভিত ছিল। প্রজাপতি প্রজানিচয়ের মহদবধি বিশেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্টি-কারণ উৎপন্ন করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, পুর ও জনপদাদি দ্বারা তাহাদের পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অব্যক্তরূপ ব্রহ্মবনমধ্যে রাত্রি যাপন করেন। প্রথমে ব্রহ্মানুগ্রহে অব্যক্তরূপ বীজের উৎপত্তি হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, ইন্দ্রিয়রূপ অঙ্কুর, মহাভূতরূপ শাখা, বিশেষরূপ পত্র, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পুষ্প এবং সুখদুঃখরূপ ফল-সুশোভিত সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ একটি সনাতন বৃক্ষের

ইত্যেষোঽনুগ্রহঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতস্তু যঃ ॥
মুখ্যাদয়স্তু ষট্ সর্গা বৈকৃতা বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
ত্রৈকালে সমবর্ত্তন্ত ব্রহ্মণস্তেঽভিমানিনঃ ॥ ১১২
সর্গাঃ পরস্পরস্যাথ কারণন্তে বুধৈঃ স্মৃতাঃ।
দিব্যৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সশাখৌ পটবিক্রমৌ।
একস্য যো ক্রমং বেত্তি নান্যঃ সর্ব্বাত্মনস্ততঃ ॥

দ্যৌর্মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রাস্তুবন্তি
খন্নাভিং বৈ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাস্য ভূমিঃ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রসূতিঃ ॥ ১১৪
বক্ত্রাদ্‌যস্য ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
যদ্বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোর্ব্বোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥ ১১৫

মহেশ্বরঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডাজ্জজ্ঞে পুনর্ব্রহ্মা যেন লোকাঃ কৃতাস্ত্বিমে ॥
ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিসৃষ্টির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং ভূতেষু লোকেষু ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
যদা তা ন প্রবর্ত্তন্তে প্রজাঃ কেনাপি হেতুনা ॥ ১
তমোমাত্রাবৃতো ব্রহ্মা তদা প্রভৃতি দুঃখিতঃ।
ততঃ স বিদধে বুদ্ধিমর্থনিশ্চয়গামিনীম্ ॥ ২
অথাত্মনি সমস্রাক্ষীত্তমোমাত্রাং নিয়ামিকাম্।
রাজসত্বং পরাজিত্য বর্ত্তমানং স ধর্ম্মতঃ ॥ ৩
তপ্যতে তেন দুঃখেন শোকঞ্চক্রে জগৎপতিঃ।
তমশ্চ ব্যনুদত্তস্মাদ্রজস্তমঃসমাবৃণোৎ ॥ ৪
তত্তমঃ প্রতিনুত্তং বৈ মিথুনং স ব্যজায়ত।
অধর্ম্মাচরণাজ্জজ্ঞে হিংসা শোকাদজায়ত ॥ ৫
ততস্তস্মিন্ সমুদ্ভূতে মিথুনে চরণাত্মনি।
ততশ্চ ভগবানাসীৎ প্রীতশ্চৈবমশিশ্রিয়ৎ ॥ ৬
স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামপোহদভাস্বরাম্।

উৎপত্তি হয়। সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত ব্রহ্মবলই এই ব্রহ্মবৃক্ষের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মার এই প্রাকৃত সৃষ্টি অনুগ্রহসৃষ্টি নামে কীর্ত্তিত। ১০৩—১১১। অভিমানী ব্রহ্মার যে বুদ্ধিবলে প্রধান প্রধান ষড়্‌বিধ বিকৃত সর্গ কালত্রয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই সৃষ্টি-পরম্পরার কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। এই দ্বিবিধ সৃষ্টিই একমাত্র ব্রহ্ম-বৃক্ষের পত্রপুষ্পপল্লবাদি-পরিশোভিত শাখাদ্বয় মাত্র; কদাচ স্বতন্ত্র বৃক্ষ নহে। আকাশ যাঁহার শীর্ষস্থানীয়, স্বর্লোক যাঁহার নাভি, চন্দ্র-সূর্য্য যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্‌সকল যাঁহার কর্ণ-স্বরূপ এবং ভূমিতল যাঁহার পদদ্বয়, সেই অচিন্ত্যাত্মাই সর্ব্বভূতের প্রসূতি; যাঁহারই মুখদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়নিকর, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। নিখিল সৃষ্টিসমূহের একমাত্র আধার-স্বরূপ বিরাট অণ্ড এই মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত, অথচ তিনিই আবার ব্রহ্মরূপে ঐ অণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রজাসমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১১২—১১৬ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

সূত বলিলেন—কালান্তরে প্রজাপতির প্রজানিচয়ের বৃদ্ধিভাব পুনর্ব্বার কোন এক কারণে নিবৃত্ত হইয়া গেল; তাহাতে তমোভাবাক্রান্ত ব্রহ্মা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তন্নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; এই দুঃখ হইতে শোকের সৃষ্টি হইল। অনন্তর তিনি উপায় নিশ্চয় করিয়া বর্ত্তমান রজোগুণের পরাভবপূর্ব্বক তমোগুণ উদ্রিক্ত করিলেন, এই তমোরজঃ একত্র সংসৃষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে এক মিথুনের উৎপত্তি হইল এবং পূর্ব্বজাত শোক অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহা হইতে হিংসা জন্মলাভ করিল। ভগবান্ ব্রহ্মা এই মিথুন দর্শনে প্রীতি লাভ করিয়া, তমোগুণো-

দ্বিধাকরোৎ স তৎ দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ ॥৭
অর্দ্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত ।
প্রাকৃতাং ভূতধাত্রীং তং কামান্বৈ সৃষ্টবান্ বিভুঃ
সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য ধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্ব্বা দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৯
যা ত্বর্দ্ধাৎ সৃজতে নারী শতরূপা ব্যজায়ত ।
সা দেবী নিযুতং তপ্ত্বা তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ১০
ভর্ত্তারং দীপ্তযশসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত ।
স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বং পুরুষো মনুরুচ্যতে॥ ১১
তস্যৈকসপ্ততিযুগং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
লব্ধ্বা তু পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামযোনিজাম্ ॥ ১২
তয়া স রমতে সার্দ্ধং তস্মাৎ সা রতিরুচ্যতে।
প্রথমঃ সংপ্রয়োগঃ স কল্পাদৌ সমবর্ত্তত ॥ ১৩
বিরাজমসৃজৎ ব্রহ্মা সোঽভবৎ পুরুষো বিরাট্।
সম্রাম্নানসরূপাত্তু বৈরাজস্তু মনুঃ স্মৃতঃ॥ ১৪
স বৈরাজঃ প্রজাসর্গঃ স সর্গে পুরুষো মনুঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাৎ বীরাৎ শতরূপা ব্যজায়ত ॥১৫

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ।
কন্যে দ্বে চ মহাভাগে যাভ্যাং জাতাঃ প্রজাস্ত্বিমাঃ
দেবী নাম্না তথাকূতিঃ প্রসূতিশ্চৈব তে শুভে।
স্বায়ম্ভুবঃ প্রসূতিন্তু দক্ষায় ব্যসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১৭
প্রাণো দক্ষস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সংকল্পো মনুরুচ্যতে।
রুচেঃ প্রজাপতেশ্চৈব আকূতিং প্রত্যপাদয়ৎ ॥১৮
আকূত্যাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্য রুচেঃ শুভম্।
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চৈব যমকৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ১৯
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াঞ্চ পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥২০
যমস্য পুত্রা যজ্ঞস্য তস্মাদ্যামাস্তু তে স্মৃতাঃ।
অজিতাশ্চৈব শুক্রাশ্চ গণৌ দ্বৌ ব্রহ্মণঃ স্মৃতৌ ।
যামাঃ পূর্ব্বং পরিক্রান্তাঃ যতঃ সংজ্ঞা দিবৌকসঃ
স্বায়ম্ভুবসুতায়াস্তু প্রসূত্যাং লোকমাতরঃ॥ ২২
তস্যাং কন্যাশ্চতুর্ব্বিংশদ্দক্ষস্ত্বজনয়ৎ প্রভুঃ।
সর্ব্বাস্তাশ্চ মহাভাগাঃ সর্ব্বাঃ কমললোচনাঃ ॥২৩
যোগপত্ন্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাস্তা যোগমাতরঃ।
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃপুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।

বিভু সেই অভাস্বর তনু দুই ভাগে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার অর্দ্ধাংশ হইতে পুরুষ এবং অপর অর্দ্ধাংশ হইতে প্রাকৃতা ভূতধাত্রী শতরূপা নারী আবির্ভূতা হইলেন। ১—৮। এই অর্দ্ধদেহসম্ভূতা নারী শতরূপা স্বীয় মহিমায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পরিব্যাপ্ত করিয়া পূর্ব্বাকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিযুত বৎসর দুষ্কর তপঃসাধন করিয়া অর্দ্ধদেহজাত যশস্বী পুরুষকে ভর্ত্তারূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই পুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে বিখ্যাত এবং এই মনুরই মন্বন্তরকাল একসপ্ততি যুগরূপে অভিহিত। এই সমুৎপন্ন পুরুষ অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ প্রয়োগই কল্পাদিতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এজন্য শতরূপার আর একটি নাম হইল রতি। স্বয়ং দীপ্তিমান্ ব্রহ্মার মানস হইতে বৈরাজ মনু উৎপন্ন হন। কল্পাদিকালীন এই স্বায়ম্ভুব পুরুষই সম্প্রতি বৈরাজ মনু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

মহাবীর বৈরাজ শতরূপা-গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্ররত্ন, এবং যাবতীয় প্রজাজননী প্রসূতি ও আকূতি নাম্নী কন্যাদ্বয় উৎপাদন করেন। এই কন্যাদ্বয় মধ্যে প্রসূতিকে দক্ষহস্তে এবং আকূতিকে রুচির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রাণ ও মনু সঙ্কল্প বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। রুচি আকূতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামক যমজ মিথুন উৎপাদন করেন। এই মিথুন হইতে আবার দ্বাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই দ্বাদশ পুত্রই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর মধ্যবর্ত্তী যাম নামক দেবগণ। যম যজ্ঞের নামান্তর, সেই কারণে তৎপুত্রগণ যাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; অথবা অজিত ও শুক্র নামক ব্রহ্মার গণদ্বয় কর্ত্তৃক পরিক্রান্ত হইয়াই তাঁহারা যাম নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। ওদিকে দক্ষ স্বায়ম্ভুবসুতা প্রসূতিগর্ভেও চতুর্ব্বিংশতিটী কমললোচনা কন্যা উৎপাদন করেন; তাঁহারা সকলেই মহাভাগ্যবতী, যোগপত্নী ও যোগমাতা বলিয়া

বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী ॥
পত্ন্যর্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
দ্বারাণ্যেতানি চৈবাস্য বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৫
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ।
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা ॥
সন্নতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা।
তাস্ততঃ প্রত্যপদ্যন্ত পুনরন্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ২৭
রুদ্রো ভৃগুর্মরীচিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ পিতরোঽগ্নিস্তথৈব চ ॥২৮
সতীং ভবায় প্রাযচ্ছৎ খ্যাতিঞ্চ ভৃগবে তথা।
মরীচয়ে চ সম্ভূতিং স্মৃতিমঙ্গিরসে দদৌ ॥ ২৯
প্রীতিঞ্চৈব পুলস্ত্যায় ক্ষমাং বৈ পুলহায় চ।
ক্রতবে সন্নতিং নাম অনসূয়াং তথাঽত্রয়ে ॥ ৩০
উর্জ্জাং দদৌ বশিষ্ঠায় স্বাহাং বৈ হ্যগ্নয়ে দদৌ।
স্বধাঞ্চৈব পিতৃভ্যস্তু তাস্বপত্যানি বক্ষ্যতে ॥ ৩১
এতে সর্ব্বে মহাভাগাঃ প্রাজ্ঞাঃ স্বানুষ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩২
শ্রদ্ধা কামং বিজজ্ঞে বৈ দর্পো লক্ষ্মীসুতঃ স্মৃতঃ।
ধৃত্যাস্তু নিয়মঃ পুত্রস্তুষ্ট্যাঃ সন্তোষ উচ্যতে ॥৩৩
পুষ্ট্যা লাভঃ সুতশ্চাপি মেধাপুত্রঃ শ্রুতস্তথা।
ক্রিয়ায়াস্তু নয়ঃ প্রোক্তো দণ্ডঃ সময় এব চ ॥৩৪
বুদ্ধের্বোধঃ সুতশ্চাপি অপ্রমাদশ্চ তাবুভৌ।
লজ্জায়া বিনয়ঃ পুত্রো ব্যবসায়ো বপোঃ সুতঃ ॥৩৫
ক্ষেমঃ শান্তিসুতশ্চাপি সুখং সিদ্ধের্ব্যজায়ত।
যশঃ কীর্ত্তেঃ সুতশ্চাপি ইত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥৩৬
কামস্য হর্ষঃ পুত্রো বৈ দেব্যা রত্যা ব্যজায়ত।
ইত্যেষ বৈ সুখোদর্কঃ সর্গো ধর্ম্মস্য কীর্ত্তিতঃ ॥৩৭
জজ্ঞে হিংসা ত্বধর্ম্মা বৈ নিকৃতিশ্চানৃতাবুভৌ।
নিকৃত্যানৃতয়োর্জজ্ঞে ভয়ং নরক এব চ ॥ ৩৮
মায়া চ বেদনা চাপি মিথুনদ্বয়মেতয়োঃ।
ভয়াজ্জজ্ঞেঽথ সা মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥৩৯
বেদনায়াস্তুতশ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধির্জ্জরাঃ শোকাঃ ক্রোধোঽসূয়া চ জজ্ঞিরে।
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ ॥৪০
তেষাং ভার্য্যাঽস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে বৈ নিধনাঃ স্মৃতাঃ।

বিখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশটি দক্ষ-কন্যা স্বয়ম্ভুর বিধানানুসারে ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন। ১—২৫। এতদ্ভিন্ন নংনা, খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও পিতৃগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সতী মহাদেবকে, খ্যাতি ভৃগুকে, সম্ভূতি মরীচিকে, স্মৃতি অঙ্গিরাকে, প্রীতি পুলস্ত্যকে, ক্ষমা পুলহকে, সন্নতি ক্রতুকে, অনসূয়া অত্রিকে, উর্জ্জা বশিষ্ঠকে, স্বাহা অগ্নিকে এবং স্বধা পিতৃগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই চতুর্ব্বিংশতি কন্যাগর্ভে যে সকল মহাভাগ পুত্রগণ উৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতি মন্বন্তরেই আপ্রলয়ান্তকাল অবস্থান করেন, এখন তাঁহাদিগেরই বিষয় কথিত হইবে। ঐ কন্যাগণের গর্ভজাত পুত্রগণ মধ্যে শ্রদ্ধাপুত্র কাম, লক্ষ্মীপুত্র দর্প, ধৃতিনন্দন নিয়ম, তুষ্টিতনয় সন্তোষ, পুষ্টিপুত্র লাভ, মেধা-পুত্র শ্রুত, ক্রিয়াপুত্র নয়, দণ্ড ও সময়, বুদ্ধি-পুত্র বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জাপুত্র বিনয়, বপুঃ-পুত্র ব্যবসায়, শান্তিপুত্র ক্ষেম, সিদ্ধিপুত্র সুখ এবং কীর্ত্তিপুত্র যশঃ; ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। ২৬—৩৬। রতিদেবীর গর্ভে কামের হর্ষনামক একপুত্র জন্মে, এই প্রকারে ধর্ম্ম হইতেই সুখোত্তর সৃষ্টির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে অধর্ম্ম ও হিংসা হইতে নিকৃতি ও অনৃতের উৎপত্তি হয়। নিকৃতি ও অনৃত হইতে ভয়মায়া ও নরকবেদনা এই মিথুনদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ভয় ও মায়া হইতে ভূতবিনাশক মৃত্যু এবং নরক ও বেদনা হইতে দুঃখ জন্মলাভ করিয়াছে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা ও শোকের এবং দুঃখ হইতে ক্রোধ ও অসূয়ার আবির্ভাব। অধর্ম্মের এই বংশ-পরম্পরা সকলই অধর্ম্ম লক্ষণে আক্রান্ত।

ইত্যেব তামসঃ সর্গো জজ্ঞে ধর্ম্মনিয়ামকঃ॥ ৪১
প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টো ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ।
সোঽভিধ্যায় সতীং ভার্য্যাং নির্মমে হ্যাত্মসম্ভবান্
নাধিকান্ ন চ হীনাংস্তান্মানসানাত্মনঃ সমান্।
সহস্রং হি সহস্রাণামসৃজৎ কৃত্তিবাসিনা।
তুল্যাংশ্চৈবাত্মনঃ সর্ব্বে রূপতেজোবলশ্রুতৈঃ॥ ৪৩
পিঙ্গলান্ সনিষঙ্গাংশ্চ সকপর্দ্দান্ বিলোহিতান্।
বিবসান্ হরিকেশাংশ্চ দৃষ্টিঘ্নাংশ্চ কপালিনঃ॥ ৪৪
বহুরূপান্ বিরূপাংশ্চ বিশ্বরূপাংশ্চ রূপিণঃ।
রথিনো বর্ম্মিণশ্চৈব ধার্ম্মিণশ্চ বরূথিনঃ॥ ৪৫
সহস্রশতবাহুংশ্চ দিব্যান্ ভৌমান্তরিক্ষগান্।
স্থূলশীর্ষানষ্টদংষ্ট্রান্ দ্বিজিহ্বাংস্ত্রিলোচনান্॥ ৪৬
অন্নাদান্ পিশিতাদাংশ্চ আজ্যপান্ সোমপাংস্তথা
মেদপাংশ্চাতিকায়াংশ্চ শিতিকণ্ঠোগ্রমন্যবঃ॥ ৪৭
সোপাসঙ্গতনুত্রাংশ্চ ধন্বিনো হ্যুপবর্ম্মিণঃ।
আসীনান্ ধাবতশ্চৈব জৃম্ভিণশ্চৈব বিষ্ঠিতান্॥ ৪৮
অধ্যাপিনোঽথ জপতো যুঞ্জতোঽধ্যায়তস্তথা।
জ্বলতো বর্ষতশ্চৈব দ্যোতমানান্ প্রধূপিতান্॥ ৪৯
বুদ্ধান্ বুদ্ধতমাংশ্চৈব ব্রহ্মিষ্ঠান্ শুভদর্শনান্।
নীলগ্রীবান্ সহস্রাক্ষান্ সর্ব্বাংশ্চাথ ক্ষপাচরান্॥
অদৃশ্যান্ সর্ব্বভূতানাং মহাযোগান্ মহৌজসঃ।
রুদতো দ্রবতশ্চৈব এবং যুক্তান্ সহস্রশঃ॥ ৫১
অপাত্তযামানসৃজৎ রুদ্ররূপান্ সুরোত্তমান্।
ব্রহ্মা দৃষ্ট্বাব্রবীদেতান্মাস্রাক্ষীরীদৃশীঃ প্রজাঃ॥ ৫৩
স্রষ্টব্যা নাত্মনস্তুল্যাঃ প্রজা নৈবাধিকাস্ত্বয়া।
অন্যাঃ সৃজ ত্বং ভদ্রন্তে স্থিতোঽহস্ত্বং সৃজ প্রজাঃ
এতে যে বৈ ময়া সৃষ্টা বিরূপা নীললোহিতাঃ।
সহস্রাণাং সহস্রন্তু আত্মনোপমনিশ্চিতাঃ॥ ৫৪
এতে দেবা ভবিষ্যন্তি রুদ্রা নাম মহাবলাঃ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ রুদ্রনাম্না প্রতিশ্রুতাঃ॥ ৫৫
শতরুদ্রসমাম্না তা ভবিষ্যন্তীহ যজ্ঞিয়াঃ।
যজ্ঞভাজো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে দেবযুগৈঃ সহ॥ ৫৬
মন্বন্তরেষু যে দেবা ভবিষ্যন্তীহ ছন্দজাঃ।
তৈঃ সার্দ্ধমিজ্যমানা হি স্থাস্যন্তীহ যুগক্ষয়াৎ॥ ৫৭
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা মহাদেবেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ তদা ভীমং হৃষ্যমাণঃ প্রজাপতিঃ॥ ৫৮

ব্যাধি প্রভৃতিরও স্ত্রীপুত্র আছে, তাহারা সকলেই একমাত্র নিধননামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই অধর্ম্মনিয়ামক সৃষ্টিপরম্পরাকে তামস সর্গ নামে অভিহিত করা হয়। রুদ্রদেব ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টি জন্য আদিষ্ট হইয়া ভার্য্যা সতীকে চিন্তা করত আত্মসদৃশ তেজোবলরূপাদিসম্পন্ন সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই সমস্ত পুত্রগণের প্রত্যেকেই পিঙ্গলবর্ণ,জটাজূটতূণীর-কপালধারী, বিবস্ত্র, হরিৎকেশ, দৃষ্টিঘ্ন, বহুরূপ, বিরূপ ও বিশ্বরূপ; রথী, বর্ম্মী, ধার্ম্মিক, বরূথধারী, সহস্রবাহু, দিব্য, ভৌমান্তরীক্ষচারী, স্থূলশীর্ষ, অষ্টদংষ্ট্র, দ্বিজিহ্ব, ত্রিলোচন, অন্ন-মাংস-মেদো-ঘৃত ও সোমপায়ী, অতিকায়, নীলকণ্ঠ, ক্রোধপীড়িত, উপাসঙ্গ ও তনুত্রসম্পন্ন ধন্বী, উপবর্ম্মী, আসীন, ধাবমান, জৃম্ভণকারী, স্থিতিশীল, জপনকর্ত্তা, বর্ষণকারী প্রধূপিত, দ্যুতিমান্, উজ্জ্বলিত, বুদ্ধ, বুদ্ধতম, ব্রহ্মিষ্ঠ, শুভদর্শন, নীলগ্রীব, সহস্রাক্ষ, ক্ষপাচর, সকল ভূতের অদৃশ্য, মহাযোগচারী মহত্তেজঃসম্পন্ন, রোদন ও দ্রবণশীল ছিলেন। ইহাঁরা জন্মমাত্রেই বিবিধ রুদ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, জপ, যোগ, রোদন, ধাবন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। ৩৭—৫১। ব্রহ্মা এই সমস্ত রুদ্ররূপী রুদ্র-পুত্রগণ দর্শনে তাঁহাকে এইরূপ স্বসদৃশ প্রজা সৃষ্টিবিষয়ে নিষেধ করিয়া অন্যপ্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন; তাহাতে রুদ্রদেব বলিলেন, আমি বিরত হইলাম, ব্রহ্মন্! তুমিই এখন সৃষ্টি করিতে থাক। এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"আমার এই আত্মসদৃশ, মহাবলশালী, নীললোহিত প্রজাগণ হীনদেবতা হইয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে রুদ্রনামে বিখ্যাত হইবে। এই শত শত রুদ্রসংজ্ঞক দেবগণও যুগযুগান্তে প্রতি মন্বন্তরে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আবির্ভূত হইবেন তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে পূজিত হইয়া যজ্ঞভাগ উপভোগ করিবে।" ধীমান্

এবং ভবতু ভদ্রন্তে যথা তে ব্যাহৃতং প্রভো।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতে সদা সর্ব্বমভূৎ কিল ॥ ৫৯
ততঃ প্রভৃতি দেবেশো ন প্রাসৃজত বৈ প্রজাঃ।
ঊর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ স্থাণুর্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৬০
যস্মাচ্চোক্তঃ স্থিতোঽস্মীতি ততঃ স্থাণুরিতি স্মৃতঃ।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ ॥
স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধস্ত্বধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যযানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ॥ ৬২
সর্ব্বান্ দেবান্ ঋষীংশ্চৈব সমেতানসুরৈঃ সহ।
অত্যেতি তেজসা দেবো মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৩
অত্যেতি দেবানৈশ্বর্য্যাদ্বলেন চ মহাসুরান্।
জ্ঞানেন চ মুনীন্ সর্ব্বান্ যোগাদ্ভূতানি সর্ব্বশঃ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ।

যোগং তপশ্চ সত্যঞ্চ ধর্ম্মকাণি মহামুনে।
মাহেশ্বরস্য জ্ঞানস্য সাধনঞ্চ প্রচক্ষ নঃ ॥ ৪৫
যেন যেন চ ধর্ম্মেণ গতিং প্রাপ্স্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং মাহেশ্বরং প্রভো

বায়ুরুবাচ।

পঞ্চধর্ম্মাঃ পুরাণে তু রুদ্রেণ সমুদাহৃতাঃ।
মাহেশ্বর্য্যং যথা প্রোক্তং রুদ্রৈরক্লিষ্টকর্ম্মভিঃ ॥৬৭
আদিত্যৈর্ব্বসুভিঃ সাধ্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
মরুদ্ভির্ভৃগুভিশ্চৈব যে চান্যে বিবুধালয়াঃ ॥ ৬৮
যমশুক্রপুরোগৈশ্চ পিতৃকালান্তকৈস্তথা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তে ধর্ম্মাঃ পর্য্যুপাসিতাঃ ॥
তে বৈ প্রক্ষীণকর্ম্মাণঃ শারদাম্বরনির্ম্মলাঃ।
উপাসতে মুনিগণাঃ সন্ধ্যায়াত্মানমাত্মনি ॥ ৭০
গুরুপ্রিয়হিতে যুক্তা গুরবাং বৈ প্রিয়েপ্সবঃ।
বিমুচ্য মানুষং জন্ম বিহরন্তি চ দেববৎ ॥ ৭১
মহেশ্বরেণ যে প্রোক্তাঃ পঞ্চধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ ক্রমযোগেন উচ্যমানান্নিবোধত ॥৭২
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারোঽথ ধারণা।
স্মরণঞ্চৈব যোগেঽস্মিন্ পঞ্চধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তেষাং ক্রমবিশেষেণ লক্ষণং কারণং তথা।

প্রজাপতি মহাদেবের এই সকল কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাদেবের বাক্যেই স্বীয় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, এইরূপই হউক, প্রভো! তুমি কুশলী হও! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক; সুতরাং ব্রহ্মার ঈদৃশ অনুজ্ঞায় তদবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্রদেব সেই অবধিই সৃষ্টিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেতা অবস্থায় অবস্থিত রহিলেন।৫২—৬০। "স্থিতোঽস্মি" অর্থাৎ আমি বিরত হইলাম, এই কথা উচ্চারণ করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম হইল 'স্থাণু' জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, আত্মসম্বোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশগুণ শঙ্কর-শরীরে নিত্যই অবস্থিত আছে। শঙ্কর ঐশ্বর্য্য দ্বারা দেবগণকে, বল দ্বারা অসুরসমূহকে, জ্ঞান দ্বারা মুনিদিগকে এবং যোগ দ্বারা ভূতগ্রামকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া 'মহাদেব' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঋষিগণ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে প্রভো! মহেশ্বরের যোগ, তপঃ, সত্য, ধর্ম্ম ও জ্ঞানসাধন এই পঞ্চধর্ম্মের বিষয় এবং দ্বিজগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে যেরূপ গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তৎসমুদায় আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদের নিকট আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ভগবান্ বায়ু ঋষিগণের প্রশ্নে বলিতে লাগিলেন,—মুনিগণ! অক্লিষ্টকর্ম্মা রুদ্রগণ-কথিত যে পঞ্চধর্ম্মের বিষয় পুরাণনিচয়ে কীর্ত্তিত রহিয়াছে; আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, ভৃগু, যম, শুক্র, পিতৃগণ ও কালান্তক প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা যে ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া কর্ম্মবন্ধন ক্ষীণ করত শারদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল দেহে বিরাজ করিয়া থাকেন এবং গুরুপ্রিয় ও হিতকারক নিশ্চলচেতা মুনিগণ যে ধর্ম্মের উপাসনায় আত্মাতে আত্মাকে ধ্যানপূর্ব্বক মানুষ্য জন্ম পরিহার করত দেবতার ন্যায় ভোগসুখ লাভ করেন; মহেশ্বর-কথিত সেই সনাতন পঞ্চধর্ম্মের বিষয় যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও স্মরণ এই পাঁচটীকে যোগধর্ম্ম বলা যায়। যথাক্রমে মহাদেব কথিত ইহার

প্রবক্ষ্যামি তথা তত্ত্বং যথা রুদ্রেণ ভাষিতম্ ॥৭৪
প্রাণায়ামগতিশ্চাপি প্রাণস্যায়াম উচ্যতে ।
স চাপি ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মন্দো মধ্যোত্তমস্তথা ॥
প্রাণানাঞ্চ নিরোধস্তু স প্রাণায়ামসংজ্ঞিতঃ ।
প্রাণায়ামপ্রমাণন্তু মাত্রা বৈ দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৭৫
মন্দো দ্বাদশমাত্রাস্তু উদ্ঘাতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
মধ্যমশ্চ দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্বিংশতিমাত্রিকঃ ॥ ৭৬
উত্তমস্তৎত্রিরুদ্ঘাতো মাত্রাঃ ষট্‌ত্রিংশদুচ্যতে ।
স্বেদকম্পবিষাদানাং জননো হ্যুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮
ইত্যেতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্ ।
প্রমাণঞ্চ সমাসেন লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥ ৭৯
সিংহো বা কুঞ্জরো বাপি তথাঽন্যো বা
মৃগো বনে ।
গৃহীতঃ সেব্যমানস্তু মৃদুঃ সমুপজায়তে ॥ ৮০
তথা প্রাণো দুরাধর্ষঃ সর্ব্বেষামকৃতাত্মনাম্ ।
যোগতঃ সেব্যমানস্তু স এবাভ্যাসতো ব্রজেৎ ॥
স চৈব হি যথা সিংহঃ কুঞ্জরো বাপি দুর্ব্বলঃ ।
কালান্তরবশাৎ যোগাৎ গম্যতে পরিমর্দ্দনাৎ ॥৮২
পরিধায় মনো মন্দং বশ্যত্বং চাধিগচ্ছতি ।
পরিধায় মনোদেবং তথা জীবতি মারুতঃ ॥৮৩
বশ্যত্বং হি যথা বায়ুর্গচ্ছতি যোগমাস্থিতঃ ।
তদা স্বচ্ছন্দতঃ প্রাণং নয়তে যত্র চেচ্ছতি ॥ ৮৪
যথা সিংহো গজো বাপি বশ্যত্বাদবতিষ্ঠতে ।
অভয়ায় মনুষ্যাণাং মৃগেভ্যঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ৮৫
যথা পরিচিতশ্চায়ং বায়ুর্বৈ বিশ্বতোমুখঃ ।
পরিধ্যায়মানঃ সংরুদ্ধঃ শরীরে কিল্বিষং দহেৎ ॥
প্রাণায়ামেন যুক্তস্য বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে ॥ ৮৭
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ।
সর্ব্বযজ্ঞফলঞ্চৈব প্রাণায়ামশ্চ তৎসমঃ ॥ ৮৮
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্নুতে ।
সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামঞ্চ তৎসমম্ ॥৮৯
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্ ।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥৯০

লক্ষণ ও কারণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রাণ দীর্ঘকাল অবস্থিত হইতে পারে, তাহাকে প্রাণায়াম বলা হয়। মন্দ, মধ্য ও উত্তমভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধরূপে কথিত; প্রাণসমূহের নিরোধের নামও প্রাণায়াম। প্রাণায়াম প্রমাণ দ্বাদশরূপে নির্দ্দিষ্ট। এই দ্বাদশমাত্রা উদ্ঘাত প্রাণায়াম মন্দ, তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিমাত্রা উদ্ঘাত প্রাণায়াম মধ্য এবং ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রা উদ্ঘাত প্রাণায়াম উত্তম বলিয়া অভিহিত। উত্তম প্রাণায়াম কালে স্বেদ, কম্প ও বিষাদের উৎপত্তি হয়। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম যথাক্রমে যথাযথ প্রযুক্ত হইলে যোগ সামর্থ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়ামের লক্ষণ কথিত হইল। এখন সংক্ষেপে ইহার প্রমাণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি।৬১ ৭৯। সিংহ হউক, কুক্কুর হউক, কিম্বা অন্য কোন দুর্দ্ধর্ষ মৃগ হউক, ঐ সকল প্রাণীদিগকেও যেমন সেবাদ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়, সেইরূপে যোগাভ্যাস দ্বারা অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবায়ুকেও স্বায়ত্ত করা যায়। প্রাণবায়ু বশীভূত হইয়া একমাত্র মনকে অবলম্বন করিয়াও জীবিত থাকে। তখন দুর্ব্বল সিংহ বা কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে প্রাণবায়ুও বশীভূত হওয়ায়, স্বচ্ছন্দেই তাহাকে ইচ্ছামত চালিত করিতে পারা যায় এবং বশীভূত সিংহকুঞ্জরাদি যেমন মনুষ্য পশু প্রভৃতির অনিষ্ট চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা উপকার সাধন করে, সেইরূপ নিয়তাত্মা ব্যক্তির স্বায়ত্তীকৃত বায়ু ধ্যানকালে অন্তর্নিরুদ্ধ হইয়া আভ্যন্তরিক পাপরাশির বিনাশসাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্ত্বমাত্রে অধিষ্ঠিত করিয়া দেয়। তপঃ, ব্রত, নিয়ম, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ এবং মাসান্তরে কুশাগ্র-পরিমিত বারিবিন্দু পান করিয়া শত শত বৎসর অনাহারে তপস্যা করিলে যে ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়ামও সেই ফলসমূহের তুল্যফলপ্রদ। প্রাণায়াম দ্বারা দোষসমূহ, ধারণা দ্বারা পাপরাশি, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়াসক্তি এবং ধ্যান দ্বারা

তস্মাৎ যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৯১

বায়ুরুবাচ।

একং মহান্তং দিবসমহোরাত্রমথাপি বা।
অর্দ্ধমাসং তথা মাসময়নাব্দযুগানি চ ॥ ৯২
মহাযুগসহস্রাণি ঋষয়স্তপসি স্থিতাঃ।
উপাসতে মহাত্মানঃ প্রাণং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৯৩
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামপ্রয়োজনম্।
ফলঞ্চৈব বিশেষেণ যথাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৯৪
প্রয়োজনানি চত্বারি প্রাণায়ামস্য বিদ্ধি বৈ।
শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৫
ঘোরাকারশিবানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসম্ভবম্।
স্বয়ংকৃতানি কালেন ইহামুত্র চ দেহিনাম্ ॥ ৯৬
পিতৃমাতৃপ্রদুষ্টানাং জ্ঞাতিসম্বন্ধিসঙ্করৈঃ।
ক্ষপণং হি কষায়াণাং পাপানাং শান্তিরুচ্যতে ॥ ৯৭
লোভমানাত্মকানাং হি পাপানামপি সংযমঃ।
ইহামুত্র হিতার্থায় প্রশান্তিস্তপ উচ্যতে ॥ ৯৮
সূর্য্যেন্দুগ্রহতারাণাং তুল্যস্তু বিষয়ো ভবেৎ।
ঋষীণাঞ্চ প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পদাম্ ॥ ৯৯
অতীতানাগতানাঞ্চ দর্শনং সাম্প্রতস্য চ।
বুদ্ধস্য সমতাং যাতি দীপ্তিঃ স্যাত্তপ উচ্যতে ॥ ১০০
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থশ্চ মনঃ পঞ্চ চ মারুতান্।
প্রসাদয়তি যেনাসৌ প্রসাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ১০১
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সন্নিকৃষ্টফলো জ্ঞেয়ঃ সদ্যঃ কালপ্রমাণতঃ ॥ ১০২
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।
আসনঞ্চ যথা তত্ত্বং যুঞ্জতো যোগমেব চ ॥ ১০৩
ওঁকারং প্রথমং কৃত্বা চন্দ্রসূর্য্যৌ নমস্য চ।
আসনং স্বস্তিকং কৃত্বা পদ্মমর্দ্ধাসনং তথা ॥ ১০৪
সমজানুরেকজানুরুত্তানঃ সুস্থিতোঽপি চ।
সমো দৃঢ়াসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ ॥ ১০৫
সংবৃতাস্যোঽথবদ্ধাক্ষ উরো বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
পাষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ ছাদ্য তথা প্রজননং যতঃ ॥ ১০৬
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরাঃ শিরোগ্রীবাং তথৈব চ।

অনীশ্বর গুণ-নিচয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং যোগিমাত্রেরই নিয়মিতরূপে প্রাণায়াম অবলম্বন করা আবশ্যক। তাঁহারা তাহা দ্বারা সর্ব্বপাপ হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রমে পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। ৮০—৯১। বায়ু পাশুপতযোগ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ঋষিগণ একদিন হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, যুগসহস্রকাল পর্য্যন্ত তপস্যাচরণপূর্ব্বক এই প্রাণের উপাসনা করিয়া দিব্য চক্ষু লাভ করেন। অতঃপর মহাদেব যেরূপে প্রাণায়ামের প্রয়োজন ও ফলের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিতেছি। শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ, এই চারিটি প্রাণায়ামের প্রয়োজন। দেহিগণের ইহকাল-পরকালীন স্বয়ংকৃত কর্ম্মসমূহের ফলনাশ এবং পিতা, মাতা, জ্ঞাতিগণ প্রভৃতি আত্মীয়গণ জন্য পাপরাশির বিনাশসাধনের নাম শান্তি; কালদ্বয়ের হিতকামনায় পাপজনক লোভ ও আত্মমান সংযমের নাম প্রশান্তি; যাহা দ্বারা সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহতারাসদৃশ তেজস্বী হইতে পারা যায়, যাহা দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ অতীতানাগত ঋষিসমূহের দর্শন লাভ করা যায়, এবং বর্ত্তমান বুদ্ধের সাম্য বিহিত হয়, তাহার নাম দীপ্তি, আর যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চবায় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রসাদ বলা যায়। এই সন্নিকৃষ্ট ফলপ্রদ চতুর্ব্বিধ প্রাণায়ামই প্রথম ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সম্প্রতি প্রাণায়ামের লক্ষণ, আসনতত্ত্ব ও যোগের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমেই ওঁকার উচ্চারণ করত স্বস্তিবাচনসহকারে চন্দ্র-সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া, স্বস্তিকাসন ও অর্দ্ধপদ্মাসন বদ্ধ করিবে। অথবা সমজানু, একজানু, কিম্বা উত্তানভাবে অবস্থিত হইয়া দৃঢ়াসন অবলম্বন করত পদদ্বয় সংহৃত করিবে। ৯২—১০৫। অনন্তর মুখপুট ও চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলন, সম্মুখভাবে বক্ষঃস্থলের বিস্তৃতি, পাষ্ণিদ্বয় দ্বারা বৃষণের আচ্ছাদন এবং মস্তক ও গ্রীবাদেশের

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সত্ত্বেন ছাদয়েৎ।
ততঃ সত্ত্বস্থিতো ভূত্বা যোগং যুঞ্জন্ সমাহিতঃ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনঃ পঞ্চ স মারুতান্।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ১০৯
যস্তু প্রত্যাহরেৎ কামান্ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বতঃ
তথাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১১০
পূরয়িত্বা শরীরন্তু স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।
আকণ্ঠনাভিযোগেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ১১১
কলামাত্রস্তু বিজ্ঞেয়ো নিমেষোন্মেষ এব চ।
তথা দ্বাদশমাত্রস্তু প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥ ১১২
ধারণা দ্বাদশায়াম্যো যোগো বৈ ধারণাদ্বয়ম্।
তথা বৈ যোগযুক্তশ্চ ঐশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে।
বীক্ষতে পরমাত্মানং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥১১৩
প্রাণায়ামেন যুক্তস্ত বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি সত্ত্বস্থশ্চৈব জায়তে ॥১১৪

এবং বৈ নিয়তাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
জিত্বা জিত্বা সদা ভূমিমারোহেত্তু সদা মুনিঃ ॥
অজিতা হি মহাভূমির্দোষানুৎপাদয়েৎ বহুম্।
বিবর্দ্ধয়তি স মোহং ন ঐহেদজিতাং ততঃ ॥১১৬
নালেন তু যথা তোয়ং যন্ত্রেণৈব বলান্বিতঃ।
আপিবেত প্রযত্নেন তথা বায়ুর্জিতশ্রমঃ ॥ ১১৭
নাভ্যাঞ্চ হৃদয়ে চৈব কণ্ঠে উরসি চাননে।
নাসাগ্রে তু তথা নেত্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যেঽথ মূর্দ্ধনি ॥১২৮
কিঞ্চিদূর্দ্ধং পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।
প্রাণাপানসমারোধাৎ প্রাণায়ামঃ স কথ্যতে ॥১১৯
মনসো ধারণা চৈব ধারণেতি প্রকীর্ত্তিতা।
নিবৃত্তিবিষয়াণান্তু প্রত্যাহারস্তু সংজ্ঞিতঃ ॥ ১২০
সর্ব্বেষাং সমবায়ে তু সিদ্ধঃ স্যাদ্যোগলক্ষণম্।
তয়োৎপন্নস্য যোগস্য ধ্যানং বৈ সিদ্ধিলক্ষণম্।
ধ্যানযুক্তঃ সদা পশ্যেদাত্মানং সূর্য্যচন্দ্রবৎ ॥ ১২১
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ তু দর্শনন্তু ন বিদ্যতে।

উন্নতি বিধানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ কোনদিকেই দৃষ্টি চালনা না করিয়া, কেবলমাত্র নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার অনুশীলনে প্রথমে রজোগুণ দ্বারা তমোগুণ, পরে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণও আবরিত হইয়া যাইবে; তখন সেই সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করত, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চবায়ু প্রভৃতির নিগ্রহ করত প্রত্যাহার অবলম্বন করিবে। কূর্ম্মগণের অবয়ব সঙ্কোচের ন্যায় যে জন কামমাত্রের সঙ্কোচ বিধান করিয়া পরমাত্মায় রতি সংস্থাপন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই আত্মসাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপ বাহ্যাভ্যন্তর পরিশুদ্ধ ব্যক্তি নিশ্বাস বায়ুর নিরোধ করত আকণ্ঠনাভি পর্য্যন্ত শরীর পূর্ণ করিয়া প্রত্যাহারের উপক্রম করিবে। নিমেষোন্মেষের পরিমাণ কলামাত্র; এই দ্বাদশ নিমেষোন্মেষে প্রাণায়াম,দ্বাদশ প্রাণায়ামে ধারণা এবং ধারণাদ্বয়ে যোগ হইয়া থাকে। এবম্বিধ যথাযথ প্রণালীতে যোগযুক্ত হইলে, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া স্বতেজঃপ্রদীপ্ত

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। নিয়তাহার সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইলে,যোগ বিরুদ্ধ অবস্থাকে পরাজয় করিয়া ক্রমে যোগানুকূল পথে আরোহণ করিতে পারা যায়। যোগ প্রতিপক্ষ ভূমি সকল জয় না করিলে বহুবিধ দোষ জন্মিয়া থাকে এবং সেই দোষ দ্বারা মোহ হইয়া থাকে, এজন্য যেমন বলবান্ ব্যক্তি নাল দ্বারা বহু পরিশ্রম করিয়াও জল পান করিয়া থাকে,সেই মত যোগবিরুদ্ধ পূর্ব্বাবস্থাসম্পন্ন বায়ু জয় করা কর্ত্তব্য। বায়ু স্বেচ্ছাধীন হইলে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ,বক্ষঃ, মুখ, নাসাগ্র, নেত্র, ভ্রূদ্বয় মধ্যে ও মস্তকে মনের ধারণা করিতে হয়। প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর সংরোধ কার্য্যের প্রাণায়াম সংজ্ঞার ন্যায় মনের ধারণা জন্যই ইহার নাম ধারণা হইয়াছে। এইরূপ বিষয়সমূহের নিবৃত্তিকে প্রত্যাহার; প্রাণায়াম, ধারণা ও প্রত্যাহারের সমবায় জন্য যে সিদ্ধি, তাহাকে যোগ এবং ধারণা জন্য সিদ্ধিবিশেষকে ধ্যান বলা হয়। এই ধ্যানযুক্ত হইতে পারিলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত পরমাত্মার দর্শনলাভ করা যায়; কিন্তু সত্ত্বগুণের অনুৎপত্তি অবস্থায়

অদেশকালযোগস্য দর্শনন্তু ন বিদ্যতে॥ ১২২
অগ্ন্যভ্যাসে বনে বাপি শুষ্কপর্ণচয়ে তথা।
জন্তুব্যাপ্তে শ্মশানে বা জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে॥ ১২৩
সশব্দে সভয়ে বাপি চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
উদপানে তথা নদ্যাং ন বাধাতঃ কদাচন॥ ১২৪
ক্ষুধাবিষ্টাস্তথাঽপ্রীতা ন চ ব্যাকুলচেতসঃ।
যুঞ্জীত পরমং ধ্যানং যোগী ধ্যানপরঃ সদা॥ ১২৫
এতান্ দোষান্ বিনিশ্চিত্য প্রমাদ দ্বষো যুনক্তি বৈ
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি শরীরে বিঘ্নকারকাঃ॥ ১২৬
জড়ত্বং বধিরত্বঞ্চ মূকত্বঞ্চাধিগচ্ছতি।
অন্ধত্বং স্মৃতিলোপশ্চ জরা রোগস্তথৈব চ॥ ১২৭
তস্য দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি অজ্ঞানাৎ যো যুনক্তি বৈ
তস্মাৎ জ্ঞানেন শুদ্ধেন যোগী যুঞ্জেৎ সমাহিতঃ॥
অপ্রমত্তঃ সদা চৈব ন দোষান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ।
তেষাং চিকিৎসাং বক্ষ্যামি দোষাণাঞ্চ যথাক্রমম্
যথা গচ্ছন্তি তে দোষাঃ প্রাণায়ামসমুত্থিতাঃ॥ ১২৯
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রাবধারয়েৎ।
এতেন ক্রমযোগেন বাতগুল্মং প্রশাম্যতি॥ ১৩০
উদাবর্ত্তপ্রতীকারমিদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
ভুক্ত্বা দধি যবাগূর্বা বায়ুরূর্দ্ধং ততো ব্রজেৎ॥
বায়ুগ্রন্থিং ততো ভিত্ত্বা বায়ুদেশে প্রযোজয়েৎ।
তথাপি ন বিশেষঃ স্যাদ্ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ॥
যুঞ্জানস্য তমুস্তস্য সত্ত্বস্থস্যৈব দেহিনঃ।
উদাবর্ত্তপ্রতীপ্যতে এতৎ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥
সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পেন সমারব্ধস্য যোগিনঃ।
ইমাং চিকিৎসাং কুর্ব্বীত তয়া সম্পদ্যতে সুখী
মনসা যদ্রতং কিঞ্চিদ্বিষ্টস্তীকৃত্য ধারয়েৎ।
উরোঘাতে উরঃস্থানং কণ্ঠদেশে চ ধারয়েৎ॥
বাচোঽবঘাতে তাং বাচি বাধির্য্যে শ্রোত্রয়োস্তথা
জিহ্বাস্থানে তৃষার্ত্তস্তু অগ্রে স্নেহাংশ্চ তন্তুভিঃ॥
ফলং বৈ চিন্তয়েৎ যোগী ততঃ সম্পদ্যতে সুখী।
ক্ষয়ে কুষ্ঠে সকীলাসে ধারয়েৎ সর্ব্বসাত্ত্বিকীম্॥

কিম্বা অদেশ বা অকালে ধ্যানতৎপর হইলে আত্মদর্শন লাভ করা অসম্ভব। ১০৬—১২২। অগ্নির সমীপবর্ত্তী স্থান, শুষ্ক পত্ররাশিদ্বারা সমাচ্ছাদিত বন, বিবিধ প্রাণিগণ-পরিবৃত শ্মশান, জীর্ণগোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শব্দ বা ভয়সঙ্কুল চৈত্য, বল্মীক, উদপান ও নদী প্রভৃতি বাধাকর স্থানমাত্রই যোগের অপ্রশস্ত দেশ, এবং ক্ষুধা, অসন্তোষ, মানসিক ব্যাকুলতা প্রভৃতি যোগের অপ্রশস্ত কাল। এই অদেশ বা অকালে কদাপি যোগযুক্ত হইবে না। কেননা, বাধাকর স্থানে যোগাবলম্বন করিলে শারীরিক দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া জড়তা, বধিরতা, মূকতা, অন্ধতা ও স্মৃতিলোপ প্রভৃতি বিবিধ রোগনিচয় এবং জরা জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় যোগোপক্রম করিলে দোষের প্রকোপ ঘটিয়া থাকে। এজন্য বিশেষ সাবধান হইয়া যথাযথ জ্ঞানপূর্ব্বক যোগাবলম্বন করা উচিত, অপ্রমত্তভাবে যোগ করিলে কোনরূপ দোষোৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর প্রাণায়াম কালে যে সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা কথিত হইতেছে। ইহাতে প্রাণায়াম-সমুত্থিত দোষরাশি পলায়ন করে, অত্যুষ্ণ যবাগূ ঘৃতাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া ভোজন ও গুল্মস্থানে ধারণ করিলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়। উদাবর্ত্ত পীড়ায় দধিমিশ্রিত যবাগূ পান ও বায়ুস্থানে প্রয়োগ করিলে বায়ুগ্রন্থি ভিন্ন হইলে নিরুদ্ধ বায়ু ঊর্দ্ধদিকে নিঃসৃত হইয়া পীড়া প্রশমিত হয়। এইরূপ প্রয়োগে কোন উপকার না পাইলে ঐ যবাগূ মস্তকে ধারণ করিবে। সত্ত্বস্থ দেহীর যোগোপক্রম জন্য উদাবর্ত্ত রোগে এইরূপ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে। গাত্র কম্পন রোগেও এই উদাবর্ত্ত রোগনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা দ্বারাই রোগী শান্তিলাভ করিয়া থাকে। উৎকট ধ্যানাদি বশতঃ বক্ষঃস্থলের অভিঘাত হইলে বক্ষঃ ও কণ্ঠদেশে বাগিন্দ্রিয়ের অভিঘাত হইলে বাগিন্দ্রিয়ে, বাধির্য্য রোগে কর্ণদ্বয়ে, এবং তৃষ্ণারোগে জিহ্বায় ঐ দধিমিশ্রিত সুস্নিগ্ধ যবাগূ সূত্র দ্বারা ধারণ করিলে যোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন। ১২৩—১৩৮। ক্ষয়, কুষ্ঠ ও কীলাসরোগে বর্দ্ধিষ্ণ প্রাণিমাংস-নিষ্ক যবাগূ ধারণ করিতে

যস্মিন্ যস্মিন্ রজোদেশে তস্মিন্নযুক্তো বিনির্দ্দিশেৎ
যোগোৎপন্নস্য বিপ্রস্য ইদং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥
বংশকীলেন মূর্দ্ধানং ধারয়াণস্য তাড়য়েৎ।
মূর্দ্ধ্নি কীলং প্রতিষ্ঠাপ্য কাষ্ঠ কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ ১৩৯
ভয়ভীতস্য সা সংজ্ঞা ততঃ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অথবা লুপ্তসংজ্ঞস্য হস্তাভ্যাং তত্র ধারয়েৎ ॥১৪০
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।
স্নিগ্ধমল্পঞ্চ ভুঞ্জীত ততঃ সম্পদ্যতে সুখী ॥১৪১
অমানুষেণ সত্ত্বেন যদা বুধ্যতি যোগবিৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব বায়ুমগ্নিঞ্চ ধারয়েৎ ॥ ১৪২
প্রাণায়ামেন তৎ জর্ব্বং দহ্যমানং বশীভবেৎ।
অথাপি প্রবিশেদ্দেহং ততস্তং প্রতিষেধয়েৎ ॥১৪৩
ততঃ সংস্তভ্য যোগেন ধারয়াণস্য মূর্দ্ধনি।
প্রাণায়ামাগ্নিনা দগ্ধং তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ।
কৃষ্ণসর্পাপরাধস্তু ধারয়েদ্ধৃদয়োদরে।
মহো জনস্তপঃ সত্যং হৃদি কৃত্বা তু ধারয়েৎ ॥১৪৫
বিষস্য তু ফলং পীত্বা বিশল্যাং ধারয়েত্ততঃ।
সর্ব্বতঃ সকলাং পৃথ্বীং কৃত্বা মনসি ধারয়েৎ ॥১৪৬
হৃদি কৃত্বা সমুদ্রাংশ্চ তথা সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।
সহস্রেণ ঘটানাঞ্চ যুক্তঃ স্নায়ীত যোগবিৎ ॥১৪৭
উদকে কণ্ঠমাত্রে তু ধারণং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ।
প্রতিস্রোতো বিষাবিষ্টো ধারয়েৎ সর্ব্ব-
গাত্রিকীম্ ॥ ১৪৮
শীর্ণোঽর্কপত্রপুটকৈঃ পিবেদ্বল্মীকমৃত্তিকাম্।
চিকিৎসিতং বিধিষ্বেষ বিশ্রুতো যোগনির্ম্মিতঃ ॥১৪৯
ব্যাখ্যাতস্তু সমাসেন যোগদৃষ্টেন হেতুনা।
ব্রুবতো লক্ষণং বিদ্ধি বিপ্রস্য কথয়েৎ ক্বচিৎ ॥
অথাপি কথয়েন্মোহাত্তদ্বিজ্ঞানং প্রলীয়তে।
তস্মাৎ প্রবৃত্তির্যোগস্য ন বক্তব্যা কথঞ্চন ॥ ১৫১

সত্ত্বং তথারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রভা সুস্বরসৌম্যতা চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিঃ প্রথমা শরীরে ॥ ১৫২

হয়। যোগোৎপন্ন ব্যাধিনিচয়ের এইরূপ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে। যোগকালে কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞালুপ্ত হইলে, তাহার মস্তকের উপর এক খণ্ড বংশ ধরিয়া অপর বংশ দ্বারা তাহাতে আঘাত করিতে হয়, অথবা দুই হাত দিয়া শিরোদেশ চাপিয়া ধরিতে হয়; তাহাতে সংজ্ঞা হইলে সুস্নিগ্ধ যবাগূ অল্পপরিমাণে ভোজন ও মস্তকে ধারণ করিতে দিবে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জন্তু কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নি চিন্তা করিতে হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা সমুদায় প্রতিষেধই দগ্ধ ও বশীভূত করিতে পারা যায়, এজন্য প্রতিষেধমাত্রই শরীর প্রবিষ্ট হইলে, প্রাণায়াম দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করা উচিত। এই কার্য্যের পরেও মস্তকে যবাগূ ধারণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসর্প-দংশনে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের চিন্তাপূর্ব্বক, হৃদয় ও উদরপ্রদেশে পূর্ব্বোক্ত যবাগূ ধারণ করিবে। বিষফলভোজনে বিশল্যকরণী ধারণ করিতে হয়, ধারণকালে নিখিল পৃথিবীই পর্ব্বতময়, অথবা সমুদায় পৃথিবীই সমুদ্রময় এইরূপ চিন্তা কিম্বা যাবতীয় দেবগণের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পরিশেষে সহস্র কলস জল দ্বারা রোগীকে স্নান করাইতে হইবে। অন্য কোনরূপে শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে জলমধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া, মস্তকে পূর্ব্বোক্ত বিশল্যকরণী অথবা সমুদায় গাত্রে কেবলমাত্র ধারণ করিতে হইবে। শরীর শীর্ণ হইয়া উঠিলে আকন্দপত্রের পুটমধ্যে বল্মীকমৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাই ভোজন করিবে। এইরূপে যোগকালে সমুৎপন্ন ব্যাধিনিচয়ের চিকিৎসাপ্রণালী সংক্ষেপে কথিত হইল। মানব মোহাচ্ছন্ন হইলেই তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, এজন্য যোগের প্রবৃত্তি বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তথাপি সংক্ষেপতঃ তাহার লক্ষণ বলিতেছি। সত্ত্বগুণের আবির্ভাব, আরোগ্য, লোভহীনতা, বর্ণ, প্রভা ও স্বরাদির মনোজ্ঞতা, গাত্র হইতে শুভগন্ধের উৎপত্তি এবং মল মূত্রাদির অল্পতাই প্রথম যোগ প্রবৃত্তির লক্ষণ।

আত্মানং পৃথিবীঞ্চৈব জলস্তাং যদি পশ্যতি।
ক্রমাঙ্কং বিশতে চৈব বিদ্যাৎ সিদ্ধিমুপস্থিতাম্॥১৫৩

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যোগোপসর্গো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপসর্গা যথাতথা।
প্রাদুর্ভবন্তি যে দোষা দৃষ্টতত্ত্বস্য দেহিনঃ॥ ১
মানুষ্যান্ বিবিধান্ কামান্ কাময়েত ঋতুং স্ত্রিয়ঃ
বিদ্যাদানফলঞ্চৈব উপসৃষ্টস্তু যোগবিৎ॥ ২
অগ্নিহোত্রং হবির্যজ্ঞমেতৎ প্রায়ণেনতথা।
মায়াকর্ম্ম ধনং স্বর্গমুপসৃষ্টস্তু কাঙ্ক্ষতি॥ ৩
এষ কর্ম্মসু যুক্তস্তু মোহবিদ্যাবশমাগতঃ।
উপসৃষ্টস্তু জানীয়াৎ বুদ্ধ্যা চৈব বিসর্জ্জয়েৎ।
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৪
জিতপ্রত্যুপসর্গস্তু জিতশ্বাসস্তু দেহিনঃ।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্বরাজসতামসাঃ॥ ৫
প্রতিভাশ্রবণে চৈব দেবানাঞ্চৈব দর্শনম্।
ভ্রমাবর্ত্তশ্চ ইত্যেতে সিদ্ধিলক্ষণসংজ্ঞিতাঃ॥ ৬
বিদ্যাকাব্যং তথা শিল্পং সর্ব্ববাচারতানি তু।
বিদ্যার্থাশ্চোপতিষ্ঠন্তি প্রভাবস্যৈব লক্ষণম্॥ ৭
শৃণোতি শব্দান্ শ্রোতব্যান্ যোজনানাং শতাদপি
সর্ব্বজ্ঞশ্চ বিধিজ্ঞশ্চ যোগী চোন্মত্তবদ্ভবেৎ॥ ৮
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বান্ বীক্ষতে দিব্যমানুষান্।
বেত্তি তাংশ্চ মহাযোগী উপসর্গস্য লক্ষণম্॥ ৯
দেবদানবগন্ধর্ব্বান্ ঋষীংশ্চাপি তথা পিতৄন্।
প্রেক্ষতে সর্ব্বতশ্চৈব উন্মত্তং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ॥১০
ভ্রমেণ ভ্রাম্যতে যোগী চোদ্যমানোঽন্তরাত্মনা।
ভ্রমেণ ভ্রান্তবুদ্ধেস্তু জ্ঞানং সর্ব্বং প্রণশ্যতি॥ ১১
বার্ত্তা নাশয়তে চিত্তং চোদ্যমানোঽন্তরাত্মনা।
বর্ত্তনাক্রান্তবুদ্ধেস্তু সর্ব্বজ্ঞানং প্রণশ্যতি॥ ১২

যোগচর্য্যায় যে সময়ে প্রদীপ্ত পৃথিবী মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভূত হয়, তখনই যোগসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১৩৭—১৫৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন—অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দেহ মধ্যে যে সকল উপসর্গের আবির্ভাব হয়, তাহাই কীর্ত্তন করিব। যোগিগণ উপসর্গযুক্ত হইলেই, নরভোগ্য বিবিধ অভিলাষ, ঋতুস্থখ, রমণীসঙ্গ, বিদ্যাদান-ফল ; অগ্নিহোত্র, হবির্যজ্ঞ ও অনশনাদি মায়ার কর্ম্ম, এবং ধন ও স্বর্গ প্রভৃতির অভিলাষ করিয়া থাকেন। অবিদ্যা-বশীভূত হইলেই যোগিগণ এই সকল কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মে আসক্তির আবির্ভাব হয়। সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে পরিণামে উপসর্গের কোন আশঙ্কা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত উপসর্গসমূহ ও শ্বাসবায়ু বশীভূত হওয়ার পরেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস উপসর্গ উৎপন্ন হয়। এই উপসর্গের সিদ্ধিলক্ষণ চতুর্ব্বিধ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—প্রতিভা, শ্রবণ, দেবদর্শন ও ভ্রমাবর্ত্ত ; এতন্মধ্যে বিদ্যা, কাব্য, শিল্প, অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ এবং বিদ্যার উপাসনাকে প্রভাব বলা হয়। ঐ উপসর্গ সময়ে যোগিগণ শতযোজন দূরে অবস্থিত হইয়াও শ্রোতব্য শব্দসকল শুনিতে পান এবং সর্ব্বজ্ঞ ও বিধিজ্ঞ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠেন। যোগীর যখন উপসর্গ-লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন তিনি যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দিব্য মানুষ অবলোকন করেন। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও পিতৃপুরুষ প্রভৃতির দর্শন করিতে করিতে তাঁহার উন্মত্তবৎ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ১—১০। সেই অবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই ভ্রম দর্শন করেন, অন্তরাত্মা চালিত হইতে থাকে, বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত হয় এবং সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। অন্তরাত্মা হইতে বিবিধ বিষয় বার্ত্তা আবির্ভূত হইয়া চিত্তের বিকার জন্মাইয়া দেয় এবং তাদৃশ বিষয়বার্ত্তাক্রান্ত বুদ্ধিতে যোগীর সকল জ্ঞানই,

প্রাবৃত্য মনসা শুক্লং পটং বা কম্বলং তথা।
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ক্ষিপ্রমেবানুচিন্তয়েৎ ॥ ১৩
তস্মাচ্চৈবাত্মনো দোষাংস্তূপসর্গসমন্বিতান্।
পরিত্যজেত মেধাবী যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ১৪
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা যক্ষোরগমহাসুরাঃ।
উপসর্গেষু সংযুক্তা আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
তস্মাদ্যুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তথা সপ্তসু সূক্ষ্মেষু ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥ ১৬
ততস্তু যোগযুক্তস্য জিতনিদ্রস্য যোগিনঃ।
উপসর্গাঃ পুনশ্চান্যে জায়ন্তে বিঘ্নসংজ্ঞিতাঃ ॥ ১৭
পৃথিবীং ধারয়েৎ সর্ব্বাং ততশ্চাপো হ্যনন্তরম্।
ততোঽগ্নিঞ্চৈব বায়ুঞ্চ হ্যাকাশং মন এব চ ॥ ১৮
ততঃ পরাং পুনর্বুদ্ধিং ধারয়েদ্যত্নতো যতী।
সিদ্ধীনাঞ্চৈব লিঙ্গানি দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পরিত্যজেৎ ॥ ১৯
পৃথ্বীং ধারয়মাণস্য মহী সূক্ষ্মা প্রবর্ত্ততে।
আত্মানং মন্যতে পৃথ্বী পৃথ্ব্যা গন্ধঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২০
অপো ধারয়মাণস্য আপঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি হি।
আত্মানং মন্যতে আপ রসাস্তেভ্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২১
তেজো ধারয়মাণস্য তেজঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
আত্মানং মন্যতে তেজস্তদ্ভাবমনুপশ্যতি ॥ ২২
বায়ুং ধারয়মাণস্য বায়ুঃ সূক্ষ্মঃ প্রবর্ত্ততে।
আত্মানং মন্যতে বায়ুং বায়ুবন্মণ্ডলী ভবেৎ ॥ ২৩
আকাশং ধারয়াণস্য ব্যোম সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
পশ্যতে মণ্ডলং সূক্ষ্মং যোগশ্চাস্য প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪
তথা মনো ধারয়তো মনঃ সূক্ষ্মং প্রবর্ত্ততে।
মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্তু বিশতে হি সঃ।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং যদা যুঙ্ক্তে তদা বিজ্ঞায় বুধ্যতে ॥ ২৫

বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ হইলে যোগী পূর্ব্বোক্ত উপসর্গ লক্ষণ হইতে চিত্তবৃত্তি সংযত করিয়া পরমব্রহ্মকে মনে মনে শুক্লপট কিম্বা শ্বেত কম্বল দ্বারা আবরিত করত চিন্তা করিবেন। যে যোগী নিজের সিদ্ধিলাভের অভিলাষ করেন, তিনি ঐ চিন্তা দ্বারাই উপসর্গ দোষ সকল পরিহার করিবেন। যতদিন ঐ সকল উপসর্গদোষ থাকে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও অসুর প্রভৃতি পুনঃপুন মনে উদিত হইতে থাকে। অনন্তর যোগী লঘু আহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবেন এবং একাগ্রচিত্তে মস্তকে সপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থবিষয়ক চিন্তা করিবেন। তৎপরে যোগযুক্ত জিতনিদ্র যোগীর বিঘ্নসংজ্ঞক অন্যপ্রকার উপসর্গের আবির্ভাব হয়। অতঃপর যোগী এই সমস্ত পৃথিবী ধারণা করিবে এবং এইরূপে ক্রমান্বয়ে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত পদার্থ ধারণা করা যোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য। যোগী ঐ সকল ধারণায়, এক একটি ধারণা করিবার সময়ে তাহার সিদ্ধির লক্ষণ দেখিতে পাইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের ধারণা পরিত্যাগ করিয়া পর পর পদার্থের ধারণা করিতে থাকিবেন। মনে পৃথিবীর ধারণা করিতে করিতে প্রথমতঃ যোগীর সূক্ষ্ম পৃথিবীর জ্ঞান জন্মিয়া পরে আপনাকেই পৃথিবী বলিয়া ভাবিতে থাকিবেন এবং এই পৃথিবী-জ্ঞান হইতেই পরে গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১১—২১। এইরূপ জলের ধারণা দ্বারা সূক্ষ্ম জলের জ্ঞান, তাহার সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান, পরে তাহা হইতে রসজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। তেজোধারণা দ্বারা প্রথমতঃ সূক্ষ্ম তেজোজ্ঞান, পরে আত্মাকেই তেজোময় বলিয়া দর্শন করেন। বায়ু ধারণা করিতে করিতে প্রথমে সূক্ষ্মবায়ুর জ্ঞান, পরে আত্মাকে বায়ু বলিয়া অনুভব হওয়ায়, যোগীও বায়ুর ন্যায় মণ্ডলী হইয়া উঠেন। আকাশ ধারণা দ্বারা প্রথমে সূক্ষ্ম আকাশজ্ঞান; তৎপরে সূক্ষ্মমণ্ডল দর্শন এবং পরিশেষে তাহা হইতে শব্দের প্রবৃত্তি হয়। মনের ধারণা করিতে করিতে সূক্ষ্মমনের প্রবৃত্তি হইলে, যোগী স্বীয় মনোদ্বারা সর্ব্বভূতের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন এবং তাহাদিগের বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধি সম্মিলিত হওয়ায়, তাহাদিগের অনুভূত বিষয়ও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যখন যোগিপুরুষের বুদ্ধিতত্ত্ব-সংযম জন্মিয়া থাকে, তখন

এতানি সপ্ত সূক্ষ্মাণি বিদিত্বা যস্তু যোগবিৎ।
পরিত্যজতি মেধাবী স বুদ্ধ্যা পরমং ব্রজেৎ ॥২৬
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ সংযুক্তো ভূত ঐশ্বর্য্যলক্ষণে।
তত্রৈব সঙ্গং ভজতে তেনৈব প্রবিনশ্যতি ॥ ২৭
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরম্পরম্।
পরিত্যজতি যো বুদ্ধ্যা স পরং প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিজঃ ॥২৮
দৃশ্যন্তে হি মহাত্মান ঋষয়ো দিব্যচক্ষুষঃ।
সংসক্তাঃ সূক্ষ্মভাবেষু তে দোষাস্তেষু সংস্থিতাঃ
তস্মান্ন নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ সূক্ষ্মেষিহ কদাচন।
ঐশ্বর্য্যাজ্জায়তে রাগো বিরাগং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥৩০
বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরম্।
প্রধানাং বিনিযোগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৩১
সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিবিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥ ৩২
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্ত উপসর্গৈঃ প্রমুচ্যতে।
জিতশ্বাসোপসর্গস্তু জিতরাগস্তু যোগিনঃ ॥ ৩৩
একা বহিঃ শরীরেঽস্মিন্ ধারণা সার্ব্বকামিকী।
বিশেদ্যয়া দ্বিজো যুক্তো যত্র যত্রার্পয়েন্মনঃ ॥ ৩৪
ভূতাস্থাবিশতে বাপি ত্রৈলোক্যঞ্চাপি কল্পয়েৎ।
এতয়া প্রবিশেদ্দেহং হিত্বা দেহং পুনস্ত্বিহ ॥৩৫
মনোদ্বারং হি যোগানামাদিত্যঞ্চ বিনির্দ্দিশেৎ।
আদানাদিন্দ্রিয়াণান্তু আদিত্য ইতি চোচ্যতে ॥৩৬
এতেন বিধিনা যোগী বিরক্তঃ সূক্ষ্মবর্জ্জিতঃ।
প্রবৃত্তিং সমতিক্রম্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭
ঐশ্বর্য্যগুণসম্প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতন্তু তং প্রভুম্।
দেবস্থানেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বতস্তু নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৮
পৈশাচেন পিশাচাংশ্চ রাক্ষসেন চ রাক্ষসান্।

তখন তিনি সমুদয় পদার্থ বিজ্ঞান অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যে বুদ্ধিমান্ যোগজ্ঞানী এই সপ্তসূক্ষ্ম পদার্থ বিদিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সমস্ত পরিহার করিতে পারেন, তিনিই পরমপদলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। যে যে ঐশ্বর্য্যলক্ষণে ভূতের সংযোগ আছে, যোগিগণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে পারেন, এজন্য যে দ্বিজ উল্লিখিত সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ পরস্পর সংসক্ত বিবেচনা করিয়া পরিবর্জ্জন করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অনেক দিব্যদর্শী মহাত্মা ঋষিগণ এই সূক্ষ্মভাবসমূহে আসক্ত থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল পদার্থ দোষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম পদার্থসমূহে কদাচ নিশ্চয়জ্ঞান কর্ত্তব্য নহে। ঐশ্বর্য্য হইতে রাগ বা অভিলাষ জন্মিয়া থাকে এবং ব্রহ্মই বিরাগ বলিয়া অভিহিত হয়েন, সুতরাং সপ্তসূক্ষ্ম পদার্থ ও প্রধান পুরুষ ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে অবগত হইয়া বিনিযোগজ্ঞানী হইতে পারিলেই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২৬—৩১। সর্ব্বজ্ঞত্ব, তৃপ্তি, অনাদিজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্তশক্তি ও অনন্তশক্তি, এই ছয়টীকে বিধিজ্ঞ ব্যক্তিরা মহেশ্বরের ষড়ঙ্গ বলিয়া থাকেন। নিয়ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যোগযুক্ত হইলে, উপসর্গসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে সকল যোগীর শ্বাস, প্রশ্বাস, উপসর্গসমূহ ও অভিলাষাদি আয়ত্তীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের শরীরে একটি বাহ্যিক সার্ব্বকামিকী ধারণা জন্মিয়া থাকে। তৎপ্রভাবে তিনি যোগযুক্ত হইয়া, যে কোন স্থানে মনঃসংযোগ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন এবং স্বীয় মনোমধ্যে ভূতবৃন্দ ও ত্রিলোক প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ঐ ধারণা দ্বারাই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন এবং পুনর্ব্বার সে দেহ হইতে স্বীয় দেহে প্রত্যাবর্ত্তন কার্য্যেও সামর্থ্য জন্মে। মনই যোগসমূহের দ্বারস্বরূপ; এই মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের গ্রহণকারক, এজন্য ইহা আদিত্য নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। যোগী ব্যক্তি এইরূপ বিধানানুসারে বিরক্ত ও সূক্ষ্মবর্জ্জিত হইয়া, প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারিলে রুদ্রলোকে অবস্থান করিতে পারেন। ঐশ্বর্য্যগুণপ্রাপ্ত সেই ব্রহ্মময় প্রভুকে সমুদায় দেবস্থানে ও সর্ব্বত্র নিরস্ত করিবে। পৈশাচস্থান

গান্ধর্ব্বেণ চ গন্ধর্ব্বান্ কৌবেরেণ কুবেরকান্ ॥৩৯
ইন্দ্রমৈন্দ্রেণ স্থানেন সৌম্যং সৌম্যেন চৈব হি ।
প্রজাপতিং তথা চৈব প্রাজাপত্যেন সাধয়েৎ ॥ ৪০
ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ চাপ্যেবমুপামন্ত্রয়তে প্রভুম্ ।
তত্র সক্তস্তু উন্মত্তস্তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১
নিত্যং ব্রহ্মপরো যুক্তঃ স্থানান্যেতানি বৈ ত্যজেৎ
অসজ্যমানঃ স্থানেষু দ্বিজঃ সর্ব্বগতো ভবেৎ ॥৪২

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে তপশ্চর্য্যা
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

বায়ুরুবাচ ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ঐশ্বর্য্যগুণবিস্তরম্ ।
যেন যোগবিশেষেণ সর্ব্বলোকানতিক্রমেৎ ॥ ১
তত্রাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যোগিনাং সমুদাহৃতম্ ।
তৎসর্ব্বং ক্রমযোগেণ উচ্যমানং নিবোধত ॥ ২
অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ ।
প্রাকাম্যঞ্চৈব সর্ব্বত্র ঈশিত্বঞ্চৈব সর্ব্বতঃ ॥ ৩
বশিত্বমথ সর্ব্বত্র যত্র কামাবসায়িতা ।
তচ্চাপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়মৈশ্বর্য্যং সর্ব্বকামিকম্ ॥ ৪
সাবদ্যং নিরবদ্যঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চৈব প্রবর্ত্ততে ।
সাবদ্যং নাম তত্তত্ত্বং পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ৫
নিরবদ্যং তথা নাম পঞ্চভূতাত্মকং স্মৃতম্ ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব অহঙ্কারশ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥ ৬
তত্র সূক্ষ্মপ্রবৃত্তস্তু পঞ্চভূতাত্মকং পুনঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারসংজ্ঞিতম্ ॥ ৭
তথা সর্ব্বময়ঞ্চৈব আত্মস্থা খ্যাতিরেব চ ।
সংযোগ এবং ত্রিবিধঃ সূক্ষ্মেষেব প্রবর্ত্ততে ॥ ৮
পুনরষ্টগুণস্যাপি তেষেবাথ প্রবর্ত্ততে ।
তস্য রূপং প্রবক্ষ্যামি যথাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৯
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু জীবস্থানিয়তঃ স্মৃতঃ ।
অণিমা চ তথাব্যক্তং সর্ব্বং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০

দ্বারা পিশাচদিগকে, রাক্ষসস্থান দ্বারা রাক্ষসদিগকে, গান্ধর্ব্বস্থান দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে, কৌবেরস্থান দ্বারা কুবেরদিগকে, ঐন্দ্রস্থান দ্বারা ইন্দ্রকে, সৌম্যস্থান দ্বারা সৌম্যকে, প্রাজাপত্যস্থান দ্বারা প্রজাপতিকে এবং ব্রাহ্মস্থান দ্বারা ব্রহ্মপ্রভুকে আমন্ত্রিত করিতে হয় এবং তাহাতে আসক্ত হইলে উন্মত্ত হইতে হয়। এই হেতু নিয়ত ব্রহ্মতৎপর হইয়া যোগাবলম্বন করত ঐ সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিবে। যে দ্বিজ কোন স্থানেই আসক্ত নহেন, তিনি সর্ব্বগত হইয়া থাকেন। ৩২—৪২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, অনন্তর আমি ঐশ্বর্য্যগুণরাশির বিষয় কীর্ত্তন করিব। যোগিগণ যে যোগবিশেষ অবলম্বনে সর্ব্বলোক অতিক্রম করেন, সেই যোগবিশেষে অষ্টগুণযুক্ত ঐশ্বর্য্যের কথা কথিত আছে। আমি যথাক্রমে তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, এই কয়েকটিকে ঐশ্বর্য্য বলা হয়। এই সর্ব্বকামপ্রদ ঐশ্বর্য্য সকল তিন ভাগে বিভক্ত,—সাবদ্য, নিরবদ্য ও সূক্ষ্ম। পঞ্চভূতময় তত্ত্বের নাম সাবদ্য; পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কারের নাম নিরবদ্য এবং পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্মনামে অভিহিত। সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সর্ব্বময় বলিয়া ইহা আত্মস্থখ্যাতি নামেও পরিচিত। পঞ্চভূতাদি ঐশ্বর্য্যও এই শেষোক্ত সূক্ষ্মসংজ্ঞক ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত। কারণ সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সর্ব্বময় অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া সাবদ্য ও নিরবদ্য ঐশ্বর্য্য আবির্ভূত হয়; কিন্তু সমুদায় বিষয় অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্ববিষয়াবলম্বন সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য হইতে পূর্ব্বোক্ত সাবদ্য ও নিরবদ্য ঐশ্বর্য্য পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। ভগবান্ এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভূত পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ যাহা কহিয়া-

ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং দুঃস্প্রাপ্যং সমুদাহৃতম্।
তচ্চাপি ভবতি প্রাপ্যং প্রথমং যোগিনাং বলাৎ॥
লঙ্ঘনং প্লবনং যোগে রূপমস্য সদা ভবেৎ।
শীঘ্রগং সর্ব্বভূতেষু দ্বিতীয়ং তৎপদং স্মৃতম্॥১২
মহিমা চাপি যো যস্মিংস্তৃতীয়ো যোগ উচ্যতে।
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ।
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু যথেচ্ছগমনং স্মৃতম্।
প্রকামান্ বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে ন চ প্রতিহতঃ ক্বচিৎ
ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতানাং সুখদুঃখং প্রবর্ত্ততে।
ঈশো ভবতি সর্ব্বত্র প্রবিভাগেন যোগবিৎ॥ ১৫
বশ্যানি চৈব ভূতানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ভবন্তি সর্ব্বকার্য্যেষু ইচ্ছতো ন ভবন্তি চ॥১৬

যত্র কামাবসায়িত্বং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ইচ্ছয়া চেন্দ্রিয়াণি স্যুর্ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ ১৭
শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চৈব মনস্তথা।
প্রবর্ত্তন্তেঽস্য চেচ্ছাতো ন ভবন্তি তথেচ্ছয়া॥১৮
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ভিদ্যতে ন চ ছিদ্যতে।
ন দহ্যতে ন মুহ্যতে হীয়তে ন চ লিপ্যতে॥ ১৯
ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতি ন খিদ্যতি কদাচন।
ক্রিয়তে চৈব সর্ব্বত্র তথা বিক্রিয়তে ন চ॥ ২০
অগন্ধরসরূপস্তু স্পর্শশব্দবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো বুদ্ধিজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ॥ ২১
অবর্ণো হ্যবরশ্চৈব তথা বর্ণশ্চ কর্হিচিৎ।
ভুঙ্ক্তেঽথ বিষয়াংশ্চৈব বিষয়ৈর্ন চ যুজ্যতে॥ ২২
জ্ঞাত্বা তু পরমং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মত্বাচ্চাপবর্গকঃ।
ব্যাপকস্ত্বপবর্গাচ্চ ব্যাপিত্বাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥২৩
পুরুষঃ সূক্ষ্মভাবাত্তু ঐশ্বর্য্যে পরতঃ স্থিতঃ।
গুণান্তরন্তু ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বতঃ সূক্ষ্ম উচ্যতে॥ ২৪

ছিলেন, আমি তাহাই কহিতেছি। ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বভূতেই জীবের অণিমা শক্তি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। অণিমা শক্তিতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ প্রতিষ্ঠিত। এই ত্রিলোক মধ্যে যাহা কিছু দুস্প্রাপ্য, যোগিগণ তৎসমস্তই অণিমা শক্তির প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১—১১। যোগীর দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য লঘিমা। এই লঘিমা লাভ হইলে তিনি অতিশয় লঘুতা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থায় যোগীর লঙ্ঘন প্লবন ও সর্ব্বভূতগণ মধ্যে শীঘ্রগমনাদিকার্য্যে সামর্থ্য জন্মে। যে শক্তির প্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তু মহৎ হয়, তাহাকে মহিমা বলে, ইহাই তৃতীয় ঐশ্বর্য্য। যে ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকস্থ সমস্ত ভূতবর্গকে নিকটে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্তি বলা হয়। ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বভূতে অপ্রতিহতভাবে যথেচ্ছ গমন ও যথেচ্ছ বিষয় ভোগ হইলেই তাহাকে প্রাকাম্য ঐশ্বর্য্য বলা যায়। যে যোগী সুখদুঃখময় সংসারে সুখ ও দুঃখের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন বলা যায়। যিনি ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতকে বশীভূত করিয়া আপনার সকল কার্য্যে ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত বা মুক্ত করিতে পারেন, বুঝিতে হইবে তাঁহারই বশিত্ব সিদ্ধি হইয়াছে। যিনি নিজের ইন্দ্রিয়গণকে আপনার ইচ্ছামত ত্রিলোকের সমস্ত স্থানেই কার্য্যে নিযুক্ত ও মুক্ত করিতে পারেন, তাঁহারই কামাবসায়িত্ব স্বীকার করা যায়। এই সময়ে তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয়ে ইচ্ছানুসারে মন প্রবর্ত্তিত ও অপ্রবর্ত্তিত রাখিতে পারেন এবং জন্ম, মৃত্যু, ভেদ, ছেদন, দহন, মোহ, লিপ্ততা, ক্ষয়, ক্ষরণ ও দুঃখ প্রভৃতি কোন কিছুতে কদাচ সংস্পৃষ্ট না হইয়া কখন কার্য্য আরম্ভ এবং কখন বা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সুতরাং তখন তিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধশূন্য, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্ব্বুদ্ধি, অজ্ঞান, অবর্ণ ও অবর হইয়া বিষয়াসক্তি পরিহার করত বিষয় ভোগ করেন। এইরূপে পরম সূক্ষ্মের অনুভব হইলে পর মোক্ষের ব্যাপকতা গুণবশতঃ সেই মোক্ষার্থী ব্যক্তিও ব্যাপক পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সূক্ষ্মভাব অগ্র পুরুষ ঐশ্বর্য্য হইতে বিভিন্ন, কিন্তু সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যের গুণান্তর বলিয়া কথিত হয়।

ঐশ্বর্য্যমপ্রতিঘাতি প্রাপ্য যোগমনুত্তমম্।
অপবর্গং ততো গচ্ছেৎ সূক্ষ্মং পরমং পদম্॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যোগৈশ্বর্য্যানি নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

তথৈবাগতবিজ্ঞানো রাগাৎ কর্ম্ম সমাচরন্।
রাজসং তামসং বাপি ভুক্ত্বা তত্রৈব যুজ্যতে॥ ১
তথা সুকৃতকর্ম্মা তু ফলং স্বর্গে সমশ্নুতে।
তস্মাদ্স্থানাৎ পুনর্ভ্রষ্টো মানুষ্যমনুপদ্যতে॥ ২
তস্মাৎ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মশাশ্বতমুচ্যতে।
ব্রহ্ম এব হি সেবেত ব্রহ্মৈব পরমং সুখম্॥ ৩
পরিশ্রমস্তু যজ্ঞানাং মহতার্থেন বর্ত্ততে।
ভূয়ো মৃত্যুবশং যাতি তস্মাৎ মোক্ষঃ পরং সুখম্॥
অথ বৈ ধ্যানসংযুক্তো ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
ন স স্থাদ্ব্যাপিতুং শক্যো মন্বন্তরশতৈরপি॥ ৫
দৃষ্ট্বা তু পুরুষং দিব্যং বিশ্বাখ্যং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্।
বিশ্বগন্ধং বিশ্বমাল্যং বিশ্বাম্বরধরং প্রভুম্॥ ৬
গোভির্মহী সংযততে পতত্রিণং
মহাত্মানং পরমমতিং বরেণ্যম্।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
সূক্ষ্মাচ্চ সূক্ষ্মং মহতো মহান্তম্।
যোগেন পশ্যন্তি ন চক্ষুষা তং
নিরিন্দ্রিয়ং পুরুষং রুক্মবর্ণম্॥ ৭
অলিঙ্গনং ত্রিগুণং নির্ব্বিকারং
সলিঙ্গিনং নির্গুণং চেতনঞ্চ।
নিত্যং সদা সর্ব্বগতস্তু শৌচং
পশ্যন্তি যুক্ত্যা হ্যচলং প্রকাশম্॥ ৮
তদ্ভাবিতস্তেজসা দীপ্যমানঃ
অপাণিপাদোদরপার্শ্বজিহ্বঃ।

কথিত অপ্রতিঘাতী ঐশ্বর্য্যযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট যোগ প্রাপ্তি হইলে, তৎপরে সূক্ষ্ম পরমপদস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২—২৫।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়াও অভিলাষবশতঃ পুনরায় রাজস বা তামস কার্য্যের আরম্ভ করিলে, কর্ম্মানুসারে তাহার ফলভোগে নিযুক্ত হইতে হয়। সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গে তাহার ফল ভোগ করিবার পর সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্মের নিত্যই নিরত সেবা করা কর্ত্তব্য; কেননা ব্রহ্মই পরম সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যজ্ঞসকল অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থসাধ্য এবং তদ্দ্বারা যে ফল হয়, তাহা হইতে মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করা যায় না; এজন্য মোক্ষই পরম সুখ বলিয়া পরিগণিত; সুতরাং যে ব্যক্তি ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ হইয়া ধ্যানাবলম্বন করেন, বিশ্বসংজ্ঞক, বিশ্বরূপ-পাদ-শিরোগ্রীবাসম্পন্ন, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বভাবন, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য ও বিশ্বাম্বরধারী দিব্যপুরুষের দর্শন জন্য শত মন্বন্তরেও তাঁহাকে আর ব্যাপ্ত করিতে পারে না। যিনি ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইলে যত্নপরায়ণ হন, যিনি মহী অর্থাৎ স্বপ্রকাশ তেজোময়, যিনি পতনশীল, জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা এবং যিনি মহাত্মা, পরমমতি, শ্রেষ্ঠ, কবি, পুরাণপুরুষ, অনুশাসক, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ও মহৎ হইতেও মহান্, সেই নিরিন্দ্রিয় রুক্মবর্ণ পুরুষ কেবল যোগ দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকেন; কিন্তু কদাচ তিনি চক্ষুর গোচরীভূত হয়েন না। এই লিঙ্গহীন ত্রিগুণ, নির্ব্বিকার, লিঙ্গযুক্ত, নির্গুণ, চেতন, নিত্য, সর্ব্বদা সর্ব্বগত, পবিত্র, অচল ও স্বপ্রকাশ পুরুষকে যুক্তি দ্বারা দর্শন করা যায়। এই চিন্তনীয় পুরুষ তেজঃপ্রদীপ্ত, তাঁহার হস্ত নাই, পদ নাই, উদর নাই, পার্শ্ব

অতীন্দ্রিয়োঽদ্যাপি সুসূক্ষ্ম একঃ
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
নাস্ত্যস্যাবুদ্ধং ন চ বুদ্ধিরস্তি
স বেদ সর্ব্বং ন চ বেদবেদ্যঃ॥ ৯
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং
সচেতনং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্।
তমাহুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে লোকে প্রসবধর্ম্মিণীম্।
প্রকৃতিং সর্ব্বভূতানাং যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা॥ ১০
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১১
যুক্ত্যা যোগেন চেশানং সর্ব্বতশ্চ সনাতনম্।
পুরুষং সর্ব্বভূতানাং তস্মাদ্ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি॥ ১২
ভূতাত্মানং মহাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
সর্ব্বাত্মানং পরং ব্রহ্ম তদ্বৈ ধ্যাত্বা ন মুহ্যতি॥১৩
পবনো হি যথা গ্রাহ্যো বিচরন্ সর্ব্বমূর্ত্তিষু।
পুরি শেতে তথাভ্রে চ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে॥১৪
অথ চেল্লুপ্তধর্ম্মস্তু স বিশেষৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
ততস্তু ব্রহ্ম যোন্যাং বৈ শুক্রশোণিতসংযুতম্॥১৫
স্ত্রীপুংসয়োঃ প্রয়োগেণ জায়তে হি পুনঃ পুনঃ।
ততস্তু গর্ভকালেন কললং নাম জায়তে॥১৬॥
কালেন কললঞ্চাপি বুদ্বুদং সম্প্রজায়তে।
মৃৎপিণ্ডস্তু যথা চক্রে চক্রাবর্ত্তেন পীড়িতঃ॥ ১৭
হস্তাভ্যাং ক্রিয়মাণস্তু বিশ্বত্বমুপগচ্ছতি।
এবমাত্মাস্থিসংযুক্তো বায়ুনা সমুদীরিতঃ॥ ১৮
জায়তে মানুষস্তত্র যথা রূপং যথা মনঃ।
বায়ুঃ সম্ভবতে তেষাং বাতাৎ সঞ্জায়তে জলম্॥ ১৯
জলাৎ সম্ভবতি প্রাণঃ প্রাণাচ্ছুক্রং বিবর্দ্ধতে।
রক্তভাগাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছুক্রভাগাশ্চতুর্দ্দশ॥ ২০
ভাগতোঽর্দ্ধপলং কৃত্বা ততো গর্ভে নিষেবতে।
ততস্তু গর্ভসংযুক্তঃ পঞ্চভির্বায়ুভির্বৃতঃ॥ ২১
পিতুঃ শরীরাৎ প্রত্যঙ্গরূপমস্যোপজায়তে।
ততোঽস্য মাতুরাহারাৎ পীতলীঢ় প্রবেশিতম্॥২২
নাভিস্রোতঃপ্রবেশেন প্রাণাধারো হি দেহিনাম্।
নবমাসান্ পরিক্লিষ্টঃ সংবেষ্টিতশিরোদরঃ॥ ২৩

নাই, জিহ্বা নাই, তিনি অতীন্দ্রিয়, অতি-সূক্ষ্ম ও অদ্বিতীয়। ইনি চক্ষুঃশূন্য হইলেও দর্শন করেন এবং কর্ণবিহীন হইয়াও শ্রবণ করেন; ইঁহার বুদ্ধি না থাকিলেও কোন বিষয় ইঁহার অবুদ্ধ নহে এবং ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও বেদের অবিষয় অর্থাৎ বৈদিক শব্দ দ্বারাও ইহার প্রকৃত-রূপ সুস্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। মুনিগণ এই পুরুষকে শ্রেষ্ঠ, মহান্, সচেতন, সর্ব্বগত সুসূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং যোগিজনগণ ইঁহাকে অন্তঃকরণ মধ্যে প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ১—১০। যিনি সর্ব্বত্র হস্তপদ-বিস্তারী ও সর্ব্বদিকে বিস্তৃত, যাঁহার চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ সর্ব্বদিকে বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বত্র কর্ণযুক্ত, সর্ব্বস্থান আব-রণকারী, সর্ব্বভূতের প্রভু, ভূতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা ও অব্যয়, সেই পরমব্রহ্মকে যোগকালে ধ্যান করিয়া ধ্যানকারী ব্যক্তি কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না। সর্ব্বমূর্ত্তিতে বিচরণ জন্য বায়ু যেমন গ্রাহ্যনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ গগনব্যাপী ব্রহ্ম দেহমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া পুরুষনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সুকৃতকর্ম্মা না হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা কর্ম্মবিশেষানুসারে স্ত্রীপুরুষসংযোগে শুক্রশোণিত হইতে বারম্বার যোনিমধ্যে জন্ম-গ্রহণ করেন। গর্ভকালে প্রথমেই কলল উৎ-পন্ন হয়, তৎপরে কলল বুদ্বুদরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই সময়ে ঘূর্ণিত চক্রের মধ্যগত মৃৎপিণ্ডে হস্তসংযোগ করত যেমন বিবিধ আকারের দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ বায়ুর ক্রিয়ানুসারে ঐ বুদ্বুদ হইতে আত্মা ও অস্থি-সম্পন্ন যথাসম্ভব রূপ ও মনোবিশিষ্ট মানুষা-কারের সৃষ্টি হয়। বায়ু হইতে শুক্রমধ্যস্থ জলের উৎপত্তি, জল হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গর্ভোৎ-পত্তির মূল কারণ শুক্রশোণিত মধ্যে শোণিত তেত্রিশ ভাগ ও শুক্র চতুর্দ্দশ ভাগ নির্দ্দিষ্ট।১১—২০। এই শুক্রশোণিত উভয় বস্তুই অর্দ্ধপল-ভাগে গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, পঞ্চ বায়ু দ্বারা আবৃত হয়; তৎপরে পিতামাতার শরীর-গুণা-নুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উদ্ভূত হইলে, মাতার

বেষ্টিতঃ সর্ব্বগাত্রৈশ্চ অপর্য্যায়ক্রমাগতঃ।
নবমাসোষিতশ্চৈব যোনিচ্ছিদ্র দবাঙ্মুখঃ॥ ২৪
ততস্তু কর্ম্মভিঃ পাপৈর্নিরয়ং প্রতিপদ্যতে।
অসিপত্রবনঞ্চৈব শাল্মলীচ্ছেদভেদয়োঃ॥ ২৫
তত্র নির্ভৎসনঞ্চৈব পূযশোণিতভোজনম্।
এতাস্তু যাতনা ঘোরাঃ কুম্ভীপাকসুদুঃসহাঃ॥ ২৬
তথা হ্যপো ভুবিচ্ছিন্নাঃ স্বরূপমুপযান্তি বৈ।
তস্মাচ্ছিন্নাশ্চ ভিন্নাশ্চ যাতনাস্থানমাগতাঃ॥ ২৭
এবং জীবস্তু তৈঃ পাপৈস্তপ্যমানঃ স্বয়ং কৃতৈঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্মভির্দুঃখং শেষং বা যদি চেতরম্॥
একেনৈব তু গন্তব্যং সর্ব্বমৃত্যুনিবেশনম্।
একেনৈব চ ভোক্তব্যং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ॥২৯
ন হ্যেনং প্রস্থিতং কশ্চিদ্গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
যদনেন কৃতং কর্ম্ম তদেনমনুগচ্ছতি॥ ৩০
তে নিত্যং যমবিষয়ে বিভিন্নদেহাঃ
ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসংপ্রয়োগৈঃ।
শুষ্যন্তে পরিগতবেদনাশরীরাঃ
বহ্বীভিঃ সুভৃশমধর্ম্মযাতনাভিঃ॥ ৩১
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদভীষ্টং নিষেব্যতে।
তৎপ্রসহ্য হরেৎ পাপং তস্মাৎ সুকৃতমাচরেৎ।
যাদৃগ্জাতানি পাপানি পূর্ব্বং কর্ম্মাণি দেহিনঃ।
সংসারং তামসং তাদৃক্ ষড়্বিধং প্রতিপদ্যতে॥
মানুষ্যাৎ পশুভাবঞ্চ পশুভাবান্মৃগো ভবেৎ।
মৃগত্বাৎ পক্ষিভাবস্তু তস্মাচ্চৈব সরীসৃপঃ॥ ৩৪
সরীসৃপত্বাদ্গচ্ছন্তি স্থাবরত্বং ন সংশয়ঃ।
স্থাবরত্বং পুনঃ প্রাপ্তে যাবদুন্মিষতে নরঃ।
কুলালচক্রবদ্ভ্রান্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্তনম্॥ ৩৫
ইত্যেবং হি মনুষ্যাদিঃ সংসারঃ স্থাবরান্তকঃ।
বিজ্ঞেয়স্তামসো নাম তত্রৈব পরিবর্ত্ততে॥ ৩৬
সাত্ত্বিকশ্চাপি সংসারো ব্রহ্মাদিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পিশাচান্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বর্গস্থানেষু দেহিনাম্॥৩৭
ব্রাহ্মে তু কেবলং সত্ত্বং স্থাবরে কেবলং তমঃ।

ভুক্ত পীত অন্নপান রস নাভিনাড়ী দ্বারা তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে জীবিত রাখে। এইরূপে যথাক্রমে নবমাস যাবৎ সর্ব্বগাত্র দ্বারা মস্তক ও উদর বেষ্টন করত অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া, দশমমাসে নিম্নমুখ হইয়া যোনি ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়। এইরূপে জন্মগ্রহণের পর পাপকর্ম্মে নিরত হইলে অসিপত্রবন ও শাল্মলী ছেদভেদ প্রভৃতি যাতনাময় কুম্ভীপাক নরকে গমন করিতে হয়। তথায় ভর্ৎসনা, পূয়শোণিত ভোজন প্রভৃতি কুম্ভীপাক নরকনির্দ্দিষ্ট বিবিধ যাতনা ভোগ করিবার পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূবিচ্ছিন্ন জলের ন্যায় পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবগণ স্বয়ংকৃত কর্ম্মের ফলে সন্তপ্ত হইয়া, অপর কোন কর্ম্মফলজনিত দুঃখ অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও ভোগ করিয়া থাকে। একটিমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই মৃত্যুকবলে পতিত হইতে হয়, আবার একটিমাত্র কর্ম্মদ্বারাই অশেষ ভোগসুখও প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং কেবলমাত্র ধর্ম্মাচরণই একান্ত কর্ত্তব্য। মৃত্যুকালে কেহই জীবগণের অনুগমন করে না, কেবলমাত্র কৃতকর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। উল্লিখিত অধর্ম্মাচারিগণ নিয়তই যমভবনে বিভিন্ন দেহ ধারণপূর্ব্বক বিবিধ অনিষ্টকর কার্য্যে দুঃখ ভোগ করে এবং বহুবিধ যাতনা ভোগজন্য শুষ্ক হইয়া থাকে। লোকে কায়মনোবাক্যে যে সকল অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা করিয়া থাকে, পাপ স্বীয় বলপ্রয়োগে তৎসমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে; এ কারণ সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ প্রয়োজন। জীবগণ পূর্ব্বজন্মান্তরে যেরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরজন্মে তদনুসারেই ছয়প্রকার তামসজন্ম লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মানুসারেই মনুষ্য হইতে পশুভাব, পশুভাব হইতে মৃগত্ব, মৃগত্ব হইতে পক্ষিভাব, পক্ষিভাব হইতে সরীসৃপত্ব এবং সরীসৃপত্ব হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। স্থাবরত্বপ্রাপ্তির পর যখন তাহার পুনর্ব্বার ধর্ম্মচিন্তা উপস্থিত হয়, তখন সে কুম্ভকার চক্রভ্রমণের ন্যায় পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ মনুষ্য হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত তামসসংসার নামে অভিহিত, উহারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক-

চতুর্দ্দশানাং স্থানানাং মধ্যে বিষ্টম্ভকং রজঃ ॥৩৮
কর্ম্মসু ছিদ্যমানেষু বেদনার্ত্তস্য দেহিনঃ।
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম কথং বিপ্র স্মরিষ্যতি ॥ ৩৯
সংস্কারাৎ পূর্ব্বধর্ম্মস্য ভাবনায়াং প্রবোদিতঃ।
মানুষ্যং ভজতে নিত্যং তস্মান্নিত্যং সমাচরেৎ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পাশুপতযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
চতুর্দ্দশবিধং হ্যেতৎ বুদ্ধা সংসারমণ্ডলম্।
তথা সমারভেৎ কর্ম্ম সংসরারভয়পীড়িতঃ ॥ ১
ততঃ স্মরতি সংসারং চক্রেণ পরিবর্ত্তিতঃ।
তস্মাত্তু সততং যুক্তো ধ্যানতৎপরযুঞ্জকঃ।
তথা সমারভেৎ যোগং যথাত্মানং স পশ্যতি ॥ ২
এষ আদ্যঃ পরং জ্যোতিরেষ সেতুরনুত্তমঃ।
বিবৃদ্ধো হ্যেষ ভূতানাং ন সম্ভেদশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৩
তদেনং সেতুমাত্মানমগ্নিং বৈ বিশ্বতোমুখম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানামুপাসীত বিধানবিৎ ॥ ৪
হুত্বাষ্টাবাহুতীঃ সম্যক্ শুচিস্তদ্গতমানসঃ।
বৈশ্বানরং হৃদিস্থন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫
অপঃ পূর্ব্বং সকৃৎ প্রাশ্য তূষ্ণীং ভূত্বা উপাসতে
প্রাণায়েতি ততস্তস্য প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা ॥ ৬
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা।
উদানায় চতুর্থীতি ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী ॥ ৭
স্বাহাকারৈঃ পরং হুত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্য আচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ ॥
ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরস্যাত্মা রুদ্রো হ্যাত্মা বিশান্তকঃ
স রুদ্রো হ্যাত্মনঃ প্রাণা এবমাপ্যায়য়েৎ স্বয়ম্ ॥৯
ত্বং দেবানামপি জ্যেষ্ঠ উগ্রস্ত্বং চতুরো বৃষা।

সংসার, ইহাদিগের স্থান স্বর্গ। ব্রাহ্মসংসারে কেবলমাত্র সত্বগুণ ও স্থাবরসংসারে কেবলমাত্র তমোগুণ অবস্থিত। তদ্ভিন্ন চতুর্দশ স্থানস্থিত অপর পদার্থ পরম্পরায় রজোগুণ অবস্থান করে। যাতনা-পীড়িত দেহিগণ কর্ম্মাবসানে কিরূপে পরম ব্রহ্মকে স্মরণ করিবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; কিন্তু তাহারা সংস্কার-বশতঃ পূর্ব্বধর্ম্মের ভাবনাসক্ত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণই নিয়ত কর্ত্তব্য। ২১—৪০।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, এইরূপে চতুর্দশ প্রকার সংসারমণ্ডল বিদিত হইয়া সংসারভয়পীড়িত ব্যক্তির ঐ ভয় হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য এরূপ কর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হয়। আত্মাকে দর্শন করিতে হইলে যোগযুক্ত ও ধ্যানপরায়ণ হওয়া উচিত। আত্মাই সংসারের আদিভূত, জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদারক্ষক। আত্মাই সকলের প্রধান ও সংযোগবিহীন শাশ্বত পদার্থ। সংসারসাগর-তরঙ্গের সেতু স্বরূপ তেজোময় সর্ব্বমুখ ও সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ ঐ আত্মাই যোগবিধানজ্ঞ ব্যক্তির অদ্বিতীয় উপাস্য। প্রথমে শুচি ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আচমনান্তে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরকে মনে মনে ধ্যান করত আটটী আহুতি দান করিবে। অনন্তর একবার আচমনপূর্ব্বক মৌনভাবে বৈশ্বানরের উপাসনা করিতে করিতে 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে প্রাণাহুতি নামক প্রথম আহুতি দান করিবে। "অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে দ্বিতীয়াহুতি, "সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে তৃতীয়াহুতি, "উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে চতুর্থাহুতি এবং "ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে পঞ্চমাহুতি দান করিয়া অবশিষ্ট যাহা রহিবে, তাহাই স্বয়ং ভোজন করিবে। পরে একবার জলপান করিয়া তিনবার আচমনের পর হস্তদ্বারা স্বীয় হৃদয় স্পর্শ করিবে। আত্মা এই দেহস্থিত প্রাণের গ্রন্থিস্বরূপ, আত্মা বিশান্তক রুদ্র। রুদ্র আত্মারও প্রাণ। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজের তৃপ্তিবিধান

মৃত্যুস্ত্বোঽসি ত্বমস্মভ্যং তদ্দ্রয়েতত্কুতং হবিঃ ॥ ১০
এবং হৃদয়মারভ্য পাদাঙ্গুষ্ঠে তু দক্ষিণে।
বিশ্রাব্য দক্ষিণং পাণিং নাভিং বৈ পাণিনা স্পৃশেৎ
ততঃ পুনরপস্পৃশ্য চাত্মানমভিসংস্পৃশেৎ।
অক্ষিণী নাসিকা শ্রোত্রে হৃদয়ং শির এব চ।
দ্বাবাত্মানাবুভাবেতৌ প্রাণাপানাবুদাহৃতৌ ॥ ১২
তয়োঃ প্রাণোঽন্তরাত্মাস্য বাহ্যোঽপানোঽত উচ্যতে।
অন্নং প্রাণস্তথাপানং মৃত্যুর্জীবিতমেব চ ॥ ১৩
অন্নং ব্রহ্ম চ বিজ্ঞেয়ং প্রজানাং প্রভবস্তথা।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে স্থিতিরন্নেন চোচ্যতে ॥ ১৪
বর্দ্ধন্তে তেন ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ॥ ১৫
তদেবাগ্নৌ হুতং হ্যন্নং ভুঞ্জতে দেবদানবাঃ।
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি পিশাচাশ্চান্নমেব হি ॥ ১৬
ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পাশুপতযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

করিবে। তুমি সুরজ্যেষ্ঠ, উগ্র, চতুর ও ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের মৃত্যুসংহারক, তোমার উদ্দেশে অর্পিত এই হবিঃ আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুক। এইরূপ বলিয়া হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ-হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক পরে তদ্দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে। ১—১১। অতঃপর পুনরায় জল স্পর্শপূর্ব্বক স্বশরীর স্পর্শ করিয়া চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, হৃদয় ও মস্তক যথাক্রমে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও অপান এই উভয়ই আত্মস্বরূপ। তন্মধ্যে প্রাণবায়ু অন্ত-রাত্মস্বরূপ এবং অপানবায়ু বহিরাত্মস্বরূপ। অন্নই প্রাণ, অপান, মৃত্যু ও জীবিতস্বরূপ। অন্ন ব্রহ্মস্বরূপ এবং উহা প্রজাগণের উদ্ভবের কারণ। অন্ন হইতেই ভূতগণ উৎপন্ন হয় এবং অন্নই উহাদিগের রক্ষক। অন্ন দ্বারাই ভূতগণের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, উহার নাম হইয়াছে অন্ন। ঐ অন্ন অগ্নিতে আহুত হইলে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ সকল উহা ভোজন করিয়া থাকে। ১২—১৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শৌচাচারস্য লক্ষণম্।
যদনুষ্ঠায় শুদ্ধাত্মা প্রেত্য স্বর্গং হি চাপ্নুয়াৎ ॥ ১
উদকার্থন্তু শৌচান্তং মুনীনামুত্তমং পদম্।
যস্তু তেষ্বপ্রমত্তঃ স্যাৎ স মুনির্নাবসীদতি ॥ ২
মানাবমানৌ দ্বাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে।
অবমানং বিষং তত্র মানন্ত্বমৃতমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
গুরোঃ প্রিয়হিতে যুক্তঃ স তু সংবৎসরং বসেৎ।
নিয়মেষ্বপ্রমত্তস্তু যমেষু চ সদা ভবেৎ ॥ ৪
প্রাপ্যানুজ্ঞাং ততশ্চৈব জ্ঞানাগমনমুত্তমম্।
অবিরোধেন ধর্ম্মস্য বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫
চক্ষুঃপূতং ব্রজেন্মার্গং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীমিতি ধর্ম্মানুশাসনম্ ॥ ৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অতঃপর শৌচাচারের লক্ষণ বিবৃত করিতেছি, যাহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ইহলোক পরিত্যাগের পর স্বর্গলাভ করেন। শৌচান্ত উদককার্য্য মুনিগণের উত্তম-পদ। যিনি অপ্রমত্ত হইয়া সেই কার্য্য করেন, তিনি কখনই অবসাদগ্রস্ত হন না। মান ও অপ-মান যথাক্রমে অমৃত ও বিষস্বরূপে উল্লিখিত। অপমান বিষতুল্য এবং মান অমৃতরূপ নির্দ্দিষ্ট। সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি সম্বৎসরকাল গুরুর প্রিয়কর্ম্মে ও হিতে রত হইয়া তাঁহার সমীপে বাস করিবেন। ঐ সময় সতত যম নিয়মাদি আচরণে সাবধান হইবেন। ঐরূপ ধর্ম্মের অবিরোধী আচরণ করিতে করিতে উত্তম জ্ঞানলাভান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গৃহ-স্থাদি আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। মনোযোগের সহিত দেখিয়া পথ বিচরণ করিবে, তাহা না হইলে পথিমধ্যে অনেক কীটাদি পদাঘাতে বিনষ্ট হইতে পারে। কলস প্রভৃতি পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়া তন্মধ্যে জল উঠাইয়া সেই জল পান করিবে। যে বাক্যে মিথ্যাসম্বন্ধ নাই, তাদৃশ বাক্যই প্রয়োগ

আতিথ্যং শ্রাদ্ধযজ্ঞেষু ন গচ্ছেৎ যোগবিৎ ক্বচিৎ
এবং হ্যহিংসকো যোগী ভবেদিতি বিচারণা ॥ ৭
বহ্নৌ বিধূমে ব্যঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্‌ ভুক্তবজ্জনে।
বিচরেন্মতিমান্‌ যোগী ন তু তেষ্বেব নিত্যশঃ ॥ ৮
যথৈবমবমন্যন্তে যথা পরিভবন্তি চ।
যুক্তস্তথা চরেদ্ভৈক্ষ্যং সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্‌ ॥ ৯
ভৈক্ষ্যং চরেদ্‌গৃহস্থেষু সদাচারগৃহেষু চ।
শ্রেষ্ঠা তু পরমা চেয়ং বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে ॥ ১০
অত ঊর্দ্ধং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্দ্বিজঃ।
শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু ॥ ১১
অত ঊর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টপতিতেষু চ।
ভৈক্ষচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরুচ্যতে ॥ ১২
ভৈক্ষ্যং যবাগূং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব চ।
ফলমূলং বিপক্বং বা পিণ্যাকং শক্তিতোঽপি বা ॥
ইত্যেতে বৈ ময়া প্রোক্তা যোগিনাং সিদ্ধিবর্দ্ধনাঃ
আহারাস্তেষু সিদ্ধেষু শ্রেষ্ঠং ভৈক্ষ্যমিতি স্মৃতম্‌ ॥
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে সমশ্নুতে।
ন্যায়তো যস্তু ভিক্ষেত স পূর্ব্বোক্তাদ্বিশিষ্যতে ॥ ১৫
যোগিনাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্‌।
একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি শক্তিতো বা সমাচরেৎ ॥
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অলোভস্ত্যাগ এব চ।
ব্রতানি চৈব ভিক্ষুণামহিংসা পরমার্থতঃ ॥ ১৭
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্‌।
নিত্যং স্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
বীজযোনির্গুণপূর্ব্বন্ধঃ কর্ম্মভিরেব চ।
যথা দ্বিপ ইবারণ্যে মনুষ্যাণাং বিধীয়তে ॥ ১৯
প্রাপ্যতে বাচিরাদেবাঙ্কুশেনেব নিবারিতঃ।
এবং জ্ঞানেন শুদ্ধেন দগ্ধবীজো হ্যকল্মষঃ।
বিমুক্তবন্ধঃ শান্তোঽসৌ মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ২০

বেদৈস্তূক্তাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াস্তু
যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহুরগ্র্যম্‌।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন্‌ প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ ॥ ২১

করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন এইরূপই। যোগবিদ্‌ ব্যক্তি শ্রাদ্ধযজ্ঞে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না এবং সর্ব্বদা অহিংসা আচরণ করিবেন। যোগিব্যক্তি অঙ্গারহীন বহ্নির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত জনেরই সংসর্গ করিবেন; তাহাও আবার সর্ব্বক্ষণ করিবেন না। যেখানে যোগীরা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে বা করিলে অবমানিত ও পরিভূত হয়েন, সে সকল স্থলে ও সজ্জনের ধর্ম্মে দোষারোপ না করিয়া ভৈক্ষ্য গ্রহণ করা যোগিগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। যোগী সদাচাররত গৃহস্থের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন; উহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সম্পত্তিশালী গৃহস্থ অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসী মহাত্মা শ্রোত্রিয়ের নিকট ভিক্ষা লইবেন। ইহা ভিন্ন নির্দ্দোষ নিকৃষ্টবর্ণ গৃহস্থের গৃহেও ভিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে নিকৃষ্ট বৃত্তি। ভিক্ষালব্ধ যবাগূ, তক্র, দুগ্ধ যাবক, বিপক্ব ফল, মূল, পিণ্যাক, এই সকলই যোগীর উৎকৃষ্ট আহার সামগ্রী। ১—১৪। যে যোগী মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দু পান করেন বা যিনি ন্যায়ানুসারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, জানিবে, সেই যোগী পূর্ব্বোক্ত যোগী হইতে বিশিষ্ট। সমস্ত যোগীর পক্ষেই শ্রেষ্ঠ ব্রত চান্দ্রায়ণ। যোগিমাত্রেরই যথাশক্তি একটি দুইটি তিনটি অথবা চারিটি চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, ত্যাগ, অহিংসা, অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহার-লাঘব, স্বাধ্যায়, এই সকল যম নিয়ম যোগিব্যক্তির সর্ব্বথা পালনীয়। আরণ্য গজ মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অঙ্কুশাঘাতে অচিরেই যেরূপ বশ্যতাস্বীকার করে, তেমনি সবীজ ত্রিগুণাময় শরীরধারী কর্ম্মবদ্ধ ব্যক্তি যোগাভ্যাসে ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ববশে স্থাপন করিবে, পরে শুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা বাসনাজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে যোগী নিষ্পাপ ও বন্ধনবিহীন হইয়া পরম শান্তিলাভ করত মুক্ত বলিয়া কথিত হন। বেদে ভগবতীয় যজ্ঞাদিক্রিয়া কথিত হইয়াছে। সেই সেই যজ্ঞে জ্ঞানিগণের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতার নামও কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপাস্যের জ্ঞান হইতে সঙ্গরাগাদি-বর্জ্জিত উপাস্যের ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া

দমঃ দমঃ সত্যমকল্মষত্বং
মৌনঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষ্বথার্জ্জবম্।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞানমিদং তথার্জ্জবং
প্রাহুস্তথা জ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ॥ ২২
সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী
শুচিস্তথৈবাত্মরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়ুর্যোগমিমং মহাধিয়ো
মহর্ষয়শ্চৈবমনিন্দিতামলাঃ॥ ২৩

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে শৌচাচারলক্ষণং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

আশ্রমত্রয়মুৎসৃজ্য প্রাপ্তস্তু পরমাশ্রমম্।
অতঃ সংবৎসরস্যান্তে প্রাপ্যাঙ্গজ্ঞানমনুত্তমম্॥ ১
অনুজ্ঞাপ্য গুরুঞ্চৈব বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্।
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যজ্জ্ঞেয়সাধকম্॥ ২
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তুবিতৃশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ৩
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি ধ্যানে হ্যেবং মনো দধেৎ॥৪
শূন্যেষ্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনে তথা।
নদীনাং পুলিনে চৈব নিত্যং যুক্তঃ সদা ভবেৎ॥৫
বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী ব্যবস্থিতঃ॥ ৬
অবস্থিতো ধ্যানরতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ
শুভাশুভে হিত্য চ কর্ম্মণী উভে।
ইদং শরীরং প্রবিমুচ্য ধর্ম্মতো
ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ॥ ৭

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পরমাশ্রমপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

যায় এবং তাহা পাইলে পরম নিত্য-পদ-লাভ হয়। জ্ঞানবিশুদ্ধ-সত্ত্ব যোগিগণ শম, দম, সত্যপরতা, নিষ্পাপত্ব, মৌন ও অখিলভূতে সারল্য প্রভৃতিকেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের নিদান বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমাদী, শুচি, আত্মপ্রিয় ও জিতেন্দ্রিয়, সেই সমস্ত ব্যক্তি এই যোগের অধিকারী। মহাজ্ঞানী মহর্ষি। এই যোগাবলম্বনেই নির্ম্মল হইয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।১৫—২৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—যোগিব্যক্তি আশ্রমত্রয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রমে গুরুর নিকট সম্বৎসর বাস করিবেন। পরে জ্ঞানলাভের পর গুরুর আজ্ঞা লইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীর নানাস্থানে বিচরণ করিবেন। ঐ অবস্থায় যে জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, সকল জ্ঞানের সারভূত সেই জ্ঞানের উপাসনাই কর্ত্তব্য। কেবল ইহা জ্ঞান এবং ইহা জ্ঞেয় এইরূপ বিভক্ত জ্ঞান লাভ হইলেই হয় না, কারণ তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রকল্পেও জ্ঞেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়েন না। সঙ্গ পরিত্যাগ ও ক্রোধ পরাজয়পূর্ব্বক লঘ্বাহারে ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা বিষয় দ্বার সকল অবরোধ করত ধ্যান অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আকাশের ন্যায় অবকাশসমন্বিত গুহা, অরণ্য, নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে যোগাবলম্বী হওয়া উচিত। যিনি বাক্‌দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড সাধন করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার কথার উপর কর্ম্মের ও মনের সম্পূর্ণ শাসন রাখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তিনিই ত্রিদণ্ডী নামে অভিহিত। এই প্রকারে যে যোগী সমাহিত ধ্যানানুরক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শুভাশুভ দ্বিবিধ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই দেহত্যাগের পর নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর কখন জীবধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্ম-মৃত্যুভোগ করিতে হয় না। ১—৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যতীনামিহ নিশ্চয়ম্।
প্রায়শ্চিত্তানি তত্ত্বেন যানি কামকৃতানি তু॥ ১
অথ কামকৃতঞ্চাহুঃ সূক্ষ্মধর্ম্মবিদো জনাঃ।
পাপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম্॥ ২
সততং হি দিবা রাত্রৌ যেনেদং বধ্যতে জগৎ।
ন কর্ম্মাণি ন চাপ্যেব তিষ্ঠতীতি পরা শ্রুতিঃ॥ ৩
ক্ষণমেব প্রযোজ্যস্ত আয়ুষস্ত বিধারণাৎ।
ভবেদ্ধীরোঽপ্রমত্তস্ত যোগো হি পরমং বলম্॥৪
নহি যোগাৎ পরং কিঞ্চিন্নরাণামিহ দৃশ্যতে।
তস্মাদ্‌যোগং প্রশংসন্তি ধর্ম্মযুক্তা মনীষিণঃ॥ ৫
অবিদ্যাং বিদ্যয়া তীত্ব। প্রাপ্যৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্।
দৃষ্ট্বা পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদম্॥ ৬
ব্রতানি যানি ভিক্ষূণাং তথৈবোপব্রতানি চ।
একৈকাপক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥৭
উপেত্য তু স্ত্রিয়ং কামাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ
প্রাণায়ামসমাযুক্তং কুর্য্যাৎ সান্তপনং তথা॥ ৮
ততশ্চরতি নির্দ্দেশং কৃচ্ছ্রস্যান্তে সমাহিতঃ।
পুনরাশ্রমমাগত্য চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
ন ধর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তীতি মনীষিণঃ॥ ৯
তথাপি চ ন কর্ত্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ।
অহো বাগধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ।
হিংসা হ্যেষা পরাস্বষ্টা দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা॥ ১০
যদেতদ্দ্রবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতি প্রাণান্ যো যস্য হরতে ধনম্॥১১
এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতাচ্চ্যুতঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্॥ ১২
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভূয়ঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ॥ ১৩
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—এক্ষণে আমি যতিগণের কামকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সবিস্তর নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। সূক্ষ্ম ধর্ম্মবিদেরা ইচ্ছাকৃত পাপ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, এই পাপ বাক্যজ, মনোজ ও কায়জ ভেদে ত্রিবিধ। এই সমুদয় কর্ম্ম দ্বারাই জগৎ দিবারাত্র আবদ্ধ। এই জগৎ ক্ষণবিনশ্বর আয়ুর পরিমাণ-জ্ঞাপকমাত্র। অর্থাৎ এই জগতের অস্তিত্ব দ্বারাই আমরা আয়ুর পরিমাণ নিরূপণ করিয়া থাকি। যোগই মনুষ্যের প্রধান বল। এই সংসারে যোগ ভিন্ন মনুষ্যের পক্ষে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না, এই নিমিত্তই সাধুগণ যোগের বহুল প্রশংসা করেন। জ্ঞানিগণ যোগসিদ্ধ বিদ্যায় অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম ঐশ্বর্য্য লাভান্তে ব্রহ্মলোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। ভিক্ষুগণের যাহা ব্রত এবং ব্রতাঙ্গ কর্ম্ম, তাহার এক একটির ব্যতিক্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে। মাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীগমন করিলে প্রাণায়ামের সহিত কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কৃচ্ছ্রসান্তপন সমাহিত হইলে ঐ ভিক্ষু পুনরায় আশ্রমে আসিয়া সাবধানে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে থাকিবেন। যদিও পণ্ডিতগণকে পরিহাসযুক্ত বাক্য পীড়া প্রদান না করুক, তথাপি এই দারুণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কল কথা, যতিগণ পরিহাসচ্ছলেও কাহাকে পীড়াজনক বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বাক্য অপেক্ষা অধিক অধর্ম্ম কিছুতেই হয় না। দেবতা ও মুনিগণ বাক্যকেই শ্রেষ্ঠ হিংসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১—১০। ধন মানবের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। যিনি যাহার ধন হরণ করেন, তিনি তাহার প্রাণহরণ করিয়া থাকেন। যে দুষ্টাত্মা পরধন হরণ করে, সে সেই অসদাচরণে ব্রতচ্যুত হয়। এইরূপে কার্য্য করিয়া পরে পরিতাপ উপস্থিত হইলে শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে একবৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, ইহাতেই সে ব্যক্তির পাপ প্রশমন নিশ্চিত। নির্ব্বেদ জন্মিলে সে ব্যক্তি পুন-

অহিংসা সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ১৪
অকামানপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশূন্ মৃগান্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥ ১৫
স্কন্দেদিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্যদি।
তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ ॥ ১৬
দিবা স্কন্নস্য বিপ্রস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
ত্রিরাত্রমুপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা ॥ ১৭
রাত্রৌ স্কন্নঃ শুচিঃ স্নাতো দ্বাদশৈব তু ধারণাঃ।
প্রাণায়ামেন শুদ্ধাত্মা বিরজা জায়তে দ্বিজঃ ॥ ১৮
একান্নং মধু মাংসং বা হ্যামশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
অভোজ্যানি যতীনাঞ্চ প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥ ১৯
একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
ব্যতিক্রমাচ্চ যে কেচিদ্বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম্।
সদ্ভিঃ সহ বিনিশ্চিত্য যদুক্তাস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ২১

বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু চরন্ সমাহিতঃ।
স্থানং ধ্রুবং শাশ্বতমব্যয়ং সতাং
পরং স গত্বা ন পুনর্হি জায়তে ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যতিপ্রায়শ্চিত্ত-
বিধির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি অরিষ্টানি নিবোধত।
যেন জ্ঞানবিশেষেণ মৃত্যুং পশ্যতি চাত্মনঃ ॥ ১
অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব সোমচ্ছায়াং মহাপথম্।
যো ন পশ্যেৎ স নো জীবেন্নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্
অরশ্মিবন্তমাদিত্যং রশ্মিবন্তঞ্চ পাবকম্।
যঃ পশ্যেন্ন চ জীবেত মাসাদেকাদশাৎ পরম্ ॥ ৩
বমেন্মূত্রং করীষং বা সুবর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষমথ বা স্বপ্নে দশ মাসান্ স জীবতি ॥ ৪

যাঁহার ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতন্দ্রিতভাবে অবস্থান করিবে; কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে হিংসাশূন্য হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি ভিক্ষু অনিচ্ছাক্রমেও কোন পশু, কি মৃগের হিংসা করেন, তবে তাঁহার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ণ করা বিধেয়। যদি কোন যতির কামিনীসন্দর্শনে ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য হেতু রেতঃস্খলন হয়, তবে তিনি ষোড়শবার প্রাণায়াম করিবেন। দিবসে ঐরূপ রেতঃস্খলনে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র উপবাস ও শতসংখ্যক প্রাণায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে। রাত্রিতে রেতঃস্খলনে স্নান ও দ্বাদশবার প্রাণায়ামে শুদ্ধি কথিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম দ্বারাই নিষ্পাপ হইয়া শুদ্ধি লাভ করেন। একান্ন,মধু, মাংস, আমশ্রাদ্ধ ও প্রত্যক্ষ লবণ যতির অভক্ষ্য। উহাদের এক একটির লঙ্ঘনে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধির জন্য বিহিত হয়। ভ্রমক্রমে বাক্য, মন ও শরীরদ্বারা পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সাধুগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাদের ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত, যাঁহার লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমান জ্ঞান এবং যিনি সমাহিত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমভাবে বিচরণ করেন, তিনিই নিত্য, অব্যয়, সজ্জনোচিত পরম অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মভোগ করিতে হয় না। ১১—২২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অতঃপর যাহা অবগত হইলে মনুষ্য নিজের মৃত্যু জানিতে পারেন, সেই সকল অরিষ্ট লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুব, চন্দ্রচ্ছায়া ও মহাপথ দেখিতে পান না, তিনি এক বৎসর পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বদা সূর্য্যকে রশ্মিহীন ও অগ্নিকে রশ্মিময় দেখেন, তিনি একাদশ মাসের অধিক জীবিত থাকেন না। যিনি স্বপ্নে কিম্বা জাগ্রত অবস্থায় মূত্র, করীষ সুবর্ণ বা রজত বমন করেন, তাঁহার জীবন দশমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি খণ্ডং যস্য পদং ভবেৎ ।
পাংশুলে কর্দ্দমে বাপি সপ্ত মাসান্ স জীবতি ॥৫
কাকঃ কপোতো গৃধ্রো বা নিলীয়েদ্‌যস্য মূর্দ্ধনি ।
ক্রব্যাদো বা খগঃ কশ্চিৎ ষণ্মাসান্নাতিবর্ত্ততে ॥ ৬
বধ্যেদ্বায়সপংক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা পুনঃ ।
ছায়াং বা বিকৃতাং পশ্যেচ্চতুঃপঞ্চ স জীবতি ॥৭
অনভ্রে বিদ্যুতং পশ্যেদ্দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্ ।
উদকেন্দ্রধনুর্বাপি ত্রয়ো দ্বৌ বা স জীবতি ॥ ৮
অপ্সু বা যদি বাদর্শে হ্যাত্মানং যো ন পশ্যতি ।
অশিরস্কং তথাত্মানং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ৯
শবগন্ধি ভবেদ্‌গাত্রং বসাগন্ধি হ্যথাপি বা ।
মৃত্যুর্হ্যুপস্থিতস্তস্য অর্দ্ধমাসং স জীবতি ॥ ১০
সংভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি ।
অদ্ভিঃ স্পৃষ্টো ন হৃষ্যেচ্চ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥১১

জানিতে হইবে। সম্মুখে পশ্চাতে ধূলিতে বা কর্দ্দমে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিতাকার দৃষ্ট হয় তাঁহার জীবনের সাত মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে হইবে। কাক, কপোত, গৃধ্র অথবা অপর কোন মাংসাশী পক্ষী যাহার মস্তকে পতিত হয়, তাহার জীবন ছয়মাস মাত্র বুঝিতে হইবে। যিনি বায়সপঙ্‌ক্তি বা পাংশুবর্ষণে আবদ্ধ হয়েন, অর্থাৎ যাঁহার চারিদিকে কাক উড়িতে থাকে বা যাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ছাই উড়িয়া পড়ে অথবা যিনি নিজের ছায়া বিকৃত দর্শন করেন, তাঁহার জীবনের পাঁচমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে বুঝিবে। যিনি বিনামেঘে দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ দর্শন করেন অথবা ইন্দ্রধনু দেখেন, তিনি তৎপরে দুই তিন মাস কালমাত্র জীবিত থাকেন। যিনি সলিলে বা আদর্শে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান না অথবা আপনাকে মস্তকহীন দেখেন, একমাস মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু জানিতে হইবে। যাঁহার শরীর শবগন্ধি অথবা বসাগন্ধি হয়, তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী, বলা বাহুল্য, পঞ্চদশ দিনের অধিক তিনি জীবিত থাকেন না। ১—১০। যাঁহার মর্ম্মস্থান বায়ুতে পীড়িত হয় এবং যাঁহার শরীর জলস্পর্শে রোমাঞ্চিত না হয়, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত

ঋক্ষবানরযুক্তেন রথেনাশান্তু দক্ষিণাম্ ।
গায়ন্নথ ব্রজেৎ স্বপ্নে বিদ্যান্মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ১২
কৃষ্ণাম্বরধরা শ্যামা গায়ন্তী বাথ চাঙ্গনা ।
যন্নয়েদ্দক্ষিণামাশাং স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি ॥১৩
ছিদ্রং বাসশ্চ কৃষ্ণঞ্চ স্বপ্নে যো বিভৃয়ান্নরঃ ।
ভগ্নং বা শ্রবণং দৃষ্ট্বা বিদ্যান্মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ১৪
আমস্তকতলাদ্‌যস্তু নিমজ্জং পঙ্কসাগরে ।
দৃষ্ট্বা তু তাদৃশং স্বপ্নং সদ্য এব ন জীবতি ॥ ১৫
ভস্মাঙ্গারাংশ্চ কেশাংশ্চ নদীং শুষ্কাং ভুজঙ্গমান্
পশ্যেদ্‌যো দশরাত্রন্তু ন স জীবেত তাদৃশঃ ॥ ১৬
কৃষ্ণৈশ্চ বিকটৈশ্চৈব পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ ।
পাষাণৈস্তাড্যতে স্বপ্নে যঃ সদ্যো ন স জীবতি ॥
সূর্য্যোদয়ে প্রত্যুষসি প্রত্যক্ষং যস্য বৈ শিবা ।
ক্রোশন্তী সম্মুখাভ্যেতি স গতায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ ১৮
যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃদয়ং পীড্যতে ভৃশম্ ।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ তং গতায়ুষমাদিশেৎ ॥ ১৯

জানিতে হইবে। যিনি স্বপ্নকালে ভল্লুক বা বানরান্বিত রথে দক্ষিণদিকে গান করিতে করিতে গমন করেন, তাঁহার মৃত্যু অদূরবর্ত্তী। যিনি স্বপ্নে আপনাকে কৃষ্ণাম্বরধারিণী গানকারিণী শ্যামাঙ্গী অঙ্গনাকর্ত্তৃক দক্ষিণদিকে নীয়মান হইতে দেখেন তাঁহারও মৃত্যু নিকটে। যিনি স্বপ্নে আপনাকে ছিন্নভিন্ন কৃষ্ণবসন পরিহিত দেখেন, কিম্বা শ্রবণশক্তিহীন বিবেচনা করেন, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিতে হইবে। যিনি স্বপ্নে পঙ্কময় জলধি মধ্যে আপনাকে মস্তক পর্য্যন্ত মগ্ন করিতে দেখেন, তাঁহার সদ্যই মরণ বটে। যিনি স্বপ্নে ভস্ম, অঙ্গার, কেশ, শুষ্ক নদী ও ভুজঙ্গম দেখেন, দশরাত্রির মধ্যে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। যিনি স্বপ্নে আপনাকে কৃষ্ণবর্ণ উদ্যতায়ুধধারী বিকটাকার পুরুষকর্ত্তৃক পাষাণদ্বারা তাড়িত হইতে দর্শন করেন, তাঁহার সদ্যই মরণ বটে। প্রত্যূষে বা সূর্য্যোদয়ে শৃগালী নির্ভয়ে যাহার অভিমুখে রব করিতে করিতে আইসে, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিতে হইবে। স্নানমাত্র যাহার হৃদয়ে পীড়া উপস্থিত হয় এবং দন্তহর্ষ নামক দন্তরোগ জন্মে,

ভূত্বা ভূয়ঃ শ্বসেদ্‌যস্তু রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
দীপগন্ধঞ্চ নো বেত্তি বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম্। ২০
রাত্রৌ চেন্দ্রায়ুধং পশ্যেদ্ দিবা নক্ষত্রমণ্ডলম্।
পরনেত্রেষু চাত্মানং ন পশ্যেন্ন স জীবতি ॥ ২১
নেত্রমেকং স্রবেদ্‌যস্য কর্ণৌ স্থানাচ্চ ভ্রস্যতঃ।
নাসা চ বক্রা ভবতি স জ্ঞেয়ো গতজীবিতঃ॥ ২২
যস্য কৃষ্ণা খরা জিহ্বা পঙ্কাভাসঞ্চ বৈ মুখম্।
গণ্ডে চিপিটকে রক্তে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ২৩
মুক্তকেশো হসংশ্চৈব গায়ন্নৃত্যংশ্চ যো নরঃ।
যাম্যাশাভিমুখো গচ্ছেত্তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥২৪
যস্য স্বেদসমুদ্ভূতাঃ শ্বেতসর্ষপসন্নিভাঃ।
স্বেদা ভবন্তি হ্যসকৃত্তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ২৫
উষ্ট্রা বা রাসভা বাপি যুক্তাঃ স্বপ্নে রথে শুভাঃ।
যস্য সোঽপি ন জীবেত দক্ষিণাভিমুখো গতঃ ॥২৬
দ্বে চাত্র পরমেঽরিষ্টে এতদ্রূপং পরং ভবেৎ।
ঘোষং ন শৃণুয়াৎ কর্ণে জ্যোতির্নেত্রে ন পশ্যতি
শ্বভ্রে যো নিপতেৎ স্বপ্নে দ্বারঞ্চাস্য ন বিদ্যতে।
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাত্তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥২৮
ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শুষিরা চ নাভি-
রত্যুষ্ণমূত্রো বিষমস্থ এব ॥ ২৯
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ প্রত্যক্ষং যোঽহন্তি হন্যতে
তং পশ্যেদথ হন্তারং স হতস্তু ন জীবতি ॥ ৩০
অগ্নিপ্রবেশং কুরুতে স্বপ্নান্তে যস্তু মানবঃ।
স্মৃতিং নোপলভেচ্চাপি তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥৩১
যস্তু প্রাবরণং শুক্লং স্বকং পশ্যতি মানবঃ।
রক্তং কৃষ্ণমপি স্বপ্নে তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥ ৩২
অরিষ্টসূচিতে দেহে তস্মিন্ কাল উপাগতে।
ত্যক্ত্বা ভয়বিষাদঞ্চ উদ্‌গচ্ছেদ্‌বুদ্ধিমান্নরঃ ॥ ৩৩
প্রাচীং বা যদি বোদীচীং দিশং নিষ্ক্রম্য বৈ শুচি

তাঁহারও মৃত্যু অদূরবর্ত্তী বুঝিবে। যে ব্যক্তি অহোরাত্র ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করেন এবং যিনি দীপনির্ব্বাণগন্ধ প্রাপ্ত হন না, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত বুঝিতে হইবে। ১৯—২০। যিনি রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু ও দিবাভাগে নক্ষত্র-মণ্ডল দর্শন করেন এবং অপরের চক্ষু মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান না, তাঁহারও জীবন নিঃশেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার একটি নেত্র দিয়া সর্ব্বদা জল পতিত হইয়া থাকে, কর্ণ দুইটী নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং নাসিকা বক্রাকৃতি হইয়াছে, তাঁহার মরণ অদূরবর্ত্তী বুঝিবে। যাঁহার জিহ্বা ধারাল ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ বিবর্ণ এবং গণ্ড ও চিবুক রক্তবর্ণ হয়, তাঁহারও শীঘ্রই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মুক্তকেশে হাস্য, গীত ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণদিকে যাইতে থাকেন, তাঁহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যাঁহার গাত্র হইতে শ্বেতসর্ষপের ন্যায় নিয়ত ঘর্ম্মবিন্দু বহির্গত হইতে থাকে, জানিতে হইবে, তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যিনি স্বপ্নে উষ্ট্র বা গর্দ্দভযুক্ত রথে আপনাকে দক্ষিণাভিমুখে নীয়মান দেখেন, জানিতে হইবে তাঁহারও জীবন শেষ হইয়াছে। যাঁহার কর্ণে শব্দশ্রবণ এবং চক্ষুতে জ্যোতির্দর্শন হয় না, জানিবে তাঁহার এই দুইটিই প্রধান অরিষ্ট। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া ঐ গর্ত্ত হইতে উঠিবার পথ পায় না, বুঝিবে তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাহার চক্ষুর দৃষ্টি নানাদিকে পরিবর্ত্তিত হইলেও স্থিরবিরহিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে অবস্থান করে; যাহার মুখ হইতে উষ্মা বহির্গত হয়, নাভি গর্ত্তের ন্যায় ও মূত্র অত্যুষ্ণ হইয়া যায়, তাহার জীবন সংশয় জানিবে। যিনি দিবসে বা রাত্রিকালে স্বপ্নে নিজ হন্তাকে সম্মুখে দেখেন এবং আপনাকে হত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারও জীবন অবসান জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহার মনে থাকে না, তাঁহার মৃত্যু সদ্যই ঘটে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের প্রাবরণ শুক্ল রক্ত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দেখেন, জানিতে হইবে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। এইরূপ অরিষ্ট সকল দৃষ্ট হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তজ্জন্য ভয় বা বিষাদ করিবেন না। তিনি তখন পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে গিয়া

সমেহতিস্থাবরে দেশে বিবিক্তে জনবর্জ্জিতে ॥ ৩৪
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা স্বস্থঃ স্বাচান্ত এব চ।
স্বস্তিকোপনিবিষ্টশ্চ নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
সমকায়শিরোগ্রীবং ধারয়েন্নাবলোকয়েৎ ॥ ৩৫
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে তস্মাৎ যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥
প্রাণে চ রমতে নিত্যং চক্ষুষোঃ স্পর্শনে তথা।
শ্রোত্রে মনসি বুদ্ধৌ চ তথা বক্ষসি ধারয়েৎ ॥ ৩৭
কালধর্ম্মং বিজ্ঞায় সমূহত্যৈব সর্ব্বশঃ।
শতমষ্টশতং বাপি ধারণাং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥ ৩৮
ন তস্য ধারণাযোগাদ্বায়ুঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ততস্ত্বাপূরয়েদ্দেহং ওঁকারেণ সমাহিতঃ।
অথোঙ্কারময়ো যোগী ন ক্ষরেত্ত্বক্ষরী ভবেৎ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অরিষ্টা ন নাম
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সমতল পবিত্র নির্জ্জনপ্রদেশে সুস্থ ও পবিত্র ভাবে পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে স্বস্তিকাসনে উপবেশন করত আচমনাদি পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিবেন। পরে সর্ব্বশরীর সমভাবে ধারণ করত কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না। নির্ব্বাতদেশস্থ দীপ যেমন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্ প্রবণদেশে যোগতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি চিত্তের ধারণা করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। ধারণাকালে যোগিব্যক্তি প্রাণ অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে রত থাকিবেন এবং ক্রমে চক্ষুঃ, শ্রোত্র, স্পর্শ, মন, বুদ্ধি ও বক্ষঃস্থলে চিত্তের ধারণা সাধন করিবেন। এইরূপে মৃত্যুলক্ষণ জানিতে পারিয়া একশত বা আটশত বার 'ওঁ' মন্ত্র জপদ্বারা শিরে বায়ুধারণ করিবে, ইহাতে বায়ু কোনদিকে পরিবর্ত্তিত হইবে না; অনন্তর 'ওঁকার' দ্বারা স্থিরচিত্তে দেহকে পূরণ করিলে, যোগিব্যক্তি ওঁকারময় অর্থাৎ ওঁকারাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়েন, তখন কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ২১—৩৯।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণম্।
এষ ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনস্থাত্র সস্বরম্ ॥ ১
প্রথমা বৈদ্যুতী মাত্রা দ্বিতীয়া তামসী স্মৃতা।
তৃতীয়া নির্গুণী বিদ্যান্মাত্রামক্ষরগামিনীম্ ॥ ২
গান্ধর্ব্বীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসম্ভবা।
পিপীলিকা সমস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে ॥ ৩
যথা প্রযুক্তমোঙ্কারং প্রতিনির্ব্বাতি মূর্দ্ধনি।
তদোঙ্কারময়ো যোগী হক্ষরেহভাস্বরো ভবেৎ ॥ ৪
প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন চেদ্বিদ্ধং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৫
ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম গুহায়াং নিহিতং পদম্।
ওঁমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োহগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়স্ত্বেতে ঋক্সামানি যজুংষি চ ॥ ৬

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, অনন্তর ওঁকারপ্রাপ্তির লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই সস্বর-ব্যঞ্জনাত্মক ওঁকার ত্রিমাত্র রূপে নিশ্চিত। ঐ ওঙ্কারের প্রথমমাত্রা বৈদ্যুতী, দ্বিতীয়া তামসী ও তৃতীয়া নির্গুণী। অক্ষরগামিনী মাত্রাকে এইরূপেই বিদিত হইতে হইবে। ঐ গান্ধার-সম্ভবা প্রণবরূপিণী শক্তিকে গান্ধর্ব্বী নামে অভিহিত করা হয়। ঐ শক্তি যখন মস্তকে প্রযুক্ত হয়, তখন পিপীলিকা স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ অনুভূত হইয়া থাকে। ওঁকার উচ্চারিত হইয়া যখন শিরোদেশে গমন করে, যোগী ব্যক্তি তখনই ওঁকারময় হইয়া অক্ষরস্বরূপ হয়েন। প্রণব ধনুঃস্বরূপ, মন উহার শর এবং ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য। যদি অপ্রমত্তভাবে ঐ লক্ষ্য চিত্তদ্বারা বিদ্ধ হয়, তবে জীব ব্রহ্মময় হয়েন। 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপে বিদিত। জীবের হৃদয়গুহায় উহার অবস্থান। ওঁকার ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়স্বরূপ; ভূর্ভুবঃ ও স্বর্লোকস্বরূপ এবং ত্রিবিধ অগ্নিস্বরূপ। ইহাই বিষ্ণুর ক্রমস্বরূপ

মাত্রাশ্চাত্র চতস্রস্তু বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তশ্চ যো যোগী তস্য সালোক্যতাং ব্রজেৎ
অকারস্ত্বক্ষরো জ্ঞেয় উকারঃ স্বরিতঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রিমাত্র ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ ৮
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকশ্চ বিধীয়তে॥ ৯
ওঁকারস্তু ত্রয়ো লোকাঃ শিরস্তস্য ত্রিপিষ্টপম্।
ভুবনান্তঞ্চ তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মং তৎপদমুচ্যতে॥ ১০
মাত্রাপদং রুদ্রলোকো হ্যমাত্রস্তু শিবং পদম্।
এবং ধ্যানবিশেষেণ তৎপদং সমুপাসতে॥ ১১
তস্মাদ্ধ্যানরতির্নিত্যমমাত্রং হি তদক্ষরম্।
উপাস্যং হি প্রযত্নেন শাশ্বতং পদমিচ্ছতা॥ ১২
হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা ততো দীর্ঘা ত্বনন্তরম্।
ততঃ প্লুতবতী চৈব তৃতীয়া উপদিশ্যতে॥ ১৩
এতাস্তু মাত্রা বিজ্ঞেয়া যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যাবচ্চৈব তু শক্যন্তে ধার্য্যন্তে তাবদেব হি॥ ১৪
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিং ধ্যায়ন্নাত্মনি যঃ সদা।
অত্রাষ্টমাত্রমপি চেচ্ছৃণুয়াৎ ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৫

বেদত্রয়। পরমার্থতঃ ওঁকারের চারিটী মাত্রা। যে যোগিজন তাহাতে যোগযুক্ত হয়েন, তিনি তৎসালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। অকার অক্ষর, উকার স্বরিত এবং মকার প্লুতস্বরূপ; প্রণবের এই তিন মাত্রা; অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক এবং সব্যঞ্জক মকার স্বর্লোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ত্রিলোকাত্মক ওঁকারের মস্তক-প্রদেশই ত্রিপিষ্টপ। ভুবনান্ত সমস্ত লোকের আশ্রয়ভূত ওঁকারই ব্রহ্মপদরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ১—১০। রুদ্রলোক মাত্রা-বিশিষ্ট, পরন্তু শিবপদ মাত্রাহীন এইরূপ চিন্তাতে জীব তৎপদ লাভ করেন। অত-এব যে ব্যক্তি নির্গুণ শাশ্বতপদলাভে অভি-লাষ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই অমাত্র নিত্যপদের উপাসনা করাই একান্ত বিধেয়। পূর্ব্বে যে হ্রস্বাদি তিন মাত্রা কথিত হই-য়াছে, উহারই আনুপূর্ব্বিক ধারণা শক্তি অনুসারে অভ্যাস করিবে। আত্মাতে ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির উপাসনা করিলে যে ফল

মাসে মাসেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
ন স তৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং মাত্রয়া যদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬
অর্দ্ধবিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে পিবেন্নরঃ।
সংবৎসরশতং পূর্ণং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭
ইষ্টাপূর্ত্তস্য যজ্ঞস্য সত্যবাক্যে চ যৎফলম্।
অভক্ষণে চ মাংসস্য মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৮
স্বাম্যর্থে যুধ্যমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্।
যস্তবেত্তৎফলং দৃষ্টং মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯
ন তথা তপসোগ্রেণ ন যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
যৎফলং প্রাপ্নুয়াৎ সম্যঙ্ মাত্রয়া তদবাপ্নুয়াৎ॥ ২০
তত্র বৈ যোঽর্দ্ধমাত্রো যঃপ্লুতো নামোপদিশ্যতে।
এষা এব ভবেৎ কার্য্যা গৃহস্থানাস্তু যোগিনাম্॥ ২১
এষা চৈব বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যসমলক্ষণা।
যোগিনস্তু বিশেষেণ ঐশ্বর্য্যং হ্যষ্টলক্ষণম্।
অণিমাদ্যেতি বিজ্ঞেয়া তস্মাদ্যুঞ্জীত তাং দ্বিজঃ॥

লাভ হয়, এই অষ্টমাত্র ওঁকার উপাসনা দ্বারাও যোগী সে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ওঁকার মাত্রার উপাসনা দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, শত বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্ব্বদা কুশাগ্র দ্বারা জল-বিন্দুমাত্র পান করত শতবৎসর তপস্যা করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই মাত্রা উপাসনা দ্বারাও তদনুরূপ পুণ্য হইয়া থাকে। ইষ্টাপূর্ত্ত যজ্ঞে, সত্যবাক্যকথনে এবং মাংসের অভোজনে যে ফল, ওঁকারের উপাসনাতেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বামীর উপকার আশয়ে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরগণ যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, ওঁকার উপাসকেরও তাদৃশ পুণ্য হয়। অত্যুগ্র তপস্যা বা বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াও ওঁকারোপাসনা-লব্ধ পুণ্যফল লাভ করা যায় না। পূর্ব্বে যে অর্দ্ধমাত্র প্লুতমাত্র ওঁকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে উপাসনা করা গৃহস্থ ও যোগীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত ওঁকারমাত্রা সকলেরই ঐশ্বর্য্য সমান; কিন্তু তদুপাসক যোগিগণের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। এতন্ত মহৎ ফলপ্রদ

এবং হি যোগী সংযুক্তঃ শুচির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মানং বিন্দতে যস্তু স সর্ব্বং বিন্দতে দ্বিজঃ॥
ঋচো যজূংষি সামানি বেদোপনিষদস্তথা।
যোগজ্ঞানাদবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো ধ্যানচিন্তকঃ॥২৪
সর্ব্বভূতলয়ো ভূত্বা অভূতঃ স তু জায়তে।
কারণং সমতিক্রম্য যাতি বৈ শাশ্বতং পদম্॥২৫
অপি চাত্র চতুর্ব্বক্ত্রাং ধ্যায়মানচতুর্ম্মুখীম্।
প্রকৃতিং বিশ্বরূপাখ্যাং দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা॥২৬

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥২৭
অষ্টাক্ষরাং ষোড়শপাণিপাদাং
চতুর্ম্মুখীং ত্রিশিরামেকশৃঙ্গাম্।
আদ্যামজাং বিশ্বসৃজাং স্বরূপাং
জ্ঞাত্বা বুধাস্ত্বমৃতত্বং ব্রজন্তি।
যে ব্রাহ্মণাঃ প্রণবং বেদয়ন্তি
ন তে পুনঃ সংসরন্তীহ ভূয়ঃ॥২৮

ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্মপরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদয়তে সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥২৯
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য মুক্তবন্ধনবন্ধনঃ।
অচলং নির্গুণং স্থানং শিবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমোঙ্কারপ্রাপ্তিলক্ষণম্॥৩০
নমো লোকেশ্বরায় সঙ্কল্পকল্পগ্রহণায় মহান্ত-
মুপতিষ্ঠতে তস্মৈ হিতং যদ্ব্রহ্মণে নমঃ।
সর্ব্বত্র স্থানিনে নির্গুণায় সত্ত্বভক্তযোগীশ্বরায় চ॥৩১

পুষ্করপর্ণমিবাদ্ভির্বিশুদ্ধমিব ব্রহ্মোপতিষ্ঠেৎ পবিত্রং পবিত্রাণাং পবিত্রং পবিত্রেণ পরিপূরিতেন পবিত্রেণ হ্রস্বং দীর্ঘপ্লুতমিতি তদেতমোঙ্কারমশব্দমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধং পর্য্যুপাসেত অবিদ্যেশানায় বিশ্বরূপো ন তস্য অবিদ্যেশানায় নমো যোগীশ্বরায়েতি চ যেন দ্যৌরুগ্রা

"ওঁ" উপাসনার প্রতি যোগিজন বিশেষ যত্ন করিবেন। যোগিজন শম, দম, ইন্দ্রিয়জয় ও শৌচসম্পন্ন হইয়া ওঁকারাত্মক আত্মাকে উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হইলে এই সংসারের সমস্ত বস্তুই লাভ করিয়া থাকেন। ঋক্, যজুঃ, সাম, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমুদায়ই যোগানুষ্ঠানে জানা যায়, কোন বিষয়ই অপরিজ্ঞাত থাকে না। ওঁকার উপাসক সর্ব্বভূতের লয়স্থান হইয়া স্বয়ং উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারবর্জ্জিত হয় এবং সমস্ত কার্য্যকারণের অতীত হইয়া শাশ্বত পদ লাভ করেন। পুরুষেরা 'ওঁ' উপাসনায় দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া এই চতুর্ম্মুখী, নিত্যা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা, বহুবিধ প্রজাসৃষ্টিকারিণী, স্বরূপবিধায়িনী, বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতিকে দর্শন পূর্ব্বক তদীয় দোষাদি বিদিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। ১০—২৭। ঐ অষ্টস্বরা, ষোড়শপাদিপাদা, চতুর্ম্মুখী, ত্রিশিরা, একশৃঙ্গা, আদ্যা অজা, বিশ্বস্রষ্ট্রীস্বরূপা, প্রণবশক্তিকে পরিজ্ঞাত হইলে, জ্ঞানিজনেরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্রাহ্মণ নিয়ত ঐ প্রণবের ধ্যান করেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না। এই পরব্রহ্মসংজ্ঞিত ওঁকার যিনি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিমুক্তবন্ধন হইয়া সংসারচক্র অতিক্রম করত অচল নির্গুণ মঙ্গলময় ধাম প্রাপ্ত হয়েন। আমি এই ওঁকার প্রাপ্তির লক্ষণ বর্ণন করিলাম। ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সতত আমাদের হিতসাধন করিতেছেন, অতএব সংকল্পাত্মক বিস্তৃত জগতের আশ্রয়স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। এই ব্রহ্ম নির্গুণ, ইনি সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি ভক্ত যোগীর অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন পদ্মপত্র জলধারণ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সকল জগতের আশ্রয় হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ আছেন ও সকল পবিত্র পদার্থ হইতে পবিত্রভাবে বিরাজ করেন। এই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতবিশিষ্ট ওঁকার, শব্দের গম্য নহে, তাঁহার স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধ নাই, তিনিই এই অজ্ঞানকল্পিত জগতের একমাত্র ঈশ্বর অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণাতেই অবিদ্যা স্বীয় শক্তি বিস্তার দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যিনি

পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বস্তনিতং যেন নাকস্তয়ো-
রন্তরীক্ষং ইমে বরীয়সো দেবানাং হৃদয়ং
বিশ্বরূপো ন তস্য প্রাণাপানৌপম্যাকাস্তি
ওঁকারো বিশ্ববিশ্বা বৈ যজ্ঞঃ যজ্ঞো বৈ বেদঃ
বেদো বৈ নমস্কারঃ নমস্কারো রুদ্রো নমো
রুদ্রায় যোগেশ্বরাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৩২
ইতি সিদ্ধিপ্রত্যুপস্থানং সায়ং প্রাতর্মধ্যাহ্নে
নম ইতি ॥ ৩৩

সর্ব্বকামফলোরুদ্রঃ ॥ ৩৪
যথা বৃন্তাৎ ফলং পক্বং পবনেন সমীরিতম্।
নমস্কারেণ রুদ্রস্য তথা পাপং প্রণশ্যতি ॥ ৩৫
যথা রুদ্রনমস্কারঃ সর্ব্বধর্ম্মফলো ধ্রুবঃ।
অন্যদেব-নমস্কারো ন তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
তস্মাৎ ত্রিষবণং যোগী উপাসীত মহেশ্বরম্।
দশবিস্তারকং ব্রহ্ম তথা চ ব্রহ্মবিস্তরম্ ॥ ৩৭
ওঁকারং সর্ব্বতঃ কালে সর্ব্বং বিহিতবান্ প্রভুঃ
তেন তেন তু বিষ্ণুত্বং নমস্কারং মহাযশাঃ ॥ ৩৮
নমস্কারস্তথা চৈব প্রণবস্তবতে প্রভুম্।
প্রণবং স্তবতে যজ্ঞো যজ্ঞং সংস্তবতে নমঃ।
নমস্তবতি বৈ রুদ্রস্তস্মাৎ রুদ্রপদং শিবম্ ॥ ৩৯
ইত্যেতানি রহস্যানি যতীনাং বৈ যথাক্রমম্।
যস্তু বেদয়তে ধ্যানং স পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম্ ॥৪০

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ওঁকারপ্রাপ্তিলক্ষণং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

এই আবদ্যা প্রেরক যোগীশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহার অবিদ্যা নষ্ট হয়। তিনি নিজের অস্তিত্বকে অন্যের অস্তিত্ব বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ অন্যকে নিজের মত জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি দ্যুলোককে উগ্র, পৃথিবীকে কঠিন ও স্বর্গলোককে শব্দায়মান করেন, যিনি নাকনায়ক স্বর্গ ও আকাশস্বরূপ, যিনি দেবতাদের হৃদয় এবং এই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার সৃষ্ট সর্ব্ব পদার্থস্বরূপ। তাঁহার প্রাণ বা অপানের সহিত কাহারও উপমা হয় না। এই ওঁকার বিশ্ব, যজ্ঞ, বেদ ও নমস্কারস্বরূপ, ইনিই রুদ্র, এই যোগেশ্বর রুদ্রকে নমস্কার করি। এই রুদ্র কামনানুসারে ফল প্রদান করেন, সুতরাং সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে সিদ্ধিপ্রদ রুদ্রকে নমস্কার করিবে। ২৮—৩৪। সুপক্ব ফল যেরূপ বায়ুবিচালিত হইলে বৃক্ষশাখা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়, তদ্রূপ রুদ্রের নমস্কারে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। রুদ্রের নমস্কারে সর্ব্বফল লাভ করা যায়, কিন্তু অন্য দেবতার নমস্কারে সেরূপ হয় না। সুতরাং যোগিব্যক্তির ত্রৈকালিক স্নানধ্যানে মহেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। দশাঙ্গুলপরিমিত বিস্তৃত স্থান হইতেও বিস্তৃত ব্রহ্মরূপ ওঁকারের উপাসনা সর্ব্বকালেই বিহিত। ওঁকারের উপাসনা করিলে অধম ব্যক্তিও মহাযশা হইয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করে ও ক্রমে সকলের পূজ্য হয়। প্রণব যজ্ঞাদি পরস্পর উৎকর্ষভাবে রুদ্রেরই স্তব করে, অতএব সর্ব্বস্তবনীয় সেই রুদ্রপদকে নমস্কার। যে ব্যক্তি এই যতিরহস্য যথাক্রমে অধ্যয়ন ও ধ্যান করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৫—৪০।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্।
ঋষিঃ শ্রুতিধরঃ প্রাজ্ঞঃ সাবর্ণির্নাম নামতঃ ॥ ১
তেষাং সোপ্যহগ্রতো ভূত্বা বাগ্মী বাক্যবিশারদঃ।
সাত্ত্ব্যাং তত্র কুর্ব্বংস্তং প্রিয়ার্থে সত্রযাজিনাম্।

বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী অগ্নিতুল্যতেজা ঋষিগণের মধ্যে সাবর্ণি নামে কোনও বাগ্মিশ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর প্রাজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তিনি যাজকগণের প্রিয়কার্য্যে তৎপর মহাদ্যুতি

বিনয়েনোপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ স মহাদ্যুতিম্ ॥ ২

সাবর্ণিরুবাচ ।

বিভো পুরাণসম্বদ্ধাং কথাং বৈ বেদসম্মিতাম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ প্রসাদাৎ সর্ব্বদর্শিনঃ ॥ ৩
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ ললাটান্নীললোহিতম্ ।
কথং তত্তেজসং দেবং লব্ধবান্ পুত্রমাত্মনঃ ॥ ৪
কথঞ্চ ভগবান্ জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ।
রুদ্রত্বঞ্চৈব শর্ব্বস্য স্বাত্মজস্য কথং পুনঃ ॥ ৫
কথঞ্চ বিষ্ণো রুদ্রেণ সার্দ্ধং প্রীতিরনুত্তমা ।
সর্ব্বে বিষ্ণুময়া দেবা সর্ব্বে বিষ্ণুময়া গণাঃ ॥ ৬
ন চ বিষ্ণুসমা কাচিদ্‌গতিরন্যা বিধীয়তে ।
ইত্যেবং সততং দেবা গায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ।
ভবস্য স কথং নিত্যং প্রণামং কুরুতে হরিঃ ॥ ৭

সূত উবাচ ।

এবমুক্তে তু ভগবান্ বায়ুঃ সাবর্ণিমব্রবীৎ ।
অহো সাধু ত্বয়া সাধো পৃষ্টঃ প্রশ্নো হ্যনুত্তমঃ ॥ ৮
ভবস্য পুত্রজন্মত্বং ব্রহ্মণঃ সোঽভবদ্‌যথা ।
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিত্বং রুদ্রত্বং শঙ্করস্য চ ॥ ৯
দ্বাভ্যামপি চ সম্প্রীতির্বিষ্ণোশ্চৈব ভবস্য চ ।
যচ্চাপি কুরুতে নিত্যং প্রণামং শঙ্করস্য চ ॥ ১০
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ শৃণুত ব্রুবতো মম ।
মন্বন্তরস্য সংহারে পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১
আসীত্তু সপ্তমঃ কল্পঃ পদ্মো নাম দ্বিজোত্তম ।
বারাহঃ সাম্প্রতস্তেষাং তস্য বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥ ১২

সাবর্ণিরুবাচ ।

কিয়তা চৈব কালেন কল্পঃ সম্ভবতে কথম্ ।
কিঞ্চ প্রমাণং কল্পস্য তত্র প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ১৩

বায়ুরুবাচ ।

মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং কালসংখ্যা যথাক্রমম্ ।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্রুবতো মে নিবোধত ॥ ১৪
কোটীনাং দ্বে সহস্রে বৈ অষ্টৌ কোটীশতানি চ ।
দ্বিষষ্টিশ্চ তথা কোট্যো নিযুতানি চ সপ্ততিঃ ॥ ১৫
কল্পার্দ্ধস্য তু সংখ্যায়ামেতৎ সর্ব্বমুদাহৃতম্ ।
পূর্ব্বোক্তো চ গুণচ্ছেদো বর্ষাগ্রমণ চাদিশেৎ ॥
শতৈকৈব তু কোটীনাং কোটীনাং ষ্টসপ্ততিঃ ।
দ্বে চ শত সহস্রে তু নবতির্নিযুতানি চ ॥ ১৭

বায়ুদেবের সম্মুখীন হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, হে বিভো! আপনি সর্ব্বদর্শী, আপনার প্রসাদে আমরা বেদানুমোদিত পুরাণ কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা কিরূপে স্বীয় ললাট দেশ হইতে নীললোহিত স্বীয় সমানতেজা অগ্নিদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েন, কিরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইলেন, কিরূপে শর্ব্ব নামক শিবের রুদ্রত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, কিরূপে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর অপ্রতিম প্রীতির সঞ্চার হয়, আর কেনই বা 'সমস্ত দেবতা ও গণ বিষ্ণুস্বরূপ, বিষ্ণুতুল্য আর অন্য দ্বিতীয় গতি নাই' দেবগণ এরূপ কীর্ত্তন করেন? কি কারণে সর্ব্বস্বরূপ বিষ্ণু ভবকে প্রণাম করেন, এই সমস্ত সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতূহল অপনয়ন করুন। সূত বলিলেন,—ভগবান্ বায়ু সাবর্ণি ঋষির প্রশ্নাবলী শুনিয়া নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, হে সাধুপ্রবর সাবর্ণে! তুমি আমার নিকট অতি উত্তম প্রশ্নেরই অবতারণা করিয়াছ। আমিও তোমাদের নিকট ব্রহ্মার জন্মকথা, তাঁহার পুত্রোৎপত্তিবৃত্তান্ত, ব্রহ্মের পদ্মযোনিত্ব, শঙ্করের রুদ্রত্ব, বিষ্ণুর সহিত ভবের প্রীতিসঞ্চার এবং শঙ্করের নিকট বিষ্ণুর প্রণাম কারণ, সমস্তই বিস্তাররূপে আমূলত কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা ভিন্ন বর্ত্তমান বরাহকল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম পদ্মকল্প ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য কল্পসমূহেরও বিবরণ বলিব। ১—১২। সাবর্ণি বলিলেন,—কিরূপে কত কালে এক এক কল্প হয়? তৎসমস্ত আমাদের অবগতির জন্য বর্ণন করুন। বায়ু বলিলেন,—আমি যথাক্রমে সংক্ষেপতঃ সপ্ত মন্বন্তরের কালসংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্দ্ধকল্পের পরিমাণ দ্বিসহস্র অষ্টশত দ্বিষষ্টিকোটী সপ্ততি নিযুত কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গুণচ্ছেদময় বর্ষাগ্র নামে অভিহিত। এই বর্ষাগ্রের পরিমাণ মান বৈবস্বত মন্বন্তরের মনাবর্ত্তি মানব-প্রমাণানুসারে একশত আট সহস্র কোটী ও দুই

মানুষেণ প্রমাণেন যাবদ্বৈবস্বতান্তরম্।
এষ কল্পস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কল্পার্দ্ধদ্বিগুণীকৃতঃ ॥ ১৮
অনাগতানাং সপ্তানামেতদেব যথাক্রমম্।
প্রমাণং কালসংখ্যায়া বিজ্ঞেয়ং মতমৈশ্বরম্ ।১৯
নিযুতান্যষ্টপঞ্চাশৎ তথাশীতিশতানি চ।
চতুরশীতি চান্যানি প্রযুতানি প্রমাণতঃ ॥ ২০
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ।
এতৎ কালস্য বিজ্ঞেয়ং বর্ষাগ্রন্তু প্রমাণতঃ ॥ ২১
এতন্মন্বন্তরে তেষাং মানুষান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রণবান্তাশ্চ যে দেবাঃ সাধ্যা দেবগণাশ্চ যে।
বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যাঃ কল্পং জীবন্তি তে গণাঃ
অষ্টং যো বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ স তু কীর্ত্যতে
যস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ২৩

ঋষয় উচুঃ।

কস্মাদ্বারাহকল্পোঽয়ং নামতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কস্মাচ্চ কারণাদ্দেবো বরাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ২৪
কো বা বরাহো ভগবান্ কস্য যোনিঃ কিমাত্মকঃ।
বরাহঃ কথমুৎপন্ন এতদিচ্ছাম বেদিতুম্ ॥ ২৫

বায়ুরুবাচ।

বরাহস্তু যথোৎপন্নো যস্মিন্নর্থে চ কল্পিতঃ।
বারাহশ্চ যথা কল্পঃ কল্পত্বং কল্পনাশ্রয়াৎ ॥ ২৬
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ তস্য চাস্য চ কল্পিতম্।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাক্রমম্ ॥ ২৭
ভবস্তু প্রথমঃ কল্পো লোকাদৌ প্রথিতঃ পুরা।
ভূতবস্থো ভগবানত্র হ্যানন্দঃ সাম্প্রতঃ স্বয়ম্ ॥২৮
ব্রহ্মস্থানমিদং দিব্যং প্রাপ্তবান্ স তু সত্তমঃ।
দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ কল্পস্তৃতীয়স্তপ উচ্যতে ॥ ২৯
ভাবশ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো রম্ভ এব চ।
ঋতুকল্পস্তথা ষষ্ঠঃ সপ্তমস্তু ক্রতুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০
অষ্টমস্তু ভবেদ্বহ্নির্নবমো হব্যবাহনঃ।
সাবিত্রো দশমঃ কল্পো ভুবস্ত্বেকাদশঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১
উশিকো দ্বাদশস্তত্র কুশিকস্তু ত্রয়োদশঃ।
চতুর্দ্দশস্তু গান্ধারো যত্র গান্ধারো বৈ স্বরঃ।
উৎপন্নস্তু মহানাদো গন্ধর্ব্বা যত্র চোত্থিতাঃ ॥৩২
ঋষভস্তু ততঃ কল্পো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশো দ্বিজাঃ।
ঋষয়ো যত্র সম্ভূতাঃ স্বরো লোকমনোহরঃ ॥ ৩৩
ষড়্‌জস্তু ষোড়শঃ কল্পঃ ষড়্ জনা যত্র চর্ষয়ঃ।

সহস্র দুইশত নবতি নিযুত। পূর্ব্বোল্লিখিত কল্পার্দ্ধকাল দ্বিগুণ করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাই কল্পকালের পরিমাণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। কিন্তু অনাগত সপ্তকল্পের কাল সংখ্যা অশীতি-শত অষ্টপঞ্চাশৎ এবং চতুরশীতি নিযুত মিলাইলে যে পরিমাণ হইবে, সেই পরিমাণ জানিবে। এই কাল কল্পকালের সপ্ত-ঋষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বর্ষাগ্রের পরিমাণ প্রত্যেক কল্প বর্ণনকালে বিদিত হইবে। তন্মধ্যে এই বর্ত্তমান মন্বন্তরের মানব-গণ, প্রণবান্ত দেবগণ, সাধ্যসমূহ এবং শাশ্বত বিশ্বেদেবাসমূহ বিদ্যমান আছেন। স্বায়ম্ভূবাদি চতুর্দ্দশ মনু কর্ত্তৃক অধিকৃত এই কল্পের নাম বরাহকল্প। ঋষিগণ বলিলেন,—বর্ত্তমান কল্পের নাম কি কারণে বরাহ কল্প হইল এবং কি কারণে কোন্ যোনিতে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিয়া, কিরূপে ভগবান্ বরাহদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—যে প্রয়োজন সাধনের জন্য ভগবান্ বরাহ আবির্ভূত হয়েন, যেরূপে বারাহ কল্প কল্পিত হইয়াছে, এবং কল্পের মধ্যভাগে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, আমি তৎ-সমস্ত যেমন যেমন শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছি, তদনুরূপ বর্ণন করিতেছি। ১৩—২৭। আদি লোক সৃষ্টির প্রথমকালেই ভব নামক কল্পের উৎপত্তি হয়, এই কল্পে ভগবান্ আনন্দরূপে আবির্ভূত হয়েন। ভব কল্পের অবসানে-ই ভগবান্ আনন্দ দিব্য ও ব্রহ্ম স্থানে প্রস্থান করেন। দ্বিতীয় কল্পের নাম ভুব, তৃতীয় তপঃ, চতুর্থ ভাব, পঞ্চম রম্ভ, ষষ্ঠ ঋতু, সপ্তম ক্রতু, অষ্টম বহ্নি, নবম হব্যবাহন, দশম সাবিত্র, একাদশ ভুব, দ্বাদশ উশিক, ত্রয়োদশ কুশিক এবং চতুর্দ্দশ কল্প গান্ধার নামে অভি-হিত। এই চতুর্দ্দশ কল্পে মহানাদ গান্ধার ও গন্ধর্ব্বসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। পঞ্চদশ কল্পের নাম ঋষভ, ইহাতে লোকমনোহর ঋষভ স্বর ও ঋষিসমূহ আবির্ভূত হয়েন। এইরূপ

শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ নিদাঘো বর্ষ এব চ ॥ ৩৪
শরদ্ধেমন্ত ইত্যেতে মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
উৎপন্নাঃ ষড়্জসংসিদ্ধাঃ পুত্রাঃ কল্পে তু ষোড়শে
যস্মাজ্জাতৈশ্চ তৈঃ ষড়্ভিঃ সদ্যোজাতো মহেশ্বরঃ
তস্মাৎ সমুত্থিতঃ ষড়্জঃ সমুদ্রদধিসন্নিভঃ ॥ ৩৬
ততঃ সপ্তদশঃ কল্পো মার্জ্জালীয় ইতি স্মৃতঃ।
মার্জ্জালীয়স্তু তৎকর্ম্ম যস্মাদ্ব্রাহ্মমকল্পয়ৎ ॥ ৩৭
ততস্তু মধ্যমো নাম স্বরো ধৈবতপূজিতঃ।
উৎপন্নঃ সর্ব্বভূতেষু মধ্যমো বৈ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩৮
ততস্ত্বেকোনবিংশস্তু কল্পো বৈরাজকঃ স্মৃতঃ।
বৈরাজো যত্র ভগবান্ মনুর্বৈ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩৯
তস্য পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা দধীচির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
প্রজাপতির্মহাতেজা বভূব ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৪০
অকাময়ত গায়ত্রী যজমানং প্রজাপতিম্।
তস্মাৎ যজ্ঞেশ্বরঃ স্নিগ্ধঃ পুত্রস্তস্য দধীচিনঃ ॥ ৪১
ততো বিংশতিমঃ কল্পো নিষাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রজাপতিস্তু তং দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুপ্রভবং তদা।
বিররাম প্রজাঃ স্রষ্টুং নিষাদস্তু তপোঽতপৎ ॥ ৪২
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তমুবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪৩
ঊর্দ্ধবাহুং তপোম্লানং দুঃখিতং ক্ষুৎপিপাসিতম্ ॥
নিষীদেত্যব্রবীদেনং পুত্রং শান্তং পিতামহঃ।
তস্মান্নিষাদঃ সম্ভূতঃ স্বরস্তু স নিষাদবান্ ॥ ৪৪
একবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমো দ্বিজাঃ।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ॥ ৪৫
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ পঞ্চৈতে ব্রহ্মণঃ সমাঃ।
তৈস্তুর্থবাদিভির্যুক্তৈর্বাগ্ভিরিষ্টো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৬
যস্মাৎ পরিগতৈর্গীতঃ পঞ্চভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ।
স্বরস্তু পঞ্চমঃ স্নিগ্ধঃ তস্মাৎ কল্পস্তু পঞ্চমঃ ॥ ৪৭
দ্বাবিংশস্তু তথা কল্পো বিজ্ঞেয়ো মেঘবাহনঃ।
যত্র বিষ্ণুর্মহাবাহুর্মেঘীভূত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৪৮
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু অবহৎ কৃত্তিবাসসম্।
তস্য নিশ্বসমানস্য ভারাক্রান্তস্য বৈ মুখাৎ ॥ ৪৯
নির্জগাম মহাকায়ঃ কালো লোকপ্রকাশনঃ।
যত্ত্বয়ং পঠ্যতে বিপ্রৈর্বিষ্ণুর্বৈ কশ্যপাত্মজঃ ॥ ৫০
ত্রয়োবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞেয়শ্চিত্রকস্তথা।

ষোড়শ কল্পের নাম ষড়জ, ইহাতে শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত নামক ছয়টি ব্রহ্মার মানস পুত্র ষড়্জস্বরসংসিদ্ধ ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া মহেশ্বর ও সাগরসন্নিভ ষড়্জস্বরকে আবির্ভূত করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী সপ্তদশকল্পে মার্জ্জালীয় নামক ব্রাহ্মকর্ম্মের সঙ্কল্প করায় তাহা মার্জ্জালীয় নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধৈবত স্বরোৎপাদক অষ্টাদশ কল্প মধ্যম নামে অভিহিত। উনবিংশ কল্পের নাম বৈরাজক। এই কল্পে ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ বৈরাজ নামক মনুর উৎপত্তি হয়। তেজস্বী ধার্ম্মিকবর প্রজাপতি দধীচি এই মনুর পুত্র। তিনি ত্রিদশাধিপতি হয়েন। গায়ত্রী এই দধীচি প্রজাপতিকে কামনা করায়, তদ্গর্ভে দধীচির প্রিয়পুত্র যজ্ঞেশ্বর জন্মলাভ করেন। ২৮—৪১। অনন্তর নিষাদ নামক বিংশতি কল্প, এই কল্পে স্বয়ম্ভুপ্রভব নিষাদের আবির্ভাব দেখিয়া প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে বিরত হইয়াছিলেন। নিষাদও এই সময়ে নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, দিব্য পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলে, মহাতেজা লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপঃক্লিষ্ট ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত, ঊর্দ্ধবাহু শান্ত পুত্রকে 'নিষীদ' বলিয়া নিষেধ করেন, তাহাতে তিনি 'নিষাদ' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। নিষাদস্বরও এই কল্পে সম্ভূত হইয়াছিল। একবিংশতি কল্পের নাম পঞ্চম। ইহাতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক ব্রহ্মার ব্রহ্মতুল্য পঞ্চ মানসপুত্র আবির্ভূত হইয়া, সুমধুর মিলিত পঞ্চমস্বরে মহেশ্বরের স্তব করেন, তাহাতে কল্পের নামও 'পঞ্চম' হইয়াছে। দ্বাবিংশ কল্পে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘরূপ ধারণ করিয়া, দিব্য সহস্রবৎসর মহেশ্বর কৃত্তিবাসকে বহন করেন, এইজন্য এই কল্পের নাম হইয়াছে 'মেঘবাহন'। এই কল্পে বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করেন; তাই লোকপ্রকাশক বিপুল কালের উদ্ভব হয়। এই জন্যই কশ্যপপুত্র বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ৪২—৫০। ত্রয়ো-

প্রজাপতিসুতঃ শ্রীমান্ চিতিশ্চ মিথুনঞ্চ তৌ ॥ ৫১
ধ্যায়তো ব্রহ্মণশ্চৈব যস্মাচ্চিন্তা সমুত্থিতা।
তস্মাত্তু চিন্তকঃ সো বৈ কল্পঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা ॥
চতুর্বিংশতিমশ্চাপি হ্যাকৃতিঃ কল্প উচ্যতে।
আকৃতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সম্ভুব হ ॥ ৫৩
প্রজাঃ স্রষ্টুং তথাকৃতিং যস্মাদাহ প্রজাপতিঃ।
তস্মাৎ স পুরুষো জ্ঞেয় আকৃতিকল্পসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৪
পঞ্চবিংশতিমঃ কল্পো বিজ্ঞাতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিজ্ঞাতিশ্চ তথা দেবী মিথুনং সংপ্রসূয়তে ॥ ৫৫
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য মনস্তধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
বিজ্ঞাতং বৈ সমাসেন বিজ্ঞাতিস্তু ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬
ষড়্বিংশস্তু ততঃ কল্পো মন ইত্যভিধীয়তে।
দেবী চ শঙ্করী নাম মিথুনং সম্প্রসূয়তে ॥ ৫৭
প্রজা বৈ চিন্তয়ানস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ তদা।
যস্মাৎ প্রজা-সম্ভবনাদুৎপন্নস্তু স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ প্রজাসম্ভবাদ্ভাবনাসম্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৮
সপ্তবিংশতিমঃ কল্পো ভাবো বৈ কল্পসংজ্ঞিতঃ।
পৌর্ণমাসী তথা দেবী মিথুনং সম্প্রদাত ॥ ৫৯
প্রজা বৈ স্রষ্টুকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
ধ্যায়তস্তু পরং ধ্যানং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৬০
অগ্নিস্তু মণ্ডলীভূত্বা রশ্মিজালসমাবৃতঃ
ভুবং দিবঞ্চ বিষ্টভ্য দীপ্যতে স মহাবপুঃ ॥ ৬১
ততো বর্ষসহস্রান্তে সম্পূর্ণে জ্যোতির্মণ্ডলে।
আবিষ্টয়া মহাৎপদ্মপশ্যৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৬২
যস্মাদদৃশ্যো ভূতানাং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
দৃষ্টস্তু ভগবান্ দেবঃ সূর্য্যঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৬৩
সর্ব্বে যোগাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মণ্ডলেন সহোত্থিতাঃ।
যস্মাৎকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টস্তস্মাত্তং দর্শমুচ্যতে ॥ ৬৪
যস্মান্মনসি সম্পূর্ণা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
পুরা বৈ ভগবান্ সোমঃ পৌর্ণমাসী
ততঃ স্মৃতা ॥ ৬৫
তস্মাত্তু পর্ব্ব দর্শং বৈ পৌর্ণমাসঞ্চ যোগিভিঃ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্জ্যেষ্ঠমাত্মনো হিতকাম্যয়া ॥ ৬৬
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ৬৭

বিংশতি কল্পের নাম 'চিন্তক'। প্রজাপতি-তনয় শ্রীমান্ চিতি ও মিথুন এই সময়ে সমবেত হইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করেন বলিয়া, চিন্তার উৎপত্তি হয়; এইহেতু কল্পের নামও চিন্তক হইয়াছে। চতুর্বিংশ কল্পের নাম আকৃতি। এই কল্পে আকৃতি ও দেবীর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি আকৃতিকে প্রজা-সৃষ্টি করিতে আদেশ করেন, তাহাতে এই কল্পও আকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। পঞ্চবিংশ কল্পের নাম হয় বিজ্ঞাতি। ইহাতে বিজ্ঞাতি নামক মহাদেবী মিথুন জন্মাইয়াছিলেন। সেই সময়ে পুত্রাভিলাষে ধ্যান করিতে করিতে হিরণ্যগর্ভের মনোমধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এ কারণ কল্পের নামও হইয়াছে 'বিজ্ঞাতি'। অনন্তর 'মন' নামক ষড়্বিংশ কল্প, এই কল্পে দেবীশঙ্করী মিথুন প্রসব করিয়াছিলেন এবং স্বয়ম্ভূ এই-সময়ে সৃষ্টিকামনায় প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাই ভাবনার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্তবিংশতি কল্প 'ভাব' নামে অভিহিত। এই কল্পে দেবী পৌর্ণমাসী সৃষ্টিকামনায় পরমাত্মধ্যান-পর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সহিত সম্মিলিত হয়েন। এই ভাবকল্পে অগ্নিমণ্ডল রশ্মিজালে পরিবৃত হইয়া অতি বৃহৎ বপুঃ ধারণ করত সহস্র বৎ-সর পর্য্যন্ত ভুবর্লোক ও তাহাতে দিবলোক প্রকাশিত করিয়া রাখেন। তাহাতে তন্মধ্যে ভূতগণের অপ্রত্যক্ষীভূত সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্ম-দেবের গোচরীভূত হয় এবং ঐ সূর্য্যমণ্ডলের সহিত যাবতীয় যোগ ও মন্ত্রনিচয় আবির্ভূত হইয়াছিল; এই কারণে ইহাকে 'দর্শকল্প' নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ সোম যৎকালে ব্রহ্মমনোমধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের নাম পৌর্ণমাসী; যোগিজনেরা এই পৌর্ণমাসীকে উভয়পক্ষ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। যে দ্বিজা-তিগণ এই দর্শ ও পৌর্ণমাসী কালে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ব্রহ্মলোক হইতে কদাচ তাঁহাদিগকে

যো বহ্নিভাস্বিঃ প্রযতো বীরাধ্বানং গতোঽপি বা
সমাধায় মনস্তীব্রং মন্ত্রমুচ্চারয়েচ্ছনৈঃ ॥ ৬৮
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিব-
স্ত্বং শর্দ্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং পাশগন্ধৈর্গিষং পুষা বিধন্তপাসিনা ॥ ৬৯
ইত্যেব মন্ত্রং মনসা সম্যগুচ্চারয়েদ্দ্বিজঃ।
অগ্নিং প্রবিশতে যস্তু রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥৭০
সোঽগ্নিস্তু ভগবান্ কালঃ কালো রুদ্র
ইতি শ্রুতিঃ।
তস্মাৎ যঃ প্রবিশেদগ্নিং স রুদ্রান্ন নিবর্ত্ততে ॥৭১
অষ্টাবিংশতিমঃ কল্পো বৃহদিত্যভিসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ প্রজাঃ।
ধ্যায়মানস্য মনসা বৃহৎসাম রথন্তরম্ ॥ ৭২
যস্মাত্তত্র সমুৎপন্নো বৃহতঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
তস্মাত্তু বৃহতঃ কল্পো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ৭৩
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
রথন্তরস্তু বিজ্ঞেয়ং পরমং সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৭৪
তস্মাদন্তস্তু বিজ্ঞেয়মভেদ্যং সূর্য্যমণ্ডলম্।
যৎসূর্য্যমণ্ডলঞ্চাপি বৃহৎসাম তু ভিদ্যতে ॥ ৭৫
ভিত্ত্বা চৈনং বিশন্তি যান্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ।
সংঘাতমুপনীতাশ্চ অক্ষে কল্পা রথন্তরে ॥ ৭৬
ইত্যেতত্তু ময়া প্রোক্তং চিত্তমধ্যাত্মদর্শনম্।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কল্পানাং বিস্তরং শুভম্ ॥৭৭

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে কল্প-
নিরূপণং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়ঃ ঊচুঃ।

অত্যদ্ভুতমিদং সর্ব্বং কল্পানাং তে মহামুনে।
রহস্যং বৈ সমাখ্যাতং মন্ত্রাণাঞ্চ প্রকল্পনম্ ॥ ১
ন তবাবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
তস্মাদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বাঃ কল্পসংখ্যা ব্রবীহি নঃ ॥ ২

বায়ুরুবাচ।

অত্র বঃ কথয়িষ্যামি কল্পসংখ্যা যথা তথা।
যুগাগ্রঞ্চ বর্ষাগ্রস্তু ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩
একং কল্পসহস্রন্তু ব্রহ্মণোঽব্দঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতদষ্টসহস্রন্তু ব্রহ্মণস্তদ্যুগং স্মৃতম্ ॥ ৪

প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। অথবা যে ব্যক্তি অগ্নিস্থাপন করিয়া, বীরাচার অবলম্বনে সমাহিত মনে "ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং' ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন, তিনি রুদ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ অগ্নিই কাল এবং কালই রুদ্র নামে অভিহিত। এইজন্যই ঐরূপে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আর রুদ্রলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। ৫১—৭১। অষ্টাবিংশতি কল্পের নাম বৃহৎ। এই কল্পে পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় ধ্যান-পরায়ণ হইয়া ছিলেন; অনন্তর রথন্তর বৃহৎসামের উৎপত্তি হইয়াছিল; এইজন্য এই কল্পের নাম হইয়াছে 'বৃহৎ'। অষ্টাশীতি সহস্রযোজন পরিমিত সূর্য্যমণ্ডলকেই রথন্তর বলা হয়। এই সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ প্রকৃতপক্ষে অভেদ্য হইলেও, দৃঢ়ব্রত যোগিগণ তাহা ভেদ করিয়া গমন করিয়া থাকেন। এইরূপে অধ্যাত্মদর্শন চিত্তের বিষয় বিবৃত হইল। অতঃপর আমি কল্পবিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছি। ৭২—৭৭।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বায়ুকে পুনরায় বলিলেন, হে মহামুনে! আপনি এই ত্রিলোকের অবিজ্ঞাত যে কল্পরহস্য ও মন্ত্র কল্পনার বিষয় বর্ণন করিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। এখন ঐ সকল কল্পসংখ্যা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। বায়ু বলিলেন, —ঋষিগণ! আপনাদিগের প্রার্থনা মত আমি যথাক্রমে কল্পসংখ্যা ও ব্রহ্মের যুগবৎসরের পরিমাণকাল কহিতেছি। এক সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এবং ঐরূপ অষ্ট-

একং যুগসহস্রন্তু সবনং তৎ প্রজাপতেঃ।
সবনানাং সহস্রন্তু দ্বিগুণং ত্রিবৃতং তথা ॥ ৫
ব্রহ্মণঃ স্থিতিকালস্থ চৈতৎসর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্য সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি পুরস্তাদ্বৈ যথাক্রমম্ ॥ ৬
অষ্টাবিংশতির্বৈ কল্পা নামতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং পুরস্তাক্ষ্যামি কল্পসংজ্ঞা যথাক্রমম্ ॥ ৭
রথন্তরস্য সাম্নস্তু উপরিষ্টান্নিবোধত।
কল্পান্তে নামধেয়ানি মন্ত্রোৎপত্তিশ্চ যস্য যা ॥ ৮
একোনত্রিংশকঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতলোহিতঃ।
যস্মিংস্তৎ পরমধ্যানং ধ্যায়তো ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৯
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিখী।
উৎপন্নস্তু মহাতেজাঃ কুমারঃ পাবকোপমঃ ॥ ১০
ভীমং মুখং মহারৌদ্রং সুধীরং শ্বেতলোহিতম্।
দীপ্তং দীপ্তেন বপুষা মহান্তং শ্বেতবর্চ্চসম্ ॥ ১১
তং দৃষ্ট্বা পুরুষং শ্রীমান্ ব্রহ্মা বৈ বিশ্বতোমুখঃ।
কুমারং লোকধাতারং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ১২
পুরাণপুরুষং দেবং বিশ্বাত্মা যোগিনাং চিরম্।
ববন্দে দেবদেবেশং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৩
হৃদি কৃত্বা মহাদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
সদ্যোজাতং ততো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বৈ সমচিন্তয়ৎ।
জ্ঞাত্বা মুমোচ দেবেশো হৃষ্টো হাসং জগৎপতিঃ
ততোঽস্য পার্শ্বতঃ শ্বেতা ঋষয়ো ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
প্রাদুর্ভূতা মহাত্মানঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১৫
সুনন্দো নন্দকশ্চৈব বিশ্বনন্দোঽথ নন্দনঃ।
শিষ্যাস্তে বৈ মহাত্মানো যৈস্তু ব্রহ্ম ততো বৃতম্।
তস্যাগ্রে শ্বেতবর্ণাভঃ শ্বেতনামা মহামুনিঃ।
বিজজ্ঞেঽথ মহাতেজা যস্মাজ্জজ্ঞে নরস্তুসৌ ॥ ১৭
তত্র তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে সদ্যোজাতং মহেশ্বরম্।
দিব্যং পাশুপতং যোগং দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৮
যদা ব্রহ্মা তদা ব্রহ্মা তদা তে বিগতজ্বরাঃ।
ধর্ম্মোপদেশনিরতাঃ সর্ব্বে বিগতমৎসরাঃ।
পুনরেবং মহাদেবং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরাঃ ॥ ১৯
তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরং দেবং যে প্রপশ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
প্রাণায়ামপরা যুক্তা ব্রহ্মণি ব্যবসায়িনঃ ॥ ২০
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি চ ॥ ২১

বায়ুরুবাচ।

ততস্ত্রিংশত্তমঃ কল্পো রক্তো নাম প্রকীর্ত্তিতঃ।

সহস্র কল্পে ব্রহ্মার এক যুগকাল হইয়া থাকে। একসহস্র যুগে এক ‘সবন’, এবং দ্বি-সহস্র সবনে এক ‘ত্রিবৃত’ হয়। ব্রহ্মার স্থিতিকাল এইরূপ নামানুসারে বিভক্ত হইয়াছে। স্থিতি কালের পরিমাণ সংখ্যা পরে বলা হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টাবিংশতি কল্পের কল্পসংজ্ঞার কারণ এবং পূর্ব্বোক্ত রথন্তর সামের কল্পান্ত-কালীয় নাম যে কল্পে যে মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত করিব! এখন অন্য বিষয় বলিতেছি, শুন। উনত্রিংশ কল্পের নাম ‘শ্বেতলোহিত’। এইকল্পে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলে, শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত মাল্য ও উষ্ণীষধারী, অগ্নিসমতেজাঃ, কুমার শিখীর আবির্ভাব হইল। শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই ভীমমুখ, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি প্রদীপ্ত লোককর্ত্তা, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, মহাযোগী, পুরাণপুরুষ, সুধীর, শ্বেতকিরণ, শ্বেতলোহিত-মূর্ত্তি নেত্রগোচর করিয়া, হৃদয়মধ্যে সেই সদ্যোজাত কুমারমূর্ত্তিধর পরমাত্মার সংস্থাপন করত তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন। জগৎপতি মহাদেব ব্রহ্মার এইরূপ স্তুতিবিষয় বিদিত হইয়া সানন্দে হাস্য করিলেন। ১—১৪। হাস্য মাত্রেই তাঁহার পার্শ্বদেশে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন নামক ব্রহ্মতেজোদীপ্ত, শ্বেতমাল্যধর শিষ্যচতুষ্টয় আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ঐ মহাপুরুষ হইতেই পুনর্ব্বার শ্বেত নামক শ্বেতবর্ণ মহামুনি জন্মলাভ করিলেন। অতঃপর এই ঋষিসমূহ দিব্য সহস্রবৎসর পাশুপতযোগ অবলম্বনে নিরাময় দেহ ও নির্ম্মৎসর মনে ধর্ম্মোপদেশে ব্যাপৃত রহিয়া, পুনর্ব্বার সেই বিশ্বেশ্বর শরীরে বিলীন হইলেন। এইরূপে প্রাণায়ামনিরত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, যে কোন দ্বিজাতি বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অপর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক বিমল পরব্রহ্মলোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। বায়ু বলিলেন, তৎপরবর্ত্তী

রক্তো যত্র মহাতেজা রক্তবর্ণমধারয়ৎ ॥ ২২
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্ত ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারো রক্তবিগ্রহঃ।
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তনেত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
স তং দৃষ্ট্বা মহাদেবং কুমারং রক্তবাসসম্।
ধ্যানযোগং পরং গত্বা বুবুধে বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ২৪
স তং প্রণম্য ভগবান্ ব্রহ্মা পরমযন্ত্রতঃ।
বামদেবং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম রূপং ব চিন্তয়ৎ ॥ ২৫
এবং ধ্যাতো মহাদেবো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
মনসা প্রীতিযুক্তেন পিতামহমথাব্রবীৎ ॥ ২৬
ধ্যায়তা পুত্রকামেন যস্মাত্তেহহং পিতামহ।
দৃষ্টঃ পরময়া ভক্ত্যা ধ্যানযোগেন সত্তম ॥ ২৭
তস্মাদ্ধ্যানং পরং প্রাপ্য কল্পে কল্পে মহাতপাঃ।
বেৎস্যসে মাং মহাদেব লোকধাতারমীশ্বরম্।
এবমুক্ত্বা ততঃ শর্ব্বঃ অট্টহাসং মুমোচ হ ॥ ২৮
ততস্তস্য মহাত্মানশ্চত্বারশ্চ কুমারকাঃ।
সম্বভূবুর্মহাত্মানো বিরেজুঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৯
বিরজশ্চ বিবাহশ্চ বিশোকো বিশ্বভাবনঃ।
ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মণস্তুল্যা বীরা অধ্যবসায়িনঃ ॥ ৩০
রক্তাম্বরধরাঃ সর্ব্বে রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তভস্মানুলিপ্তাঙ্গা রক্তাস্যা রক্তলোচনাঃ ॥ ৩১
ততো বর্ষসহস্রান্তে ব্রহ্মণ্যা অধ্যবসায়িনঃ।
গৃণন্তশ্চ মহাত্মানো ব্রহ্ম তদ্বামদৈবকম্ ॥ ৩২
অনুগ্রহার্থং লোকানাং শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।
ধর্ম্মোপদেশমখিলং কৃত্বা তে ব্রাহ্মণা স্বয়ম্।
পুনরেব মহাদেবং প্রবিষ্টা রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৩৩
যেঽপি চান্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুঞ্জানা বামমীশ্বরম্।
প্রপদ্যন্তে মহাদেবং তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৩৪
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমলা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে কল্পসংখ্যানিরূপণং
নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিংশৎ কল্পের নাম হইল 'রক্ত'। এই কল্পে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানাবলম্বন করেন, তাহাতে রক্ত বস্ত্র ও রক্তমাল্যধর রক্তকান্তি, আরক্তনেত্র প্রতাপশালী রক্তবিগ্রহ কুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভগবান্ ব্রহ্মা এই রক্তবসন মহা-মহাদেব কুমারমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই ধ্যানযোগে তাঁহাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং অতীব ভক্তিভরে ঐ ব্রহ্মময় বামদেব মূর্ত্তিকে প্রণিপাত করত তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৫—২৫। মহাদেব রক্ত, পরমেষ্ঠীর এইরূপ ভক্তিসহকৃত ধ্যান-দর্শনে প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, —হে সাধুপ্রবর পিতামহ! তুমি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে অদ্য যেরূপ ধ্যানযোগে আমার দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ; হে মহাতপস্বিন্! এইরূপ প্রত্যেক কল্পেই তুমি আমাকে লোককর্ত্তা ঈশ্বররূপে অনুভব করিতে পারিবে। রুদ্রমূর্ত্তি শর্ব্ব এই বলিয়া অট্টহাস্য করিলেন। তাহাতে সেই মুহূর্ত্তেই বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবন নামধেয় বিশুদ্ধবুদ্ধি, ব্রহ্মতুল্য, অধ্যবসায়ী এবং বীর কুমারচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহারা সকলেই রক্তবসন ও রক্তমাল্যধর, রক্তবদন, রক্তলোচন ছিল, এবং ইহাদের সকলেরই দেহ রক্তভস্ম ও রক্ত অনুলেপন দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত মহাত্মগণ বামদেব ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্, সদাচারী, এবং নিখিল ধর্ম্মোপদেশ দিয়া লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহকারক হইয়া, সহস্র বৎসর অতিবাহন করত আবার সেই অব্যয় রুদ্রদেহে প্রবেশলাভ করিলেন। কুমারচতুষ্টয়ের ন্যায় অন্য কোন দ্বিজ ঐরূপে মহাদেব বামদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া যোগনিরত হইলে, তিনিও সর্ব্বপাপ বিনাশের পর বিমল ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য রুদ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। ১৬—৩৫।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচঃ।

একত্রিংশত্তমঃ কল্পঃ পীতবাসা ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মা যত্র মহাতেজাঃ পীতবর্ণত্বমাগতঃ॥ ১
ধ্যায়তঃ পুত্রকামস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহাতেজাঃ কুমারঃ পীতবস্ত্রবান্॥ ২
পীতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ পীতমাল্যধরো যুবা।
পীতযজ্ঞোপবীতশ্চ পীতোষ্ণীষো মহাভুজঃ॥ ৩
তং দৃষ্ট্বা ধ্যানসংযুক্তং ব্রহ্মা লোকেশ্বরং প্রভুম্।
মনসা লোকধাতারং ববন্দে পরমেশ্বরম্॥ ৪
ততো ধ্যানগতস্তত্র ব্রহ্মা মাহেশ্বরীং পরাম্।
অপশ্যদ্ গাং বিরূপাক্ষ মহেশ্বরমুখচ্যুতাম্॥ ৫
চতুষ্পদাং চতুর্ব্বক্ত্রাং চতুর্হস্তাং চতুঃস্তনীম্।
চতুর্নেত্রাং চতুঃশৃঙ্গীং চতুর্দংষ্ট্রাং চতুর্মুখীম্।
দ্বাত্রিংশল্লোকসংযুক্তামীশ্বরীং সর্ব্বতোমুখীম্॥ ৬
স তাং দৃষ্ট্বা মহাতেজা মহাদেবীং মহেশ্বরীম্।
পুনরাহ মহাদেবঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৭
মতিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিরিতি গায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
এহ্যেহীতি মহাদেবী সোত্তিষ্ঠৎ প্রাঞ্জলির্নৃপম্॥ ৮
বিশ্বমাবৃত্য যোগেন জগৎ সর্ব্বং বশীকুরু।
অথবা মহাদেবেন রুদ্রাণী ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৯
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় পরমার্থং ভবিষ্যসি।
অথৈনাং পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১০
প্রদদৌ দেবদেবেশশ্চতুষ্পাদাং মহেশ্বরীম্।
ততস্তাং ধ্যানযোগেন বিদিত্বা পরমেশ্বরীম্॥ ১১
ব্রহ্মা লোকনমস্কার্য্যঃ প্রপদ্যে তাং মহেশ্বরীম্।
গায়ত্রীন্তু ততো রৌদ্রীং ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সুযন্ত্রিতঃ॥ ১২
ইত্যেতাং বৈদিকীং বিদ্যাং রৌদ্রীং গায়ত্রীমর্পিতাম্।
জপিত্বা তু মহাদেবীং রুদ্রলোকনমস্কৃতাম্।
প্রপন্নস্তু মহাদেবং ধ্যানযুক্তেন চেতসা॥ ১৩
ততস্তস্য মহাদেবো দিব্যং যোগং পুনঃ স্মৃতঃ।
ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানসম্পত্তিং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ পুনঃ॥ ১৪
অথাট্টহাসং মুমুচে ভীষণং দীপ্তমীশ্বরম্।
ততোঽস্য সর্ব্বতো দীপ্তাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ কুমারকাঃ॥
পীতমাল্যাম্বরধরাঃ পীতগন্ধবিলেপনাঃ।
পীতোষ্ণীষশিরাশ্চৈব পীতাস্যাঃ পীতমূর্দ্ধজাঃ॥ ১৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, একত্রিংশৎ কল্প পীতবাসা নামে পরিচিত; ব্রহ্মা স্বয়ং এই কল্পে পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা পুত্রাভিলাষে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। তাহাতে—এক পীতবস্ত্র, পীতমাল্য, পীতযজ্ঞোপবীত, পীতউষ্ণীষধারী এবং পীতগন্ধানুলিপ্ত, তরুণবয়স্ক অতি তেজস্বী কুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল; ব্রহ্মা সেই সদ্যঃসম্ভূত শক্তিমান্ ধ্যানসম্পন্ন লোকধাতা পরমপুরুষের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মনে মনে প্রণামকরত পুনর্ব্বার ধ্যাননিরত হইয়া, চতুষ্পদা, চতুর্হস্তা, চতুঃস্তনী, চতুর্নেত্রা, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্দংষ্ট্রা এবং চতুর্মুখী, দ্বাত্রিংশল্লোকসমন্বিতা, সর্ব্বতোমুখী মাহেশ্বরীকে মহেশ্বরমুখ হইতে নিঃসৃত হইতে অবলোকন করিলেন। আরও দেখিলেন যে, পূর্ব্বপ্রাদুর্ভূত মহাতেজা মহাদেব এই মহাদেবী মহেশ্বরীকে কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন, তুমি মতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি অথবা ব্রাহ্মণগণের হিতৈষণায় মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, রুদ্রাণীমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, অধুনা এই স্থানে আসিয়া যোগ দ্বারা সমস্ত জগৎ বশীভূত কর। মহাদেব ইত্যাদি বাক্যে বারম্বার দেবীর স্তব করিতেছেন। অতঃপর দেবদেব মহাদেব পুত্রকামনায় ধ্যানযুক্ত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে চতুষ্পদা মহেশ্বরী গায়ত্রী দান করিলেন। তখন ব্রহ্মাও অতি সমাহিতচিত্তে ধ্যানযোগে তাঁহার পরিদর্শন করত রৌদ্রী গায়ত্রী মূর্ত্তির ধ্যান এবং ঐ রৌদ্রী মূর্ত্তিবিষয়িণী বৈদিকী বিদ্যার জপাদি সমাপনপূর্ব্বক, মহাদেবের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। ১—১০। মহাদেব তাহাতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দিব্য যোগ, ষড়ৈশ্বর্য্য, জ্ঞানসম্পদ্, এবং বৈরাগ্য অর্পণ করিলেন। অনন্তর মহাদেব একবার অট্টহাস্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চারিদিকে

ততো বর্ষসহস্রান্তে উষিত্বা বিমলৌজসঃ ।
যোগাত্মানস্ততঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিণঃ ॥ ১৭
ধর্ম্মযোগবলোপেতা ঋষীণাং দীর্ঘসত্রিণম্ ।
উপদিশ্য তু তে যোগং প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম্ ॥ ১৮
এবমেতেন বিধিনা প্রপন্না যে মহেশ্বরম্ ।
অন্যেঽপি নিয়তাত্মানো ধ্যানযুক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
তে সর্ব্বে পাপমুৎসৃজ্য বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ ।
প্রবিশন্তি মহাদেবং রুদ্রং তে ত্বপুনর্ভবাঃ ॥ ২০

বায়ুরুবাচ ।

ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে পীতবর্ণে স্বয়ম্ভুবঃ ।
পুনরন্যঃ প্রবৃত্তস্তু সিতকল্পো হি নামতঃ ॥ ২১
একার্ণবে তদা বৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে ।
স্রষ্টুকামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২২
তস্য চিন্তয়মানস্য পুত্রকামস্য বৈ প্রভোঃ ।
কৃষ্ণঃ সমভবদ্বর্ণো ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৩
অথাপশ্যন্মহাতেজাঃ প্রাদুর্ভূতং কুমারকম্ ।
কৃষ্ণবর্ণং মহাবীর্য্যং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ২৪
কৃষ্ণাম্বরবরোষ্ণীষং কৃষ্ণযজ্ঞোপবীতিনম্ ।
কৃষ্ণেন মৌলিনা যুক্তং কৃষ্ণস্রগনুলেপনম্ ॥ ২৫
স তং দৃষ্ট্বা মহাত্মানমঘোরং ঘোরসম্ভবম্ ।
ববন্দে দেবদেবেশং বিশ্বেশং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ॥ ২৬
প্রাণায়ামপরঃ শ্রীমান্ হৃদি কৃত্বা মহেশ্বরম্ ।
মনসা ধ্যানসংযুক্তং প্রপন্নস্তু যতীশ্বরম্ ।
অঘোরেতি ততো ব্রহ্মা ব্রহ্ম এবানুচিন্তয়ন্ ॥ ২৭
এবং বৈ ধ্যায়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
মুমোচ ভগবান্ রুদ্রঃ অট্টহাসং মহাস্বনম্ ॥ ২৮
অথাস্য পার্শ্বতঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণস্রগনুলেপনাঃ ।
চত্বারস্তু মহাত্মানঃ সম্বভূবুঃ কুমারকাঃ ॥ ২৯
কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাম্বরোষ্ণীষাঃ কৃষ্ণাস্যাঃ কৃষ্ণবাসসঃ ।
ততোঽট্টহাসঃ সুমহান্ হক্কারৈশ্চৈব পুষ্কলঃ ।
নমস্কুর্ব্বংশ্চ সুমহান্ পুনঃ পুনরুদীরিতঃ ॥ ৩০
ততো বর্ষসহস্রান্তে যোগাত্মং পরমেশ্বরম্ ।
উপাসিত্বা মহাত্মানঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদুস্ততঃ ॥ ৩১
যোগেন যোগসম্পন্নাঃ প্রবিশ্য মনসা শিবম্ ।
অমলং নির্গুণং স্থানং প্রবিষ্টা বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ৩২
এবমেতেন যোগেন যে চাপ্যন্যে দ্বিজাতয়ঃ ।

পীতবসন, পীতমাল্য ও পীতোষ্ণীষধারী, পীতগন্ধানুলিপ্ত, পীতাস্য এবং পীতকেশ প্রদীপ্তকুমারগণের আবির্ভাব হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণহিতৈষী বিমলতেজা কুমারেরা যোগাবলম্বন করত সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া, দীর্ঘযজ্ঞশীল ঋষিদিগকে যোগোপদেশ দিলেন এবং পুনর্ব্বার রুদ্রদেহে লীন হইলেন। এই প্রকারে যদি অপর কেহও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, মহেশ্বরের ধ্যানাবলম্বন করেন, তবে তিনিও সর্ব্বপাপ পরিহার করিয়া অনন্তকালের জন্য রুদ্রদেবে লীন হইয়া থাকেন। বায়ু বলিলেন, স্বয়ম্ভুর এই পীতবর্ণ কল্প অতীত হইবার পর সিত 'কল্প' নামক অন্য কল্প প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব কল্পের অবসানে পৃথিবী যখন দিব্য সহস্র বৎসর একার্ণবে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা সেই সময়ে পুনঃসৃষ্টিলোপ হওয়ায় দুঃখিতচিত্ত হইয়া পুনঃ সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠেন। এই চিন্তাসময়েই তিনি দেখিলেন, তেজঃপ্রদীপ্ত, মহাবীর, এবং কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণউষ্ণীষ, কৃষ্ণযজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণানুলেপনসম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণ এক কুমারমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। শ্রীমান্ ব্রহ্মা সেই বিশ্বেশ্বর, দেবদেবাধিপ, কৃষ্ণপিঙ্গল মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই প্রাণায়াম অবলম্বন করত হৃদয়ে যতীশ্বর পরমব্রহ্ম মহাদেবরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তদীয় বন্দনা এবং সেই অঘোর মূর্ত্তির চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র সেই সময়ে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার সম্মুখে মহাশব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চারিপার্শ্বে কৃষ্ণবস্ত্র ও কৃষ্ণোষ্ণীষধারী, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবদন কুমারগণ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াই, মহান্ অট্টহাস্য ও দারুণ কোলাহল করত বারংবার রুদ্রদেবকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। ১৪—৩০। অনন্তর তাঁহারা সহস্র বৎসর যাবৎ যোগানুষ্ঠান ও শিষ্যদিগকে যোগোপদেশ দিয়া মহেশ্বর মহাদেব-মূর্ত্তির চিন্তা করত ত্রিগুণাতীত বিমলস্বরূপ সুনির্ম্মল স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্য কোন দ্বিজাতিও যদি এইরূপ

স্মরিষ্যন্তি বিধানজ্ঞা গন্তারো রুদ্রমব্যয়ম্॥ ৩৩
ততস্তস্মিন্ গতে কল্পে কৃষ্ণরূপে ভয়ানকে।
অন্যঃ প্রবর্ত্তিতঃ কল্পে বিশ্বরূপস্তু নামতঃ॥৩৪
বিনিবৃত্তে তু সংহারে পুনঃ সৃষ্টে চরাচরে।
ব্রহ্মণঃ পুত্রকামস্য ধ্যায়তঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রাদুর্ভূতা মহানাদা বিশ্বরূপা সরস্বতী॥ ৩৫
বিশ্বমাল্যাম্বরধরং বিশ্বযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিশ্বোষ্ণীষং বিশ্বগন্ধং বিশ্বস্থানং মহাভুজম্॥৩৬
অথ তং মনসা ধ্যাত্বা যুক্তাত্মা বৈ পিতামহঃ।
ববন্দে দেবমীশানং সর্ব্বেশং সর্ব্বগং প্রভুম্॥ ৩৭
ওমীশান নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমোঽস্তু তে।
এবং ধ্যানগতং তত্র প্রণমন্তং পিতামহম্।
উবাচ ভগবানীশঃ প্রীতোঽহং তে কিমিচ্ছসি॥৩৮
ততস্তু প্রণতো ভূত্বা বাগ্ভিঃ স্তুত্বা মহেশ্বরম্।
উবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা॥৩৯

যদিদং বিশ্বরূপং তে বিশ্বগৌর্বিশ্বমীশ্বরী।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি কস্ত্বাহং পরমেশ্বরঃ॥ ৪০
কৈষা ভগবতী দেবী চতুষ্পাদা চতুর্মুখী।
চতুঃশৃঙ্গী চতুর্বক্ত্রা চতুর্দন্তা চতুঃস্তনী॥ ৪১
চতুর্হস্তা চতুর্নেত্রা বিশ্বরূপা কথং স্মৃতা।
কিন্নামধেয়া কোঽস্যাত্মা কিংবীর্য্যা বাপি কর্ম্মতঃ॥
মহেশ্বর উবাচ।
রহস্যং সর্ব্বমন্ত্রাণাং পাবনং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
শৃণুষ্বৈতৎ পরং গুহ্যমাদিসর্গে যথাতথম্॥ ৪৩
অয়ং যো বর্ত্ততে কল্পো বিশ্বরূপস্ত্বসৌ স্মৃতঃ।
যস্মিন্ ভবানয়ো দেবাঃ ষড়্বিংশন্মনবঃ স্মৃতাঃ॥৪৪
ব্রহ্মস্থানমিদঞ্চাপি যদা প্রাপ্তং ত্বয়া বিভো।
তদা প্রভৃতি কল্পশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশত্তমো হ্যয়ম্॥ ৪৫
শতং শতসহস্রাণামতীতা যে স্বয়ম্ভুবঃ।
পুরস্তাত্তব দেবেশ তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে॥ ৪৬
আনন্দস্তু স বিজ্ঞেয় আনন্দত্বে মহাশয়ঃ।
গালব্যগোত্রতপসা মম পুত্রত্বমাগতঃ॥ ৪৭

বিধানানুসারে যোগানুষ্ঠান করত রুদ্রমূর্ত্তির চিন্তা করেন, তবে তিনিও অন্তিমে অক্ষয় রুদ্রলোক লাভ করিতে পারেন। অতঃপর এই সিতকল্পের অবসানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় পাইবার পর, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা পুত্রাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিলেন; তাহাতে মহানাদ-শালিনী বিশ্বরূপা সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। তদ্দর্শনে পিতামহ সংযতচিত্ত হইয়া, বিশ্বরূপ মাল্য, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও উষ্ণীষধারী, বিশ্বনিবাসী বিশ্বগন্ধযুক্ত, মহাভুজ সর্ব্বপতি, সর্ব্বেশ্বর ঈশানদেবকে স্মরণ করিয়া এইরূপ বাক্যে বন্দনা করিতে লাগিলেন যে, 'ওঁ ঈশান, হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার করি' ভগবান্ মহাদেব তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া প্রণত পিতামহকে বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, অতএব অভীষ্ট প্রার্থনা কর। ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাতে একান্ত প্রীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহেশ! এই বিশ্বই তোমার প্রতিমূর্ত্তি এবং বিশ্বা পৃথিবীই ঈশ্বরমূর্ত্তী বলিয়া বিদিত হইয়াছি; সুতরাং একান্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে যে, এই প্রাদুর্ভূত পরমেশ্বর এবং এই চতুষ্পাদা, চতুর্মুখী, চতুঃশৃঙ্গ চতুর্দন্ত, চতুস্তন, চতুর্ভুজ ও চতুশ্চক্ষুঃসম্পন্না বিশ্বরূপা মহাদেবী কে? ইহার নাম কি? কোন্ দেবতা ইহার আত্মস্বরূপ এবং কর্ম্মানুসারে ইহার বীর্য্যই বা কীদৃশ? মহেশ্বর বলিলেন, ব্রহ্মন্! প্রথমে পবিত্রতা ও পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, আদিসৃষ্টি-কালীয় মন্ত্রসমূহের গূঢ়রহস্যের বিষয় তোমার নিকট সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বিশ্বরূপ; তৎপ্রভৃতি এই কল্পের দেবতা এবং মনুসংখ্যা ষড়্বিংশতি। হে অনন্তশক্তিশালিন্! যে সময়ে তুমি এই ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেই অবধি সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়া এই কল্পের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ হইয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে যে সকল শতসহস্রকল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, অধুনা তাহাই তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে কল্পে গালব্যগোত্র তপস্যা দ্বারা তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলে, তাহা 'আনন্দ' নামে বিদিত। ঐ কল্পে জন্মিবার সময়

ত্বয়ি যোগশ্চ সাংখ্যঞ্চ তপো বিদ্যা বিধিঃ ক্রিয়া
ঋতং সত্যঞ্চ যদ্‌ব্রহ্ম অহিংসা সন্ততিক্রমাঃ ॥৪৮
ধ্যানং ধ্যানবপুঃ শান্তির্বিদ্যাবিদ্যামতির্ধৃতিঃ।
কান্তিঃ শান্তিঃ স্মৃতির্মেধা লজ্জা শুদ্ধিঃ সরস্বতী ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব লজ্জা ক্ষান্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা
ষড়বিংশকদ্‌গুণা যেষা দ্বাত্রিংশাক্ষরসংজ্ঞিতা ॥৫০
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মন্ ত্বৎপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্
সৈষা ভগবতী দেবী তৎপ্রসূতিঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৫১
চতুর্মুখী জগদ্‌যোনিঃ প্রকৃতির্গৌঃ প্রকীর্ত্তিতা।
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ৫২

অজামেতাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বিশ্বং সংপ্রসৃজমানাং স্বরূপাম্।
অজোঽহং বৈ বিদ্ধি মাং বিশ্বরূপং
গায়ত্রীং গাং বিশ্বরূপাং হি বিদ্ধি ॥ ৫৩

এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ অট্টহাসমথাকরোৎ।
বল্গিতাস্ফোটিতরবং কহাকহনদং তথা ॥ ৫৪
ততোঽস্য পার্শ্বতো দিব্যাঃ সর্ব্বরূপাঃ কুমারকাঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ অর্দ্ধমুণ্ডাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৫৫
ততস্তে তু যথোক্তেন যোগেন সুমহৌজসঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু উপাসিত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৫৬
ধর্ম্মোপদেশং নিয়তং কৃত্বা যোগময়ং দৃঢ়ম্।
শিষ্টানাং নিয়তাত্মানঃ প্রবিষ্টা রুদ্রমীশ্বরম্ ॥ ৫৭

বায়ুরুবাচ।

ততো বিস্ময়মাপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রপন্নস্তু মহাদেবং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
উবাচ বচনং সর্ব্বং শ্বেতত্বং তে কথং বিভো ॥৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে কল্পনিরূপণং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবানুবাচ।

শ্বেতকল্পো যদা হ্যাসীদহং শ্বেতস্ততোঽভবম্।
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতমাল্যঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শিবঃ ॥ ১

তোমাতে যোগ, সাংখ্য, তপঃ, বিদ্যা-বিধি, ক্রিয়া, ঋত, সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান, অহিংসা, সন্ততিক্রম, ধ্যান, ধ্যানদেহ, বিদ্যা, অবিদ্যা, মতি, ধৃতি, কান্তি, শান্তি, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, শুদ্ধি, সরস্বতী, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষান্তিনামক, গুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁহার এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর নামক ষড়বিংশতি গুণ, জানিবে—সেই মহেশ্বরী প্রকৃতিই তোমার প্রসূতি। তত্ত্বজ্ঞানিগণ যে প্রধান ও প্রকৃতির নাম নির্দেশ করেন, তোমার সম্মুখবর্ত্তিনী এই সদ্যঃসম্ভূতা চতুর্ম্মুখী দেবীই তোমার প্রসূতি সেই প্রকৃতিদেবী। ৩১—৫২। এই অনুৎপন্না, বিশ্বপ্রসবিনী, লোহিত শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব, তমোগুণাত্মিকা, স্বরূপপরিবাসিনী প্রকৃতিকেই বিশ্বরূপা গায়ত্রী এবং আমাকে বিশ্বরূপ ও অজাত বলিয়া জানিবে। মহাদেব ব্রহ্মার সমীপে এইরূপ বলিয়াই অতি উচ্চরবে একবার অট্টহাস্য করিলেন। তাহাতে তাঁহার পার্শ্বদেশে সর্ব্বরূপশালী দিব্য কুমারগণ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ জটাজুটধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ শিখণ্ড-মুণ্ডিত এবং কেহ কেহ বা অর্দ্ধমুণ্ডিত। এই বিপুল-তেজঃশালী কুমারগণ যথাবিধি যোগানুষ্ঠান করত দিব্য সহস্রবৎসর মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এবং শিষ্টদিগকে যোগময় ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরে রুদ্রদেহে প্রবেশ লাভ করিলেন। বায়ু বলিলেন,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অতীব ভক্তিভরে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভুতশক্তিমন্! আপনার শ্বেতত্ব হইবার কারণ কি? অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ৫৩—৫৮।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন—আমি শ্বেতকল্পকালে শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত মাল্য ও শ্বেতবস্ত্র পরিয়া

শ্বেতাস্থিমাংসরোমা চ শ্বেতত্বক্ শ্বেতশোণিতঃ।
তেন নাম্না চ বিখ্যাতঃ শ্বেতকল্পস্তদা হ্যসৌ ॥ ২
মৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশঃ শ্বেতাঙ্গঃ শ্বেতশোণিতঃ।
শ্বেতবর্ণা তদা হ্যাসীদ্গায়ত্রী ব্রহ্মসংজ্ঞিতা ॥ ৩
যস্মাদহঞ্চ দেবেশ ত্বয়া গুহ্যে পদে স্থিত।
বিজ্ঞাতঃ স্বেন তপসা সদ্যোজাতঃ সনাতনঃ।
সদ্যোজাতেতি ব্রহ্মৈতদ্গুহ্যঞ্চৈব প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪
তস্মাৎ গুহ্যত্বমাপন্নং যে বেৎস্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৫
যদাহঞ্চ পুনস্ত্বাসং লোহিতো নাম নামতঃ।
সমকৃতেন বর্ণেন কল্পো বৈ লোহিতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
তদা লোহিতমাংসাস্থিলোহিতক্ষীরসন্নিভা।
লোহিতাক্ষস্তনবতী গায়ত্রী গোঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭
ততোঽস্য লোহিতত্বেন বর্ণস্য চ বিপর্য্যয়ে।
বামত্বাচ্চৈব যোগস্য বামদেবত্বমাগতঃ ॥ ৮
তথাপি হি মহাসত্ত্ব ত্বয়াহং নিয়তাত্মনা।
বিজ্ঞাতঃ শ্বেতবর্ণেন তস্মাদ্বর্ণোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ততোঽহং বামদেবেতি খ্যাতিং যাতো মহীতলে
যে চাপি বামদেবত্বং জ্ঞাস্যন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায় চেমাং রুদ্রাণীং গায়ত্রীং মাতরং বিভো ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিরজা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ১১
যদা তু পুনরেবায়ং কৃষ্ণবর্ণো ভয়ানকঃ।
মৎকৃতেন চ বর্ণেন সংকল্পঃ কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ১২
তত্রাহং কালসংকাশঃ কালো লোকপ্রকালনঃ।
বিজ্ঞাতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ঘোরো ঘোরপরাক্রমঃ
তস্য ঘোরত্বমাপন্নং যে মাং বেৎস্যন্তি ভূতলে।
তেষামঘোরঃ শান্তশ্চ ভবিষ্যাম্যহমব্যয়ঃ ॥ ১৪
তস্মাদ্বিশ্বত্বমাপন্নং যে মাং পশ্যন্তি ভূতলে।
তেষাং শিবশ্চ সৌম্যশ্চ ভবিষ্যামি সদৈব তু ॥ ১৫
তস্মাচ্চ বিশ্বরূপো বৈ কল্পোঽয়ং সমুদাহৃতঃ।

শ্বেত অস্থি, শ্বেত মাংস, শ্বেত লোম, শ্বেত ত্বক্, শ্বেত রক্ত এবং শ্বেত নামান্বিত শিবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। আমার অনুগ্রহে শ্বেতকল্পেরও শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেত রক্ত হয়। ঐ সময়ে ব্রাহ্মী গায়ত্রীও শ্বেতবর্ণা হইয়া আবির্ভূতা হয়েন। হে দেবপ্রবর! আমি ও প্রকৃতি তৎকালে ঐরূপ গুহ্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেও তুমি আমাদিগের স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হইয়াছিলে এবং আমার আদেশমত ঐ গুপ্ত-বিষয় প্রকাশ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলে। অন্য কোন দ্বিজাতি এইরূপ আমার গূঢ় বিষয় বিদিত হইতে পারিলে, অনন্তকালের জন্য তাঁহার রুদ্রলোক লাভ হয়। অনন্তর লোহিত-বর্ণ লোহিতনামক কল্পে আমি লোহিত নাম ও লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া এবং প্রকৃতি গায়ত্রী ও লোহিতবর্ণ মাংস, অস্থি, দুগ্ধ, স্তন ও নেত্রশালিনী হইয়া আবির্ভূতা হইলে, আমাদিগের বর্ণের বিপর্য্যয় এবং যোগ-বিমুখতা হেতু আমার বামদেবত্ব প্রাপ্তিসত্ত্বেও তুমি আমাদিগকে অনুভব করিয়াছিলে। হে মহাসত্ত্বশালিন্! আমি চিরদিনই তোমার নিকট শ্বেতবর্ণরূপে পরিচিত; তাই সমস্ত বর্ণমধ্যে শ্বেতবর্ণই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হয়। যে কালে আমি যোগবিমুখ হইয়া বামদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদবধি পৃথিবীমধ্যে আমার বামদেব নাম প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন দ্বিজাতিও যদি বামদেব ও গায়ত্রীমাতা রুদ্রাণীর স্বরূপ পরিচয়ে তোমার ন্যায় সক্ষম হইতে পারে, তবে তাহাকে আর রুদ্রলোক হইতে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ১—১১। তাহার পর কৃষ্ণনামক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক কল্পকালে আমি বিপুল পরাক্রমশালী কালপ্রতিম লোকপ্রকালন কালমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হই, তখনও তোমার নিকট আমি অপরিজ্ঞাত হই নাই। পৃথিবীতলে আমার সেই মহাঘোরমূর্ত্তির তত্ত্ব যাহারা বিদিত হইতে পারে, আমি তাহাদিগের চক্ষে অনন্তকালস্থায়ী, শান্ত এবং ভীষণতাশূন্য। আর যাহারা আমার বিশ্বরূপ স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হইতে পারে, আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগের নিকট সৌম্যমূর্ত্তি ও মঙ্গলময়রূপে বর্ত্তমান। আমার বিশ্বরূপ ধারণের জন্যই এই কল্পের নাম হইয়াছে 'বিশ্বরূপ'।

বিশ্বরূপা তথা চেয়ং সাবিত্রী সমুদাহৃতা ॥ ১৬
সর্ব্বরূপাস্তথা চেমে সংবৃত্তা মম পুত্রকাঃ ।
চত্বারস্তে সমাখ্যাতাঃ পাদা বৈ লোকসম্মতাঃ ॥১৭
তস্মাচ্চ সর্ব্ববর্ণত্বং প্রজানাং মে ভবিষ্যতি ।
সর্ব্বভক্ষ্যা চ মেধ্যা চ বর্ণতশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৮
মোক্ষো ধর্ম্মস্তথার্থশ্চ কামশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ।
তস্মাদ্বেত্তা চ বেদ্যঞ্চ চতুর্দ্ধা বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ভূতগ্রামাশ্চ চত্বারঃ আশ্রমাশ্চতুরস্তথা ।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারশ্চত্বারো মম পুত্রকাঃ ॥ ২০
তস্মাচ্চতুর্যুগাবস্থং জগদ্বৈ সচরাচরম্ ।
চতুর্দ্ধাহবস্থিতঞ্চৈব চতুষ্পাদং ভবিষ্যতি ॥ ২১
ভূর্লোকোহথ ভুবো লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহস্তথা
জনস্তপশ্চ শান্তশ্চ রুদ্রলোকাস্ততঃ পরম্ ॥ ২২
স্বর্লোকো হি তৃতীয়স্তু চতুর্থস্তু মহঃ স্মৃতঃ ।
তত্র লোকঃ পরং স্থানং পরং তদযোগিনাং স্মৃতম্ ॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ।
দ্রক্ষ্যন্তে তদ্বিদো যুক্তা ধ্যানতৎপরযুঞ্জকাঃ ॥ ২৪
যস্মাচ্চতুষ্পদা হ্যেষা ত্বয়া দৃষ্টা সরস্বতী ।
তস্মাচ্চ পশবঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি চতুষ্পদাঃ ।
তস্মাচ্চৈবাং ভবিষ্যন্তি চত্বারো বৈ পয়োধরাঃ ॥২৫
সোমশ্চ মন্ত্রসংযুক্তো যস্মান্মম মুখাচ্চ্যুতঃ ।
জীবাঃ প্রাণভৃতাং ব্রহ্মন্ সর্ব্বৈঃ পীত্বা স্তনৈর্ধৃতম্ ।
তস্মাৎ সোমময়ঞ্চৈতদমৃতঞ্চৈব সংজ্ঞিতম্ ।
চতুষ্পাদা ভবিষ্যন্তি শ্বেতত্বঞ্চাস্য তেন তৎ ॥২৬
যস্মাচ্চৈবং ক্রিয়া ভূত্বা দ্বিপদা বৈ মহেশ্বরী ।
দৃষ্টা পুনস্ত্বয়া চৈবা সাবিত্রী লোকভাবিনী ।
তস্মাদ্বৈ দ্বিপদাঃ সর্ব্বে দ্বিস্তনাশ্চ নরাঃ স্মৃতাঃ ॥২৮
যস্মাচ্চৈবমজা ভূত্বা সর্ব্ববর্ণা মহেশ্বরী ।
দৃষ্টা ত্বয়া মহাসত্ত্বা সর্ব্বভূতধরা পরা ॥ ২৯
তস্মাত্তু বিশ্বরূপত্বমজানাং বৈ ভবিষ্যতি ।
অজশ্চৈব মহাতেজা বিশ্বরূপো ভবিষ্যতি ॥ ৩০
অমোঘরেতাঃ সর্ব্বত্র মুখে চাস্য হুতাশনঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতো মেধ্যঃ পশুরূপী হুতাশনঃ ॥ ৩১
তপসা ভাবিতাত্মানো যে বৈ দ্রক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ ।
ঈশিত্বে চ শিবত্বে চ সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ স্থিরম্ ॥৩২
রজস্তমো বিনির্মুক্তাস্ত্যক্ত্বা মানুষ্যকং ভুবি ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৩৩

এই সাবিত্রী প্রকৃতি বিশ্বরূপা এবং আমার এই পুত্রগণও সর্ব্বরূপধর হইয়াছে। এই পুত্রচতুষ্টয়ই লোকনিচয় মধ্যে চারিপাদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই কারণহেতু মদীয় প্রজাগণ সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বভক্ষ্য এবং বর্ণানুসারে পবিত্র হইবে। আমার এই পুত্রচতুষ্টয় হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; চারিপ্রকার বেত্তা ও বেদ্য, চারিপ্রকার ভূতবৃন্দ, চতুর্ব্বিধ আশ্রম, ধর্ম্মের চারিপাদ, যুগসমূহের চারিপ্রকার অবস্থা ইত্যাদি চরাচর সমুদায়ই চারিভাগে বিভক্ত হইবে। লোকত্রয়মধ্যে প্রথমে ভূর্লোক, পরে ভুবর্লোক, এইরূপ ক্রমে স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, শান্তলোক, অনন্তর রুদ্রলোক অবস্থিত। সুতরাং স্বর্লোক তৃতীয় এবং মহর্লোক চতুর্থ; এই মহর্লোক যোগিগণেরই প্রাপ্যস্থান। অহঙ্কার, মমতা, কাম ও ক্রোধাদি পরিহার করত ধ্যানযুক্ত হইয়া তাঁহারা এই স্থান অবলোকন করেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রথমে এই সরস্বতীর চতুষ্পাদাদি দর্শন করিবে, তাই পশুগণ চতুষ্পদ ও চতুঃস্তনশালী হইবে। আমার মুখদেশ হইতে মন্ত্রময় যে সোম নিঃসৃত হইয়াছে, পশুগণ সেই অমৃতস্বরূপ সোম স্তনে ধরিয়া জীবগণের জীবন রক্ষা করিবে। আরও সরস্বতী শ্বেতবর্ণ, সে জন্য তাহারাও শ্বেতবর্ণ হইবে। ১২—২৭। চতুষ্পাদাদি দেখিবার পর তুমি পুনর্ব্বার সাবিত্রীকে দ্বিপাদাদিসম্পন্ন দর্শন করিলে, মনুষ্যগণ দ্বিপদ ও দ্বিস্তন হইবে। অজাতা, সর্ব্বভূতধাত্রী, মহসত্ত্বতী মহেশ্বরীকে তুমি সর্ব্ববর্ণারূপে দেখিয়াছ, অজগণ বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে। পূতাত্মা হুতাশনদেব পশুরূপ-সম্পন্ন, এজন্য অজও মহাতেজস্বী, বিশ্বরূপ, অমোঘবীর্য্য ও মুখে হুতাশনশালী হইবে। যে ব্রাহ্মণগণ আমার সর্ব্বগতি এবং শক্তিমত্তা ও শিবময়ত্ব বিষয়ে সর্ব্বত্র স্থির অবলোকন করেন, তাঁহারা মনুষ্যত্ব সর্ব্ববিনষ্টক রজঃ ও তমোগুণ-বিমুক্ত হইয়া

ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রেণ বৈ দ্বিজাঃ।
প্রণম্য প্রযতো ভূত্বা পুনরাহ পিতামহঃ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ বিশ্বরূপ মহেশ্বর।
ইমাস্তব মহাদেব তনবো লোকবন্দিতাঃ॥ ৩৫
বিশ্বরূপ মহাসত্ত্ব কস্মিন্ কালে মহাভুজ।
কস্মাৎ বা যুগসম্ভূত্যাং দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ॥
কেন বা তত্ত্বযোগেন ধ্যানযোগেন কেন বা।
তনবস্তে মহাদেব শক্যা দ্রষ্টুং দ্বিজাতিভিঃ॥ ৩৭

ভগবানুবাচ।

তপসা নৈব যোগেন দানধর্ম্মফলেন বা।
ন তীর্থফলযোগেন ক্রতুভির্বা সদক্ষিণৈঃ॥ ৩৮
ন বেদাধ্যয়নৈর্ব্বাপি ন চিত্তেন নিবেদনৈঃ।
শক্যোঽহং মানুষৈর্দ্রষ্টুং ঋতে ধ্যানাৎ পরং ন হি
সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ভবিষ্যতীহ নাম্না তু বারাহো নাম বিশ্রুতঃ॥ ৪০
চতুর্বাহুশ্চতুষ্পাদশ্চতুর্নেত্রশ্চতুর্মুখঃ।
তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি।
ষড়ঙ্গশ্চ ত্রিশীর্ষশ্চ ত্রিস্থানে ত্রিশরীরবান্॥ ৪১
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
এতস্য পাদাশ্চত্বার অঙ্গানি ক্রতবস্তথা॥ ৪২
ভুজাশ্চ বেদাশ্চত্বারো ঋতুঃ সন্ধিমুখানি চ।
দ্বে মুখে দ্বে চ অয়নে নেত্রাশ্চ চতুরস্তথা॥ ৪৩
শিরাংসি ত্রীণি পর্ব্বাণি ফাল্গুন্যাষাঢ়কৃত্তিকাঃ।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমানি ত্রীণি স্থানানি যানি তু।
সম্ভবঃ প্রলয়শ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ॥
স যদা কালরূপাভো বরাহত্বে ব্যবস্থিতঃ।
ভবিষ্যতি যদা সাধ্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৪৫
তদা ত্বমপি দেবেশ চতুর্বক্ত্রো ভবিষ্যসি।
ব্রহ্মলোকনমস্কার্য্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৪৬
একার্ণবে প্লবে চৈব শয়ানং পুরুষং হরিম্।
যদা দ্রক্ষ্যসি দেবেশং ধ্যানযুক্তং মহামুনিম্॥ ৪৭
তদাবাং মম যোগেন মোহিতৌ নষ্টচেতসৌ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ রাত্রাববিজ্ঞায় পরস্পরম্॥ ৪৮

অনন্তকালের জন্য আমার নিকটে বাস করিয়া থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের এই সকল কথা শুনিয়া সংযতচিত্তে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে বিশ্বরূপধারিন্ দেবাধিপতি ভগবন্ মহেশ! কোন যুগাবসরে তত্ত্বযোগ, ধ্যানযোগ বা অন্যবিধ কোন্ যোগদ্বারা দ্বিজাতিবর্গ ভবদীয় এই ত্রিলোকবন্দিত মূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে পারিবে? অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! একমাত্র ধ্যানযোগব্যতীত অপর তপস্যা, যোগ, দানফল, তীর্থফল, সদক্ষিণ যজ্ঞফল, বেদাধ্যয়ন বা চিত্তনিবেদন প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারাই মানবেরা আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না; ফলতঃ কেবল ধ্যান দ্বারাই দ্বিজাতিগণ আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকে। ত্রিভুবনেশ্বর সাধ্যনামধেয় নারায়ণ বিষ্ণু এই কল্পে বরাহ-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, উল্লিখিত নামেই বিখ্যাত হইবেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ সম্বৎসর, চতুর্ব্বাহু, চতুষ্পাদ, চতুর্নেত্র ও চতুর্ম্মুখ হইয়া ষড়ঙ্গ, ত্রিশীর্ষ এবং ত্রিলোকব্যাপী শরীরদ্বারা যজ্ঞরূপ ধারণ করিবেন। ২৮—৪১। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় তাঁহার চারিপদ; যজ্ঞসকল তাঁহার অঙ্গ; চতুর্ব্বেদ তাঁহার ভুজ; ঋতুসমূহ তাঁহার সন্ধিমুখ; অয়নদ্বয় তাঁহার চতুর্নেত্র; ফাল্গুনী, আষাঢ়া ও কৃত্তিকা, এই তিন পর্ব্ব তাঁহার মস্তকত্রয়; দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম, এই তিনটি তাঁহার স্থান এবং উৎপত্তি ও ধ্বংস এই দুইটী তাঁহার আশ্রম। অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন সাধ্যরূপী নারায়ণ বিষ্ণু যখন কাল-রূপতুল্য এই বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, হে দেবেশ! তখন তুমিও ব্রহ্মলোকবন্দনীয় চতুর্ম্মুখরূপ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার পৃথিবী একার্ণবাকারে পরিণত হইলে, যখন তুমি পরম পুরুষ, মহামুনি হরিকে অর্ণবো-পরি শয়ান হইয়া ধ্যানমগ্ন দেখিবে, তখন তুল্যশক্তিসম্পন্ন উভয়েই তোমরা আমার যোগবলে মুগ্ধ ও নষ্টজ্ঞান হইয়া প্রলয়জ্ঞান ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের উদর মধ্যে

একৈকস্তোনরম্বাংস্ত দৃষ্ট্বা লোকাংশ্চরাচরান্ ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা ধ্যানাৎ বুদ্ধ্বা তু মানুষৌ ॥৪৯
ততস্ত্বং পদ্মসম্ভূতঃ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ ।
পদ্মাঙ্কিতস্তদা কল্পে খ্যাতিং যাস্যসি পুষ্কলাম্ ॥৫০
ততস্তস্মিন্ তদা কল্পে বারাহে সপ্তমে প্রভোঃ ।
পুনর্বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ।
মনুর্বৈবস্বতো নাম তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৫১
তদা চতুর্যুগাবস্থে কল্পে তস্মিন্ যুগান্তকে ।
ভবিষ্যামি শিখাযুক্তঃ শ্বেতো নাম মহামুনিঃ ॥ ৫২
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ছাগলে পর্ব্বতোত্তমে ।
চতুঃশিষ্যাঃ শিবে যুক্তা ভবিষ্যন্তি তদা মম ॥ ৫৩
শ্বেতশ্চৈব শিখশ্চৈব শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতলোহিতঃ ।
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৫৪
ততস্তে ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা দৃষ্ট্বা ব্রহ্মগতিং পরাম্ ।
তৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৫৫ ॥
পুনস্তু মম দেবেশো দ্বিতীয়দ্বাপরে প্রভুঃ ।
প্রজাপতির্যদা ব্যাসঃ সত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
তদা লোকহিতার্থায় সুতারো নাম নামতঃ ।
ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ লোকানুগ্রহকারণাৎ ॥৫৭
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যা নামনামতঃ ॥
দুন্দুভিঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ ক্রতুমাংস্তথা ॥ ৫৮
প্রাপ্য যোগং তথা জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈব সনাতনম্ ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৫৯
চতুর্থে দ্বাপরে চৈব যদা ব্যাসোঽঙ্গিরাঃ স্মৃতঃ ।
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি সুহোত্রো নামনামতঃ ॥৬০
তত্রাপি মম সৎপুত্রাশ্চত্বারশ্চ তপোধনাঃ ।
ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬১
সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চৈব দুর্দ্দমো দুরতিক্রমঃ ।
প্রাপ্য যোগগতিং সূক্ষ্মাং বিমলা দগ্ধকিল্বিষাঃ ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৬২
পঞ্চমে দ্বাপরে চৈব ব্যাসস্তু সবিতা যদা ।
তদা চাপি ভবিষ্যামি কঙ্কো নাম মহাতপাঃ ।
অনুগ্রহার্থং লোকানাং যোগাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ ॥
চত্বারস্তু মহাভাগা বিরজাঃ শুদ্ধযোনয়ঃ ।
পুত্রা মম ভবিষ্যন্তি যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬৪
সনঃ সনন্দনশ্চৈব ঋভুর্যশ্চ সনাতনঃ ।
ঋতুঃ সনৎকুমারশ্চ নির্ম্মমা নিরহংকৃতাঃ ।

চরাচর লোকসকল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিবে এবং ধ্যানাবলম্বন করত প্রকৃত-জ্ঞানে সামর্থ্য লাভ করিবে। পরে তুমি নিত্য পুরুষ হইলেও, পদ্মনাভ পদ্মাঙ্কিত মূর্ত্তিতে পদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া অনন্তকালস্থায়িনী খ্যাতি লাভ করিবে। অনন্তর এই বরাহাখ্য সপ্তমকল্পেই লোককর্ত্তা মহাতেজাঃ বিষ্ণু পুনরায় বৈবস্বত-মনুনামে তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং সেই কল্পে আমিও হিমালয়-শিখরস্থিত ছাগল নামধেয় রমণীয় শৈলদেশে শ্বেত নামক শিখাসম্পন্ন মহামুনিরূপে প্রাদুর্ভূত হইব। শ্বেত-শিখ, শ্বেতাশ্ব ও শ্বেতলোহিতাভিধেয় শিবপরায়ণ বেদপারগ মহাত্মা ও ব্রাহ্মণবংশীয় আমার চারিটি শিষ্য হইবে। যথাকালে ব্রহ্মজ্ঞানশালী সেই শিষ্যগণ, শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মগতি দর্শন করিয়া, অনন্ত কালের জন্য পরব্রহ্মে বিলীন হইবে। ৪২—৫৫। অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপর কালে প্রজাপতি ব্যাস সত্য নামে বিখ্যাত হইলে, আমিও সেই কলি সন্নিহিত যুগকল্পে, লোক সকলের হিতকামনায় তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সুতার নামে অবতীর্ণ হইব। তখন আমার দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও ক্রতুমান্ নামক চারি পুত্র জন্মিয়া যোগবলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি-রহিত রুদ্রলোকে গমন করিবে। চতুর্থ দ্বাপরে যখন অঙ্গিরা নামধেয় ব্যাসের উদ্ভব হইবে, তখন আমিও সুহোত্র নামে আবির্ভূত হইব। ঐ সময়েও আমার সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম ও দুরতিক্রম নামক যোগ-নিরত তপশ্চর্য্যাতৎপর দৃঢ়ব্রত এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ চারিটি সৎপুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহারাও পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া বিমলান্তঃকরণে সূক্ষ্মযোগগতি প্রাপ্তিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায় রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবেন। সবিতা নামক ব্যাসের অধিকারকাল পঞ্চম-দ্বাপরে আমি কঙ্কনামে উৎপন্ন হইয়া, লোক সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য বহু কর্ম্মশীল, যোগচারী ও তপোব্রত হইব। তখনও আমার

মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৫
পরিবৃত্তে পুনঃ ষষ্ঠে মৃত্যুর্ব্যাসো যদা বিভুঃ ।
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি লোকাক্ষির্নামনামতঃ ॥ ৬৬
শিষ্যাশ্চ মম তে দিব্যা যোগাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ ।
ভবিষ্যন্তি মহাভাগাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥ ৬৭
সুধামা বিরজশ্চৈব শঙ্খপা দ্রব এব চ ।
যোগাত্মানো মহাত্মানস্তে সর্ব্বে দগ্ধকিল্বিষাঃ ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮
সপ্তমে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ শতক্রতুঃ ।
বিভুর্নাম মহাতেজাঃ পূর্ব্বমাসীচ্ছতক্রতুঃ ॥ ৬৯
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে ।
জৈগীষব্যেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাং বরঃ ॥
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি যুগে তদা ।
সারস্বতঃ সুমেধশ্চ বসুবাহঃ সুবাহনঃ ॥ ৭১
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ ধ্যানযুক্তিং সমাশ্রিতাঃ ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥ ৭২
বশিষ্ঠশ্চাষ্টমে ব্যাসঃ পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতি ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মুনিঃ ।
বাস্কলিশ্চ মহাযোগী সর্ব্ব এব মহৌজসঃ ॥ ৭৩
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং ধ্যানিনো দগ্ধকল্মষাঃ ।
মৎসমীপং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৭৪
পরিবর্ত্তেঽথ নবমে ব্যাসঃ সারস্বতো যদা ।
তদা চাহং ভবিষ্যামি ঋষভো নাম নামতঃ ॥ ৭৫
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ ॥ ৭৬
পরাশরশ্চ গার্গ্যশ্চ ভার্গবো হ্যঙ্গিরাস্তথা ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৭৭
সর্ব্বে তপোবলোৎকৃষ্টাঃ শাপানুগ্রহকোবিদাঃ ।
তেপি তেনৈব মার্গেণ যোগোক্তেন তপস্বিনঃ ।
ধ্যানমার্গং সমাসাদ্য গমিষ্যন্তি তথৈব তে ॥ ৭৮
দশমে দ্বাপরে ব্যাসস্ত্রিধামা নাম নামতঃ ।
যদা ভবিষ্যতি বিপ্রস্তদাহহং ভবিতা পুনঃ ॥ ৭৯
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে ।
নাম্না ভৃগোস্তু শিখরং তস্মাচ্ছিখরং ভৃগুঃ ॥ ৮০
তত্রৈব মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি দৃঢ়ব্রতাঃ ।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুশৃঙ্গস্তপোধনঃ ॥ ৮১

সনক, সনন্দন, ঋভু ও সনৎকুমার নামে শুদ্ধযোনিজাত মহাভাগ্যসম্পন্ন রজোগুণহীন দৃঢ়ব্রত পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া নির্ম্মম এবং নিরহঙ্কারভাবে যোগানুষ্ঠান করত মদীয় সমীপে গমন করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিবে। ৫৮—৬৫। ষষ্ঠ দ্বাপরে ব্যাস মৃত্যুনাম ধারণ করিলে, আমি পুনরায় লোকাক্ষি নামে অবতীর্ণ হইব। তখন আমার সুধামা বিরজ, শঙ্খপা ও দ্রবনামক যোগাচারী দৃঢ়-ব্রত মহাভাগ্যশালী লোকপ্রিয় চারিটি শিষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া যোগাচার জন্য তাঁহারা পাপসমূহের বিনাশসাধনান্তে পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় রুদ্রলোক লাভ করিবেন। কলিযুগ-সমীপস্থ সপ্তম দ্বাপর কালে ব্যাস শতক্রতু নাম ধারণ করিলে, আমিও পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া যোগিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য নামে খ্যাতি লাভ করিব। এই সময়েও আমার সারস্বত, সুমেধ, বসুবাহ ও সুবাহন নামক চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় ধ্যানাবলম্বন-করত অন্তিমে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন; ঐ সময়ে আমার কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ ও বাস্কলনামক মহাতেজঃশালী মহাযোগী চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া মাহেশ্বরযোগ এবং ধ্যানবলে পাপরাশির বিনাশসাধন করত অন্তিমে অনন্তকালের জন্য মৎসমীপে গমন করিবে। নবম দ্বাপরে সারস্বত ব্যাসের প্রাদুর্ভাব হইলে, আমি ঋষভ নামে আবির্ভূত হইব। তখন আমার পরাশর, গার্গ্য, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামক বেদপারগ মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্রচতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়া তপস্যাচরণ ও অভিশপ্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ করত অন্তিমে পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায় যোগ ও ধ্যানবলে রুদ্রলোক লাভ করিবে। দশম দ্বাপরে ত্রিধামা নামক বিপ্র ব্যাসরূপে উৎপন্ন হইবেন, আমিও পর্ব্বত-বর অত্যুচ্চ হিমালয় শৈলের রমণীয় শিখরে ভৃগুনামে প্রাদুর্ভূত হইব। মদীয় ভৃগুনামা-নুসারেই সেই শিখর 'ভৃগু' নামে বিখ্যাত হইবে। এই সময়ে বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ

যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগসমন্বিতাঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি তপসা দগ্ধকল্মষাঃ ॥ ৮২
একাদশে দ্বাপরে তু ত্রিবৃদ্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি গঙ্গাদ্বারে কলের্ধুরি ॥৮৩
উগ্রা নাম মহানাদস্তত্রৈব মম পুত্রকাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহৌজস্কাঃ সুবৃত্তা লোকবিশ্রুতাঃ।৮৪
লম্বোদরশ্চ লম্বশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায় সংস্থিতাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্॥
দ্বাদশে পরিবর্ত্তে তু শততেজা মহামুনিঃ।
ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো ব্যাসঃ কবিবরোত্তমঃ ॥ ৮৬
ততোঽপ্যহং ভবিষ্যামি অত্রির্নাম যুগান্তিকে।
হৈমকং বনমাসাদ্য যোগমাস্থায় ভূতলে ॥ ৮৭
অত্রাপি মম তে পুত্রা ভস্মস্নানানুলেপনাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাযোগা রুদ্রলোকপরায়ণাঃ ॥ ৮৮
সর্ব্বজ্ঞঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যঃ সর্ব্বস্তথৈব চ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥ ৮৯
ত্রয়োদশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
ধর্ম্মো নারায়ণো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা যদা।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি বালির্নাম মহামুনিঃ।
বালিখিল্যাশ্রমে পুণ্যে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৯১
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো বিরজাস্তথা ॥ ৯২
মহাযোগবলোপেতা বিমলা ঊর্দ্ধরেতসঃ।
তেনৈব যোগমার্গেণ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৩
যদা ব্যাসঃ সুরক্ষণঃ পর্য্যায়ে তু চতুর্দ্দশে।
তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥ ৯৪
বনে ত্বঙ্গিরসাঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ।
তস্মাত্তু বক্ষ্যতে পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্ ॥ ৯৫
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ তথা।
অত্রিরুগ্রতপাশ্চৈব শ্রাবণোঽথ শ্রবিষ্টকঃ ॥ ৯৬
যোগাত্মানো মহাত্মানো ধ্যানযোগপরায়ণাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকনিবাসিনঃ ॥ ৯৭
ততঃ প্রাপ্তে পঞ্চদশে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
আরুণির্যদা ব্যাসো দ্বাপরে ভবিতা প্রভুঃ ॥ ৯৮
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি নাম্না বেদশিরা দ্বিজাঃ।

ও তপোধন নামক যোগাচারী দৃঢ়ব্রত মহাত্মা পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা ও ধ্যানবলে পাপসমূহের বিনাশসাধন করত অন্তিমে রুদ্রলোকে গমন করিবে। একাদশ দ্বাপরে ত্রিবৃৎ ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি গঙ্গাদ্বারে অবতীর্ণ হইব। তখন আমার লম্বোদর লম্ব, লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক নামা উগ্রমূর্ত্তি মহানাদসমন্বিত মহত্তেজঃশালী সদাচারী ত্রিলোকবিখ্যাত চারি পুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া, রুদ্রলোকাভিলাষে মাহেশ্বর-যোগানুষ্ঠান করত যথাকালে পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে। দ্বাদশ দ্বাপরে মহাসত্ত্বসম্পন্ন মহামুনি শততেজা, কবিবর ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, আমি অত্রি নামে অবতীর্ণ হইয়া হৈমকবনে যোগানুষ্ঠান করিব। তখনও আমার স্নানান্তে ভস্মানুলেপনাদিকারী সদাচারী যোগজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব্বনামক পুত্রগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ধ্যানযোগপ্রভাবে যথাকালে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। ত্রয়োদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে ধর্ম্মনারায়ণের উৎপত্তি হইবে, তখন আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ বালিখিল্যগণের পবিত্র আশ্রম পার্শ্বে মহামুনি বালি নামে আবির্ভূত হইব। সুধামা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামক আমার তপোনিষ্ঠ পুত্রগণও তখন অবতরণ করত মহাযোগপ্রভাবে বিমলান্তঃকরণ ও ঊর্দ্ধরেতা হইয়া, যোগমার্গানুসারেই রুদ্রলোকে পুনরায় প্রস্থান করিবে। ৬৬—৯৩। চতুর্দ্দশ দ্বাপরে যখন ব্যাসরূপে সুরক্ষণের আবির্ভাব হইবে, আমি তখন অঙ্গিরা ঋষির পবিত্রবনে গৌতমনামে আবির্ভূত হইয়া যোগাচরণ করিব। আমার নামানুসারেই সেই পবিত্র বনের নাম হইবে গৌতম। কলিকালে আমার অত্রি, উগ্রতপা, শ্রাবণ ও শ্রবিষ্টক নামে ধ্যানযোগরত যোগাচারী মহাত্মা চারি পুত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায়ই অন্তিমে রুদ্রলোকে স্থান লাভ করিবে। অনন্তর পঞ্চদশদ্বাপর পরিবর্ত্তন হইলে আরুণি ঋষি যখন ব্যাসরূপে আবির্ভূত

তত্র বেদশিরা নাম অস্ত্রং তৎ পারমেশ্বরম্॥ ৯৯
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যং বেদশীর্ষশ্চ পর্ব্বতঃ।
হিমবৎপৃষ্ঠমাশ্রিত্য সরস্বত্যা নগোত্তমে। ১০০
তদাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
কুণিশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ॥ ১০১
যোগাত্মানো মহাত্মানো ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চোর্দ্ধরেতসঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ রুদ্রলোকং গতাস্তু তে॥
ততঃ ষোড়শমে চাপি পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু যোসঞ্জ নাম ভবিষ্যতি তদা প্রভুঃ॥ ১০৩
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি গোকর্ণো নাম নামতঃ।
তস্মাত্তবিষ্যতে পুণ্যং গোকর্ণ নাম তদ্বনং॥ ১০৪
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
কশ্যপো হ্যশনাশ্চৈব চ্যবনোঽথ বৃহস্পতিঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ গমিষ্যন্তি পরং পদম্॥
ততঃ সপ্তদশে চৈব পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
তদা ভবিষ্যতে ব্যাসো নাম্না দেবকৃতঞ্জয়ঃ॥ ১০৬
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি গুহাবাসীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে চৈব মহাতুঙ্গে মহালয়ে।
সিদ্ধিঃক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ভবিষ্যতি মহালয়ং॥ ১০৭
তত্রাপি মম তে পুত্রা ব্রহ্মণ্যা যোগবেদিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো সর্ব্বজ্ঞা নিরহঙ্কৃতাঃ॥ ১০৮
উতথ্যো বামদেবশ্চ মহাকালো মহালয়ঃ।
তেষাং শতসহস্রন্তু শিষ্যাণাং ধ্যানসাধনম্॥ ১০৯
ভবিষ্যন্তি তদা কল্পে সর্ব্বে তে ধ্যানযুক্তকাঃ।
তে তু সন্নিহিতা যোগে হৃদিকৃত্বা মহেশ্বরম্।
মহালয়পদং ক্ষিপ্তা প্রবিষ্টা শিবমব্যয়ম্॥ ১১০
যে চান্যেঽপি মহাত্মানঃ কালে তস্মিন্ যুগান্তিকে
ধ্যানযুক্তেন মনসা বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥ ১১১
গত্বা মহালয়ং পুণ্যং দৃষ্ট্বা মাহেশ্বরং পদম্।
তীর্ত্বা ভবয়তে জন্তূন্ দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্॥ ১১২
আত্মানমেকবিংশঞ্চ তারয়িত্বা মহার্ণবম্।
মম প্রসাদাৎ যাস্যন্তি রুদ্রলোকং গতজ্বরাঃ॥ ১১৩
ততোঽষ্টাদশমে চৈব পরিবর্ত্তে যদা ভবেৎ।
তদা ঋতঞ্জয়ো নাম ব্যাসস্তু ভবিতা মুনিঃ॥ ১১৪
তদাঽপ্যহং ভবিষ্যামি শিখণ্ডী নামনামতঃ।

হইবেন, দ্বিজগণ! তখন আমিও বেদশিরা নামে আবির্ভূত হইব। আমার সেই জন্মভূমি মধ্যে বেদশিরা নামধেয় মহাবীর্য্যধর পারমেশ্বর অস্ত্র এবং হিমালয়পৃষ্ঠে সরস্বতী সমীপে বেদশীর্ষ নামক একটি পর্ব্বতও উদ্ভূত হইবে। এই সময়ে কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুনেত্রক নামে আমার ব্রহ্মনিষ্ঠ ঊর্দ্ধরেতাঃ মহাত্মা পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া যোগানুষ্ঠান ও তপস্যাচরণ করত যথাকালে রুদ্রলোকে অবস্থিতি লাভ করিবে। ষোড়শ দ্বাপরকালে যখন যোসঞ্জ নামক ব্যাস উৎপন্ন হইবেন, তখন আমিও গোকর্ণ নামে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে সেই জন্মস্থানবনও গোকর্ণ নামে অভিহিত হইবে। আমার এই কালোৎপন্ন তেজস্বী পুত্রগণের নাম যথা—কশ্যপ, উশনাঃ, চ্যবন ও বৃহস্পতি। ইহাঁরাও পূর্ব্বপুত্রগণের ন্যায় ধ্যানযোগনিরত হইয়া পরমপদের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। সপ্তদশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে কৃতঞ্জয় দেবের উৎপত্তি হইলে, আমি হিমালয় শিখরস্থিত অত্যুচ্চ মহালয়নামধেয় স্থানে গুহাবাসী নামে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে সেই মহালয় মহাপুণ্যজনক সিদ্ধিক্ষেত্ররূপে অভিহিত হইবে। উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয় নামে আমার তাৎকালিক পুত্রগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মবাদী যোগজ্ঞ মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও নিরহঙ্কৃত হইবে এবং তাহাদের শিষ্যপরম্পরা বহুবিধ ধ্যানাচরণে প্রবৃত্ত রহিবে। ঐ চারি পুত্র ধ্যানযোগে হৃদয় মধ্যে মহেশ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহালয়পদ সংসার পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় অব্যয় শিবলোকে প্রস্থান করিবে। ৯৯—১১০। সেই কল্পে অন্য কোন মহাত্মাও মহালয়স্থানে গমন করিয়া এইরূপ ধ্যানযোগ সহকারে মহেশ্বরপদ দর্শন করত নির্ম্মলহৃদয় এবং বিশুদ্ধবুদ্ধি হইতে পারিলে, তিনিও পূর্ব্ববর্ত্তী দশপুরুষ, পরবর্ত্তী দশপুরুষ এবং স্বয়ং এই একবিংশতি পুরুষকে ভবরূপ মহাসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া মদীয় অনুগ্রহে অহংকারহীন হইয়া রুদ্রলোক লাভ করিতে পারিবেন। অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋতঞ্জয়

সিদ্ধক্ষেত্রে মহাপুণ্যে দেবদানবপূজিতে ॥ ১১৫
হিমবচ্ছিখরে পুণ্যে শিখণ্ডী যত্র পর্ব্বতঃ।
শিখণ্ডিনো বনঞ্চাপি ঋষিসিদ্ধনিষেবিতাঃ ॥ ১১৬
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
বাচঃশ্রবা ঋচীকশ্চ শাবাসশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১১৭
যোগাত্মানো মহাসত্ত্বাঃ সর্ব্বে তে বেদপারগাঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে ॥
ততস্ত্বেকোনবিংশে তু পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু ভবিতা নাম্না ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥ ১১৯
তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি জটামালীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটায়ুর্যত্র পর্ব্বতঃ ॥ ১২০
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
হিরণ্যনামা কৌশল্যঃ কাক্ষীবঃ কুথুমিস্তথা ॥১২
ঈশ্বরা যোগধর্ম্মাণঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥১২২
ততো বিংশতিমে সর্গে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
বাচঃশ্রবাঃ স্মৃতো ব্যাসো ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি হট্টহাসেতি নামতঃ।
অট্টহাসপ্রিয়াশ্চাপি ভবিষ্যন্তি তদা নরাঃ ॥ ১২৪
তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে সিদ্ধচারণসেবিতে।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
যুক্তাত্মানো মহাসত্ত্বা ধ্যানিনো নিয়তব্রতাঃ ॥ ১২৫
সুমন্তুর্ব্বর্ব্বরির্বিদ্বান্ সুবন্ধুঃ কুশিকন্ধরঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকায় তে গতাঃ ॥
একবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমেণ তু।
বাচস্পতিঃ স্মৃতো ব্যাসো যদা স ঋষিসত্তমঃ ॥১২৭
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি দারুকো নাম নামতঃ।
তস্মাৎ ভবিষ্যতে পুণ্যং দেবদারুবনং মহৎ ॥১২৮
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
প্লক্ষো দাক্ষায়ণিশ্চৈব কেতুমালী বকস্তথা ॥১২৯
যোগাত্মানো মহাত্মানো নিয়তা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
পরমং যোগমাস্থায় রুদ্রং প্রাপ্তাস্তথানঘাঃ ॥ ১৩০
দ্বাবিংশে পরিবর্ত্তে তু ব্যাসঃ শুক্লায়নো যদা।
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি বারাণস্যাং মহামুনিঃ ॥১৩
নাম্না বৈ লাঙ্গলী ভীমো যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি মাং কলৌ তস্মিন্নবতীর্ণং হলায়ুধম্ ॥১৩২

নামে ঋষি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলে আমি হিমালয়-শিখরস্থিত দেবদানব-পূজিত মহাপুণ্য সিদ্ধক্ষেত্রে যেখানে শিখণ্ডী নামে পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, সেখানে শিখণ্ডিনামে আবির্ভূত হইব। এই শিখণ্ডী পর্ব্বতস্থিত বনে ঋষি ও সিদ্ধসমূহ বাস করিয়া থাকেন। তখন আমার বাচঃশ্রবা ঋচীক, শাবাস ও দৃঢ়ব্রত নামক মহাসত্ত্বসম্পন্ন তপোনিরত পুত্রগণের আবির্ভাব হইবে। তাহারা মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠান করিয়া যথাকালে রুদ্রলোকে অবস্থান করিবে। ঊনবিংশ দ্বাপরে মহামুনি ভরদ্বাজ ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইবেন, তখন আমিও হিমালয়শিখর-স্থিত রমণীয় জটায়ুশৈলে জটামালী নামে আবির্ভূত হইব। তখন আমার হিরণ্য, কৌশল্য, কাক্ষীব ও কুথুমি নামে ঊর্দ্ধরেতাঃ যোগধর্ম্মা মহাতেজঃশালী পুত্রগণ অবতীর্ণ হইয়া মাহেশ্বরযোগপ্রভাবে পুনর্ব্বার রুদ্রলোক লাভ করিবে। ১১১—১২২। বিংশতি দ্বাপরে মহামতি বাচঃশ্রবা ব্যাস নাম ধারণ করিলে, আমি হিমাচলশিখরস্থিত সিদ্ধচারণসেবিত পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানেই অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হইব। ঐ সময় মানবমাত্রেই অট্টহাসপ্রিয় হইবে। এই কালে সুমন্তু, বর্ব্বরি, সুবন্ধু ও কুশিকন্ধর নামক মহাসত্ত্বযুত মহাতেজস্বী নিয়তব্রত এবং ধ্যানযোগনিরত মদীয় পুত্রচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইয়া, মাহেশ্বর যোগাচরণ করত অন্তিমে রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে। একবিংশ কল্পে ঋষিবর বাচস্পতি ব্যাস হইবেন এবং আমিও তৎকালে পবিত্রতম বিশাল দেবদারুবনে দারুক নামে আবির্ভূত হইব। আমার ঊর্দ্ধরেতাঃ অতিতেজাঃ, যোগনিরত মহাত্মা পুত্রগণ তখন প্লক্ষ, দাক্ষায়ণি, কেতুমালী ও বকনামে জন্মগ্রহণ করিয়া পরম যোগানুষ্ঠান করত নিষ্পাপ অবস্থায় রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। দ্বাবিংশ কল্পে শুক্লায়ন ঋষি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলে, আমি বারাণসীক্ষেত্রে লাঙ্গলীভীম নামে আবির্ভূত হইব। ইন্দ্রাদি দেবগণ কলি-

তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ।
তুল্যার্চ্চির্মধুপিঙ্গাক্ষঃ শতকেতুস্তথৈব চ॥ ১৩৩
তেঽপি মাহেশ্বরং যোগং প্রাপ্য ধ্যানপরায়ণাঃ।
বিরজা ব্রহ্মভূয়িষ্ঠা রুদ্রলোকায় সংস্থিতাঃ॥ ১৩৪
পরিবর্ত্তে ত্রয়োবিংশে তৃণবিন্দুর্যদা মুনিঃ।
ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মন্ তদাহং ভবিতা পুনঃ॥
শ্বেতো নাম মহাকায়ো মুনিপুত্রঃ সুধার্ম্মিকঃ।
তত্র কালং জয়িষ্যামি তদা গিরিবরোত্তমে॥১৩৬
তেন কালঞ্জরো নাম ভবিষ্যতি স পর্ব্বতঃ।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ॥১৩৭
উশিজো বৃহদুক্থশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং গতা হি তে
পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বিংশে ঋক্ষো ব্যাসো ভবিষ্যতি।
তত্রাহং ভবিতা ব্রহ্মন্ কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে
শূলী নাম মহাযোগী নৈমিষে যোগিবন্দিতে।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ॥১৪০
শালিহোত্রোঽগ্নিবেশ্যশ্চ যুবনাশ্বঃ শরদ্বসুঃ।
তেঽপি যোগবলোপেতা রুদ্রং যাস্যন্তি সুব্রতাঃ॥

পঞ্চবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে যথাক্রমম্।
বাশিষ্ঠস্তু যদা ব্যাসঃ শক্তির্নাম ভবিষ্যতি॥ ১৪২
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দণ্ডী মুণ্ডীশ্বরঃ প্রভুঃ।
কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপূজিতম্॥ ১৪৩
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি ক্রমান্বতাঃ।
যোগাত্মানো মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ॥
ছগলঃ কুম্ভকর্ণাস্যঃ কুম্ভশ্চৈব প্রবাহকঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গমিষ্যন্তি তথৈব তে॥১৪
ষড়্‌বিংশে পরিবর্ত্তে তু যদা ব্যাসঃ পরাশরঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সহিষ্ণুর্নাম নামতঃ॥ ১৪৬
পুণ্যং রুদ্রবটং প্রাপ্য কলৌ তস্মিন্ যুগান্তিকে।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি সুধার্ম্মিকাঃ॥১৪৭
উলূকো বৈদ্যুতশ্চৈব সর্ব্বকঃ হ্যাশ্বলায়নঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং গন্তারস্তে তথৈব হি॥১৪
সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতূকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ॥ ১৪
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।

কালে আমার এই মূর্ত্তিকেই হলায়ুধরূপে দর্শন করিবেন। এতৎকালজাত আমার পুত্রগণের নাম সুধার্ম্মিক, তুল্যার্চ্চি, মধুপিঙ্গাক্ষ ও শতকেতু। তাহারা মাহেশ্বর যোগ ও মাহেশ্বর ধ্যানাচরণে পাপপরিহীন এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিবে। ১২৩—১৩৪। ত্রয়োবিংশ কল্পে তৃণবিন্দু ঋষি ব্যাসরূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, আমি শ্বেত নাম ধারণ করত মহাকায় ও ধর্ম্মশীল হইয়া মুনিপুত্ররূপে আবির্ভূত হইব। আমি যে পর্ব্বতে কালাতিপাত করিব, সেই পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, সেই হেতুই কালঞ্জর নামে বিখ্যাত হইবে। এইকালে আমার মহাতেজস্বী পুত্রগণ উসিজ, বৃহদুক্থ, দেবল ও কবি নামে অবতীর্ণ হইয়া মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠান করত পুনর্ব্বার রুদ্রলোকে গমন করিবে। কলি নিকটবর্ত্তী চতুর্ব্বিংশদ্বাপরে ঋক্ষ ঋষি ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, আমি যোগিজন-পূজিত নৈমিষক্ষেত্রে মহাযোগী শূলী নামে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে আমার তপোনিষ্ঠ পুত্রগণ শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু নামে উৎপন্ন হইয়া, যোগানুষ্ঠান করত যোগপ্রভাবে পুনর্ব্বার তাহারা রুদ্র-লোকে গমন করিবে। যথাক্রমে পঞ্চবিংশ দ্বাপরের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, বশিষ্ঠতনয় শক্তি ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইবেন। আমিও তখন দেবপূজিত কোটিবর্ষ নামধেয় নগরে দণ্ড-ধারী মুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হইব। এই সময়ে আমার ঊর্দ্ধরেতাঃ যোগনিরত মহাত্মা পুত্রগণ ছগল, কুম্ভকর্ণাস্য, কুম্ভ ও প্রবাহক নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মাহেশ্বর যোগানুষ্ঠান-করত পুনর্ব্বার মাহেশ্বর লোকে গমন করিবে। ষড়্‌বিংশ দ্বাপরে পরাশর ঋষি ব্যাসরূপে অব-তীর্ণ হইবেন, তখন আমি সেই কাল-সন্নিহিত সময়ে রুদ্রবট নামক স্থানে সহিষ্ণু নাম গ্রহণ করত আবির্ভূত হইব। উলুক, বৈদ্যুত, সর্ব্বক ও আশ্বলায়ন নামে মদীয় পরম ধার্ম্মিক চারি পুত্র তখন উৎপন্ন হইয়া, মাহেশ্বর যোগাচারণ করত রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। সপ্তবিংশতিদ্বাপরে তপস্বী জাতুকর্ণ ব্যাসরূপ

প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫০
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥ ১৫১
যোগাত্মানো মহাত্মানো বিমলাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং রুদ্রলোকং ততো গতাঃ
অষ্টাবিংশে পুনঃ প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুর্লোক পিতামহঃ ॥ ১৫৩
যদা ভবিষ্যতি ব্যাসো নাম্না দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
তদা ষষ্ঠেন চাংশেন কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
বসুদেবাৎ যদুশ্রেষ্ঠো বাসুদেবো ভবিষ্যতি ।১৫৪
তদা চাহং ভবিষ্যামি যোগাত্মা যোগমায়য়া।
লোকবিস্মাপনার্থায় ব্রহ্মচারিশরীরকঃ ॥ ১৫৫
শ্মশানে মৃতমুৎসৃষ্টং দৃষ্ট্বা লোকমনাথবম্।
ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় প্রবিষ্টো যোগমায়য়া ॥ ১৫৬
দিব্যাং মেরুগুহাং পুণ্যাং ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ বিষ্ণুনা।
ভবিষ্যামি তদা ব্রহ্মন্ নকুলী নামনামতঃ ॥ ১৫৭
কায়ারোহণমিত্যেবং সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ বৈ তদা।
ভবিষ্যতি তু বিখ্যাতং যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি ॥ ১৫৮
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ।
কুশিকশ্চৈব গার্গ্যশ্চ মিত্রকো রুষ্ট এব চ ॥ ১৫৯
যোগমুক্তা মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রাপ্য মাহেশ্বরং যোগং বিমলা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
রুদ্রলোকং গমিষ্যন্তি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৬০
ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্।
মন্বাদি কৃষ্ণপর্য্যন্তমষ্টাবিংশযুগক্রমাৎ।
তত্র স্মৃতিসমূহানাং বিভাগো ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৬১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনয়ো বিদুঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যঞ্চেতি চতুর্যুগম্ ॥ ১

ধারণ করিলে, আমি প্রভাসতীর্থে যোগনিষ্ঠ দ্বিজবর, সোমশর্ম্মা নামে আবির্ভূত হইয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত হইব। এই সময় জাত মদীয় যোগাত্মা তপোনিরত পুত্রগণের নাম যথা,—অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস। ইহারা যোগাচারে মহাত্মা ও বিমলবুদ্ধি হইয়া মাহেশ্বর যোগপ্রভাবে রুদ্রলোকে গিয়া অবস্থান করিবে। ১৫৫—১৫২। অনন্তর ক্রমানুসারে অষ্টাবিংশদ্বাপরের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, লোক পিতামহ শ্রীমান্ বিষ্ণু পরাশর ঋষির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া, দ্বৈপায়ন নাম ধারণপূর্ব্বক ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলে, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বসুদেবগৃহে ষষ্ঠাংশে যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হইবেন। তৎকালে আমিও প্রথমে লোকের বিস্ময় উৎপাদনের জন্য যোগমায়ার সহিত যোগাত্মা ব্রহ্মচারিরূপে প্রাদুর্ভূত হইব। তৎপরে হে ব্রহ্মন্! শ্মশানত্যক্ত অনাথ মৃত লোকদিগকে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের হিতাভিলাষে যোগমায়া, তুমি ও বিষ্ণুর সহিত পবিত্র দিব্য মেরুগুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নকুলী নামে জন্মগ্রহণ করিব। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন সেই নকুলী মূর্ত্তির অধিকৃত স্থানসকল কায়ারোহণ নামে সিদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমার তৎ-কালজাত কুশিক, গার্গ্য, মিত্রক ও রুষ্ট নামক ব্রাহ্মণজাতীয়, বেদপারদর্শী, যোগনিরত, মহাত্মা তপঃপরায়ণ পুত্রগণ মাহেশ্বর যোগপ্রভাবে বিমলবুদ্ধি ও ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া অনন্তকালের জন্য রুদ্রলোকে বাসস্থান লাভ করিবে। এইরূপে আমি যথাক্রমে অষ্টাবিংশ যুগের মনু হইতে কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অবতারগণের লক্ষণ সকল বর্ণন করিলাম। এই সকল যুগকালে স্মৃতিসমূহের বিভাগানুসারে ধর্ম্মলক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে। ১৫৩—১৬১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও তিষ্য (কলি) নামে চারিটি যুগ মুনি-

এতৎ সহস্রপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
যামাদ্যাস্তু গণাঃ সপ্ত রোমবন্তশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২
সশরীরাঃ শ্রয়ন্তে স্ম জনলোকং সহানুগাঃ।
এবং দেবেষতীতেষু মহর্লোকাজ্জনং তপঃ ॥ ৩
মন্বন্তরেষতীতেষু দেবাঃ সর্ব্বে মহৌজসঃ।
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং সাযুজ্যং কল্পবাসিনাম্ ॥ ৪
সমেত্য দেবৈস্তে দেবাঃ প্রাপ্তে সঙ্কলনে তদা।
মহর্লোকং পরিত্যজ্য গণাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ ॥ ৫
ভূতাদিষবশিষ্টেষু স্থাবরান্তেষু বৈ তদা।
শূন্যেষু তেষু লোকেষু মহোঽন্তেষু ভুবাদিষু।
দেবেষথ গতেষূর্দ্ধং কল্পবাসিষু বৈ জনম্ ॥ ৬
তৎ সংহৃত্য ততো ব্রহ্মা দেবর্ষিগণদানবান্।
সংস্থাপয়তি বৈ সর্ব্বান্ দাহবৃষ্ট্যা যুগক্ষয়ে ॥ ৭
যোঽতীতঃ সপ্তমঃ কল্পো ময়া বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্গাঢ়ৈরেকীভূতৈর্মহার্ণবৈঃ।
আসীদেকার্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্ ॥ ৮
মায়য়ৈকার্ণবে তস্মিন্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
জীমূতাভোঽম্বুজাক্ষশ্চ কিরীটী শ্রীপতির্হরিঃ ॥ ৯
নারায়ণমুখোদ্গীর্ণঃ সোঽষ্টমঃ পুরুষোত্তমঃ।
অষ্টবাহুর্মহোরস্কো লোকানাং যোনিরুচ্যতে ॥ ১০
কিমপ্যচিন্ত্যং যুক্তাত্মা যোগমাস্থায় যোগবিৎ।
ফণাসহস্রকলিতং তমপ্রতিমবর্চসম্ ॥ ১১
মহাভোগপতের্ভোগমধ্যাস্তীর্য্য মহোচ্ছ্রয়ম্।
তস্মিন্ মহতি পর্য্যঙ্কে শেতে বৈ কনকপ্রভঃ ॥ ১২
এবং তত্র শয়ানেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
আত্মারামেণ ক্রীড়ার্থং সৃষ্টং নাভ্যান্তু পঙ্কজম্ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণ-তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্।
বজ্রদণ্ডং মহোৎসেধং লীলয়া প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৪
তস্যৈবং ক্রীড়মানস্য সমীপং দেবমীঢ়ুষঃ।
হেমগর্ভাণ্ডজো ব্রহ্মা রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
চতুর্ম্মুখো বিশালাক্ষঃ সমাগম্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫
শ্রিয়া যুক্তেন নব্যেন সুপ্রভেণ সুগন্ধিনা।

গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এই সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিনসংখ্যা, তৎপরিমিতকাল রোমব্যাপ্ত শরীরসম্পন্ন যামাদি সপ্তগণ অনুচরগণের সহিত চতুর্দ্দশ সংখ্যাযুক্ত হইয়া জনলোকে অবস্থিতি করেন। এইরূপে দেবগণ মহর্লোক হইতে জন ও তপোলোকে অবস্থান করিলে এবং মন্বন্তরসকল অতীত হইয়া গেলে, দেবগণ ঊর্দ্ধগত হইয়া কল্পবাসীদিগের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন। এইরূপে প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্দ্দশগণ মহর্লোক পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের সহিত মিলিত হওয়ায় স্থাবরান্ত ভূতাদিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়া যায়। তৎকালে দেবগণ ঊর্দ্ধগত হইয়া কল্পবাসিগণের সহিত মিলিত হওয়ায়, ভূব প্রভৃতি মহঃ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকশূন্য হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মা দাহ ও বৃষ্টির দ্বারা যুগক্ষয় করত দেবর্ষি দানব প্রভৃতিকে উৎপাদন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি যে বিগত সপ্তম কল্পের কথা আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি, পরবর্ত্তী মিলিত সপ্ত মহাসমুদ্র দ্বারা সমুদয় পৃথ্বীভাগ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর একার্ণবরূপে অবস্থান করিলে, সেই একার্ণব উপরে শঙ্খচক্রগদাধর নীরদদ্যুতি কিরীটোজ্জ্বল কমললোচন, শ্রীপতি হরি মায়াবলে বিশালবক্ষঃ অষ্টবাহুরূপ ধারণ করত নারায়ণমুখ হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া লোকসমূহের উৎপত্তি কারণ অষ্টম পুরুষ নামে প্রখ্যাত হইহইলেন। ১—১০। সেই যোগজ্ঞ যোগাত্মা কনককান্তি অষ্টম পুরুষ কোনও অচিন্তনীয় যোগানুষ্ঠান করত মহানাগপতির সহস্রফণাব্যাপ্ত অপ্রতিম দীপ্তিসম্পন্ন অত্যুন্নত ফণা বিস্তার করিয়া সুবিস্তৃত পর্য্যঙ্কনিভ সেই ফণার উপরিভাগে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভাবশালী আত্মারাম বিষ্ণু সেই ফণারূপ শয্যায় থাকিয়াই ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় নাভিহ্রদ হইতে তরুণতপনোপম দীপ্তিবিশিষ্ট, শতযোজনবিস্তীর্ণ, বজ্রের ন্যায় দণ্ডসমন্বিত, অত্যুচ্চ একটি পদ্মের সৃষ্টি করিলেন। সেই অচিরোৎপন্ন, সুগন্ধ ও সুপ্রভাসম্পন্ন সুন্দর পদ্ম লইয়া তিনি ক্রীড়াসক্ত আছেন, এমন সময়ে হেমব্রহ্মাণ্ডজাত, স্বর্ণবর্ণ, চতুর্মুখ বিশাললোচন ও ইন্দ্রিয়াতীত

তং ক্রীড়মানং পদ্মেন দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা তু ভেজিবান্॥
স বিস্ময়মথাগম্য শক্ষসংপূর্ণয়া গিরা।
প্রোবাচ কো ভবান্ শেতে আশ্রিতো মধ্যমম্ভসাম্
অথ তস্যাচ্যুতঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণস্তু শুভং বচঃ।
উদতিষ্ঠত পর্য্যঙ্কাদ্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ১৮
প্রত্যুবাচোত্তরঞ্চৈব ক্রিয়তে যচ্চ কিঞ্চন।
দ্যৌরন্তরীক্ষং ভূতঞ্চ পরং পদমহং প্রভুঃ॥ ১৯
তমেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরথাব্রবীৎ।
কস্ত্বং খলু সমায়াতঃ সমীপং ভগবান্ কুতঃ।
কুতশ্চ ভূয়ো গন্তব্যং কুত্র বা তে প্রতিশ্রয়ঃ॥ ২০
কো ভবান্ বিশ্বমূর্ত্তিস্ত্বং কর্ত্তব্যং কিঞ্চ তে ময়া।
এবং ব্রুবাণং বৈকুণ্ঠং প্রত্যুবাচ পিতামহঃ॥ ২১
যথা ভবাংস্তথা চাহমাদিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ।
নারায়ণসমাখ্যাতঃ সর্ব্বং বৈ ময়ি তিষ্ঠতি॥ ২২
সবিস্ময়ং পরং শ্রুত্বা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
সোঽনুজ্ঞাতে ভগবতা বৈকুণ্ঠো বিশ্বসম্ভবঃ॥ ২৩
কৌতূহলান্মহাযোগী প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো মুখম্।

ব্রহ্মা যদৃচ্ছাক্রমে এথায় উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে প্রশংসিতবচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কে আপনি এই জলমধ্যে শয়ন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন?" ভগবান্ অচ্যুত ব্রহ্মবাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া গাত্রোত্থান করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূত প্রভৃতি যে যে সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমিই তৎসমস্তের সৃষ্টি কর্ত্তা।" ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ প্রত্যুত্তর দিবার পর পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "কে আপনি? কোথা হইতে মৎসমীপে উপস্থিত হইলেন? এথান হইতেই বা আপনি কোথায় গমন করিবেন? এবং আপনার বাসস্থান কোথায়?" পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, "আপনার ন্যায় আমিও একজন আদিসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, আমার নাম নারায়ণ আমিই সমগ্র জগতের আশ্রয়স্থল"। মহাযোগী বিশ্বকারণ বিষ্ণু ব্রহ্মবাক্যশ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, কৌতূহলনিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহার আদেশগ্রহণ করত ব্রহ্মমুখে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইমানষ্টাদশ দ্বীপান্ সসমুদ্রান্ সপর্ব্বতান্॥ ২৪
প্রবিশ্য স মহাতেজাশ্চতুর্ব্বর্ণসমাকুলান্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ সপ্তলোকান্ সনাতনান্॥ ২৫
ব্রহ্মণস্তূদরে দৃষ্ট্বা সর্ব্বান্ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ।
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যং পুনঃ পুনরভাষত॥ ২৬
পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ বিষ্ণুর্নানাবিধাশ্রমান্।
ততো বর্ষসহস্রান্তে নান্তং হি দদৃশে তদা॥ ২৭
তদাস্য বক্ত্রান্নিষ্ক্রাম্য পন্নগেন্দ্রনিকেতনঃ।
অজাতশত্রুর্ভগবান্ পিতামহমথাব্রবীৎ॥ ২৮
ভগবন্ আদি মধ্যঞ্চ অন্তং কালদিশোর্ন চ।
নাহমন্তং প্রপশ্যামি হ্যুদরস্য তবানঘ॥ ২৯
এবমুক্ত্বাব্রবীদ্ভূয়ঃ পিতামহমিদং হরিঃ।
ভবানপ্যেবমেবাদ্য হ্যুদরং মম শাশ্বতম্।
প্রবিশ্য লোকান্ পশ্যৈতাননৌপম্যান্ দ্বিজোত্তম॥
মনঃপ্রহ্লাদনীং বাণীং শ্রুত্বা তস্যাভিনন্দ্য চ।
শ্রীপতেরুদরং ভূয়ঃ প্রবিবেশ পিতামহঃ॥ ৩১
তানেব লোকান্ গর্ভস্থঃ পশ্যন্ সোঽচিন্ত্যবিক্রমঃ
পর্য্যটিত্বাদদেবস্য দদর্শান্তং ন বৈ হরেঃ॥ ৩২

মহাযশা বিষ্ণু এইরূপে ব্রহ্মোদরমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া তথায় সাগর পর্ব্বতাদি-পরিবেষ্টিত অষ্টাদশ দ্বীপ এবং চতুর্ব্বর্ণবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সপ্ত সনাতনলোকাদি যাবতীয় পদার্থ অবস্থিত দেখিয়া, বার বার তাঁহার তপোবলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১১—২৬। সেই উদর মধ্যেই তিনি নানাবিধ আশ্রমশালী বিবিধ লোক পরিভ্রমণ করিয়া সহস্রবৎসরেও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। তখন অজাতশত্রু ভগবন্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার ব্রহ্মমুখ হইতে বহির্গত হইয়া পিতামহকে বলিলেন,— "হে বিমলচিত্ত ভগবন্! আমি ভবদীয় উদরমধ্যে কাল ও দিকের আদি, মধ্য, অন্ত এবং উদরেরও শেষসীমা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না"। এই বাক্যের পর হরি পুনরায় পিতামহকে বলিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনিও একবার আমার এই চিরন্তন উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অপ্রতিম লোক সকল অবলোকন করুন, অচিন্ত্যবিক্রম পিতামহ আদিদেব লক্ষ্মীপতি-

জ্ঞাত্বাগমং তস্য পিতামহস্য
দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিধায় বিষ্ণুঃ।
বিভুর্মনঃ কর্ত্তুমিয়েষ চাশু
সুখং প্রসুপ্তোঽস্মি মহাজলৌঘে ॥ ৩৩
ততো দ্বারাণি সর্ব্বাণি পিহিতান্যুপলক্ষ্য হি।
সূক্ষ্মং কৃত্বাত্মনো রূপং নাভ্যাং দ্বারমবিন্দত ॥৩৪
পদ্মসূত্রানুমার্গেণ হ্যনুগম্য পিতামহঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ।
বিররাজারবিন্দস্থঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে তাভ্যাং একৈকস্য তু কার্ণ্যতঃ।
প্রবর্ত্তমানে সংহর্ষে মধ্যে তস্যার্ণবস্য তু ॥ ১
ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং প্রভুরীশ্বরঃ।
শূলপাণির্ম্মহাদেবো হৈমচীরাম্বরচ্ছদঃ ॥ ২
আগচ্ছদ্‌যত্র সোঽনন্তো নাগভোগপতির্হরিঃ।
শীঘ্রং বিক্রমতস্তস্য পদ্ভ্যামত্যন্তপীড়িতাঃ ॥ ৩
উদ্ভূতাস্তূর্ণমাকাশে পৃথুলাস্তোয়বিন্দবঃ।
অত্যুষ্ণাশ্চাতিশীতাশ্চ বায়ুস্তত্র ববৌ ভৃশম্ ॥ ৪
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত।
অব্বিন্দবো হি স্থূলোষ্ণাঃ কম্পতে চাম্বুজং ভৃশম্
এতং মে সংশয়ং ব্রূহি কিন্ত্বন্যৎ ত্বং চিকীর্ষসি ॥
এতদেবংবিধং বাক্যং পিতামহমুখাচ্চ্যুতম্।
শ্রুত্বাপ্রতিমকর্ম্মাহ ভগবানসুরান্তকৃৎ ॥ ৬
কিন্নু খল্বত্র মে নাভ্যাং ভূতমন্যৎ কৃতালয়ম্।
বদতি প্রিয়মত্যর্থং বিপ্রিয়েঽপি চ তে ময়া ॥ ৭
ইত্যেবং মনসা ধ্যাত্বা প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্।
কিন্নত্র ভগবান্ তস্মিন্ পুষ্করে জাতসম্ভ্রমঃ ॥ ৮
কিং ময়া যৎ কৃতং দেব যন্মাং প্রিয়মনুত্তমম্।

মুখনির্গত এই আহ্লাদকর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশ করত বহু-পরিভ্রমণেও অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে অনন্তশক্তি বিষ্ণু ব্রহ্মার নির্গমনকাল অনুভব করিয়া দ্বার-সমূহের অবরোধ করত সেই সাগরজলমধ্যে নিদ্রিত হইয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মা সমুদায় দ্বারপথ অবরুদ্ধ দেখিয়া, সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করত নাভিদ্বারে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে পদ্মসূত্রপথের অনুসরণ করত নির্গত হইয়া,সেই নাভিপদ্মের উপরিভাগে পদ্মগণের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন চতুর্মুখ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ২৭—৩৫।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এইরূপে সাগরের মধ্যদেশে তাঁহাদিগের যখন পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন অপ্রমেয়াত্মা ভূতপতি মহাদেব শূলপাণি কনকপরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া অনন্তনাগশায়ী শ্রীহরি-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার শীঘ্র পদবিক্ষেপে জলবিন্দু সকল পীড়িত হইয়া অত্যুষ্ণ, অতি-শীতল এবং স্থূলাকার ধারণ করত আকাশপথে উড্ডীন হইতে লাগিল এবং সমীরণও তখন অতি বেগে প্রবাহিত হইল। ব্রহ্মা এই সমস্ত দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিষ্ণুকে এই কথা কহিলেন যে, জলবিন্দুগুলি অতীব উষ্ণ ও স্থূল হইয়াছে এবং এই নাভিকমলও নিতান্ত কম্পিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি একান্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া মদীয় সংশয় নিরাস করুন। অপ্রতিমকর্ম্মা অসুরধ্বংসী ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ পিতামহবাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমার নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া কে এরূপ প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতেছে?” কিছুক্ষণ চিন্তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদ্বারা কখনও আপনার প্রিয়কার্য্য আচরিত না হইলেও কে

ভাষসে পুরুষশ্রেষ্ঠ কিমর্থং ব্রূহি তত্ত্বতঃ॥ ৯
এবং ব্রুবাণং দেবেশং লোকযাত্রান্ত তত্ত্বগাম্।
প্রত্যুবাচাম্বুজাভাস্কঃ ব্রহ্মা বেদনিধিঃ প্রভুঃ। ১০
যোহসৌ তবোদরং পূর্ব্বং প্রবিষ্টোহহং ত্বদিচ্ছয়া
যথা মযোদরে লোকাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাস্ত্বয়া প্রভো॥১১
তথৈব দৃষ্টাঃ কার্ৎস্ন্যেন ময়া লোকাস্তবোদরে।
ততো বর্ষসহস্রান্তে উপাবৃত্তস্য মেহনঘ॥ ১২
নূনং মৎসরভাবেন মাং বশীকর্তুমিচ্ছতা।
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘটিতানি ত্বয়া পুনঃ॥১৩
ততো ময়া মহাভাগ সঞ্চিন্ত্য শ্বেন চেতসা।
লব্ধো নাভ্যাং প্রবেশস্তু পদ্মসূত্রাদ্বিনির্গমঃ॥ ১৪
মাভূৎ তে মনসোহল্পোহপি ব্যাঘাতোহয়ং কথঞ্চন
ইত্যেষানুগতির্বিষ্ণোঃ কার্য্যানামৌপসর্গিকী॥১৫
যন্ময়ানন্তরং কার্য্যং ময়াধ্যবসিতং ত্বয়ি।
ত্বাঞ্চাবাধিতুকামেন ক্রীড়াপূর্ব্বং যদৃচ্ছয়া॥ ১৬
আশু দ্বারাণি সর্ব্বাণি ঘটিতানি ময়া পুনঃ।
ন তেঽন্যথাবমন্তব্যো মান্যঃ পূজ্যশ্চ মে ভবান্॥
সর্ব্বং মর্ষয় কল্যাণ যন্ময়া যৎ কৃতং তব।
তস্মান্ময়োচ্যমানস্ত্বং পদ্মাদবতর প্রভো॥ ১৮
নাহং ভবন্তং শক্নোমি সোঢ়ুং তেজোময়ং গুরুম্
স চোবাচ বরং ব্রূহি পদ্মাদবতরাম্যহম্॥ ১৯
পুত্রো ভব মমারিঘ্ন মুদং প্রাপ্স্যসি শোভনম্।
সত্যধনো মহাযোগী ত্বমীড্যঃ প্রণবাত্মকঃ॥ ২০
অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেশ শ্বেতোষ্ণীষবিভূষণঃ।
পদ্মযোনিরিতীত্যেবং খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যসি॥
পুত্রো মে ত্বং ভব ব্রহ্মন্ সর্ব্বলোকাধিপ প্রভো
ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বরং গৃহ্য কিরীটিনঃ।
এবং ভবতু চেত্যুক্ত্বা প্রীতাত্মা গতমৎসরঃ॥ ২২
প্রত্যাসন্নমথায়াতং বালার্কাভং মহাননম্।
ভূতমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা নারায়ণমথাব্রবীৎ॥ ২৩

আপনি মদীয় নাভিজাত হইয়া এই প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন? হে পুরুষবর! আপনি বলুন, আমি আপনার এমন কি প্রিয়কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে আপনি এইরূপ প্রিয়বাক্য আমায় শ্রবণ করাইলেন। পদ্মনাভ প্রভু বেদনিধি ব্রহ্মা দেবেশ্বরমুখে এইরূপ লৌকিক কথা শুনিয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনি মদীয় উদরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোক দর্শন করেন। পরে, যে ব্যক্তি ভবদীয় আদেশানুসারেই আপনার উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লোকসকল অবলোকন করিয়াছিল এবং সহস্র বৎসর উদরমধ্যে পরিভ্রমণ করিবার পর বহির্গত হইবার উপক্রম করিলে, আপনি মৎসরভাবে যাহাকে বশীকরণার্থ স্বীয় নির্গমদ্বার সকল নিরোধ করিয়াছিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি; ভবদীয় সর্ব্ব দ্বার অবরুদ্ধ দেখিয়া নাভিদেশে পদ্মসূত্র হইতে নিঃসৃত হইয়াছি। ১—১৪। বিষ্ণু বলিলেন, অতি অল্প পরিমাণেও কিছুতেই আপনার মানসিক ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, বিষ্ণুর কৃতকার্য্যের এইরূপ উদ্দেশ্য হইলেও আমি ক্রীড়াচ্ছলে আপনাকে ক্লেশ দিবার ইচ্ছা করিয়া দ্বারসমূহের নিরোধ করিয়াছিলাম। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিবেন না; কেননা আপনি আমার माननीয় এবং পূজ্য; এই কার্য্য করিবার জন্য আমার যে সকল অপরাধ হইয়াছে, ওহে মঙ্গলময়! আমি অনুরোধ করিতেছি, সুতরাং আমায় ক্ষমা প্রদান করত নাভিপদ্ম হইতে অবতরণ করুন; কারণ আপনার ন্যায় গুরুতর ব্যক্তির তেজঃ সহ্য করিতে আমি একান্ত অক্ষম। বিষ্ণুর বাক্যে ব্রহ্মা বলিলেন, আপনি বরপ্রদান করুন। আমি পদ্ম হইতে অবতরণ করি। এই কথার উত্তরে বিষ্ণু বলিলেন,—ওহে অরিন্দম! আপনি মদীয় পুত্রত্ব স্বীকার করুন, তাহাতে অত্যধিক প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন। হে সর্ব্বেশ্বর! আজ হইতে আপনি সত্যধন মহাযোগী ওঁকারাত্মক পূজ্য পদ্মযোনি নামে প্রখ্যাত হইবেন। হে সর্ব্বলোকপতে! হে অনন্তশক্তিধর ব্রহ্মন্! আমি আবার পুনর্ব্বার বলিতেছি, আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রীতমনে সমস্ত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে তিনি সেই অরুণবর্ণ ও বিশালমুখশালী সমীপগত অদ্ভুত

অপ্রমেয়ো মহাবক্ত্রো দংষ্ট্রী ব্যস্তশিরোরুহঃ।
দশবাহুস্ত্রিশূলাঙ্কো নয়নৈর্বিশ্বতোমুখঃ॥ ২৪
লোকপ্রভুঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিকৃতো মুঞ্জমেখলী।
মেঢ্রেণোর্দ্ধেন মহতা নদমানোঽতিভৈরবম্॥২৫
কঃ খল্বেব পুমান্ বিষ্ণো তেজোরাশির্মহাদ্যুতিঃ।
ব্যাপ্য সর্ব্বা দিশো দ্যোঞ্চ ইত এবাভিবর্ত্ততে॥২৬
তেনৈবমুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।
পদ্ভ্যাং তলনিপাতেন যস্য বিক্রমতোঽর্ণবে॥ ২৭
বেগেন মহতাকাশে ব্যথিতাশ্চ জলাশয়াঃ।
ছটাভিবিশ্বতোঽত্যর্থং সিচ্যন্তে পদ্মসম্ভবঃ॥ ২৮
ঘ্রাণজেন চ বাতেন কম্পমানং ত্বয়া সহ।
দোধূয়তে মহাপদ্মং স্বচ্ছন্দং মম নাভিজম্॥ ২৯
স এব ভগবানীশো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিভুঃ।
ভবানহঞ্চ স্তোত্রেণ হ্যুপতিষ্ঠাব গোধ্বজম্॥ ৩০
ততঃ ক্রুদ্ধোঽম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্।
ন ভবান্ নূনমাত্মানং লোকানাং যোনিমুত্তমম্ ৩১
ব্রহ্মাণং লোককর্ত্তারং মাঞ্চ বেত্তি সনাতনম্।
কোঽয়ং ভোঃ শঙ্করো নাম হ্যাবয়োর্ব্যতিরিচ্যতে
তস্য তৎ ক্রোধজং বাক্যং শ্রুত্বা বিষ্ণুরভাষত।
মা মৈবং বদ কল্যাণ পরিবাদং মহাত্মনঃ॥ ৩৩
মায়াযোগেশ্বরো ধর্ম্মো দুরাধর্ষো বরপ্রদঃ।
হেতুরস্যাত্র জগতঃ পুরাণঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ॥ ৩৪
জীবঃ খল্বেব জীবানাং জ্যোতিরেকং প্রকাশতে।
বালক্রীড়নকৈর্দেবঃ ক্রীড়তে শঙ্করঃ স্বয়ম্॥ ৩৫
প্রধানমব্যয়ং জ্যোতিরব্যক্তং প্রকৃতিস্তমঃ।
অস্য চৈতানি নামানি নিত্যং প্রসবধর্ম্মিণঃ।
যঃ কঃ স ইতি দুঃখার্ত্তৈর্মৃগ্যতে যতিভিঃ শিবঃ॥
এষ বীজী ভবান্ বীজমহং যোনিঃ সনাতনঃ।
এবমুক্তোঽথ বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুমভাষত॥ ৩৭
ভবান্ যোনিরহং বীজং কথং বীজী মহেশ্বরঃ।
এতন্মে সূক্ষ্মমব্যক্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি॥ ৩৮
জ্ঞাত্বা চৈবং সমুৎপত্তিং ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রিণা।

ভুতদর্শন করিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসিলেন, বিষ্ণো! এই যিনি অজ্ঞেয়, বিপুল মুখসম্পন্ন, দংষ্ট্রাবিশিষ্ট বিক্ষিপ্তকেশ, দশহস্ত, ত্রিশূলধর, ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখ, মুঞ্জমেখলান্বিত, উর্দ্ধলিঙ্গী, ভীমনাদী, বিকৃতরূপ হইলেও সাক্ষাৎ লোকপ্রভুরূপী, তেজোরাশির ন্যায় মহাদ্যুতিশালী ইনি কে? যিনি দিক্‌সকল ও আকাশমণ্ডল ব্যাপৃত করিয়া এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন? ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সমুদ্রবক্ষে যাঁহার এইরূপ পদবিক্ষেপে জলরাশি ব্যথিত হইয়া প্রবলবেগে আকাশে উত্থিত হইতেছে এবং যাঁহার নিশ্বাস মারুত বেগে মদীয় নাভিজাত মহাপদ্মও আপনার সহিতই অত্যধিক কম্পিত হইতেছে, তিনিই এই সংহারকর্ত্তা স্বয়ং অনাদি অনন্ত প্রভু মহাদেব। আসুন, আপনি ও আমি আমরা উভয়ে মিলিয়া এই বৃষধ্বজের স্তুতিবাক্য কীর্ত্তন করি। ১৫—৩০। বিষ্ণুর এই আদেশে ব্রহ্মা অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, লোককারণ আপনি, আপনাকে এবং লোককর্ত্তা সনাতন ব্রহ্মা আমাকেও ন্যূন বলিয়া ধারণা করিবেন না। এই শঙ্কর নামক আগন্তুক আমাদিগের অপেক্ষা কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ? ব্রহ্মার এইরূপ সক্রোধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিষ্ণু কহিলেন, হে কল্যাণ! মহাত্মা ব্যক্তির এরূপ নিন্দাবাদ করিবেন না। [কেননা এই শঙ্করই মায়, যোগেশ্বর, ধর্ম্ম, দুর্দ্ধর্ষ, বরদাতা, নিখিল জগতের কারণ, পুরাণপুরুষ ও অব্যয়। ইনিই স্বয়ং জীবনস্বরূপ, জীবগণমধ্যে ইহার একটি মাত্র জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত হয়; ইনি তাহা লইয়া শিশুগণের ন্যায় নিজেই ক্রীড়া করিতে থাকেন। এই শঙ্কর নিত্যপ্রসবধর্ম্মী ইনি প্রধান, অব্যয়, জ্যোতিঃ, অব্যক্ত, প্রকৃতি ও তম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখপীড়িতব্যক্তিগণ শিবময় শঙ্করকেই 'যঃ কঃ ও সঃ শব্দে উদ্দেশ করিয়া অনুসন্ধান করে। সৃষ্টি ব্যাপারে ইনিই বীজবিশিষ্ট। আপনিই বীজ এবং আমি যোনিস্বরূপ। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা ঈদৃশ বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন আপনি যোনি, আমি বীজ এবং এই মহেশ্বর বীজসম্পন্ন কিরূপে হইলেন, আমার এই অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্মসংশয় আপনি অপনোদ

ইদং পরমমাদৃশ্যং প্রশ্নমত্যবদদ্ধরিঃ ॥ ৩৯
অস্মাত্মহত্তরং গুহ্যভূতমনান্ন বিদ্যতে।
মহতঃ পরমং ধাম শিবমধ্যাত্মিনাং পদম্ ॥ ৪০
দ্বৈধীভাবেন চাত্মানং প্রবিষ্টস্ত ব্যবস্থিতঃ।
নিষ্কলঃ সূক্ষ্মমব্যক্তঃ সকলশ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
অস্য মায়াবিধিজ্ঞস্য অগম্য গহনস্য চ।
পুরা লিঙ্গং ভবদ্বীজং প্রথমং ত্বাদিসর্গিকম্ ॥৪২
ময়ি যোনৌ সমাযুক্তং তদ্বীজং কালপর্য্যয়াৎ।
হিরণ্ময়মপারং তদ্ যোন্যামণ্ডমজায়ত ॥ ৪৩
শতানি দশবর্ষাণামণ্ডমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
অন্তে বর্ষসহস্রস্য বায়ুনা তদ্ দ্বিধাকৃতম্ ॥ ৪৪
কপালমেকং দ্যৌর্জজ্ঞে কপালমপরং ক্ষিতিঃ।
উল্বং তস্য মহোৎসেধং যোহসৌ কনকপর্ব্বতঃ॥৪৫
ততস্তস্মাৎ প্রবুদ্ধাত্মা দেবো দেববরঃ প্রভুঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ অহং জজ্ঞে চতুর্ভুজঃ ॥৪৬
ততো বর্ষসহস্রান্তে বায়ুনা তদ্দ্বিধাকৃতম্।

করুন। লোকনিয়ন্তা ব্রহ্মার মুখে বিষ্ণু এইরূপ অপ্রতিম প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; এই কথিত প্রশ্নের ন্যায় গুহ্যবিষয় অপর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পরম তেজোনিলয়, অধ্যাত্মগণের আশ্রয়, মঙ্গলময় মহেশ্বর আত্মামধ্যে ভাগদ্বয়ে বিভিন্ন হইয়া বিরাজিত আছেন। তাঁহার একভাগ নিষ্কল অর্থাৎ অঙ্গহীন, সুতরাং সূক্ষ্ম ও অব্যয়; অপরভাগ সকল অর্থাৎ অঙ্গসম্পন্ন আদিসৃষ্টিকালে অতি দুর্জ্ঞেয় ও মায়াবিজ্ঞ এই মহেশ্বর প্রথমে লিঙ্গরূপে আপনাকে বীজভাবে গ্রহণ করিয়া, যোনিস্বরূপ আমাতে সংযুক্ত হইয়াছিলেন। কালাতিপাতে সেই বীজ যোনিমধ্যে সুবর্ণময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড সহস্রবৎসর জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পর বায়ুবলে দ্বিধা হওয়ায় একভাগ স্বর্গ, অপর ভাগ পৃথিবী এবং মধ্যস্থ উচ্চভাগ সুমেরুশৈল নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ অনন্তশক্তি আমি প্রবুদ্ধ হইয়া হিরণ্যগর্ভ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলাম। অতঃপর সহস্র বৎসর অতীত হইল,

অতারার্কেন্দুনক্ষত্রং শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ ॥ ৪৭
কোঽয়মত্রেত্যভিধ্যাতে কুমারাস্তেঽভবংস্তদা।
প্রিয়দর্শনা স্তু তনবো যেঽতীতাঃ পূর্ব্বজাস্তব ॥৪৮
ভূয়ো বর্ষসহস্রান্তে তত এবাত্মজাস্তব।
ভুবনানলসঙ্কাশাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥ ৪৯
শ্রীমান্ সনৎকুমারস্তু ঋভুশ্চৈবোর্দ্ধরেতসৌ।
সনাতনশ্চ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ ॥ ৫০
উৎপন্নাঃ সমকালং তে বুদ্ধ্যাতীন্দ্রিয়দর্শনাঃ।
উৎপন্নাঃ প্রতিভাত্মানো জগদুৎপত্তিদেব হি ॥৫১
নারভ্যন্তে চ কর্ম্মাণি তাপত্রয়বিবর্জ্জিতাঃ।
অস্য সৌম্যং বহুক্লেশং জরাশোকসমন্বিতম্ ॥ ৫২
জীবিতং মরণঞ্চৈব সম্ভবঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
স্বপ্নভূতং পুনঃ স্বর্গে দুঃখানি নরকাংস্তথা ॥ ৫৩
বিদিত্বা চাগমং সর্ব্বমবশ্যংভবিতব্যতাম্।
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ দৃষ্ট্বা তববশে স্থিতৌ ॥ ৫৪
ত্রয়স্তু ত্রীন্ গুণান্ হিত্বা আত্মজাঃ সনকাদয়ঃ।
কৈবল্যেন তু জ্ঞানেন নিবৃত্তাস্তে মহৌজসঃ ॥৫৫
ততস্তেষ্বপ্রবৃত্তেষু সনকাদিষু বৈ ত্রিষু।

সমীর কর্তৃক দ্বিধাবিভিন্ন সেই সেই শূন্যলোক চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও নক্ষত্রহীন অবলোকন করিয়া, এখানে 'কে?' এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রিয়দর্শন কুমারগণের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহারাও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী মূর্ত্ত্যন্তরমাত্র। ৩৯—৪৮। অনন্তর পুনর্ব্বার সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেলে, ঊর্দ্ধরেতা শ্রীমান্ সনৎকুমার, ঋভু, সনাতন, সনক ও সনন্দন নামক পদ্মপলাশনেত্র ভুবনমধ্যে অগ্নিতুল্যতেজাঃ, অতীন্দ্রিয়দৃষ্টি ঋষিগণ একদালে উৎপন্ন হইয়া, ত্রিতাপহীন হওয়ায়, তাঁহারা কোন কর্ম্মই আরম্ভ করিলেন না। ইহাদিগের মধ্যে ঋভু ও সনৎকুমার ভবদীয় বশ্যতা স্বীকার করায় সনকাদি অন্য তিন জন জগতে জরা, শোক, জীবন, মরণ ও বারবার জন্মগ্রহণাদি বহু ক্লেশ এবং সর্ব্ব দুঃখ ও নরকাদির ভবিতব্যতা বিবেচনা করিয়া কৈবল্য জ্ঞানে মোক্ষলাভ করিলেন। এইরূপে সনকাদি তিন ঋষি পুনর্জ্জন্মগ্রহণে বিরত

ভবিষ্যানি বিমূঢ়স্তু মায়য়া শঙ্করস্য তু ॥ ৫৬
এবং কল্পে তু বৈকল্পে সংজ্ঞা নশ্যতি তেঽনঘ।
কল্পশেষাণি ভূতানি সূক্ষ্মানি পার্থিবানি চ ॥ ৫৭
সা চৈষা হৈশ্বরী মায়া জগতঃ সমুদাহৃতা।
স এষ পর্ব্বতো মেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ ॥ ৫৮
তবৈবেদং হি মাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা চাত্মানমাত্মনা।
জ্ঞাত্বা চেশ্বরং ভবং জ্ঞাত্বা মামম্বুজেক্ষণম্ ॥৫৯
মহাদেবং মহাযোগং ভূতানাং বরদং প্রভুম্।
প্রণবাত্মানমাসাদ্য নমস্কৃত্য জগদ্‌গুরুম্।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব সংক্রুদ্ধো নিশ্বাসাগ্নির্দহেদয়ম্ ॥৬০
এবং জ্ঞাত্বা মহাযোগমভ্যুত্তিষ্ঠ মহাবল।
অহং ত্বামগ্রতঃ কৃত্বা স্তোষ্যেহমনলপ্রভম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

হইলে, আপনি শঙ্করমায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন। হে নিষ্পাপ! তখন কল্পবিকল্প-বিষয়ে ভবদীয় জ্ঞান এবং কল্পশেষ, ভূত, সূক্ষ্ম ও পার্থিবাদি পদার্থপরম্পরা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। জগতে ইহাই ঐশ্বরী মায়া বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং এই সেই সুমেরু পর্ব্বত দেবলোক বলিয়া পরিচিত। এই আগন্তুক মহাপুরুষ আপনার এইরূপ মাহাত্ম্য এবং কমললোচন আমার দর্শনে স্বীয় মনোমধ্যে নিজশক্তি অনুভব করিয়া প্রণবরূপী, মহাযোগশীল, ভূতবর্গের বরপ্রদ, জগদ্‌গুরু, প্রভু মহাদেবকে নমস্কার করত সক্রোধে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে ও আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব হে মহাবল! ইহাঁর এইরূপ মহাযোগকথা স্মরণ করিয়া আসুন এই অনলপ্রতিম মহাপুরুষকে আমারা উভয়ে মিলিয়া সন্তুষ্ট করি।" ৪৭—৬১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা ততঃ স গরুড়ধ্বজঃ।
অতীতৈশ্চ ভবিষ্যৈশ্চ বর্ত্তমানৈস্তথৈব চ।
নামভিশ্ছান্দসৈশ্চৈব ইদং স্তোত্রমুদীরয়ৎ ॥ ১
নমস্তুভ্যং ভগবতে সুব্রত নন্ততেজসে।
নমঃ ক্ষেত্রাধিপতয়ে বীজিনে শূলিনে নমঃ ॥ ২
অমেঢ্রায়োর্দ্ধমেঢ্রায় নমো বৈকুণ্ঠরেতসে।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় অপূর্ব্বপ্রথমায় চ ॥ ৩
নমো হব্যায় পূজ্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
গহ্বরায় ধনেশায় হৈমচীরাম্বরায় চ ॥ ৪
নমস্তে হ্যস্মদাদীনাং ভূতানাং প্রভবায় চ।
বেদকর্ম্মাবদানানাং দ্রব্যাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো যোগস্য প্রভবে সাংখ্যস্য প্রভবে নমঃ।
নমো ধ্রুবনিশীথানামৃষীণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬
বিদ্যুদশনিমেঘানাং গর্জ্জিতপ্রভবে নমঃ।
উদধীনাঞ্চ প্রভবে দ্বীপানাং প্রভবে নমঃ ॥ ৭

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এই বাক্য শেষ হইলে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া তাঁহার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৈদিক নাম সকলদ্বারা এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। যথা—তুমি অসীম তেজঃশালী, সুব্রত, ক্ষেত্রাধিপতি, বীজস্বরূপ, ভগবান্ শূলী নামধারী, তোমাকে নমস্কার। অলিঙ্গ, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, বৈকুণ্ঠরেতাঃ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব্ব ও আদিদেব তোমাকে নমস্কার। তুমি অব্যয়, পূজ্য, সদ্যোজাত গহ্বর, ধনেশ্বর ও সুবর্ণবসনধারী, তোমাকে প্রণাম করি। অস্মদাদি দেবগণ, ভূতসমূহ, বেদকর্ম্ম, দানকার্য্য এবং দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি কারণকে নমস্কার করি। যোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কারণ এবং ধ্রুব, নিশীথ ও ঋষিগণের অধিপতি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বিদ্যুৎ, বজ্র ও মেঘগর্জ্জন, সমুদ্রসমূহ, এবং দীপ-

অদ্রীণাং প্রভবে চৈব বর্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
নমো নদানাং প্রভবে নদীনাং প্রভবে নমঃ ॥ ৮
নমশ্চৌষধিপ্রভবে বৃক্ষাণাং প্রভবে নমঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষায় ধর্ম্মায় স্থিতীনাং প্রভবে নমঃ ॥ ৯
নমো রসানাং প্রভবে রত্নানাং প্রভবে নমঃ।
নমঃ ক্ষণানাং প্রভবে কলানাং প্রভবে নমঃ ॥ ১০
নিমেষপ্রভবে চৈব কাষ্ঠানাং প্রভবে নমঃ।
অহোরাত্রার্দ্ধমাসানাং মাসানাং প্রভবে নমঃ ॥ ১১
নমো ঋতূনাং প্রভবে সংখ্যায়াঃ প্রভবে নমঃ।
প্রভবে চ পরার্দ্ধস্য পরস্য প্রভবে নমঃ ॥ ১২
নমঃ পুরাণপ্রভবে যুগস্য প্রভবে নমঃ।
চতুর্ব্বিধস্য সর্গস্য প্রভবেঽনন্তচক্ষুষে ॥ ১৩
কল্পোদয়ে নিবদ্ধানাং বার্ত্তানাং প্রভবে নমঃ।
নমো বিশ্বস্য প্রভবে ব্রহ্মাদি প্রভবে নমঃ ॥ ১৪
বিদ্যানাং প্রভবে চৈব বিদ্যানাং পতয়ে নমঃ।
নমো ব্রতানাং পতয়ে মন্ত্রাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৫
পিতৃণাং পতয়ে চৈব পশূনাং পতয়ে নমঃ।
বাগ্বৃষায় নমস্তভ্যং পুরাণবৃষভায় চ ॥ ১৬
সুচারুচারুকেশায় উর্দ্ধচক্ষুঃশিরায় চ।
নমঃ পশূনাং পতয়ে গোবৃক্ষেন্দ্রধ্বজায় চ ॥ ১৭
প্রজাপতীনাং পতয়ে সিদ্ধানাং পতয়ে নমঃ।
গরুড়োরগসর্পাণাং পক্ষিণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮
গোকর্ণায় চ গোষ্ঠায় শঙ্কুকর্ণায় বৈ নমঃ।
বারাহায়াপ্রমেয়ায় রক্ষোঽধিপতয়ে নমঃ ॥ ১৯
নমোঽপ্সরাণাং পতয়ে গণানাং পতয়ে নমঃ।
অম্ভসাং পতয়ে চৈব তেজসাং পতয়ে নমঃ ॥ ২০
নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে শ্রীমতে ধীমতে নমঃ।
বলাবলসমূহায় হ্যক্ষোভ্যক্ষোভণায় চ ॥ ২১
দীর্ঘশৃঙ্গৈকশৃঙ্গায় বৃষভায় ককুদ্মিনে।
নমঃ স্থৈর্য্যায় বপুষে তেজসে সুপ্রভায় চ ॥ ২২
ভূতায় চ ভবিষ্যায় বর্ত্তমানায় বৈ নমঃ।
সুবর্চ্চসেঽথ বীরায় শূরায় হ্যতিগায় চ ॥ ২৩
বরদায় বরেণ্যায় নমঃ সর্ব্বগতায় চ।
মনোভূতায় ভব্যায় ভবায় মহতে তথা ॥ ২৪
জনায় চ নমস্তভ্যং তপসে বরদায় চ।
নমো বন্দ্যায় মোক্ষায় জনায় নরকায় চ ॥ ২৫
ভবায় ভজমানায় ইষ্টায় যাজকায় চ।
অভ্যুদীর্ণায় দীপ্তায় তত্ত্বায় নির্গুণায় চ ॥ ২৬
নমঃ পাশায় হস্তায় নমঃ স্বাভরণায় চ।
হুতায় অপহুতায় প্রহুত-প্রাশিতায় চ ॥ ২৭
নমস্ত্বষ্টায় মূর্ত্তায় হ্যগ্নিষ্টোমত্বিজায় চ।
নমো ঋতায় সত্যায় ভূতাধিপতয়ে নমঃ ॥ ২৮

পুষ্পের উৎপত্তিকারণ তোমাকে নমস্কার। তুমি পর্ব্বতনিকর, বর্ষসমূহ ও নদনদীগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। ওষধি বৃক্ষসমূহের উৎপাদক, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্ম এবং স্থিতিপ্রভব, তোমাকে নমস্কার। তুমি রস ও রত্নসমূদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং ক্ষণ, কলা, নিমেষ, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংখ্যা, পরার্দ্ধ পর, পুরাণ, যুগ, চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি, কল্পোদয়কালীন বার্ত্তাসমূহ, বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রাদুর্ভাবক, অনন্ত চক্ষুষ্মান্ তোমাকে নমস্কার।১—১৪। যিনি বিদ্যার প্রভব এবং বিদ্যা, ব্রত, মন্ত্র, পিতৃগণ পশুকুলের পতি, তাঁহাকে নমস্কার। তুমি বাগ্বৃষ, পুরাণবৃষ, সুচারু-চারুকেশ, উর্দ্ধচক্ষু, উর্দ্ধশিরঃ, পশুপতি, গোধ্বজ ও বৃষেন্দ্রধ্বজ নামধারী, তোমাকে নমস্কার করি। প্রজাপতি, সিদ্ধ, গরুড়, উরগ, সর্প ও পক্ষীদিগের অধীশ্বরকে নমস্কার করি। গোকর্ণ-গোষ্ঠ, শঙ্কুকর্ণ, বরাহ, অপ্রমেয় ও রক্ষোধিপতিকে আমরা নমস্কার করি। অপ্সরাপতি, গণপতি জলপতি, তেজঃপতি, লক্ষ্মীপতি, শ্রীমান্, ধীমান্ বলাবলসমূহ, অক্ষোভ্য ও ক্ষোভণকে নমস্কার করি। তুমি দীর্ঘশৃঙ্গ, একশৃঙ্গ, বৃষভ, ককুদ্মী, স্থৈর্য্য, বপু, তেজঃ ও সুপ্রভ তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান, সুবর্চ্চা, বীর, শূর ও অতিগায়ক তোমাকে নমস্কার। তুমি বরদ, বরেণ্য, সর্ব্বগত, ভূত, ভব্য ও মহান্, তোমাকে নমস্কার। জন, তপঃ, বরদ, বন্দ্য, মোক্ষ, নরক, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি ভব, যজমান, ইষ্ট, যাজক, অভ্যুদীর্ণ, দীপ্ত, তত্ত্ব ও নির্গুণ তোমাকে নমস্কার। পাশহস্ত, স্বাভরণ, হুত, অপহুত, প্রহুত ও প্রাশিতকে নমস্কার করি। অষ্টমূর্ত্তি,

সদস্যায় নমশ্চৈব দক্ষিণাবভৃথায় চ।
অহিংসায়াথ লোকানাং পশুমন্ত্রৌষধায় চ ॥ ২৯
নমস্তুষ্টিপ্রদানায় ত্র্যম্বকায় সুগন্ধিনে।
নমোঽস্ত্বিন্দ্রিয়পতয়ে পরিহারায় স্রগ্বিণে ॥ ৩০
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বতোঽক্ষিমুখায় চ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদায় রুদ্র যাপ্রমিতায় চ ॥ ৩১
নমো হব্যায় কব্যায় হব্যকব্যায় বৈ নমঃ।
নমঃ সিদ্ধায় মেধ্যায় চেষ্টায় স্তব্যায়ায় চ ॥ ৩২
সুবীরায় সুধীরায় হ্যক্ষোভ্য ক্ষোভণায় চ।
সুমেধসে সুপ্রজ্ঞায় দীপ্তায় ভাস্বরায় চ ॥ ৩৩
নমো নমঃ সুপর্ণায় তপনীয়নিভায় চ।
বিরূপাক্ষায় ত্র্যক্ষায় পিঙ্গলায় মহৌজসে ॥ ২৪
বৃষ্টিঘ্নায় নমশ্চৈব নমঃ সৌম্যেক্ষণায় চ।
নমো ধূম্রায় শ্বেতায় কৃষ্ণায় লোহিতায় চ ॥ ৩৫
পিশিতায় পিশঙ্গায় পীতায় চ নিষঙ্গিণে।
নমস্তে সবিশেষায় নির্ব্বিশেষায় বৈ নমঃ ॥ ৩৬
নমো বৈ পদ্মবর্ণায় মৃত্যুঘ্নায় চ মৃত্যবে।
নমঃ শ্যামায় গৌরায় কদ্রবে রোহিতায় চ ॥ ৩৭
নমঃ কান্তায় সন্ধ্যাভ্র-বর্ণায় বহুরূপিণে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বস্ত্রায় কপর্দ্দিনে ॥ ৩৮
অপ্রমেয়ায় শর্ব্বায় হ্যবধ্যায় বরায় চ।
পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব বিভ্রাণায় কৃশানবে ॥ ৩৯
দুর্গায় মহতে চৈব রোধায় কপিলায় চ।
অর্কপ্রভ-শরীরায় বলিনে রংহসায় চ ॥ ৪০
পিনাকিনে প্রসিদ্ধায় স্ফীতায় প্রসৃতায় চ।
সুমেধসেঽক্ষমালায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে ॥ ৪১
চিত্রায় চিত্রবর্ণায় বিচিত্রায় ধরায় চ।
চেকিতানায় তুষ্টায় নমস্ত্বনিহিতায় চ ॥ ৪২
নমঃ ক্ষান্তায় শান্তায় বজ্রসংহননায় চ।
রক্ষোঘ্নায় মখঘ্নায় শিতিকণ্ঠোর্দ্ধরেতসে ॥ ৪৩
অরিহায় কৃতান্তায় তিগ্মায়ুধধরায় চ।
সমোদায় প্রমোদায় ইরিণায়ৈব তে নমঃ ॥ ৪৪
প্রণব-প্রণবেশায় ভক্তানাং শর্ম্মদায় চ।
মৃগব্যাধায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায় চ ॥ ৪৫
সর্ব্বভূতায় ভূতায় সর্ব্বেশাতিশয়ায় চ।
পুরভেত্রে চ শান্তায় সুগন্ধায় বরেষবে ॥ ৪৬
পুষ্পদন্ত-বিনাশায় ভগনেত্রান্তকায় চ।
কণাদায় বরিষ্ঠায় কামাঙ্গদহনায় চ ॥ ৪৭
রবেঃ করালচক্রায় নাগেন্দ্রদমনায় চ।
দৈত্যানামন্তকায়াথ দিব্যাক্রন্দকরায় চ ॥ ৪৮

অগ্নিষ্টোম, ঋত্বিজ, ঋত, সত্য ও ভূতাধিপতিকে আমার প্রণাম। তুমি সদস্য, দক্ষিণ, অবভৃথ ও লোকসমূহের অহিংসক এবং পশু, মন্ত্র ও ঔষধ, তোমাকে নমস্কার করি। ১৫—২৯। তুমি তুষ্টিপ্রদ, ত্র্যম্বক, সুগন্ধি, ইন্দ্রিয়পতি, পরিহার ও মাল্যবান্ তোমাকে নমস্কার। বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বনয়ন, বিশ্বমুখ, সর্ব্বদিক্‌ব্যাপ্ত, পাণিপাদ, অপ্রমিত, হব্য, কব্য, হব্যকব্য, সিদ্ধ, মেধ্য, চেষ্ট ও অব্যয়কে নমস্কার করি। তুমি সুবীর, সুধীর, অক্ষোভ্য, অক্ষোভ, সুমেধা, সুপ্রজ্ঞ, দীপ্ত, ভাস্বর, সুপর্ণ, তপনীয়নিভ, বিরূপাক্ষ, ত্র্যক্ষ, পিঙ্গল ও মহৌজা তোমাকে নমস্কার করি। বৃষ্টিঘ্ন, সৌম্যদৃষ্টি, ধূম্র, শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিতকে আমার নমস্কার। পিশিত, পিশঙ্গ, পীত, নিষঙ্গধারী, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে আমার নমস্কার। পদ্মবর্ণ, মৃত্যুঘ্ন, মৃত্যু, শ্যাম, গৌর, কদ্রু ও রোহিতকে নমস্কার করি। কান্ত, সন্ধ্যাভ্রবর্ণ, বহুরূপী, কপালহস্ত, দিগম্বর ও কপর্দ্দীকে আমার প্রণাম। অপ্রমেয়, শর্ব্ব, অবধ্য, বর, অগ্রপশ্চাৎ বিভ্রাণ, কৃশানু, দুর্গ-মহান্, রোধ, কপিল, অর্কপ্রভশরীর বলী ও রংহসকে নমস্কার করি। পিনাকী, প্রসিদ্ধ, স্ফীত, প্রসৃত, সুমেধা, অক্ষমাল, দিগ্বসন, শিখণ্ডী, চিত্র, চিত্রবর্ণ, বিচিত্র, ধর, চেকিতান, তুষ্ট ও অনিহিতকে আমার নমস্কার। ক্ষান্ত, শান্ত, বজ্রদেহ, রক্ষোঘ্ন, মখনাশক, শিতিকণ্ঠ ও ঊর্দ্ধরেতাকে আমি নমস্কার করি। শত্রুনাশন, কৃতান্ত, তীক্ষ্ণাস্ত্রধর, সমোদ, প্রমোদ ও ইরিণকে আমার নমস্কার। প্রণব, প্রণবেশ্বর, ভক্তসুখপ্রদ, মৃগব্যাধ, দক্ষ, দক্ষযজ্ঞহর, সর্ব্বভূত, ভূত, সর্ব্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ, পুরভেত্তা, শান্ত, সুগন্ধ, বরেষু, পুষ্পদন্তনাশক, ভগনেত্রান্তক, কণাদ, বরিষ্ঠ, কামাঙ্গ-দহন, রবির করালচক্র, নাগেন্দ্র-

শ্মশানরতিনিত্যায় নমস্ত্র্যম্বকধারিণে।
নমস্তে প্রাণপালায় ধবমালাধরায় চ ॥ ৪৯
প্রহীণশোকৈর্বিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিবৃতায় চ।
নরনারীশরীরায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥ ৫০
জটিনে দণ্ডিনে তুভ্যং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
নমোঽস্তু নৃত্যশীলায় বাদ্যনৃত্যপ্রিয়ায় চ ॥ ৫১
মন্যবে গীতশীলায় মুনীতিগায়তে নমঃ।
কটকরায় ভীমায় চোগ্ররূপধরায় চ ॥ ৫২
বিভীষণায় ভীমায় ভগপ্রমথনায় চ।
সিদ্ধসংঘাতগীতায় মহাভাগায় বৈ নমঃ ॥ ৫৩
নমো মুক্তাট্টহাসায় ক্ষোভিতস্ফোটিতায় চ।
নদতে কুর্দ্দতে চৈব নমঃ প্রমদিতায় চ ॥ ৫৪
নমোঽদ্ভুতায় স্বপতে ধাবতে প্রস্থিতায় চ।
ধ্যায়তে জৃম্ভতে চৈব তুদতে দ্রবতে নমঃ ॥ ৫৫
চলতে ক্রীড়তে চৈব লম্বোদর-শরীরিণে।
নমঃ কৃতায় কম্পায় মুণ্ডায় বিকরায় চ ॥ ৫৬
নমঃ উন্মত্তবেশায় কিঙ্কিণীকায় বৈ নমঃ।
নমো বিকৃতবেশায় ক্রূরায়াগ্রামর্ষণায় চ ॥ ৫৭
অপ্রমেয়ায় দীপ্তায় দীপ্তয়ে নির্গুণায় চ।
নমঃ প্রিয়ায় বাদায় মুদ্রামণিধরায় চ ॥ ৫৮

দমনকর্ত্তা, দৈত্যান্তক, দিব্যাক্রন্দকর, নিত্য-শ্মশানপ্রিয়, ত্র্যম্বকধারী, প্রাণপালক ও ধবমালাধরকে আমার নমস্কার। ৩০—৪৯। শোকবিরহিত বিবিধভূতগণপ্রবৃত নরনারী-শরীর, দেবীপ্রিয়কারী, জটাজুটধারী, দণ্ডী, সর্পোপবীতধারী, নৃত্যশীল ও নৃত্যবাদ্যপ্রিয়কে আমি নমস্কার করি। মন্যু, গীতশীল, মুনীতি-গায়ক, কটকর, ভীম, উগ্ররূপধর, বিভীষণ, ভীম, ভগপ্রমথন, সিদ্ধগণস্তুত ও মহাভাগকে আমার নমস্কার। অট্টহাসপ্রকাশ, ক্ষ্বেড়িত স্ফোটিত, নাদকারী, কুর্দ্দনকারী ও প্রম-দিতকে নমস্কার করি। অদ্ভুত, নিদ্রিত, ধাবন-শীল প্রস্থিত, ধ্যানকারী জৃম্ভাকারক, পীড়নকারী ও দ্রবণশীলকে আমার নমস্কার। চঞ্চল, ক্রীড়ক, লম্বোদরদেহ, কৃত, কম্প, মুণ্ড, বিকর, উন্মত্তবেশ, কিঙ্কিণীক, বিকৃতবেশ, ক্রূর, উগ্র, অমর্ষ, অপ্রমেয়, দীপ্ত, দীপ্তি, নির্গুণ,

নমস্তোকায় তনবে গুণৈরপ্রতিমায় চ।
নমো গণায় গুহ্যায় অগম্যাগমনায় চ ॥ ৫৯
লোকধাত্রী ত্বিয়ং ভূমিঃ পাদৌ সজ্জনসেবিতৌ।
সর্ব্বেষাং সিদ্ধযোগানামধিষ্ঠানং তবোদরম্ ॥ ৬০
মধ্যেঽন্তরীক্ষং বিস্তীর্ণং তারাগণবিভূষিতম্।
তারাপথ ইবাভাতি শ্রীমান্ হারস্তবোরসি ॥ ৬১
কণ্ঠস্তে শোভতে শ্রীমান্ হেমসূত্রবিভূষিতঃ।
দংষ্ট্রাকরালদুর্দ্ধর্ষমনৌপম্যং মুখং তব ॥ ৬২
পদ্মমালাকৃতোষ্ণীষং শীর্ষণ্যং শোভতে কথম্।
দীপ্তিঃ সূর্য্যো বপুশ্চন্দ্রে স্থৈর্য্যে ভূম্যনিলো বলে ॥
তৈক্ষ্ণ্যমগ্নৌ প্রভা চন্দ্রে খে শব্দঃ শৈত্যমপ্সু চ
অক্ষরোত্তমনিস্পন্দান্ গুণানেতান্ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৬৪
জপো জপ্যো মহাযোগী মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
পুরেশয়ো গুহবাসী খেচরো রজনীচরঃ ॥ ৬৫
তপোনিধির্গুহগুরুর্নন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ।
হয়শীর্ষো ধরাধাতা বিধাতা ভূতবাহনঃ ॥ ৬৬
বোদ্ধব্যো বোধনো নেতা ধূর্দ্ধর্ষো দুষ্প্রকম্পকঃ।

প্রিয়, বাদ, মুদ্রাধর, মণিধর, স্তোক, তনু, অপ্রতিমগুণ, গণ, গুহ্য ও অগম্যাগমনকে নমস্কার করি। লোকধাত্রী ধরিত্রী তোমার সাধুসেবিত পদদ্বয়, যোগসিদ্ধ ঋষিগণ তোমার উদর মধ্যে বিরাজমান, তারাগণবিভূষিত অন্তরীক্ষ তোমার বক্ষোদেশে তারাপথহারের ন্যায় শোভমান এবং সেই হেতু ভবদীয় কণ্ঠদেশ স্বর্ণসূত্রভূষিতের ন্যায় দীপ্যমান। তোমার করালদংষ্ট্রাবিরাজিত মুখ অতুলনীয়। শীর্ষদেশে পদ্মমালাময় উষ্ণীষ কেমন এক অনির্ব্বচনীয়-রূপে শোভা পাইতেছে। সূর্য্য তোমার দীপ্তি, চন্দ্রে তোমার শরীর, পৃথিবীতে তোমার স্থৈর্য্য, বায়ুতে তোমার বল, অগ্নিতে তোমার তীক্ষ্ণতা, চন্দ্রে তোমার প্রভা, আকাশে শব্দ এবং জলে তোমার শীতলতা বিরাজিত। পণ্ডিতগণ তোমার এই সকল গুণকে অব্যয়, উত্তম, ও স্পন্দরহিত বলিয়া বিদিত হয়েন। ৫০-৬৪। তুমি জপ, জপ্য, মহাযোগী, মহাদেব, মহেশ্বর, পুরেশয়, গুহাবাসী, খেচর, রজনীচর, তপো-নিধি, গুহগুরু, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হয়শীর্ষ,

বৃহদ্রথো ভীমকর্ম্মা বৃহৎকীর্ত্তির্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬৭
ঘণ্টাপ্রিয়ো ধ্বজী ছত্রী পিনাকী ধ্বজিনীপতিঃ ।
কবচী পট্টিশী শঙ্খী পাশহস্তঃ পরশ্বভৃৎ ॥ ৬৮
অগমস্ত্বনঘঃ শূরো দেবরাজারিমর্দ্দনঃ ।
ত্বাং প্রসাদ্য পুরাস্মাভির্দ্বিষন্তো নিহতা যুধি ॥
অগ্নিস্ত্বং চার্ণবান্ সর্ব্বান্ পিবন্নেব ন তৃপ্যসে ।
ক্রোধাগারঃ প্রসন্নাত্মা কামহা কামদঃ প্রিয়ঃ ॥৭০
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মচারী চ গোঘ্নস্ত্বং শিষ্টপূজিতঃ ।
বেদানামব্যয়ঃ কোশস্ত্বয়া যজ্ঞঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭১
হব্যঞ্চ বেদং বহতি বেদোক্তং হব্যবাহনঃ ।
প্রীতে ত্বয়ি মহাদেব বয়ং প্রীতা ভবামহে ॥ ৭২
ভবানীশো নাদিমান্ ধামরাশি-
র্ব্রহ্মা লোকানাত্বং কর্ত্তা ত্বাদিসর্গঃ ।
সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিভ্যঃ পরমং ত্বাং বিদিত্বা
ক্ষীণধ্যানাস্তে ন মৃত্যুং বিশন্তি ॥ ৭৩
যোগেন ত্বাং ধ্যানিনো নিত্যযুক্তা
জ্ঞাত্বা ভোগান্ সন্ত্যজন্তে পুনস্তান্ ।
যেহন্যে মর্ত্ত্যাস্ত্বাং প্রপন্না বিশুদ্ধাঃ
তে কর্ম্মভির্দিব্যভোগান্ ভজন্তে ॥ ৭৪
অপ্রমেয়স্য তত্ত্বস্য যথা বিদ্মঃ স্বশক্তিতঃ ।
কীর্ত্তিতং তব মাহাত্ম্যমপারং পরমাত্মনঃ ।
শিবো নো ভব সর্ব্বত্র যোঽসিসোঽসি নমোস্তুতে

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ধরাধাতা, বিধাতা, ভূতিবাহন, বোদ্ধব্য, বোধন, নেতা, দুর্দ্ধর্ষ, দুষ্প্রকম্পক, বৃহদ্রথ, ভীমকর্ম্মা, বৃহৎকীর্ত্তি, ধনঞ্জয়, ঘণ্টাপ্রিয়, ধ্বজী, ছত্রী, পিনাকী, ধ্বজিনীপতি, কবচ, পট্টিশ ও শঙ্খ ধারী, পাশহস্ত, পরশ্বভৃৎ, অগম, অনঘ, শূর, দেবরাজ এবং শত্রুনাশন, তোমার প্রসন্নতালাভ করিয়াই পূর্ব্বে আমরা যুদ্ধস্থলে, শত্রু সংহার করিয়াছিলাম। তুমিই অগ্নি; সমগ্র সাগর পান করিয়াও তুমি তৃপ্ত হও না; তুমি ক্রোধাগার, প্রসন্নাত্মা, কামনাশন, কামপ্রদ, প্রিয়, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারী, গোঘ্ন, শিষ্টপূজিত, বেদপ্রতিপাদ্য, অব্যয় ও কোশ; তোমাকর্ত্তৃকই যজ্ঞ কল্পিত হয়, তুমিই হব্যবাহনরূপে বেদোক্ত হব্যবহন করিয়া থাক। হে মহাদেব! তোমার সন্তুষ্টি হইলেই আমরাও প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। তুমি ভবানীপতি, অনাদি, তেজোরাশি, ব্রহ্মা, লোককর্ত্তা, আদি সৃষ্টি ও জ্ঞানস্বরূপ; তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে চিন্তা করিয়াই ধ্যানকারিগণ মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। নিত্যযোগশীল যোগিগণ তোমার ধ্যান করিয়াই যোগবলে সমস্ত ভোগ অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করেন এবং অন্য মর্ত্ত্যগণও বিশুদ্ধচিত্তে ভবদীয় শরণাপন্ন হইয়া, কর্ম্মফলে দিব্যফল সকল ভোগ করেন। তোমার তত্ত্বনিচয় অপ্রমেয়, তোমার মাহাত্ম্যের সীমা নাই, তথাপি হে পরমাত্মন্! স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি যেই হও তোমায় আমার নমস্কার; আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৬৫—৭৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অহো বিস্ময়নীয়ানি রহস্যানি মহামতে ।
ত্বয়োক্তানি যথাতত্ত্বং লোকানুগ্রকারণাৎ ॥ ১
তত্র বৈ সংশয়ো মহ্যমবতারেষু শূলিনঃ ।
কিং কারণং মহাদেবঃ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্ ॥
হিত্বা যুগানি পূর্ব্বাণি অবতারং করোতি বৈ ।
অস্মিন্মন্বন্তরে চৈব প্রাপ্তে বৈবস্বতে প্রভো ॥ ৩

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, হে মহামতে! আপনি লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য যে সকল বিস্ময়কর তত্ত্ব বিবৃত করিলেন, তাহাতে আমার অনেক সন্দেহ আছে, শূলপাণি-মহাদেবের অবতারবিষয়ে কারণ কি? তিনি অন্যান্য সমস্ত যুগ পরিত্যাগ করিয়া, এই ভীষণ কলিযুগে কেন অবতীর্ণ হইলেন? হে প্রভো! এই

অবতারং কথং চক্রে এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৪
ভক্তানামুপদেশার্থং বিনায়াং কৃচ্ছ্রতো মম।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ যদি শ্রাব্যং মহামতম্ ॥ ৫
লোমশ উবাচ।
এবং পৃষ্টোঽথ ভগবান্ বায়ুর্লোক-হিতে রতঃ।
ইদমাহ মহাতেজা বায়ুর্লোক-নমস্কৃতঃ ॥ ৬
এতদ্‌গুপ্ততমং লোকে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তৎসর্ব্বং শৃণু গান্ধেয় উচ্যমানং যথাক্রমম্ ॥ ৭
পুরা হ্যেকার্ণবে বৃত্তে দিব্যে বর্ষসহস্রকে।
স্রষ্টু-কামঃ প্রজা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৮
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতঃ কুমারকঃ।
দিব্যগন্ধঃ সুধাপেক্ষী দিব্যাং শ্রুতিমুদীরয়ন্ ॥ ৯
অশব্দস্পর্শরূপান্তামগন্ধাং রসবর্জ্জিতাম্।
শ্রুতিং হ্যদীরয়ন্ দেবো বামবিন্দচ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ১০
ততস্তু ধ্যানসংযুক্তস্তপ আস্থায় ভৈরবম্।
চিন্তয়ামাস মনসা ত্রিতয়ং কোঽয়ম্ন্ত্বিতি ॥ ১১

তস্য চিন্তয়মানস্য প্রাদুর্ভূতং তদক্ষরম্।
অশব্দস্পর্শরূপঞ্চ রসগন্ধবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১২
অথোত্তমং স লোকেষু স্বমূর্ত্তিঞ্চাপি পশ্যতি।
ধ্যায়ন্ বৈ স তদা দেবমথৈনং পশ্যতে পুনঃ ॥১৩
তং শ্বেতমথ রক্তঞ্চ পীতং কৃষ্ণং তদা পুনঃ।
বর্ণস্থং তত্র পশ্যেত ন স্ত্রী ন চ নপুংসকম্ ॥ ১৪
তং সর্ব্বং সুচিরং জ্ঞাত্বা চিন্তয়ন্ হি তদক্ষরম্।
তস্য চিন্তয়মানস্য কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতেঽক্ষরঃ ॥ ১৫
একমাত্রো মহাঘোষঃ শ্বেতবর্ণঃ সুনির্ম্মলঃ।
স ওঁকারো ভবেদ্বেদঃ অক্ষরং বৈ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬
ততশ্চিন্তয়মানস্য ত্বক্ষরং বৈ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তু রক্তস্তু স দেবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
ঋগ্বেদং প্রথমং তস্য ত্বগ্নিমীড়েপুরোহিতম্।
এতাং দৃষ্ট্বা ঋচং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ পুনঃ
তদক্ষরং মহাতেজাঃ কিমেতদিতি লোককৃৎ ॥১৮
তস্য চিন্তয়মানস্য তাস্মিন্নথ মহেশ্বরঃ।
দ্বিমাত্রমক্ষরং জজ্ঞে ঈশিত্বেন দ্বিমাত্রিকম্ ॥ ১৯

বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি কি প্রকারে অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহকাল বা পরকাল সম্বন্ধে আপনার কোন বিষয়ই অজ্ঞাত নাই, অতএব ভক্তগণের প্রতি উপদেশ প্রদানার্থ ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করুন। লোমশ বলিলেন—লোকগণবন্দিত মহাতেজা ভগবান্ মারুত এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—হে গান্ধেয়! তুমি যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা সাতিশয় গোপনীয় হইলেও যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দিব্য সহস্র বর্ষ যাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একার্ণবাকারে অবস্থিত থাকিলে ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময়ে সুধাকাঙ্ক্ষী দিব্যগন্ধশালী কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গীয় শ্রুতি উচ্চারণ করিলেন। সেই শব্দ-স্পর্শরূপ-রস-গন্ধরহিত শ্রুতি ব্রহ্মা লাভ করিলেন। ১—১০। তৎপরে তিনি ভয়াবহ তপোনুষ্ঠান করত ধ্যানসংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে 'এই ব্যক্তি কে'? 'কো নু অয়ম্'এই তিনটী শব্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ চিন্তাকালে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধহীন অক্ষরের আবির্ভাব হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক তিনি শ্বেত রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্ন-বিরহিত এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই সমুদয় অনুভব করিবার পর তিনি সেই অক্ষরই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শ্বেতবর্ণ সুনির্ম্মল মহাশব্দসমন্বিত একমাত্র অক্ষর বহির্গত হইল; এই অক্ষরই ওঁকার, বেদ ও মহেশ্বরস্বরূপ। অনন্তর স্বয়ম্ভূ এই অক্ষর চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে এক রক্তবর্ণ অক্ষরের উৎপত্তি হয়; তাহাই আদিদেব নামে প্রসিদ্ধ। এই অক্ষরই প্রথম ঋগ্বেদ, তাহার প্রথমই "অগ্নিমীড়ে" ইত্যাদি মন্ত্রটি আছে। লোককর্ত্তা মহাতেজা ব্রহ্মা এই অক্ষররূপ ঋক্ দর্শনপূর্ব্বক 'ইহা কি?" বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার এই ঋগ্‌বিষয়িণী চিন্তাসময়ে মহেশ্বর

ততঃ পুনর্দ্বিমাত্রস্তু চিন্তয়ামাস চাক্ষরম্।
প্রাদুর্ভূতঞ্চ রক্তং তচ্ছেদনে গৃহ্য সা যজুঃ ॥ ২০
ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থদেবো বঃ সবিতা পুনঃ।
ঋগ্বেদ একমাত্রস্তু দ্বিমাত্রস্তু যজুঃ স্মৃতম্ ॥ ২১
ততো বেদং দ্বিমাত্রন্তু দৃষ্ট্বা চৈব তদক্ষরম্।
দ্বিমাত্রং চিন্তয়ন্ ব্রহ্মা ত্র্যক্ষরং পুনরীশ্বরঃ ॥ ২২
তস্য চিন্তয়মানস্য ওঁকারঃ সম্ভব হ।
ততস্তদক্ষরং ব্রহ্মা ওঁকারং সমচিন্তয়ৎ ॥ ২৩
অথাপশ্যত্ততঃ পীতামৃচকৈঃ সমুত্থিতাম্।
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ॥ ২৪
ততস্তু স মহাতেজাঃ দৃষ্ট্বা বেদানুপস্থিতান্।
চিন্তয়িত্বা চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং ত্র্যক্ষরম্।
ত্রিবর্ণং যৎ ত্রিষবণমোঙ্কারং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫
ততশ্চৈব ত্রিসংযোগাৎ ত্রিবর্ণন্তু তদক্ষরম্।
লক্ষ্যালক্ষ্যপ্রদৃশ্যঞ্চ সহিতং ত্রিদিবং ত্রিকম্ ॥ ২৬
ত্রিমাত্রং ত্রিপদঞ্চৈব ত্রিযোগঞ্চৈব শাশ্বতম্।
তস্মাত্তদক্ষরং ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ২৭
তস্মাত্তদক্ষরং সোঽথ ব্রহ্মরূপং স্বয়ম্ভুবঃ।
চতুর্দ্দশমুখং দেবং পশ্যতে দীপ্ততেজসম্।
ওমোঙ্কারং স কৃত্বাদৌ বিজ্ঞেয়ঃ স স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮
চতুর্মুখমুখাত্তস্মাদজায়ন্ত চতুর্দ্দশ।
নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যামাদ্যন্তঞ্চ তদক্ষরম্।
তস্মাৎ ত্রিষষ্টির্বর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯
ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানান্তু স্বয়ম্ভুবঃ।
অকাররূপে আদৌ তু স্থিতঃ সপ্রথমঃ স্বরঃ ॥ ৩০
ততস্তেভ্যঃ স্বরেভ্যস্তু চতুর্দ্দশ মহামুখাঃ।
মনবঃ সম্প্রসূয়ন্তে দিব্যা মন্বন্তরে স্বরাঃ ॥ ৩১
চতুর্দ্দশমুখো যশ্চ অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মকল্পঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২
মুখাত্তু প্রথমাত্তস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্মৃতঃ।
অকারস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩৩
দ্বিতীয়াত্তু মুখাত্তস্য আকারো বৈ মুখঃ স্মৃতঃ।
নাম্না স্বারোচিষো নাম বর্ণঃ পাণ্ডুর উচ্যতে ॥ ৩৪
তৃতীয়াত্তু মুখাত্তস্য ইকারো যজুষাং বরঃ।
যজুর্ম্ময়ঃ স চাদিত্যো যজুর্ব্বেদো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫

ঈশিত্বগুণ গ্রহণ করিয়া দ্বিমাত্র অক্ষররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিমাত্র অক্ষর চিন্তা করিতে করিতে সেই অক্ষর রক্তবর্ণ যজুর্ব্বেদ-রূপে পরিণত হইল। তাহারই প্রথমে "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রটি আছে। এই জন্য ঋগ্বেদ একমাত্র ও যজুর্ব্বেদ দ্বিমাত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তৎপরে ব্রহ্মা পুনরায় ঐ দ্বিমাত্র অক্ষরবিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলে, ওঁকারের আবির্ভাব হয়। তখন তিনি কেবল ঐ ওঁকারের চিন্তাতেই ব্যাপৃত হয়েন। ১১—২৩। এই সময়ে তিনি পীতবর্ণ সম্পন্ন 'অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি সাম আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। এইরূপে ভগবান্ মহাতেজা ব্রহ্মা উপস্থিত বেদগণকে দর্শন করিয়া, ত্রিসন্ধ্য, ত্র্যক্ষর, ত্রিবর্ণ, ত্রিষবণ ও ব্রহ্ম নামক ওঁকারের চিন্তা করত পরে ত্রিসংযোগজনিত বর্ণত্রয়সম্পন্ন লক্ষ্য, অলক্ষ্য, প্রদৃশ্য, সহিত, ত্রিদিব, ত্রিক, ত্রিমাত্র, ত্রিপদ, ত্রিযোগ ও নিত্য সেই অক্ষর-ধ্যানে ব্যাপৃত হইলেন। এইরূপ ধ্যানবশতঃ স্বয়ম্ভূর ব্রহ্মরূপী সেই অক্ষর প্রদীপ্ততেজা চতুর্দ্দশমুখদেবরূপে পরিণত হয়; এই ওঁকার-জাত অক্ষর স্বয়ম্ভূর নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর ব্রহ্মার মুখ হইতে বিবিধ বর্ণযুত চতুর্দ্দশস্বরের আবির্ভাব হইল। ইহাদের আদ্যন্তে সেই ওঁঙ্কাররূপ দিব্য অক্ষর বিরাজমান। অনন্তর সাধারণ অর্থ প্রকাশ নিমিত্ত সেই বর্ণসমূহ মধ্যে অকার হইতে ত্রিষষ্টি বর্ণের উৎপত্তি হয়। অকাররূপ আদি বর্ণই প্রথম স্বররূপে নির্দ্দিষ্ট। এই স্বরসমূহ হইতে মহামুখশালী চতুর্দ্দশ দিব্য মনু প্রসূত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশমুখমণ্ডিত ও ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত অকার ব্রহ্মকল্প সর্ব্ববর্ণ প্রজা-পতি নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার প্রথমমুখ হইতে স্বায়ম্ভূব মনুর আবির্ভাব হয়; তিনিই স্বায়ম্ভুব ও অকার নামে পরিচিত। তাঁহার বর্ণ শ্বেত। দ্বিতীয়মুখ হইতে আকারের উৎপত্তি, ইঁহার নাম স্বারোচিষ, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডু। ২৪—৩৪। তৃতীয়মুখ হইতে যজুঃশ্রেষ্ঠ ইকার আবির্ভূত হয়, ইহার যজুর্ময় আদিত্য নামে বিখ্যাত এবং ইহা হইতেই যজুর্ব্বেদের আবির্ভাব হয়।

ঈকারঃ স মনুর্জ্ঞেয়ো রক্তবর্ণঃ প্রতাপবান্।
ততঃ ক্ষত্রং প্রবর্ত্তেত তস্মাদ্রক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ॥ ৩৬
চতুর্থস্তু মুখাত্তস্য উকারঃ স্বর উচ্যতে।
বর্ণতস্তু স্মৃতস্তাম্রঃ স মনুস্তামসঃ স্মৃতঃ॥ ৩৭
পঞ্চমাত্তু মুখাত্তস্য ঊকারো নাম জায়তে।
পীতকো বর্ণতশ্চৈব মনুশ্চাপি চরিষ্ণবঃ॥ ৩৮
ততঃ ষষ্ঠান্মুখাত্তস্য ওঁকারঃ কপিলঃ স্মৃতঃ।
বরিষ্ঠশ্চ ততঃ ষষ্ঠো বিজয়ঃ স মহাতপাঃ॥ ৩৯
সপ্তমাত্তু মুখাত্তস্য ততো বৈবস্বতো মনুঃ।
ঋকারশ্চ স্বরস্তত্র বর্ণতঃ কৃষ্ণ উচ্যতে॥ ৪০
অষ্টমাত্তু মুখাত্তস্য ৠকারঃ শ্যামবর্ণতঃ।
শ্যামাক্ষরসবর্ণশ্চ ততঃ সাবর্ণিরুচ্যতে॥ ৪১
মুখাত্তু নবমাত্তস্য ঌকারো নবমঃ স্মৃতঃ।
ধূম্রো বৈ বর্ণতশ্চাপি ধূম্রশ্চ মনুরুচ্যতে॥ ৪২
দশমাত্তু মুখাত্তস্য ৡকারঃ প্রভুরুচ্যতে।
সমশ্চৈব সবর্ণশ্চ স্বভো সাবর্ণিকো মনুঃ॥ ৪৩
মুখাদেকাদশাত্তস্য একারো মনুরুচ্যতে।
পিশঙ্গো বর্ণতশ্চৈব পিশঙ্গো বর্ণ উচ্যতে॥ ৪৪
দ্বাদশাত্তু মুখাত্তস্য ঐকারো নাম উচ্যতে।
পিশঙ্গো ভস্মবর্ণাভঃ পিশঙ্গো মনুরুচ্যতে॥ ৪৫
ত্রয়োদশান্মুখাত্তস্য ওকারো বর্ণ উচ্যতে।
পঞ্চবর্ণসমাযুক্ত ওকারো বর্ণ উত্তমঃ॥ ৪৬
চতুর্দ্দশমুখাত্তস্য ঔকারো বর্ণ উচ্যতে।
কর্বূরো বর্ণতশ্চৈব মনুঃ সাবর্ণিরুচ্যতে॥ ৪৫
ইত্যেতে মনবশ্চৈব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ।
বিজ্ঞেয়া হি যথা তত্ত্ব স্বরতো বর্ণতস্তথা॥ ৪৮
পরস্পরসবর্ণাশ্চ স্বরা যস্মাদ্ বৃতা হি বৈ।
তস্মাত্তেষাং সবর্ণত্বাদস্বরস্তু প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪৯
সবর্ণাঃ সদৃশাশ্চৈব যস্মাজ্জাতাস্তু কল্পজাঃ।
তস্মাৎ প্রজানাং লোকেঽস্মিন্ সবর্ণঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ
ভবিষ্যন্তি তথা শৈলা বর্ণাশ্চ স্থায়তোঽর্থতঃ।
অভ্যাসাৎ সন্ধয়শ্চৈব তস্মাজ্জ্ঞেয়াঃ স্বরা ইতি॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

ঈকারই মহাপ্রতাপসম্পন্ন মনু, ইহাঁর বর্ণ রক্ত; ক্ষত্রিয়গণ ঈকার হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তাহারাও রক্তবর্ণ হইয়াছে। চতুর্থমুখ হইতে উকারের উদ্ভব, ইহাঁর বর্ণ তাম্র, ইনি তামস মনু নামে পরিচিত। পঞ্চমমুখ হইতে ঊকার পীতবর্ণ ও চরিষ্ণব মনু নামে উদ্ভূত হইয়াছেন। ষষ্ঠমুখ হইতে কপিলবর্ণ ওঁকার আবির্ভূত হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহাতপা বিজয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। সপ্তমমুখ হইতে কৃষ্ণবর্ণ বৈবস্বত মনু নামে ঋকারের উৎপত্তি এবং অষ্টম মুখ হইতে শ্যামাক্ষর সদৃশ শ্যামবর্ণ সাবর্ণি নামক ৠকারের আবির্ভাব হয়। নবমমুখ হইতে ধূম্রবর্ণ ধূম্রমনু নামক নবম ঌ বর্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সাবর্ণি নামক সম ও সবর্ণযুক্ত প্রভু ৡকার দশমমুখ হইতে উৎপন্ন হয়। একাদশ মুখ হইতে একার জন্মে, ইহাঁর নাম পিশঙ্গমনু এবং ইহার বর্ণও পিশঙ্গ। দ্বাদশমুখ হইতে ঐকার; ইহাঁরও নাম পিশঙ্গ, বর্ণ ভস্মনিভ পিশাঙ্গ ত্রয়োদশ মুখ হইতে পঞ্চবর্ণময়, বর্ণশ্রেষ্ঠ ওকারের উৎপত্তি এবং চতুর্দ্দশ মুখ হইতে বিচিত্রবর্ণ, সাবর্ণি মনুনামক ঔকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। মনু ও স্বরসমূহের উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ কথিত আছে। কল্প ও বর্ণ অনুসারে ইহাদিগের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হয়। কেননা, সমুদায় স্বরই পরস্পর সবর্ণ, এজন্য ইহাদিগের অস্বরও সেইরূপ কথিত হইয়া থাকে। কল্পজাত স্বরবর্ণসকল যে কারণ সবর্ণ ও সদৃশ, সুতরাং ইহলোকে প্রজাগণের সর্ব্বসন্ধি ও সবর্ণ হইয়াছে। শৈলসমূহের স্থায় ও অর্থানুসারে অভ্যাসবশতঃ বর্ণসকলের সন্ধি হইবে; এজন্য ইহারা স্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ৩৫—৫১।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

অস্মিন্ কল্পে ত্বয়া চোক্তঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ
মহাদেবস্য রুদ্রস্য সার্দ্ধৈর্ম্মুনিভিঃ সহ॥ ১

সূত উবাচ।

উৎপত্তির্বাদিসর্গস্য ময়া প্রোক্তা সমাসতঃ।
বিস্তরেণাস্য বক্ষ্যামি নামানি তনুভিঃ সহ॥ ২
পত্নীষু জনয়ামাস মহাদেবঃ সুতান্ বহূন্।
কল্পেঽষ্টমে ব্যতীতে তু যস্মিন্ কল্পে তু তচ্ছৃণু॥
কল্পাদৌ চাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ।
প্রাদুরাসীত্ততোঽঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ।
তং দধে সুস্বরং ঘোরং নির্দহন্নিব তেজসা॥ ৪
দৃষ্ট্বা রুদন্তং সহসা কুমারং নীললোহিতম্।
কিং রোদিষি কুমারেতি ব্রহ্মা তং প্রত্যভাষত॥৫
সোঽব্রবীদ্দেহি মে নাম প্রথমং বৈ পিতামহ।
রুদ্রস্ত্বং দেবনাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ॥৬
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।
নাম দেহি দ্বিতীয়ং মে ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্॥ ৭
ভবস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা প্রত্যুবাচাথ শঙ্করম্॥৮
তৃতীয়ং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
শিবস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ॥৯
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।
চতুর্থং দেহি মে নাম ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবম্॥ ১০
পশূনাং ত্বং পতির্দেব ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ॥
পঞ্চমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ঈশস্ত্বং দেব নাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, আপনি এই কল্প সাধক-মুনিগণের সহিত মহাত্মা মহাদেব রুদ্রের আবির্ভাব-বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত তাঁহাদিগের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই উত্তর করিলেন, আমি আদিদেব শর্ব্বের অবতার বিবরণ অতি সংক্ষেপে একবার বলিয়াছি, এখন তাঁহার নাম ও মূর্ত্তির কথা বিস্তাররূপে বর্ণন করিব। অষ্টম কল্প অতীত হইলে, যে কল্পে মহাদেব স্বীয় ভার্য্যাগর্ভে বহুপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি, শুনুন। আদিকল্পকালে ব্রহ্মা আত্মপ্রতিম পুত্রের জন্য চিন্তা করিতেছিলেন, ঐ সময় তাঁহার ক্রোড়দেশে যেন তেজোদ্বারা দহনোদ্যত নীল-লোহিত-বর্ণ এক কুমার প্রাদুর্ভূত হইয়া ঘোর সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে সহসা এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কুমার! কেন রোদন করিতেছ? কুমার উত্তর করিলেন, আমার প্রথম নাম দান করুন। তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি 'রুদ্র' নাম প্রাপ্ত হইলে। এইরূপ নামপ্রাপ্তির পর পর কুমার পুনর্ব্বার রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে কুমার দ্বিতীয় নাম প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মাও সেই প্রার্থনা মত তাঁহাকে 'ভব' নাম দান করিলেন। কুমার তথাপি রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার 'কেন কাঁদিতেছ?' জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 'আমায় তৃতীয় নাম দান করুন' এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে তুমি 'শিব নাম প্রাপ্ত হইলে' এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে, কুমার পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'আমায় চতুর্থ নাম দান করুন' এই উত্তর দিলেন। ১—১০। এবার ব্রহ্মা তাঁহাকে পশুপতি নামে অভিহিত করিলেন। কুমার পুনর্ব্বার রোদন করিলেন, ব্রহ্মাও পুনর্ব্বার কারণ জিজ্ঞাসিলেন; কুমার তদুত্তরে পঞ্চম নাম প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে 'ঈশ' নামে আখ্যাত করিলেন। কুমার তথাপি রোদন করিতেছেন দেখিয়া, ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে

ষষ্ঠং মে নাম দেহীতি ইত্যুবাচাব তং প্রভুম্ ॥১৩
ভীমস্ত্বং দেবনাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ ॥
সপ্তমং দেহি মে নাম ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ তম্।
উগ্রস্ত্বং দেবনাম্নাসি ইত্যুক্তঃ সোঽরুদৎ পুনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং পুনরব্রবীৎ।
অষ্টমং দেহি মে নাম তং বিভো পুনরব্রবীৎ।
মহাদেবস্তু নাম্নাসি ইত্যুক্তো বিররাম হ ॥ ১৬
লব্ধা নামানি চৈতানি ব্রহ্মণো নীললোহিতঃ।
প্রোবাচ নাম্নামেতেষাং ভূতানি প্রদিশেতি হ ॥ ১৭
ততোঽভিসৃষ্টাস্তনব এষাং নাম্নাং স্বয়ম্ভুবা।
সূর্য্যো মহী জলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ১৮
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ।
তেষু পূজ্যশ্চ বন্দ্যঃ স্যাদ্রুদ্রস্তান্ন হিনস্তি বৈ ॥১৯
প্রোবাচ স পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্।
যদুক্তং তে ময়া পূর্ব্বং নাম রুদ্র ইতি প্রভো।
তস্যাদিত্যস্তনুর্নাম প্রথমা প্রথমস্য তে ॥ ২০
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্
দ্বিতীয়ং নামধেয়ং তে ময়া প্রোক্তং ভবেতি যৎ।
এতস্যাপো দ্বিতীয়া তে তনুর্নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ২১
ইত্যুক্তে যৎ স্থিরং তস্য শরীরস্থং রসাত্মকম্।
তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ ॥২২
যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি তাভ্যস্তা ভাবয়ন্তি চ।
ভবনাদ্ভাবনাচ্চৈব ভূতানাং সম্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
তস্মান্মূত্রং পুরীষঞ্চ নাপ্সু কুর্ব্বীত সর্ব্বদা।
ন স্নায়েদপ্সু নগ্নশ্চ ন নিষ্ঠীবেৎ কদাচন ॥ ২৪
মৈথুনং নৈব সেবেত শিরঃস্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন প্রীতঃ পরিচক্ষীত বহন্ন সংস্থিতোপি বা ॥ ২৫
মেধ্যামেধ্যশরীরত্বাদ্বৈব দুষ্যন্ত্যপঃ ক্বচিৎ।
বিবর্ণরসগন্ধাশ্চ অল্পাশ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬
অপাং যোনিঃ সমুদ্রশ্চ তস্মাত্তং কাময়ন্তি তাঃ।

কারণ জিজ্ঞাসিলেন। কুমারও পূর্ব্বের ন্যায় ষষ্ঠ নামের প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে ‘ভীম’ নাম দান করিলেন। পুনর্ব্বার কুমার ঐরূপ রোদন আরম্ভ করায়, ব্রহ্মা কারণ জিজ্ঞাসিলেন, কুমার তাহাতে সপ্তম নাম প্রার্থনা করেন, ব্রহ্মা এবার তাঁহাকে ‘উগ্র’ নাম দান করিলেন। তথাপি কুমার রোদন করিতেছেন দেখিয়া আবার ব্রহ্মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার তাহাতে এইরূপ উত্তর দিলেন; ‘হে প্রভো! আমায় অষ্টম নাম প্রদান করুন’; ব্রহ্মাও তদনুসারে তাঁহাকে মহাদেব নাম প্রদান করিলেন এবং তখন সেই কুমার রোদন হইতে বিরত হইলেন। নীললোহিত ব্রহ্মসমীপে এইরূপে বহু নাম প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, এখন এই সকল নামের জন্য আমায় ভূত অর্পণ করুন। স্বয়ম্ভূ কুমারের এই প্রার্থনামত তাঁহার নামনিকরের জন্য সূর্য্য, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররূপ শরীর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মধাতু নামে অভিহিত। রুদ্র সেই সমস্ত মূর্ত্তিতে পূজ্য ও বন্দনাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং তিনি তাহাঁদিগের হিংসা করেন না। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার নীললোহিতদেবকে বলিতে লাগিলেন, আমি তোমার প্রথম যে রুদ্র নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, সেই প্রথমনামের প্রথম শরীর আদিত্য। অনন্তর ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার যে দ্বিতীয় ভব নাম দান করিয়াছি, জল সেই নামের মূর্ত্তি হইবে। এই বাক্য শেষ হইলে কুমারের শরীরস্থ রসময় স্থিরজল জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কেননা ভূত সকল জল হইতে উৎপন্ন হয় এবং জলই ভূতসকলকে প্রকাশিত করে। এই কারণ ভূতগণের ভবন ও ভাবন এই দুই কার্য্যানুসারে এই মূর্ত্তি ভূতসম্ভব ও ভব নামে বিখ্যাত। ১১—২৩। এই হেতু জলমধ্যে মলমূত্রত্যাগ, উলঙ্গ হইয়া স্নান, নিষ্ঠীবনত্যাগ, মৈথুন-আচরণ ও শিরঃস্নান করা কর্ত্তব্য নহে। শরীরের পবিত্র বা অপবিত্রতাহেতু জল কথনও দূষিত হয় না। কিন্তু বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধযুক্ত ও অল্পপরিমিত জল পরিত্যাগ করা বিধেয়। সমুদ্র জলসকলের উৎপত্তিস্থান,

মেধ্যাশ্চৈবামৃতাশ্চৈব ভবন্তি প্রাপ্য সাগরম্ ॥ ২৭
তস্মাদপো ন রুন্ধীত সমুদ্রং কাময়ন্তি তাঃ।
ন হিনস্তি ভবো দেবঃ সদৈবং যোঽপ্সু বর্ত্ততে ॥
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং কৃষ্ণলোহিতম্।
শর্কস্ত্বমিতি যন্নাম তৃতীয়ং সমুদাহৃতম্।
তস্য ভূমিস্তৃতীয়া তু তনুর্নাম্না ভবত্বিয়ম্ ॥ ২৯
ইত্যুক্তে যৎ স্থিরং তস্য শরীরস্থাস্থিসংজ্ঞিতম্
তদ্বিবেশ ততো ভূমিং তস্মাদ্ভূঃ শর্ক উচ্যতে ॥ ৩০
তস্মাৎ কুর্ব্বীত নো বিদ্বান্ পুরীষং মূত্রমেব বা।
ন চ্ছায়ায়াং ন সোপানে স্বচ্ছায়াং নাপি মেহয়েৎ
শিরঃ প্রাবৃত্য কুর্ব্বীত অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ম্মহীম্।
য এবং বর্ত্ততে ভূমৌ তং শর্ব্বো ন হিনস্তি বৈ ॥
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং নীললোহিতম্।
ঈশান ইতি যৎ প্রোক্তং চতুর্থং নাম তে ময়া ॥
চতুর্থস্ত চতুর্থী স্যাদ্বায়ুর্নাম্না তনুস্তব।
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং পঞ্চধা প্রাণসংজ্ঞিতম্ ॥৩৪
বিবেশ তং তদা বায়ুরীশানো বায়ুরুচ্যতে।
তস্মাদেনং পরিবদেদায়ত্তং বায়ুমীশ্বরম্।
এবং যুক্তমথেশানো নৈব দেবো হিনস্তি তম্ ॥৩৫
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তং দেবং ধূম্রলোহিতম্।
যত্তে পশুপতীত্যুক্তং ময়া নামেহ পঞ্চমম্।
পঞ্চমী পঞ্চমস্থৈব তনুর্নাম্নাগ্নিরস্তু তে ॥ ৩৬
ইত্যুক্তে যচ্ছরীরস্থং তেজস্তত্তাপসংজ্ঞিতম্।
বিবেশ তত্তদা হুত্থিস্তস্মাৎ পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭
চন্দ্রমাস্ত স্মৃতঃ সোমস্তস্যাত্মা হোষধীগণঃ।
এবং যো বর্ত্ততে বিদ্বান্ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
ন হন্তি তং মহাদেব এবং বন্দেত তং প্রভুম্ ॥৩৮
গোপায়তি দিবা দিত্যঃ প্রজা নক্তন্তু চন্দ্রমাঃ।
একরাত্রে সমেয়াতাং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
অমাবাস্যানিশায়াং তু তস্যাং যুক্তঃ সদা ভবেৎ ॥
তত্রাবিষ্টং সর্ব্বমিদং তনুভির্নামভিঃ সহ।

একারণ সমস্ত জলই সমুদ্রের কামনা করে; তাহারা সমুদ্রে মিলিত হইলে পবিত্র ও অমৃতস্বরূপ হয়। সুতরাং সমুদ্রগামী জলপ্রবাহ রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সতত জলের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ থাকে, মহাদেব ভব তাহার কখনও অমঙ্গল করেন না। অনন্তর ব্রহ্মা নীললোহিত দেবকে পুনরায় বলিলেন, 'আমি তোমার শর্ব্ব' এই তৃতীয় নাম দান করিয়াছি, এই ভূমি তাহার তৃতীয় তনু। ব্রহ্মা এই কথা বলিবামাত্র কুমারের শরীরস্থ অস্থিনামধেয় স্থিরপদার্থ সকল ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। এই জন্যই ভূমি শর্ব্বনামে বিখ্যাত। সুতরাং বিদ্বান্ ব্যক্তি ভূমিতে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবেন না। এইরূপ ছায়াস্থলে, সোপানে বা নিজের শরীরচ্ছায়ায় মূত্রত্যাগ করা অবৈধ। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবার কালে স্বীয় মস্তক আবৃত এবং ভূমিতে তৃণ আচ্ছাদন করিয়া মলাদি ত্যাগ করিতে হয়। ভূমির প্রতি এইরূপ আচরণ করিলে, মহাদেব শর্ব্ব তাহার অশুভ বিধান করেন না। এই বাক্য শেষ হইলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার নীললোহিতকে বলিলেন, আমি তোমায় চতুর্থ যে 'ঈশান' নাম দিয়াছি, বায়ু তাহার শরীর। ব্রহ্মা এই বাক্য বলিবামাত্রই দেহস্থ প্রাণনামক পঞ্চবায়ু বায়ুতে প্রবিষ্ট হইল। এই হেতু বায়ু ঈশান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই বিস্তৃত বায়ুকে ঈশ্বরজ্ঞান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ঈশানদেব তাহার আর হিংসা করেন না। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ধূম্রলোহিতকে বলিলেন, আমি তোমার যে পঞ্চম 'পশুপতি' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি, এই অগ্নি তাহার শরীর। ব্রহ্মার এই বাক্য সমাপ্ত হইলে তাঁহার শরীরস্থ সমস্ত তেজোভাগ অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অতএব অগ্নি পশুপতি নামে প্রসিদ্ধ। সোমনামের মূর্ত্তি চন্দ্রমা, ওষধি সকল ইহাঁর আত্মা। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিপর্ব্বে ঐ মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং সেই প্রভুর বন্দনা করে, মহাদেব তাহাকে বিনষ্ট করেন না। ২৪—৩৮। দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে চন্দ্র প্রজাগণকে রক্ষা করেন। কিন্তু একরাত্রে চন্দ্র সূর্য্য একত্র মিলিত হইয়া থাকেন, সেই রাত্রি অমাবস্যা নামে অভিহিত। অমাবস্যা রাত্রিতে রুদ্রদেব যাবতীয় নাম ও তনুগণসহ সূর্য্যলোকে

একাকী যশ্চরত্যেষ সূর্য্যোঽসৌ রুদ্র উচ্যতে ॥
সূর্য্যস্য যৎপ্রকাশেন বীক্ষ্যন্তে চক্ষুষা প্রজাঃ ।
শুক্লাত্মা সংস্থিতো রুদ্রঃ পিবত্যম্ভো গভস্তিভিঃ ॥
অদ্যতে পীয়তে চৈবাপ্যন্নপানাত্মকানি যা ।
তনুরাত্মভবা সা বৈ দেহেষ্বেবোপচীয়তে ॥ ৪২
যয়া ধত্তে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ স্থিরীভূতেন চেতসা ।
পার্থিবী সা তনুস্তস্য শার্ব্বী ধারয়তি প্রজাঃ ॥৪৩
যাবৎ স্থিতা শরীরেষু ভূতানাং প্রাণবৃত্তিভিঃ ।
বায়ুাত্মিকা তু ঐশানী সা প্রাণাঃ প্রাণিনা সহ ॥
পীতাশিতানি পচতি ভূতানাং জঠরেষু যা ।
তনুঃ পাশুপতী তস্য পাচিকা শক্তিরুচ্যতে ॥৪৫
যানীহ সুষিরাণি স্যুর্দেহে ষন্তর্গতানি বৈ ।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় সা ভীমা চোচ্যতে তনুঃ ॥৪৬
বৈতানদীক্ষিতানান্তু যা স্থিতা ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
তনুরুগ্রাত্মিকা সা তু তেনোগ্রো দীক্ষিতঃ স্মৃতঃ ॥

যত্তু সংকল্পকং তস্য প্রজাস্বিহ সমং স্থিতম্ ।
সা তনুর্ম্মানসী তস্য চন্দ্রমাঃ প্রাণিষু স্থিতঃ ॥৪৮
নবো নবো ভবতি হি জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ।
নীয়তে যো যথাকামং বিবুধৈঃ পিতৃভিঃ সহ ।
মহাদেবোঽমৃতাত্মাঽসৌ হ্যম্ময়শ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ॥
তস্য যা প্রথমা নাম্না তনূ রৌদ্রী প্রকীর্ত্তিতা ।
পত্নী সুবর্চলা তস্য পুত্রস্তস্যাঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৫০
ভবস্য যা দ্বিতীয়া তু তনুরাপঃ স্মৃতা তু বৈ ।
তস্যে ষাত্রি স্মৃতা পত্নী পুত্রশ্চাপ্যুশনাঃ স্মৃতঃ ॥
শর্ব্বস্য যা তৃতীয়া তু নাম ভূমিস্তনুঃ স্মৃতা ।
পত্নী তস্য বিকেশীতি পুত্রশ্চাঙ্গারকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
ঈশানস্য চতুর্থস্য স্বর্গতস্য চ যা তনুঃ ।
তস্য পত্নী শিবা নাম পুত্রশ্চাস্য মনোজবঃ ॥ ৫৩
নাম্না পশুপতের্যা তু তনুরগ্নির্দ্বিজৈঃ স্মৃতা ।
তস্য পত্নী স্মৃতা স্বাহা স্কন্দশ্চাপি সুতঃ স্মৃতঃ ॥
নাম্না ষষ্ঠস্য যা ভীমা তনুরাকাশ উচ্যতে ।
দিশঃ পত্ন্যঃ স্মৃতাস্তস্য স্বর্গশ্চাস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫

অবস্থান করেন। এই একাকী বিচরণশীল রুদ্রমূর্ত্তিই সূর্য্যনামে প্রখ্যাত। সূর্য্যের যে অংশ প্রকাশিত হইলে প্রজাগণের চক্ষু দৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হয়, সূর্য্যসংস্থিত রুদ্রদেব সেই কিরণজাল দ্বারা জলীয় পদার্থ পান করেন। কথিত মূর্ত্তিসমূহ মধ্যে যে মূর্ত্তি অন্নপানাদি নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করে, সেই মূর্ত্তি আত্মভবা এবং তাহাই দেহে উপচিত হইয়া থাকে। যে মূর্ত্তি স্থিরচিত্তে প্রজাদিগকে ধারণ করিতেছে, তাহাই রুদ্রদেবের শর্ব্বনামসম্বন্ধীয়া পার্থিবমূর্ত্তি। ভূতবর্গের শরীর মধ্যে প্রাণবৃত্তিসহ যে মূর্ত্তি অধিষ্ঠান করিতেছে তাহাই তাঁহার বায়ুময়ী ঐশানীমূর্ত্তি। প্রাণিশরীরে ইহাকেই প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে মূর্ত্তি ভূতবর্গের জঠর মধ্যে পীত ও ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক করিয়া দেয়, তাহাই তাঁহার পাশুপতমূর্ত্তি; এই মূর্ত্তিকেই পাচিকা শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। বায়ুসঞ্চারণ হেতু দেহমধ্যে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহাই মহাদেবের ভীম নামের মূর্ত্তি। যজ্ঞদীক্ষিত ব্রহ্মবাদিগণের যে অবস্থা, তাহাই মহাদেবের উগ্র নামের কলেবর; এই হেতু দীক্ষিতকে উগ্র নামে অভিহিত করা হয়। প্রজাবর্গে তাঁহার যে সঙ্কল্প অবস্থিত আছে, সেই প্রজাসংস্থিত সঙ্কল্পই তাঁহার চন্দ্রনামে মানসী তনু এবং পুনঃ পুনঃ নব নব ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে মূর্ত্তি দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক নীত হয় অর্থাৎ বার বার তাঁহারা যে মূর্ত্তি পান করেন, তাহাই মহাদেবের অমৃতাত্মা ও জলময় চন্দ্রমা মূর্ত্তি নামে অভিহিত। মহাদেবের যে রৌদ্রী তনু প্রথম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার পত্নী সুবর্চ্চলা এবং পুত্র শনৈশ্চর নামে নির্দ্দিষ্ট। ২৫—৫০। দেবদেব ভবের দ্বিতীয় মূর্ত্তি জল, তাঁহার পত্নী উষা এবং পুত্র উশনাঃ নামে খ্যাত। তৃতীয় ভূমিদেহযুক্ত শর্ব্বদেবের পত্নী বিকেশী এবং পুত্র অঙ্গারক। স্বর্গগত চতুর্থ ঈশানদেবের যে মূর্ত্তি, শিবা তাঁহার পত্নী এবং মনোজব তাঁহার পুত্র নামে অভিহিত। দ্বিজগণ পশুপতি নামধেয় রুদ্রদেবের যে অগ্নিমূর্ত্তি নির্দ্দেশ করেন; স্বাহা তাঁহার পত্নী এবং স্কন্দ তাঁহার পুত্র। ষষ্ঠ ভীমদেবের যে আকাশমূর্ত্তি, দিক্

উগ্রা তনুঃ সপ্তমী যা দীক্ষিতৈর্ব্রাহ্মণৈঃ স্মৃতা।
দীক্ষাপত্নী স্মৃতা তস্য সন্তানঃ পুত্র উচ্যতে॥ ৫৬
নাম্নাষ্টমস্য মহতস্তনুর্যা চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
পত্নী তু রোহিণী তস্য পুত্রশ্চাস্য বুধঃ স্মৃতঃ॥ ৫৭
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য নামভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্তু বন্দ্যা নমস্যাশ্চ প্রতিনাম তনূষু বৈ॥ ৫৮
ভক্তৈঃ সূর্য্যেঽপ্সু পৃথিব্যাং বায়ুগ্নি ব্যোমদীক্ষিতে
তথা চ বৈ চন্দ্রমসি তনুভির্নামভিঃ সহ॥ ৫৯
এবং যো বেদ তং দেবং তনুভির্নামভিঃ সহ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যমীশ্বরস্য নরো হি সঃ॥ ৬০
ইত্যেতদ্বো ময়াখ্যাতং গুহ্যং ভীমস্য তদ্‌যশঃ।
শন্নোঽস্তু দ্বিপদে নিত্যং শন্নোঽস্তু চ চতুষ্পদে॥
এতৎ প্রোক্তং নিদানং বস্তনূনাং নামভিঃ সহ।
মহাদেবস্য দেবস্য ভৃগোস্তু শৃণুত প্রজাঃ॥ ৬২

ইতি মহাপুরাণে শ্রীব্রহ্মাণ্ডে
অষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

সমস্ত তাঁহার পত্নী এবং সর্গ তাঁহার পুত্র। দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা উগ্রদেবের যে মূর্ত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাঁহার পত্নীর নাম দীক্ষা ও পুত্রের নাম সন্তান। অষ্টম মহান্ নামের তনুই চন্দ্রমা; রোহিণী ইঁহার পত্নী এবং বুধ ইঁহার পুত্র। এইরূপে মহাদেবের নাম সহ সমস্ত মূর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল। প্রত্যেক নামের সহিত সূর্য্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও দীক্ষিত মূর্ত্তির বন্দনা ও নমস্কার করা ভক্তগণের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এইরূপ নাম ও মূর্ত্তিভেদের সহিত মহাদেবের স্বরূপ বিজ্ঞানে সমর্থ হয়, সে পুত্রবান্ হইয়া, অন্তিমে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে। মহাদেবের এই সকল গুহ্য যশঃসমূহ আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবগণ মধ্যে নিয়ত মঙ্গল সংস্থান হউক। আমি মহাদেব ভৃগুদেবের নাম ও মূর্ত্তি সকলের যে সমস্ত কারণ কীর্ত্তন করিলাম, প্রজাগণ তাহা শ্রবণ করুন। ৫১—৬২।

অষ্টবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ভৃগোঃ খ্যাতির্বিজজ্ঞেঽথ ঈশ্বরৌ সুখদুঃখয়োঃ।
শুভাশুভপ্রদাতারৌ সর্ব্বপ্রাণভৃতামিহ॥ ১
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মন্বন্তরবিচারিণৌ।
তয়োর্জ্যেষ্ঠা তু ভগিনী দেবী শ্রীর্লোকভাবিনী॥ ২
সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাদ্য শোভনম্।
নারায়ণাত্মজৌ সাধ্বী বলোৎসাহৌ ব্যজায়ত॥ ৩
তস্যাস্তু মানসাঃ পুত্রা যে চান্যে দিব্যচারিণঃ।
যে বহন্তি বিমানানি দেবানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৪
দ্বে তু কন্যে স্মৃতে ভার্য্যে বিধাতুর্ধাতুরেব চ।
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব তয়োঃ পুত্রৌ দৃঢ়ব্রতৌ॥ ৫
পাণ্ডুশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ ব্রহ্মকোশৌ সনাতনৌ।
মনস্বিন্যাং মৃকণ্ডোশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বভূব হ॥ ৬
সুতো বেদশিরাস্তস্য মূর্দ্ধন্যায়ামজায়ত।
পীবর্য্যাং বেদশিরসঃ পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতা ঋষয়ো বেদপারগাঃ॥ ৭

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে সর্ব্বপ্রাণিগণের সুখদুঃখবিধাতা শুভাশুভ দানকর্ত্তা মন্বন্তরচারী ধাতা ও বিধাতা নামক দেবদ্বয়ের আবির্ভাব হয়; লোকপ্রিয়তমা শ্রীদেবী তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। সাধ্বী শ্রীনারায়ণদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা হইতে বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র প্রসব করেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীদেবীর আরও কয়েকটি মানসপুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহারাই আকাশে দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের বিমানবহন করেন। বিধাতা ও ধাতার পত্নীদ্বয় আয়তি ও নিয়তি নামে অভিহিত। ইঁহাদিগের উভয়ের গর্ভে পাণ্ডু ও মৃকণ্ডু নামে দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মজ্ঞানী পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। মৃকণ্ডুপত্নী মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয়ের জন্ম হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় মূর্দ্ধন্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বেদশিরা নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। পীবরীগর্ভে বেদশিরার যে সকল পুত্র জন্মিয়া বংশবিস্তার করিয়াছিলেন,

পাণ্ডোশ্চ পুণ্ডরীকায়াং দ্যুতিমানাত্মজোঽভবৎ ।
উৎপন্নৌ দ্যুতিমন্তশ্চ স্বজবানশ্চ তাবুভৌ ॥ ৮
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভার্গবানাং পরম্পরম্ ।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতে মরীচেঃ শৃণুত প্রজাঃ ॥৯
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতির্বিজজ্ঞে সাত্মসম্ভবম্ ।
প্রজায়তে পূর্ণমাসং কন্যাশ্চেমা নিবোধত ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্ত্বিষা চৈব তথা চাপচিতিঃ শুভা ॥ ১০
পূর্ণমাসঃ সরস্বত্যাং দ্বৌ পুত্রাবুদপাদয়ৎ ।
বিরজঞ্চৈব ধর্ম্মিষ্ঠং পর্ব্বসঞ্চৈব তবুভৌ ॥ ১১
বিরজস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুধামা নাম বিশ্রুতঃ ।
সুধামসুতবৈরাজঃ প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতঃ ।
লোকপালঃ সুধর্ম্মাত্মা গৌরীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥
পর্ব্বসঃ সর্ব্বগণানাং প্রবিষ্টঃ স মহাযশাঃ ।
পর্ব্বসঃ পর্ব্বসায়ান্তু জনয়ামাস বৈ সুতৌ ॥ ১৩
যজ্ঞবামঞ্চ শ্রীমন্তং সুতং কাশ্যপমেব চ ।
তাযোর্গোত্রকরৌ পুত্রৌ তৌ জাতৌ ধর্ম্মনিশ্চিতে

সেই সমস্ত বেদপারগ ঋষিগণ মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাতিলাভ করেন। পাণ্ডুপত্নী পুণ্ডরীকার গর্ভে তদীয় দ্যুতিমান্ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্যুতিমানের পুত্র দ্যুতিমন্ত ও স্বজবান্। ক্রমে ইহাঁদিগের এবং অন্যান্য ভার্গবগণের বহু পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর অতীত হইলে, মরীচির যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। মরীচিপত্নী সম্ভূতি পূর্ণমাস নামক পুত্র এবং তুষ্টি, পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি নাম্নী চারি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। ১—১০। পূর্ণমাস সরস্বতীগর্ভে ধর্ম্মনিষ্ঠ বিরজ ও পর্ব্বস নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিরজের পুত্র বিদ্বান্ সুধামা; সুধামার গৌরীগর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, ঐ পুত্র মহাপ্রতাপশালী ও ধার্ম্মিক, তিনি পূর্ব্বদিকে অবস্থান করিতেন। মহাযশাঃ পর্ব্বস সর্ব্বগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি পর্ব্বসাগর্ভে শ্রীমান যজ্ঞবাম ও কাশ্যপ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাঁদিগেরও দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ

স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী জজ্ঞে তাবাত্মসম্ভবৌ ।
পুত্রৌ কন্যাশ্চতস্রশ্চ পুণ্যাস্তা লোকবিশ্রুতাঃ ॥
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ।
তথৈব ভরতাগ্নিঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ তাবুভৌ ॥ ১৬
অগ্নেঃ পুত্রস্তু পর্জ্জন্যং সম্ভূতী সুষুবে প্রভুম্ ।
হিরণ্যরোমা পর্জন্যো মারীচ্যামুদপাদয়ৎ ।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী লোকপালঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ১৭
জজ্ঞে কীর্ত্তিমতশ্চাপি ধেনুকা তাবকল্মষৌ ।
বরিষ্ঠং ধৃতিমন্তঞ্চাপ্যুভাবঙ্গিরসাং বরৌ ॥ ১৮
তয়োঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যেঽতীতা বৈ সহস্রশঃ
অনসূয়াপি জজ্ঞে তান্ পঞ্চাত্রেয়ানকল্মষান্ ॥ ১৯
কন্যাঞ্চৈব শ্রুতিং নাম মাতা শঙ্খপদস্য যা ।
কর্দ্দমস্য তু যা পত্নী পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২০
সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপো মূর্ত্তিঃ শনীশ্বরঃ ।
সোমশ্চ পঞ্চমস্তেষামাসীৎ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
যামেঽতীতে সহাতীতাঃ পঞ্চাত্রেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ হ্যত্রিণা বৈ মহাত্মনা ।

ছিলেন। অঙ্গিরসপত্নী স্মৃতি ভরতাগ্নি ও কীর্ত্তিমন্ত নামক পুত্রদ্বয় এবং সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নাম্নী লোকপ্রসিদ্ধা পুণ্যকারিণী চারিটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। অগ্নিপুত্র পর্জ্জন্য সম্ভূতিগর্ভে জন্মলাভ করেন, পরে তিনি মারীচীগর্ভে হিরণ্যরোমা নামক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই হিরণ্যরোমা প্রলয়কাল- যাবৎ লোকপাল নামে বিখ্যাত। ১১—১৭। ধেনুকাগর্ভে কীর্ত্তিমানের বরিষ্ঠ ও ধৃতিমান্ নামক দুইটি পুণ্যবান্ পুত্র জন্মলাভ করেন, ইহারা আঙ্গিরসবংশমধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের যে সহস্র পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে অনসূয়া পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র ও শ্রুতিনাম্নী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন। এই শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ও প্রজাপতি পুলহের পত্নী ছিলেন। উক্ত পঞ্চ আত্রেয়ের নাম সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনীশ্বর ও সোম, ইহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্মিয়াছিলেন এবং মন্বন্তর অতীত হইলেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে যাম্যে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২২
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোঽভবৎ
পূর্ব্বজন্মনি সোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মধ্যমো দেববাহুশ্চ বিনীতো নাম তে ত্রয়ঃ ॥ ২৩
স্বসা যবীয়সী তেষাং সদ্বতী নাম বিশ্রুতা।
পর্জ্জন্যজননী শুভ্রা পত্নী হুগ্নেঃ স্মৃতা শুভা ॥ ২৪
পৌলস্ত্যস্য ঋষেশ্চাপি প্রীতিপুত্রস্য ধীমতঃ।
দত্তোলেঃ সুষুবে পত্নী সুজজ্ঞাদীন্ বহূন্ সুতান্।
পৌলস্ত্যা ইতি বিখ্যাতাঃ স্মৃতাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
ক্ষমা তু সুষুবে পুত্রান্ পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
তে চাগ্নিবর্চ্চসঃ সর্ব্বে যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥
কর্দ্দমশ্চাম্বরীষশ্চ সহিষ্ণুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
ঋষির্ধনকপীবাংশ্চ শুভা কন্যা চ পীবরী ॥ ২৭
কর্দ্দমস্য শ্রুতিঃ পত্নী আত্রেয্যজনয়ৎ সুতান্।
পুত্রং শঙ্খপদঞ্চৈব কন্যাং কাম্যাং তথৈব চ ॥ ২৮
স বৈ শঙ্খপদঃ শ্রীমান্ লোকপালঃ প্রজাপতিঃ।
দক্ষিণস্যাং দিশি রতঃ কাম্যাং দত্ত্বা প্রিয়ব্রতে ॥২৯

কাম্যা প্রিয়ব্রতাল্লেভে স্বায়ম্ভুবসমান্ সুতান্।
দশকন্যাদ্বয়ঞ্চৈব যৈঃ ক্ষত্রং সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৩০
পুত্রো ধনকপীবাংশ্চ সহিষ্ণুর্নামবিশ্রুতঃ।
যশোধারী বিজজ্ঞে বৈ কামদেবঃ সুমধ্যমঃ ॥ ৩১
ক্রতোঃ ক্রতুসমান্ পুত্রান্ বিজজ্ঞে সন্নতিঃ শুভা
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
ষষ্টোস্তানি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি শ্রুতাঃ ॥৩২
অরুণস্যাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্ব্বে পতঙ্গসহচারিণঃ ॥ ৩৩
স্বসারৌ তু যবীয়স্যৌ পুণ্যাত্মসুমতী চ তে।
পর্ব্বসস্য স্নুষে তে বৈ পূর্ণমাসসুতস্য বৈ ॥ ৩৪
ঊর্জ্জায়াস্তু বশিষ্ঠস্য পুত্রা বৈ সপ্ত জজ্ঞিরে।
জ্যায়সী চ স্বসা তেষাং পুণ্ডরীকা সুমধ্যমা ॥ ৩৫
জননী সা দ্যুতিমতঃ পাণ্ডোস্তু মহিষী প্রিয়া।
অস্যাং ত্বিমে যবীয়াংসো বাসিষ্ঠাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ
রজঃপুত্রোঽর্দ্ধবাহুশ্চ সবনশ্চাধনশ্চ যঃ।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭

ইহাঁদিগের স্বায়ম্ভুবমন্বন্তর সমুৎপন্ন শত সহস্র পুত্রপৌত্রেরা মহাত্মা অত্রি কর্ত্তৃক আত্রেয় নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। পুলস্ত্য-ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলি নামক পুত্র উৎপন্ন হয়, ইনি আদিজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রীতির মধ্যম পুত্রের নাম দেববাহু ও তৃতীয় পুত্রের নাম বিনীত। ইহাদিগের সদ্বতী নাম্নী এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, তিনি পর্জ্জন্যের জননী ও অগ্নির ভার্য্যা বলিয়া বিখ্যাত। প্রীতিপুত্র ধীমান্ পৌলস্ত্য দত্তোলির পত্নী সুজজ্ঞা প্রভৃতি বহুপুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৌলস্ত্য নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্ষমা প্রজাপতি পুলহের ঔরসে যে সকল অগ্নিসমতেজা পুত্র কন্যা প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম—কর্দ্দম, অম্বরীষ, সহিষ্ণু, ধনকপীবান্, ঋষি ও মঙ্গলময়ী পীবরী। কর্দ্দমপত্নী অত্রিনন্দিনী শ্রুতি অনেকগুলি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, শঙ্খপদ নামক পুত্র ও কাম্যানাম্নী কন্যাও তাঁহারই সন্ততি। লোকপালক, প্রজাপতি শ্রীমান্ শঙ্খপদ প্রিয়ব্রতকে কাম্যাকন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। কাম্যা প্রিয়ব্রত হইতে স্বায়ম্ভুবতুল্য দশটি পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রাপ্ত হয়েন। এই দশপুত্র হইতেই ক্ষত্রবংশের আবির্ভাব। ১৮—৩০। সেই পুত্রগণের নাম যথা—ধনকপীবান্, সহিষ্ণু, যশোধারী, কামদেব ও সুমধ্যম। ক্রতুপত্নী সন্নতি ক্রতুতুল্য বহু পুত্র প্রসব করেন। ইহাঁদিগের কাহারও ভার্য্যা বা পুত্র ছিল না, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। ইহাঁরাই ষষ্টিসহস্র বালখিল্য নামে বিখ্যাত। এই বালখিল্যগণ সূর্য্যকে পরিবৃত করত অরুণের অগ্রভাগে গমন করেন। এইরূপে সকলেই ইহাঁরা প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের সহচারী। পুণ্যাত্মা ও সুমতী নাম্নী ইহাঁদিগের দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পূর্ণমাসপুত্র পর্ব্বসের পুত্রবধূ ছিলেন। ঊর্জ্জা-গর্ভে বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পুণ্ডরীকা নাম্নী তাঁহাদিগের এক জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। ইনি দ্যুতিমানের জননী এবং পাণ্ডুর প্রিয়তমা মহিষী। ইহাঁরই গর্ভে

রজসো বাপ্যজনয়ন্ মার্কণ্ডেয়ী যশস্বিনী।
প্রতীচ্যাং দিশি রাজানং কেতুমন্তং প্রজাপতিম্॥
গোত্রাণি নামভিস্তেষাং বাসিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাস্ত্বগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ॥ ৩৯
ইত্যেষ ঋষিসর্গস্তু সানুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চাপ্যগ্নেস্তু শৃণুত প্রজাঃ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ঋষিবংশানুকীর্ত্তনং একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যোঽসাবগ্নিরভীমানী হ্যাসীৎস্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তস্মাৎ স্বাহা ব্যজায়ত॥ ১
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিশ্চাপি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
শুচিঃ সৌরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বাহাপুত্রাস্ত্রয়স্তু তে॥ ২
পাবকো বৈদ্যুতশ্চৈব তেষাং স্থানানি যানি বৈ॥৩
পবমানাত্মজশ্চৈব কব্যবাহন উচ্যতে।
পাবকাৎ সহরক্ষস্তু হব্যবাহঃ শুচেঃ সুতঃ।
দেবানাং হব্যবাহোঽগ্নিঃ পিতৄণাং কব্যবাহনঃ॥ ৪
সহরক্ষোঽসুরাণাঞ্চ ত্রয়াণাঞ্চ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ চত্বারিংশন্নবৈব তু॥ ৫
বক্ষ্যামি নামতস্তেষাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্।
বৈদ্যুতো লৌকিকাগ্নিস্তু প্রথমো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ৬
ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ।
বৈশ্বানরমুখস্তস্য মহঃ কাব্যো হ্যপাং রসঃ॥ ৭
অমৃতোঽথর্ব্বণা পূর্ব্বং মথিতঃ পুষ্করোদধৌ।
সোঽথর্ব্বা লৌকিকাগ্নিস্তু দধ্যঙ্কোঽথর্ব্বণঃ সুতঃ॥৮
অথর্ব্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়োঽপ্যঙ্গিরাঽথর্ব্বণঃ সুতঃ।
তস্মাৎ স লৌকিকাগ্নিস্তু দধ্যঙ্কোঽথর্ব্বণঃ সুতঃ॥৯
অথ যঃ পবমানোঽগ্নির্নির্ম্মথ্যঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।
স জ্ঞেয়ো গার্হপত্যোঽগ্নিস্তস্য পুত্রদ্বয়ং স্মৃতম্॥১০

বশিষ্ঠবংশীয় রজঃপুত্র অর্দ্ধবাহু, সবন, অধ্বন, সুতপা ও শুক্র নামক সপ্ত পুত্র জন্মলাভ করেন। তাঁহারা সকলেই সপ্তর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যশস্বিনী মার্কণ্ডেয়ী রজঃ-পুত্র প্রজাপতি কেতুমানকে প্রসব করেন, কেতুমান্ পশ্চিমদিগের অধিপতি হইলেন। যে সকল বশিষ্ঠ মহাত্মাগণের নাম ও গোত্র উক্ত হইল, তাঁহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া, ঐ মন্বন্তরেই বিনষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর অগ্নিবংশের কীর্ত্তন করিতেছি, হে প্রজাগণ! তোমরা তাহা শ্রবণ কর। এইরূপে সানুবন্ধ ঋষি-সর্গের বিষয় বিবৃত হইল। এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক সবিস্তারে অগ্নিবংশ বর্ণন করিতেছি, প্রজাগণ! তোমরা শ্রবণ কর। ৩৯—৪০।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার যে অগ্নিনামধেয় অভিমানশালী এক মানসপুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতে স্বাহার জন্ম হয়। পাবক, পবমান ও শুচি নামক স্বাহার তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে শুচি সৌর নামে বিখ্যাত হয়েন। পবমানের পুত্র কব্যবাহন, পাবক-পুত্র সহরক্ষ এবং শুচির সন্তান হব্যবাহ। দেবগণের অগ্নি হব্যবাহন, পিতৃগণের অগ্নি কব্যবাহন এবং অসুরগণের অগ্নি সহরক্ষ নামে খ্যাত। ইহাদিগের যে উনপঞ্চাশৎ পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিলেন, প্রত্যেকেরই নাম নির্দ্দেশ করত তাঁহাদিগের বিষয় বর্ণন করিব। ব্রহ্মার প্রথম পুত্র; লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত ভরত নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মৌদনাগ্নি ঐ বৈদ্যুতের পুত্র। বৈশ্বানর ইহার মুখ এবং জলরস ইহার যজ্ঞীয় ভোজ্যদ্রব্য। পূর্ব্বে পুষ্কর সাগরে যে অথর্ব্বা অমৃত মন্থন করেন, তিনিও একজন লৌকিকাগ্নি; দধ্যঙ্ক এই অথর্ব্বার পুত্র। ভৃগু ঋষিও অথর্ব্বা নামে পরিচিত, ভৃগু ঋষির পুত্রের নাম অঙ্গিরা। দধ্যঙ্ক অথর্ব্বার পুত্র বলিয়া, তিনিও লৌকিকাগ্নিরূপে বিখ্যাত। যে পবমান নামক অগ্নি মন্থনযোগ্য, কবিগণের তিনি গার্হপত্য অগ্নিনামে পরিচিত। এই

শংস্তস্ত্বাহবনীয়োঽগ্নির্যঃ স্মৃতো হব্যবাহনঃ।
দ্বিতীয়স্তু সুতঃ প্রোক্তঃ শুক্রোঽগ্নির্যঃ প্রণীয়তে॥১১
তথা সব্যাপসব্যৌ চ শংস্তস্যাগ্নিঃ সুতাবুভৌ।
শংস্যাস্তু ষোড়শ নদীশ্চকমে হব্যবাহনঃ।
যোঽসাবাহবনীয়োঽগ্নিরভিমানী দ্বিজৈঃ স্মৃতঃ॥১২
কাবেরীং কৃষ্ণবেণীঞ্চ নর্ম্মদাং যমুনাস্তথা।
গোদাবরীং বিতস্তাঞ্চ চন্দ্রভাগামিরাবতীম্ ॥ ১৩
বিপাশাঙ্কৌশিকীঞ্চৈব শতদ্রুং সরযূস্তথা।
সীতাং সরস্বতীঞ্চৈব হ্লাদিনীং পাবনীং তথা॥১৪
তাসু ষোড়শধাত্মানং প্রবিভজ্য পৃথক্ পৃথক্।
অত্মানং ব্যদধত্তাসু ধিষ্ণীষ্বথ বভূব সঃ॥ ১৫
ধিষ্ণ্যো দিব্যভিচারিণ্যস্তাসূৎপন্নাস্তু ধিষ্ণয়ঃ।
ধিষ্ণীষু জজ্ঞিরে যস্মাদ্ধিষ্ণয়স্তেন কীর্ত্তিতাঃ॥১৬
ইত্যেতে বৈ নদীপুত্রা ধিষ্ণীষ্বেব বিজজ্ঞিরে।
তেষাং বিহরণীয়া যে উপস্থেয়াশ্চ যেঽগ্নয়ঃ।
তান্ শৃণুধ্বং সমাসেন কীর্ত্ত্যমানান্ যথাতথা॥১৭
ঋতুঃ প্রবাহণোঽগ্নীধ্রঃ পুরস্তাদ্ধিষ্ণয়োঽপরে।
বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেঽহ্নি সবনক্রমাৎ॥
অনির্দ্দেশ্যাহ্যবাচ্যানামগ্নীনাং শৃণুত ক্রমম্।
সম্রাড়গ্নিঃ কৃশানুর্যো দ্বিতীয়োত্তরবেদিকঃ॥ ১৯
সম্রাড়গ্নিঃ স্মৃতা হ্যষ্টৌ উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজাঃ।
অধস্তাৎপর্য্যদস্তু দ্বিতীয়ঃ সোঽত্র দৃশ্যতে॥ ২০
প্রতত্বেঽচে নভো নাম চত্বারি সা বিভাব্যতে।
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে॥ ২১
হব্যসূর্য্যাদ্যসংসৃষ্টঃ শামিত্রে স বিভাব্যতে।
বিশ্বস্যাথ সমুদ্রোঽগ্নির্ব্রহ্মস্থানে স কীর্ত্ত্যতে॥ ২২
ঋতুধামা চ সুজ্যোতিরৌদুম্বর্য্যাঃ স কীর্ত্ত্যতে।
ব্রহ্মজ্যোতির্বসুর্নাম ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে॥ ২৩
অজৈকপাদুপস্থেয়ঃ স বৈ শালামুখীয়কঃ।
অনুদ্দেশ্যোপ্যহির্বুধ্নঃ সোঽগ্নির্গৃহপতিঃ স্মৃতঃ॥২৪
শংস্যস্যৈব সুতাঃ সর্ব্বে উপস্থেয়া দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
ততো বিহরণীয়াংশ্চ বক্ষ্যাম্যষ্টৌ তু তৎসুতান্।
ক্রতুপ্রবাহণোঽগ্নীধ্রস্তত্রস্থা ধিষ্ণয়োঽপরে।

গার্হপত্য অগ্নি হইতে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১—১০। প্রথম পুত্রের নাম শংস্য, ইহাকে আহবনীয়। হব্যবাহন ও দ্বিতীয় পুত্র শুক্রকে প্রণীত অগ্নি কহিয়া থাকে। শংস্যের সব্য ও অপসব্য নামে দুই পুত্র হয়। পরে ঐ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক হব্যবাহন আহবনীয় নামে পরিচিত হইয়া প্রশংসনীয়া ষোড়শ নদীর কামনা করেন। ঐ নদীসমূহের নাম যথা—কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্ম্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী শতদ্রু, সরযূ, সীতা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী। হব্যবাহন আপনাকে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ সকল নদীগণের সহিত সঙ্গত হয়েন, তাহাতে তাহা হইতে ধিষ্ণিসমূহ উৎপন্ন হয়। উক্ত নদীগণ স্বর্গাভিচারিণী ধিষ্ণী বা ধিষণা বলিয়া প্রসিদ্ধা। ধিষ্ণিগণ ঐ ধিষ্ণীসমূহ হইতে জন্মগ্রহণ করে, এজন্য তাহারাও ধিষ্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই ধিষ্ণীসমূহ হইতে উৎপন্ন নদীপুত্রগণ মধ্যে বিহরণীয় ও উপস্থেয় নামানুসারে যে সকল অগ্নি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋতু নামক অগ্নি প্রবাহণ ও অগ্নীধ্র নামে বিখ্যাত। যজ্ঞীয় দিবসে সবনক্রমানুসারে ঐ সকল অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বাচ্য অগ্নিগণের মধ্যে যে সকল ধিষ্ণি যে যে স্থানে বিহিত হইয়া থাকে, তাহা ক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিতীয় উত্তরবেদিকে অগ্নিকে সম্রাট অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিজগণ এইরূপ আটটি সম্রাট্ অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী পর্য্যদস্ত নামক অগ্নি দ্বিতীয় অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। ১১—২০। পশুবধস্থলে হব্যসূর্য্যাদি অসংসৃষ্ট অগ্নি, ব্রহ্মস্থানে সমুদ্র নামক অগ্নি, ঔদুম্বরীস্থলে সুন্দরজ্যোতিঃসম্পন্ন ঋতুধামা অগ্নি এবং ব্রহ্মস্থানে, ব্রহ্মতুল্য জ্যোতিঃসম্পন্ন বসু নামক অগ্নি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অজৈকপাদ্ নামে উপস্থেয় অগ্নি শালামুখীয়ক নামে এবং অহির্বুধ্ন নামক উদ্দেশ্যবিহীন অগ্নি গৃহপতি নামে বিখ্যাত। দ্বিজগণ এই সকল শংস্য পুত্রগণকে উপস্থেয় য় নির্দ্দেশ করেন। অনন্তর তাঁহারই অষ্ট-

বিধীয়ন্তে যথাস্থানং সৌত্যেঽহ্নি সবনক্রমাৎ ॥২৬
পৌত্রেয়স্তু ততো হ্যগ্নিঃ স্মৃতো যো হব্যবাহনঃ।
শান্তিশ্চাগ্নিঃ প্রচেতাস্তু দ্বিতীয়ঃ সত্য উচ্যতে ॥২৭
তথাগ্নির্বিশ্বদেবস্তু ব্রহ্মস্থানে স উচ্যতে।
অবস্কুরচ্ছাবাকস্তু ভুবঃ স্থানে বিভাব্যতে ॥ ২৮
উশীরাগ্নিঃ সবীর্য্যস্তু নৈষ্ঠীয়ঃ সংবিভাব্যতে।
অষ্টমস্তু ব্যরতিস্তু মার্জ্জালীয়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯
ধিষ্ণ্যা বিহরণীয়া যে সৌম্যেনাগ্নেন চৈব হি।
ততো যঃ পাবকো নাম স চাপাং গর্ভ উচ্যতে ॥
অগ্নিঃসোঽবভৃথো জ্ঞেয়ঃ সম্যক্ প্রাপ্যাপ্সু হূয়তেঃ
হৃচ্ছয়স্তৎসুতো হ্যগ্নির্জঠরে যো নৃণাং স্থিতঃ ॥৩১
মন্যুমান্ জাঠরস্যাগ্নের্বিদ্বানগ্নিঃ সুতঃ স্মৃতঃ।
পরস্পরোচ্ছ্রিতঃ সোঽগ্নির্ভূতানাং হবির্ভুর্মহান্ ॥
পুত্রঃ সোঽগ্নের্মন্যুমতো ঘোরঃ সংবর্ত্তকঃ স্মৃতঃ
পিবন্নপঃ স বসতি সমুদ্রে বড়বামুখঃ ॥ ৩৩
সমুদ্রবাসিনঃ পুত্রঃ সহরক্ষো বিভাব্যতে।
সহরক্ষসুতঃ ক্ষামো গৃহাণি স দহেন্নৃণাম্ ॥ ৩৪
ক্রব্যাদোঽগ্নিঃ সুতস্তস্য পুরুষানত্তি যো মৃতান্।
ইত্যেতে পাবকস্যাগ্নেঃ পুত্রা হ্যেবং প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ততঃ শুচেস্তু বৈঃ সৌরৈর্গন্ধর্ব্বৈরসুরাবৃতৈঃ।
মথিতো যস্ত্বরণ্যাং বৈ সোঽগ্নিরগ্নিঃ সমিধ্যতে ॥
আয়ুর্নামাথ ভগবান্ পশৌ যস্তু প্রণীয়তে।
আয়ুষো মহিমান্ পুত্রঃ সুশ্রুবান্নামতঃ সুতঃ ॥৩৭
পাকযজ্ঞেষ্বভিমানী সোঽগ্নিস্তু সবনঃ স্মৃতঃ
পুত্রশ্চ সবনস্যাগ্নেরদ্ভুতঃ স মহাযশাঃ ॥ ৩৮
বিবিচিস্ত্বদ্ভুতস্যাপি পুত্রোঽগ্নেঃ স মহান্ স্মৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তেঽথ ভীমানাং হুতং ভুংক্তে হবিঃ সদা
বিবিচেস্তু সুতো হ্যর্কো যোঽগ্নিস্তস্য সুতাস্ত্বিমে।
অনীকবান্ বাস্বজবাংশ্চ রক্ষোহা পিতৃকৃত্তথা।
সুরভির্বসুরত্নাদো প্রবিষ্টো যশ্চ রুক্মবান্ ॥ ৪০
শুচেরগ্নেঃ প্রজা হ্যেষাঽগ্নয়স্তু চতুর্দ্দশ।
ইত্যেতে হ্যগ্নয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রণীয়ন্তেঽধ্বরেষু যে ॥
আদিসর্গে হ্যতীতা বৈ যামৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমগ্নয়স্তেঽভিমানিনঃ ॥ ৪২

বিহরণীয় পুত্রের বিষয় বলিতেছি। ক্রতু প্রবাহণ অগ্নীধ্র এবং যজ্ঞীয় দিবসে অপরাপর ধিষ্ণিগণ সবনক্রমানুসারে যথাস্থানে বিহিত হইয়া থাকে। পৌত্রেয় অগ্নি হব্যবাহন, শান্তি অগ্নি প্রচেতা, সত্য অগ্নি দ্বিতীয়, বিশ্বদেব অগ্নি ব্রহ্মস্থানীয়, অবস্কু অচ্ছাবাক অগ্নি পৃথিবীস্থানীয়, সবীর্য্য উশীরাগ্নি নৈষ্টীয় এবং অষ্টম ব্যরতি নামক অগ্নি মার্জ্জালীয় নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিহরণীয় ধিষ্ণ্যগণ উল্লিখিত হইল। অপর যে পাবক নামক অগ্নির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকে জলসমূহের উদ্ভব স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় এবং এই পাবকাগ্নিই সত্য; ইহাকেই জলের উদ্দেশে আহুত করা হয়। এই পাবকাগ্নির পুত্র হৃচ্ছয়, ইনি মনুষ্যগণের জঠরে অবস্থান করিয়া থাকেন। জাঠরাগ্নির পুত্র বিদ্বান মন্যুমান্। এই মহৎ অগ্নি পরস্পর উদ্দীপ্ত হইয়া ভূতবর্গের হবিঃ ভোজন করেন। মন্যুমানের পুত্র সম্বর্ত্তক, ইনি বড়বামুখ নামে সাগরে অবস্থান করিয়া, জলপান করিয়া থাকেন। সমুদ্রবাসী সম্বর্ত্তকের পুত্র সহরক্ষ, সহরক্ষের পুত্র ক্ষাম, এই অগ্নি মনুষ্যগণের গৃহ দগ্ধ করে। ২১—৩৪। ক্ষামপুত্র ক্রব্যাদ, এই ক্রব্যাদ অগ্নি মৃত পুরুষদিগকে ভক্ষণ করে। পাবকপুত্রগণ এইরূপ নাম-কর্ম্মানুসারে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনন্তর শুচির যে পুত্র দেবতা ও গন্ধর্ব্ব ও অসুরবর্গ কর্ত্তৃক মথিত হইয়া অরণ্যমধ্যে যজ্ঞকাষ্ঠরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আয়ু, তিনি পশুবিষয়ে প্রণীত হইয়া থাকেন। আয়ুর মহিমান্বিত পুত্রের নাম সুশ্রুবান্, এই অগ্নি পাকযজ্ঞে সবন নামে বিখ্যাত। সবনাগ্নির পুত্র মহাযশা অদ্ভুত। অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি, এই অগ্নি অতি মহৎ এবং ভীমকর্ম্মাদিগের আহুত এবং হবিঃ ভোজন করেন। বিবিচির পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র অনীকবান্, বাস্বজবান্ রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ, সুরভি ও রুক্মবান্। এই চতুর্দ্দশ অগ্নি শুচির বংশধর; এই সমস্ত অগ্নিই যজ্ঞকার্য্যগুলিতে প্রণীত হইয়া থাকেন। এই সকল অভিমানীরা আদিসৃষ্টিকালে

এতে বিহরণীয়াস্তু চেতনাচেতনেষ্বিহ।
স্থানাভিমানিনো লোকে প্রাগাসন্ হব্যবাহনাঃ॥
কাম্যনৈমিত্তিকাজস্রেষ্বেতে কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ।
পূর্ব্বমন্বন্তরেঽতীতে শুক্রৈর্যামৈঃ সুরৈঃ সহ।
দেবৈর্মহাত্মভিঃ পুণ্যৈঃ প্রথমস্যান্তরে মনোঃ॥৪৪
ইত্যেতানি ময়োক্তানি স্থানানি স্থানিনশ্চ হ।
তৈরেব তু প্রসংখ্যাতমতীতানাগতেষ্বপি।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু লক্ষণং জাতবেদসাম্॥ ৪৫
সর্ব্বে তপস্বিনো হ্যেতে সর্ব্বে হ্যবভৃথাস্তথা।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে জ্যোতিষ্মন্তশ্চ তে স্মৃতাঃ
স্বারোচিষাদিষু জ্ঞেয়াঃ সাবর্ণ্যন্তেষু সপ্তসু।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু নানারূপপ্রয়োজনৈঃ॥ ৪৭
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ দেবৈরিহ সহাগ্নয়ঃ।
অনাগতৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং বর্ত্তন্তেঽনাগতাগ্নয়ঃ॥৪৮
ইত্যেষ বিনয়োঽগ্নীনাং ময়া প্রোক্তো যথাতথম্।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ পিতৄণাং বক্ষ্যতে ততঃ॥৪৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অগ্নিবংশবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পুত্রান্ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
অম্ভাংসি জজ্ঞিরে তানি মনুষ্যাসুরদেবতাঃ॥ ১
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে পিতরোঽস্য বৈ।
তেষান্নিসর্গঃ প্রাগুক্তো বিস্তরস্তস্য বক্ষ্যতে॥ ২
দেবাসুরমনুষ্যাণাং দৃষ্ট্বা দেবোঽভ্যনন্দত।
পিতৃবন্মন্যমানস্য জজ্ঞিরে তেঽপি বক্ষসঃ॥ ৩
মধ্বাদয়ঃ ষড় ঋতবস্তান্ পিতৄন্ পরিচক্ষতে।
ঋতবঃ পিতরো দেবা ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥৪
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু হ্যতীতানাগতেষ্বপি।
এতে স্বায়ম্ভুবে পূর্ব্বমুৎপন্না হ্যন্তরে শুভে॥ ৫
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতা নাম্না তথা বর্হিষদশ্চ বৈ।
অবজ্ঞানস্তথা তেষামাসন্ বৈ গৃহমেধিনঃ॥৬
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তে বৈ পিতরোঽনাহিতাগ্নয়ঃ।

দেবশ্রেষ্ঠ যামগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত হইয়াছে। ইহলোকে প্রথম এই স্থানাভিমানী বিহরণীয় অগ্নি সকল বর্ত্তমান ছিলেন, পরে পূর্ব্বমন্বন্তর অতীত হইলেও ইহারা প্রথম মনুর অন্তরে শুক্রযাম ও পুণ্যকারী মহাত্মা দেবগণের সহিত নিরন্তর কাম্যকর্ম্মনিচয়ে অবস্থিত থাকিতেন। এই যে সমস্ত স্থান ও স্থানাধিকারী অগ্নিগণের বিষয় আমি বর্ণনা করিলাম, তাঁহাদিগের দ্বারাই অতীত অনাগত সমস্ত মন্বন্তরস্থ অগ্নিলক্ষণ কথিত হইল। এই যাবতীয় কথিত অগ্নিই তপস্বী, সত্যনিষ্ঠ, অবভৃথ, প্রজাপতি এবং জ্যোতিঃসম্পন্ন। স্বারোচিষ হইতে সাবর্ণি পর্য্যন্ত সপ্ত মন্বন্তরেই প্রয়োজন মত এই অগ্নিগণ বর্ত্তমান দেবগণসহ বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ ভবিষ্যৎকালীন অগ্নিগণও ভবিষ্যৎ দেবগণসহ বিরাজ করিয়া থাকেন। এইরূপে আমি অগ্নিবংশ যথাযথ বর্ণন করিলাম। অনন্তর পিতৃগণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিব। ৩৫—৪৯।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ব্রহ্মা পূর্ব্বতন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পুত্র সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিলে সেই সমস্ত জলরাশি, মনুষ্য অসুর, দেবগণ এবং ব্রহ্মার নিকটও পিতৃবৎ সম্মানিত পিতৃগণ উৎপন্ন হয়েন। তাঁহাদিগের সৃষ্টিবিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইলেও এখন বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিব। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হওয়ার পর ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলে বক্ষ হইতে পিতৃগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। বসন্তাদি ছয় ঋতু এই পিতৃলোকনামে অভিহিত। বেদেও পিতৃদেবগণ ঋতু নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মঙ্গলকর স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরোৎপন্ন এই সকল পিতৃগণ অতীত ও অনাগত অন্যান্য মন্বন্তরেও উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, অবজ্ঞান ও গৃহমেধী পিতৃগণের এই

যজ্বানস্তেষু যে হ্যাসন্ পিতরঃ সোমপীথিনঃ ॥ ৭
স্মৃতা বর্হিষদস্তে বৈ পিতরস্ত্বগ্নিহোত্রিণঃ ।
ঋতবঃ পিতরো দেবাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্নিশ্চয়ো মতঃ ।
মধুমাধবৌ রসৌ জ্ঞেয়ৌ শুচিশুক্রৌ তু শুষ্মিণৌ
নভশ্চৈব নভস্যশ্চ জীবাবেতাবুদাহৃতৌ ॥ ৯
ইষশ্চৈব তথোর্জ্জশ্চ স্বধাবন্তাবুদাহৃতৌ ।
সহশ্চৈব সহস্যশ্চ মন্যুমন্তৌ তু তৌ স্মৃতৌ ।
তপশ্চৈব তপস্যশ্চ ঘোরাবেতৌ তু শৈশিরৌ ॥১০
কালাবস্থাস্তু ষট্ তেষাম্মাসাখ্যা বৈ ব্যবস্থিতাঃ ।
ত ইমে ঋতবঃ প্রোক্তাশ্চেতনাচেতনস্তু বৈ ॥ ১১
ঋতবো ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিজ্ঞেয়াস্তেঽভিমানিনঃ ।
মাসার্দ্ধমাসস্থানেষ স্থানঞ্চ ঋতবোর্ত্তবাঃ ॥ ১২
স্থানানাং ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়াঃ স্থানাভিমানিনঃ ।
অহোরাত্রঞ্চ মাসাশ্চ ঋতবশ্চায়নানি চ ॥ ১৩
সংবৎসরাশ্চ স্থানানি কালাবস্থাভিমানিনঃ।
নিমেষাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তা বৈ দিনক্ষপাঃ ॥১৪
এতেষু স্থানিনো যে তু কালাবস্থাস্ববস্থিতাঃ ।
তন্ময়ত্বাত্তদাত্মানস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত ॥ ১৫

পর্ব্বণ্যাস্তিথয়ঃ সন্ধ্যা পক্ষা মাসার্দ্ধসংজ্ঞিতাঃ ।
দ্বাবর্দ্ধমাসৌ মাসস্তু দ্বৌ মাসাবৃতুরুচ্যতে ॥ ১৬
ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
সংবৎসরঃ সুমেরুস্তু স্থানান্যেতানি স্থানিনাম্ ॥১৭
ঋতবঃ সুমেরুপুত্রা বিজ্ঞেয়া হ্যষ্টধা তু ষট্ ।
ঋতুপুত্রাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ প্রজাস্ত্বার্ত্তবলক্ষণাঃ ॥ ১৮
যস্মাচ্চৈবার্ত্তবেয়াস্তু জায়ন্তে স্থাণুজঙ্গমাঃ ।
আর্ত্তবাঃ পিতরশ্চৈব ঋতবশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১৯
সুমেরুাত্তু প্রহূয়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ প্রজাস্ততঃ।
তস্মাৎ স্মৃতঃ প্রজানাং বৈ সুমেরুঃ প্রপিতামহঃ ॥
স্থানেষু স্থানিনো হ্যেতে স্থানাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তদাখ্যাস্তন্ময়ত্বাচ্চ তদাত্মানশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২১
প্রজাপতিঃ স্মৃতো যস্তু স তু সংবৎসরো মতঃ ।
সংবৎসরঃ স্মৃতো হ্যগ্নিঋতমিত্যুচ্যতে দ্বিজৈঃ ॥২২
ঋতাত্তু ঋতবো যস্মাৎ জজ্ঞিরে ঋতবস্ততঃ ।
মাসাঃ ষট্ ঋতবো জ্ঞেয়াস্তেষাং পঞ্চার্ত্তবাঃ সুতাঃ

চারি প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। পিতৃগণ মধ্যে যাঁহারা অনাহিতাগ্নি, তাঁহাদিগের নাম অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপায়ী পিতৃগণের নাম যজ্বা ও অগ্নিহোত্র পিতৃগণের নাম বর্হিষদ। এই শাস্ত্রে ঋতুদিগকেই পিতৃগণ বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে। চৈত্র ও বৈশাখ রস নামে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় শুষ্মী নামে, শ্রাবণ ও ভাদ্র জীব নামে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক স্বধা নামে, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মন্যুমান্ নামে এবং মাঘ ও ফাল্গুন ভয়ঙ্কর শৈশির নামে অভিহিত। ১—১০। এইরূপে মাসবিভাগে ব্যবস্থিত ছয় কালাবস্থা ঋতু নামে চেতন ও অচেতনরূপে নির্দ্দিষ্ট। ব্রহ্ম-নন্দন অভিমানী ঋতুগণ মাস অর্দ্ধমাসাদি স্থানসমূহের অবস্থান করেন এবং স্থানসমূহও আর্ত্তব নামে অভিহিত হয়। স্থানসমূহের ব্যতিরেক অনুসারে অহোরাত্র, মাস ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি স্থান সকল কালাবস্থাভিমানী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সকল কালাবস্থায় তন্ময়ত্বহেতু সেই সেই স্থানে যাহারা অবস্থান করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পর্ব্বসমূহের নাম তিথি, সন্ধির নাম পক্ষ ও অর্দ্ধমাস, দুই অর্দ্ধমাসের নাম মাস, দুই মাসের নাম ঋতু, তিন ঋতুর নাম অয়ন, দক্ষিণ ও উত্তরভেদসম্পন্ন অয়নদ্বয়ের নাম সম্বৎসর, ইহার অপর নাম সুমেরু, এই সকলই স্থানি-গণের স্থান বলিয়া নির্ণীত। অষ্টধা বিভক্ত সুমেরুপুত্রগণ ঋতু নামে কথিত, ইহাদিগের সংখ্যাও ছয়। ঋতুগণের স্থাবর জঙ্গম নামে আর্ত্তব লক্ষণান্বিত পাঁচ পুত্র, এই কারণ আর্ত্তবগণ পিতৃনামে ও ঋতুগণ পিতামহ নামে কীর্ত্তিত। প্রজাগণ সুমেরু হইতেই উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার নিহত হয়, এ কারণ সুমেরুকে প্রপিতামহ বলে। এইরূপে স্থানময়ত্ব হেতু স্থানাত্মা স্থানিগণ স্থানসমূহে কীর্ত্তিত হইল। যাঁহাকে প্রজাপতি নামে নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তিনিই সম্বৎসর, সম্বৎসরের অপর নাম অগ্নি, দ্বিজগণ ইহাকে ঋত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঋত হইতে ঋতুগণের উদ্ভব হয় বলিয়া তাহারা ঋতু নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ছয় মাসকে ঋতু

দ্বিপদাশ্চতুষ্পদাশ্চৈব পক্ষিসংসর্পতাময়পি।
স্থাবরাণাঞ্চ পঞ্চানাং পুষ্পং কালার্ত্তবং স্মৃতম্ ॥২৪
ঋতুত্বমার্ত্তবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।
ইত্যেতে পিতরো জ্ঞেয়া ঋতবশ্চার্ত্তবাশ্চ যে ॥২৫
সর্ব্বভূতানি তেভ্যোঽথ ঋতুকালাদ্বিজজ্ঞিরে।
তস্মাদেতেঽপি পিতর আর্ত্তবা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু স্থিতাঃ কালাভিমানিনঃ।
স্থানাভিমানিনো হ্যেতে তিষ্ঠন্তীহ প্রসংযমাৎ ॥২৭
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ পিতরো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
জজ্ঞাতে চ পিতৃভ্যস্তু দ্বে কন্যে লোকবিশ্রুতে ॥
মেনা চ ধরিণী চৈব যাভ্যাং বিশ্বমিদং ধৃতম্।
পিতরস্তে নিজে কন্যে ধর্ম্মার্থং প্রদদুঃ শুভে।
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চৈব তে উভে।
অগ্নিষ্বাত্তাস্তু যে প্রোক্তাস্তেষাং মেনা তু মানসী।
ধারণী মানসী চৈব কন্যা বর্হিষদাং স্মৃতা ॥ ৩০
মেরোস্তু ধারণীং নাম পত্ন্যর্থং ব্যসৃজন্ শুভাম্।
পিতরস্তে বর্হিষদঃ স্মৃতা যে সোমপীথিনঃ ॥ ৩১

বলা হয়। আর্ত্তব নামক ইহাদিগের পাঁচ পুত্র। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী ও সরীসৃপগণের রজঃ এবং স্থাবর বৃক্ষদিগের পুষ্প আর্ত্তব নামে নির্দ্দীত। ১১—২৪। এইরূপে ঋতুত্ব, আর্ত্তবত্ব ও পিতৃত্ব প্রকীর্ত্তিত হইল। এই ঋতু ও আর্ত্তবগণ পিতৃগণ নামে অভিহিত। সেই পিতৃগণ ও ঋতুকাল হইতে সমগ্র ভূতই জন্ম লইয়াছে; এই কারণ আর্ত্তবগণও পিতৃগণ বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা সকল মন্বন্তরেই কালাভিমানী ও স্থানাভিমানী হইয়া অবস্থান করেন। অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ নাম ভেদে পিতৃগণ দ্বিবিধ। এই পিতৃগণ হইতে ত্রিলোকবিশ্রুত মেনা ও ধরিণী নাম্নী দুই কন্যার উদ্ভব হয়। তাঁহারাই এই যাবতীয় বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন। পিতৃগণ এই দুই মঙ্গলময়ী ব্রহ্মবাদিনী ও যোগিনী কন্যাকে ধর্ম্মপালনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। মেনা অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং ধারণী বর্হিষদগণের মানসী কন্যা বলিয়া বিখ্যাতা। সোমপায়ী বর্হিষদ পিতৃগণ ধরিণীকে

অগ্নিষ্বাত্তাস্তু তাং মেনাং পত্ন্যাং হিমবতে দদুঃ।
স্মৃতাস্তে বৈ তু দৌহিত্রাস্তদ্দৌহিত্রান্ নিবোধত ॥
মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং সাবসূয়ত।
গঙ্গাং সরিদ্বরাঞ্চৈব পত্নী যা লবণোদধেঃ ॥
মৈনাকস্যানুজঃ ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো যতঃ স্মৃতঃ
মেরোস্তু ধারণী পত্নী দিব্যৌষধিসমন্বিতম্।
মন্দরং সুষুবে পুত্রং তিস্রঃ কন্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥৩৪
বেলা চ নিয়তিশ্চৈব তৃতীয়া চায়তিঃ পুনঃ।
ধাতুশ্চৈবায়তিঃ পত্নী বিধাতুর্নিয়তিঃ স্মৃতা ॥৩৫
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বং তয়োর্বৈ কীর্ত্তিতাঃ প্রজাঃ
সুষুবে সাগরাদ্বেলা কন্যামেকামনিন্দিতাম্ ॥ ৩৬
সবর্ণাং নাম সামুদ্রীং পত্নীং প্রাচীনবর্হিষঃ।
সবর্ণা সাথ সামুদ্রীং দশ প্রাচীনবর্হিষঃ।
সর্ব্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ ॥ ৩৭
তেষাং স্বায়ম্ভুবো দক্ষঃ পুত্রত্বে জজ্ঞিবান্ প্রভুঃ।
ত্র্যম্বকস্যাভিশাপেন চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ॥ ৩৮

সুমেরুর পত্নীত্বে সম্প্রদান করেন এবং অগ্নিষ্বাত্তগণ মেনাকে হিমালয়ের পত্নীত্বে অর্পণ করেন। ইহাদিগের দৌহিত্রগণ যে যে নামে প্রসিদ্ধ, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। হিমালয়পত্নী মেনা মৈনাক নামে পুত্র ও সরিদ্বরা গঙ্গা নামে কন্যা প্রসব করেন। এই গঙ্গা লবণাম্বুধির পত্নী। ইহা ভিন্ন ক্রৌঞ্চনামক মৈনাকের একটি সহোদর ছিল, তাহা হইতেই ক্রৌঞ্চদ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে। মেরুপত্নী ধারিণী দিব্য ওষধিগণসমন্বিত মন্দরনামধেয় পুত্র এবং বেলা নিয়তি ও আয়তি নামে প্রথিতা তিন কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। আয়তি ধাতার এবং নিয়তি বিধাতার পত্নী বলিয়া বিখ্যাত। ২৬—৩৫। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই উভয়ের যে সকল প্রজা জন্মিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সাগরপত্নী বেলা একটী অনিন্দিতা কন্যা প্রসব করেন। এই সমুদ্রকন্যা সবর্ণা প্রাচীনবর্হিষের পত্নী হয়েন। প্রাচীনবর্হিষ হইতে তিনি যে দশ পুত্র প্রসব করেন, তাঁহারা সকলেই প্রচেতাঃ নামে বিখ্যাত এবং সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী

এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ সূতমপৃচ্ছচ্ছাংশপায়নঃ।
উৎপন্নঃ স কথং দক্ষো হ্যভিশাপাদ্ভবস্য তু।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বং তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তঃ কথয়ামাস সূতো দক্ষাশ্রিতাং কথাম্।
শাংশপায়নমামন্ত্র্য ত্র্যম্বকাচ্ছাপকারণম্ ॥ ৪০
দক্ষস্যাসন্ সুতা হ্যষ্টৌ কন্যা যাঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
স্বেভ্যো গৃহেভ্যো হ্যানায্য তাঃ পিতাভ্যর্চ্চয়দ্‌গৃহে
ততস্ত্বভ্যর্চ্চিতাঃ সর্ব্বা ন্যবসংস্তাঃ পিতুর্গৃহে ॥ ৪
তাসাং জ্যেষ্ঠা সতী নাম পত্নী যা ত্র্যম্বকস্য বৈ।
নাজুহাবাত্মজাং তাং বৈ দক্ষো রুদ্রমভিদ্বিষন্ ॥৪২
অকরোৎ স নতিং দক্ষে ন কদাচিন্মহেশ্বরঃ।
জামাতা শ্বশুরে তস্মিন্ স্বভাবাৎ তেজসি স্থিতঃ ॥
ততো জ্ঞাত্বা সতী সর্ব্বাঃ স্বস্রঃ প্রাপ্তাঃ পিতুর্গৃহম্
জগাম সাপানাহূতা সতী তৎ স্বং পিতুর্গৃহম্ ॥৪৪
তাভ্যো হীনাং পিতা চক্রে সত্যাঃ পূজামসম্মতাম্
ততোঽব্রবীৎ সা পিতরং দেবী ক্রোধাদমর্ষিতা।

যবীয়সীভ্যো জ্যায়সীং কিন্তু পূজামিমাং প্রভো।
অসাম্যামবজ্ঞায় কৃতবানসি গর্হিতাম্।
অহং জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠা হি ন ত্বমৎকর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৬
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দক্ষঃ সংরক্তলোচনঃ।
ত্বন্তু শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা চ পূজ্যা বালা সদা মম ॥ ৪৭
তাসাং যে চৈব ভর্ত্তারস্তে মে বহুমতাঃ সদা।
ব্রহ্মিষ্ঠাশ্চ তপিষ্ঠাশ্চ মহাযোগাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
গুণৈশ্চৈবাধিকাঃ শ্লাঘ্যাঃ সর্ব্বে তে ত্র্যম্বকাৎ সতি
বসিষ্ঠোঽত্রিঃ পুলস্ত্যশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্মরীচিশ্চ তথা শ্রেষ্ঠা জামাতরো মম ॥ ৪৯
তৈশ্চাস্পর্দ্ধতে শর্ব্বো ভক্তা চাসি হি তং সদা।
তেন ত্বাং ন বুভূষামি প্রতিকূলো হি মে ভবঃ ॥৬০
ইত্যুবাচ তদা দক্ষঃ সম্প্রমূঢ়েন চেতসা।
শাপার্থমাত্মনশ্চৈব যে চোক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৫১

ছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে মহাদেবের অভি-শাপে স্বায়ম্ভুব প্রভু দক্ষ তাঁহাদিগেরই পুত্র-রূপে জন্মিয়াছিলেন। শাংশপায়ন ঋষি সূতের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মহাদেবের অভিশাপে দক্ষ কিরূপে চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবি-র্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের কৌতূহল অপনয়ন করুন। সূত তদ্বাক্য শ্রবণে ত্র্যম্বকের শাপের কারণ প্রভৃতি দক্ষসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা শাংশপায়নকে বলিতে লাগিলেন। আমি অগ্রে যে দক্ষের অষ্ট কন্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি, একদা দক্ষ সেই সকল কন্যাকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনিয়া স্বীয় গৃহে আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অনন্তর কিছুদিন যাবৎ তাঁহারা পিতৃগৃহেই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু কন্যাগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সতী যিনি মহাদেবের প্রণয়িনী ছিলেন, মহাদেবের প্রতি ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে এই সময়ে আহ্বান করা হয় নাই। কোন সময়ে তেজস্বী জামাতা মহেশ্বর শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নাই বলিয়া মহাদেবের প্রতি দক্ষের ক্রোধ জন্মিয়াছিল। পিতৃগৃহে ভগিনী সকল বাস করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া সতী বিনা আহ্বানেও পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ অপর কন্যা অপেক্ষা তাহাকে অল্প আদর করায় সতী ক্রোধভরে পিতাকে বলিলেন, প্রভো! আমি অন্যান্য যবীয়সী ভগিনীগণ অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠা; তথাপি আমায় অবজ্ঞা করিয়া এরূপ অৎসকার করিলেন কেন? ৩৯—৪৬। দক্ষ সতীর কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তনেত্রে বলিতে লাগিলেন, জানি তুমি আমার কন্যাগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বপ্রকারে আদর-ণীয়া; কিন্তু এই সমস্ত কন্যাদিগের স্বামিগণ আমার একান্ত প্রিয়তম, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী, তপোনিষ্ঠ, মহাযোগরত, ধার্ম্মিক এবং হে সতি! সকলেই ত্র্যম্বক অপেক্ষা সমধিক গুণশালী ও প্রশংসার্হ। বসিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি আমার আটজন জামাতাই শ্রেষ্ঠ। তাহাদের সহিত মহাদেব স্পর্দ্ধা করে, তুমিও তাহাতে অনুরক্তা, এইজন্যই তোমায় আমি আহ্বান করি নাই; বিশেষতঃ মহাদেব আমার শত্রুস্বরূপ। এইরূপে দক্ষ মোহ হয় স্বীয় শাপপ্রাপ্তির জন্যই এই সকল বাক্য উচ্চারণ

তথোক্তা পিতরং সা বৈ ক্রুদ্ধা দেবীদমব্রবীৎ।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্যস্মাদদুষ্টাং মাং বিগর্হসে।
তস্মাৎ ত্যজাম্যহং দেহমিমং তাত তবাত্মজম্॥
ততস্তেনাবমানেন সতী দুঃখাদমর্ষিতা।
অব্রবীদ্বচনং দেবী নমস্কৃত্বা মহেশ্বরম্॥ ৫৩
যত্রাহমুপপদ্যেঽহং পুনর্দেহেন ভাস্বতা।
তত্রাপ্যহমসম্মূঢ়া সম্ভূতা ধার্ম্মিকী পুনঃ।
গচ্ছেয়ং ধর্ম্মপত্নীত্বং ত্র্যম্বকস্যৈব ধর্ম্মতঃ॥ ৫৪
তত্রৈবাথ সমাসীনা যুক্তাত্মানং সমাদধে।
ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ॥ ৫৫
তত আত্মসমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নির্ভস্ম চকার তাম্॥
তদুপশ্রুত্য নিধনং সত্যা দেবোঽথ শূলধৃক্।
সংবাদঞ্চ তয়োর্বুদ্ধ্বা যাথাতথ্যেন শঙ্করঃ।
দক্ষস্যাথ ঋষীণাঞ্চ চুকোপ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ৫৭
যস্মাদবমতা দক্ষ মৎকৃতে নাম সা সতী।
প্রশস্তাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাঃ সুতাঃ ভর্ত্তৃভিঃ সহ॥ ৫৮
তস্মাদ্বৈবস্বতং প্রাপ্য পুনরেব মহর্ষয়ঃ।
উৎপৎস্যন্তে দ্বিতীয়ে বৈ মম যজ্ঞে হ্যযোনিজাঃ॥
হুতে বৈ ব্রহ্মণা শপ্তে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
অভিব্যাহৃত্য চ ঋষীন্ দক্ষমভ্যগমৎ পুনঃ॥ ৬০
ভবিতা চাক্ষুষো রাজা চাক্ষুষস্য সমন্বয়ে।
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ॥ ৬১
দক্ষ ইত্যেব নাম্না ত্বং মারিষায়াং জনিষ্যসি।
কন্যায়াং শাখিনাঞ্চৈব প্রাপ্তে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে॥

দক্ষ উবাচ।

অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে।
ধর্ম্মার্থকামযুক্তেষু কর্ম্মস্বিহ পুনঃপুনঃ॥ ৬৩
যস্মাৎ ত্বং মৎকৃতে ক্রূরমৃষীন্ ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ সার্দ্ধং সুরৈর্যজ্ঞে ন ত্বাং যক্ষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ
হুত্বাহুতিং ততঃ ক্রূর অপস্যক্ষ্যন্তি কর্ম্মসু।
ইহৈব বৎস্যসি তথা দিবং হিত্বা যুগক্ষয়াৎ॥ ৬৫

করেন এবং বসিষ্ঠাদি ঋষিগণও শাপাভিভূত হইবেন বলিয়াই বোধ হয় দক্ষ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়েন। দেবী সতী পিতার এবম্বিধ বাক্যে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তাত! আমি কায়মনোবাক্যে কখন দুষ্ট কার্য্য করি নাই, তথাপি আপনি আমায় এইরূপ অবজ্ঞা করিলেন; অতএব আপনা হইতে উৎপন্ন এই দেহ আমি পরিত্যাগ করিব। অনন্তর সতী অপমান জন্য অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াই মহেশ্বর উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, আমি পুনর্ব্বার যেখানে ধর্ম্মচারিণী ও অভ্রান্তা হইয়া জন্ম লইব, সেখানেও যেন আমি ধর্ম্মানুসারে ত্র্যম্বকেরই ধর্ম্মপত্নী হইতে পারি। দেবী এই কথার পর সেইখানেই উপবেশনপূর্ব্বক আত্মা ও মনের সংযোগ করিয়া আগ্নেয়ী ধারণা করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে নির্গত অগ্নি আত্মোত্থিত বায়ুবলে চালিত হইয়া দেহকে ভস্মীভূত করিল। অনন্তর মহাদেব শূলপাণি সতীদেবীর নিধনসংবাদ বিশেষরূপে জানিয়া দক্ষ ও ঋষিগণের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, দক্ষ আমারই জন্য সতীর অবমাননা করিল, এবং অপর কন্যাগণকে ও তাহাদিগের স্বামীদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিল; এজন্য ঐ সকল ঋষিরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং মদীয় দ্বিতীয় যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণগণ আহুতি অর্পণ করিলে পুনরায় অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে। এইরূপে শঙ্কর ঋষিদিগকে অভিশপ্ত করত দক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যখন চাক্ষুষ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামক নৃপতি উৎপন্ন হইবেন, তৎকালে তুমি শাখিকন্যা মারিষার গর্ভে প্রাচীনবর্হিষের পুত্র হইয়া দক্ষ নামেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে। ৪৭—৬২। দক্ষ কহিলেন, দুর্ম্মতে! আমি সে জন্মেও তোমার ধর্ম্মার্থকামযুক্ত কর্ম্মসমূহে পুনঃপুনঃ বিঘ্ন উৎপাদন করিব। আমার জন্য তুমি ঋষিদিগকে অভিশাপ দিয়াছ, একারণ দ্বিজগণ তোমায় সুরগণের সহিত যজ্ঞে যজন করিবে না। যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহে দ্বিজগণ আহুতি দিয়া জল নিক্ষেপ করিবে। যুগ-পর্য্যবসান কাল পর্য্যন্ত তোমায় স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া

রুদ্র উবাচ।

সর্ব্বেষামেব লোকানাং ভূর্লোকস্ত্বাদিরুচ্যতে।
তমহং ধারয়াম্যেকো নিদেশাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৬৬
অস্মাৎ ক্ষিতৌ ধৃতা লোকাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ।
তানহং ধারয়ামীহ সততং ন তবাজ্ঞয়া॥ ৬৭
চাতুর্ব্বর্ণ্যং হি দেবানাং তে চাপ্যেকত্র ভুঞ্জতে।
নাহং তৈঃ সহ ভোক্ষ্যামি ততো দাস্যন্তি তে পৃথক্।
ততো দেবৈঃ স তৈঃ সার্দ্ধং নেজ্যতে পৃথগিজ্যতে
ততোঽভিব্যাহৃতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা।
স্বায়ম্ভুবীং তনুং ত্যক্ত্বা সঞ্জাতো মনুজেম্বিহ॥
জ্ঞাত্বা গৃহপতিং দক্ষো জ্ঞানানামীশ্বরং প্রভুম্।
সমস্তেনেহ যজ্ঞেন সোঽযজদ্দৈবতৈঃ সহ॥ ৭০
অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে।
মেনায়াং তামুমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্॥৭১
সা তু দেবী সতী পূর্ব্বং ততঃ পশ্চাদুমাভবৎ।
সহব্রতা ভবস্যেষা ন তয়া মুচ্যতে ভবঃ।
যাবদিচ্ছতি সংস্থাতুং প্রভুর্ম্মন্বন্তরেম্বিহ॥ ৭২
মারীচং কশ্যপং দেবী যথা দিতিরনুব্রতা।
সাধ্বী নারায়ণং শ্রীস্তু মঘবন্তং শচী যথা।
বিষ্ণুং কীর্ত্তী রুচিঃ সূর্য্যং বশিষ্ঠঞ্চাপ্যরুন্ধতী॥৭৩
নৈতাস্তু বিজহত্যেতান্ ভর্ত্তৄন্ দেব্যঃ কথঞ্চন।
আবর্ত্তমানকল্পেষু পুনর্জায়ন্তি তৈঃ সহ॥ ৭৪
এবং প্রাচেতসো দক্ষো জজ্ঞে বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে
প্রাচীনবর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ॥ ৭৫
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াঞ্চ পুনর্নৃপঃ।
জজ্ঞে রুদ্রাভিশাপেন দ্বিতীয়েঽস্মিন্নিতি শ্রুতম্॥
ভৃগ্বাদয়স্তু তে সর্ব্বে জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ।
আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্ব্বং মনোর্ব্বৈবস্বতেঽন্তরে।
দেবস্য মহতো যজ্ঞে বারুণীং বিভ্রতস্তনুম্॥৭৭
ইত্যেষোঽনুশয়োহ্যাসীত্তয়োর্জাত্যন্তরাগতঃ।
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য ত্র্যম্বকস্য চ ধীমতঃ॥ ৭৮
তস্মান্নানুশয়ঃ কার্য্যো বৈরিম্বিহ কদাচন।

এই লোকে অবস্থান করিতে হইবে। রুদ্র বলিলেন, যাবতীয় লোক মধ্যে ভূর্লোকই আদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আমি ব্রহ্মার আদেশেই ইহা ধারণ করিয়া থাকি। এই পৃথিবীতে লোক সকল আমাকর্তৃক ধৃত হইয়া নিত্যকাল অবস্থান করে। ব্রহ্মার আদেশেই আমি তাহাদিগকে ধারণ করি; কিন্তু তোমার আজ্ঞানুসারে আমি চলি না। দেবগণ চতুর্ব্বর্ণ একত্র হইয়া ভোজন করেন, তাই আমি তাঁহাদিগের সহিত ভোজন করি না; এ কারণ বিপ্রগণ আমায় পৃথক্‌রূপে প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই কারণেই তাঁহাদিগের সহিত আমার একত্র পূজা না হইয়া পৃথক্‌ভাবে হয়। অমিততেজা রুদ্রের এই সকল কথা শুনিয়া দক্ষ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর-জাত শরীর পরিহার করত মানুষকুলে জন্ম লইলেন এবং প্রভু রুদ্রকে গৃহপতি ও ঈশ্বর-রূপে বিদিত হইয়া যথাবিধি অনুষ্ঠানে দেব-গণসহ তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভকালে দেবী সতী শৈলরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনকাগর্ভে উমাদেবী নামে জন্মগ্রহণ করেন। সতী উমা নামে জন্মান্তর লইলেও মহাদেব ভবেরই সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছিলেন। দিতি দেবী মারীচ কশ্যপকে, সাধ্বী শ্রীনারায়ণকে, শচী ইন্দ্রকে, কীর্ত্তি বিষ্ণুকে, রুচি সূর্য্যকে এবং অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠকে কখনও পরিত্যাগ করেন না, এবং কল্প পরিবর্ত্তন অনুসারে জন্মান্তর গ্রহণকালেও যেমন তাঁহাদিগের সহিত পর জন্মগ্রহণ করেন; সেইরূপ সতীও কখন মহাদেব ভবকে পরিত্যাগ করেন না। এইরূপে দ্বিতীয় চাক্ষুষ মন্বন্তরে দক্ষরাজ রুদ্রের অভি-শাপে দশ প্রচেতা হইতে মারিষাগর্ভে প্রাচীন-বর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতার পুত্ররূপে প্রাচেতস নামে জন্মিয়াছিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বারুণী শরীরবিশিষ্ট মহাদেবের যজ্ঞ-স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে প্রজাপতি দক্ষ ও ধীমান ত্র্যম্বকের জন্মান্তর পর্য্যন্ত বিদ্বেষ ভাব ছিল; সুতরাং চিরস্থায়িরূপে শত্রুতা

জাত্যন্তরগতস্থাপি ভাবিনস্তু শুভাশুভৈঃ।
অস্তং ন মুক্তি খ্যাতিস্তত্র কার্য্যং বিজানতা॥ ৭৯
ঋষয় উচুঃ।
প্রাচেতসস্থ দক্ষস্থ কথং বৈবস্বতেঽন্তরে।
বিনাশমগমৎ সূত হয়মেধঃ প্রজাপতেঃ॥ ৮০
দেব্যা মৃত্যুং কৃতং মত্বা ক্রুদ্ধং সর্ব্বাত্মকং প্রভুম্
কথং প্রসাদয়দ্দক্ষঃ স যজ্ঞঃ সাধিতঃ কথম্।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো ব্রূহি যথাতথম্॥ ৮১
সূত উবাচ।
পুরা মেরোর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৃঙ্গং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
জ্যোতিষ্কং নাম সাবিত্রং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্॥ ৮২
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
তস্মিন্ দেবো গিরিশ্রেষ্ঠে সর্ব্বধাতুবিভূষিতে॥ ৮৩
পর্য্যঙ্ক ইব বিভ্রাজন্ উপবিষ্টো বভূব হ।
শৈলরাজসুতা চাস্য নিত্যং পার্শ্বস্থিতাভবৎ।
আদিত্যাশ্চ মহাত্মানো বসবশ্চামিতৌজসঃ॥ ৮৪
তথৈব চ মহাত্মানাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
তথা বৈশ্রবণো রাজা গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ।
যক্ষাণামীশ্বরঃ শ্রীমান্ কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ॥ ৮৫
উপাসতে মহাত্মানমুশনাশ্চ মহামুনিঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তে চৈব পরমর্ষয়ঃ॥ ৮৬
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা দেবর্ষয়োঽপরে।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা নারদপর্ব্বতৌ॥ ৮৭
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ সমাজগ্মুরনেকশঃ।
ববৌ শিবঃ সুখো বায়ুর্নানাগন্ধবহঃ শুচিঃ॥ ৮৮
সর্ব্বর্তুকুসুমোপেতাঃ পুষ্পবন্তো দ্রুমাস্তথা।
তথা বিদ্যাধরাশ্চৈব সিদ্ধাশ্চৈব তপোধনাঃ।
মহাদেবং পশুপতিং পর্য্যুপাসন্তি তত্র বৈ॥ ৮৯
ভূতানি চ তথান্যানি নানারূপধরাণ্যথ॥ ৯০
রাক্ষসাশ্চ মহারৌদ্রাঃ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
বহুরূপধরা হৃষ্টা নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ।
দেবস্যানুচরাস্তত্র তস্থুর্বৈশ্বানরোপমাঃ॥ ৯১
নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ দেবস্যানুমতে স্থিতঃ।
প্রগৃহ্য জ্বলিতং শূলং দীপ্যমানং স্বতেজসা॥ ৯২
গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবা।
পর্য্যুপাসত তং দেবরূপিণী দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৯৩
এবং স ভগবাংস্তত্র দীপ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ।
দেবৈশ্চ সুমহাভাগৈর্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ॥ ৯৪

কখনই করা উচিত নহে; কেননা শুভাশুভ অনুসারে জন্মান্তর পরিবর্ত্তিত হইলেও খ্যাতি তাহাকে পরিত্যাগ করে না; একারণ বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও স্থায়িরূপে শক্রতাচরণ করিবেন না। ঋষিগণ বলিলেন, সূত! বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সতীদেবীর মৃত্যু ঘটনা বিদিত হইয়া সর্ব্বাত্মক প্রভু রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলে দক্ষ কিরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করত তাঁহাকে প্রসন্ন করেন, তৎসমস্ত জানিতে বাসনা হইয়াছে, যথাযথরূপে বর্ণন করুন। ৬৩—৮১। সূত বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাকালে সুমেরু পর্ব্বতের সাবিত্র নামে একটি ত্রিলোকবিখ্যাত, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময়, অজেয়, অগম্য ও সর্ব্বলোকবন্দিত শৃঙ্গ ছিল। একদা মহাদেব পর্য্যঙ্কের ন্যায় সেই সর্ব্বধাতুবিভূষিত গিরিশ্রেষ্ঠের শৃঙ্গদেশে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পার্শ্বদেশে দেবী পার্ব্বতী, মহাত্মা আদিত্যগণ, অমিততেজা বসুসমূহ, চিকিৎসকপ্রবর মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ-পরিবৃত রাজা বৈশ্রবণ, মহামুনি উশনা, সনৎকুমারাদি ঋষিগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষি সকল, বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত উপবিষ্ট হইয়া মহাদেবের উপাসনা করিতেছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অপ্সরাগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; পবিত্র মৃদুবায়ু চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছিল; বৃক্ষসকল ঋতুকালীন পুষ্প প্রসব করিতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিদ্যাধর, সিদ্ধ, তপস্বী, নানারূপধারী ভূতগণ, ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা, মহাবলশালী বহুরূপধর বিবিধ অস্ত্রধারী পিশাচগণ, অগ্নিপ্রতিম মহাদেবের অনুচরগণ, ভগবান্ নন্দীশ্বর ও নদীশ্রেষ্ঠা সর্ব্বতীর্থজলোৎপন্না দেবরূপিণী গঙ্গা মহাদেব পশুপতির স্তব করিতেছিলেন। এই রূপে ভগবান্ মহাদেব, দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্ম-

পুরা হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষো বৈ যজ্ঞমারভৎ।
গঙ্গাদ্বারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধনিষেবিতে ॥ ৯৫
ততস্তস্য মখে দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিরে তদা ॥ ৯৬
স্বৈর্বিমানৈর্মহাত্মানো জ্বলদ্ভির্জ্বলনপ্রভাঃ।
দেবস্থানুমতেহগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বার ইতি শ্রুতিঃ ॥৯৭
গন্ধর্বাপ্সরসাকীর্ণং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
ঋষিসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতং দক্ষং ধর্ম্মভৃতাং বরম্ ॥৯৮
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে বা যে চ স্বর্লোকবাসিনঃ।
সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ॥৯৯
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সহ মরুদ্গণৈঃ।
জিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্বে আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ॥১০০
উষ্মপাঃ সোমপাশ্চৈব আজ্যপা ধূমপাস্তথা।
অশ্বিনৌ পিতরশ্চৈব আগতা ব্রহ্মণা সহ ॥ ১০১
এতে চান্যে চ বহবো ভূতগ্রামাস্তথৈব চ।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জকাস্তথা ॥ ১০২
আহূতা মন্ত্রতঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ সহ পত্নিভিঃ।
বিরাজন্তে বিমানস্থা দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১০৩
তান্ দৃষ্ট্বা মন্যুমাবিষ্টো দধীচো বাক্যমব্রবীৎ।
অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪
এবমুক্ত্বা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমভাষত।
পূজ্যস্তু পশুভর্ত্তারং কস্মান্নাহ্বয়সে প্রভুম্ ॥ ১০৫

দক্ষ উবাচ।

সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ।
একাদশাবস্থাগতা নান্যং বেদ্মি মহেশ্বরম্ ॥ ১০৬

দধীচ উবাচ।

সর্ব্বে নিমন্ত্রিতা দেবা যেন ঈশো নিমন্ত্রিতঃ।
যথাহং শঙ্করাদূর্দ্ধং নান্যং পশ্যামি দৈবতম্।
তথা দক্ষস্য বিপুলো যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি ॥১০৭

দক্ষ উবাচ।

এতন্মখে শূর সুবর্ণপাত্রে
হবিঃ সমস্তং বিধিমন্ত্রপূতম্।
বিষ্ণোর্নয়াম্যপ্রতিমস্য সর্ব্বং
প্রভোর্বিভো হ্যাহবনীয় নিত্যম্ ॥ ১০৮
গতাস্তু দেবতা জ্ঞাত্বা শৈলরাজসুতা তদা।

গণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। এই সময়ে দক্ষ হিমালয়স্থিত গঙ্গাদ্বারনামধেয় ঋষি-সিদ্ধ-পরিবৃত মঙ্গলময় স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ৮২—৯৫। এই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেব সকল উপস্থিত হইতে অভিলাষ করিয়া স্ব স্ব উজ্জ্বলতম বিমানে আরোহণ করত গঙ্গাদ্বারে দক্ষসমীপে আগমন করিলেন। এইরূপে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দক্ষ ক্রমশঃ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বিবিধ বৃক্ষ, লতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া উঠিলেন। তখন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকবাসিগণ সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতির উপাসনা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বায়ুগণ, জিষ্ণু, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, আজ্যপায়ী, ধূমপায়ী, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ এবং অন্যান্য বহুবিধ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি যজ্ঞভাগিগণ সকলেই উপস্থিত হইলেন; সপত্নীক দেবগণ মন্ত্রাহূত হইয়া বিমান উপরেই প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া দধীচ ঋষি ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, অপূজ্যগণের পূজা করিলে এবং পূজ্যগণের পূজা না করিলে, নিরতিশয় পাপভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। এই কথার পর পুনরায় তিনি দক্ষকে সম্বোধিয়া বলিলেন, পূজনীয় পশুপতি প্রভুকে কি জন্য আহ্বান করা হয় নাই? ৯৬—১০৫। দক্ষ বলিলেন, একাদশ অবস্থাপ্রাপ্ত, শূলপাণি ও কপর্দ্দী রুদ্র আমার অনেক রহিয়াছে। আমি এ সকল ভিন্ন অন্য মহেশ্বর জানি না। দধীচ বলিলেন, এই যজ্ঞে সমুদায় দেবগণই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কিন্তু মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমি অন্য কোন দেবতাকেই মহেশ্বরের উপরিতন বলিয়া মনে করি না; সুতরাং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বলিয়া আপনার এই বিপুল যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না। দক্ষ বলিলেন, এই যজ্ঞে অপ্রতিম দেব বিষ্ণুর উদ্দেশে এই যজ্ঞীয় মন্ত্রপূত হবিঃ সুবর্ণপাত্রে প্রতিনিয়ত প্রদত্ত হইতেছে। এদিকে সাধ্বী শৈলরাজনন্দিনী সমুদায় দেবগণকে যজ্ঞস্থলে

উবাচ বচনং সাধ্বী দেবং পশুপতিং তদা ॥১০৯
উমোবাচ।
ভগবন্ ক গতা হেতে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
ব্রূহি তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥১১০
মহেশ্বর উবাচ।
দক্ষো নাম মহাভাগঃ প্রজানাং পতিরুত্তমঃ।
হয়মেধেন যজতে তত্র যান্তি দিবৌকসঃ ॥ ১১১
দেব্যুবাচ।
যজ্ঞমেতৎ মহাভাগ কিমর্থং ন গতোঽসি বৈ।
কেন বা প্রতিষেধেন গমনং প্রতিষিধ্যতে ॥ ১১২
মহেশ্বর উবাচ।
সুরৈরেব মহাভাগে সর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেষু মম সর্ব্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥ ১১৩
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ ॥ ১১৪
দেব্যুবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বদেবেষু প্রভাবানধিকো গুণৈঃ।
অজেয়শ্চাপ্যধৃষ্যশ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ১১৫
অনেন তু মহাভাগ প্রতিষেধেন নামতঃ।
অতীবদুঃখমাপন্নং বেপথুশ্চ মমানঘ ॥ ১১৬
কিং নাম দানং নিয়মস্তপো বা
কুর্য্যামহং যেন পতির্ম্মমাদ্য।
লভেত ভাগং ভগবানচিন্ত্যো
যজ্ঞস্য চার্দ্ধমথ বা তৃতীয়ম্ ॥ ১১৭
এবং ব্রুবাণাং ভগবানচিন্ত্যঃ
পত্নীং প্রহৃষ্টঃ ক্ষুভিতামুবাচ।
ন বেৎসি দেবেশি কৃশোদরাঙ্গি
কিং নাম যুক্তং বচনং তবেদম্ ॥ ১১৮
অহং হি জানামি বিশালনেত্রে
ধ্যানেন সর্ব্বং হি বদন্তি সন্তঃ।
নবাদ্য মোহেন মহেন্দ্রদেবো
লোকত্রয়ং সর্ব্বথা সম্প্রনষ্টম্ ॥ ১১৯
সামধ্বরে সাম শাংসিতারঃ স্তুবন্তি
রথন্তরে সাম গায়ন্তি গেয়ম্।
মা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্রে যজন্তে
মাংধ্বর্য্যবঃ কল্পয়ন্তে চ ভাগম্ ॥ ১২০ ॥

গমন করিতে দেখিয়া, দেব পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই ইন্দ্রাদি দেবগণ কোথায় গমন করিতেছেন, তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া আমার এই মহৎ সংশয় নিবারণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন, মহাভাগ প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, দেবগণ সেই স্থানেই যাইতেছেন। দেবী বলিলেন, মহাভাগ! আপনি কেন এই যজ্ঞে গমন করিলেন না? কোন্ বিঘ্ন জন্য আপনার যজ্ঞগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে? মহেশ্বর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, মহাভাগে! দেবগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন যজ্ঞেই আমাকে আর ভাগ প্রদত্ত হইবে না। বরবর্ণিনি! পূর্ব্বকালীন ঘটনা বশতই দেবগণ আমার যজ্ঞভাগ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগবন্! নিখিল দেবগণমধ্যে আপনিই গুণে ও প্রভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তেজঃ, যশঃ ও সম্পত্তি বলে অজেয় ও অধৃষ্য; কিন্তু অনঘ! আপনার এইরূপ যজ্ঞভাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে এ সংবাদে আমায় নিতান্ত দুঃখিত হইতে হইল; এবং এই জন্য আমার সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হইয়াছে। ১০৯—১১৬। অদ্য আমি এমন কি দান, নিয়ম বা তপস্যার অনুষ্ঠান করিব, যাহাতে আমার অচিন্তনীয় ভগবান্ স্বামী যজ্ঞের অর্দ্ধভাগ বা তৃতীয়ভাগ লাভ করিতে পারেন। দুঃখিতহৃদয়া দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া অচিন্তনীয় ভগবান্ মহেশ্বর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি দেবেশ্বরি! কৃশোদরি! তুমি কি কিছুই জান না! সমুদয় অবগত হইয়াও তোমার এইরূপ বাক্য কথনই যুক্তিসঙ্গত নহে। হে বিশালনয়নে! আমি ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়াছি। সাধুগণ বলিতেছেন, অদ্য কেবল মহেন্দ্রদেব মুগ্ধ নহেন, যাবতীয় ত্রিলোকই মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মযজ্ঞে আমার পূজা এবং যাজ্ঞিকেরা আমার যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিলেও, স্তাবকগণ যজ্ঞস্থলে আমারই স্তব করিয়া থাকে, এবং সাম-

দেব্যুবাচ।
অপ্রাকৃতোঽপি ভগবান্ সর্ব্বস্ত্রীজনসংসদি।
স্তৌতি গোপায়তে বাপি স্বমাত্মানং ন সংশয়ঃ॥
ভগবানুবাচ।
নাত্মানং স্তৌমি দেবেশি পশ্য ত্বমুপগচ্ছ চ।
যং স্রক্ষ্যামি বরারোহে ভাগার্থং বরবর্ণিনি॥১২২
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ পত্নীং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।
সোঽসৃজদ্ভগবান্ বক্ত্রাদ্ভূতং ক্রোধাগ্নিসন্নিভম্॥
সহস্রশীর্ষং দেবঞ্চ সহস্রচরণেক্ষণম্।
সহস্রমুদ্গরধরং সহস্রশরপাণিনম্॥ ১২৪
শঙ্খচক্রগদাপাণিং দীপ্তকার্ম্মুকধারিণম্।
পরশ্বসিধরং দেবং মহারৌদ্রং ভয়াবহম্॥ ১২৫
ঘোররূপেণ দীপ্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধকৃতভূষণম্।
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরনিস্রবম্॥ ১২৬
দংষ্ট্রাকরালং বিভ্রান্তং মহাবক্ত্রং মহোদরম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং লম্বকর্ণং দুরাসদম্॥১২৭
কুলিশোদ্দ্যোতিতকরস্তাভির্জ্বলিতমূর্দ্ধজম্।
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং মুক্তাদামবিভূষিতম্॥ ১২৮
তেজসা চৈব দীপ্যন্তং যুগান্তমিব পাবকম্॥
আকর্ণদারিতাস্যান্তং চতুর্দিক্ষু ভয়ানকম্॥ ১২৯
মহাবলং মহাতেজং মহাপুরুষমীশ্বরম্।
বিশ্বহর্ত্তৃমহাকায়ং মহান্যগ্রোধমণ্ডলম্।
যুগপচ্চন্দ্রশতবদ্দীপ্যন্তং মন্মথাগ্নিবৎ॥ ১৩০
চতুর্ম্মহাস্যং সিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
মহোগ্রতেজোবলকৌতুকাঢ্যম্।
যুগান্তসূর্য্যাগ্নিসহস্রভাসং
সহস্রচন্দ্রামলকান্তিকান্তম্॥
প্রদীপ্তসর্ব্বৌষধিমন্দরাভং
সুমেরুকৈলাসহিমাদ্রিতুল্যম্॥ ১৩১
যুগার্কাভং মহাবীর্য্যং চারুনাসং মহাননম্।
প্রচণ্ডগণ্ডং দীপ্তাক্ষমগ্নিজ্বালাবিলাননম্॥১৩২
মৃগেন্দ্রকৃত্তিবসনং মহাভুজগবেষ্টিতম্।
উষ্ণীষিণং চন্দ্রধরং ক্বচিদুগ্রং ক্বচিৎসমম্॥ ১৩৩

বেদে আমারই গান গীত হইয়া থাকে। দেবী বলিলেন, ভগবান্ প্রাকৃত না হইলেও স্ত্রীজন-সন্নিধানেও আত্মগোপন করিতেছেন। ভগবান্ উত্তরে বলিলেন,—না দেবেশ্বরি! আমি আত্মপ্রশংসা করি নাই। হে বরবর্ণিনি! আমি আমার যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য যাহার সৃষ্টি করিতেছি, তুমি মৎসমীপে অবস্থিত হইয়া তাহাকে দর্শন কর। মহেশ্বর প্রাণাধিকা পত্নীর সমীপে এই কথা কহিয়া স্বীয় মুখদেশ হইতে ক্রোধাগ্নিপ্রতিম এক অদ্ভুত ভূতের সৃষ্টি করিলেন। এই ভূতের সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র চক্ষু এবং ইহার হস্তে সহস্র মুদ্গর, সহস্র শর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, প্রদীপ্ত ধনু, কুঠার ও অসি। সে ভূত দেখিতে অতি প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কররূপে দীপ্যমান; ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ, পরিধান রুধিরস্রাবী ব্যাঘ্রচর্ম্ম। করাল দন্ত, বৃহৎ মুখ, দীর্ঘ উদর, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, ওষ্ঠ ও কর্ণ লম্বিত; সুতরাং মূর্ত্তি অতি ভীতিপ্রদ এবং অগম্য। ১১৭—১২৭। ঐ ভূতের হস্তস্থিত বজ্রকিরণে কেশরাশি উজ্জ্বল হইয়াছে, চারিদিকে জ্বালামালা বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কণ্ঠদেশ মুক্তামালায় মণ্ডিত, প্রলয়-কালীন অনলের ন্যায় সর্ব্বশরীর তেজোব্যাপ্ত, মুখবিবর আকর্ণ বিস্তৃত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে ভীতিপ্রকাশক। আরও এই মূর্ত্তি মহাবল-সম্পন্ন, মহাতেজস্বী, ঈশ্বরপ্রতিম মহাপুরুষ বিশ্বহন্তার ন্যায় বিপুলদেহ, বিশাল বটবৃক্ষবৎ বিস্তৃত, এককালে শত চন্দ্রতুল্য দীপ্তিযুক্ত ও কামাগ্নিসদৃশ। ইহার চারিটি বিশাল মুখ, দন্তসকল শুভ্র ও তীক্ষ্ণ, সর্ব্বশরীর উগ্রতেজঃ, বল ও কৌতুকব্যঞ্জক, অঙ্গদীপ্তি যুগান্তকালের সহস্র-সূর্য্য ও সহস্র অগ্নিতুল্য, অঙ্গকান্তি সহস্র চন্দ্রবৎ নির্ম্মল এবং সর্ব্বশরীর প্রদীপ্ত ওষধি-গণসংযুক্ত মন্দর, সুমেরু, কৈলাস ও হিমালয়-সদৃশ। যুগান্তকালের সূর্য্যসম এই মূর্ত্তি মহা-বীর্য্যশালী; সুন্দর নাসিকা, বৃহৎ বদন, প্রচণ্ড গণ্ড ও প্রদীপ্ত চক্ষুবিশিষ্ট; ইহার মুখবিবর হইতে অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইতেছে এবং পরিধানে সিংহচর্ম্ম ও সর্ব্বাঙ্গ মহাসর্পে পরি-বেষ্টিত। মস্তকে উষ্ণীষ, ললাটে চন্দ্র,

নানাকুসুমমূর্দ্ধানং নানাগন্ধানুলেপনম্।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্গং নানাভরণভূষিতম্ ॥১৩৪
কর্ণিকারস্রজং দীপ্তং ক্রোধাদুদ্ভ্রান্তলোচনম্।
কচিন্নৃত্যতি চিত্রাঙ্গং কচিদ্বদতি সুস্বরম্ ॥ ১৩৫
কচিদ্ধ্যায়তি যুক্তাত্মা কচিৎ স্থূলং প্রমার্জ্জতি।
কচিদ্গায়তি বিশ্বাত্মা কচিদ্রোতি মুহুর্মুহুঃ।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
প্রভুত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠানগুণৈর্যুতঃ॥ ১৩৭
জানুভ্যামবনিং গত্বা প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
আজ্ঞাপয় ত্বং দেবেশ কিং কার্য্যং করবাণি তে ॥
তমুবাচাক্ষিপ মখং দক্ষস্যেহ মহেশ্বরঃ।
দেবস্যানুমতিং শ্রুত্বা বীরভদ্রো মহাবলঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ দেবেশস্য উমাপতেঃ॥১৩৯
ততো বন্ধাৎ প্রমুক্তেন সিংহেনেবেহ লীলয়া।
দেব্যা মন্যুকৃতং মত্বা হতো দক্ষস্য স ক্রতুঃ ॥
মন্যুনা চ মহাভীমা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।
আত্মনঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বে তেন সার্দ্ধং সহানুগা ॥১৪১
স এষ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেতাবাসকৃতালয়ঃ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতো দেব্যা মন্যুপ্রমার্জ্জকঃ ॥১৪২
সোঽসৃজদ্রোমকূপেভ্যো রৌদ্রান্নাম গণেশ্বরান্।
রুদ্রানুগা মহাবীর্য্যা রুদ্রবীর্য্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৪৩
রুদ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রুদ্রসমপ্রভাঃ ॥ ১৪৪
ততঃ কিলকিলাশব্দ আকাশং পূরয়ন্নিব।
তেন শব্দেন মহতা ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥১৪৫
পর্ব্বতাশ্চ ব্যশীর্য্যন্ত কম্পতে চ বসুন্ধরা।
মেরুশ্চ ঘূর্ণতে বিপ্রাঃ ক্ষুভ্যন্তে বরুণালয়াঃ ॥১৪৬
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ।
গ্রহা নৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি ন তারকাঃ ॥১৪৭
ঋষয়ো নাভ্যভাষন্ত ন দেবা ন চ দানবাঃ।
এবং হি তিমিরীভূতং নির্দ্দহন্তি বিমানিতাঃ ॥

সুতরাং কখন উগ্রমূর্ত্তি, কখন বা শান্তমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শিরোদেশে নানাবিধ কুসুম ভূষণ; অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন, নানাপ্রকার রত্ন ও বহুবিধ আভরণ শোভমান। এতদ্ভিন্ন কণ্ঠদেশে কর্ণিকার কুসুমের মালা শোভা পাইতেছে, এবং লোচনসকল ক্রোধে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই মূর্ত্তি আবির্ভূত হইবামাত্রই কখন নৃত্য, কখন সুস্বরে বাক্য বিন্যাস, কখন যুক্তাত্মা হইয়া ধ্যান, কখন স্থূল মূর্ত্তি পরিহার, কখন সঙ্গীত ও কখন বা বারম্বার রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, প্রভুত্ব ও আত্মজ্ঞান এবং যাবতীয় অধিষ্ঠান গুণসম্পন্ন এই বীরভদ্র ভূমিতলে জানু স্থাপনান্তে কৃতাঞ্জলি করে প্রণাম করিয়া মহেশ্বরকে বলিলেন, হে দেবেশ্বর! আজ্ঞা করুন, আমি কোন্ কার্য্য সমাধা করিব? ১২৮—১৩৮। মহেশ্বর তাহাকে এইরূপ অনুমতি দিলেন যে, 'তুমি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কর' মহাবল বীরভদ্র মহাদেবের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পদতলে মস্তকপাতপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং ঐ যজ্ঞই দেবীর ক্রোধ-কারণ অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত সিংহের ন্যায় অবলীলাক্রমে যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। মহেশ্বরীও সমস্ত ঘটনা স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ভদ্রকালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। মহেশ্বরীর ক্রোধমার্জ্জনকারী, প্রেতালয়বাসী ভগবান্ বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তখন স্বীয় রোমকূপ হইতে রৌদ্রনামক গণেশ্বরদিগকে উৎপাদিত করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন, রুদ্রানুগত, রুদ্রবীর্য্যে বলীয়ান্, রুদ্রের অনুচর ও রুদ্রতুল্য প্রভাশালী। এইরূপ শত সহস্র রৌদ্রগণ উৎপন্ন হইবামাত্র কিল কিল শব্দে আকাশদেশ পূর্ণ করিয়া তুলিল; স্বর্গবাসীরা সেই মহাশব্দে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গিরি সকল বিশীর্ণ হইল, মেদিনী কাঁপিতে লাগিল, সুমেরু ঘূর্ণিত হইল, বরুণলোকবাসীরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অগ্নিগণ ও সূর্য্যদেব স্বীয় দীপ্তিজাল পরিত্যাগ করিলেন; গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাগণ আর প্রকাশিত হইতে পারিল না, এবং ঋষি, দেবতা ও দানব, সকলেই মৌন

সিংহনাদং প্রমুঞ্চন্তে ঘোররূপা মহাবলাঃ ।
প্রভঞ্জন্তে পরে ঘোরা যূপানুৎপাটয়ন্তি চ ॥ ১৪৯
প্রমর্দ্দন্তি তথা চান্যে বিনৃত্যন্তি তথাপরে ।
আধাবন্তি প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ ॥ ১৫০
চূর্ণন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যাগস্যায়তনানি চ ।
শীর্য্যমাণানি দৃশ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাৎ ॥ ১৫১
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ ।
ক্ষীরনদ্যস্তথা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দমাঃ ।
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ॥ ১৫২
ষড়্রসান্বহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ ।
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥ ১৫৩
যানি কানি চ দিব্যানি লেহ্যচোষ্যং তথাপরে ।
ভুঞ্জতে বিবিধৈর্ব্বক্ত্রৈর্ব্বিলুণ্ঠন্তি চ সর্ব্বশঃ ।
ক্রীড়ন্তি বিবিধাকারাশ্চিক্ষিপুঃ সুরযোষিতঃ ॥ ১৫৪
রুদ্রকোপপ্রযুক্তাস্তু সর্ব্বদেবৈঃ সুরক্ষিতম্ ।
তং যজ্ঞমহনন্ শীঘ্রং রুদ্রকল্পাঃ সমীপতঃ ॥ ১৫৫
চক্রুরন্যে তথা নাদান্ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করান্ ।
ছিত্বা শিরোঽন্যে যজ্ঞস্য বিনদন্তি ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৫৬
দক্ষো দক্ষপতিশ্চৈব দেবো যজ্ঞপতিস্তথা ।
মৃগরূপেণ চাকাশে প্রপলায়িতুমারভৎ ॥ ১৫৭
বীরভদ্রোঽপ্রমেয়াত্মা জ্ঞাত্বা তস্য বলস্তদা ।
অন্তরীক্ষগতস্যাশু চিচ্ছেদাস্য শিরো মহান্ ॥ ১৫৮
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চৈব বিনষ্টো ভ্রান্তচেতনঃ ।
ক্রুদ্ধেন বীরভদ্রেণ শিরঃ পাদেন পীড়িতঃ ।
জরাভিভূতভীরাত্মা নিপপাত মহীতলে ॥ ১৫৯
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবতানাং তাঃ কোট্যো বিমলাত্মকাঃ ।
পাশেনাগ্নিবর্ণেনাশু বদ্ধাঃ সিংহবলেন চ ॥ ১৬০
ততো জগ্মুর্মহাত্মানং সর্ব্বে দেবা মহাবলম্ ।
প্রসীদ ভগবন্ রুদ্র ভৃত্যানাং মা ক্রুধঃ প্রভো ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা দক্ষশ্চৈব প্রজাপতিঃ ।

হইয়া রহিলেন। এইরূপে আকাশস্থ ভয়ঙ্করাকার মহাবল রৌদ্রগণ জগৎ অন্ধকারাবৃত করিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে যূপ সকল ভগ্ন ও উৎপাটন করিতে লাগিল। অপরাপর কেহ কেহ যজ্ঞস্থলস্থ ব্যক্তিদিগকে পীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বায়ুগতি বা মনোগতি তুল্য অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল, কেহ বা যজ্ঞপাত্র ও যজ্ঞায়তন সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। সেই সকল আকাশতল হইতে ভূমিতলে স্খলিত তারকাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৩৯—১৫১। দিব্য অন্নপান ও ভক্ষ্যসমূহের পর্ব্বতাকার রাশি সকল, ঘৃত পায়সের কর্দ্দমাক্ত ক্ষীর নদী সকল, দিব্য মধুমণ্ডাক্ত পানীয়খণ্ড, শর্করা, ষড়্রসবাহী মনোরম গুড়নির্ম্মিত কুল্য নদী ও নানাবিধ মাংস প্রভৃতি যে সকল দিব্য ভক্ষ্য লেহ্য ও চোষ্য পদার্থনিচয় যজ্ঞস্থলে সঞ্চিত ছিল, তাহারা বিবিধ মুখ দ্বারা তৎসকল ভোজন ও লুণ্ঠন করত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং বলপূর্ব্বক দেবরমণীদিগকে ধরিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই রুদ্রকল্পগণ রুদ্রকোপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় যজ্ঞস্থল সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত রহিলেও তাহারা শীঘ্রই যজ্ঞ বিনাশে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ অত্যাচার করিতে করিতে কেহ বা ভয়ঙ্কর শব্দে সর্ব্বভূতের ভীতি জন্মাইতেছিল, এবং কেহ বা যজ্ঞস্থিত ব্যক্তিদিগের শিরশ্ছেদন করত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। এই সময়ে দক্ষ, দক্ষপতি ও যজ্ঞপতি মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে পলায়ন করিতেছিলেন, অপ্রমেয়াত্মা বীরভদ্র তাঁহাদিগের সেই কার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে আকাশগামী দক্ষের বিশাল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রজাপতি দক্ষ তাহাতে হতচেতন হইলে বীরভদ্র সক্রোধে সেই ছিন্নমস্তকে পদাঘাত করত তাহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সিংহসম পরাক্রান্ত বীরভদ্র তেত্রিশকোটী বিশুদ্ধাত্মা দেবগণকে অগ্নিতুল্য প্রভাবশালী পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ মহাবলশালী মহাত্মা বীরভদ্রকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ রুদ্র! প্রসন্ন হউন; হে প্রভো! এই ভৃত্যগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা কশ্চত্বং কো
ভবানিতি ॥ ১৬২ ॥
বীরভদ্র উবাচ।
ন চ দেবো ন চাদিত্যো ন চ ভোক্তুমিহাগতঃ।
নৈব দ্রষ্টুং হি দেবেন্দ্রান্ন চ কৌতূহলান্বিত ॥ ১৬৩
দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থং সম্প্রাপ্তং বিদ্ধি মামিহ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতং রুদ্রকোপবিনির্গতম্ ॥ ১৬৪
ভদ্রকালী চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বিনির্গতা।
প্রেষিতা দেবদেবেন যজ্ঞান্তিকমিহাগতা ॥ ১৬৫
শরণং গচ্ছ রাজেন্দ্র দেবং তং উমাপতিম্।
বরং ক্রোধোঽপি রুদ্রস্য বরদানং ন দেবতঃ ॥১৬৬
বীরভদ্রবচঃ শ্রুত্বা দক্ষো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
তোষয়ামাস দেবেশং শূলপাণিং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬৭
প্রদুষ্টে যজ্ঞবাদে তু বিদ্রুতেষু দ্বিজাতিষু।
তারামৃগময়ে দীপ্তে রৌদ্রে ভীমমহানলে ॥ ১৬৮
শূলনির্ভিন্নবদনৈঃ কূজদ্ভিঃ পরিচারকৈঃ।
নিখাতোৎপাটিতৈর্যূপৈরপবিদ্ধৈর্যতস্ততঃ ॥ ১৬৯
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ গৃধ্রৈরামিষগৃধ্নুভিঃ।
পক্ষবাতবিনির্দ্ধূতৈঃ শিবাশতনিনাদিতৈঃ ॥ ১৭০
প্রাণাপানৌ সন্নিরুধ্য ততঃ স্থানেন যত্নতঃ।
বিচার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং বহুদৃষ্টিরমিত্রজিৎ ॥ ১৭১
সহসা দেবদেবেশ অগ্নিকুণ্ডাদুপাগতঃ।
চন্দ্রসূর্য্যসহস্রস্য তেজঃ সম্বর্ত্তকোপমম্ ॥ ১৭২
প্রহস্য চৈনং ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ।
নষ্টস্তে জ্ঞানতো দক্ষ প্রীতিস্তে ময়ি সাম্প্রতম্ ॥
স্মিতং কৃত্বাব্রবীদ্বাক্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে।
শ্রাবিতশ্চ সমাখ্যায় দেবানাং গুরুভিঃ সহ ॥১৭৪
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা দক্ষো দেবং প্রজাপতিঃ।
ভীতশঙ্কিতবিত্রস্তঃ সবাষ্পবদনেক্ষণঃ ॥ ১৭৫
যদি প্রসন্নো ভগবান্ যদিবাহং তব প্রিয়ঃ।

করিবেন না। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাঞ্জলিকরে তাঁহাকে কহিলেন ভগবান্; আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট পরিচয় প্রদানকরুন। বীরভদ্র বলিলেন, আমি কোন দেব বা আদিত্য নহি এবং কোন পদার্থ ভোগার্থ, কোন দেবেন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য অথবা কোনরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াও আমি এখানে উপস্থিত হই নাই। কেবলমাত্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি; রুদ্রকোপ হইতে আমার জন্ম, আমার নাম বীরভদ্র। এতদ্ভিন্ন ভগবতীর ক্রোধসঞ্জাত ভদ্রকালী মূর্ত্তিও মহাদেবের আজ্ঞানুসারে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি সেই উমাপতি মহাদেবের শরণ লও; কেননা, অপর দেবতার বরদান অপেক্ষাও তাঁহার ক্রোধ অধিক বলশালী। ধার্ম্মিকপ্রবর দক্ষ বীরভদ্রের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, দেবাধিপতি শূলপাণি মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময় পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারে যজ্ঞস্থল দূষিত হইয়াছিল, দ্বিজগণ পলায়ন করিলেন, তারা ও মৃগরূপী ভয়ঙ্কর রৌদ্র অনল প্রদীপ্ত ছিল, পরিচারকগণ শূলাঘাতে ভগ্নমুখ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, চতুর্দ্দিকে নিখাত যূপসকল উৎপাটিত, অপবিদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাংসলোভী গৃধ্রকুল ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতেছিল এবং শত শত শৃগাল চারিদিকে শব্দ করিতেছিল। ১৬২—১৭০। প্রজাপতি দক্ষ তৎকালে প্রাণ ও অপান বায়ুর নিরোধপূর্ব্বক যত্নসহকারে অবস্থান করিয়া মহাদেবের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষের ঈদৃশ কার্য্যে অরিন্দম দেবেশ্বর ত্রিনয়ন ইতস্ততঃ সঞ্চালন করত সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে সহস্র-চন্দ্র-সূর্য্যপ্রতিম সম্বর্ত্তক তেজের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া, সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন, দক্ষ! জ্ঞানপ্রভাবে আমার প্রতি তোমার শত্রুভাব বিনষ্ট হইয়া এখন প্রীতি লাভ হইয়াছে। এই কথার পর পুনর্ব্বার তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি দেবগণ ও দেবগুরুর সহিত তোমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার কি করিব? প্রজাপতি দক্ষ ভীত, শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যদি আমার

যদি বাহমনুগ্রাহ্যো যদি দেয়ো বরো মম। ১৭৬
যজ্জগ্ধং ভক্ষিতং পীতমশিতং যচ্চ নাশিতম্।
চূর্ণীকৃতঞ্চাপবিদ্ধং যজ্ঞসম্ভারমীদৃশম্॥ ১৭৭
দীর্ঘকালেন মহতা প্রযত্নেন সঞ্চিতম্ চ।
তন্ন মিথ্যা ভবেন্মহ্যং বরমেতং বৃণোম্যহম্॥ ১৭৮
তথাস্ত্বিত্যাহ ভগবান্ ভগনেত্রহরো হরঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষং মহাদেবং ত্র্যক্ষন্তং বৈ প্রজাপতিঃ॥
জানুভ্যামবনীং গত্বা দক্ষো লব্ধা ভবাদ্বরম্।
নাম্নামষ্টসহস্রেণ স্তুতবান্ বৃষভধ্বজম্॥ ১৮০

দক্ষ উবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ দেবারিবলসূদন।
দেবেন্দ্র হ্যমরশ্রেষ্ঠ দেবদানবপূজিত॥ ১৮১
সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ ত্র্যক্ষ যক্ষাধিপপ্রিয়।
সর্ব্বতঃপাণিপাদস্ত্বং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ লোকে সর্ব্বানাবৃত্য তিষ্ঠসি॥
শঙ্কুকর্ণ মহাকর্ণ কুম্ভকর্ণার্ণবালয়।
গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমোঽস্তু তে॥ ১৮৩
শতোদর শতাবর্ত্ত শতজিহ্ব শতানন।
গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণো হ্যর্চ্চয়ন্তি তথার্চ্চিনঃ॥
দেবদানবগোপ্তা চ ব্রহ্মা চ ত্বং শতক্রতুঃ।
মূর্ত্তীশ ত্বং মহামূর্ত্তে সমুদ্রাম্বুধরায় চ॥ ১৮৫
সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতাস্তে গাবো গোষ্ঠে ইবাসতে।
শরীরস্তে প্রপশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরম্॥ ১৮৬
আদিত্যমথ বিষ্ণুঞ্চ ব্রহ্মাণং সবৃহস্পতিম্।
ক্রিয়া কার্য্যং কারণঞ্চ কর্ত্তা করণমেব চ॥ ১৮৭
অসচ্চ সদসচ্চৈব তথৈব প্রভবাব্যয়ম্।
নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ॥ ১৮৮
পশূনাং পতয়ে চৈব নমস্ত্বন্ধকঘাতিনে।
ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলবরধারিণে॥ ১৮৯
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিপুরঘ্নায় বৈ নমঃ।
নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় প্রচণ্ডায় ধরায় চ॥ ১৯০
দণ্ডিমাসক্তকর্ণায় দণ্ডিমুণ্ডায় বৈ নমঃ।
নমোঽর্দ্ধদণ্ডকেশায় নিষ্কায় বিকৃতায় চ॥ ১৯১
বিলোহিতায় ধূম্রায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ।

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমি যদি আপনার প্রিয় ও অনুগ্রহের উপযুক্ত হইয়া থাকি এবং যদি আমায় বরদানে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যে, আমার বহু যত্নসহকৃত দীর্ঘকালে সঞ্চিত যে সকল যজ্ঞোপকরণ ভুক্ত, ভক্ষিত, পীত, অশিত, নাশিত, চূর্ণীকৃত ও অপবিদ্ধ হইয়াছে, সে সমস্ত বৃথা নষ্ট না হয়। ভগনেত্রহর ভগবান্ মহাদেব দক্ষবাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ ভূতলে জানুদ্বয় পাতিত করিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ ত্রিনয়ন বৃষভধ্বজাদি মহাদেবের অষ্টসহস্র নাম কীর্ত্তন করত স্তব করিতে লাগিলেন। ১৭৬—১৮০। দক্ষ বলিলেন, হে দেবদেবেশ্বর দেবশত্রুনাশন! দেবশ্রেষ্ঠ, অমরোত্তম, দেবদানবপূজিত! তোমায় নমস্কার করি। হে সহস্রলোচন, বিরূপাক্ষ, ত্রিনয়ন, কুবেরপ্রিয়, সর্ব্বত্রই তোমার হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ বিস্তৃত; সুতরাং তুমি সমস্তই আবরণ করিয়া অবস্থিত। হে শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ, পাণিকর্ণ! আমি তোমায় নমস্কার করি! হে শতোদর, শতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব ও শতানন! গায়কগণ তোমারই গুণমাহাত্ম্য গান করেন এবং পূজকেরা তোমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দেব-দানবগণের রক্ষাকর্ত্তা এবং তুমিই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মূর্ত্তীশ্বর, মহামূর্ত্তি ও সমুদ্রাম্বুধর! তোমায় আমার নমস্কার। গোষ্ঠস্থলে গোগণের ন্যায় তোমারই শরীর মধ্যে দেবগণ অবস্থান করেন এবং তোমার দেহেই আমি সোম, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ক্রিয়া, কার্য্য, কারণ, কর্ত্তা, করণ, অসৎ, সৎ, প্রভব, অব্যয় প্রভৃতি সমস্তই দেখিতেছি। হে ভব, শর্ব্ব, রুদ্র বরপ্রদ! তোমায় নমস্কার করি। হে পশুপতে, অন্ধকনাশিন্, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ও ত্রিশূলশ্রেষ্ঠ-ধারিন্! তোমায় আমার নমস্কার। তুমি ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরনাশন, চণ্ড, মুণ্ড, প্রচণ্ড ও ধর। তোমায় নমস্কার। তুমি দণ্ডি-মাসক্তকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, অর্দ্ধদণ্ডকেশ, নিষ্ক ও বিকৃত, তোমায় নমস্কার। তুমি বিলোহিত,

নমস্ত্ব প্রতিরূপায় শিবায় চ নমোঽস্তু তে ॥ ১৯২
সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সূর্য্যধ্বজপতাকিনে।
নমঃ প্রমথনাথায় বৃষস্কন্ধায় ধন্বিনে ॥ ১৯৩
নমো হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্যকবচায় চ।
হিরণ্যকৃতচূড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ১৯৪
সত্রঘাতায় দণ্ডায় বর্ণপানপুটায় চ।
নমস্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় বৈ নমঃ। ১৯৫
সর্ব্বায়াভক্ষ্যভক্ষ্যায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
নমো হোত্রায় মন্ত্রায় শুক্লধ্বজপতাকিনে ॥ ১৯৬
নমো নমায় নম্যায় নমঃ কিলিকিলায় চ।
নমস্তে শয়মানায় শয়িতায়োত্থিতায় চ ॥ ১৯৭
স্থিতায় চলমানায় মুদ্রায় কুটিলায় চ।
নমো নর্ত্তনশীলায় মুখবাদিত্রকারিণে ॥ ১৯৮
নাট্যোপহারলুব্ধায় গীতবাদ্যরতায় চ।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলপ্রমথনায় চ ॥ ১৯৯
কলনায় চ কল্পায় ক্ষয়ায়োপক্ষয়ায় চ।
ভীমদুন্দুভিহাসায় ভীমসেনপ্রিয়ায় চ ॥ ২০০
উগ্রায় চ নমো নিত্যং নমস্তে দশবাহবে।
নমঃ কপালহস্তায় চিতাভস্মপ্রিয়ায় চ ॥ ২০১
বিভীষণায় ভীষ্মায় ভীষ্মব্রতধরায় চ।
নমো বিকৃতবক্ত্রায় খড়্গজিহ্বাগ্রদংষ্ট্রিণে ॥ ২০২
পক্বামমাংসলুব্ধায় তুম্ববীণাপ্রিয়ায় চ।
নমো বৃষায় বৃষ্যায় বৃষ্ণয়ে বৃষণায় চ ॥ ২০৩
কটঙ্কটায় চণ্ডায় নমঃ সাবয়বায় চ।
নমস্তে বরকৃষ্ণায় বরায় বরদায় চ ॥ ২০৪
বরগন্ধমাল্যবস্ত্রায় বরাতিবরয়ে নমঃ।
নমো বর্ষায় বাতায় ছায়ায়ৈ আতপায় চ ॥ ২০৫
নমো রক্তবিরক্তায় শোভনায়াক্ষমালিনে।
সম্ভিন্নায় বিভিন্নায় বিবিক্তবিকটায় চ ॥ ২০৬
অঘোররূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ ॥ ২০৭
একপাদ্বহুনেত্রায় একশীর্ষ নমোঽস্তু তে।
নমো বৃদ্ধায় লুব্ধায় সংবিভাগপ্রিয়ায় চ ॥ ২০৮
পঙ্কমালার্চ্চিতাঙ্গায় নমঃ পাশুপতায় চ।
নমশ্চণ্ডায় ঘণ্টায় ঘণ্টয়া জগ্ধরক্ষিণে ॥ ২০৯
সহস্রশতঘণ্টায় ঘণ্টামালাপ্রিয়ায় চ।
প্রাণদণ্ডায় ত্যাগায় নমো হিলিহিলায় চ ॥ ২১০

শুভ্র, নীলগ্রীব, অপ্রতিরূপ ও শিব! তোমায় নমস্কার। তুমি সূর্য্য, সূর্য্যপতি, সূর্য্যধ্বজ, পতাকিন্, প্রথমনাথ, বৃষস্কন্ধ ও ধনুর্দ্ধর, তোমায় নমস্কার। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যকৃতচূড় ও হিরণ্যপতি, তোমায় আমার নমস্কার। তুমি যজ্ঞনাশিন্, দণ্ড, বর্ণপানপুট, স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান, তোমায় নমস্কার। সর্ব্ব, অভক্ষ্যভক্ষ্য, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মন্, হোত্র, মন্ত্র, ও শ্বেতধ্বজপতাকাশালী, তোমায় আমি নমস্কার করিতেছি। নম, নম্য, কিলিকিল,শয়মান, শয়িত, উত্থিত, তোমায় নমস্কার। স্থিত, চলমান মুদ্র, কুটিল, নর্ত্তনশীল, মুখবাদিত্রকারিন্, তোমায় নমস্কার। হে নাট্যোপহারলুব্ধ! গীতবাদ্যরত! জ্যেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ! বলপ্রমথন! তোমায় নমস্কার করি। তুমি কলন, কল্প, ক্ষয়, উপক্ষয়, ভয়ঙ্কর, দুন্দুভিশব্দ মহাহাস্যযুক্ত, ও ভীমসেনপ্রিয়, তোমায় আমি নমস্কার করি। ১৮১—২০০। তুমি উগ্র, দশভুজ, কপালপাণি, চিতাভস্মপ্রিয়, তোমায় নিত্য নমস্কার করিতেছি। বিভীষণ, ভীষ্ম, ভীষ্মব্রতধর, বিকৃতবক্ত্র, খড়্গজিহ্ব, উগ্রদংষ্ট্রাযুক্তকে নমস্কার করি। তুমি পক্বাপক্বমাংসলুব্ধ, তুম্ববীণাপ্রিয়, বৃষ, বৃষ্য, বৃষ্ণি ও বৃষণ, তোমায় নমস্কার। কটঙ্কট, চণ্ড, সাবয়ব, বরকৃষ্ণ, বর ও বরপ্রদকে নমস্কার। প্রকৃষ্টমাল্যগন্ধবস্ত্রধারিন্, বরাতিবর, বর্ষ, বাত, ছায়া ও আতপ, তোমায় নমস্কার করি। ২০১—২০৫। তুমি রক্ত, বিরক্ত, শোভন, অক্ষমালাধর, সম্ভিন্ন, বিভিন্ন, ও বিবিক্ত বিকট তোমায় নমস্কার। তুমি অঘোররূপরূপ, ঘোরঘোরতর, শিব, শান্ত, ও শান্ততর, তোমায় নমস্কার। তুমি একপাদ, বহুনেত্র, একশীর্ষ তোমায় নমস্কার। বৃদ্ধ, লুব্ধ, সংবিভাগপ্রিয়কে নমস্কার। তুমি পঙ্কমালাপূজিতদেহ, পাশুপত, চণ্ড, ও ঘণ্ট, ঈশ্বরীর সহিত সকল পাপ নাশ করিয়া থাক, তোমায় নমস্কার। তুমি সহস্রশতঘণ্ট, ঘণ্টামালাপ্রিয়, প্রাণদণ্ড, ত্যাগ ও হিলিহিল,

হুহুঙ্কারায় পারায় হুহুঙ্কারপ্রিয়ায় চ।
নমশ্চ শম্ভবে নিত্যং গিরিবৃক্ষকলায় চ॥ ২১১
গর্ভমাংসশৃগালায় তারকায় তরায় চ।
নমো যজ্ঞাধিপতয়ে ক্রুতায়োপক্রুতায় চ॥ ২১২
যজ্ঞবাহায় দানায় তপ্যায় তপনায় চ।
নমস্তটায় ভব্যায় তড়িতাং পতয়ে নমঃ॥ ২১৩
অন্নদায়ান্নপতয়ে নমোঽস্ত্বন্নভবায় চ।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রচরণায় চ॥ ২১৪
সহস্রোদ্যতশূলায় সহস্রনয়নায় চ।
নমোঽস্তু বালরূপায় বালরূপধরায় চ॥ ২১৫
বালানাঞ্চৈব গোপ্ত্রে চ বালক্রীড়নকায় চ
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় ক্ষোভণায়াক্ষতায় চ॥ ২১৬
তরঙ্গাঙ্কিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ।
নমঃ ষট্কর্ম্মনিষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মনিরতায় চ॥ ২১৭
বর্ণাশ্রমাণাং বিধিবৎ পৃথক্‌কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে।
নমো ঘোষায় ঘোষ্যায় নমঃ কলকলায় চ॥ ২১৮
শ্বেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণরক্তেক্ষণায় চ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় ক্রথায় ক্রথনায় চ॥ ২১৯
সাঙ্খ্যায় সাঙ্খ্যমুখ্যায় যোগাধিপতয়ে নমঃ।
নমো রথ্যবিরথ্যায় চতুষ্পথরতায় চ॥ ২০
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
ঈশান বজ্রসংহায় হরিকেশ নমোঽস্তু তে।
অবিবেকৈকনাথায় ব্যক্তাব্যক্ত নমোঽস্তু তে॥
কাম কামদ কামঘ্ন ধৃষ্টোদ্দৃপ্তনিসূদন।
সর্ব্ব সর্ব্বদ সর্ব্বজ্ঞ সন্ধ্যারাগ নমোঽস্তু তে॥ ২২২
মহাবাল মহাবাহো মহাসত্ত্ব মহাদ্যুতে।
মহামেঘবরপ্রেক্ষ্য মহাকাল নমোঽস্তু তে॥ ২২৩
স্থূলজীর্ণাঙ্গ জটিনে বল্কলাজিনবাসসে।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিম তপোনিত্য নমোঽস্তু তে॥ ২২৪
উন্মাদনশতাবর্ত্ত গঙ্গাতোয়ার্দ্রমূর্দ্ধজ।
চন্দ্রাবর্ত্ত যুগাবর্ত্ত মেঘাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে॥ ২২৫
ত্বমন্নমন্নকর্ত্তা চ অন্নদশ্চ ত্বমেব হি।
অন্নস্রষ্টা চ পক্তা চ পক্বভুক্পচে নমঃ॥ ২২৬
জরায়ুজোঽণ্ডজশ্চৈব স্বেদজোদ্ভিজ্জ এব চ।
ত্বমেব দেবদেবেশো ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ২২৭
চরাচরস্য ব্রহ্মা ত্বং প্রতিহর্ত্তা ত্বমেব চ।

তোমায় নমস্কার। তুমি হুহুঙ্কারপ্রিয়, শম্ভু ও গিরিবৃক্ষফল, তোমায় নিত্য নমস্কার। তুমি গর্ভমাংস শৃগাল, তারক, তর, যজ্ঞাধিপতি, ক্রুত, ও উপক্রুত তোমায় নমস্কার করিতেছি। তুমি যজ্ঞবাহ, দান, তপ্য, তপন, তট, ভব্য ও তড়িৎপতি, তোমায় নমস্কার। তুমি অন্নপ্রদ, অন্নপতি, অন্নভব, তোমায় নমস্কার। সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রোদ্যতশূল, সহস্রনয়ন, তোমায় নমস্কার। তুমি বালকরূপ, বালরূপধর, বালকগণরক্ষক, বালক্রীড়নক, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ক্ষোভণ ও অক্ষত, তোমায় নমস্কার করি। তরঙ্গচিহ্নতকেশ, মুক্তকেশ, ষট্কর্ম্মনিষ্ঠ ও ত্রিকর্ম্মনিরতকে নমস্কার। তুমি বর্ণাশ্রমসমূহের যথাবিধি পৃথক্ কর্ম্মপ্রবর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি ঘোষ ঘোষ্য ও কলকল। তোমায় আমার নমস্কার। শ্বেতপিঙ্গলনেত্র, কৃষ্ণরক্তনয়ন, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ, ক্রথ ও ক্রথন! তোমায় নমস্কার। তুমি সাঙ্খ্য, সাংখ্যশ্রেষ্ঠ, যোগাধিপতি, রথ্য, বিরথ্য ও চতুষ্পথরত! তোমায় নমস্কার। ২০৬—২২০। তুমি কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়, সর্পযজ্ঞোপবীতিন্ ঈশান, বজ্রসংহ, হরিকেশ, অবিবেকের একমাত্র প্রভু, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তোমায় নমস্কার। তুমি কাম, কামদ, কামঘ্ন, ধৃষ্ট ও উদ্দৃপ্তগণের নাশকারী সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বজ্ঞ, ও সন্ধ্যারাগ, তোমায় নমস্কার। মহাবাল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্যুতি, মহামেঘবর-প্রেক্ষ্য ও মহাকাল তোমাকে নমস্কার। স্থূলজীর্ণাঙ্গ, জটী বল্কলাজিন-দীপ্ত-সূর্য্যাগ্নিতুল্য জটাধারী, বল্কলাজিনবাসঃ, সহস্রসূর্য্যপ্রতিম ও তপোনিতকে নমস্কার। তুমি উন্মাদন শতাবর্ত্ত, গঙ্গাজলার্দ্রকেশ, চন্দ্রাবর্ত্ত, যুগাবর্ত্ত ও মেঘাবর্ত্ত, তোমায় নমস্কার। তুমিই অন্নস্বরূপ, অন্নকর্ত্তা, অন্নদাতা, অন্নস্রষ্টা, পাচক ও পক্বান্ন পরিপাচক তোমায় নমস্কার। তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তুমি দেব, দেবেশ্বর, চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহ ও চরাচর ব্রহ্মা;

ত্বমেব ব্রহ্মা বিদুষামপি ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ২২৮
সত্ত্বস্য পরমা যোনিরব্বায়ুজ্যোতিষাং নিধিঃ।
ঋক্সামানি তথৌঙ্কারমাহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২২৯
হবির্হাবী হবো হাবী হুবাং বাচাহুতিঃ সদা।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৩০
যজুর্ম্ময়ো ঋঙ্ময়শ্চ সামাথর্ব্বময়স্তথা।
পঠ্যসে ব্রহ্মবিদ্ভিস্ত্বং কল্পোপনিষদাং গণৈঃ ॥২৩১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণবরাশ্চ যে।
ত্বমেব মেঘসঙ্ঘাশ্চ বিশ্বস্তনিতগর্জ্জিতম্ ॥ ২৩২
সংবৎসরস্ত্বমৃতবো মাসা মাসার্দ্ধমেব চ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাশ্চ নক্ষত্রাণি যুগা গ্রহাঃ ॥ ২৩৩
বৃষাণাং ককুদং ত্বং হি গিরীণাং শিখরাণি চ।
সিংহো মৃগাণাং পততাং তার্ক্ষ্যোঽনন্তশ্চ ভোগিনাম্ ॥ ২৩৪
ক্ষীরোদো হ্যুদধীনাঞ্চ যন্ত্রাণাং ধনুরেব চ।
বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ॥ ২৩৫
ইচ্ছা দ্বেষশ্চ রাগশ্চ মোহঃ ক্ষামো দমঃ শমঃ।

তুমিই প্রতিহর্ত্তা, ব্রহ্মবিদ্‌ ও ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণের উৎকৃষ্ট উদ্ভবস্থান ও জল বায়ু ও তেজের নিধি; ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই ঋক্‌, সাম ও ওঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করেন; তুমিই হবিঃ, হাবী, হব, হাব ও সর্ব্বদা হব্‌সমূহের বাক্যাহুতি; হে সুরবর! সামগায়ক ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকেই গান করিয়া থাকেন। তুমি যজুর্ম্ময়, ঋঙ্ময়, সামময় ও অথর্ব্বময়! ব্রহ্মজ্ঞানীরা কল্প ও উপনিষদ্‌ সমূহদ্বারা তোমারই গুণাদি পাঠ করিয়া থাকেন। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণশ্রেষ্ঠগণ, মেঘস্বরূপ এবং তুমিই এই বিশ্বের স্তনিত ও গর্জ্জনস্বরূপ। তুমিই সম্বৎসর, ঋতু, মাস, মাসার্দ্ধ, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, নক্ষত্র, যুগ ও গ্রহ; তুমিই বৃষগণের ককুদ্‌, পর্ব্বতদিগের শিখর, মৃগগণ মধ্যে সিংহ, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, সর্পগণ মধ্যে অনন্ত,সমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রসমূহ মধ্যে ধনুঃ, অস্ত্রসমূহ মধ্যে বজ্র এবং ব্রতসমূহ মধ্যে সত্যস্বরূপ। ২২১—২৩৫। তুমি ইচ্ছা, দ্বেষ, রাগ, মোহ, ক্ষমা, দম, শান্তি,

ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রোধৌ জয়াজয়ৌ।
ত্বং গদী ত্বং শরী চাপি খট্বাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।
ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ত্তা চ ত্বং নেতাঽপ্যন্তকো মতঃ
দশলক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম এব চ।
ইন্দ্রঃ সমুদ্রাঃ সরিতঃ পল্বলানি সরাংসি চ ॥২৩৮
লতাবল্লী তৃণৌষধ্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
দ্রব্যকর্ম্মগুণারম্ভঃ কালপুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ২৩৯
আদিশ্চান্তশ্চ মধ্যশ্চ গায়ত্র্যোঙ্কার এব চ।
হরিতো লোহিতঃ কৃষ্ণো নীলঃ পীতস্তথারুণঃ।
কদ্রুশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা।
সুবর্ণরেতা বিখ্যাতঃ সুবর্ণশ্চাপ্যতো মতঃ ॥ ২৪১
সুবর্ণনামা চ তথা সুবর্ণপ্রিয় এব চ।
ত্বমিন্দ্রোঽথ যমশ্চৈব বরুণো ধনদোঽনলঃ ॥২৪২
উৎফুল্লশ্চিত্রভানুশ্চ স্বর্ভানুর্ভানুরেব চ।
হোত্রং হোতা চ হোমস্ত্বং হুতঞ্চ প্রহুতং প্রভুঃ।
সুপর্ণঞ্চ তথা ব্রহ্ম যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২৪৩
গিরিঃ স্তোকস্তথা বৃক্ষো জীবঃ পুদ্গল এব চ।
সত্ত্বং ত্বঞ্চ রজস্ত্বঞ্চ তমশ্চ প্রজননং তথা ॥ ২৪৫

ব্যবসায়, ধৈর্য্য, লোভ, কাম, জয় ও পরাজয়। তুমি গদাধারী, শর, খট্বাঙ্গ ও ঝর্ঝরধারী; তুমিই ছেদকারী, ভেদকারী, প্রহারকারক, নেতা ও অন্তকারক। তুমি দশলক্ষণসম্পন্ন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ইন্দ্র, সমুদ্র, নদী, পল্বল, সরোবর, লতাশ্রেণী, তৃণ, ওষধি, পশু, মৃগ, পক্ষী, দ্রব্য, কর্ম্ম, গুণ, আরম্ভ এবং কালে পুষ্পফলদাতা। তুমিই আদি, অন্ত, মধ্য, গায়ত্রী, ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল, কপোত ও মেচক, তুমি সুবর্ণরেতা, সুবর্ণ, সুবর্ণনামা ও সুবর্ণপ্রিয়; তুমিই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও অগ্নি; তুমি উৎফুল্ল, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, ভানু, হোত্র, হোতা, হোম, হুত, প্রহুত ও প্রভু। তুমি সুপর্ণ, যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রিয়, পবিত্রদিগের মধ্যে পবিত্র ও মঙ্গলসমূহের মধ্যে মঙ্গল। তুমিই গিরি, স্তোক, বৃক্ষ, জীব, পুদ্গল, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
উন্মেষশ্চৈব মেষশ্চ তথা জৃম্ভিতমেব চ ॥ ২৪৬
লোহিতাঙ্গো গদী দংষ্ট্রী মহাবক্ত্রো মহোদরঃ ।
শুচিরোমা হরিৎশ্মশ্রুরূর্দ্ধকেশস্ত্রিলোচনঃ ॥ ২৪৭
গীতবাদিত্রনৃত্যাঙ্গো গীতবাদনকপ্রিয়ঃ ।
মৎস্যো জলী জলো জল্যো জবঃ কালঃ কলী কলঃ
বিকালশ্চ সুকালশ্চ দুষ্কালঃ কলনাশনঃ ।
মৃত্যুশ্চৈব ক্ষয়োঽন্তশ্চ ক্ষমাপায়করো হরঃ ॥ ২৪৯
সংবর্ত্তকোঽন্তকশ্চৈব সংবর্ত্তকবলাহকৌ ।
ঘটো ঘটীকো ঘণ্টীকো চূড়ালোলবলো বলম্ ॥
ব্রহ্মকালোঽগ্নিবক্ত্রশ্চ দণ্ডী মুণ্ডী চ দণ্ডধৃক্ ।
চতুর্যুগশ্চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুষ্পথঃ ॥ ২৫১
চতুরাশ্রমবেত্তা চ চাতুর্বর্ণ্যকরশ্চ হ ।
ক্ষরাক্ষরপ্রিয়ো ধূর্ত্তোঽগণ্যোঽগণ্যগণাধিপঃ ॥
রুদ্রাক্ষমাল্যাম্বরধরো গিরিকো গিরিকপ্রিয়ঃ ।
শিল্পীশঃ শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তকঃ ॥
ভগনেত্রান্তকশ্চন্দ্রঃ পূষ্ণো দন্তবিনাশনঃ ।
গূঢ়াবর্ত্তশ্চ গূঢ়শ্চ গূঢ়প্রতিনিষেবিতা ॥ ২৫৪
তরণস্তারকশ্চৈব সর্ব্বভূতসুতারণঃ ।
ধাতা বিধাতা সত্ত্বানাং নিধাতা ধারণো ধরঃ ॥ ২৫৫
তপো ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যমথার্জ্জবম্ ।
ভূতাত্মা ভূতকৃদ্ভূতো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥ ২৫৬
ভূর্ভুবস্বরিতশ্চৈব তথোৎপত্তির্মহেশ্বরঃ ।
ঈশানো বীক্ষণঃ শান্তো দুর্দ্দান্তো দন্তনাশনঃ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত সুরাবর্ত্ত কামাবর্ত্ত নমোঽস্তু তে ।
কামবিঘ্ননিহর্ত্তা চ কর্ণিকাররজঃপ্রিয়ঃ ।
মুখচন্দ্রো ভীমমুখঃ সুমুখো দুর্ম্মুখো মুখঃ ॥ ২৫৮
চতুর্ম্মুখো বহুমুখো রণে হ্যভিমুখঃ সদা ।
হিরণ্যগর্ভঃ শকুনির্মহোদধিঃ পরো বিরাট্ ।
অধর্ম্মহা মহাদণ্ডো দণ্ডধারো রণপ্রিয়ঃ ॥ ২৫৯
গোতমো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্বরবাহনঃ ।
ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মস্রষ্টা চ ধর্ম্মো ধর্ম্মবিদুত্তমঃ ।
ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো মানদো মান এব চ
তিষ্ঠংস্থিরশ্চ স্থাণুশ্চ নিষ্কম্পঃ কম্প এব চ ॥২৬০
দুর্বারণো দুর্বিষহো দুঃসহো দুরতিক্রমঃ ।
দুর্দ্ধরো দুষ্প্রকম্পশ্চ দুর্বিদো দুর্জ্জয়ো জয়ঃ ॥২৬১
শশঃ শশাঙ্কঃ শমনঃ শীতোষ্ণং দুর্জরাথ তৃট্ ।

প্রজন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, উন্মেষ, মেষ, লোহিতাঙ্গ, গদী, দংষ্ট্রী, মহাবক্ত্র, মহোদর, শুচিরোমা, হরিৎশ্মশ্রু, উর্দ্ধকেশ ও ত্রিলোচন। তুমিই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অঙ্গ এবং তুমিই গীতবাদ্যপ্রিয়। তুমি মৎস্য, জলী, জল্য, জব, কাল, কলী, কল, বিকাল, সুকাল, দুষ্কাল, কলনাশন, মৃত্যু, ক্ষয়, অন্ত, ক্ষমা ও অপায়কারী ও হর। তুমি সম্বর্ত্তক, অন্তক, বলাহক, ঘট ঘটীক, ঘণ্টীক, চূড়ালোলবল ও বল। ২৩৬—২৫০। তুমি ব্রহ্মকাল, অগ্নিবক্ত্র, দণ্ডী, মুণ্ডী, দণ্ডধৃক্, চতুর্যুগ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্হোত্র ও চতুষ্পথ। তুমি চতুরাশ্রমবেত্তা, চাতুর্ব্বর্ণ্যকর, ক্ষরাক্ষরপ্রিয়, ধূর্ত্ত, অগণ্য ও অগণ্যগণাধিপ। তুমি রুদ্রাক্ষমালা ও অম্বরধারী, গিরিক, গিরিকপ্রিয়, শিল্পীশ্বর, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, ও সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তক। তুমি ভগনেত্রান্তক, চন্দ্র, পূষার দন্তবিনাশন, গূঢ়াবর্ত্ত, গূঢ় ও গূঢ়প্রতিনিষেবিতা।

তুমি তরণ, তারক, সর্ব্বভূত, সুতারণ, ধাতা, বিধাতা, সত্ত্বসমূহের নিধানকর্ত্তা ধারণ ও ধর। তুমিই তপঃ, ব্রহ্ম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, আর্জ্জব, ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূত, ভূতভব্য ও ভবোদ্ভব। তুমি ভূঃ, ভুবঃ, স্বরিত, উৎপত্তি, মহেশ্বর, ঈশান, বীক্ষণ, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, এবং দন্তনাশন। তুমি ব্রহ্মাবর্ত্ত, সুরাবর্ত্ত ও কামাবর্ত্ত, তোমাকে আমার নমস্কার। তুমি কামবিঘ্ননিহর্ত্তা, কর্ণিকাররজঃপ্রিয়, মুখচন্দ্র, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, মুখ, চতুর্ম্মুখ, বহুমুখ এবং যুদ্ধস্থলে সর্ব্বদা অভিমুখ। তুমি হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোদধি, পর, বিরাট, অধর্ম্মঘাতী, মহাদণ্ড, দণ্ডধারী ও রণপ্রিয়। তুমি গোতম, গোপ্রতার, গোবৃষেশ্বর-বাহন, ধর্ম্মকারক, ধর্ম্মস্রষ্টা, ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্মজ্ঞ। তুমি ত্রৈলোক্যরক্ষাকারী, গোবিন্দ, মানপ্রদ, মান, স্থায়ী, স্থির, স্থাণু, নিষ্কম্প ও কম্প। তুমি দুর্ব্বারণ, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্দ্ধর, দুষ্প্রকম্প, দুর্ব্বিদ, দুর্জ্জয় ও জয়। তুমি শশ,

আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ব্যাধিহা ব্যাধিগশ্চ হ ॥ ২৬২
সহো যজ্ঞো মৃগাব্যাধী ব্যাধীনামাকরোঽকরঃ।
শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকাবলোকনঃ ॥ ২৬৩
দণ্ডধরঃ সদণ্ডশ্চ দণ্ডমুণ্ডবিভূষিতঃ।
বিষপোঽমৃতপশ্চৈব সুরাপঃ ক্ষীরসোমপঃ ॥ ২৬৪
মধুপশ্চাজ্যপশ্চৈব সর্ব্বপশ্চ মহাবলঃ।
বৃষাশ্ববাহো বৃষভস্তথা বৃষভলোচনঃ ॥ ২৬৫
বৃষভশ্চৈব বিখ্যাতো লোকানাং লোকসংকৃতঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী তে হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ।
অগ্নিরাপস্তথা দেবো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিতঃ ॥ ২৬৬
ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পুরাণা ঋষয়ো ন চ।
মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা যাথাতথ্যেন তে শিব ॥
যা মূর্ত্তয়ঃ সুসূক্ষ্মাস্তে ন মহ্যং যান্তি দর্শনম্।
তাভির্ম্মাং সততং রক্ষ পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥
রক্ষ মাং রক্ষণীয়োঽহং তবানঘ নমোঽস্তু তে।
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয়ি ॥ ২৬৯
যঃ সহস্রাণ্যনেকানি পুংসামাহৃত্য দুর্দ্দশঃ।
তিষ্ঠত্যেকঃ সমুদ্রান্তে স মে গোপ্তাস্তু নিত্যশঃ ॥
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ ॥
সংভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি যুগান্তে সমুপস্থিতে।
যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেঽপ্সুশায়িনম্ ॥
প্রবিশ্য বদনে রাহোর্যঃ সোমং গ্রসতে নিশি।
গ্রসত্যর্কঞ্চ স্বর্ভানুর্ভূত্বা সোমাগ্নিরেব চ ॥ ২৭৩
যেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ পুরুষা দেহস্থা সর্ব্বদেহিনাম্।
রক্ষন্তু তে হি মাং নিত্যং নিত্যমাপ্যায়য়ন্তু মাম্ ॥
যে চাপ্যুৎপতিতা গর্ভাদধোভাগগতাশ্চ যে।
তেষাং স্বাহা স্বধা চৈব আপ্নুবন্তু স্বদন্তু চ ॥ ২৭৫
যে ন রোদন্তি দেহস্থাঃ প্রাণিনো রোদয়ন্তি চ।
হর্ষয়ন্তি চ হৃষ্যন্তি নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥ ২৭৬
যে সমুদ্রে নদীদুর্গে পর্ব্বতেষু গুহাসু চ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ২৭৭

শশাঙ্ক, শমন, শীতোষ্ণ, দুর্জ্জরা পিপাসা, আধি ও ব্যাধিসমূহ, ব্যাধিনাশক ও ব্যাধিগত। তুমি সহ, যজ্ঞ, মৃগ, ব্যাধ, ব্যাধিসমূহের আকর, অকর, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ ও পুণ্ডরীকাবলোকন। তুমি দণ্ডধর, সদণ্ড, দণ্ডমুণ্ডবিভূষিত, বিষপায়ী, অমৃতপায়ী, সুরাপায়ী, ক্ষীরসোমপায়ী, মধুপ, আজ্যপ সর্ব্বপ, মহাবল, বৃষাশ্ববাহ, বৃষভ ও বৃষভলোচন। ২৫১—২৬৫। তুমি লোকসমূহের বৃষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নামে নিরূপিত এবং লোকপূজিত; চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষুর্দ্বয়, ব্রহ্মা, অগ্নি, জল ও ধর্ম্মকর্ম্মপ্রসাধিত দেবগণ তোমার হৃদয়স্বরূপ। হে শিব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা প্রাচীন ঋষিগণও তোমার মাহাত্ম্য বিদিত হইতে পারেন না। তোমার যে সকল সূক্ষ্মমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তুমি সেই সকল মূর্ত্তিদ্বারা পিতা যেমন ঔরস-পুত্রের পালন করেন, সেইরূপ আমায় রক্ষা কর। হে অনঘ! আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার রক্ষার যোগ্য। ভগবন্! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, অতএব এই ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ কর। যে দুর্দ্দর্শপুরুষ সমস্ত আহরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে একাকী অবস্থান করেন, সেই পুরুষ নিয়ত আমায় রক্ষা করুন। যোগিজন জিতনিদ্র, জিতশ্বাস, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী হইয়া যে পুরুষকে দর্শন করেন, সেই যোগপ্রাণ পুরুষকে আমার নমস্কার। যিনি যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বভূতের সংহার করিয়া জলমধ্যে শয়ন করেন, সেই জলশায়ী পুরুষকে প্রণাম করি। যিনি রাহুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযোগে চন্দ্রকে গ্রাস করেন এবং রাহু ও সোমাগ্নিরূপে যিনি সূর্য্যকেও গ্রাস করিয়া থাকেন; যিনি দেহিগণমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষরূপে বিরাজিত, তিনি নিত্য আমায় রক্ষা করিয়া আপ্যায়িত করুন। যাঁহারা গর্ভ হইতে উৎপতিত এবং অধোগত তাঁহাদিগের স্বাহা স্বধা আমায় পবিত্র করুন এবং রক্ষা করুন। ২৬৬—২৭৫। যাঁহারা দেহস্থ হইয়া স্বয়ং রোদন না করিয়াও প্রাণিগণকে রোদন করান, যাঁহারা স্বয়ং হৃষ্ট হইয়াও প্রাণিদিগকে হৃষ্ট করেন, আমি নিয়ত তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যাঁহারা সমুদ্র, নদী, দুর্গ, পর্ব্বত, গুহা, বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, কান্তার, গহন,

চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ।
চন্দ্রার্কয়োর্মধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ২৭৮
রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরঙ্গতাঃ।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ।
সূক্ষ্মাঃ স্থূলাঃ কৃশা হ্রস্বা নমস্তেভ্যস্তু নিত্যশঃ ॥
সর্ব্বস্ত্বং সর্ব্বগো দেব সর্ব্বভূতপতির্ভবান্।
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥২৮০
ত্বমেব চেজ্যসে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্ত্তা সর্ব্বস্য তেন ত্বং নিমন্ত্রিতঃ ॥ ২৮১
অথবা মায়য়া দেব মোহিতঃ সূক্ষ্মযা ত্বয়া।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥
প্রসীদ মম দেবেশ ত্বমেব শরণং মম।
ত্বং গতিস্ত্বং প্রতিষ্ঠা চ ন চান্যাস্তি ন মে গতিঃ ॥
স্তুত্বৈবং স মহাদেবং বিররাম প্রজাপতিঃ।
ভগবানপি সুপ্রীতঃ পুনর্দক্ষমভাষত ॥ ২৮৪
পরিতুষ্টোঽস্মি তে দক্ষ স্তবেনানেন সুব্রত ॥২৮৫
বহুনাত্র কিমুক্তেন মৎসমীপং গমিষ্যসি ॥ ২৮৬
অথৈনমব্রবীদ্বাক্যং ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ।
কৃত্বাশ্বাসকরং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যমংহ তম্ ॥
দক্ষ দক্ষ ন কর্ত্তব্যো মন্যুর্বিঘ্নমিমং প্রতি।
অহং যজ্ঞহা ন ত্বন্যো দৃশ্যতে তৎ পুরা ত্বয়া ॥
ভূয়শ্চ তং বরমিমং মত্তো গৃহ্লীষ্ব সুব্রত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২৮৯
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
প্রজাপতে মৎপ্রসাদাৎ ফলভাগী ভবিষ্যসি ॥২৯০
বেদান্ ষড়ঙ্গান্ উদ্ধৃত্য সাংখ্যান্ যোগাংশ্চ কৃৎস্নশঃ
তপশ্চ বিপুলং তপ্ত্বা দুশ্চরং দেবদানবৈঃ ॥২৯১
অর্থৈর্দশার্দ্ধসংযুক্তৈর্গূঢ়মপ্রাজ্ঞনির্ম্মিতম্।
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈর্বিপরীতং ক্বচিৎ সমম্ ॥ ২৯২
শ্রুত্যর্থৈরধ্যবসিতং পশুপাশবিমোক্ষণম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণান্তু ময়া পাশুপতং ব্রতম্।
উৎপাদিতং শুভং দক্ষ সর্ব্বপাপবিমোক্ষণম্ ॥২৯৩
অস্য চীর্ণস্য যৎ সম্যক্ ফলং ভবতি পুষ্কলম্।
তদস্তু তে মহাভাগ মানসস্ত্যজ্যতাং জ্বরঃ ॥ ২৯৪

চতুষ্পথ, পথ, চত্বর, সভা, চন্দ্রসূর্য্য মধ্যে, চন্দ্রসূর্য্য রশ্মিমধ্যে, রসাতলে এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমার নিত্য নমস্কার। যাঁহারা সূক্ষ্ম, স্থূল, কৃশ ও হ্রস্ব, তাঁহাদিগকেও নিত্য নমস্কার করি। হে দেব! তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতপতি ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; এই জন্যই তোমাকে স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তুমিই বিবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহ দ্বারা যাজিত হইয়া থাক এবং তুমিই সর্ব্ব কার্য্যের কর্ত্তা, এই জন্যই তোমায় নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। অথবা হে দেব! তুমিই সূক্ষ্ম মায়ারূপে আমায় মোহিত করিয়াছিলে, সেই হেতু আমি তোমায় নিমন্ত্রণ করি নাই। হে দেবেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার শরণাগত; তুমিই একমাত্র গতি ও প্রতিষ্ঠা, তোমা ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে, ভগবান্ প্রীত হইয়া দক্ষকে বলিলেন, সুব্রত দক্ষ! আমি তোমার এই স্তবে নিতান্ত তুষ্ট হইয়াছি; অধিক আর কি কহিব? তুমি আমার সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিবে। ত্রৈলোক্যাধিপতি বাক্যাভিজ্ঞ ভব দক্ষকে এইরূপ আশ্বাসজনক বাক্য বলিয়া, পুনর্ব্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন, দক্ষ! তোমার এই যজ্ঞের বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না; তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই যজ্ঞ আমিই ধ্বংস করিয়াছি। সুতরাং হে সুব্রত! তুমি আমার নিকট পুনর্ব্বার বর লও; আমি যে বর দিতেছি, তাহা তুমি প্রসন্নবদনে ও একাগ্রমনে শ্রবণ কর। হে প্রজাপতে! তুমি আমার অনুগ্রহে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে ॥ ২৭৬—২৯০। হে দক্ষ! আমি দেবদানবদিগের দুঃসাধ্য বিপুল তপস্যা আচরণ করত ষড়ঙ্গ বেদ, সাংখ্য ও সর্ব্ব যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া, সমস্ত আশ্রমের জন্য দশার্দ্ধসমন্বিত অর্থ দ্বারা নিগূঢ় মহাপ্রাজ্ঞনির্ম্মিত, বর্ণাশ্রমকৃত ধর্ম্মসমূহের কোথাও বিপরীত, কোথাও সম, বেদার্থসমন্বিত পশুপাশমোচনকারী ও সর্ব্বপাপবিনাশী পাশুপতব্রত উৎপাদন করিয়াছি।

এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ॥ ২৯৫
অবাপ্য চ তদা ভাগং যথোক্তং ব্রহ্মণো ভবঃ।
জ্বরঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো বহুধা ব্যভজত্তদা।
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং শৃণুধ্বং তত্র বৈ দ্বিজাঃ॥
শীর্ষাভিতাপো নাগানাং পর্ব্বতানাং শিলারুজঃ॥
অপাং তু বালুকাং বিদ্যান্নির্ম্মোকং ভুজগেষপি॥
খৌরকঃ সৌরভেয়াণামূষরঃ পৃথিবীতলে।
ইভানামপি ধর্ম্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্॥ ২৯৮
রন্ধ্রোদ্ভূতং তথাশ্বানাং শিখোদ্ভেদশ্চ বর্হিণাম্।
নেত্ররোগঃ কোকিলানাং জ্বরঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ
অজানাং পিত্তভেদশ্চ সর্ব্বেষামিতি নঃ শ্রুতম্।
শুকানামপি সর্ব্বেষাং হিক্কিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ।
শার্দ্দূলেষপি বৈ বিপ্রাঃ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে॥
মানুষেষু তু সর্ব্বজ্ঞ জ্বরো নামৈষ কীর্ত্তিতঃ।
মরণে জন্মনি তথা মধ্যে চ বিশতে সদা॥ ৩০১

হে মহাভাগ! এই ব্রত আচরণ করিলে, যে পবিত্র ফললাভ হয়, তুমি সে সকল ফলপ্রাপ্ত হইবে। অধুনা তুমি মানস জ্বর পরিত্যাগ কর। অমিতবিক্রম মহাদেব দক্ষকে এই সকল কথা বলিয়া, পত্নী ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভব ব্রহ্মকর্তৃক যথাবিহিত ভাগ প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বভূতগণের শান্তি জন্য তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট জ্বর বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই বিভাগবিবরণ আমি বর্ণন করিতেছি শুনুন। সর্পগণের মস্তক সন্তাপ, পর্ব্বতদিগের প্রস্তরের পীড়া, জলরাশির বালুকা, ভুজগগণের নির্ম্মোকত্যাগ, গোগণের খৌরক, ভূমির ক্ষার, হস্তীদিগের দৃষ্টির অবরোধ, অশ্বসমূহের রন্ধ্রোৎপাত, ময়ূরগণের শিখার উৎপত্তি এবং কোকিলদিগের নেত্ররোগ; হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সকলকেই মহাত্মগন জ্বর বলিয়া থাকেন। এইরূপ ছাগদিগের পিত্তভেদ, শুকসমূহের শীতস্পর্শ, ব্যাঘ্রদিগের শ্রান্তি এবং মনুষ্যগণের জন্ম, মরণ ও মধ্যসময়ে জাত রোগবিশেষকে জ্বর বলা হয়। কথিত প্রাণিপ্রভৃতির মধ্যে এই জ্বর সর্ব্বদাই

এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদারুণঃ।
নমস্যশ্চৈব মান্যশ্চ সর্ব্বপ্রাণিভিরীশ্বরঃ॥ ৩০২
ইমাং জ্বরোৎপত্তিমদীনমানসঃ
পঠেৎ সদা যঃ সুসমাহিতো নরঃ।
বিমুক্তরোগঃ স নরো মুদা যুতো
লভেত কামান্ স যথামনীষিতান্॥ ৩০৩
দক্ষপ্রোক্তং স্তবঞ্চাপি কীর্ত্তয়েদ্যঃ শৃণোতি বা।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদ্দীর্ঘঞ্চায়ুরবাপ্নুয়াৎ॥
যথা সর্ব্বেষু দেবেষু বরিষ্ঠো যোগবান্ হরঃ।
তথা স্তবো বরিষ্ঠোঽয়ং স্তবানাং ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ॥
যশোরাজ্যসুখৈশ্বর্য্যবিত্তায়ুর্ধনকাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্তোতব্যো ভক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ॥
ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চৌরত্রস্তো ভয়ার্দ্দিতঃ।
রাজকার্য্যনিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ॥
অনেন চৈব দেহেন গণানাং স গণাধিপঃ।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য গণ এবোপপদ্যতে॥৩০৮

অবস্থিত। ইহা মাহেশ্বরতেজঃ নামে প্রসিদ্ধ এবং ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীদিগেরই নমস্য ও মাননীয়। ২৯১—৩০২। যে উদারচেতা ব্যক্তি চিত্তসংযম করত এই জ্বরোৎপত্তি কথা পাঠ করেন, তিনি রোগমুক্ত হইয়া সতত হৃষ্টচিত্তে সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং যে জন এই দক্ষকথিত স্তব শ্রবণ করে, তাহার কোন অমঙ্গল হয় না, অধচ দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দেবগণ মধ্যে যোগজ্ঞ হর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তবসমূহের মধ্যে ব্রহ্মকথিত এই স্তবই উৎকৃষ্ট। যে সকল ব্যক্তি যশঃ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন, বিত্ত, আয়ু ও বিদ্যা কামনা করেন, তাঁহাদের যত্ন ও ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য। রোগগ্রস্ত, দুঃখিত, দরিদ্র, তস্করের উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত, ভয়পীড়িত এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও এই স্তব পাঠ করিলে মহৎ ভয় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। গণাধিপতিরা পূর্ব্বের মনুষ্যদেহে এই স্তব করিয়াই ইহলোকে সুখলাভ করত গণসমূহ মধ্যে গণ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

ন চ যক্ষাঃ পিশাচা বা ন নাগা ন বিনায়কাঃ।
কুর্য্যুর্বিঘ্নং গৃহে তস্য যত্র সংস্তূয়তে ভবঃ ॥ ৩০৯
শ্রুত্বা ইদং নারী সুভক্ত্যা ব্রহ্মচারিণী।
পিতৃভির্ভর্তৃপক্ষাভ্যাং পূজ্যা ভবতি দেববৎ ॥৩১০
শৃণুয়াদ্বা ইদং সর্ব্বং কীর্ত্তয়েদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
তস্য সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যবিঘ্নতঃ ॥৩১১
মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচা হ্যদাহৃতম্।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবনস্যানুকীর্ত্তনাৎ ॥৩১২
দেবস্য সগুহস্যাথ দেব্যা নন্দীশ্বরস্য তু।
বলিং বিভবতঃ কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ৩১৩
ততঃ স যুক্তো গৃহ্নীয়ান্নামান্যাশু যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতান্ লভতেঽত্যর্থং কামান্ ভোগাংশ্চ মানবঃ।
মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি স্ত্রীসহস্রপরীবৃতঃ ॥ ৩১৪
সর্ব্বকর্ম্মসু যুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
পঠন্ দক্ষকৃতং স্তোত্রং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃতশ্চ গণসালোক্যং পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥৩১৫

বৃষেব বিধিযুক্তেন বিমানেন বিরাজতে।
আভূতসংপ্লবস্থায়ী রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৩১৬
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
নৈতদ্বেদয়তে কশ্চিন্নেদং শ্রাব্যন্তু কস্যচিৎ ॥৩১৭
শ্রুত্বৈতৎ পরমং গুহ্যং যেঽপি স্যুঃ পাপকারিণঃ
বৈশ্যাস্ত্রিয়শ্চ শূদ্রাশ্চ রুদ্রলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩১৮
শ্রাবয়েদ্‌যস্তু বিপ্রেভ্যঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দ্বিজো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে দক্ষশাপবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইত্যেষা সমনুজ্ঞাতা কথা পাপপ্রণাশিনী।
যা দক্ষমধিকৃত্যেহ বধা শর্ব্বাদুপাগতা ॥ ১
পিতৃবংশপ্রসঙ্গেন কথা হ্যেষা প্রকীর্ত্তিতা।

যেখানে ভবদেবের স্তব করা হয়, যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও বিনায়কগণ সেখানে বিঘ্ন করিতে পারে না। যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভক্তিভরে এই স্তব শ্রবণ করে, সেই নারী তাহার পিতৃপক্ষ ও স্বামিপক্ষসমীপে দেবীর ন্যায় পূজনীয়া হইয়া থাকে। যে জন নিরন্তর এই স্তব শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হয়। এই স্তবকীর্ত্তনে চিন্তিত বা কথিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্ব স্ব বিভবানুসারে মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, ভগবতী ও নন্দীশ্বরকে পূজোপহার-প্রদান করত দম ও নিয়ম অবলম্বনে যোগযুক্তাবস্থায় যথাক্রমে ঐ সকল নাম গ্রহণ করিলে, ইহলোকে সর্ব্ব অভীষ্টসিদ্ধি ও কাম্যভোগ সকল লাভ হয় এবং মৃত্যুর পর সহস্রস্ত্রী সমভিব্যাহারে স্বর্গবাস করিয়া থাকে। সমুদায় কর্ম্মাসক্ত এবং যাবতীয় পাপপরিবৃত ব্যক্তিও এই দক্ষকৃত স্তব পাঠে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং মৃত্যুর পর গণলোকে গিয়া সুরাসুরগণ কর্তৃক পূজিত হয়, আরও ঐ ব্যক্তি বিধিনির্ম্মিত বিমান আরোহণ করত ইন্দ্রের ন্যায় শোভিত হয় এবং আপ্রলয়কাল রুদ্রের অনুচর হইয়া অবস্থান করে। পরাশরপুত্র ভগবান্ প্রভু ব্যাস বলিয়াছেন যে, সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই স্তববিবরণ কেহ প্রকাশ করিবে না। ফল কথা, সকলকে ইহা শ্রবণ করান উচিত নয়। কিন্তু যাহারা এই স্তব শ্রবণ করে, তাহারা পাপাচারী, বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীলোক হইলেও রুদ্রলোক লাভ করে। যে দ্বিজ ব্রাহ্মণগণকে প্রতি পর্ব্বদিনে এই স্তব শ্রবণ করায়, তাঁহারও নিশ্চয় রুদ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। ৩০৯—৩১৯।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মুনিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট দক্ষ ও মহাদেব-সম্বন্ধীয় পাপবিনাশিনী কথা কহিলাম। পিতৃগণের

পিতৃণামানুপৌর্ব্বেণ দেবান্ বক্ষ্যাম্যতঃপরম্ ॥ ২
ত্রেতাযুগমুখে পূর্ব্বমাসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
দেবা যামা ইতি খ্যাতাঃ পূর্ব্বং যে যজ্ঞসূনবঃ ॥
অজিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রা অজত্বাদজিতাস্তু তে ।
পুত্রাঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে শুক্রনাম্না তু মানসাঃ ॥৪
তৃষিমুক্তগণা হ্যেতে দেবানাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।
ছান্দসা তু ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্ব্বে স্বায়ম্ভুবস্য হ ॥ ৫
যদুর্যযাতির্দ্বৌ দেবৌ দীধয়ঃ স্রবসৌ মতিঃ ।
বিভাবশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রজাতির্বিশতো দ্যুতিঃ ॥
বায়সো মঙ্গলশ্চৈব যামা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ।
অভিমন্যুরুগ্রদৃষ্টিঃ সময়োঽথ শুচিশ্রবাঃ ।
কেবলো বিশ্বরূপশ্চ সুপক্ষো মধুপস্তথা ॥ ৭
তুরীয়ো নির্হেতুশ্চৈব যুক্তো গ্রাবাজিনস্তু তে ।
যমিনো বিশ্বদেবাদ্যং যবিষ্ঠোঽমৃতবানপি ॥ ৮
অজিরো বিভুর্বিভাবশ্চ মৃলিকোঽথ বিদেহকঃ ।
শ্রুতিশৃণো বৃহচ্ছুক্রো দেবা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯
আসন্ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে অন্তরে সোমপায়িনঃ ।
ত্বিষিমন্তো গণা হ্যেতে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥১০
তেষামিন্দ্রঃ সদা হ্যাসীৎ বিশ্বভুক্ প্রথমো বিভুঃ
অসুরা যে তদা তেষামাসন্ দায়াদবান্ধবাঃ ॥ ১১
সুপর্ণযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ।
অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং নষ্টা দেবযোনয়ঃ ॥
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরেঽতীতাঃ প্রজাস্তাসাং সহস্রশঃ ।
প্রভাবরূপসম্পন্না আয়ুষা চ বলেন চ ॥ ১৩
বিস্তরাদিহ নোচ্যন্তে মা প্রসঙ্গো ভবত্বিহ ।
স্বায়ম্ভুবো নিসর্গশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতং মনুঃ ॥ ১৪
অতীতে বর্ত্তমানেন দৃষ্টো বৈবস্বতে ন সঃ ।
প্রজাভির্দেবতাভিশ্চ ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৫
তেষাং সপ্তর্ষয়ঃ পূর্ব্বমাসনেতান্ নিবোধত ।
ভৃগ্বঙ্গিরা মরীচিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১৬
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ সপ্ত স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
অগ্নীধ্রশ্চাতিবাহুশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ ॥ ১৭
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ।
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যৈতে দশ পুত্রা মহৌজসঃ ॥১৮
বায়ুপ্রোক্তা মহাসত্ত্বা রাজানঃ প্রথমেঽন্তরে ।
সাসুরং তৎ সগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্ ।

আনুপূর্ব্বিক বংশকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে এই কথা কথিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অধুনা দেব-বংশের বিষয় কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের প্রথমে যাম নামক যে দেবগণ ছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞপুত্র; শুক্র নামে প্রসিদ্ধ। স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানস পুত্র অজত্ব হেতু অজিত দেবগণ বেদে তেত্রিশ জন মাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। যদু, যযাতি, দীধিগণ, স্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাতি, বিশত, দ্যুতি, বায়স ও মঙ্গল এই দ্বাদশ দেব নামে অভিহিত, অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, শুচিশ্রবাঃ, কেবল, বিশ্বরূপ, সুপক্ষ, মধুপ, তুরীয়, নির্হেতু, যুক্ত, গ্রাবাজিন, যমী, বিশ্বদেবাদ্য, যবিষ্ঠ, অমৃতবান্, অজির, বিভু, বিভাব, মৃলিক, বিদেহক, শ্রুতিশৃণ ও বৃহৎশুক্র ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশটী দেবতা শুক্র নামে এবং অবশিষ্ট দেবগণ ত্বিষিমান্ নামে বিখ্যাত। ইঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্ ও মহাবল। ১—১০।

তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্বভুক্ ইন্দ্র সর্ব্বদা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন। এই দেবগণের জ্ঞাতিবন্ধু অসুরগণ এবং গরুড়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্প এই অষ্টবিধ জাতিও দেবযোনি নামে বিখ্যাত। ইহারা আয়ু, বল, প্রভাব ও রূপাদিশালী, সহস্র সহস্র প্রজাগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতীত হইয়াছে। কিন্তু বিস্তারভয়ে তাঁহাদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইল না। অধুনা বৈবস্বত মনুর আবির্ভাবে সেই স্বায়ম্ভুবসৃষ্ট প্রজা, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণসহ অতীত হইয়াছে। পূর্ব্বতন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঋষিসমূহ মধ্যে নিম্নোক্ত ঋষিগণই সপ্তর্ষি নামে প্রখ্যাত ছিলেন; যথা—ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বসিষ্ঠ। অগ্নীধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও পুত্র মহাতেজঃশালী এই দশ ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন। প্রথম মন্বন্তর প্রসঙ্গে বায়ু যে সকল মহাসত্ত্ব রাজগণ এবং

সপিশাচমনুষ্যাঞ্চ সুপর্ণাপ্সরসাং গণম্॥ ১৯
নো শক্যমানুপূর্ব্বেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
বহুত্বান্নামধেয়ানাং সংখ্যা তেষাং কুলে তথা॥ ২০
যা বৈ ব্রহ্মকুলাখ্যাস্ত আসন্ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
কালেন বহুনাতীতা অয়নাব্দযুগক্রমৈঃ॥ ২১
ঋষয় উচুঃ।
ক এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বভূতাপহারকঃ।
কস্য যোনিঃ কিমাদিশ্চ কিং তত্ত্বং স কিমাত্মজঃ
কিমস্য চক্ষুঃ কা মূর্ত্তিঃ কে চাস্যাবয়বাঃ স্মৃতাঃ।
কিংনামধেয়ঃ কোঽস্যাত্মা এতৎ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্
সূত উবাচ।
শ্রূয়তাং কালসদ্ভাবঃ শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
সূর্য্যযোনির্নিমেষাদিঃ সংখ্যাচক্ষুঃ স উচ্যতে॥২৪
মূর্ত্তিরস্য ত্বহোরাত্রে নিমেষাবয়বশ্চ সঃ।
সংবৎসরশতং তস্য নাম চাস্য কলাত্মকম্।
সাম্প্রতানাগতাতীতকালাত্মা স প্রজাপতিঃ॥ ২৫
পঞ্চানাং প্রবিভক্তানাং কালাবস্থান্নিবোধত।

দিনার্দ্ধমাসমাসৈস্তু ঋতুভিস্ত্বয়নৈস্তথা॥ ২৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ॥ ২৭
বৎসরঃ পঞ্চমস্তেষাং কালঃ সংযুগসংজ্ঞিতঃ।
তেষাস্তু তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত॥ ২৮
ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ।
আদিত্যো হ্যসৌ সারঃ কালাগ্নিঃ পরিবৎসরঃ॥ ২৯
শুক্লকৃষ্ণা গতিশ্চাপি অপাং সারময়ঃ শশঃ।
স ইদাবৎসরঃ সোমঃ পুরাণে নিশ্চয়ো মতঃ॥ ৩০
যশ্চায়ং তপতে লোকাংস্তনুভিঃ সপ্তসপ্তিভিঃ।
আশু কর্ত্তা চ লোকস্য স বায়ুরনুবৎসরঃ॥ ৩১
অহঙ্কারাৎ রুদন্ রুদ্রঃ সম্ভূতো ব্রহ্মণস্তু যঃ।
স রুদ্রো বৎসরস্তেষাং বিজ্ঞেয়ো নীললোহিতঃ।
তেষাং হি তত্ত্বং বক্ষ্যামি কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোগাৎ কালাত্মা স পিতামহঃ।
ঋক্‌সামযজুষাং যোনিঃ পঞ্চানাং পতিরীশ্বরঃ।
সোঽগ্নির্যজুশ্চ সোমশ্চ স ভূতঃ স প্রজাপতিঃ।

অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, গরুড় ও অপ্সরোগণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহাদিগের নাম ও কুল বহুসংখ্যক বলিয়া শত বৎসরেও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া উঠা অসাধ্য। ১৯—২০। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সকলেই ইহারা বৎসর, অয়ন ও যুগক্রমানুসারে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মকুল নামে বর্ত্তমান ছিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, এই সর্ব্বভূতবিধ্বংসী ভগবান্ কাল কে? কাহার বংশধর? এবং এই কালের আদি কি? তত্ত্ব কি? ইহার আত্মজ আছে কি না? ইহার চক্ষু, মূর্ত্তি, অবয়ব কিম্বা নাম কি? এবং ইহার আত্মা কে? এই সমুদায় আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, কালবিজ্ঞান শুনিয়া তাহা নিশ্চয় করুন। সূর্য্য এই কালের যোনি, নিমেষ প্রভৃতি ইহার চক্ষু, অহোরাত্র ইহার মূর্ত্তি, নিমেষ ইহার অবয়ব, সম্বৎসরশত ইহার নাম এবং কলা ইহার আত্মা। বর্ত্তমান, অতীত ও ভাবী কাল প্রজাপতি নামে অভিহিত। এই কাল দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়ন এই পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম বৎসরের নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদ্বৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর, এতৎ পরিমিতকাল যুগ নামে অভিহিত হয়। যথাক্রমে তাহাদিগের তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে যে ঋতু নামক অগ্নির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাকে সম্বৎসর; সূর্য্য মধ্যে কালাগ্নি নামক যে সারভাগ, তাহাকে পরিবৎসর; শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিশীল জলময় চন্দ্রকে ইদাবৎসর; যে বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ শরীর দ্বারা লোকসমূহের সন্তাপদাতা এবং লোকগণের আশুকারী তাহাকে অনুবৎসর; অহঙ্কার বশে ব্রহ্মদেহ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া যিনি রোদন করেন, সেই নীললোহিত রুদ্র (উদা) বৎসর বলিয়া পুরাণে নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাদিগেরও তত্ত্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১—৩২। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের উৎপাদয়িতা কালাত্মা ব্রহ্মা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোগ

প্রোক্তঃ সংবৎসরশ্চেতি সূর্য্যো যোঽগ্নির্মনীষিভিঃ
যস্মাৎ কালবিভাগানাং মাসত্ত্বয়নয়োরপি।
গ্রহনক্ষত্রশীতোষ্ণবর্ষায়ুঃকর্ম্মণাং তথা।
যোজিতঃ প্রবিভাগানাং দিবসানাঞ্চ ভাস্করঃ ॥৩৫
বৈকারিকঃ প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ।
একৈকৈকোঽথ দিবসো মাসোঽথর্ত্তুঃ পিতামহঃ ॥
আদিত্যঃ সবিতা ভানুর্জীবনো ব্রহ্মসংকৃতঃ।
প্রভবশ্চাত্যয়শ্চৈব ভূতানাং তেন ভাস্করঃ ॥ ৩৭
গ্রহাভিমানী বিজ্ঞেয়স্তৃতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
সোমঃ সর্ব্বৌষধিপতির্যস্মাৎ স প্রপিতামহঃ ॥ ৩৮
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং যোগক্ষেমকৃদীশ্বরঃ।
অবেক্ষমাণঃ সততং বিভর্ত্তি জগদংশুভিঃ ॥ ৩৯
তিথীনাং পর্ব্বসন্ধীনাং পূর্ণিমাদর্শয়োরপি।
যোনির্নিশাকরো যশ্চ যোঽমৃতাত্মা প্রজাপতিঃ।
তস্মাৎ স পিতৃমান্ সোম ঋক্‌যজুশ্ছন্দসাত্মকঃ॥৪০
প্রাণাপানসমানাদ্যৈর্ব্যানোদানাত্মকৈরপি।

কর্ম্মভিঃ প্রাণিনাং লোকে সর্ব্বচেষ্টাপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪১
প্রাণাপানসমানানাং বায়ূনাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ।
পঞ্চানাঞ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিস্মৃতিবলাত্মনাম্ ॥ ৪২
সমানকালকরণঃ ক্রিয়াঃ সম্পাদয়ন্নিব।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকানামাবহঃ প্রবহাদিভিঃ।
বিধাতা সর্ব্বভূতানাং ক্ষমী নিত্যং প্রভঞ্জনঃ ॥ ৪৩
যোনিরগ্নেরপাং ভূমে রবেশ্চন্দ্রমসশ্চ যঃ।
বায়ুঃ প্রজাপতি র্ভূতং লোকাত্মা প্রপিতামহঃ ॥৪৪
প্রজাপতিমুখৈর্দেবৈঃ সম্যগিষ্টকপালিভিঃ।
ত্রিভিরেব কপালৈস্তু ত্র্যম্বকৈরোষধিক্ষয়ে।
ইজ্যতে ভগবান্ যস্মাৎ তস্মাৎ ত্র্যম্বক উচ্যতে ॥
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব যা স্মৃতা।
ত্র্যম্বকা নামতঃ প্রোক্তাঃ যোনয়ঃ সবনস্য তাঃ ॥৪৬
তাভিরেকত্বভূতাভিস্ত্রিবিধাভিঃ স্ববীর্য্যতঃ।
ত্রৈসাধনপু[illegible]।
ইত্যেতৎ পঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ ॥
যচ্চৈব পঞ্চধাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিজৈঃ

হেতু এই পঞ্চবিধ কালেরই ঈশ্বর। পণ্ডিতগণ যে অগ্নিকে সূর্য্য নামে নির্দ্দেশ করেন, সেই অগ্নিই যজুঃ সোম, ভূত, প্রজাপতি ও সম্বৎসররূপে নির্দ্দিষ্ট। কারণ সূর্য্যই গ্রহ, নক্ষত্র, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, আয়ু, কর্ম্ম ও দিবসের বিভাগাদি কার্য্যে নিয়োজিত। একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মাই দিবস, মাস, ঋতু প্রভৃতি এক একটি নাম ধারণপূর্ব্বক প্রসন্নাত্মা বৈকারিক ব্রহ্মপুত্ররূপে পরিচিত হয়েন। ভাস্কর ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশকারণ বলিয়াই আদিত্য, সবিতা, ভানু, জীবন ও ব্রহ্মসংকৃত নামে নির্দ্দিষ্ট। গ্রহরূপী চন্দ্র তৃতীয় পরিবৎসর; সর্ব্বৌষধিপতি বলিয়া ইনিও প্রপিতামহ নামে অভিহিত। এই চন্দ্র সর্ব্বভূতবৃন্দের জীবনস্বরূপ, যোগের মঙ্গলাবহ এবং ঈশ্বর; ইনি সর্ব্ব জগৎ পরিদর্শন করত কিরণগণ দ্বারা নিয়ত ধারণ করিতেছেন। ইনিই তিথিসমূহ, পর্ব্বসন্ধি ও পূর্ণিমা, অমাবস্যার উদ্ভব কারণ, রাত্রিকারক, অমৃতময়, প্রজাপতি, পিতৃগণের সোম এবং ঋক্ ও যজুর্ব্বেদময়। বায়ু প্রাণিগণের দেহে কর্ম্মানুসারে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্ব চেষ্টা প্রবর্ত্তন করেন। এই বায়ুই প্রাণ, অপান, সমান, প্রভৃতি পঞ্চবায়ু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি ও বলের প্রবর্ত্তয়িতা। সমানকালকর সর্ব্বাত্মা বায়ু আবহন প্রবাহনাদি দ্বারা নিখিললোকের ক্রিয়া সমাধা করিয়া সর্ব্বভূতের বিধাতা, ক্ষমাশীল ও প্রভঞ্জন নামে অভিহিত হয়েন। ৩৩—৪৩। বায়ুই অগ্নি, জল, ভূমি, সূর্য্য ও চন্দ্রমার উৎপত্তিনিদান প্রজাপতি লোকাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপ। যজ্ঞফলাকাঙ্ক্ষী প্রজাপতি প্রভৃতি দেবত্রয় ওষধিক্ষয়কালে নেত্রত্রয়ময় তিনটি কপাল দ্বারা এই ভগবান্ বায়ুর যজ্ঞ করেন বলিয়া, ইনি ত্র্যম্বক নামে অভিহিত হয়েন। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী নামে যজ্ঞযোনি সকল ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত। এই একত্বভূত ত্রিবিধ যজ্ঞযোনিদ্বারা স্ববীর্য্য বলে সিদ্ধ হইয়া ত্রৈসাধন ইন্দ্র ত্রিকপাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মনীষীরা এইরূপে পঞ্চবর্ষ যুগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিজগণ যে সম্বৎসরকে পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া, বর্ণন করিয়াছেন, বসন্ত

সেকং বট্কোঃবিজজ্ঞেহথ মন্বাদ্যান্ তান্ ‍ন কিল
ঋতুপুত্রার্ত্তবাঃ পঞ্চ ইতি সর্গঃ সমাসতঃ ॥ ৫৮
ইত্যেষ পবমানো বৈ প্রাণিনাং জীবিতানি তু ।
নদীবেগসমাযুক্তং কালো ধাবতি সংহরন্ ।
অহোরাত্রকরস্তস্মাৎ স বায়ুরভবৎ পুনঃ ॥ ৪৯
এতে প্রজানাং পতয়ঃ প্রধানাঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
পিতরঃ সর্ব্বলোকানাং লোকাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ধ্যায়তো ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্বৃত্যান্ সযন্তবস্তবঃ ।
ঋষিবিপ্রো মহাদেবো ভূতাত্মা প্রপিতামহঃ ॥ ৫১
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং প্রণবাখ্যোপপদ্যতে ।
আত্মবেশেন ভূতানামঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভবঃ ॥ ৫২
অগ্নিঃ সংবৎসরঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বায়ুরেব চ ।
যুগাভিমানী কালাত্মা নিত্যং সংক্ষেপকৃদ্বিভুঃ ।
উৎপাদকোঽনুগ্রহকৃৎ স ইদ্বৎসর উচ্যতে ॥ ৫৩
রুদ্রাবিষ্টো ভগবতা জগত্যস্মিন্ স্বতেজসা ।
আশ্রয়াশ্রয়িসংযোগাৎ তনুভির্নামভিস্তথা ॥ ৫৪
ততস্তস্য তু বীর্য্যেণ লোকানুগ্রহকারকম্ ।
দ্বিতীয়ং রুদ্রসংযোগাৎ জাতং তচ্চৈব সাধকম্ ॥
দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ কালত্বঞ্চাস্য তৎ পরম্ ।
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বথা রুদ্রঃ স মর্ত্ত্যৈরভিপূজ্যতে ॥ ৫৬
পতিঃ পতীনাং ভগবান্ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ ।
ভাবনঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং নীললোহিতঃ ।
ওষধীঃ প্রতিসন্ধত্তে রুদ্রঃ ক্ষীণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭
ইত্যেষাং যদপত্যং বৈ ন তচ্ছক্যং প্রমাণতঃ ।
বহুত্বাৎ পরিসংখ্যাতুং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥ ৫৮
ইমং বংশং প্রজেশানাং মহতাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
কীর্ত্তয়ন্ স্থিরকীর্ত্তীনাং মহতীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডমহাপুরাণে দেববংশবর্ণনো
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

প্রভৃতি ছয় ঋতু তাহা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে। এই ঋতুগণের পুত্র পঞ্চ আর্ত্তব। আমি এই সংক্ষেপে কালসৃষ্টির কথা কীর্ত্তন করিলাম। এই পবিত্রকারী অনন্তশক্তিশালী কাল প্রাণিগণের প্রাণসংহার করিয়া নদীবেগের ন্যায় নিয়ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। এই কাল হইতেই সেই অহোরাত্রবিধায়ক বায়ুর উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রজাপতি ও সর্ব্বদেহী অপেক্ষা প্রধান, সর্ব্বলোকের পিতা এবং লোকাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। ভব, ঋষি, বিপ্র, মহাদেব, ভূতাত্মা, প্রপিতামহ এবং সর্ব্বভূতগণের ঈশ্বর ধ্যানশীল ব্রহ্মার মুখ হইতেই আবির্ভূত হইয়া, প্রণবরূপে পরিচিত হইয়াছেন। আত্মবেশানুসারেই ভূতগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্ভূত হয়। অগ্নি, সম্বৎসর, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ুস্বরূপ যুগাভিমানী কাল, নিত্যসংক্ষেপকারী হইয়া উৎপাদক, অনুগ্রাহক, প্রভাববান্ ইদ্বৎসর বলিয়া অভিহিত হয়েন। ভগবান্ রুদ্র আশ্রয় ও আশ্রয়ীর সংযোগানুসারে স্বীয় বীর্য্যবলে বিভিন্ন দেহ ও নাম গ্রহণ করিয়া ইহ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অনন্তর তাঁহারাই বীর্য্যানুসারে লোকানুগ্রাহক দ্বিতীয় রুদ্রের উদ্ভব হয়। এই রুদ্র হইতে দেবত্ব, পিতৃত্ব এবং কালত্বের আবির্ভাব হইয়াছে। এইজন্যই মানবেরা সর্ব্বথা রুদ্রদেবের পূজা করিয়া থাকে। ভগবান্ নীললোহিত রুদ্রই পতিগণের পতি, প্রজাপতিগণেরও প্রজাপতি এবং সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ। তিনিই বার বার ক্ষয়প্রাপ্ত ওষধিসমূহ পুনরুজ্জীবিত করেন। উল্লিখিত দেবসমূহের যে সকল অনন্ত পুত্রপৌত্রাদি জন্মিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের পরিমাণ স্থির করা যায় না। পুণ্যকর্ম্মশালী, স্থিরকীর্ত্তি, মহাত্মা প্রজাপতিগণের এই বংশ কীর্ত্তন করিলে মহাসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৪৪—৫৯।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বায়ুরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি প্রণবস্য বিনিশ্চয়ম্।
ওঁকারমক্ষরং ব্রহ্ম ত্রিবর্ণশ্চাদিতঃ স্মৃতম্॥ ১
যো যো যস্য যথা বর্ণো বিহিতো দেবতাস্তথা।
ঋচো যজূংষি সামানি বায়ুরগ্নিস্তথা জলম্॥ ২
তস্মাত্তু অক্ষরাদেব পুনরন্যে প্রজজ্ঞিরে।
চতুর্দ্দশ মহাত্মানো দেবানাং যে তু দৈবতাঃ॥ ৩
তেষু সর্ব্বগতশ্চৈব সর্ব্বগঃ সর্ব্বযোগবিৎ।
অনুগ্রহায় লোকানামাদিমধ্যান্ত উচ্যতে॥ ৪
সপ্তর্ষয়স্তথেন্দ্রা যে দেবাশ্চ পিতৃভিঃ সহ।
অক্ষরান্নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে দেবদেবান্মহেশ্বরাৎ।
ইহামুত্রহিতার্থায় বদন্তি পরমং পদম্॥ ৫
পূর্ব্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্তু যুগসংজ্ঞিতঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগানিঃ কলিনা সহ।
পরিবর্ত্তমানৈস্তৈরেব ভ্রমমাণেষু চক্রবৎ॥ ৬
দেবতাস্তু তদোদ্বিগ্নাঃ কালস্য বশমাগতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তন্মানং সংস্থাপয়িতুমাত্মনা॥ ৭
তদা তে বাগ্যতা ভূত্বা আদৌ মন্বন্তরস্য বৈ।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ইন্দ্রশ্চৈব মহাতপাঃ॥ ৮
সমাধায় মনস্তীব্রং সহস্রং পরিবৎসরান্।
প্রপন্নাস্তে মহাদেবং ভীতাঃ কালস্য বৈ তদা॥ ৯
অয়ং হি কালো দেবেশশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্মুখঃ।
কোঽস্য বিদ্যান্মহাদেব অগাধস্য মহেশ্বর॥ ১০
অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবস্তন্তু কালকতুর্মুখম্।
ন ভেতব্যমিতি প্রাহ কো বঃ কামঃ প্রদীয়তাম্॥
তং করিষ্যাম্যহং সর্ব্বং ন বৃথায়ং পরিশ্রমঃ।
উবাচ দেবো ভগবান্ স্বয়ং কালঃ সুদুর্জ্জয়ঃ॥১২
যদেতস্য মুখং শ্বেতং চতুর্জিহ্বং হি লক্ষ্যতে।
এতৎ কৃতযুগং নাম তস্য কালস্য বৈ মুখম্।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন, ইহার পর আমি প্রণবনির্ণয় কথা কহিব। ওঁকার অক্ষর, ব্রহ্ম ও ত্রিবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যাহার যেরূপ বর্ণ এবং যেরূপ দেবতা তদনুসারে ইহাতে ঋক্, যজুঃ, সাম, এবং বায়ু, অগ্নি ও জল অবস্থিত আছেন। এই অক্ষর হইতে দেবগণেরও দেবতা চতুর্দ্দশ মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছে। লোকনিচয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ ঐ সমস্ত মহাত্মার মধ্যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বযোগজ্ঞ ভগবান্ আদি, মধ্য ও অন্তরূপে বিরাজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সপ্তঋষি, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং পিতৃগণ, সকলেই পূর্ব্বোল্লিখিত ওঁকার অক্ষররূপী দেবদেব মহেশ্বর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। এই ওঁকারই ইহলোক ও পরলোকের হিতসাধনে পরমপদ বলিয়া অভিহিত। পূর্ব্বে আমি যুগ নামে যে কালের কথা কহিয়াছি, সেই যুগরূপী কাল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে বারংবার চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়, এজন্য দেবতাগণ তাহার পরিমাণকাল স্থির করিতে না পারিয়া, নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে কালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং কালভয়ে ভীত হইয়া আদি মন্বন্তর কাল হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বাক্যসংযমন ও মনঃসমাধান করত কাল অতিবাহিত করিয়া ঋষিগণ, দেবগণ ও মহাতপা ইন্দ্র, মহাদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে বলিলেন, 'মহেশ্বর! এই দেবপ্রধান কালকে চতুর্মূর্ত্তি ও চতুর্মুখ দেখিতেছি, কিন্তু আমরা এই অগাধ কালের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। ১—১০। অনন্তর মহাদেব সেই চতুর্মুখ কালকে দেখিয়া কহিলেন, 'ইহার জন্য তোমরা কোন ভয় করিও না। এখন আমার নিকট আসিয়াছ, তোমাদের এই আগমনজনিত পরিশ্রম বৃথা না হয়, এই জন্য বলিতেছি, তোমাদের অভীপ্সিত বিষয় প্রকাশ কর, আমি তাহা সমাধা করিব।' দুর্জ্জয়-কালরূপী স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, এই যে ইহার চারিটী জিহ্বাসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ মুখ দেখিতে পাইতেছ, ইহাই কালের সত্যযুগ নামক মুখ।

অসৌ দেবঃ সুরশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা বৈবস্বতো মুখঃ ॥১৩
যদেতদ্রক্তবর্ণাভং তৃতীয়ং বঃ স্মৃতং ময়া।
ত্রিজিহ্বং লেলিহানঞ্চ এতৎ ত্রেতাযুগং দ্বিজাঃ॥
অত্র যজ্ঞপ্রবৃত্তিস্তু জায়তে হি মহেশ্বরাৎ।
ততোঽত্র ইজ্যতে যজ্ঞস্তিস্রো জিহ্বাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ইষ্টা চৈবাগ্নয়ো বিপ্রাঃ কালজিহ্বা প্রবর্ত্ততে ॥১৫
যদেতদ্বৈ মুখং ভীমং দ্বিজিহ্বং রক্তপিঙ্গলম্।
দ্বিপাদোঽত্র ভবিষ্যামি দ্বাপরং নাম তদ্যুগম্॥
যদেতৎ কৃষ্ণবর্ণাভং তুরীয়ং রক্তলোচনম্।
একজিহ্বং পৃথু শ্যামং লেলিহানং পুনঃপুনঃ॥
ততঃ কলিযুগং ঘোরং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।
কল্পস্য তু মুখং হ্যেতচ্চতুর্থং নামভীষণম্ ॥ ১৮
ন সুখং নাপি নির্ব্বাণং তস্মিন্ ভবতি বৈ যুগে।
কালগ্রস্তা প্রজা চাপি যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ব্রহ্মা কৃতযুগে পূজ্যস্ত্রেতায়াং যজ্ঞ উচ্যতে।
দ্বাপরে পূজ্যতে বিষ্ণুরহং পূজ্যশ্চতুর্ষ্বপি ॥২০
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ যজ্ঞশ্চ কালস্যৈব কলাস্ত্রয়ঃ।
সর্ব্বেষ্বেব হি কালেষু চতুর্ম্মূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ২১
অহং জনো জনয়িতা কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ।
যুগকর্ত্তা তথা চৈব পরঃ পরপরায়ণঃ ॥ ২২
তস্মাৎ কলিযুগং প্রাপ্য লোকানাং হিতকারণাৎ।
অভয়ার্থঞ্চ দেবানামুভয়োর্লোকয়োরপি ॥ ২৩
তদা ভব্যশ্চ পূজ্যশ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ।
তস্মাদ্ভয়ং ন কার্য্যঞ্চ কলিং প্রাপ্য মহৌজসঃ॥
এবমুক্তা ততঃ সর্ব্বা দেবতা ঋষিভিঃ সহ।
প্রণম্য শিরসা দেবং পুনরূচুর্জগৎপতিম্ ॥ ২৫

দেবর্ষয় ঊচুঃ।

মহাতেজা মহাকায়ো মহাবীর্য্যো মহাদ্যুতিঃ।
ভীষণঃ সর্ব্বভূতানাং কথং কালশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৬

মহাদেব উবাচ।

এষ কালশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
লোকসংরক্ষণার্থায় অতিক্রামতি সর্ব্বশঃ ॥ ২৭
নাস্যাধাং বিদ্যতে চাস্য সর্ব্বস্মিন্ সচরাচরে।

এই বৈবস্বত মুখরূপ দেবতাই দেবগণ মধ্যে প্রধান এবং ব্রহ্মার স্বরূপ। হে দ্বিজগণ! মহাদেব বলিলেন, এই যে লোলাকার ত্রিজিহ্ব রক্তবর্ণ মুখ দেখা যাইতেছে, ইহারই নাম ত্রেতাযুগ। এই ত্রেতাযুগে মহেশ্বর হইতে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হয় বলিয়া ইহাতে যজ্ঞ যাজিত হইয়া থাকে। এই যুগের তিনটি জিহ্বা তিনটি অগ্নিস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে যজ্ঞ করার পর কালজিহ্বা প্রবর্ত্তিত হয়। দুইটি জিহ্বাযুক্ত রক্তপিঙ্গলবর্ণ এই যে ভয়ঙ্কর মুখ, ইহার নাম দ্বাপর যুগ; প্রতিকল্পে এই যুগে আমি দ্বিপাদরূপ ধারণ করিয়া থাকি। আর এই যে কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল, রক্তচক্ষু একজিহ্ব পুনঃপুনঃ লিহমান চতুর্থমুখ, ইহার নাম কলিযুগ, ইহা সর্ব্বলোকের ভয়াবহ, এই ভীষণ মুখকে কল্পের চতুর্থ মুখ বলা হয়। এই কলিযুগে সুখ ও মোক্ষ থাকিবে না, এবং প্রজাগণ এই যুগে কালগ্রস্ত হইবে। সত্যযুগে ব্রহ্মা পূজনীয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণু এবং আমি চারিযুগেই পূজিত হইয়া থাকি।১১—

২০। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ কালের তিনটি কলাস্বরূপ। এই চারিযুগেই মহেশ্বর চারিটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। আমিই জন এবং তোমাদিগের জনয়িতা, কালপ্রবর্ত্তক কাল, যুগকর্ত্তা, পরাৎপর ও পরমাশ্রয়স্বরূপ। কলিযুগ উপস্থিত হইলে আমি লোকসকলের হিতসাধনার্থ এবং দেবগণ ও উভয় লোকের অভয়দান নিমিত্ত মঙ্গল্য ও পূজ্য হইব। অতএব হে মহাতেজঃসম্পন্ন সুরশ্রেষ্ঠগণ! কলিযুগ উপস্থিত হইলে আপনাদিগের ভয়ের কোনই কারণ নাই।' তখন সমুদায় দেবগণ ও ঋষিগণ এই বাক্য শুনিয়া জগৎপতি মহাদেবকে প্রণাম পুরঃসর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষিগণ কহিলেন, মহাতেজস্বী, মহাকায়, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, মহাদ্যুতিসম্পন্ন ও সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর এই কাল চতুর্ম্মুখ হইলেন কেন? মহাদেব বলিলেন, লোক রক্ষার জন্যই এইকাল চতুর্ম্মূর্ত্তি, চতুর্দংষ্ট্র ও চতুর্ম্মুখ হইয়া সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। নিখিল চরাচরে এই কালের অসাধ্য

কালঃ সৃজতি ভূতানি পুনঃ সংহরতি ক্রমাৎ ॥২৮
সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে ।
তস্মাত্তু সর্ব্বভূতানি কালঃ কলয়তে সদা ॥ ২৯
বিক্রমস্য পদান্যস্য পূর্ব্বোক্তান্যেকসপ্ততিঃ ।
তানি মন্বন্তরাণীহ পরিবৃত্তযুগক্রমং ॥ ৩০
একং পদং পরিক্রম্য পদানামেকসপ্ততিঃ ।
যদা কালং প্রক্রমতে তদা মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ৩১
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ দেবর্ষিপিতৃদানবান্ ।
নমস্কৃতশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২
এবং স কালো ভগবান্ দেবর্ষিপিতৃদানবান্ ।
পুনঃপুনঃ সংহরতে সৃজতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৩
অতো মন্বন্তরে চৈব দেবর্ষিপিতৃদানবৈঃ ।
পূজ্যতে ভগবানীশো ভয়াৎ কালস্য তস্য বৈ ॥৩৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কলৌ কুর্য্যাত্তপো দ্বিজঃ ॥
প্রপন্নস্য মহাদেবং তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ৩৫
তস্মাদ্দেবা দিবং গত্বা অবতীর্য্য চ ভূতলে ।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ কলিং প্রাপ্য সুদারুণম্ ॥ ৩৬

কিছুই নাই ; কালই সর্ব্বভূত সৃষ্টি করিয়া, আবার ক্রমশঃ তাহা সংহার করেন। কালের বশীভূত সকলেই, কাল কাহারও বশীভূত নহেন, সুতরাং কাল সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কারক। এই কালের পূর্ব্বোল্লিখিত একসপ্ততি পদবিক্ষেপই যুগপরিবর্ত্তন অনুসারে মন্বন্তর নামে অভিহিত। ২১—৩০। একসপ্ততি পদ মধ্যে একপদ পরিক্রমণ করিয়া, কাল যখন অন্য পদ পরিক্রমণের উপক্রম করেন, তখন মন্বন্তরের ক্ষয় হয়। ভগবান্ মহাদেব দেবতা ঋষি, পিতৃ ও দানবদিগের নিকট এই সকল কথা প্রকাশ ও তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করিলে পর তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ কাল এইরূপে দেবর্ষি, পিতৃ ও দানবগণের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি এবং বারবার সংহার করেন বলিয়া দেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবগণ প্রতি মন্বন্তরেই কালভয়ে ভীত হইয়া, নিগ্রহ ও অনুগ্রহকারী ভগবান্ কালের পূজা করিয়া থাকেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে দ্বিজমাত্রেরই সবিশেষ যত্নসহকারে তপস্যাচরণ করা কর্ত্তব্য ; কেননা,

তপ ইচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং কর্ত্তুং ধর্ম্মপরায়ণাঃ ।
অবতারান্ কলিং প্রাপ্য করোতি চ পুনঃপুনঃ ॥
এবং কালান্তরে সর্ব্বে যেঽতীতা বৈ সহস্রশঃ ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তস্মিন্ দেবরাজর্ষয়স্তথা ॥ ৩৮
যযাতিঃ পৌরবো রাজা মনুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ ।
মহাযোগবলোপেতাঃ কালান্তরমুপাসিরে ॥ ৩৯
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিন্ তিষ্ঠন্তস্তে কৃতে যুগে ।
সপ্তর্ষিভিশ্চৈব সার্দ্ধং ভাব্যে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥৪০
গোত্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভবিষ্যান্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
দ্বাপরে তু প্রতিষ্ঠন্তে ক্ষত্রিয়া ঋষিভিঃ সহ ॥ ৪১
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব তথা ক্ষীণে চ দ্বাপরে ।
নরাঃ পাতকিনো যে বৈ বর্ত্তন্তে তে কলৌ স্মৃতাঃ
মন্বন্তরাণাং সপ্তানাং সন্তানশ্চ স্মৃতঃ শ্রুতেঃ ।
এবমেতেষু সর্ব্বেষু যুগক্ষয়ক্রমস্তথা ॥ ৩৩

তপোবলে মহাদেবকে প্রাপ্ত হইতে পারিলে মহৎ পুণ্যফল লাভ হয়। এই জন্য দেবগণ স্বর্গে থাকিয়া এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াও নিদারুণ কলিযুগে অতিমাত্র তপস্যাচরণ এবং বারবার অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন। ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণও এই যুগে সাতিশয় তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে বৈবস্বত মন্বন্তরের মধ্যে কালাতিক্রম অনুসারে রাজা যযাতি, পৌরব, মনু ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে সকল সহস্র সহস্র দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি অতীত হইয়া গিয়াছেন, অথবা মহাযোগবলে কালান্তর পর্য্যন্ত রহিয়াছেন, কলিযুগ ক্ষীণ হইয়া যথাক্রমে পুনর্ব্বার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পরিবর্ত্তিত হইলে, তাঁহারা সকলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন। ভাবী ত্রেতাযুগে সপ্তর্ষিগণের সহিত ক্ষত্রিয়বংশ এবং দ্বাপরযুগে ঋষিগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইবেন। ৩১—৪১। ত্রেতাযুগের অবসানে দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া, পরে তাহাও যখন নিবর্ত্তিত হইবে, তখন সেই পুনরাগত কলিযুগে পাতকিলোকেরা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে। এইরূপে সপ্তমন্বন্তরের বিস্তারবিবরণী শ্রুতি কীর্ত্তিত আছে। এই সমুদায় মন্বন্তরে যেরূপে ক্রমশঃ যুগক্ষয় পরম্পরা যুগ পরম্পরার

পরম্পরং যুগানাঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রস্য চোদ্ভবঃ ।
যথা বৈ প্রকৃতিস্তেভ্যঃ প্রবৃত্তানাং যথাক্রমম্ ॥ ৪৪
জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রে নিরবশেষিতে ।
ক্রিয়ন্তং সকুলা সর্ব্বা ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপৈঃ ।
দিবং গতানহং তুভ্যং কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধত ॥ ৪৫
ঐড়শ্চেক্ষ্বাকুবংশস্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে ।
রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাস্তু তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥ ৪৬
ঐড়বংশেহথ সম্ভূতা যথা চেক্ষ্বাকবো নৃপাঃ ।
তেভ্য এব শতং পূর্ণং কুলানামভিষেচিতম্ ॥ ৪৭
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তারো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ।
ভোজস্তু ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্দ্ধা তদ্‌যথাবিশং ॥ ৪৮
তেষ্বতীতাস্তু রাজানো ব্রুবতস্তান্নিবোধত ।
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং হৈহয়ানাং তথা শতম্ ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ত্বেকশতং অশীতির্জনমেজয়াঃ ।
শতং বৈ ব্রহ্মদত্তানামীরিণাং বীরিণাং তথা ॥ ৫০
ততঃ শতন্তু কৌলানাং শতং কাশিকুলাদয়ঃ ।
তথাপরং সহস্রন্তু যেঽতীতাঃ শশবিন্দবঃ ।
ঈজিরে অশ্বমেধৈস্তু সর্ব্বৈর্নিযুতদক্ষিণৈঃ ॥ ৫১
এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা ন শক্যা বিস্তরেণ তু ।
বক্তুং রাজর্ষয়ঃ কৃৎস্না যেঽতীতাস্তৈর্যুগৈঃ সহ ॥
এতে চ যযাতিবংশস্য বভূবুর্বংশবর্দ্ধনাঃ ।
কীর্ত্তিতা দ্যুতিমন্তস্তে যে লোকান্ তারয়ন্তি বৈ
লভন্তে চ বরান্ পঞ্চ দুর্লভানিহলৌকিকান্ ।
আয়ুঃ পুত্রো ধনং কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং ভূতিরেব চ ॥
ধারণাচ্ছ্রবণাচ্চৈব পঞ্চবংশস্য ধীমতাম্ ।
তথোক্তা লৌকিকাশ্চৈব ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি বৈ
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ কৃতং যুগম্ ।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫৬
কৃতে বৈ প্রক্রিয়াপাদশ্চতুঃসাহস্র উচ্যতে ।
তস্মাচ্চতুঃশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫৭

উৎপত্তি, ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, তাঁহাদিগের আদি প্রকৃতি এবং উৎপন্ন বংশনিচয়ের ক্ষয় হয়, যথাক্রমে তৎসমস্তই কীর্ত্তিত হইয়াছে ; সম্প্রতি জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়-বংশ নির্ম্মূল হইলে, যে সকল ক্ষত্রিয়রাজা বিপন্ন স্ত্রীদিগকে নিয়মভ্রষ্টা করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গগত রাজগণের বিষয় আপনাদিগের নিকট কহিব ; শ্রবণ করুন। এই ভূমণ্ডলে যে সকল রাজা যথাক্রমে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ঐড়কে ইক্ষ্বাকুবংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ঐড়বংশ হইতে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক শত রাজা রাজত্ব করেন, ভোজবংশীয় তিনশত রাজা দিগ্‌বিভাগ-ক্রমে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করেন। তাঁহাদিগের তিরোধানের পর অন্যান্য যাহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রতিবিন্ধ্যবংশীয় একশত, হৈহয়বংশীয় একশত, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় একশত, জনমেজয়বংশীয় অশীতি, ব্রহ্মদত্তবংশীয় একশত, বীরি ও বীরিবংশীয় একশত, কৌলবংশীয় একশত, কাশিকুল প্রভৃতি একশত এবং শশবিন্দুবংশীয় একসহস্র রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ; ইহাঁরা সকলেই নিযুতদক্ষিণাসম্পন্ন অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করেন। যুগযুগান্তরে যে রাজর্ষি সকল অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তৃত বর্ণন করা অসাধ্য ; সুতরাং সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয় কথিত হইল। সম্প্রতি যে যে সকল রাজা লোকপালন করিতেছেন, ইহাঁরা যযাতিবংশের বংশধর। এই দ্যুতিমান্ রাজগণের নামচরিতাদি কীর্ত্তিত হইলে লোকগণ ত্রাণ পাইয়া থাকেন। এই রাজগণের পঞ্চবংশ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে আয়ুঃ, পুত্র, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। ৪২—৫৪। যিনি এই বুদ্ধিমান্ রাজগণের পঞ্চবংশের কথা ধারণ ও শ্রবণ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সত্যযুগের বৎসরসংখ্যা চারিসহস্র, তাহার সন্ধ্যাকাল চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশ কালেরও পরিমাণ সেইরূপ। সত্যযুগের পাদের নাম প্রক্রিয়াপাদ ; তাহার পরিমাণও চারি সহস্র ; এই জন্যই ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ হইয়াছে চারিশত।

ত্রেতায়ানি সহস্রাণি সংখ্যয়া মুনিভিঃ সহ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥ ৫৮
অনুষঙ্গপাদস্ত্রেতায়াস্ত্রিসাহস্রস্তু সংখ্যয়া।
দ্বাপরে দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং সম্প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫৯
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সান্ধ্যাংশো দ্বিশতস্তথা।
উপোদ্ঘাতস্তৃতীয়স্তু দ্বাপরে পাদ উচ্যতে॥ ৬০
কলের্বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ শতমেব চ॥ ৬১
সংহারপাদঃ সংখ্যাতশ্চতুর্থো বৈ কলৌ যুগে।
সসন্ধ্যানি সহাংশানি চত্বারি তু যুগানি বৈ॥ ৬২
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
এবং পাদৈঃ সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চপঞ্চ চ॥ ৬৩
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশকৈরেব দ্বে সহস্রে তথাঽপরে।
এবং দ্বাদশসাহস্রং পুরাণং কবয়ো বিদুঃ॥ ৬৪
যথা বেদশ্চতুঃশাখশ্চতুষ্পাদং তথা যুগম্।
যথা যুগচতুষ্পাদং বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্।
চতুষ্পাদং পুরাণং হি ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে যুগধর্ম্মনিরূপণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২

ত্রেতাযুগের বর্ষসংখ্যা তিন সহস্র; এই যুগজাত মুনিগণের সংখ্যাও তিন সহস্র। ইহার সন্ধ্যাকাল তিনশত বৎসর, সন্ধ্যাংশ কালেরও পরিমাণ ঐরূপ। এই ত্রেতাযুগের অনুষঙ্গ নামক পাদসংখ্যা তিন সহস্র। দ্বাপর যুগের বৎসর পরিমাণ দুই সহস্র, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কাল প্রত্যেকের পরিমাণ দুইশত বৎসর। দ্বাপরের পাদ উপোদ্ঘাত নামক তৃতীয়পাদ বলিয়া কথিত। সংখ্যাবিদ্ ব্যক্তিগণ কলিযুগের বর্ষসংখ্যা এক সহস্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশকাল শত বৎসর। চতুর্থ কলিযুগের পাদের নাম সংহারপাদ। এইরূপে চারিযুগ, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ, প্রভৃতির কালপরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর, ইহাই চতুর্যুগ নামে বিখ্যাত। এইরূপ পাদসংখ্যা ক্রমে শ্লোক সংখ্যা দশসহস্র, তৎপরে তাহাতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের আরও দুই সহস্র সংখ্যা সন্নিবেশিত করিলে দ্বাদশ সহস্র হয়; এই দ্বাদশ সহস্রপরিমিত শ্লোককে কবিগণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আখ্যায় অভিহিত করেন। ব্রহ্মা যেরূপ বেদকে চারিশাখায় বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি পুরাকালে এই পুরাণকে চতুষ্পাদরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫৫—৬৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেষ্বিহ।
তুল্যাভিমানিনঃ সর্ব্বে জায়ন্তে নামরূপতঃ॥ ১
দেবা হ্যষ্টবিধা যে চ তস্মিন্ মন্বন্তরেঽধিপাঃ।
ঋষয়ো মানবাশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যাভিমানিনঃ॥ ২
মহর্ষিসর্গঃ ক্রান্তো বৈ বংশে স্বায়ম্ভুবস্য বৈ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ রাজসর্গং নিবোধত॥ ৩
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পৌত্রাস্তু তৎসমাঃ।
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা॥ ৪
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তদা॥ ৫

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অতীত ও অনাগত সমস্ত মন্বন্তরেই যে সকল বিবিধ দেবতা মন্বন্তরাধিপতি ঋষি ও মানবগণ জন্মিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামরূপানুসারে তুল্য অভিমানী। ইতিপূর্ব্বে মহর্ষিগণের সৃষ্টিকথা কথিত হইয়াছে। এখন স্বায়ম্ভুববংশ ও রাজসর্গ আনুপূর্ব্বিক বিস্তারক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর নিজানুরূপ গুণাবলম্বী দশটি পৌত্র ছিলেন। তাঁহারা এই সপ্তদ্বীপময়ী সাগরপরিবৃতা আকরবতী পৃথিবীকে এক একটি বর্ষে বিভক্ত করিয়া পালন করিতেন। এই স্বায়ম্ভুব পৌত্রগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের

প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
প্রজাসর্গং তপোযুক্তৈস্তৈরিয়ং বিনিবেশিতা ॥ ৬
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাকামাৎ বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত।
কন্যা সা তু মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৭
কন্যে দ্বে দশপুত্রাংশ্চ সম্রাট্ কুক্ষিশ্চ তে শুভে।
তয়োর্বৈ ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রজাপতিসমা দশ ॥ ৮
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহশ্চ মেধা মেধাতিথির্বসুঃ।
জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান্ হব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৯
প্রিয়ব্রতোঽভিষিচ্যৈতান্ সপ্তসপ্তসু পার্থিবান্।
দ্বীপেষু তেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংস্তাংশ্চ নিবোধত ॥ ১০
জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রং সুমহাবলম্।
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ॥ ১১
শাল্মলী তু বসুঞ্চৈব রাজানমভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি হব্যঞ্চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
পুষ্করাধিপতিঞ্চাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৩
পুষ্করে সবনস্যাপি মহাবীতঃ সুতোঽভবৎ।
ধাতকিশ্চৈব দ্বাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ ॥
মহাবীতং স্মৃতং বর্ষঃ তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।
নাম্না তু ধাতকেশ্চাপি ধাতকীখণ্ড উচ্যতে ॥ ১৫
হব্যো ব্যজনয়ৎ পুত্রান্ শাকদ্বীপেশ্বরান্ প্রভুঃ।
জলজঞ্চ কুমারঞ্চ সুকুমারং মণীচকম্।
কুসুমোত্তরং মোদাকং সপ্তমঞ্চ মহাদ্রুমম্ ॥ ১৬
জলজং জলজস্যাথ বর্ষং প্রথমমুচ্যতে।
কুমারস্য চ কৌমারং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭
সুকুমারং তৃতীয়ন্তু সুকুমারস্য কীর্ত্তিতম্।
মণীচকস্য চতুর্থং মাণীচকমিহোচ্যতে ॥ ১৮
কুসুমোত্তরস্য বৈ বর্ষং পঞ্চমং কুসুমোত্তরম্।
মোদাকস্য তু মৌদাকং বর্ষং ষষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
মহাদ্রুমস্য নাম্না তু সপ্তমন্তু মহাদ্রুমম্।
তেষান্তু নামভিস্তানি সপ্ত বর্ষাণি যানি বৈ ॥ ২০
ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বরস্যাপি পুত্রা দ্যুতিমতস্তু বৈ।
কুশলো মনোনুগোষ্ণঃ পাবনশ্চান্ধকারকঃ ॥ ২১
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সুতা দ্যুতিমতস্তু বৈ।
তেষাং স্বনামভির্দেশাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রয়াঃ শুভাঃ ॥

প্রথমকালে প্রিয়ব্রতের পুত্ররূপে জন্মিয়া প্রজা-সৃষ্টি, তপস্যাচরণ ও যোগানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দমের ঔরসজাতা মহাভাগ্যবতী কন্যার গর্ভে প্রজাকাম বীরবর প্রিয়ব্রতের দুই কন্যা ও দশটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ কন্যা-দ্বয়ের নাম সম্রাট্ ও কুক্ষি, ইহাদিগের প্রজা-পতি প্রতিম দশটি বীর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহা-দিগের নাম অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও পুত্র। ১—৯। ইহাদিগের মধ্যে সাতটি পুত্রকে প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপের অধিপতি করেন। তন্মধ্যে যিনি যে দ্বীপের অধিপতি হয়েন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রিয়ব্রত মহাবল অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপের, বসুকে শাল্মলীদ্বীপের, জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপের, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের, হব্যকে শাকদ্বীপের এবং সবনকে পুষ্কর দ্বীপের আধিপত্যে অভি-ষিক্ত করিয়াছিলেন। পুষ্করদ্বীপে সবনের মহাবীত ও ধাতকী নামক দুইটি শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই উভয়ের নামানুসারে মহা-বীত এবং ধাতকীখণ্ড নামে বর্ষ বিখ্যাত হইয়াছে। শাকদ্বীপাধিপতি হব্যের সাতটি পুত্র, তাঁহাদিগের নাম জলজ, কুমার, সুকুমার, মণীচক, কুসুমোত্তর, মোদক ও মহাদ্রুম। ঐ সকল পুত্রের মধ্যে জলজাধিকৃত প্রথম বর্ষের নাম জলজ, কুমারাধিকৃত দ্বিতীয় বর্ষের কৌমার, সুকুমারাধিকৃত তৃতীয় বর্ষের সুকুমার, মণীচকের অধিকৃত চতুর্থ বর্ষের মাণীচক, কুসুমোত্তরের অধিকৃত পঞ্চম বর্ষের কুসুমোত্তর, মোদাকাধিকৃত ষষ্ঠবর্ষের মৌদাক, এবং মহাদ্রুমাধিকৃত সপ্তম বর্ষের নাম মহাদ্রুম। এইরূপে সপ্ত পুত্রের নামানুসারে সাতটি বর্ষের সাতটি নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১০—২০। ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বর দ্যুতি-মানের কুশল, মনোনুগ, উষ্ণ, পাবন, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামক সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহাদিগেরও নিজ নিজ নামানুসারে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের মঙ্গলময় বর্ষসমূহ বিভক্ত হইয়াছে।

কুশস্য দেশঃ কুশলঃ মনোগস্য মনোনুগঃ।
উষ্ণস্যোষ্ণঃ স্মৃতো দেশঃ পাবনস্যাপি পাবনঃ।
অন্ধকারবদেশস্তু অন্ধকারস্য কীর্ত্ত্যতে॥ ২৩
মুনেস্তু মুনিদেশো বৈ দুন্দুভেৰ্দ্দুন্দুভিঃ স্মৃতঃ।
এতে জনপদাঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপে তু ভাস্বরাঃ॥২৪
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তৈতে সুমহৌজসঃ।
উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব স্বৈরথো লবণো ধৃতিঃ।
ষষ্ঠঃ প্রভাকরশ্চৈব সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ॥ ২৫
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্।
তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্॥ ২৬
পঞ্চমং ধৃতিমদ্‌বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্।
সপ্তমং কপিলং নাম কপিলস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৭
তেষাং দেশাঃ কুশদ্বীপে তৎসমা নাম এব তু।
আশ্রমাচারযুক্তাভিঃ প্রজাভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ॥ ২৮
শাল্মলস্যেশ্বরাঃ সপ্ত পুত্ৰাস্তে তু বপুষ্মতঃ।
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা॥ ২৯
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভঃ সপ্তমস্তথা।
শ্বেতস্য শ্বেতদেশস্তু হরিতস্য হরিদ্বতঃ।
জীমূতস্য চ জীমূতো রোহিতস্য চ রোহিতঃ॥৩০

কুশের অধিকৃত দেশের নাম কুশল, মনোনুগের অধিকৃত দেশের মনোনুগ, উষ্ণাধিকৃত দেশের উষ্ণ, পাবনের অধীনস্থ বর্ষের পাবন, অন্ধকারকের অধিকৃত দেশের অন্ধকার, মুনির অধীনস্থ দেশের মুনিদেশ এবং দুন্দুভির অধিকৃত দেশের নাম দুন্দুভি। ক্রৌঞ্চদ্বীপ মধ্যে এই সপ্তদেশ বিশেষ বিখ্যাত। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানেরও সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহাদিগের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান্, স্বৈরথ, লবণ ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। ঐ পুত্রগণেরও স্ব স্ব নামানুসারে প্রথম বর্ষের নাম উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বর্ষের বেণুমণ্ডল, তৃতীয়ের স্বৈরথাকার, চতুর্থের লবণ, পঞ্চমের ধৃতিমান্, ষষ্ঠের প্রভাকর এবং সপ্তম কপিলাধিকৃত বর্ষের নাম কপিল। কুশদ্বীপ মধ্যে তাঁহাদিগের স্ব স্ব সমান নামসমন্বিত এই সমস্ত দেশ, আশ্রম ও আচারসম্পন্ন প্রজাসমূহে পরিবেষ্টিত। শাল্মলী দ্বীপাধিপতি বপুষ্মানেরও সপ্ত পুত্র জন্মে। তাঁহাদিগের নাম যথা—শ্বেত,

বৈদ্যুতো বৈদ্যুতস্যাপি মানসস্যাপি মানসঃ।
সুপ্রভঃ সুপ্রভস্যাপি সপ্তৈতে দেশনামকাঃ॥ ৩১
প্লক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপাদনন্তরম্।
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্ৰাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা নৃপাঃ॥ ৩২
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়স্তেষাং দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ স্মৃতঃ।
সুখোদয়স্তৃতীয়স্তু চতুর্থানন্দ উচ্যতে॥ ৩৩
শিবস্তু পঞ্চমস্তেষাং ক্ষেমকঃ ষষ্ঠ উচ্যতে।
ধ্রুবস্তু নামভিস্তেষাং পুত্ৰা মেধাতিথেঃ স্মৃতাঃ॥৩৪
সন্তাননামভিস্তেষাং সপ্ত বর্ষাণি তানি চ।
আনন্দকং শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবকং তথা॥ ৩৫
তানি তেষাং সনামানি সপ্তবর্ষাণি ভাগশঃ।
নিবেশিতানি তৈস্তানি পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥ ৩
মেধাতিথেস্তু পুত্রৈস্তৈঃ প্লক্ষদ্বীপনিবাসিভিঃ।
বর্ণাশ্রমাচারযুতাঃ প্লক্ষদ্বীপে প্রজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৭
প্লক্ষদ্বীপাদিকেষু শাকদ্বীপান্তরেষু বৈ।
জ্ঞেয়াঃ পঞ্চ স্বধর্ম্মা বৈ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥ ৩৮

হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। শ্বেতাধিকৃত দেশের নাম শ্বেতদেশ, রোহিতাধিকৃত দেশের রোহিত, জীমূতের দেশের জীমূত, হরিত দেশের হারিত, বৈদ্যুতের দেশের বৈদ্যুত, মানসদেশের মানস এবং সুপ্রভাধিকৃত দেশের নাম সুপ্রভ। এইরূপে এই সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তদেশ প্রসিদ্ধ। ২১—৩১। জম্বুদ্বীপের পর এই প্লক্ষদ্বীপের বিষয়ও আমি বর্ণন করিব। প্লক্ষদ্বীপেশ্বর মেধাতিথিরও সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে শান্তভয় জ্যেষ্ঠ, শিশির দ্বিতীয়, সুখোদয় তৃতীয়, আনন্দ চতুর্থ, শিব পঞ্চম, ক্ষেমক ষষ্ঠ ও ধ্রুব সপ্তম। ইহাঁরা মেধাতিথির পুত্র। এই সপ্ত পুত্রের নিজ নিজ নামানুসারেই সপ্ত বর্ষের নাম নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা—শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, ধ্রুবক, ক্ষেমক ও শিব। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহারা এই সপ্তবর্ষ স্ব স্ব নামানুসারেই প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্লক্ষদ্বীপনিবাসী মেধাতিথির পুত্রগণ প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রজাবর্গকে বর্ণানুসারে আশ্রম ও আচারসম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত

সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ বলং ধর্ম্মঞ্চ নিত্যশঃ।
পঞ্চস্বেতেষু দ্বীপেষু সর্ব্বং সাধারণং স্মৃতম্॥ ৩৯
প্লক্ষদ্বীপপরিক্রান্তং জম্বুদ্বীপং নিবোধত।
অগ্নীধ্রং জ্যেষ্ঠদায়াদং কন্যাপুত্রং মহাবলম্।
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চত্তং জম্বুদ্বীপেশ্বরং নৃপম্॥ ৪০
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি প্রজাপতিসমৌজসঃ।
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতিখ্যাতস্তস্য কিংপুরুষোঽনুজঃ॥ ৪১
হরিবর্ষস্তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽভূদিলাবৃতঃ।
রম্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ পুত্রো হিরণ্বান্ ষষ্ঠ উচ্যতে॥
কুরুস্তু সপ্তমস্তেষাং ভদ্রাশ্বো হ্যষ্টমঃ স্মৃতঃ।
নবমঃ কেতুমালস্তু তেষাং দেশান্নিবোধত॥ ৪৩
নাভেস্তু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্বন্তু পিতা দদৌ।
হেমকূটন্তু যদ্বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় তৎ॥ ৪৪
নিষধং যৎ স্মৃতং বর্ষং হরিবর্ষায় তদ্দদৌ।
মধ্যমং যৎ সুমেরোস্তু স দদৌ তদিলাবৃতে॥ ৪৫
নীলন্তু যৎ স্মৃতং বর্ষং রম্যায় তৎ পিতা দদৌ।
শ্বেতং যদুত্তরং তস্মাৎ পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে॥ ৪
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ।
বর্ষং মাল্যবতশ্চাপি ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৪৭
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় তদ্দদৌ।
ইত্যেতানি মহান্তীহ নব বর্ষাণি ভাগশঃ॥ ৪৮
অগ্নীধ্রস্তেষু সর্ব্বেষু পুত্রাংস্তানভ্যষিঞ্চত।
যথাক্রমং স ধর্ম্মাত্মা তপসে বনমাশ্রিতঃ॥ ৪৯
ইত্যেতৈঃ সপ্তভিঃ কৃৎস্নাঃ সপ্তদ্বীপে নিবেশিতাঃ
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু॥ ৫০
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ শুভানি তু।
তেষাং স্বভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ॥ ৫১
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বেব তু সর্ব্বশঃ॥ ৫২
নাভের্হি সর্গং বক্ষ্যামি হিমাহ্বে তন্নিবোধত।
নাভিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রং মরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভং পার্থিবশ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্ষত্রস্য পূর্ব্বজম্॥ ৫৩
ঋষভাদ্ভরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ।
সোঽভিষিচ্যাথ ভরতং পুত্রং প্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ॥

দ্বীপসমূহে বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে পাঁচটি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল, যথা সুখ, আয়ুঃ রূপ, বল ও নিত্য ধর্ম্মাচরণ। উক্ত পাঁচটীর মধ্যে সমস্ত নিয়মই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত। ২১—৩৯। অনন্তর সপ্তদ্বীপ মধ্যে পরিগণিত জম্বুদ্বীপের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রিয়ব্রত কন্যা-তনয় মহাবলশালী অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করেন। অগ্নীধ্রের প্রজাপতিতুল্য বলসম্পন্ন নয়টি পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নাভি, তৎকনিষ্ঠের কিংপুরুষ, তৃতীয়ের হরিবর্ষ, চতুর্থের ইলাবৃত, পঞ্চমের রম্য, ষষ্ঠের হিরণ্বান্, সপ্তমের কুরু, অষ্টমের ভদ্রাশ্ব এবং নবমের নাম কেতুমাল। ইহাদিগের অধিকৃত দেশসমূহের নাম শ্রবণ করুন। পিতা অগ্নীধ্র হিমাহ্বনামধেয় দক্ষিণ বর্ষ নাভিকে, হেমকূট বা কিম্পুরুষকে, নিষধ বর্ষ হরিবর্ষকে, সুমেরুর মধ্যস্থ বর্ষ ইলাবৃতকে, নীলনামধেয় বর্ষ রম্যকে, শ্বেত নামক উত্তরবর্ষ হিরণ্বানকে, শৃঙ্গবানের উত্তরস্থ বর্ষ কুরুকে, মাল্যবান্ বর্ষ ভদ্রাশ্বকে ও গন্ধমাদন বর্ষ কেতুমালকে প্রদান করেন। এইরূপে ধর্ম্মাত্মা অগ্নীধ্র সুবৃহৎ নববর্ষ বিভাগ করত তাহাতে পুত্রদিগকে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণান্তে বনে গমনপূর্ব্বক তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপেই স্বায়ম্ভুবের পৌত্র ও প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ মধ্যে সপ্তজন কর্ত্তৃক সপ্তদ্বীপ নিবেশিত হইয়াছে। কিম্পুরুষাদি যে আটটি মঙ্গলকর বর্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলে স্বাভাবিক সিদ্ধির নির্দ্দেশ আছে বলিয়া অনায়াসেই সুখজনক সিদ্ধিলাভ হয় এবং সেইস্থলে শীতোষ্ণাদি বিপরীত ধর্ম্মজন্য দুঃখ, জরা ও মৃত্যুভয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও যুগাবস্থার উত্তম, মধ্যম বা অধমতা-বিভাগ দৃষ্ট হয় না। সম্প্রতি হিমালয়নিবাসী নাভিরাজের বংশ বর্ণন করিতেছি, শুনুন। মহাতেজস্বী নাভি মরুদেবীর গর্ভে যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণের আদিপুরুষ রাজশ্রেষ্ঠ ঋষভ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। ৪০—৫৩। মহাবীর ভরত ঋষভ হইতে শত-

হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ ।
তস্মাত্তদ্ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না বিদুর্বুধাঃ ॥ ৫৫
ভরতস্যাত্মজো বিদ্বান্ সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ ।
বভূব তস্মিংস্তদ্রাজ্যং ভরতঃ সোহভ্যষেচয়ৎ ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীকো বনং রাজা বিবেশ হ ॥৫৬
তৈজসস্তু সুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ ।
তৈজসস্যাত্মজো বিদ্বান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ ॥৫৭
পরমেষ্ঠী সুতশ্চাথ নিধনস্য ব্যজায়ত ।
প্রতীহারকুলে তস্য নাম্না জজ্ঞে তদন্বয়াৎ ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাতো জজ্ঞে তস্যাপি ধীমতঃ ॥
উন্নেতা প্রতিহর্ত্তুস্তু ভবস্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ ।
উদ্গীথস্তস্য পুত্রোহভূৎ প্রাস্তারিশ্চাপি তৎ সুতঃ
প্রাস্তারেস্তু বিভুঃ পুত্রঃ পৃথুস্তস্য সুতো মতঃ ।
পৃথোশ্চাপি সুতো নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ স্মৃতঃ ।
গয়স্য তু নয়ঃ পুত্রো নয়স্যাপি সুতো বিরাট্ ।
বিরাট্ সুতো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্য সুতোহভবৎ
ধীমতশ্চ মহান্ পুত্রো মহতশ্চাপি ভৌমনঃ ।
ভৌমনস্য সুতস্ত্বষ্টা বিরজাস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬২
রজো বিরজসঃ পুত্রঃ শতজিদ্রজসস্তথা ।
তস্য পুত্রশতঞ্চাসীদ্রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৬৩
বিশ্বজ্যোতিঃপ্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ।
তৈরিদং ভারতং বর্ষং সপ্তখণ্ডং কৃতং পুরা ॥৬৪
তেষাং বংশপ্রসূতৈস্তু ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা ।
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি যুগাখ্যান্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৬৫
যেহতীতাস্তৈর্যুগৈঃ সার্দ্ধং রাজানস্তে তদন্বয়াঃ ।
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৬৬
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পূরিতং জগৎ ।
ঋষিভির্দৈবতৈশ্চাপি পিতৃগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ ॥ ৬৭
যক্ষভূতপিশাচৈশ্চ মনুষ্যমৃগপক্ষিভিঃ ।
তেষাং সৃষ্টিরিয়ং লোকে যুগৈঃ সহ বিবর্ত্ততে ॥৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুস্ত্রিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ ঋষভ জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে দক্ষিণদিক্‌স্থিত হিমাহ্ব নামক বর্ষে অভিষিক্ত করত প্রব্রজ্যাধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই ভরতের নামানুসারেই পণ্ডিতগণ এই বর্ষকে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করেন। ভরতের পুত্রের নাম সুমতি, তিনি অতিমাত্র বিদ্বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ভরত এই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনবাসী হয়েন। সুমতির পুত্রের নাম তৈজস, ইনি বিলক্ষণ প্রজাপালক ও শত্রুনাশক ছিলেন। তৈজসের পুত্রের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্বান্ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায় হইলে, তাঁহার পরমেষ্ঠী নামক এক প্রিয়দর্শন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; প্রতীহার বংশে ইহার জন্ম হয় বলিয়া ইনি প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত হয়েন। ধীমান্ প্রতিহর্ত্তার পুত্রের নাম উন্নেতা; উন্নেতার পুত্র ভব; ভবের পুত্র উদ্গীথ, তাঁহার পুত্রের নাম প্রাস্তারি। প্রাস্তারির পুত্রের নাম বিভু, বিভুর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্রের নাম গয়। গয়ের পুত্র নয়, নয়ের পুত্র বিরাট্। এই বিরাটের ধীমান্ নামক এক মহাবীর্য্যশালী পুত্র হয়। ধীমানের পুত্রের নাম মহান্, মহানের পুত্র ভৌমন, ভৌমনের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজা, বিরজের পুত্র রজঃ এবং রজের পুত্র শতজিৎ। এই শতজিতের একশত পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই রাজ্যপালনে রত ছিলেন। ঐ সকল পুত্রের মধ্যে যিনি প্রধান, তাহার নাম বিশ্বজ্যোতিঃ। এই বিশ্বজ্যোতিঃ প্রভৃতি সমস্ত পুত্রই স্ব স্ব বংশের বিস্তার সাধন করিয়া পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণই সত্য ত্রেতা প্রভৃতি একসপ্ততি যুগকাল এই ভারতবর্ষ শাসন করেন। সেই পূর্ব্বতন শত সহস্র রাজগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যথাক্রমে রাজ্যশাসন করিয়া যুগের সহিত তাঁহারাও অন্তর্হিত হইয়াছেন। যে স্বায়ম্ভুব বংশ দ্বারা ঋষি, দেবতা, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষি প্রভৃতিতে এই নিখিলজগৎ পরিপূরিত হইয়াছে, সেই স্বায়ম্ভুব বংশ বর্ণিত

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

এবং প্রজাসন্নিবেশং শ্রুত্বা বৈ শাংশপায়নঃ ।
পপ্রচ্ছ নিপুণং সূতং পৃথিব্যায়ামবিস্তরৌ ॥ ১
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতাশ্চ কতি স্মৃতাঃ ।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ কাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকৌ তথৈব চ ।
পর্য্যায়পারিমাণ্যঞ্চ গতিশ্চন্দ্রার্কয়োস্তথা ॥ ৩
এতৎ প্রব্রূহি নঃ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথা তথা ।
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্ত চান্তর্গতানি বৈ ॥ ৪

সূত উবাচ ।

ন শক্যন্তে প্রমাণেন বক্তুং বর্ষশতৈরপি ।
সপ্তদ্বীপস্তু বক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ ॥ ৫
যেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ।
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ ॥ ৬
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যং বিভাষ্যতে ।
নববর্ষং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথা তথা ॥ ৭
বিস্তরান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনৈস্তন্নিবোধত ।
শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ৮
নানাজনপদাকীর্ণৈঃ পুরৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ পর্ব্বতৈরুপশোভিতম্ ॥ ৯
সর্ব্বধাতুনিবদ্ধৈশ্চ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ ।
পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা ॥ ১০
জম্বুদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ।
নবভিশ্চাবৃতঃ সর্ব্বৈর্ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ ॥ ১১
লাবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ১২
প্রাগায়তাঃ সুপর্ব্বাণঃ ষড়িমে বর্ষপর্ব্বতাঃ ।
অবগাঢ়া উভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ১৩
হিমপ্রায়শ্চ হিমবান্ হেমকূটশ্চ হেমবান্ ।

হইল। ইহলোকে তাঁহাদিগের এই সৃষ্টি প্রত্যেক যুগের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ৫৪—৬৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূতের নিকট প্রজাসন্নিবেশ বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি শাংশপায়ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিমাণ কত? এবং ইহাতে কত দ্বীপ, সাগর, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদী বিদ্যমান? আর এই সকল মহাভূত এবং লোকালোক পর্ব্বতের প্রমাণ কিরূপ এবং এই সকলের পরিমাণ ও চন্দ্রসূর্যের গতির নিয়মই বা কি? দ্বীপভেদ ও দ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপ-সমূহের বিবরণ কি, এই সকল বিষয় যথাশাস্ত্র আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন, এই সপ্তদ্বীপের মধ্যেও সহস্র সহস্র দ্বীপ আছে, শতবৎসর যাবৎ বলিলেও তাহা শেষ করা যায় না। অতএব আমি সেই সকল উপদ্বীপের কথা ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি সহ জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের বিষয়ই বলিব। মনুষ্য-গণ তর্ক বা যুক্তি বলে এই সকল দ্বীপের পরিমাণ নির্ণয় করে; ফল কথা, তর্কদ্বারা ইহার যথার্থ পরিমাণ অবধারণ করা যায় না। কারণ এই সকল বিষয় চিন্তার অবিষয়ীভূত। পদার্থ সম্বন্ধে সুতর্ক বা সুযুক্তি প্রদর্শন করা যায় না, সুতরাং তাহাতে দ্বীপের পরিমাণ প্রভৃতি নির্ণীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। এই দ্বীপা-দির পরিমাণও আমাদের প্রকৃতির অবিষয়ী-ভূত বলিয়া অচিন্ত্য, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে তর্ক প্রমাণ হইতে পারে না। নববর্ষের বিষয় বলিব, এক্ষণে জম্বুদ্বীপের আয়ামাদি শ্রবণ কর। এই জম্বুদ্বীপ স্থূল, শ্রীমান্ ও নানাবিধ জনপদ, বিবিধ নগর ও প্রাণিনিচয়, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শৈলসমুদ্ভব ধাতু ও গিরিজাত নানা নদী, অসংখ্য শৈল, এবং নানাবিধ প্রাণি-পুঞ্জপরিবৃত নববর্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া অতীব শোভাশালী। এই দ্বীপ স্ব-সম-বিস্তৃত লবণসাগরে পরিবেষ্টিত। ১—১২। এই জম্বুদ্বীপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তম গ্রন্থিযুক্ত পূর্ব্বভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ঈদৃশ ছয়টি বর্ষ পর্ব্বত আছে। তাহাদের মধ্যে

উরুণাদিত্যবর্ণাভো হৈরণ্যো নিষধঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
চাতুর্বর্ণস্তু সৌবর্ণো মেরুশ্চোচ্চতমঃ স্মৃতঃ।
চূড়াকৃতিপ্রমাণশ্চ চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৫
নানাবর্ণস্তু পার্শ্বেষু প্রজাপতিগুণান্বিতঃ।
নাভিবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৬
পূর্ব্বতঃ শ্বেতবর্ণোঽসৌ ব্রাহ্মণ্যং তস্য তেন তৎ।
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যত্বমিষ্যতে ॥ ১৭
ভৃঙ্গপত্রনিভশ্চাসৌ পশ্চিমেন মহাবলঃ।
তেনাস্য শূদ্রতাং দৃষ্ট্বা মেরোর্নানার্থকারণাৎ ॥ ১৮
পার্শ্বমুত্তরতস্তস্য রক্তবর্ণং স্বভাবতঃ।
তেনাস্য ক্ষত্রতা চ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ব্যক্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতশৃঙ্গো হিরণ্ময়ঃ ॥ ২০
ময়ূরবর্হবর্ণস্তু শাতকৌম্ভস্তু শৃঙ্গবান্।
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ॥ ২১
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো নবসাহস্র উচ্যতে।
মধ্যে ত্বিলাবৃতো যস্তু মহামেরোঃ সমন্ততঃ ॥ ২২
নবৈব তু সহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ পর্ব্বতস্তু সঃ।
মধ্যে তস্য মহামেরোর্নিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৩
বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং মেরোরুত্তরার্দ্ধং তথোত্তরম্।
বর্ষাণি যানি সপ্তাত্র তেষাং যে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ২৪
দ্বে দ্বে সহস্রে বিস্তীর্ণে যোজনানাং তথোচ্ছ্রয়াৎ।
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাত্তেষামায়াম উচ্যতে ॥ ২৫
যোজনানাং সহস্রাণি শতে দ্বে মধ্যমৌ গিরী।
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তাভ্যাং হীনাস্তু যেঽপরে ॥ ২৬
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবান্ শৃঙ্গবাংশ্চ যঃ।
নবতিদ্বাবশীত্যর্দ্ধে সহস্রাণ্যায়তাস্তু যে ॥ ২৭
তেষাং মধ্যে জনপদাস্তানি বর্ষাণি সপ্ত বৈ।
প্রপাতবিষমৈস্তৈস্তু পর্ব্বতৈরাবৃতানি চ ॥ ২৮
সন্ততানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্।
বসন্তি তেষু সত্বানি নানাজাতীনি ভাগশঃ ॥ ২৯
ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকূটং পরং তস্মান্নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥ ৩০
নিষধং হেমকূটস্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।

হিমালয় পর্ব্বত অতিশয় হিমপ্রধান হেমকূট, পর্ব্বত স্বর্ণময় এবং নিষধ পর্ব্বত হিরণ্ময় ও প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী। মেরু পর্ব্বত অতীব উচ্চ, রক্তবর্ণ এবং সুবর্ণময়; ইহা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার নাভিগ্রন্থি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিয়া তদীয় গুণমণ্ডিত ও চারিবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রস্বরূপে অবস্থিত। এই মেরুর চূড়ার আকৃতি চতুরস্ররূপে উচ্ছ্রিত। এই মেরুর পূর্ব্বভাগ শ্বেতবর্ণ বলিয়া ব্রাহ্মণ, দক্ষিণভাগ পীতবর্ণ বলিয়া বৈশ্য, পশ্চিমভাগ ভৃঙ্গপত্রসমান বর্ণ বলিয়া শূদ্র, উত্তরপার্শ্ব রক্তবর্ণ বলিয়া ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত। ইহা বর্ণ ও পরিমাণ দ্বারা স্বভাবতই প্রসিদ্ধ। নীল, বৈদূর্য্যময়, শ্বেতশৃঙ্গ, হিরণ্ময়, ময়ূর-বর্হবর্ণ, শাতকৌম্ভ ও শৃঙ্গবান্ এই শ্রেষ্ঠতর পর্ব্বত সকল সিদ্ধ ও চারণগণে পরিসেবিত হইয়া ইহার মধ্যে বিরাজিত আছে। ইহাদের নব সহস্র যোজন অন্তর বিকম্ভ আছে। এই মহামেরুর মধ্যভাগে নব সহস্র যোজন বিস্তৃত ইলাবৃতবর্ষ নির্ধূম অগ্নির ন্যায় বিরাজমান। মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণাংশ বেদীদেশের দক্ষিণার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। এই মেরুপর্ব্বতে যে সাতটি বর্ষ আছে,—তদবস্থিত বর্ষ পর্ব্বতগুলির পরিমাণ স্ব স্ব উচ্চতা অপেক্ষা দুই সহস্র যোজন অধিক বিস্তৃত এবং জম্বুদ্বীপের বিস্তারানুসারে ইহাদের দীর্ঘতা অবধারণীয়। ১৩—২৫। নীল ও নিষধ নামধেয় পর্ব্বত মধ্যম বলিয়া বিখ্যাত, ইহাদের বিস্তার দুই শত সহস্র যোজন পরিমিত। উক্ত পর্ব্বতদ্বয় ভিন্ন হিমবান্, হিমকূট ও শৃঙ্গবান্ প্রভৃতি যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহাদের আয়তন বিনবতি সহস্র অশীতি যোজন। উক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে বহুবিধ জনপদ এবং যথাসম্ভব সমবিষম শৈলসমাবৃত সাতটী বর্ষ আছে; এই সকল বর্ষ অগম্য এবং নানাবিধ নদনদীগণে পরিব্যাপ্ত; উল্লিখিত বর্ষসমূহে নানাজাতীয় প্রাণিগণ অবস্থান করে। পূর্ব্বোক্ত হিমালয় শৈলসংসৃষ্ট বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম হৈমবত। তৎপরবর্ত্তী হেমকূটসংসৃষ্ট বর্ষ কিম্পুরুষ, পরবর্ত্তী নিষধ

হরিবর্ষাৎ পরশ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১
ইলাবৃতপরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্ ।
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্ময়ম্ ॥ ৩২
হিরণ্ময়াৎ পরশ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরুং বিদুঃ ।
ধনুঃ সংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে ॥ ৩৩
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ।
অর্বাক্ চ নিষধস্যাথ বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্ ॥ ৩৪
পরং নীলবতো যচ্চ বেদ্যর্দ্ধন্তু তদুত্তরম্ ।
বেদ্যর্দ্ধে দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে ॥ ৩৫
তয়োর্ম্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলাবৃতম্ ।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৩৬
উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ ।
যোজনানাং সহস্রে দ্বে বিষ্কম্ভান্ মাল্যবান্ স্মৃতঃ
আয়ামতশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৩৮
আয়ামাদথ বিস্তারান্মাল্যবানিতি বিশ্রুতঃ ।
পরিমণ্ডলয়োর্ম্মধ্যে মেরোঃ কনকপর্ব্বতঃ ॥ ৩৯

চতুর্ব্বর্ণঃ সুসৌবর্ণশ্চতুরস্রঃসমুচ্ছ্রিতঃ ।
অব্যক্তা ধাতবঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না জলাদয়ঃ ॥ ৪০
অব্যক্তাৎ পৃথিবীপদ্মং মেরুপর্ব্বতকর্ণিকম্ ।
চতুষ্পত্রং সমুৎপন্নং ব্যক্তং পঞ্চগুণং মহৎ ॥ ৪১
ততঃ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্নাঃ বিজ্ঞেয়া দ্বিজসত্তমাঃ ।
নৈককল্পস্থিতৈঃ পুণ্যৈর্ব্বিবিধৈঃ প্রাণুপার্জ্জিতৈঃ ॥ ৪২
কৃতাত্মভির্বিনীতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।
মহাদেবো মহাযোগী জগৎশ্রেষ্ঠো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৩
সর্ব্বলোকগতোঽনন্তো হ্যমূর্ত্তিঃ পদ্মজাতো ।
ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্ম্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা ॥ ৪৪
যোগাচ্চৈবেশ্বরত্বাচ্চ সর্ব্বাত্মগত এব সঃ ।
তস্য নাভ্যাং সমুৎপন্নং লোকপদ্মং সনাতনম্ ॥ ৪৫
কল্পশেষস্য তস্যাদৌ কালস্য গতিরীদৃশী
তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৪৬
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ ।
তস্য বীজং বিসর্গো হি পুষ্করস্য যথার্থবৎ ॥ ৪৭

সংযুক্ত বর্ষ হরিবর্ষ ও তৎপরবর্ত্তী মেরুসংযুক্ত বর্ষ ইলাবৃতবর্ষ নামে নির্দ্দিষ্ট। ইলাবৃতের পরে নীল. রম্যক ও পরে হিরণ্ময় বর্ষ বিদ্যমান। হিরণ্ময়ের পর শৃঙ্গবান্ ও কুরুবর্ষ। মেরুর দক্ষিণ এবং উত্তরে যে দুইটি বর্ষ আছে, তাহাদের আকার ধনুকের ন্যায়। উল্লিখিত বর্ষ সকলের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ চতুষ্কোণ ও চারি সহস্র যোজন দীর্ঘ। নিষধ পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ বেদীর দক্ষিণার্দ্ধ এবং নীলবান পর্ব্বতের পশ্চিমাংশই তাহার উত্তরার্দ্ধ বলিয়া বিদিত। বেদীর অগ্রভাগের দক্ষিণে তিন তিনটি বর্ষ আছে। উল্লিখিত উত্তর ও দক্ষিণস্থ বর্ষগুলির মধ্যে মেরুমধ্যস্থ ইলাবৃতবর্ষ বিরাজমান। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে সহস্র যোজনপরিমিত উত্তরদিকে আয়ত মাল্যবান্ নামক মহাশৈল। ইহা নিষধ ও নীল পর্ব্বতের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের আয়তন চতুস্ত্রিংশ সহস্র যোজন। মাল্যবানের পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত, ইহা মাল্যবানের ন্যায় দীর্ঘ ও বিস্তৃত। বর্ত্তুলাকার জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থিত মধ্যভাগে অত্যুচ্চ, স্বর্ণময় চতুষ্কোণ চতুর্বর্ণাত্মক মেরুপর্ব্বত অবস্থিত; এই মেরুপর্ব্বত হইতেই সমুদায় অব্যক্ত ধাতু ও জলাদির জন্ম হইয়াছে। ২৮—৪০। অব্যক্ত পরমাত্ম হইতে এই পৃথিবীপদ্ম, চতুষ্পত্র অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অভিমান এবং ব্যক্ত পঞ্চগুণ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মেরুপর্ব্বত এই পৃথিবীপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ। উক্ত চতুষ্পত্র হইতে অনেক কল্পার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবে চিত্তবৃত্তি সকল সমুৎপন্ন হয়। নির্ম্মলচিত্ত যোগিগণসেবনীয়, মেদোমাংসাস্থিময় প্রাকৃত মূর্ত্তি-বিহীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যোগিপ্রবর অনন্তস্বরূপ মহাদেবই এই সনাতন লোকপদ্মের আবির্ভাবের কারণ। তিনি যোগ ও ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। পূর্ব্বকল্প শেষ হইলে যখন পরকল্পের প্রারম্ভকাল উপস্থিত হয়, তাৎকালিক গতিবিধি অনুসারে বর্ণিত লোকপদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের অধীশ্বর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। শাস্ত্রে এই ব্রহ্মা সর্ব্বজগতের স্রষ্টা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হে ঋষিগণ! আমি সেই লোকপদ্মের বীজ ও প্রজাসৃষ্টির

কৃৎস্নঃ প্রজানিসর্গস্তু বিস্তরেণেহ কথ্যতে।
যদজং বৈষ্ণবং কার্য্যং ততস্তন্নাভিতোঽভবৎ।
পদ্মাকারা সমুৎপন্না পৃথিবী পর্ব্বতক্রমা॥ ৪৮
তদস্য লোকপদ্মস্য বিস্তরেণ প্রকাশিতম্।
বর্ণ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণু দ্বিজাঃ॥ ৪৯
মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ।
পদ্মকর্ণিকসংস্থানো মেরুর্নাম মহাবলঃ॥ ৫০
নানাবর্ণস্তু পার্শ্বেষু পূর্ব্বতঃ শ্বেত উচ্যতে।
রক্তস্তু দক্ষিণং তস্য শৃঙ্গং কৃষ্ণং তথাপরম্॥ ৫১
উত্তরং তস্য পীতং বৈ শোভিবর্ণসমন্বিতম্।
মেরোস্তু শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু বেষ্টিতঃ
তরুণাদিত্যবর্ণাভো বিধূম ইব পাবকঃ।
চতুরশীতিসাহস্র উৎসেধেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৩
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তৃতস্তাবদেব তু।
শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতম্॥ ৫৪
বিস্তারাৎ ত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ।
মণ্ডলেন প্রমাণেন ত্র্যস্রেঽর্দ্ধস্তু তদিষ্যতে॥ ৫৫

চত্বারিংশৎ সহস্রাণি যোজনানাং সমন্ততঃ।
অষ্টাভিরধিকানি স্যুঃ ত্র্যস্রে মানে প্রকীর্ত্তিতম্॥
চতুরস্রেণ মানেন পরিণাহঃ সমন্ততঃ।
চতুঃষষ্টি সহস্রাণি যোজনানাং বিধীয়তে॥ ৫৭
স পর্ব্বতো মহাদিব্যো দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ।
ভুবনৈরাবৃতঃ সর্ব্বৈ জাতরূপময়ৈঃ শুভৈঃ॥ ৫৮
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥৫৯
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ।
চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানাপার্শ্বেষধিষ্ঠিতাঃ॥৬০
ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ৬১
কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য সমন্তাৎপরিমণ্ডলা।
যোজনানাং সহস্রাণি নবত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতা॥৬২
চতুরশীতিরুৎসেধাদন্তরান্তরবেষ্টিতা।
ত্রিংশদভিষট্ সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
তস্য কেশরজালানি বিস্তীর্ণানি সমন্ততঃ॥ ৬৩
সহস্রাণাং শতং পূর্ণং সাশীতানি পৃথূনিব।

সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে যে লোক-পদ্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈষ্ণবপদ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত পদ্মের নাভিদেশ হইতে বন ও বৃক্ষাদিবিশিষ্ট এই পৃথিবী সম্ভূত হইয়াছে। বর্ণিত লোকপদ্ম হইতে যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ক্রমানুসারে বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাদ্বীপচতুষ্টয় এই লোকপদ্মের পত্র এবং মেরুপর্ব্বত ইহার কর্ণিকাস্বরূপ। এই মেরুর পার্শ্বদেশ সকল নানাবর্ণবিশিষ্ট; পশ্চিমশৃঙ্গ কৃষ্ণ, পূর্ব্বশৃঙ্গ শ্বেত, দক্ষিণশৃঙ্গ রক্ত ও উত্তর শৃঙ্গ পীতবর্ণ। এই মেরু প্রাতঃকালীন সূর্য্য ও নির্ধূম অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। এই মেরুর ষোড়শ সহস্র যোজনপরিমিত অংশ অধোভাগে নিহিত, তাহার বিস্তার ষোড়শসহস্র যোজন। শরাবসদৃশ মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত। এই মেরুর মণ্ডলাকার পরিধি বিস্তারে ত্রিগুণ অর্থাৎ ষণ্ণবতি সহস্র

যোজন, ত্রিকোণ প্রমাণে অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন এবং চতুষ্কোণপ্রমাণে চতুঃষষ্টি সহস্র যোজন। এই মেরু অতিশয় দীপ্তিমান্ এবং নানাবিধ ঔষধিপূর্ণ, ইহা বহুতর স্বর্ণময় ভবন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মধ্যভাগে অবস্থিত। এই মেরুপর্ব্বতে বহুবিধ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস ও সুদর্শন অপ্সরাগণ বিদ্যমান। বহুভুবন-সমাবৃত এই মেরুর চারিদিকে চারিটি দেশ আছে ৪৯—৬০। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব, দক্ষিণে ভরত, পশ্চিমে কেতুমাল এবং উত্তরে কুরুদেশ; এই সমস্ত দেশই পুণ্যশীল লোকের আবাসভূমি। এই লোকপদ্মকর্ণিকার অর্থাৎ মেরুর চারিদিকের পরিধি উনচত্বারিংশৎসহস্র যোজন; ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। এই মেরুকর্ণিকার বাম দিকে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র যোজন-পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া তাহার কেশরজাল শোভা পাইতেছে। এইরূপে স্থূলতায় শত সহস্র অশীতি যোজন বলিয়া বোধ হয়।

চত্বারি তস্য পত্রাণি যোজনানাং চতুর্দ্দশম্ ॥ ৬৪
তত্র যাসৌ ময়া পূর্ব্বং কর্ণিকেত্যভিশব্দিতা।
তাং বর্ণ্যমানামেকাগ্রাং সমাসেন নিবোধত ॥ ৬৫
শতাস্রিমেনং মেনেঽত্রিঃ সহস্রাস্রিম্ভৃগুঃ।
অষ্টাস্রিমেবং সাবর্ণিশ্চতুরস্রস্তু ভাগুরিঃ ॥ ৬৬
বর্ষায়ণিস্তু সামুদ্রং শরাবকৈব গালবঃ।
উর্দ্ধশ্রেণীকৃতং গার্গ্যঃ ক্রোষ্টুকিঃ পরিমণ্ডলম্ ॥৬৭
যদ্যদ্ যস্য হি যৎ পার্শ্বং পর্ব্বতাধিপতেস্ত্বিঃ।
তত্তদ্দেবাস্য বেদাসৌ ব্রহ্মৈনং বেদ কৃৎস্নশঃ ॥৬৮
মণিরত্নময়ং চিত্রং নানাবর্ণপ্রভাযুতম্।
অনেকবর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥ ৬৯
কান্তং সহস্রপর্ব্বাণং সহস্রোদককন্দরম্।
সহস্রশতপত্রং তং বিদ্ধি মেরুং নগোত্তমম্ ॥ ৭০
মণিরত্নার্পিতস্তম্ভৈর্মণিচিত্রিতবেদিকৈঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রাঙ্গৈস্তথা বিক্রমতোরণৈঃ ॥ ৭১
বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শতসংখ্যৈর্দিবৌকসাম্।
প্রভাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৭২
তস্য পর্ব্বসহস্রেষ্বস্মিন্ নানাশ্রয়বিভূষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ ॥ ৭৩
তমাবসচ্চোর্দ্ধ তলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠাস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥৭৪
মহাভবনসম্পূর্ণৈঃ সর্বৈঃ কামফলপ্রদৈঃ।
মহাসুরসহস্রেস্তং দিক্ষ্বনেকসমাকুলম্ ॥ ৭৫
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥৭৬
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিম্না বর্ত্ততে সদা ॥ ৭৭
ইষ্ট্যাপূজ্যানমস্কারৈরর্চ্চনীয়মথার্চ্চয়ন্ ॥ ৭৮
যৈরচ্ছিদ্রমসংকল্পৈর্ব্রহ্মচর্য্যং মহাত্মভিঃ।
চরদ্ভিরর্জ্জিতং ব্রহ্ম যথোক্তং ব্রহ্মচারিভিঃ ॥৭৯
সম্যগিষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা চ পিতৃদেবার্চ্চনে রতাঃ।

পূর্ব্বোল্লিখিত লোকপদ্মের চারিদিকে চারিটি পত্র আছে, সেই পত্রগুলি অতিশয় বৃহৎ, উহা চতুর্দ্দশ যোজন বিস্তৃত। ইতিপূর্ব্বে আমি যে কর্ণিকার কথা কহিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার বিস্তার করিয়া বলিব, একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। এই মেরুপর্ব্বতকে অত্রি মুনি শতকোণ, ভৃগু মুনি সহস্রকোণ, সাবর্ণি অষ্টকোণ, ভাগুরি চতুষ্কোণ, বর্ষায়নি সাগরাকার, গালব শরাবাকৃতি, গার্গ্য উর্দ্ধবালাকৃতি অর্থাৎ মস্তকোপরি কেশ বন্ধন করিলে যে আকার হয়, তদনুরূপ এবং ক্রোষ্টুকি বর্ত্তুলাকার বলেন। বস্তুতঃ এই পর্ব্বতের আকৃতি কেহই মনুষ্য জীবনে জানিতে সক্ষম হয় না। এই পর্ব্বতের যেদিক্ যে ঋষি দেখিয়াছেন, তিনি সেই দিকের আকৃতি অনুমান করিয়াছেন, ফল কথা, তিনি সমস্ত পর্ব্বতাকৃতি জানিতে পারেন নাই। একমাত্র ব্রহ্মাই তাহার সর্ব্বাংশ দর্শনে সমর্থ। এই পর্ব্বতোত্তম মেরু নানা মণি, রত্ন ও সুবর্ণাদি বিবিধবর্ণে বিভূষিত হইয়া সাতিশয় মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাতে সহস্র সহস্র গ্রন্থি, সহস্রগুণ জলময় গুহা এবং সহস্র সহস্র পত্র বিদ্যমান। ৬১—৭০। এই পর্ব্বতে পর্ব্বে পর্ব্বে মণিরত্নমণ্ডিত স্তম্ভ, মণিচিত্রিত বেদিকা, সুবর্ণ-নির্ম্মিত মণিরত্নময় তোরণ এবং সুরগণের বহুবিধ বিমানযান শোভমান। এই মেরুর নানাবর্ণময় পর্ব্বসমূহে দেবগণের বহুবিধ নিবাসস্থান বিরাজমান। সেই নানাদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতমধ্যে সর্ব্বকামপ্রদ চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন, ঐ সকল দেবতার আবাসস্থান সুবৃহৎ ও সাতিশয় মনোহর। এই মেরুর পূর্ব্বশৃঙ্গে ব্রহ্মর্ষিগণ-পূজিত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ মনোবতী নাম্নী ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সভাতে পিতামহ ব্রহ্মা সহস্রসূর্য্যসম দীপ্তিমান্ বিমান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মার এই মহাসভাতে সর্ব্বদা ঋষিসমূহসহ সুরগণ বিরাজ করেন এবং যজ্ঞ, পূজা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজনীয় প্রজাপতির পূজা করিয়া থাকেন। মহাত্মা ব্রহ্মচারিগণ সংকল্পশূন্য হইয়া যথাবিহিত উগ্রতর সুনির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তথায় স্ব স্ব

প্রাণিনঃ শুক্লকর্ম্মাণো বিভক্তাঃ করুণাত্মকাঃ ॥৮০
যমৈর্নিয়মমার্গৈশ্চ দৃঢ়ৈর্নির্গতকল্মষাঃ।
তেষাং নিয়ামশুক্লোঽসৌ ব্রহ্মলোকে হ্যনিন্দিতঃ
উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষাং গতীনাং পরমা গতিঃ।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যোজনানাং স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮২
ততশ্চ কৃষ্ণে রুচিরে তরুণাদিত্যবর্চ্চসি।
মহাগিরিতটে রম্যে রত্নভূতৈর্বিচিত্রিতে ॥ ৮৩
নৈকরত্নপ্রভাব্যাপ্তে মণিতোরণকন্দরে।
মেরৌ সর্ব্বেষু পার্শ্বেষু সমন্তাৎ পরিমণ্ডলে ॥ ৮৪
ত্রিংশদ্‌যোজনসাহস্রে চক্রবাটে নগোত্তমে।
দশযোজনসাহস্রা চক্রবাটায়তির্ম্মতা ॥ ৮৫
নাপ্যৰ্দ্ধতটসামাগ্যা নাপি ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতা।
দিগ্‌ব্যোমসদৃশাকারা স্থিতাঃ সা অমরাবতী ॥ ৮৬
তিরস্কৃতৈঃ প্রভাভিস্তু সূর্য্যাদ্যৈর্জ্যোতিষাং গণৈঃ

কর্ম্মানুসারে বিভক্ত প্রাণিগণ নিরন্তর শ্রাদ্ধ ও যাগাদি করিয়া পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় নিরত, তাঁহাদের কর্ম্মসকল নির্দ্দোষ এবং অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মলোকে জীবগণ যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের দৃঢ়তর অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ হন, সুতরাং কখন তাঁহারা রোগশোকাদি দ্বারা অভিভূত হন না। যত প্রকার সদ্গতিপ্রদ স্থান আছে, তন্মধ্যে এই ব্রহ্মলোকই শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত লোকের সর্ব্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। এই লোক চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন আয়ত। অনন্তর তাহার চারিপার্শ্বে মণ্ডলরূপে ব্যাপ্ত কৃষ্ণবর্ণ মনোহর মনোমাত্রানুভূত, অনির্ব্বচনীয় মহাগিরিতটে বিচিত্রিত তরুণতপন-তুল্য প্রভাসম্পন্ন মনোরম মণিতোরণময় কন্দরশালা বহুবিধ রত্নসমূহের প্রভা দ্বারা সমুজ্জ্বল মেরুপর্ব্বতে দশসহস্র যোজনায়ত ও ত্রিংশৎসহস্র যোজন উচ্চ চক্রবাট গিরি বিদ্যমান। ঐ তটের অতি উচ্চেও নয় এবং অতি ভূমিসমীপেও নয়, এরূপ এক স্থানে দিগাকাশ সদৃশ দর্শনীয় সুবিশাল অমরাবতীনগর প্রতিষ্ঠিত। ঐ অমরাবতী চক্রবাট তুল্য আয়তা। উহার প্রভাপটলে তিরস্কৃত হইয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ উদয় ও

উদয়াস্তময়নং যান্তি তেষামপ্যচলোত্তমাঃ।
জ্যোতিষাং তৎপরিভ্রামৈঃ পুরস্তাদ্বক্ষ্যতেঽন্তরে

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে
পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ততঃ সর্ব্বামরৈঃ পূর্ণং চক্রবাটং প্রজাপতেঃ।
দুর্দ্ধর্ষং বলদৃপ্তানাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥ ১
নির্য্যূহবলভীচিত্রং প্রতোলীশতমণ্ডিতম্।
তপ্তজাম্বূনদময়ং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্ ॥ ২
নানারত্নবিচিত্রাভির্নির্ম্মিতাভির্মহাত্মনাম্।
মহাভবনকোটিভিরনেকাভির্বিভূষিতম্ ॥ ৩
তস্মিন্নুত্তরপূর্ব্বেঽস্মিন্ দিগ্‌দেশে সমবর্চ্চসি।
চক্রবাটপরিক্ষিপ্তে নানারত্নবিভূষিতে।
রম্যামরগণাকীর্ণে বিশদদ্রুমমণ্ডিতে ॥ ৪

অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন। জ্যোতিষ্কগণের পরিভ্রমণ-পথে স্থিত বলিয়া তদগ্রবর্ত্তী অচলসমূহেরও বিবরণ বর্ণিত হইবে। ৭১—৮৭ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর প্রজাপতির অমরগণ-পরিপূরিত চক্রবাট-গিরি। ঐ গিরি বলোদ্দীপ্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণেরও দুর্দ্ধর্ষ। উহা দেবগণের মনোহর শত শত দ্বার, বলভী ও প্রতোলী দ্বারা মণ্ডিত, প্রতপ্তকাঞ্চনময় এবং অত্যুচ্চ প্রাচীর ও তোরণে সমন্বিত এবং নানাবিধ রত্ন-খচিত কোটি কোটি প্রকাণ্ড ভবনে ভূষিত। উহার উত্তর, পূর্ব্বদিগ্‌দেশ বিবিধ রত্নে রঞ্জিত, মনোজ্ঞদর্শন অমরগণে পূরিত ও মনোহর তরুনিচয়ে আকীর্ণ। তথায় চক্রবাটের সমীপে মনোহর অমরাবতীনাম্নী পুরন্দরপুরী অবস্থিত।

মহাভবনসংকীর্ণা বিমানশতসঙ্কুলা।
মহাবাপীশতাকীর্ণা দিব্যাদিব্যৈর্বিভূষিতা ॥ ৫
ত্রিদশানাং মহাযানৈরুপস্থানগতৈঃ সদা।
শোভিতা পুষ্করগণৈঃ পতাকাধ্বজমালিনী ॥ ৬
মহাযক্ষৈর্মহানাগৈর্মহাগন্ধর্ব্বসাধুভিঃ।
মহাপ্সরোগণৈশ্চৈব মহামুনিগণৈঃ সদা ॥ ৭
তপঃস্থানাগতৈঃ সিদ্ধৈরাকীর্ণা বিবিধাশ্রমা।
পুরন্দরপুরী রম্যা সমৃদ্ধাপ্যমরাবতী ॥ ৮
মধ্যে তস্য মহাপুর্য্যাঃ পরমা বজ্রবেদিকা।
সুধাবগাহা দেবানাং ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৯
প্রান্ততোরণনির্য্যূহা হেমজালপরিষ্কৃতা।
নৈকস্তম্ভসহস্রৈস্তু সর্ব্বরত্নময়ৈর্বৃতা ॥ ১০
রত্নচিত্রমহাভৌমা চিত্রতোরণবেদিকা।
মহার্হাস্তরণোপেতৈঃ পরিষ্কৈস্তৈর্হিরাসনৈঃ ॥ ১১
রত্নোপচিতসংশ্লিষ্টা বিচিত্রকটকোজ্জ্বলা।
মনোজ্ঞস্রক্কুসুমসম্ভারা বায়ুনা কিঙ্কিণীরিতা ॥ ১২

ঐ পুরী নানারত্ন নির্ম্মিত সুবৃহৎ ভবনগণে পরিব্যাপ্ত, শত শত সুবৃহৎ বাপীসমূহ দ্বারা পরিশোভিত এবং ভবন পর্য্যন্ত ভূমিস্থিত দেবযানসমূহ দ্বারা সুশোভিত, মনোহর, পদ্মসমূহে শোভান্বিত, বিবিধ ধ্বজ-পতাকায় উচ্ছ্রিত এবং যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সাধু-মুনি ও তপস্থা-স্থান হইতে সমাগত সিদ্ধগণ দ্বারা আকীর্ণ বহুবিধ আশ্রমে পরিপূর্ণ। ঐ মহা-পুরীর মধ্যস্থলে মহেন্দ্রের মনোহর সুধর্ম্মা-নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত। ঐ সভায় দেব-গণ ও মহাত্মা মহর্ষিগণ সুখে উপবেশন করিয়া থাকেন, উহার প্রান্তভাগে তোরণ ও দ্বার সকল শোভমান। বহু রত্নময় সহস্র স্তম্ভ ঐ সভার ছাদ সকল ধারণ করিয়াছে। সভার তলভাগ বিবিধ রত্নে চিত্রিত, তাহার উপর মনোহর তোরণবেদিকা বিরাজিত। তাহার উপরিভাগ মহামূল্যরত্নখচিত দুর্লভ আস্তরণে ও আসনে পরিবৃত। উহা বিচিত্র স্তবকিত রত্নসমূহ ও বিচিত্র রত্নবলয়ে সমুজ্জ্বল। ঐ সভা বহুতর মনোরম পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত। ঐ মালা সকল বায়ুবেগে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে।

কনকোজ্জ্বলরূপাভির্মাল্যমালাভিরুজ্জ্বলা।
পারিজাতকপুষ্পাণামবলম্বৈর্বিভূষিতা ॥ ১৩
রুদ্রৈর্মরুদ্ভির্বসুভিরাদিত্যপতগেশ্বরৈঃ
পিতৃভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ ॥ ১৪
সাধ্যৈশ্চ ঋষিসংঘৈশ্চ নিয়তৈর্নিত্যসেবিতা।
ভূত্যা পরময়া যুক্তা দ্যুতিমদ্ভিঃ সমাযুতা ॥ ১৫
মহেন্দ্রস্য সভা রম্যা সুধর্ম্মা লোকবিশ্রুতঃ।
তত্র সর্ব্বিগণা দেবাশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চ তে তদা।
সমস্তাৎ তেজসাং রাশির্দেবানাং তত্র কীর্ত্ত্যতে।
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
উপাস্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥ ১৭
তত্র লোকপতেঃ স্থানমাদিত্যসমবর্চ্চসঃ।
মহেন্দ্রস্য মহারাজ্ঞঃ সর্ব্বসিদ্ধৈর্নমস্কৃতম্ ॥ ১৮
তস্মিন্ত্রৈলোক্যং লোকস্য ঋদ্ধ্যা পরময়া যুতম্।
দীপ্যতে সুরশ্রেষ্ঠৈ সুরদৈশৈর্নিত্যসেবিতম্ ॥ ১৯
দ্বিতীয়েহপ্যন্তরতটে দেশো বৈ পূর্ব্বদক্ষিণে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সুরম্যমতিতেজসম্ ॥ ২০
নৈকরত্নার্পিততলমনেকস্তম্ভসংযুতম্।
জাম্বুনদকৃতোদ্যানং নানারত্নসুবেদিকম্ ॥ ২১

পারিজাত পুষ্পসমূহে বিরচিত লম্বমান মালা সকল উহার সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ সভায় দ্যুতিমান্ রুদ্র, মরুৎ, বসু, আদিত্য, পক্ষীন্দ্র, পিতৃ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মহো-রগ, সাধ্য ও ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। সর্ব্ব দেবতার অধিষ্ঠান বলিয়াই এখানে দেবতেজের সমষ্টি আছে, এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১—১৬। উক্ত সভায় শ্রীমান্ শ্রীপতি পুরন্দরদেব দেবর্ষি ও দেবগণ দ্বারা উপাসিত হইয়া অবস্থান করেন। লোকপতি ইন্দ্রের এই আদিত্যসম প্রদীপ্ত স্থান সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে। দেবরাজের এই নিবাসস্থান বহুবিধ ঐশ্বর্য্য ও দেবশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা সততই সাতিশয় সুশোভিত। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের পূর্ব্বদক্ষিণাংশের উচ্চতর দ্বিতীয় তটে নানাবিধ রত্নময় এক উদ্যান বিদ্যমান আছে। ঐ উদ্যান নানাবিধ ধাতুচিত্রিত দীপ্তিমান্, মনোহর, অনেক স্তম্ভ-

কূটাগারৈর্বিনিক্ষিপ্তমনেকৈর্ভবনোত্তমঃ।
মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসম্ ॥ ২২
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্য মহাসভা।
সাক্ষাত্তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবমুখোঽনলঃ ॥ ২৩
শিখাশতসহস্রাঢ্যো জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
স্তুয়তে হুয়তে চৈব তত্র সর্ষিগণৈঃ সুরৈঃ ॥ ২৪
অধিদৈবকৃতং বিপ্রৈর্বিশেষঃ স তু উচ্যতে।
স বিভাগশ্চ তেজশ্চ সর্ব্বত্রৈব নসংশয়ঃ ॥ ২৫
ভোগান্তরমনুপ্রাপ্ত একতেজো বিভুঃ স্মৃতঃ।
পৃথক্‌ত্বঞ্চ হি যুক্ত্যা তু কার্য্যকারণমিশ্রিতম্ ॥ ২৬
তমগ্নিং লোকলোকজ্ঞস্তদ্বীর্য্যোস্তৎপরাক্রমৈঃ।
মহাত্মভির্মহাসিদ্ধৈর্মহাভাগৈর্নমস্কৃতম্ ॥ ২৭
তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥ ২৮
তথা চতুর্থদিগ্‌দেশে নৈঋর্ত্যাধিপতেঃ সভা।
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ২৯
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া নাম্না শুভবতী সতী ॥ ৩০
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরতটে শিবে ॥ ৩১
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্ব্বগুণোত্তমা।
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা ॥ ৩২
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্য্যবেদিকা।
তথাষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা।
মহাবিমানান্যেতানি দিক্ষ্বষ্টাসু শুভানি হি ॥ ৩৪
অষ্টানাং দেবমুখ্যানামিন্দ্রাদীনাং মহাত্মনাম্।
ঋষিভির্দ্দেবগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্মহোরগৈঃ ॥ ৩৫
সেবিতানি মহাভাগৈরুপস্থানগতৈঃ সদা।
নাকপৃষ্ঠং দিবং স্বর্গমিতি যৈঃ পরিপঠ্যতে।
বেদবেদাঙ্গবিদ্ভির্হি শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ৩৬
তদেতৎ সর্ব্বদেবানামধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে ॥ ৩৭
নিয়মৈর্বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্ব্বহুভির্নিয়তাত্মভিঃ।

বিশিষ্ট ও জাম্বুনদ স্বর্ণে নির্ম্মিত। ইহার নিম্নভাগ বহুবিধ রত্ননির্ম্মিত বেদী দ্বারা পরিশোভিত। ঐ উদ্যানে এক অত্যুৎকৃষ্ট মহামণ্ডপ আছে, ইহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন। এখানে প্রভাশালী অনলদেব অবস্থান করেন। এই মণ্ডপেই হুতাশনের তেজোবতী মহাসভা প্রতিষ্ঠিতা। এই সভাতে সর্ব্বদেবময় জ্বালামালী শত শত শিখাধর দেবশ্রেষ্ঠ হুতাশন দেব সর্ব্বদা বিরাজমান। এই হুতাশন দেবই ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও হুত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ এই অগ্নিকে অধিষ্ঠানের পার্থক্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থাৎ সূর্য্য অগ্নি ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সূর্য্য ও অগ্নির কোন প্রভেদ নাই। কার্য্যকারণরূপে বিভিন্নভাবে প্রখ্যাত অগ্নিদেব অনুপম পরাক্রমশীল ও সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। ইনি স্বীয় মাহাত্ম্যে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত ও নমস্কৃত হইয়া থাকেন। ইহার দক্ষিণাংশে তৃতীয় তটে বৈবস্বতের সুসংযমা নাম্নী সভা আছে। এই সভা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। চতুর্থদিকে ইহার দক্ষিণ পশ্চিমকোণের নিতম্বদেশে ধীমান্ বিরূপাক্ষের কৃষ্ণাঙ্গনা নাম্নী সভা, পঞ্চমদিকের তটে জলাধিপতি বরুণের শুভবতী, ষষ্ঠ তটে বায়ুকোণে বায়ুদেবের সর্ব্বগুণমণ্ডিতা গন্ধবতী, সপ্তমশৃঙ্গে উত্তরদিকে নক্ষত্রাধিপতির বৈদূর্য্যমণি-মণ্ডিত বেদিকাময় মহোদয়া এবং অষ্টমশৃঙ্গে ঈশানকোণে মহাদেবের তপ্তকাঞ্চনপ্রভ যশোবতী নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত। আটদিকে ইন্দ্রাদি দেবের এই আটটি বিমান বিরাজমান। এই সকলই অতিশয় মনোহর। বেদবেদাঙ্গবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এই সভায় আসিয়া ইহাকেই স্বর্গ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এই কারণ এই দেবলোকপ্রতিম গিরিসকল শ্রুতিতেই বর্ণিত হয়। তাঁহারা স্তুতিবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, উক্ত আটটি সভাস্থানই স্বর্গপদবাচ্য। যাঁহারা বিবিধ নিয়ম ও জন্মান্তরসঞ্চিত পুণ্যপ্রভাবে যজ্ঞাদি এবং অন্যান্য বহুতর পুণ্যকার্য্যে বিলক্ষ-

পুষ্পৈর্ব্রতৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকজাতিশতার্জিতৈঃ।
প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে জম্বুদ্বীপ-বর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

—

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যত্তত্র কর্ণিকামূলমিতি তুভ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদ্‌যোজনসহস্রাণাং সপ্ততীনামধঃ স্মৃতম্ ॥ ১
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ সহস্রাণ্যনুমণ্ডলম্।
শৈলরাজাবৃতং রম্যং মেরুমূলমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২
তেষাং গিরিসহস্রাণামনেকানাং সমুচ্ছ্রিতাঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু পর্যন্তে মর্য্যাদাঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩
নিকুঞ্জকন্দরদরীনদীনির্ঝরশোভিতাঃ।
বপ্রপ্রপাতকটকৈস্তটৈশ্চ কুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৪
বিলম্বপুষ্পমালৌঘৈঃ সানুভির্ধাতুমণ্ডিতৈঃ।
শিখরৈর্হৈমকপিলৈর্নৈকপ্রস্রবণাবৃতৈঃ ॥ ৫
শোভিতা গিরয়ঃ সর্ব্বৈঃ পুষ্টৈ রত্নসমর্পিতৈঃ।
বিহঙ্গশতসংঘুষ্টৈঃ কুঞ্জৈরনুপমৈর্গুহৈঃ ॥ ৬
সিংহশার্দ্দূলশরভৈর্নৈকচামরবানরৈঃ।
সেবিতা বিবিধৈর্নাগৈস্তথা পক্ষিগণৈরপি ॥ ৭
সপ্তাশ্বহরিকক্ষাঙ্গমেকৈকং দশ পর্ব্বতম্।
বাহ্যমাভ্যন্তরা যে তু ত্রিবাহাস্তু সমাঃ স্মৃতাঃ।
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ ॥ ৮
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ।
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণোত্তরপর্ব্বতৌ।
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ যাবেতৌ বরপর্ব্বতৌ ॥ ৯
যথাপূর্ব্বৌ তথায়ামাবিজ্ঞেয়া প্রথিতা শ্রুতিঃ।
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব পর্ব্বতাবুত্তরৌ বরৌ ॥ ১০
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ।
মর্য্যাদাপর্ব্বতানেতানষ্ট হাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১১
যোঽসৌ মেরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাংশুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
বিষ্কম্ভং তস্য বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১২
মহাপাদাস্তু চত্বারো মেরোরথ চতুর্দ্দিশম্।
যৈর্বিষ্টব্ধো ন চলতি সপ্তদ্বীপবতী মহী।
দশযোজনসাহস্রমায়ামস্তেষু পঠ্যতে ॥ ১৩

চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সর্ব্বদেবাধিষ্ঠান পুণ্যময় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই এই মেরু স্বর্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ১৭—৩৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

—

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ইতিপূর্ব্বে আপনাদিগের নিকট মেরুকর্ণিকার মূলের কথা কথিত হইয়াছে, তাহা এক সহস্র যোজন বিস্তৃত ও অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন পরিধিবিশিষ্ট। সেই সহস্র সহস্র পর্ব্বতের মধ্যে যাহারা অতিশয় উচ্চ, সেই সকল পর্ব্বত এই মেরুমূলের চারি পার্শ্বে অবস্থিত। সেই সকল পর্ব্বত লতা-মণ্ডপ, কৃত্রিম গুহা, নদী, নির্ঝর, বহুবিধ সোপান, প্রস্ফুটিত পুষ্প, বিবিধ ধাতুসম্পন্ন তট, উপরিস্থিত সমতলক্ষেত্র, বহুতর প্রস্রবণাবৃত হেম ও কপিলবর্ণ শিখর, বহুবিধ রত্ন ও শত শত বিহঙ্গসেবিত গৃহ দ্বারা সংশোভিত হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, শরভ, চমরী, হস্তী, বানর ও পক্ষিগণে সেবিত হইতেছে। এই মেরুকর্ণিকার পূর্ব্বদিকে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত, নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সংযুক্ত রহিয়াছে। নিষধ ও পারিপাত্র নামক পর্ব্বতদ্বয়, উৎকৃষ্ট ও মনোহর। দক্ষিণ ও উত্তরদিকে পূর্ব্ব পশ্চিমায়তন, সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কৈলাস ও হিমালয় পর্ব্বত অবস্থিত। ১—৯। ইহার আয়তন পূর্ব্বরূপ, ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি এই দুই পর্ব্বত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই আটটি মর্য্যাদাপর্ব্বত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এখন আমি কনকমেরু পর্ব্বতের বিষ্কম্ভ অর্থাৎ যাহা দ্বারা ধৃত হইয়া মেরু পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে, তাহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মেরুর চারিদিকে চারিটি পাদ বিদ্যমান। তাহাদের আয়তন

দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নানারত্নোপশোভিতাঃ।
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা রম্যনির্ঝরকন্দরাঃ॥ ১৪
নিতম্বপুষ্পকাদম্বৈঃ শোভিতাশ্চিত্রসানবঃ।
মনঃশিলাদরীভিশ্চ হরিতালতটৈস্তথা॥ ১৫
সুবর্ণমণিচিত্রাভির্গুহাভিশ্চ সমন্ততঃ।
শুদ্ধহিঙ্গুলকপ্রখ্যৈঃ কটকৈর্ধাতুমণ্ডিতৈঃ॥ ১৬
বরকাঞ্চনচিত্রৈশ্চ প্রপাতৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
রুচিরাঃ শতপর্ব্বাণঃ সিদ্ধাবাসা মুদন্বিতাঃ।
মহাবিমানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমন্তাৎ পরিবারিতাঃ॥ ১৭
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ॥ ১৮
তেষাং সহস্রশৃঙ্গেষু বজ্রবৈদূর্য্যবেদিকাঃ।
শাখাসহস্রকলিতাঃ সুমূলাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৯
স্নিগ্ধৈর্নীলদলৈঃ পর্ণৈঃ সঙ্ছন্নবিবিধাশ্রয়াঃ।
অনেকযোজনোৎসেধা মহাপুষ্পফলোদয়াঃ॥ ২০
যক্ষগন্ধর্ব্বসেব্যাশ্চ সেবিতাঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
মহাবৃক্ষাঃ সমুৎপন্নাশ্চত্বারো দ্বীপকেতবঃ॥ ২১

মন্দরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে মহাবৃক্ষঃ স কেতুরাট্।
আলম্বশাখাশিখরঃ কদম্বশ্চৈব পাদপঃ॥ ২২
মহাকুম্ভপ্রমাণৈস্তু পুষ্পৈর্বিকচকেশরৈঃ।
মহাগন্ধৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ শোভিতঃ সর্ব্বকালজৈঃ॥ ২৩
সহস্রমধিকং সোঽথ গন্ধেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
যোজনানাং সহস্রাদূর্ধ্বং মন্দবায়ুসমীরিতঃ॥ ২৪
বরকেতুরেব প্রথিতো ভদ্রাশ্বো নামতো দ্বিজাঃ।
এষ বৈ প্রবরঃ প্রোক্তো ভদ্রাশ্বশ্চ মহাদ্বিজাঃ।
যত্র সাক্ষাৎ হৃষীকেশঃ সিদ্ধসংঘৈর্মহীয়তে॥ ২৫
তস্য ভদ্রকদম্বস্য তদাশ্ববদনো হরিঃ।
প্রাপ্তবানমরশ্রেষ্ঠঃ স তত্র সহিতঃ পুরা॥ ২৬
তেন চালোকিতং সর্ব্বং দ্বীপং দ্বিপদনায়কাঃ।
যস্য নাম্না সমাখ্যাতো ভদ্রাশ্বো নাম নামতঃ॥ ২৭
দক্ষিণস্যাপি শৈলস্য শিখরে দেবসেবিতে।
জম্বূঃ সদা পুণ্যফলা সদা মাল্যোপশোভিতা॥ ২৮
মহামূলৈর্মহাস্কন্ধৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পর্ণৈর্বিভূষিতা।
নবৈঃ সদাপুষ্পফলৈস্তরুভিশ্চোপশোভিতা॥ ২৯
তস্যাঃ করিপ্রমাণানি স্বাদূনি চ মৃদূনি চ।

দশসহস্র যোজন, তদ্দ্বারা বিবৃত আছে বলিয়াই এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিচলিত হয় না। ১—১৩। এই সকল পর্ব্বত নানাবিধ রত্ন, নিতম্ব ও কদম্বপুষ্পে পরিশোভিত, বহুবিধ নির্ঝর দ্বারা সমৃদ্ধিশালী. তট সকল নানাবর্ণে চিত্রিত ও রমণীয় কন্দরনিচয়বিশিষ্ট, চারিদিকে মনঃশিলা ও সুবর্ণ চিত্রিত গুহা দ্বারা পরিশোভিত, উপরিভাগ হরিতাভ প্রবাল ও শুদ্ধ হিঙ্গুলাভ কাঞ্চন দ্বারা অলঙ্কৃত, স্বভাবতই দীপ্তি ও শতগ্রন্থিসম্পন্ন। এই পর্ব্বত সকল দিব্য শ্রীমান্ বিমানগণে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণের নিবাসস্থান। এই পর্ব্বতগুলিই মেরুর পাদ নামে প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত চারিপাদের মধ্যে পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব পর্ব্বত বিরাজিত। এই মেরুপাদের সহস্র শৃঙ্গে বজ্রের ন্যায় সুকঠিন বৈদূর্য্যমণি-বিনির্ম্মিত বেদীর উপরে অতিশয় উচ্চ, নীল স্নিগ্ধপর্ণ পুষ্পফলশোভিত শাখাশালী যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিত দ্বীপধ্বজস্বরূপ চারিটি মহাবৃক্ষ বিদ্যমান। ১৪—২১। হে মনুজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দরপর্ব্বতের শৃঙ্গে যে কেতুশ্রেষ্ঠ মহান্ কদম্ববৃক্ষ বিরাজিত আছে, তাহার নাম ভদ্রাশ্ব। ইহার শাখা ও শিখর অতীব বিস্তৃত, মহাকুম্ভ-সদৃশ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত। ইহা সার্ব্বকালিক পুষ্পদ্বারা পরিশোভিত হইয়া মন্দ মারুতের আন্দোলনে মনোহর গন্ধে চারিদিক্ সহস্র-যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। এই ভদ্রাশ্ব নামক মহাকদম্ববৃক্ষে সাক্ষাৎ হৃষীকেশ হয়গ্রীব হরি স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রকাশপূর্ব্বক সমুদয় দ্বীপ আলোকিত করত সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অমরগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এই জন্যই এই মহাবৃক্ষকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ ভদ্রাশ্ব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মেরুর দক্ষিণে যে পর্ব্বত আছে, তাহার দেবসেবিত শিখরে সতত পুণ্য, ফল, মাল্যভূষিত, স্নিগ্ধপর্ণশালী মহামূল ও মহাস্কন্ধশালী জম্বুনামক মহাবৃক্ষ বিদ্যমান। এই জম্বুবৃক্ষের হস্তিপরি-

ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ৩০
তস্মাৎ গিরিবরপ্রস্থাৎ পুনঃ প্রস্যন্দবাহিনী ।
নদী জাম্বূনদী নাম প্রবৃত্তা মধুবাহিনী ॥ ৩১
তত্র জাম্বূনদং নাম সুবর্ণমনলপ্রভম্ ।
দেবালঙ্কারমতুলং জায়তে পাপনাশনম্ ॥ ৩২
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।
যৎ পিবন্ত্যমৃতপ্রখ্যং মধু জাম্বূঃসস্রবম ॥ ৩৩
স কেতুর্দক্ষিণে দ্বীপে জম্বু র্লোকেষু বিশ্রুতা ।
যস্য নাম্না চ বিখ্যাতো জম্বূদ্বীপো নরাশ্রয়ঃ ॥ ৩৪
বিপুলস্যাপি শৈলস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ ।
জাতঃ শৃঙ্গেঽতিসুমহানশ্বত্থশ্চৈব পাদপঃ ॥ ৩৫
বিলম্বিবরমালঢ্যঃ সুবর্ণমণিবেদিকঃ ।
মহোচ্চস্কন্ধবিটপো নৈকসত্ত্বগুণালয়ঃ ॥ ৩৬
কুম্ভপ্রমাণৈঃ সুস্বাদৈঃ ফলৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকৈঃ শুভৈঃ ।

মিত স্থূল অমৃততুল্য সুস্বাদু ও কোমল বৃহৎ ফলসকল গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরিভাগে পতিত হয়। সেই পর্ব্বতপতিত জম্বুফল হইতে প্রস্যন্দনশীলা মধুবাহিনী জাম্বূ নাম্নী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাম্বূনদী সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালিনী। ইহা হইতে অনলাভ জাম্বূনদ নামক সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সুবর্ণে দেবগণের ব্যবহার্য্য পাপনাশক অতুলনীয় অলঙ্কার সকল হইয়া থাকে। ২২—৩২। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ এই নদীর অমৃতায়মান মধুর জম্বূরস-দ্রব পান করিয়া থাকে। দক্ষিণদিকের এই কেতুস্বরূপ জগতে জম্বূ নামে বিখ্যাত। ইহার নামানুসারে জম্বূদ্বীপ নাম নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে মনুষ্যগণ বাস করিয়া থাকে। পশ্চিম দিকে যে বিপুল নামক পর্ব্বত আছে, তাহার উপরে এক অতি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদ্যমান। সেই মহাবৃক্ষ অতিশয় দীর্ঘ ও মালাদ্বারা পরিশোভিত। তাহার মূলদেশ স্বর্ণময় বেদিকায় আবৃত এবং শাখা ও স্কন্ধগুলি অতিশয় উচ্চ। উহা বিবিধ সুখপ্রদ গুণের একমাত্র আধার। উহা হইতে সর্ব্বকালে সকল ঋতুতে সর্ব্বসুখপ্রদ কুম্ভসদৃশ বড় বড় ফল উৎপন্ন হয়।

স কেতুঃ কেতুমালানাং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৩৭
কেতুমালেতি চ যথা তস্য নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ।
তৎ নিবোধত বিপ্রেন্দ্রা নিরুক্তং নাম কর্ম্মতঃ ॥
ক্ষীরোদমথনে বৃত্তে দৈত্যপক্ষে পরাজিতে ।
মহাসমরসম্মর্দ্দবৃক্ষক্ষোভবিমর্দ্দিতা ॥ ৩৯
সহস্রাক্ষেণ যা মালা নানাপুষ্পসমাহিতা ।
তস্য স্কন্ধে সমাসক্তা হ্যশ্বত্থস্য বনস্পতেঃ ॥ ৪০
সা তথৈব মহাগন্ধাদামোদা সা মনোহরা ।
ইজ্যতে সুমহাভাগৈর্বিবিধৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৪১
তস্য কেতোঃ সদামালা দেবদত্তা বিরাজতে ।
পবনেনেরিতা দিব্যং বাতি গন্ধং মনোরমম্ ॥ ৪২
তস্য নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ পশ্চিমে বহুবিস্তরঃ ।
কেতুমাল ইতি খ্যাতো দিবি চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩
সুপার্শ্বস্যোত্তরে চাপি শৃঙ্গে জাতো মহাদ্রুমঃ ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধো নৈকযোজনমণ্ডলঃ ॥ ৪৪

ঐ দেবগন্ধর্ব্বসেবিত অশ্বত্থ বৃক্ষকেও কেতুমালদ্বীপের কেতুস্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপে যে কারণে এই দ্বীপের নাম কেতুমাল হইয়াছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। ক্ষীরোদমন্থন নিবৃত্ত হইলে দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধকালে অস্ত্রাঘাতে শাখা প্রশাখা কর্ত্তিত হওয়ায় নিকটস্থ বৃক্ষগণ অতীব দুঃখিত হয়। তাহাদের সেই দুঃখ নিবারণ করিবার মানসে দেবরাজ সহস্রচক্ষু ইন্দ্র বিবিধ পুষ্পদ্বারা এক দুঃখনিবারক মালা নির্ম্মাণ করিয়া এই অশ্বত্থ বৃক্ষের স্কন্ধে সমর্পণ করেন। এই মালা উৎপত্তিসময়ে যেরূপ অম্লান, মহাগন্ধময় এবং সর্ব্বকামপ্রদ সিদ্ধচারণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক পূজিত ছিল, কেতুর গলদেশে শোভিত হইয়াও সেই ভাবে বিরাজমান হইল। এই মালা পবনপরিচালিত হইয়া নানাদিকে মনোহর গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এই অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ কেতু ও মালার নাম বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই হেতু দ্বীপেরও নাম হইয়াছে কেতুমাল। এই কেতুমাল নাম স্বর্গাদি সর্ব্ব স্থানেই প্রসিদ্ধ। সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উত্তরশৃঙ্গে এক মহাবৃক্ষ

মাল্যাদ্যঃ কলাপৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধশালিভিঃ।
শাখাবিলম্বী শুশুভে সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৪৫
প্রবালকুম্ভসদৃশৈর্মধুপূর্ণৈঃ ফলৈঃ সদা।
স হ্যুত্তরকুরূণাস্তু কেতুবৃক্ষঃ প্রকাশতে ॥ ৪৬
সনৎকুমারা বরজা মানসাঃ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নাম বিশ্রুতাঃ ॥ ৪৭
তত্র তৈরাগতজ্ঞানৈঃ সংস্থৈঃ পুণ্যকীর্ত্তিভিঃ।
অক্ষয়ং ক্ষেমমপরং লোকং প্রাপ্তং সনাতনম্ ॥৪৮
তেষাং নামাঙ্কিতো দ্বীপঃ সপ্তানাং বৈ মহাত্মনাম্
দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তেষাং চতুর্ণাং বক্ষ্যামি শৈলেন্দ্রাণাং যথাক্রমম্।
অনুবন্ধানি রম্যাণি সর্ব্বকালাত্মকানি চ ॥ ১
সারিকাভির্ময়ূরৈশ্চ চকোরৈশ্চ মদোৎকটৈঃ।
শুকৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈশ্চ চিত্রকৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২
জীবঞ্জীবকনাদৈশ্চ হেমকারণ্ডনাদিতৈঃ।
মত্তকোকিলনাদৈশ্চ বর্ত্তকানাঞ্চ ভাষিতৈঃ ॥ ৩
সুগ্রীবকাণাঞ্চ রবৈঃ কলবিঙ্করুতৈস্তথা
কূজিতান্তরশব্দৈশ্চ সুরম্যাণি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪
মদোৎকটৈর্মধুরৈশ্চ ভ্রমরৈশ্চ সনামকৈঃ।
উপগীতবনান্তানি কিন্নরৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৫
পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি মন্দমারুতকম্পিতাঃ।
তরবো যত্র দৃশ্যন্তে চারুপল্লবশোভিতাঃ ॥ ৬
স্তবকৈর্মঞ্জরীভিশ্চ তাম্রৈঃ কিশলয়ৈস্তথা।
মন্দবাতবশাল্লোলৈর্দোলয়দ্ভির্যুতানি চ ॥ ৭
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ কান্তরূপৈঃ শিলাশতৈঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিষ্টৈস্তৈঃ শোভিতানি চ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
সিদ্ধাপ্সরোগণৈশ্চৈব সেবিতানি ততস্ততঃ ॥ ৯
মনোহরাণি চত্বারি দেবক্রীড়নকাণ্যথ।
চতুর্দিশমুদারাণি নাম্না শৃণুত তানি মে ॥ ১০
পূর্ব্বৈচৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।

বিদ্যমান। তাহার নাম ন্যগ্রোধ। এই বিপুলস্কন্ধ মহাবৃক্ষ বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা বিবিধ প্রকার গন্ধশালী এবং বর্ত্তুলাকার প্রবাল কুম্ভসদৃশ মধুপূর্ণ ফলসমূহ ও অত্যুচ্চ শাখা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক সেবিত। এই বৃক্ষই উত্তরকুরুদ্বীপের কেতু বলিয়া বিখ্যাত। সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার সাতটী মহাভাগ মানসপুত্র কুরুনামে পরিচিত। এই দ্বীপে সেই সপ্ত ঋষি জ্ঞানলাভ করিয়া অক্ষয় কল্যাণরূপ মুক্তিপদ পাইয়াছিলেন, এই জন্য তাহাদের নামানুসারে স্বর্গ ও মর্ত্তালোকে ইহা উত্তরকুরু নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ৩৩—৪৯।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত পর্ব্বতচতুষ্টয়ের সর্ব্বকালাত্মক রম্য অবস্থা সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উল্লিখিত পর্ব্বতে দেবগণের চারিটি বিহারবন বিদ্যমান। ঐ সকল বনে মদোন্মত্ত ময়ূর, সারিকা, চকোর, শুক, ভৃঙ্গরাজ ও চিত্রক পক্ষী সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; জীবঞ্জীবক, হেমকারণ্ড, মত্ত কোকিল, বর্ত্তক, সুগ্রীবক ও কলবিঙ্ক প্রভৃতির রবে বনভূমি সকল মুখরিত হইতেছে; উহাদের চারিদিক্ মদোন্মত্তমধুকর প্রভৃতির গুঞ্জনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, স্থানে স্থানে কিন্নরেরা গান করিতেছে; মনোহর পল্লব ও পুষ্পপরিশোভিত তরুগণ মন্দ মন্দ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া বিবিধ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে, নানাবিধ কান্তিময়, শিলাসকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ নিরন্তর সেই সকল বনভূমি সেবা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছে, সেই বনরাজির নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—১০। পূর্ব্বদিকের বনের নাম চৈত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন,

বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাদুত্তরং সবিতুর্বনম্ ॥ ১১
মহাবনেষু চৈতেষু নিবিষ্টানি যথাক্রমম্।
অনুবদ্ধানি রম্যাণি বিহগৈঃ কূজিতানি চ ॥ ১২
বনৈর্বিস্তীর্ণতীর্থানি মহাপুণ্যতমানি চ।
মহানাগাধিবাসানি সেবিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ১৩
সুরসামলতোয়ানি শিবানি সুসুখানি চ।
সিদ্ধদেবাসুরবরৈরুপস্পৃষ্টজলানি চ ॥ ১৪
ছত্রপ্রমাণৈর্বিকচৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
পুণ্ডরীকৈর্মহাপত্রৈরুৎপলৈঃ শোভিতানি চ ॥ ১৫
মহাসংরাসি চত্বারি তানি বক্ষ্যামি নামতঃ।
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ ॥ ১৬
সিতোদং পশ্চিমসরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্।
অরুণোদস্য পূর্ব্বেণ যে শৈলা নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭
তান্ কীর্ত্তমানাংস্তন্বেন শৃণুধ্বং বিস্তরান্মম।
শীতান্তশ্চ কুমুঞ্জশ্চ সুবীরশ্চাচলোত্তমঃ ॥ ১৮
বিকঙ্কো মণিশৈলশ্চ বৃষভশ্চাচলোত্তমঃ।
মহানীলোঽথ রুচকঃ সবিন্দুর্মন্দরস্তথা ॥ ১৯
বেণুমাংশ্চ সুমেধশ্চ নিষধো দেবপর্ব্বতঃ।
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা অন্যে চ গিরয়স্তথা ॥ ২০
পূর্ব্বেণ মন্দরস্যৈতে সিদ্ধবাসা উদাহৃতাঃ।
সরসো মানসস্যেহ দক্ষিণা যে মহাচলাঃ ॥ ২১
যে কীর্ত্তিতা ময়া তে বৈ নামতস্তন্নিবোধত।
শৈলস্ত্রিশিখরশ্চাপি শিশিরশ্চাচলোত্তমঃ ॥ ২২
কলিঙ্গশ্চ পতঙ্গশ্চ কীচকশ্চৈব সানুমান্।
তাম্রাভশ্চ বিশাখশ্চ তথা শ্বেতোদয়ো গিরিঃ ॥ ২৩
সুমূলো বিষধারশ্চ রত্নধারশ্চ পর্ব্বতঃ।
একশৃঙ্গ মহামূলো গজশৈলঃ পিশাচকঃ ॥ ২৪
পঞ্চশৈলোঽথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে দেবচরিতা হ্যুৎকৃষ্টাঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ ॥ ২৫
দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে প্রোক্তা মেরোরমরবর্চ্চসঃ।
অপরেণ সিতোদস্য সরসো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৬
উত্তমা যে মহাশৈলাস্তান্ প্রবক্ষ্যে যথাক্রমম্।
সুবক্ষাঃ শিখিশৈলশ্চ কালো বৈদূর্য্যপর্ব্বতঃ ॥ ২৭
কপিলঃ পিঙ্গলো রুদ্রঃ সুরসশ্চ মহাচলঃ।
কুমুদো মধুমাংশ্চৈব অঞ্জনো মুকুটস্তথা ॥ ২৮
কৃষ্ণশ্চ পাণ্ডুরশ্চৈব সহস্রশিখরশ্চ হ।
পারিপাত্রশ্চ শৈলেন্দ্রস্ত্রিশৃঙ্গশ্চাচলোত্তমঃ ॥ ২৯
ইত্যেতে পর্ব্বতবরা দিগ্‌ভাগে পশ্চিমে স্মৃতাঃ।
মহাভদ্রস্য সরস উত্তরেণামলাত্মনঃ ॥ ৩০
যে ময়া পর্ব্বতাঃ প্রোক্তাস্তান্ বাদয্যে যথাক্রমম্

পশ্চিমে বিভ্রাজ ও উত্তরে সবিতৃবন। উল্লিখিত মহাবনসমূহের যে চারিটি অতি বিস্তীর্ণ বিহঙ্গ-কূজিত, রমণীয়, পূত সুমধুর নির্ম্মল সলিলপূর্ণ, বৃহন্নাগনিবাস, সিদ্ধদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ সেবিত, উত্তম গন্ধবিশিষ্ট সুবৃহৎ উৎপল ও পদ্মীয় পত্রপরিশোভিত সরোবর আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি। ঐ সকল সরোবরের মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থ সরোবরের নাম অরুণোদ, ইহার দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে সিতোদ এবং উত্তরে মহাভদ্র। অরুণোদ সরবরের পূর্ব্বদিকে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অরুণোদ সরোবরের পূর্ব্বদিকে দেবনিবাসযোগ্য ও অতি সুপ্রসিদ্ধ শীতান্ত, কুমুঞ্জ, সুবীর, বিকঙ্ক, মণিশৈল, বৃষভ, মহানীল, রুচক, সবিন্দু, মন্দর, বেণুমান্, সুমেধ ও নিষধ এই কয়টি দেবপর্ব্বত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান। মানসসরোবরের দক্ষিণে যে সকল মহাচল কীর্ত্তিত আছে, তাহাদের নামসমূহ শ্রবণ করুন। ত্রিশিখর, শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, কীচক, সানুমান্, শ্বেতোদর, তাম্রাভ, বিশাখ, সুমূল, বিষধার, রত্নধার, একশৃঙ্গ, মহামূল, গজ, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমালয় পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতগুলি অতিশয় মনোহর, ইহারা সকলই দেবতুল্য দীপ্তিমান্ ও মেরুর দক্ষিণে বিরাজমান। হে দ্বিজসত্তমগণ! সিতোদ সরোবরের পশ্চিমে যে সকল মহাশৈল বিদ্যমান, যথাক্রমে তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। সুবক্ষ, শিখী, কাল, কপিল, পিঙ্গল, রুদ্র, সুরস, কুমুদ, মধুমান্, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, সহস্র-শিখর, পারিপাত্র ও ত্রিশৃঙ্গ, এই সকল পর্ব্বত পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেছে। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী যে সকল পর্ব্বতের কথা আমি কহিয়াছি, যথাক্রমে তাহাদের নাম

শঙ্খকূটো মহাশৈলো বৃষভো হংসপর্ব্বতঃ ॥৩১
নাগশ্চ কপিলশ্চৈব ইন্দ্রশৈলশ্চ সানুমান্।
নীলঃ কনকশৃঙ্গশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ পর্ব্বতঃ॥ ৩২
পুষ্পকো মেঘশৈলশ্চ বিরাজশ্চাচলোত্তমঃ।
জারুধিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতাঃ ॥
এতেষাং শৈলমুখ্যানামন্তরেষু যথাক্রমম্।
স্থল্যো হ্যন্তরদ্রোণ্যশ্চ সরাংসি চ নিবোধত ॥৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শীতান্তস্যাচলেন্দ্রস্য কুমুঞ্জস্যান্তরেণ তু।
দ্রোণ্যো বিহগসংঘুষ্টা নানাসত্ত্বনিষেবিতাঃ॥ ১
ত্রিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণাঃ শতযোজনাঃ।
সুরসামলপানীয়ং রম্যং তত্র সরোবরম্॥ ২
দ্রোণ্যায়ামপ্রমাণৈস্তু পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
সহস্রশতপত্রৈর্হি মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
মহোরগৈরধ্যুষিতং মহাভোগৈর্দুরাসদৈঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরুপস্পৃষ্টং জলং শুভম্॥ ৪
পুণ্যং তচ্ছ্রীসরো নাম প্রকাশং দিবি চেহ চ।
প্রসন্নজলসম্পূর্ণং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৫
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য হ।
কোটিপত্রং প্রবিকচং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্॥ ৬
দিব্যং ব্যাকোশমজরং চাঞ্চল্যাচ্চাতিমণ্ডলম্।
চারুকেশরজালাঢ্যং মত্তষট্পদনাদিতম্॥ ৭
তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি।
লক্ষ্ম্যাস্তত্র সদাবাসো মূর্ত্তিমত্যা ন সংশয়ঃ॥ ৮
সরসস্তস্য পূর্ব্বস্মিন্ তীরে সিদ্ধনিষেবিতে।
সদা পুষ্পফলং রম্যং তত্র বিল্ববনং মহৎ॥ ৯
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিযোজনশতায়তম্।
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাবৃক্ষৈঃ সহস্রশঃ॥ ১০
শাখাসহস্রকলিতৈর্মহাস্কন্ধৈঃ সমাকুলম্।
ফলৈঃ সুবর্ণসঙ্কাশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডুরৈস্তথা॥ ১১
অমৃতস্বাদুসদৃশৈর্ভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।

কীর্ত্তন করিতেছি। উত্তরদিকে শঙ্খকূট, বৃষভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্র, সানুমান্, নীল, কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘ, বিরাজ ও জারুধি পর্ব্বত আছে। এখন উক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যে সকল দ্রোণী, স্থান ও সরোবর আছে, তাহাদের কথা কহিব, শ্রবণ করুন। ৩১—৩৪।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! পর্ব্বতপ্রবর শীতান্ত ও কুমুঞ্জের মধ্যে বিবিধ সত্ত্বসেবিত তিনশত যোজন দীর্ঘ শতযোজন বিস্তৃত বহুতর দ্রোণী আছে, তাহাতে সুমধুর নির্ম্মল জলপূর্ণ এক সরোবর বিরাজমান। ইহা দ্রোণীর সমান দীর্ঘ এবং সুগন্ধি শতদল ও সহস্রদল শ্বেতপদ্ম দ্বারা পরিশোভিত। এই সরোবরে মহাভোগবান্ ভীষণ সর্প সকল অবস্থান করে। দেবগণ ইহার জলস্পর্শে আত্মাকে পবিত্র বলিয়া বোধ করেন। এই সরোবর শ্রীসরোবর নামে স্বর্গাদি সকল লোকেই প্রসিদ্ধ। ইহার জল অতিশয় সুখকর। এই সরোবরে কোটীদলশালী প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিযুত এক মহাপদ্ম বিদ্যমান। ঐ মহাপদ্ম সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত, কখনও মুদিত হয় না, ইহা মণ্ডলবৎ সুগোল মনোহরকেশরশালী ভ্রমরগুঞ্জনাযুত; ইহাতে মূর্ত্তিমতী শ্রীনাম্নী লক্ষ্মীদেবী নিশ্চয়ই সতত অবস্থান করেন সন্দেহ নাই। ১—৮। এই সরোবরের সিদ্ধসেবিত পূর্ব্বতীরে এক পুষ্পফলশালী মনোহর বিল্ববন বিদ্যমান। ইহা তিনশত যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত। ইহাতে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত উচ্চ বৃক্ষ সকল বিরাজিত। এই বৃক্ষগুলির ভেরীপরিমিত সুমধুর ফল সকল পাণ্ডুর ও হরিদ্বর্ণ এবং সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী, সেই ফল দ্বারা চারিদিকের ভূমি

শীর্ষমাণৈঃ পতদ্ভিশ্চ কীর্ণভূমিনিরন্তরম্ ॥ ১২
নাম্না শ্রীবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ।
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৩
সিদ্ধৈশ্চৈব সমাকীর্ণং নিত্যং বিল্বফলাশিভিঃ ।
বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈশ্চ নিত্যমোদৈর্নিষেবিতম্ ॥ ১৪
তস্মিন্ বনে ভগবতী সাক্ষাচ্ছ্রীর্নিত্যমেব হি ।
দেবীসন্নিহিতা তত্র সিদ্ধসঙ্ঘৈর্নমস্কৃতা ॥ ১৫
বিকঙ্কস্যাচলেন্দ্রস্য মণিশৈলস্য চান্তরে ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্ ॥ ১৬
বিপুলং চম্পকবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।
রম্যং গন্ধগুণোপেতং সর্ব্বতঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৭
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্মহাস্কন্ধৈঃ পলাশিভিঃ ।
প্রফুল্লশাখাশিখরৈঃ পিঞ্জরং ভাতি তদ্বনম্ ॥ ১৮
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়ামবিস্তৃতৈঃ ।
মনঃশিলাচূর্ণনিভৈঃ পাণ্ডুকেশরশালিভিঃ ॥ ১৯
পুষ্পৈর্মনোহরৈর্ব্যাপ্তং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ ।
বিরাজতে বনং সর্ব্বং মত্তভ্রমরনাদিতম্ ॥ ২০
তদ্বনং দানবৈর্দৈবৈর্গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ মহানাগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২১
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ।
সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাজননিষেবিতম্ ॥ ২২
মহানীলকুমুঞ্জাভ্যামন্তরে শোভিতং বনম্ ।
মহানদ্যাঃ সুখায়াস্তু তীরে সিদ্ধনিষেবিতে ॥ ২৩
পঞ্চাশদ্‌যোজনায়ামং শতযোজনবিস্তরম্ ।
রম্যং তালবনং তত্র অর্দ্ধক্রোশোচ্চমস্তকম্ ॥ ২৪
মহামূলৈর্মহাসারৈঃ স্থিরৈরবিচলৈঃ শুভৈঃ ।
কুমুদাঞ্জনসংস্থানৈঃ পরিবৃত্তৈর্মহাফলৈঃ ॥ ২৫
দিব্যগন্ধরসোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্ ।
মহেন্দ্রস্য দ্বিপেন্দ্রস্য তত্র বাস উদাহৃতঃ ॥ ২৬
ঐরাবতস্য ভদ্রস্য সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ।
বেণুমতশ্চ শৈলস্য সুমেধস্যোত্তরেণ চ ॥ ২৭
সহস্রযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্।
বৃক্ষগুল্মলতাগুচ্ছৈঃ সর্ব্বৈর্বীরুদ্ভিরাবৃতম্ ।
দূর্ব্বাপ্রস্তারমেবাথ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জিতম্ ॥ ২৮
তথা নিষধশৈলস্য দেবশৈলস্য চোত্তরে ।
সহস্রযোজনায়ামা শতযোজনবিস্তৃতা ॥ ২৯
সর্ব্বা হৈকশিলা ভূমির্বৃক্ষবীরুদ্বিবর্জিতা ।

পরিপূর্ণ হইতেছে। সহস্রাধিক শাখাসম্পন্ন তাদৃশ মহাস্কন্দ মহাবৃক্ষ উক্ত বিল্ববনে বিরাজমান রহিয়াছে। এই সুরম্য ফল-শোভিত বিল্ববন সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ, ইহার নাম শ্রীবন। ইহাতে বিল্বফল-ভোজী সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহানাগাদি অবস্থান করেন। ইহাতে সিদ্ধগণনমস্কৃতা লক্ষ্মীদেবী সন্নিহিত থাকেন। শৈলশ্রেষ্ঠ বিকঙ্ক ও মণিশৈলের মধ্যে শত-যোজন বিস্তৃত, দ্বিশতযোজন দীর্ঘ, সিদ্ধ-চারণসেবিত এক অতি বৃহৎ চম্পকবন বিদ্যমান। এই বন লক্ষ লক্ষ পুষ্পে সমাবৃত হইয়া সুগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক সুশোভিত হইতেছে। এই বনে বহুশাখাশালী অর্দ্ধক্রোশ উচ্চ মহাস্কন্ধবিশিষ্ট বহুসংখ্যক পলাশ-বৃক্ষ আছে। ৯—১৮। এই বন সর্ব্বদাই মনঃশিলা-চূর্ণসদৃশ পাণ্ডুকেশরশালী, দুই হাত উচ্চ, তিন হাত বিস্তৃত ও দীর্ঘ মনোহর গন্ধযুত প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে পরিশোভিত। এখানে দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনিগণ সর্ব্বদা অবস্থিত এবং সর্ব্বদা মত্ত ভ্রমরনিনাদ পরিশ্রুত হয়। এই মহাবনে ভগবান্ কশ্যপের সিদ্ধসাধ্য-সুপূজিত, বহু জনসমাকীর্ণ, বেদ-প্রতিধ্বনি-সমন্বিত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। মহানীল ও কুমুঞ্জ পর্ব্বতের মধ্যে, সুখপ্রদ মহানদীর তীরে এক মনোহর বন বিদ্যমান। তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ যোজন ও বিস্তার ত্রিংশদ্‌যোজন। ইহাতে এক রমণীয় তালবন আছে। এই বনস্থ বৃক্ষগুলির মস্তক অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত উচ্চ। বৃক্ষগুলি অতিশয় স্থির ও দৃঢ়মূল। এই সকল বৃক্ষের ফল সুমধুর ও দিব্যগন্ধশালী। এই তালবনে হস্তিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রবাহন ঐরাবত অবস্থান করে। বেণুমান্ ও সুমেধ পর্ব্বতের উত্তরদিকে সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, তরুলতাময় ও দূর্ব্বাচ্ছাদিত সর্ব্বপ্রাণি-পরিশূন্য এক বন আছে। নিষধ ও দেব গিরির উত্তরে সহস্র-যোজন দীর্ঘ, শতযোজন-বিস্তৃত তরুলতাবিহীন,

আপ্লুতা পাদমাত্রেণ হ্যদকেন সমন্ততঃ ॥ ৩০
ইত্যেতা হ্যত্তরস্রোণ্যো নানাকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
মেরোঃ পূর্ব্বেণ বিপ্রেন্দ্রা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে একোন-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ।
যা দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচরিতাঃ শৃণুধ্বং তা যথাক্রমাৎ।
শিশিরস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ চ।
শ্লক্ষ্ণভূমিশ্রিয়া যুক্তং লতালিঙ্গিতপাদপম্ ॥ ২
পৃথুক্ষেপোচ্ছশিখরৈঃ পাদপৈরুপশোভিতম্।
উডুম্বরবনং রম্যং পক্ষিসংঘনিষেবিতম্ ॥ ৩
পকৈর্বিদ্রুমসঙ্কাশৈর্মধুপূর্ণৈর্মনোরমৈঃ।
ফলিতং তদ্বনং ভাতি মহাকুম্ভোপমৈঃ ফলৈঃ ॥ ৪
তৎসিদ্ধযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা উরগাস্তথা।
বিদ্যাধরাশ্চ মুদিতা উপজীবন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫
প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যো বহূদকাঃ।
সুরসাসমতোয়াশ্চ সরাংসি চ সমন্ততঃ ॥ ৬
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
রম্যং সুরগণাকীর্ণং সর্ব্বতশ্চিত্রকাননম্ ॥ ৭
সমন্তাৎ যোজনশতং তদ্বনং পরিমণ্ডলম্।
তাম্রবর্ণস্য শৈলস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ তু ॥ ৮
শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিংশদ্যোজনমায়তম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পুণ্ডরীকৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৯
সহস্রপত্রৈর্বিবুধৈর্মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্।
তথা ভ্রমরসংলীনৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ১০
প্রফুল্লৈঃ শোভিতজলং রক্তনীলৈর্মহোৎপলৈঃ।
সরোবরং মহাপুণ্যং দেবদানবসেবিতম্ ॥ ১১
মহোরগৈরধ্যুষিতং মীনজালবিভূষিতম্।
তস্য মধ্যে জনপদো হ্যায়তঃ শতযোজনঃ ॥ ১২
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণো রক্তধাতুবিভূষিতঃ।
তস্যোপরি মহারথ্যা প্রাংশুপ্রাকারতোরণা ॥ ১৩

পাদপরিমিত জল দ্বারা আপ্লুত, শিলাবিশিষ্ট দ্রোণী আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মেরুর পূর্ব্ব-দিকে যে সকল বিবিধ দ্রোণী বিদ্যমান, তাহা তোমাদের নিকট যথাক্রমে কীর্ত্তন করিলাম। ১৯—৩১।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি দক্ষিণদিকে যে সকল সিদ্ধসেবিত দ্রোণী আছে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। শিশির ও পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যে বিবিধ লতাবৃক্ষাদিপরিবৃত মনোহর সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন এক উডুম্বর বন আছে; সেই বন অতি বৃহৎ বিদ্রুমতুল্য মধুময় মহাকুম্ভ-প্রমাণ সুপক্ক ফলে শোভিত, তাহাতে নানাবিধ বিহঙ্গম সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে। এই বনজাত ফল ভোজন করিয়া সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ জীবনধারণ করিয়া থাকেন। উক্ত বনের চারিদিকে নানা-স্থানে সুমধুর নির্ম্মল জলময় বহুতর নদী ও সরোবর বিদ্যমান। এই বনে প্রজাপতি কর্দমের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বন অতীব রম্য। এখানে নানা বিচিত্র বন বিরাজমান। ইহাতে দেবগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহার চতুষ্পার্শ্বের পরিধি এক শত যোজন। তাম্রবর্ণ শৈল ও পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ এক সরোবর বিরাজ-মান। ইহাতে প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী প্রস্ফুটিত সহস্রদল শ্বেতপদ্ম বিদ্যমান। ইহার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। ঐ পদ্মে ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধু পান করিয়া থাকে। ১—১০। উক্ত সরোবরে রক্ত ও নীলবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে। এই সরোবর অতীব পুণ্যপ্রদ ও দেবগণের অতিশয় প্রিয়। ইহাতে মহাকায় সর্পগণ ও বিবিধ মৎস্য সকল বাস করে। উক্ত সরোবরের মধ্যে রক্তবর্ণ ধাতুবিভূষিত এক জনপদ আছে, ইহার

নরনারীগণাকীর্ণা স্ফীতা বিভববিস্তরৈঃ।
বলভীকূটনির্যূহৈর্মণিভক্তিবিচিত্রিতৈঃ॥ ১৪
রত্নচিত্রার্পিতস্তম্ভৈঃ স্ফটিকোত্তরচ্ছদৈঃ।
মহাভবনমালাভির্মহাপ্রাংশুভিরুত্তমৈঃ॥ ১৫
বিদ্যাধরপুরং তত্র শোভতে ভ্রাজদুচ্চ্রুতম্।
বিদ্যাধরপতিস্তত্র পুলোমা তত্র বিশ্রুতঃ॥ ১৬
চিত্রবেশধরঃ স্রগ্বী মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।
দীপ্তানাং চিত্রকেশানাং সূর্য্যপ্রতিমতেজসাম্॥ ১৭
বিদ্যাধরসহস্রাণামনেকেষাং স রাজরাট্।
বিশাখস্যাচলেন্দ্রস্য পতঙ্গস্যান্তরেণ চ॥ ১৮
সরসস্তাম্রবর্ণস্য পূর্ব্বে তীরে পরিশ্রুতম্।
পক্কেষুক্ষেপমৈর্বিদ্ধং সুশাখং বর্ণশোভিতম্॥ ১৯
সর্ব্বকালফলং তত্র স্ফীতকাম্রবনং মহৎ।
ফলৈঃ কনকসঙ্কাশৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥ ২০
মহাকুম্ভপ্রমাণৈশ্চাতনুশাখৈঃ সমন্ততঃ।
গন্ধর্ব্বকিন্নরা যক্ষা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা॥ ২১
পিবন্ত্যাম্ররসং তত্র সুস্বাদু হ্যমৃতোপমম্।

তত্রাম্ররসপীতানাং মুদিতানাং মহাত্মনাম্॥ ২২
শ্রূয়তে হৃষ্টতুষ্টানাং নাদাস্তস্মিন্ মহাবনে।
সুমূলস্যাচলেন্দ্রস্য বসুধারস্য চান্তরে॥ ২৩
সমা সুরভিপর্ণাঢ্যা বিহঙ্গৈরুপশোভিতা।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণা পঞ্চাশদ্যোজনায়তা॥ ২৪
তত্র বিল্বস্থলী বিপ্রাঃ শুদ্ধা নিয়তফলদ্রুমা।
সুস্বাদৈর্বিদ্রুমনিভৈঃ ফলৈর্বিল্বৈর্মহাপটৈঃ।
শীর্য্যমাণৈর্বিশীর্ণৈশ্চ প্রক্লিন্নতলমৃত্তিকা॥ ২৫
তাং স্থলীমুপজীবন্তি যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
সিদ্ধা নাগাশ্চ বহুশো নিত্যং বিল্বফলাশিনঃ॥ ২৬
অন্তরে বসুধারস্য রত্নধারস্য চান্তরে।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্॥ ২৭
সুগন্ধং কিংশুকবনং নিত্যং পুষ্পিতপাদপম্।
পুষ্পলক্ষ্যাবৃতং ভাতি প্রদীপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ২৮
যস্য গন্ধেন দিব্যেন বাস্যতে পরিমণ্ডলম্।
সমগ্রং যোজনশতং কাননানি সমন্ততঃ॥ ২৯
তৎ সিদ্ধচারণগণৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
রম্যং তৎ কিংশুকবনং জলাশয়বিভূষিতম্॥ ৩০

বিস্তার ত্রিংশদ্যোজন ও দৈর্ঘ্য শতযোজন। এই জনপদমধ্যে অত্যুচ্চ প্রাচীরাবৃত এক উদ্যান আছে, ইহাতে সর্ব্বদা বহুতর স্ত্রীপুরুষ বিচরণ করিতেছে, উহাদের সংখ্যা করা দুরূহ; ইহা বিবিধ মণি মুক্তা ও মনোহর পত্র দ্বারা সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন। এখানে উত্তম উত্তম অত্যুচ্চ মহাভবন সকল বিরাজমান; উক্ত উদ্যানে পুলোমা নামক বিদ্যাধরের পুরী আছে। সেই পুরী অতিশয় মনোহারিণী। এই পুলোমা নামক বিদ্যাধর ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বিবিধ বেশভূষা ও মালা দ্বারা অতিশয় শ্রীসম্পন্ন। ইনি ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী বহু সহস্র বিদ্যাধরের রাজা। বিশাখ ও পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী তাম্রবর্ণ সরোবরের পূর্ব্বতীরে সার্ব্বকালিক ফলপ্রদ, উত্তমশাখাসম্পন্ন এক আম্রবন আছে। এই বনে যে সকল ফল জন্মে, সেগুলি অতিশয় সুমিষ্ট,সুগন্ধ এবং স্বর্ণবর্ণ ও কলসের ন্যায় বৃহৎ। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণ এই অমৃতায়মান সুমধুর আম্ররস পান করিয়া থাকেন। ইহারা আম্ররসপানে পরিতৃপ্ত ও হৃষ্ট হইয়া নানাবিধ নাদ করত সুখে কালাতিপাত করে। সুমূল ও বসুধার পর্ব্বতের মধ্যে মনোহর গন্ধযুক্ত, নানাবিধ পক্ষিপরিপূর্ণ, ত্রিংশদ্যোজন বিস্তৃত ও পঞ্চাশদ্যোজন দীর্ঘ এক বিল্ববন বিদ্যমান। হে বিপ্রগণ! সেই বনে সুমধুর ফলভারাবনত বহুতর বিল্ববৃক্ষ বিদ্যমান। সেই বৃক্ষসমূহ হইতে বড় বড় ফল সকল পতিত হইয়া বিশীর্ণ হওয়ায় এখানকার মৃত্তিকাতল কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। সেই বনে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও নাগগণ নিত্য বিল্বফল ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বসুধার ও রত্নধার পর্ব্বতের মধ্যে ত্রিংশদ্যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ সুগন্ধ পুষ্পসমন্বিত লক্ষ লক্ষ কিংশুক বন বিরাজমান। ইহার প্রভাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রকাশিত এবং ইহার দিব্য গন্ধদ্বারা দশদিক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই জলাশয়-সমন্বিত রমণীয় কিংশুক বন সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরাগণের নিবাসস্থান। সেই বনে

তত্রাদিত্যস্য দেবস্য দীপ্তমায়তনং মহৎ।
মাসে মাসেঽবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩১
তত্র কালস্য কর্ত্তারং সহস্রাংশুং সুরোত্তমম্।
সিদ্ধসঙ্ঘা নমস্যন্তি সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩২
পঞ্চকূটস্য শৈলস্য কৈলাসস্যান্তরেণ তু।
ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনম্ ॥৩৩
ক্ষুদ্রসত্ত্বৈরনাধৃষ্যং সর্ব্বতো হংসপাণ্ডুরম্।
দুষ্পারং সর্ব্বসত্ত্বানাং দুর্গমং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৪
ইত্যেতা হ্যন্তরদ্রোণ্যো দক্ষিণে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যথানু পূর্ব্বমখিলাঃ সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতাঃ ॥ ৩৫
পশ্চিমায়াং দিশি তথা যেহন্তরদ্রোণিবিস্তরাঃ।
তান্ বর্ণ্যমানাংস্তত্ত্বেন শৃণুধ্বেমান্ দ্বিজোত্তমাঃ॥৩৬
অন্তরালে গিরৌ তস্মিন্ সুরক্ষঃ শিখিশৈলয়োঃ।
সমন্তাৎ যোজনশতং একভূমিশিলাতলম্ ॥ ৩৭
নিত্যতপ্তং মহাঘোরং দুঃস্পর্শং রোমহর্ষণম্।
অগম্যং সর্ব্বসত্ত্বানামীশ্বরাণাং সুদারুণম্ ॥ ৩৮
মধ্যে তস্যাং শিলাস্থল্যাং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্।
জ্বালাসহস্রকলিলং বহ্নিস্থানং সুদারুণম্ ॥ ৩৯
অনিন্ধনস্তত্র সদা জ্বালামালী বিভাবসুঃ।
জ্বলত্যেষ সদা দেবঃ শশ্বত্তত্র হুতাশনঃ ॥ ৪০
অধিদেবকৃতো যোঽসাবগ্নের্ভাগো বিধীয়তে।
স তত্র জ্বলতে নিত্যং লোকসংবর্ত্তকোঽনলঃ ॥৪১
অন্তরে শৈলবর্য্যয়োর্দেবপিঞ্জরয়োঃ শুভা।
মাতুলুঙ্গস্থলী তত্র হ্যায়ামাদ্দশযোজনা ॥ ৪২
মধুব্যঞ্জনসংস্থানৈঃ সুরসৈঃ কনকপ্রভৈঃ।
ফলৈঃ পরিবৃতৈঃ সর্ব্বা শোভিতা সা মহাস্থলী॥৪৩
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতম্।
বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ৪৪
তথৈব শৈলবর্য্যয়োঃ কুমুদাঞ্জনয়োরপি।
অন্তরে কেসরদ্রোণিরনেকায়ামযোজনা ॥ ৪৫
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়তবিস্তৃতৈঃ।
চন্দ্রাংশুবর্ণৈর্ব্যাকোশৈর্মধুষট্‌পদনাদিতৈঃ ॥ ৪৬
মধুপপীতরজঃপুষ্পৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ।
শবলং তদ্বনং ভাতি কুসুমৈঃ সর্ব্বকালজৈঃ ॥৪৭
তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ।

আদিত্যদেবের স্বপ্রকাশ এক মহাগৃহ আছে, তাহাতে তিনি প্রতিমাসে অবতীর্ণ হয়েন। সিদ্ধগণ দিবারাত্রিবিভাজক সর্ব্বলোকনমস্কৃত সেই সুরবর আদিত্যদেবের উপাসনা করেন। পঞ্চকূট ও কৈলাস পর্ব্বতের মধ্যে শত যোজন দীর্ঘ ও ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত ক্ষুদ্র-প্রাণি-পরিশূন্য, হংসসদৃশ শ্বেতবর্ণ, সর্ব্বজন্তুর অনতিক্রমণীয় এক দুর্গম স্থান বিদ্যমান। এই অন্তর-দ্রোণী সকল পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে সিদ্ধসমূহের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে মহাভাগ দ্বিজবরগণ! পশ্চিমদিকে যে সকল অন্তর-দ্রোণী আছে তাহা বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সুরক্ষ ও শিখি-পর্ব্বতের মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত এক শিলানির্ম্মিত স্থান বিদ্যমান। ইহা সর্ব্বদাই উত্তপ্ত, ইহা স্পর্শ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই সুদারুণ স্থানে দেবপ্রতিম প্রাণিগণও গমন করিতে পারে না। ২৭—৩৮। এই শিলাময় দেশে ত্রিংশদ্‌যোজন পরিধিযুক্ত অত্যন্ত উত্তাপময় খণ্ডঃপ্রদ এক স্থান আছে, ইহা বহ্নির আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত। সেই স্থানেই প্রদীপ্ত, কাষ্ঠরহিত, জ্বালামালাময় হুতাশন, অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সংবর্ত্তকাগ্নি সতত অবস্থান করেন। শৈলশ্রেষ্ঠ দেব ও পিঞ্জরের মধ্যে দশযোজন দীর্ঘ একদাড়িম্ব বন বিদ্যমান। তাহার ফল অতি সুমধুর ও বর্ণ সুবর্ণ সমান। সেই ফল দ্বারা বনের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ বনে বৃহস্পতির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। এই আশ্রম কামানুসারে ফল প্রদান করে; তাই সিদ্ধগণ সর্ব্বদা ইহার পূজা করিয়া থাকেন। শৈলপ্রধান কুমুদ ও অঞ্জনের মধ্যে এক নাগ-কেসর বন বিদ্যমান। ঐ বন অতিশয় বিস্তৃত। উল্লিখিত বনে যে সকল পুষ্প জন্মে, সেই পুষ্পগুলি দুই হস্তপরিমাণ উচ্চ, তিন হস্ত দীর্ঘ এবং তিন হস্ত বিস্তৃত। সেই পুষ্প চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বর্ণশালী, সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত থাকে বলিয়া ভ্রমরেরা তাহার সহবাস ত্যাগ করে না। এই পুষ্পের মধু ও ঘৃততুল্য গন্ধ সতত সকল দিক্ আমোদিত হইতেছে। এই

প্রকাশস্ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৪৮
অন্তরে শৈলবরয়োঃ কৃষ্ণপাণ্ডুরয়োরপি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং নবত্যায়তযোজনম্ ॥ ৪৯
শ্লক্ষ্ণমেকশিলং দেশং বৃক্ষবীরুদ্বিবর্জ্জিতম্।
সুখপাদপ্রচারঞ্চ নিম্নোন্নতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫০
মধ্যে তু সরসস্তস্য রম্যা তু স্থলপদ্মিনী।
সহস্রপত্রৈর্ব্যাকোশৈঃ ছত্রমাত্রৈরলঙ্কৃতা ॥ ৫১
পুণ্ডরীকৈর্মহাপদ্মৈ রুচিরৈর্গন্ধশালিভিঃ।
শতপত্রৈশ্চ বিকচৈরুৎপলৈর্নীলপত্রকৈঃ ॥ ৫২
মনোহরকটৈর্মধুবরৈর্ভ্রমরৈশ্চ মনোহরকটৈঃ।
মৃদুগদ্গদকণ্ঠানাং কিন্নরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৩
উপগীতপদ্মখণ্ডা বিস্তীর্ণা স্থলপদ্মিনী।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতা সিদ্ধচারণসেবিতা ॥ ৫৪
মধ্যে তস্যাশ্চ পদ্মিন্যাঃ পঞ্চযোজনমণ্ডলঃ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধো হ্যনেকারোহমণ্ডিতঃ ॥ ৫৫
তত্র চন্দ্রপ্রভঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
সহস্রবদনো দেবো নীলবাসাঃ সুরারিহা ॥ ৫৬
পদ্মমাল্যধরঃ স্থল্যাং মহাভাগোঽপরাজিতঃ।
ইজ্যতে যক্ষগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরগণৈস্তথা ॥ ৫৭
তস্মিন্নায়তনে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ।
পদ্মোপহারৈর্বিবিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৮
তদনন্তসদো নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
পদ্মমালাবলম্বাভির্মালাভিরুপশোভিতম্ ॥ ৫৯
তথা সহস্রশিখরকুমুদস্যান্তরেণ চ।
পঞ্চাশদ্‌যোজনায়ামাস্ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরঃ ॥ ৬০
ইষুক্ষেপোচ্চশিখরং নানাবিহগসেবিতম্।
মহাগন্ধৈর্মহাস্বাদৈর্গজদেহনিভৈঃ ফলৈঃ ॥ ৬১
মধুস্রবৈর্মহাবৃক্ষৈরুপেতং তৎ সমন্ততঃ।
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৬২
শুক্রস্য প্রথিতং তত্র ভাস্বরং পুণ্যকর্ম্মণঃ।
শঙ্কুকূটস্য শৈলস্য বৃষভস্যান্তরেণ চ ॥ ৬৩
পরূষকস্থলী রম্যা হ্যনেকায়তযোজনা।
বিল্বপ্রমাণৈশ্চ শুভৈর্মহাস্বাদৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৪
ফলৈঃ প্রক্লিদ্যতে ভূমিঃ পরূষৈর্বৃন্তবিচ্যুতৈঃ।

বনেই সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ পূজ্যতম আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ ও পাণ্ডুরপর্ব্বতের মধ্যে ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত, নবতিযোজন দীর্ঘ, সমতল, বৃক্ষলতাশূন্য সুখবিচরণযোগ্য একরূপ মাত্র শিলাসম্পন্ন এক প্রদেশ আছে। তন্মধ্যে মনোহর এক সরোবর, তাহাতে রমণীয় স্থলপদ্ম বিরাজমান। এই স্থলপদ্ম ছত্রাকৃতি প্রস্ফুটিত শতদলবিশিষ্ট এবং সুন্দরবর্ণ; উহার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার নিকটে মধুলোলুপ মধুকরেরা সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে। এখান হইতে কিন্নরগণের মৃদু গদ্গদনিনাদময় সঙ্গীত শ্রবণ করা যায়; এই স্থলপদ্মকে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। উক্ত সিদ্ধচারণসেবিত স্থলপদ্মস্থলীর মধ্যে বিপুলস্কন্ধ ও বহুতর শাখাসম্পন্ন এক বটবৃক্ষ বিদ্যমান, তাহার পরিধি পঞ্চযোজন। যিনি চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালী, যাঁহার বদন সর্ব্বদা পূর্ণচন্দ্রনিভ, যিনি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি সহস্রবদন ও নীলাম্বর, যাঁহাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে না, সেই মহাভোগশালী জন্মমৃত্যুরহিত পদ্মমালাধারী শ্রীমান্ হরি এই পদ্মসমীপস্থ মহাবৃক্ষে বিরাজমান আছেন বলিয়া এখানে যক্ষগন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা পদ্মপুষ্পদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৩৯—৫৮। এই স্থানের নাম অনন্তসদ্, ইহা লম্বমান বিবিধ পদ্মমালায় পরিশোভিত॥ সহস্রশিখর কুমুদ পর্ব্বতের মধ্যে পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশযোজন বিস্তৃত অত্যুচ্চ পাদপপরিবৃত বিবিধ বিহঙ্গসঙ্কুল এক বন বিদ্যমান। এই বন করিদেহপ্রমাণ সুমধুর সুগন্ধিফলপ্রসবকারী মধুস্রাবী মহাবৃক্ষে সমাবৃত। তাহাতে দেবর্ষিগণসেবিত ও দীপ্তিমান পুণ্যশীল শুক্রাচার্য্যের এক আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে বৃষভ ও শঙ্কুকূট শৈলের মধ্যে নানাবর্ণে চিত্রিত বহুযোজন দীর্ঘ এক মনোহর পরূষকস্থলী শোভমান। পাদপসমূহে বিল্বপ্রমাণ, সুগন্ধি ও সুমধুর ফল উৎপন্ন তাহার ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া নিম্নে নিপতিত হওয়ায় ভূমিতল আর্দ্র হইতেছে। এখানে

তাং স্থলীমুপজীবন্তি কিন্নরোরগসাধবঃ ॥ ৬৫ ॥
পরূষকরসোন্মত্তা মানিনোঽপ্যত্র চারণাঃ।
কপিঞ্জলস্য শৈলস্য নাগশৈলস্য চান্তরে ॥ ৬৬
দ্বিযোজনশতায়ামা বিস্তীর্ণা শতযোজনা।
স্থলী মনোহরা সা হি নানাবনবিভূষিতা ॥ ৬৭
নানাপুষ্পফলোপেতা কিন্নরোরগসেবিতা।
দ্রাক্ষাবনানি রম্যাণি তথা নাগবনানি চ ॥ ৬৮
খর্জ্জূরবনখণ্ডানি নীলাশোকবনানি চ।
দাড়িমানাঞ্চ স্বাদূনামক্ষোটকবনানি চ ॥ ৬৯
অতসীতিলকানাঞ্চ কদলীনাং বনানি চ।
বদরীণাঞ্চ স্বাদূনাং বনখণ্ডানি সর্ব্বশঃ ॥ ৭০
স্বাদুশীতাম্বুপূর্ণাভির্নদীভিঃ শোভিতানি চ।
তথা পুষ্পকশৈলস্য মহামেঘস্য চান্তরে ॥ ৭১
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণা সা ভূমিঃ শতমায়তা।
সমা পাণিতলপ্রখ্যা কঠিনা পাণ্ডুরা ঘনা ॥ ৭২
বৃক্ষগুচ্ছলতাগুল্মৈস্তৃণৈশ্চাপি বিবর্জ্জিতা।
বর্জ্জিতা বিবিধৈঃ সত্ত্বৈর্নিত্যমস্মিন্ নিরাশ্রয়া ॥ ৭৩
সা কাননস্থলী নাম দারুণা রোমহর্ষণা।
মহাসরাংসি চ তথা মহাবৃক্ষাস্তথৈব চ ॥ ৭৪
মহাবনানি সর্ব্বাণি কান্তানি তানি সর্ব্বদা।
সরসাঞ্চ বনানাঞ্চ স্থলীনাঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ক্ষুদ্রাণাং সরসাঞ্চৈব সংখ্যা তত্র ন বিদ্যতে ॥ ৭৫
দশ দ্বাদশ সপ্তাষ্টৌ বিংশত্রিংশচ্চ যোজনাঃ।
স্বন্যো দ্রোণ্যশ্চ বিখ্যাতাঃ সরাংসি চ বনানি চ ॥
কেচিৎ সন্তি মহাঘোরাঃ শ্যামাঃ পর্ব্বতকুক্ষয়ঃ।
সূর্য্যাংশুজালৈরস্পৃষ্টা নিত্যং শীতা দুরাসদাঃ ॥ ৭৭
তথা হ্যনলতপ্তানি সরাংসি দ্বিজসত্তমাঃ।
শৈলকুক্ষ্যন্তরস্থানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭৮

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ। ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যস্মিন্ যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে।
যে সন্নিবিষ্টা দেবানাং বিবিধানাং গৃহোত্তমাঃ ॥ ১

ঐ সকল ফল পাওয়া যায়, এই জন্য কিন্নর, সর্প ও সাধুগণ বাস করিয়া থাকে। এখানকার চারণেরা অতিশয় মানী, তাহারা সর্ব্বদাই পরূষক ফলরসপানে উন্মত্ত। কপিঞ্জল ও নাগ-পর্ব্বতের মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষলতা ফলপুষ্পাদি-বিভূষিত, কিন্নর ও সর্পসেবিত একস্থান আছে। ঐ স্থান দুইশত যোজন দীর্ঘ ও একশত যোজন বিস্তৃত। এখানে দ্রাক্ষা, নাগকেশর, খর্জ্জুর, নীলাশোক, দাড়িম, অক্ষোটক অতসী, তিলক, কদলী ও বদরীবন বিদ্যমান। তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অতি সুমধুর। এই স্থান স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীতে পরিবেষ্টিত। পুষ্পক ও মহা-মেঘ শৈলের মধ্যে এক নিদারুণ কাননস্থলী আছে। ঐ বনস্থলী ষষ্টি যোজন বিস্তৃত, শত-যোজন দীর্ঘ, পাণিতলবৎ সমতল, পাণ্ডুরবর্ণ ও কঠিনতর। ইহাতে বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও প্রাণি-বর্গ কিছুই নাই, এই স্থান দেখিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই স্থানের মহাসরোবর, মহাবৃক্ষ, ক্ষুদ্র সরোবর, মনোহর বনসমূহ এবং প্রজাপতির স্থলী এ সকলের কোনটীরই সংখ্যা করা যায় না। যে সকল দ্রোণীর কথা বলা হইল, এ তদ্ভিন্ন আরও অনেক দ্রোণী, সরোবর ও বন আছে; তন্মধ্যে কাহারও পরিমাণ দশ, কাহারও দ্বাদশ, কাহারও সাত, কাহারও আট এবং কাহারও বা বিশ কি ত্রিশ যোজন হইবে। অনেকানেক পর্ব্বতমধ্যগত-স্থান সর্ব্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না; এইজন্য ইহা অতিশয় ভয়ানক, শীতল ও দুর্গম। হে দ্বিজ-গণ! কোন কোন পর্ব্বতমধ্যগতস্থানে উত্তপ্ত জলময় কত যে সরোবর আছে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা দুরূহ ॥ ৫৯—৭৮

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন—হে ঋষিগণ! সম্প্রতি যে যে শৈলে যে যে দেবতার নিবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট

তত্র যোহসৌ মহাশৈলঃ শীতান্তো নৈকবিস্তরঃ ।
নৈকধাতুশতৈশ্চিত্রৈর্নৈকরত্নাকরাকরঃ ॥ ২
নিতম্বৈঃ পুষ্পমালৈস্তৈর্নৈকসত্ত্বগুণালয়ঃ ।
মহার্হমণিচিত্রৈশ্চ হেমবংশৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৩
নিতম্বৈঃ বহুপলোক্ষাত্তৈঃ প্রবালৈর্হেমচত্বরৈঃ ।
তটৈঃ কুসুমসঙ্কীর্ণৈর্মত্তভ্রমরনাদিতৈঃ ॥ ৪
লতালয়ৈশ্চিত্রবর্ত্তিশতৈর্ধাতুশতাচিতৈঃ ।
সানুভী রত্নচিত্রৈশ্চ পুষ্পাঢ্যৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৫
বিমলস্বাদুপানীয়ৈর্নৈকপ্রস্রবণৈর্যুতঃ ।
নিকুঞ্জৈঃ কুসুমোৎকীর্ণৈরনেকৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ৬
পুষ্পোড়ুপবহাভিশ্চ স্রবন্তীভিরলঙ্কৃতঃ
কিন্নরাচরিতাভিশ্চ দরীভিঃ সর্ব্বতস্ততঃ ॥ ৭
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতৈরনেকৈঃ কন্দরোদরৈঃ ।
শোভিতশ্চ সুখাসেব্যৈশ্চিত্রৈর্গহনসঙ্কটৈঃ ॥ ৮
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণৈঃ সুপানীয়ৈঃ সুখাশ্রয়ৈঃ ।
নানাপুষ্পফলোপেতৈঃ পাদপৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৯
তস্মিন্ গুহাশ্রয়াকীর্ণে অনেকোদরকন্দরে ।
ক্রীড়াবনং মহেন্দ্রস্য সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ১০
তত্র তদ্দেবরাজস্য পারিজাতবনং মহৎ ।
প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে তন্মনোরমম্ ॥ ১১
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈর্মহাগন্ধৈর্মনোহরৈঃ ।
পুষ্পৈর্ভাতি নগশ্রেষ্ঠঃ সুদীপ্ত ইব সর্ব্বদা ॥ ১২
সমগ্রং যোজনশতং তৎ গন্ধমনিলো ববৌ ।
পারিজাতকপুষ্পাণাং মাহেন্দ্রবননির্গতঃ ॥ ১৩
বৈদূর্য্যনীলৈঃ কমলৈঃ সৌবর্ণৈর্বরকেসরৈঃ ।
স্পর্শগন্ধগুণোপেতৈর্মত্তষট্পদনাদিতৈঃ ॥ ১৪
ব্যাকোশৈর্বিকচৈশ্চাপি শতপত্রৈর্মনোহরৈঃ ।
অপঙ্কজৈর্মহাপত্রৈর্বাপ্যস্তত্র বিভূষিতাঃ ।
বাপীষু মৎস্যাস্তাঃ সৌবর্ণমালভূষিতাঃ ।
পরিস্পন্দেক্ষণা নিত্যং মানসুখাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
কূর্ম্মৈশ্চানেকসংস্থানৈর্মহদ্রূপ রত্নকৈঃ ।
চক্ষুরামৈঃ সলিলৈর্ভাতি চিত্রং সমন্ততঃ ॥ ১৭
নানাবর্ণৈশ্চ শকুনৈর্নানারত্নোজ্জ্বলৈঃ ।
সুবর্ণপক্ষৈশ্চানেকৈর্বিচিত্রৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৮
বল্গুস্বরৈঃ সমোদৈস্তৈঃ খম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ ।
শুশুভে তদ্বনং রম্যং সহস্রাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ১৯

আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বোল্লিখিত শৈল শত শত ধাতু ও রত্নের উদ্ভবস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহার নিতম্বদেশ বিবিধ পুষ্পে বিভূষিত, যাহা মহামণি চিত্রিত, হেমবংশে অলঙ্কৃত ও প্রবালচিত্রিত, যাহার কুসুম-সমাকীর্ণ তটে মধুলোলুপ মত্ত ভ্রমরেরা সর্ব্বদা ঝঙ্কার করিতেছে, যাহার রত্নমণ্ডিত ও পুষ্পাঢ্য সানু সকল লতালম্বিত চিত্র-বিচিত্র শত শত ধাতু দ্বারা সমাচিত, যাহার নির্ঝর জল অতিনির্ম্মল ও সুমধুর, যাহা বিবিধ নিকুঞ্জ দ্বারা বিভূষিত, যাহা হইতে পুষ্পনির্ম্মিত ভেলাশোভিত নদী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার গুহা সকল কিন্নর যক্ষ গন্ধর্ব্বাদের বিচরণযোগ্য, যাহাতে নানাবিধ গহন বন ও নানাজাতীয় প্রাণী অবস্থান করিতেছে, যাহা নানাজাতীয় ফলপ্রদ পাদপে অলঙ্কৃত, যাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ মনোরম সুবৃহৎ [illegible] পারিজাত-বন প্রতিষ্ঠিত, যাহা মনোহর দিব্যগন্ধবিশিষ্ট পুষ্পপুঞ্জপরিশোভিত, সেই পর্ব্বতপ্রবর শীতান্ত প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া সর্ব্বদা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছে। ১—১২। মহেন্দ্রবনবিনির্গত বায়ু উক্ত পর্ব্বতের চারিপার্শ্বে শতযোজনপরিমিত স্থান ব্যাপিয়া পারিজাতপুষ্পের গন্ধ বিস্তার করিতেছে। যাহারা বৈদূর্য্য মণির ন্যায় উত্তম নীলবর্ণ ও সুশোভিত বহুবিধ কেশরসম্পন্ন উত্তম স্পর্শ ও গন্ধগুণযুক্ত এবং মধুপানমত্ত সন্নিহিত ভ্রমরগণে সতত নিনাদিত, যাহাদের কুসুমসকল প্রস্ফুটিত শতদল দ্বারা মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছে, সেই অপঙ্কজাত মহাপত্রশালী পদ্মসমূহবিভূষিত বহুবিধ বাপী উক্ত পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছে। এই বাপীর জলে সুবর্ণমণিমণ্ডিত চক্ষুঃস্পন্দনযুত সহস্র সহস্র মৎস্য সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়া থাকে। এই জলে অনেকাকারসম্পন্ন পক্ষিগণ বহুরত্নাদি বিভূষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করায় তাহার বিচিত্র শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। দেবরাজের উক্ত পারিজাত বন, নানাবিধ পুষ্প ও

মত্তভ্রমরসন্নাদৈর্বিহঙ্গানাঞ্চ কূজিতৈঃ ।
নিত্যমানন্দিতবনং তস্মাৎ ক্রীড়াবনং মহৎ ॥ ২০
সুবর্ণপার্শ্বৈশ্চ নগৈর্মণিমুক্তাপুরস্কৃতৈঃ ।
মণিশৃঙ্গকলাপৈশ্চ পতত্রিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২১
শাখামৃগৈশ্চ চিত্রাঙ্গৈর্নানারত্নতনূরুহৈঃ ।
নানাবর্ণপ্রকারৈশ্চ সত্ত্বৈরন্যৈঃ সমাকুলম্ ॥ ২২
মুঞ্চন্তি পুষ্পবর্ষঞ্চ তত্র বাললতাদ্রুমাঃ ।
পারিজাতকপুষ্পাণাং মন্দমারুতকম্পিতাঃ ॥ ২৩
শয়নাসননির্য্যূহৈঃ স্তীর্ণৈর্রত্নবিভূষিতৈঃ ।
বিহারভূময়স্তত্র দ্বিজাঃ শক্রবনে শুভাঃ ॥ ২৪
ন চ শীতো ন চাপ্যুষ্ণো রবিস্তত্র সমঃ সদা ।
নিত্যমুন্মাদজননো মধুমাধবসম্ভবঃ ॥ ২৫
বাতি চাপ্যনিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ ।
নিত্যং সঙ্গসুখাহ্লাদী শ্রমক্লমবিনাশনঃ ॥ ২৬

নানারত্নবিভূষিত উত্তম স্বরবিশিষ্ট, প্রমত্ত ও আকাশে উড্ডয়নশীল মণিসদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট শকুনসমূহ দ্বারা শোভিত হওয়ায় অতি মনোহর বলিয়া বোধ হয়। উক্ত বন মত্তভ্রমর-নিনাদে ও বিহঙ্গকূজনে সর্ব্বদা আনন্দিত থাকে, এইজন্য দেবরাজের বিহারবন হইয়াছে। সেই বন মণিমুক্তামণ্ডিত মণিময় শৃঙ্গশালী সুবর্ণপার্শ্ব মৃগ, শাখামৃগ ও নানাবর্ণ বিবিধ-জাতীয় অন্যান্য প্রাণিবর্গদ্বারা সতত পরিপূর্ণ থাকে। সেই বনস্থ বাললতা-সমাচ্ছাদিত পারিজাত পাদপগণ মন্দ মন্দ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! সেই বিহার বনের স্থানে স্থানে বিস্তারিত নানাবিধ রত্নভূষিত শয়ন-স্থান, উপবেশন স্থান, বিহারভূমি ও উত্তম উত্তম দ্বার সকল বিরচিত থাকে বলিয়া, ইহা অতি মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৩—২৪। সেই স্থানে অতিশয় শীত বা অতিশয় গ্রীষ্ম নাই, সেখানে সূর্য্য সতত সমান ভাবে কিরণ বিতরণ করেন এবং তথায় চির বসন্ত বিরাজমান। তাহাতে দেবরাজকে উন্মাদিত করে। স্পর্শসুখপ্রদ শ্রমক্লান্তিহর অনিলদেব সর্ব্বদাই সেখানে পুষ্পগন্ধ বহন করিতে-ছেন। এই মনোহর ইন্দ্রবনে মহাপরাক্রম-

তস্মিন্নিন্দ্রবনে শুভ্রে দেবদানবপন্নগাঃ ।
যক্ষরাক্ষসগুহ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চামিতৌজসঃ ॥ ২৭
বিদ্যাধরাশ্চ সিদ্ধাশ্চ কিন্নরাশ্চ মুদাযুতাঃ ।
তথাপ্সরোগণাশ্চৈব নিত্যক্রীড়াপরায়ণাঃ ॥ ২৮
তস্য পর্ব্বতরাজস্য পূর্ব্বে পার্শ্বে সমাচিতম্ ।
কুমুঞ্জং শৈলরাজানং নৈকনির্ঝরকন্দরম্ ॥ ২৯
তস্য ধাতুবিচিত্রেষু কূটেষু বহুবিস্তরাঃ ।
অষ্টৌ পুর্য্যো হ্যুদীর্ণাশ্চ দানবানাং মহাত্মনাম্ ॥
বজ্রকে পর্ব্বতে চাপি অনেকশিখরোদরৈঃ ।
উদীর্ণা রাক্ষসাবাসা নরনারীসমাকুলাঃ ॥ ৩১
নীলকা নাম তে ঘোরা রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ।
তত্র তেঽভিরতা নিত্যং মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩২
মহানীলেঽপি শৈলেন্দ্রে পুরাণি দশ পঞ্চ চ ।
হয়াননানাং বিখ্যাতাঃ কিন্নরাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৩
দেবসেনো মহাবাহুর্বলী সম্পাদয়স্তথা ।
তত্র কিন্নররাজানো দশ পঞ্চ চ গর্ব্বিতাঃ ॥ ৩৪
সুবর্ণপার্শ্বৈঃ প্রায়েণ নানাবর্ণসমাকুলৈঃ ।

সম্পন্ন দেব, দানব, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গুহ্য, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ আহ্লাদের সহিত নিয়তই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। উল্লিখিত শীতান্ত পর্ব্বতের পূর্ব্ব-দিকে অনেক নির্ঝর ও গুহাবিশিষ্ট সুবিস্তৃত কুমুঞ্জ পর্ব্বত বিদ্যমান। ইহার ধাতুবিচিত্র শৃঙ্গসমূহে মহাত্মা দানবগণের আলোকময়ী আটটি সুসমৃদ্ধ পুরী বিরাজমান। অনেক শিখরশালী বজ্রক পর্ব্বতে রাক্ষসগণের নিবাস-যোগ্য আলোকময়ী, কতকগুলি পুরী বিরাজিত আছে। ইহাতে রাক্ষসজাতীয় অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বাস করিয়া থাকে। উক্ত পুরীস্থ রাক্ষস-গণ নীলক নামে পরিচিত। ইহারা অতি ভয়ানক এবং যখন যেরূপ ইচ্ছা, তখন সেইরূপ রূপই ধারণ করিতে পারে। এই মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেরা সর্ব্বদা উক্ত পুরীতে বিহারাদি করিয়া থাকে। মহানীল পর্ব্বতে পঞ্চদশটী পুরী বিরাজ-মান, মহাত্মা অশ্ববদন কিন্নরগণ এই পঞ্চদশ পুরীতে বাস করিয়া থাকেন। এই পঞ্চদশ পুরীতে গর্ব্বিত কিন্নরজাতীয় সুবর্ণপার্শ্ব পঞ্চদশ জন

বিলপ্রবেশৈর্নগরৈঃ শৈলেন্দ্রঃ সোঽভ্যলঙ্কৃতঃ ॥৩৫
সুদারুণা দৃষ্টিবিষা মহাকোপা দুরাসদাঃ।
মহোরগশতাস্তত্র সুপর্ণবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৬
সুনাগেঽপি মহাশৈলে দৈত্যাবাসাঃ সমন্ততঃ।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদকলিলাঃ প্রাংশুপ্রাকারতোরণাঃ ॥৩৭
বেণুমতি মহাশৈলে বিদ্যাধরপুরত্রয়ম্।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চাশদ্যোজনায়তম্ ॥৩৮
উলূকো রোমশশ্চৈব মহানেত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
বিদ্যাধরবরাস্তত্র শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৩৯
করঞ্জে শৈলবৃষভে মহানির্ঝরকন্দরে।
মহোচ্চশৃঙ্গে রুচিরে রত্নধাতুবিচিত্রিতে ॥ ৪০
তত্রাস্তে গারুড়ির্নিত্যং উরগারির্দুরাসদঃ।
মহাবায়ুজবশ্চণ্ডঃ সুগ্রীবো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ৪১
মহাপ্রমাথৈর্বিক্রান্তৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ।
স শৈলো হ্যাবৃতঃ সর্ব্বঃ পক্ষিভিঃ পন্নগারিভিঃ ॥

করঞ্জোত্তরতো নিত্যং সাক্ষাদ্ভূতপতিঃ প্রভুঃ।
বৃষভাঙ্কো মহাদেবঃ শঙ্করো যোগিনাং প্রভুঃ ॥৪৩
নানাবেশধরৈর্ভূতৈঃ প্রমথৈশ্চ দুরাসদৈঃ।
করঞ্জে সানবঃ সর্ব্বে হ্যবকীর্ণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪
বসুধারে বসূনাঞ্চ বসূনামমিতৌজসাম্।
অষ্টাবায়তনান্যত্র পূজিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ৪৫
রত্নধাতৌ গিরিবরে সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
সপ্তাশ্রমাণি পুণ্যানি সিদ্ধাবাসযুতানি চ ॥ ৪৬
মহাপ্রজাপতেঃ স্থানং হেমশৃঙ্গে নগোত্তমে।
চতুর্ম্মুখস্য দেবস্য সর্ব্বভূতনমস্কৃতম্ ॥ ৪৭
গজশৈলে ভগবতো নানাভূতগণাবৃতাঃ।
রুদ্রাঃ প্রমুদিতা নিত্যং সর্ব্বভূতনমস্কৃতাঃ ॥ ৪৮
সুমেধে ধাতুচিত্রাঢ্যে শৈলেন্দ্রে মেঘসন্নিভে।
নৈকোদরদরীবপ্রনিকুঞ্জরূপশোভিতে ॥ ৪৯
আদিত্যানাং বসূনাঞ্চ রুদ্রাণাঞ্চামিতৌজসাম্।
তত্রায়তনবিন্যাসা রম্যাশ্চাশ্বিনয়োরপি ॥ ৫০
স্থানানি সিদ্ধৈর্দেবানাং স্থাপিতানি নগোত্তমে।
তত্র পূজাপরা নিত্যং যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৫১

রাজা আছেন। এই মহানীল পর্ব্বত নানাবর্ণ বিচিত্র অশ্ববদন কিন্নরাধিষ্ঠিত, বিল দ্বারা প্রবেশ যোগ্য ও পঞ্চদশ পুরী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন যাহাদের দৃষ্টিতে বিষ এবং যাহারা গরুড়ের বশবর্ত্তী, সেই অতিক্রোধী দুর্দ্ধর্ষ শতসংখ্যক সর্প এই পর্ব্বতে বাস করে। সুনাগ শৈলে অনেকগুলি হর্ম্ম্য ও প্রাসাদসমন্বিত দৈত্যপুরী বিদ্যমান; সেই পুরীগুলি অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাতে সাধারণ প্রাণিবর্গ প্রবেশ করিতে পারে না। ৩৫—৩৭। বেণুমান পর্ব্বতে ত্রিশযোজন বিস্তৃত ও পঞ্চাশযোজন দীর্ঘ তিনটী বিদ্যাধরপুরী বিরাজমান। তাহাতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী উলূক রোমশ ও মহানেত্র নামে তিনজন বিদ্যাধর রাজা বিদ্যমান। পর্ব্বতবর করঞ্জের বিবিধ সুমহৎ নির্ঝর ও কন্দর-পরিশোভিত রত্নধাতুচিত্রিত মনোরম উচ্চতর শৃঙ্গে সতত সর্পবিনাশোদ্যত দুর্দ্ধর্ষ সুগ্রীব অবস্থান করে। এই সুগ্রীব গরুড়ের পুত্র ও বায়ুতুল্য শীঘ্রগমনশীল এই জন্য অতিশয় বীর্য্যবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। করঞ্জ পর্ব্বত মহাবল পরাক্রান্ত ভুজঙ্গবিনাশী পক্ষিসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। করঞ্জ পর্ব্বতের উত্তরদিকে ভূতপতি যোগিবর বৃষভবাহন শঙ্কর মহাদেব সতত অবস্থান করেন। এই করঞ্জ পর্ব্বতের প্রান্তভূমিতে দুর্দ্ধর্ষ ভূত ও প্রমথগণ নানাবিধ বেশ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। বসুধার-পর্ব্বতে অমিততেজা সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা অষ্টবসুর অতিপবিত্র অষ্ট বাসস্থান বিদ্যমান। রত্নধাতুপর্ব্বতে মহাত্মা সপ্তর্ষি-গণের পুণ্যপ্রদ সাতটী আশ্রম ও কতকগুলি সিদ্ধনিবাস বিদ্যমান আছে। নগোত্তম হেম-শৃঙ্গ পর্ব্বতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সর্ব্বলোকপূজিত বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গজশৈলে সর্ব্ব প্রাণিনমস্কৃত ভগবান্ রুদ্রদেবগণ বহুবিধ ভূত-যোনির সহিত আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। বিবিধ ধাতুচিত্রিত, বহুতর গুহা, নিকুঞ্জ ও সানু-শালী মেঘাকার সুমেধ শৈলে অমিততেজা আদিত্য, বসু, রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রমণীয় গৃহ সকল সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া

গন্ধর্ব্বনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে ।
অশীত্যমরপুর্য্যাভা মহাপ্রাকারতোরণা॥ ৫২
সিদ্ধা হ্যপস্তনা নাম গন্ধর্ব্বা যুদ্ধশালিনঃ।
যেষামধিপতির্দ্দেবো রাজরাজঃ কপিঞ্জলঃ ॥ ৫৩
অনলে রাক্ষসাবাসাঃ পঞ্চকূটেঽপি দানবাঃ।
উর্জ্জিতা দেবরিপবো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৫৪
শতশৃঙ্গে পুরশতং যক্ষাণামমিতৌজসাম্ ।
তাম্রাভে কাদ্রবেয়স্য তক্ষকস্য পুরোত্তমম্ ॥ ৫৫
বিশাখে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে নৈকবপ্রদরীশুভে ।
গুহানিবৃত্তবাসস্য গুহস্যায়তনং মহৎ ॥ ৫৬
শ্বেতোদরে মহাশৈলে মহাভবনমণ্ডিতে ।
পুরং গরুড়পুত্রস্য সুনাভস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৭
পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্ম্যপ্রাসাদমণ্ডিতম্ ।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং কুবেরভবনং মহৎ ॥ ৫৮
হরিকূটে হরির্দ্দেবঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ ।
প্রভাবাত্তস্য শৈলোঽসৌ মহাদীপ্তিঃ প্রকাশতে ॥
কুমুদে কিন্নরাবাসা অঞ্জনে চ মহোরগাঃ ।
কৃষ্ণে গন্ধর্ব্বনগরা মহাভবনশালিনঃ ॥ ৬০
পাণ্ডুরে চারুশিখরে মহাপ্রাকারতোরণে ।
বিদ্যাধরপুরং তত্র মহাভবনমালিনম্ ॥ ৬১
সহস্রশিখরে শৈলে দৈত্যানামুগ্রকর্ম্মণাম্ ।
পুরাণি সমুদীর্ণানাং সহস্রং হেমমালিনাম্ ॥ ৬২
মুকুটে পন্নগাবাসা অনেকাঃ পর্ব্বতোদ্ভবাঃ ।
পুষ্পকে বৈ মুনিগণা নিত্যমেব মুদাযুতাঃ ॥ ৬৩
বৈবস্বতস্য সোমস্য বায়োর্নাগাধিপস্য চ ।
সুপক্ষে পর্ব্বতবরে চত্বার্য্যায়তনানি চ ॥ ৬৪
গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈর্যক্ষৈর্নাগৈর্বিদ্যাধরোত্তমৈঃ ।
সিদ্ধৈর্হি তেষু স্থানেষু নিত্যমিজ্যা প্রযুজ্যতে ॥৬৫

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ভুবনবিন্যাসো নাম
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

শোভা পাইতেছে। সেখানে উক্ত দেবপূজা-পরায়ণ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। হেমকক্ষ পর্ব্বতে উচ্চতর প্রাচীর ও তোরণশালী দেবপুরীসদৃশ মহা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন অশীতিসংখ্যক গন্ধর্ব্বনগরী বিদ্য-মান। এইস্থানে যুদ্ধবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপস্তন নামক কতকগুলি সিদ্ধ বাস করেন; রাজ-শ্রেষ্ঠ কপিঞ্জল ইহাদের অধিপতি। অনল পর্ব্বতে রাক্ষসগণ এবং পঞ্চকূট পর্ব্বতে দেব-রিপু মহাবলপরাক্রম উদ্দৃপ্ত দানবগণ অবস্থান করিয়া থাকে। শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অমিততেজা যক্ষগণের একশত পুরী এবং তাম্রাভ পর্ব্বতে কদ্রুতনয় তক্ষকের মনোহর পুরী বিরাজমান। অনেক গুহা ও সানুবিশিষ্ট বিশাখ পর্ব্বতে গুহানিবাসপ্রিয় গুহের সুমহৎ নিবাসস্থান বিদ্যমান। উত্তমগৃহপরিশোভিত শ্বেতোদর শৈলে গরুড়পুত্র মহাত্মা সুনাভের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। পিশাচক পর্ব্বতে ইষ্টকময় প্রাসাদ-পরিশোভিত কুবেরালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে অনেক যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব বাস করিয়া থাকে। হরিকূট পর্ব্বতে সর্ব্বলোকবন্দিত স্বপ্রকাশ হরি অবস্থান করেন। হরির তেজঃপ্রভাবে উক্ত পর্ব্বত অত্যন্ত দীপ্তিসম্পন্ন বলিয়া অনুভূত হয়। কুমুদ পর্ব্বতে কিন্নর, অঞ্জন পর্ব্বতে মহাসর্প ও কৃষ্ণ পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব-গণের উত্তম গৃহশোভিত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মহাপ্রাচীর ও তোরণাবৃত মনো-হর শিখরশালী পাণ্ডুর পর্ব্বতে বিদ্যাধরগণের গৃহশ্রেণীরাজিত পুরী আছে। সহস্রশিখর-পর্ব্বতে হেমমালাধারী উগ্রকর্ম্মা বলোদৃপ্ত দৈত্য-গণের এক সহস্র পুরী বিদ্যমান। মুকুট পর্ব্বতে অনেকগুলি সর্পনিবাস আছে, ইহা দ্বারা সেই পর্ব্বত অতি সুশোভিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। পুষ্পক পর্ব্বতে মুনি-গণ সর্ব্বদা পরমানন্দে বাস করেন। সুপক্ষ পর্ব্বতে বৈবস্বত, সোম, বায়ু ও নাগাধিপতির চারিটি পুরী বিরাজমান। এই সকল স্থানে থাকিয়া গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ স্ব স্ব দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। ৩৮—৬৫।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভ্রে দেবকূটে নিবোধত।
বিস্তীর্ণে মধ্যমে তস্য কূটে গিরিবরস্য হ॥ ১
সমন্তাদ্‌যোজনশতং মহাভবনমণ্ডিতম্।
জন্মক্ষেত্রং সুপর্ণস্য বৈনতেয়স্য ধীমতঃ॥ ২
নৈকৈর্ম্মহাপক্ষিগণৈর্গারুড়ৈঃ শীঘ্রবিক্রমৈঃ।
সম্পূর্ণবীর্য্যসম্পন্নৈর্দ্দিব্যনৈকপুরগারিভিঃ॥ ৩
পক্ষিরাজস্য ভবনং প্রথমং তন্মহাত্মনঃ।
মহাবায়ুপ্রবেগস্য শাল্মলিদ্বীপবাসিনঃ॥ ৪
এতেষ্বেব চান্যমূর্দ্ধসু কূটেষু চ মহৎস্বিষু।
দক্ষিণেষু বিচিত্রেষু সপ্তস্বপি তু শোভিনঃ॥ ৫
সন্ধ্যাভ্রাভাঃ সমুদিতা রুক্মপ্রাকারতোরণাঃ।
মহাভবনমালাভিঃ শোভিতা দেবনির্ম্মিতাঃ॥ ৬
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাশ্চত্বারিংশত্তমায়তাঃ।
সপ্ত গন্ধর্ব্বনগরী নরনারীসমাকুলাঃ॥ ৭
আগ্নেয়া নাম গন্ধর্ব্বা মহাবলপরাক্রমাঃ।
কুবেরানুচরা দীপ্তাস্তেষাং তে ভবনোত্তমাঃ॥ ৮
তস্য চোত্তরকূটেষু উত্তরস্য মহাগিরেঃ।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদবদ্ধং চ উদ্যানবনশোভিতম্॥ ৯
পুরমাশীবিষৈঃ পূর্ণং মহাপ্রাকারতোরণম্।
বাদিত্রশতনির্ঘোষৈর্নাদিতং ভবনাতুরম্॥ ১০
ত্রুগ্ৰসহমমিত্রাণাং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্।
নগরং সৈংহিকেয়ানামুদীর্ণং দেববিশ্রুতম্।
সিদ্ধদেবর্ষিচরিতে দেবকূটে নিবোধত॥ ১১
দ্বিতীয়ে দ্বিজশার্দ্দূলা মর্য্যাদাপর্ব্বতে শুভে।
মহাভবনমালাভির্নানাবর্ণাভিরাবৃতম্॥ ১২
সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্।
বিশালরথ্যাং দুর্দ্ধর্ষং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্॥ ১৩
নরনারীগণাকীর্ণং প্রাংশুপ্রাকারতোরণম্।
ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
নগরং কালকেয়ানামসুরাণাং দুরাসদম্॥ ১৪
দেবকূটতটে রম্যে সন্নিবিষ্টং সুদুর্জ্জয়ম্।
মহাভ্রচয়সঙ্কাশং সুনাসন্নাম বিশ্রুতম্॥ ১৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! অধুনা সুমেরু শৈলের মর্য্যাদা নামক শুভ্রবর্ণ দেবকূট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তিশিখরে যে সকল নগরাদি আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দেবকূট পর্ব্বতের মধ্যে বৃহত্তর গৃহাদি শোভিত এক মনোহর স্থান আছে; তাহার চারিপার্শ্বের পরিধি শতযোজন। এই স্থানে বিনতানন্দন ধীমান্ গরুড়ের জন্ম হইয়াছিল। এখানে শাল্মলিদ্বীপনিবাসী মহাবেগশালী মহাত্মা গরুড় মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় বংশধরগণের সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দেবকূটের দীর্ঘতানীয় দক্ষিণদিক্‌স্থিত উচ্চতর সপ্ত মহাশৃঙ্গে ত্রিংশযোজন বিস্তৃত চল্লিশ যোজন দীর্ঘ সাতটী গন্ধর্ব্বনগরী বিদ্যমান। এই সকল নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণে পরিবৃত, এইজন্য ইহাকে দেখিলে সন্ধ্যাকালীন গগনের ন্যায় মনে হয়। সেই সকল পুরীই দেবনির্ম্মিত। তাহাতে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বাস করে। উল্লিখিত সপ্তপুরীতে যে সকল মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব বাস করে, তাহারা আগ্নেয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সকলেই যক্ষরাজ কুবেরের অনুগত। ঐ সপ্তপুরীর উত্তরদিকে যে শৃঙ্গ বিরাজমান, তাহাতে বিবিধ প্রাসাদ ও উদ্যানশোভিত, উচ্চতর প্রাচীরাদিপরিবৃত বিষম বিষধরময় ত্রিশযোজন পরিধিবিশিষ্ট এক নগর বিদ্যমান। এখানে ভবন-সমূহ শত শত বাদিত্র শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। এই স্থানেই রিপুগণের দুঃসহ সিংহিকাতনয়গণ বাস করে। হে দ্বিজগণ! এই দেবকূট শৈলে আরও অনেক সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। ১—১১। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দ্বিতীয় মর্য্যাদাপর্ব্বতে দুরাত্মা কালকেয় অসুরগণের এক পুরী আছে। ঐ পুরী সুবর্ণ ও মণিদ্বারা বিবিধবর্ণে চিত্রিত, উচ্চতর প্রাচীরাদি সমাবৃত, বিস্তৃত পথবিশিষ্ট, নানাবিধ নরনারী-পরিপূর্ণ ষষ্টি যোজন বিস্তৃত ও শতযোজন দীর্ঘ। এই পুরী অতি মনোহর, অজেয় এবং দেবকূটের সন্নিহিত ইহা মেঘের ন্যায় সুনীলবর্ণ

তস্যৈব দক্ষিণে কূটে ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরম্।
দ্বিষষ্টিযোজনায়ামং হেমপ্রাকারতোরণম্॥ ১৬
হৃষ্টপুষ্টাবলিপ্তানামাবাসাঃ কামরূপিণাম্।
উৎকটানাং প্রমুদিতা রাক্ষসানাং মহাপুরম্॥১৭
মধ্যমে তু মহাকূটে দেবকূটস্থ বৈ গিরেঃ।
সুবর্ণমণিপাষাণৈশ্চিত্রৈঃ প্রস্ফুতরৈঃ শুভৈঃ॥ ১৮
শাখাশতসহস্রাঢ্যৈর্নৈকারোহসমাকুলম্।
স্নিগ্ধপর্ণমহামূলমনেকস্কন্ধবাহনম্॥ ১৯
রম্যং হ্যবিরলচ্ছায়ং দশযোজনমণ্ডলম্।
তত্র ভূতবটং নাম নানাভূতগণালয়ম্॥ ২০
মহাদেবস্য প্রথিতং ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ।
দীপ্তমায়তনং তত্র সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ২১
বরাহগজসিংহর্ক্ষশার্দূলকরভাননৈঃ।
গৃধ্রোলূকমুখৈশ্চৈব মেষোষ্ট্রাজমহামুখৈঃ॥ ২২
কমঠৈর্বিকটৈঃ স্থূলৈর্লম্বকেশতনূরুহৈঃ।
নানাবর্ণাকৃতিধরৈর্নানাসংস্থানসংস্থিতৈঃ॥ ২৩
দীপ্তৈরনেকৈরুগ্রাক্ষৈর্ভূতৈরুগ্রপরাক্রমৈঃ।
অশূন্যমভবন্নিত্যং মহাপারিষদৈস্তথা॥ ২৪
তত্র ভূতপতের্ভূতা নিত্যং পূজাং প্রযুঞ্জতে।

এবং সুনাস নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মর্য্যাদা পর্ব্বতের দক্ষিণশৃঙ্গে কামরূপী হৃষ্ট, পুষ্ট, দুর্দ্ধর্ষ ও গর্ব্বিত রাক্ষসগণের ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত, দ্বিষষ্টি যোজন দীর্ঘ, প্রাচীর ও তোরণান্বিত অতি আনন্দজনক পুরী বিদ্যমান। যাহার সুবর্ণ ও মণিময় মনোহর পর্ণগুলি অতিশয় স্নিগ্ধ এবং যাহার লক্ষাধিক শাখায় চতুর্দ্দিকে দশযোজন পরিমিত স্থান অবিচ্ছিন্ন ছায়াবৃত, সেই মহামূল, মহাস্কন্ধ ও অনেক আরোহসম্পন্ন ভূতবট নামক মহাবৃক্ষ দেবকূট শৈলের মধ্যম শৃঙ্গে অবস্থিত। উক্ত বৃক্ষে বহুবিধ ভূতগণ বাস করে। এই ভূতবট বৃক্ষের নিকটেই মহাত্মা ত্র্যম্বক মহাদেবের সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ দীপ্তিমান্ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ১২—২১। এই স্থানে বরাহ, গজ, সিংহ, ভল্লূক, ব্যাঘ্র, করভ, গৃধ্র, উলূক, মেষ, উষ্ট্র এবং অজমুখবাগী দীর্ঘকেশী বিকটানন নানাকৃতি প্রাণিগণ বাস করে। এই স্থান কখনও ভূতবিরহিত হয় না, এখানে

ঝর্ঝরৈঃ শঙ্খপটহৈর্ভেরীডিণ্ডিমগোমুখৈঃ॥ ২৫
বল্গিতাস্ফোটিতোদ্‌গীতৈর্নিত্যং বলিবিবর্জ্জিতৈঃ।
বিস্ফূর্জ্জিতশতৈস্তত্র মুদাযুক্তা গণেশ্বরাঃ॥ ২৬
প্রীতাঃ পুরারিপ্রমথাস্তত্র ক্রীড়াপরাঃ সদা।
সিদ্ধদেবর্ষিগন্ধর্বযক্ষনাগেন্দ্রপূজিতঃ।
স্থানে তস্মিন্মহাদেবঃ সাক্ষাল্লোকশিবঃ শিবঃ॥২৭

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪২

—

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

বিবিক্তচারুশিখরং যত্র তচ্ছঙ্খবর্চসম্।
কৈলাসং দেবভক্তানামালয়ং সুকৃতাত্মনাম্॥ ১
তস্য কূটতটে রম্যে মধ্যমে কুন্দসন্নিভে।
যোজনানাং শতং রম্যং পঞ্চাশচ্চ তথায়তম্॥ ২

ভূতগণ অতীব পরাক্রমশালী। অত্রত্য ভূতগণ সর্ব্বদা ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদ্যবাদন ও সুমধুর সঙ্গীতে ভূতপতি মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। এই পূজায় কোনরূপ বলিপ্রদান করা হয় না। ভূতগণ যখন পূজান্তে স্তুতিপাঠ করিতে থাকে, তখন বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়। ত্রিপুরারির সেই প্রমথগণ এখানে আহ্লাদের সহিত সতত নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকে। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি, যক্ষ ও নাগশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদা সেই লোকমঙ্গলজনক মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন। ২২—২৭।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

—

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত শঙ্খসদৃশ ধবলাকার কৈলাসশৈলে সংকর্ম্মশীল দেবভক্তগণের আলয়; ইহার পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থিত শিখরগুলি অতিশয় মনোহর। উক্ত কৈলাস শৈলের শতযোজন দীর্ঘ, কুন্দকুসুমসদৃশ ধবল,

সুবর্ণমণিচিত্রাভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
মহাভবনমালাভির্ভূষিতং নৈকবিস্তরম্ ॥ ৩
ধনাধ্যক্ষস্য দেবস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ ।
নগরং তদনাধৃষ্যমৃদ্ধিযুক্তং মুদাযুতম্ ॥ ৪
তস্য মধ্যে সভা রম্যা নানাকনকমণ্ডিতা ।
বিপুলা নাম বিখ্যাতা বিপুলস্তম্ভতোরণা ॥ ৫
তত্র তৎ পুষ্পকং নাম নানারত্নবিভূষিতম্ ।
মহাবিমানং রুচিরং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্ ॥ ৬
মনোজবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্ ।
বাহনং যক্ষরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭
তত্রৈকপিঙ্গলো দেবো মহাদেবসখঃ স্বয়ম্ ।
বসতি স্ম স যক্ষেন্দ্রঃ সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ ॥ ৮
তত্রাপ্সরোগণৈর্যক্ষৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।
বসতি স্ম মহাত্মাসৌ কুবেরো দেবসত্তমঃ ॥ ৯
তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ ।
মুকুন্দঃ শঙ্খো নীলশ্চ নন্দনো নিধিসত্তমাঃ ॥ ১০
অষ্টাবেতেহক্ষয়া দিব্যা ধনেশস্য মহাত্মনঃ ।
মহানিধয়স্তিষ্ঠন্তি সভায়াং তস্য সর্ব্বদাঃ ॥ ১১

তদেবেন্দ্রাগ্নিযমাদীনাং দেবানামপ্সরোগণৈঃ ।
সেব্যং কৈলাসমাবাসো যত্র যক্ষেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১২
কৃত্বা পূর্ব্বমুপস্থানং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ।
পশ্চাদ্গচ্ছন্তি যে তেষাং বিহিতাঃ পরিচারকাঃ ॥
তত্র মন্দাকিনী নাম সুরম্যা বিমলোদকা ।
সুবর্ণমণিসোপানা নানাপুষ্পোৎকরোৎকটা ॥ ১৪
জাম্বূনদময়ৈঃ পদ্মৈর্গন্ধস্পর্শগুণান্বিতৈঃ ।
নীলবৈদূর্য্যপত্রৈশ্চ গন্ধোপেতৈর্মহোৎপলৈঃ ॥ ১৫
তথা কুমুদষণ্ডৈশ্চ মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতা ।
যক্ষগন্ধর্ব্বনারীভিরপ্সরোভিশ্চ শোভিতা ॥ ১৬
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ ।
উপস্পৃষ্টজলা রম্যা বাপী মন্দাকিনী তথা ॥ ১৭
তথা হ্যলকনন্দা চ নন্দা চ সরিতাংবরা ।

কার মনোহর মধ্যম শৃঙ্গে ধনাধ্যক্ষ মহাত্মা কুবেরের সুবর্ণমণিচিত্রিত সুবৃহৎ ভবনশ্রেণী ভূষিত। পঞ্চাশযোজন দীর্ঘ ও অতিবিস্তৃত সুখজনক অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে বৃহত্তর স্তম্ভ ও তোরণশালী বিবিধ স্বর্ণাদিভূষিত এক মনোহারিণী সভা আছে। এই সভা বিপুলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেখানে যক্ষরাজ কুবেরের নানারত্নরাজিত পুষ্পক নামক মনোহর মহাবিমান বিদ্যমান। সেই বিমান ইচ্ছানুসারে মনের ন্যায় শীঘ্র গমন করিতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত বিপুলা সভায় প্রাণিগণপূজিত যক্ষরাজ একপিঙ্গল অবস্থান করেন; তিনি মহাদেবের সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত সভাতেই দেবপ্রবর মহাত্মা কুবের বহুবিধ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণের সহিত অবস্থান করেন। মহাত্মা ধনেশ্বর কুবেরের পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, শঙ্খ, নীল ও নন্দন নামে আটটী নিধি সেই সভায় আছে। ১—১১। যেখানে ধনেশ্বর কুবেরের আবাস স্থান, সেই কৈলাস শৈলে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও অপ্সরাগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। সর্ব্বপূর্ব্বদিকে যক্ষেশ্বর কুবেরের আলয়, তৎপশ্চিমে তাঁহার পরিচারকদিগের আবাস স্থান নির্দিষ্ট আছে। ফলকথা, নিজ নিজ প্রভুর আশ্রমের পশ্চিমদিকে সকল পরিচারকেরই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কৈলাস শৈলে অনেক পুষ্পপরিশোভিত প্রভূতজলা মন্দাকিনী গঙ্গা আছেন, তাহাতে অবতরণ করিবার সোপানসকল স্বর্ণনির্ম্মিত। এই মন্দাকিনীতে যে সকল পদ্ম আছে, সেগুলি জাম্বূনদ পদ্মের ন্যায় উত্তম গন্ধ ও স্পর্শশালী। এই মন্দাকিনী নীল ও বৈদূর্য্যমণি তুল্য বর্ণ ও দিব্য গন্ধসম্পন্ন কুমুদ দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় যক্ষগন্ধর্ব্বরমণী ও অমরাঙ্গনাগণ নিয়তই তাহাতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই কৈলাস শৈলে একটী বাপী আছে। দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সেই বাপীর জল এবং মন্দাকিনীর পবিত্র স্বচ্ছ সলিল স্পর্শ করিয়া আপনাকে অতি পবিত্র বলিয়া বোধ করেন। এখানে মন্দাকিনীর ন্যায় পবিত্রসলিলা অলকানন্দা ও নন্দা নামে দেবর্ষিগণসেবিত আরও দুইটী

এতৈশ্চৈব গুণৈর্যুক্তা নদ্যো দেবর্ষিসেবিতাঃ ॥১৮
তত্রৈব শৈলরাজস্য পূর্ব্বে কূটে পরিস্রুতাঃ।
সহস্রযোজনায়ামাস্ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তরাঃ ॥ ১৯
দশগন্ধর্ব্বনগরাঃ সমৃদ্ধ্যা পরয়া যুতাঃ।
মহাভবনমালাভিরনেকাভির্বিভূষিতাঃ ॥ ২০
সুবাহুর্হরিকেশাদ্যাশ্চিত্রসেনজয়াদয়ঃ।
দশ গন্ধর্ব্বরাজানো দীপ্তবহ্নিপরাক্রমাঃ ॥ ২১
তত্রৈব পশ্চিমে কূটে কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভে।
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রৈঃ সিদ্ধদেবর্ষিসেবিতে ॥ ২২
অশীতিযোজনায়ামং চত্বারিংশৎ প্রবিস্তরম্।
একৈকযক্ষভবনং মহাভবনমালিনম্ ॥ ২৩
মহাযক্ষালয়াস্তত্র ত্রিংশদাঢ্যানি মে শৃণু।
মুদাহর্ষ পরমর্দ্ধ্যা চ সংযুক্তানি সমন্ততঃ ॥ ২৪
মহামালিসুনেত্রাদ্যাস্তথা মণিবরাদয়ঃ।
উদীর্ণা যক্ষরাজানস্তত্র ত্রিংশৎ সদা বভুঃ ॥ ২৫
ইত্যেতে কথিতা যক্ষা বায়ুগ্নিসমতেজসঃ।
যেষামধিপতির্দেবঃ শ্রীমান্ বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥ ২৬
তত্রৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যচলোত্তমে।
নিকুঞ্জনির্ঝরগুহানৈকসানুদরীতটে ॥ ২৭
অর্ব্বাদর্ব্বাং যাবৎ পূর্ব্বপশ্চায়তেহচলে।
কিন্নরাণাং পুরশতং নিবিষ্টং বৈ কচিৎ কচিৎ ॥
নৈকশৃঙ্গকলাপস্য শৈলরাজস্য কুক্ষিষু।
নরনারীপ্রমুদিতং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ॥ ২৯
দ্রুমসুগ্রীবসেন্দ্রাদ্যা ভগদত্তপুরঃসরাঃ।
তত্র রাজশতং তেষাং দীপ্তানাং বলশালিনাম্ ॥৩০
বিবাহো যত্র রুদ্রস্য মহাদেব্যোময়া সহ।
তপস্তপ্তবতী চৈব যত্র গৌরী বরাঙ্গনা ॥ ৩১
কিরাতরূপিণী চৈব তত্র রুদ্রেণ ক্রীড়িতম্।
যত্র চৈব কৃতং তাভ্যাং জম্বুদ্বীপাবলোকনম্ ॥ ৩২
যত্র তাঃ সম্মুদা যুক্তা নানাভূতগণৈর্যুতাঃ।
চিত্রপুষ্পফলোপেতা রুদ্রস্যাক্রীড়ভূময়ঃ ॥ ৩৩
হৃষ্টা গিরিদরীবাসাঃ কৃশোদর্য্যো মনোরমাঃ।
সুন্দর্য্যো যত্র কিন্নর্য্যো রমন্তে স্ম সুলোচনাঃ ॥৩৪
বিশালাক্ষ্যাস্তথা যক্ষ্যশ্চাপ্সরসাঙ্গনাঃ।
গন্ধর্ব্বাশ্চাঙ্গশ লিপ্তো যত্র তত্র মুদা যুতাঃ ॥ ৩৫
তত্রৈবোমাবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।

নদী বিদ্যমান। শৈলবর কৈলাসের পূর্ব্বশৃঙ্গে, সহস্রযোজন দীর্ঘ ও ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত সৌন্দর্য্যশালী দশটী গন্ধর্ব্বনগর বিরাজিত। সেই নগরে মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধরূপে বহু গৃহ বর্ত্তমান। উক্ত দশনগরে প্রদীপ্ত পাবকনিভ পরাক্রমশালী সুবাহু, হরিকেশ, চিত্রসেন ও জয় প্রভৃতি দশজন গন্ধর্ব্ব রাজা বিরাজ করিতেছেন। সেই কৈলাসের কুন্দকুসুমসদৃশ ধবলবর্ণ, সিদ্ধ ও দেবর্ষিসেবনীয় নানাবর্ণ ধাতুচিত্রিত পশ্চিম শৃঙ্গে অশীতি যোজন দীর্ঘ, চত্বারিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত গৃহমালা পরিবৃত ত্রিংশৎটী নগর আছে। উক্ত নগরস্থিত প্রাণিবর্গ সর্ব্বদাই আনন্দিত ও ঐশ্বর্য্যশালী। বায়ু ও অগ্নিসদৃশ পরাক্রমশালী মহামালী, সুনেত্র ও মণিবর প্রভৃতি ত্রিশজন, উল্লিখিত ত্রিশটি নগরের রাজা। বৈশ্রবণ কুবের তাঁহাদিগের অধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১২—২৬। কৈলাসশৈলের দক্ষিণপার্শ্বে হিমালয় শৈল, ইহা বহুবিধ নির্ঝর, গুহা ও উপত্যকায় শোভিত। ইহার আয়তন পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বহুতর শৃঙ্গময় শৈলরাজ হিমালয়ের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট নরনারীপরিপূর্ণ একশত কিন্নরনগর আছে। ঐ সকল নগরস্থ কিন্নরগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তেজস্বী, সুগ্রীব, দ্রুম ও ভগদত্ত প্রভৃতি একশত ব্যক্তি উহাদের রাজা। যেখানে মহাদেবী উমার সহিত রুদ্রের পরিণয় ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল, যেখানে রমণীশ্রেষ্ঠা ভগবতী রুদ্রদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করেন, যেখানে থাকিয়া ভগবতী ও মহাদেব কিরাতমূর্ত্তি ধরিয়া ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন; যেখানে থাকিয়া ভগবতী ও মহাদেব জম্বুদ্বীপ দেখিয়াছিলেন, যেখানে ভূতগণের সহিত রুদ্রদেবের বহুবিধ পুষ্পচিত্রিত ক্রীড়াবন বিরাজমান, যেখানে গিরিগুহাবাসিনী, সুলোচনা কৃশোদরী, কিন্নরী, যক্ষিণী ও অপ্সরীগণ সুখে রমণ করিয়া থাকে, হিমালয়ের সেই স্থানে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ উমাবন বিদ্যমান। এই

অর্দ্ধনারীনরং রূপং দৃতবান্ যত্র শঙ্করঃ ॥ ৩৬
তথা শরবনং নাম যত্র জাতঃ ষড়াননঃ।
যত্র চৈব কৃতোৎসাহঃ ক্রৌঞ্চশৈলবনং প্রতি ॥ ৩৭
ধ্বজপতাকিনৈকৈব কিঙ্কিণীজালমালিনম্।
যত্র সিংহরথং দৃষ্টং কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ ॥ ৩৮
চিত্রপুষ্পনিকুঞ্জস্য ক্রৌঞ্চস্য চ নিবেশতে।
দেবারিসূদনঃ স্কন্দো যত্র শক্তিং বিমুক্তবান্ ॥ ৩৯
যত্রাভিষিক্তশ্চ গুহঃ দেবেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ সুরোত্তমৈঃ।
সেনাপত্যে চ দৈত্যারির্দীপ্তার্কপ্রতাপবান্ ॥ ৪০
ভূতসঙ্ঘাবকীর্ণানি এতান্যন্যানি চ দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র কুমারস্য স্থানান্যায়তনানি চ ॥ ৪১
তথা পাণ্ডুশিলা নাম স্কন্দক্রীড়া ক্রৌঞ্চঘাতিনঃ।
নানাভূতগণাকীর্ণে পৃষ্ঠে হিমবতঃ স্থিতা ॥ ৪২
তস্য পূর্ব্বে তটে রম্যং সিদ্ধাবাসং শুভাশ্রমম্।
কলাপগ্রামমিত্যেবং নাম্না খ্যাতং মনীষিভিঃ ॥ ৪৩
মৃকণ্ডুস্য বশিষ্ঠস্য ভরতস্য নলস্য চ।
বিশ্বামিত্রস্য বিপ্রর্ষেস্তথৈবোদ্দালকস্য চ ॥ ৪৪
অন্যেষাঞ্চোগ্রতপসাং ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিমবত্যাশ্রমাণাঞ্চ সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৪৫
নৈকসিদ্ধগণানাঞ্চ স্থানায়তনমুত্তমম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং নানাম্লেচ্ছগণৈর্বৃতম্ ॥ ৪৬
নানারত্নাকরাপূর্ণং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্।
নানানদীসহস্রাণাং সম্ভবঃ পর্ব্বতোত্তমম্ ॥ ৪৭
ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে হেমকূটে ভুবনবিন্যাসো
নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

পশ্চিমস্যাচলেন্দ্রস্য নিষধস্য যথার্থবৎ।
কীর্ত্যমানমশেষেণ বিশেষং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ১
বিস্তীর্ণে মধ্যমে কূটে হেমধাতুবিভূষিতে।
দীপ্তমায়তনং বিষ্ণোঃ সিদ্ধবিপ্রগণসেবিতম্ ॥ ২
যক্ষাপ্সরঃসমাকীর্ণং গন্ধর্ব্বগণসেবিতম্।
তত্র সাক্ষান্মহাদেবঃ পীতাম্বরধরো হরিঃ।

স্থানেই ভগবান্ শঙ্কর অর্দ্ধনারীদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। যেখানে কার্ত্তিকেয় জন্মিয়াছিলেন, সেই শরবন ঐ হিমালয় শৈলে অবস্থিত। যে স্থানে থাকিয়া ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চবিদারণ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, যেখানে বুদ্ধিমান্ কার্ত্তিকেয়ের বহুবিধ ধ্বজ-পতাকা ও কিঙ্কিণীমণ্ডিত সিংহরথ অবস্থিত, বিবিধ পুষ্পময় নিকুঞ্জশোভিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে স্থানে দৈত্যারি কার্ত্তিকেয় শক্তি-অস্ত্র বিমোচন করেন এবং যেখানে দ্বাদশাদিত্য-তুল্য প্রতাপশালী কার্ত্তিকেয় দৈত্যবিনাশের জন্য ইন্দ্র ও উপেন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ কর্ত্তৃক দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হয়েন, সেই সকল স্থান ও ক্রৌঞ্চঘাতি-কার্ত্তিকেয়ের ক্রীড়াভূমি পাণ্ডুশিলা-নামধেয় স্থান হিমালয়ের পৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছে। হিমালয়ের পূর্ব্বশৃঙ্গে সিদ্ধগণের আবাসভূমি বিরাজিত; পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইহা কলাপগ্রাম নামে বিখ্যাত। এই হিমালয় শৈলে, মৃকণ্ডু, বশিষ্ঠ, ভরত, নল, বিশ্বামিত্র ও উদ্দালক এবং অন্যান্য উগ্রতপা ঋষিগণের শত সহস্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হিমালয়শৈলে বৃহদায়তন বহুবিধ স্থান বিদ্যমান; তাহাতে বহুতর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতি বাস করে এবং এই হিমালয় শৈলে অনেক প্রকার রত্নের আকর আছে। এখান হইতে যে কত নদী নির্গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। ২৭—৪৭।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! এখন আমি পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী নিষধশৈলের সকল বিবরণ যথাযথরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিষধের স্বর্ণ ও ধাতুভূষিত মধ্যম শৃঙ্গে, ভগবান্ বিষ্ণুর সিদ্ধবিপ্র-সেবিত সমুজ্জ্বল আশ্রম বিরাজিত রহিয়াছে। যক্ষ, অপ্সরঃ ও গন্ধর্ব্বগণ সতত সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই আশ্রমে পীতাম্বরধারী লোক-

বরদঃ সেব্যতে সিদ্ধৈর্লোককর্ত্তা সনাতনঃ ॥ ৩
তস্যৈবাভ্যন্তরতটে নানাধাতুবিভূষিতে।
তটে নিষধকূটস্য শৃঙ্গচারুশিলাতলে ॥ ৪
রক্ষপ্রাসাদনির্য্যূহং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্।
অনেকবলভীকূটপ্রতোলীশতসঙ্কুলম্ ॥ ৫
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং মুদিতক্রীড়িতস্বরম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদমতুলং তপ্তকাঞ্চননন্দিতম্ ॥ ৬
উদ্যানমালাকুলিতং ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তম্।
তুস্প্রধৃষ্যমমিত্রৈস্তং পূর্ণমাশীবিষোপমৈঃ।
উর্জ্জস্বিনাং প্রমুদিতং রাক্ষসানাং মহাপুরম্ ॥ ৭
তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নৈকদৈত্যগণালয়ম্।
গুহাপ্রবেশং নগরং শৈলকুক্ষৌ দুরাসদম্ ॥ ৮
তস্যৈব পশ্চিমে কূটে পারিপাত্রশিলোচ্চয়ে।
বেদদানবনাগানাং সমৃদ্ধানি পুরাণি তু ॥ ৯
তত্র সোমশিলা নাম গিরেস্তস্য মহাতটে।
সোমো যত্রাবতরতি সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু ॥ ১০
উপাসতেঽত্র শ্রীমন্তং তারাপতিমনিন্দিতম্।
ঋষিকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সাক্ষাদ্দেবং তমোনুদম্ ॥ ১১
তস্যৈব চোত্তরে কূটে ব্রহ্মপার্শ্বমিতি স্মৃতম্।
স্থানং তত্র সুরেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রথিতং দিবি ॥ ১২
ইজ্যাপূজানমস্কারৈস্তত্র সিদ্ধাঃ সযক্ষকাঃ।
উপাসতে মহাত্মানং যক্ষগন্ধর্ব্বদানবাঃ ॥ ১৩
তস্যৈবায়তনং বহ্নেঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বিগ্রহবান্ বহ্নিঃ সেব্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ১৪
তস্যৈব চোত্তরে রম্যে ত্রিশৃঙ্গে বরপর্ব্বতে।
ঋষিসিদ্ধানুচরিতে নানাভূতগণালয়ে ॥ ১৫
পুরং তৎ ত্রিষু লোকেষু হেমচিত্রস্তু বিশ্রুতম্।
ত্রয়াণাং দেবমুখ্যানাং ত্রীণ্যেবায়তনানি চ ॥ ১৬
নারায়ণস্যায়তনং পূর্ব্বকূটে দ্বিজোত্তমাঃ।
মধ্যমে ব্রহ্মণঃ স্থানং শঙ্করস্য তু পশ্চিমে ॥ ১৭
দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
ইজ্যন্তে অভিপূজ্যন্তে দেবদেবা মহাবলাঃ ॥ ১৮

বিধাতা বরপ্রদ দেবশ্রেষ্ঠ হরি সিদ্ধসম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। সেই নিষধ শৈলের বিবিধ ধাতুভূষিত মনোহর শিলা-নির্ম্মিত মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্গে উর্জ্জস্বী রাক্ষস-দিগের এক মহতী পুরী বিরাজমানা এই পুরী নানাবিধ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবৃত, তাহার তোরণদ্বার উজ্জ্বল কাঞ্চননির্ম্মিত এবং শত্রু-গণের দুর্দ্ধর্ষ। এখানে বহুবিধ ইষ্টকাদিময় প্রাসাদ ও উদ্যান বিদ্যমান। এই স্থানের দৈর্ঘ্য ত্রিশৎযোজন, এই স্থান দেববিরোধী সর্প-সদৃশ ক্রূরস্বভাব উর্জ্জস্বী রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ ও শত্রুগণের অতিশয় দুঃখপ্রদ। সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন কোন প্রাণীই এই স্থানে থাকিতে পারে না। নিষধ শৈলের দক্ষিণপার্শ্বস্থ গুহাতে অনেক দৈত্যপরিপূর্ণ এক দুর্গমনগর বিদ্যমান। গুহার মধ্য দিয়া এই নগরে প্রবেশ করিতে হয়। উক্ত নিষধের পারিপাত্র নামক শিলা-ময় পশ্চিমশৃঙ্গে দেবতা, দানব ও নাগগণের সমৃদ্ধিশালী বহু পুরী বিরাজিত। তন্মধ্যে সোমশিলা নাম্নী পুরীতে ভগবান্ সোমদেব প্রত্যেক পর্ব্বে অবতরণ করিয়া থাকেন। এখানে ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ অন্ধকারহর আনন্দিত তারাপতি শ্রীমান্ চন্দ্রদেবের উপাসনা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। ১—১১। ইহার উত্তর-দিগের শৃঙ্গে ব্রহ্মপার্শ্ব নামে এক স্থান আছে। এখানে দেবপ্রবর পিতামহ ব্রহ্মা বিরাজ করেন, এই স্থান স্বর্গাদি সকল স্থানেই পরিচিত। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ এই স্থানে যজ্ঞ, পূজা ও নমস্কার দ্বারা ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গেই বহ্নিদেবের সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ ভবন বিরাজমান। এখানে সিদ্ধচারণ-গণ বিগ্রহরূপী বহ্নিদেবের পূজা করেন। ইহার উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী মনোহর ত্রিশৃঙ্গ শৈলে ঋষি, সিদ্ধ ও বিবিধ ভূতবর্গ-সেবিত সর্ব্বলোকপ্রথিত হেম-চিত্র নাম্নী পুরী, এই পুরীতে প্রধান দেবত্রয়ের ভবন। হে দ্বিজবরগণ! তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের ভবনে ভগবান্ নারায়ণ, মধ্যমে ব্রহ্মা এবং পশ্চিম ভবনে শঙ্কর বিরাজমান। এই ত্রিশৃঙ্গস্থ দেবদেবত্রয়কে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দানব, রাক্ষস, দৈত্য ও পন্নগগণ ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে। উক্ত ত্রিশৃঙ্গের কোন কোন স্থানে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও

তথা পুরাণি রম্যাণি দেশে দেশে কচিৎ কচিৎ।
যক্ষগন্ধর্ব্বনাগানাং ত্রিশৃঙ্গে বরপর্ব্বতে॥ ১৯
তথৈব চোত্তরে দেশে জারুধে দেবপর্ব্বতে।
অনেকশৃঙ্গকলিতে সিদ্ধসাধুনিষেবিতে॥ ২০
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাং সহস্রশঃ।
নাগানাং রাক্ষসানাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ মহাবলে॥ ২১
কূটে তু মধ্যমে তস্য সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতে।
রম্যে দেবর্ষিচরিতে রত্নধাতুবিভূষিতে॥ ২২
পদ্মোৎপলবনৈঃ ফুল্লৈঃ সৌগন্ধিকবনৈস্তথা।
তথা কুমুদষণ্ডৈশ্চ বিকচৈরুপশোভিতে॥ ২৩
বিহঙ্গসঙ্ঘসংঘুষ্টং নানাসত্ত্বনিষেবিতম্‌।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং মত্তষট্‌পদসেবিতম্‌॥ ২৪
নানাসত্ত্বগণাকীর্ণং বিহঙ্গৈরুপশোভিতম্‌।
চারুতীর্থং সুসম্বাধং ত্রিংশদ্‌যোজনমণ্ডলম্‌॥ ২৫
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলং জলদোষবিবর্জ্জিতম্‌।
তত্রানন্দজলং নাম মহাপুণ্যজলং সরঃ॥ ২৬
তত্র নাগপতিশ্চণ্ডো মন্দো নাম দুরাসদঃ।
শতশীর্ষো মহাভাগো বিষ্ণুচক্রাঙ্কচিহ্নিতঃ॥ ২৭
ইত্যেবমষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বিচিত্রা দেবপর্ব্বতাঃ।
পূর্ব্বৈরায়তনৈঃ পূর্ণৈঃ পুণ্যৈশ্চ সরোবরৈঃ॥ ২৮
সুবর্ণপর্ব্বতৈর্নৈকৈস্তথা রজতপর্ব্বতৈঃ।
হরিতালাচলৈর্নৈকৈস্তথা হৈঙ্গুলকাচলৈঃ।
শুদ্ধৈর্মনঃশিলাজালৈর্ভাস্বরৈরঞ্জনপ্রভৈঃ॥ ২৯
নানাধাতুবিচিত্রৈশ্চ নৈকৈশ্চ মণিপর্ব্বতৈঃ।
পূর্ণা বসুমতী সর্ব্বা গিরিভির্নৈকবিস্তরৈঃ॥ ৩০
নদীকন্দরশৈলাদ্যৈরায়তনৈশ্চিত্রসানুভিঃ।
তেষু শৈলসহস্রেষু নানাবর্ণেষু নিত্যশঃ।
ইত্যেবমচলেষু কৈর্দৈত্যরাক্ষসসাধুভিঃ॥ ৩১
কিন্নরোরগগন্ধর্ব্বৈর্বিচিত্রৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতা নৈকবিস্তরাঃ॥ ৩২
পুণ্যকৃদ্ভিঃ সমাকীর্ণা কেসরাকৃতয়ো নগাঃ।
গিরিজালন্তু তস্যেরোঃ সিদ্ধলোকমিতি স্মৃতম্‌॥ ৩৩
চিত্রং নানাশ্রয়োপেতং প্রচারং সুকৃতাত্মনাম্‌।
নাত্যুগ্রকর্ম্মসিদ্ধানাং প্রতিমন্ন্যপমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৪
স হি স্বর্গ ইতি খ্যাতঃ ক্রমশ্চেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্মহাদ্বীপবতী মেরুমূর্দ্ধা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৫
নানাবর্ণপ্রমাণৈর্হি নানাবর্ণবনৈস্তথা।
নানাভক্ষ্যান্নপানৈশ্চ নানাচ্ছাদনভূষণৈঃ॥ ৩৬

নাগগণেরও কতিপয় রমণীয় পুরী বিদ্যমান। ইহার উত্তরাংশে অনেক শৃঙ্গশালী জারুধ নামক দেবপর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতে ঋষি, সিদ্ধ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ও দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকেন। ১২—২১। ইহার রত্নধাতুমণ্ডিত সিদ্ধদেবর্ষিসেবিত রমণীয় মধ্যম শৃঙ্গে আনন্দজল নামে এক সরোবর বিরাজমান। প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পদ্ম ও কুমুদবন ইহার অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস ও কারণ্ডবাদি নানাজাতীয় পক্ষিগণ এই ভ্রমরগুঞ্জনময় সরোবরে সর্ব্বদা সুমধুরধ্বনি করিতেছে। ইহার জল নির্ম্মল ও পুণ্যজনক। এই সরোবরের মণ্ডলাকার পরিধি ত্রিংশদ্‌যোজন। এই সরোবরে প্রবল পরাক্রম প্রচণ্ড মন্দ নামক শতশীর্ষা নাগপতি বাস করে। ইহার একশত মস্তক এবং শরীরে বিষ্ণুচক্রের ন্যায় চিহ্ন আছে। হে ঋষিগণ! এই আটটীকে বিচিত্র দেবপর্ব্বত বলিয়া বিদিত হইবেন। এই বসুন্ধরা মধ্যে সুবর্ণ, হিঙ্গুল ও মনঃশিলাদি বিবিধ ধাতুচিত্রিত শৈল সকল, নানা নদী, গুহা, পবিত্র আয়তন এবং পুণ্যসলিল-সরোবরে অলঙ্কৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল পর্ব্বতে দৈত্য, রাক্ষস, সাধু, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ বাস করিয়া থাকে। যে যে পর্ব্বত মেরুকর্ণিকার কেশর বলিয়া কথিত হইল, সেই সকল পর্ব্বতে পুণ্যকর্ম্মা সাধু ব্যক্তিগণই বাস করিয়া থাকেন। সেই কেশরস্থানীয় সমস্ত পর্ব্বতকেই সিদ্ধলোক ও স্বর্গ বলা যায়। যাহারা অত্যুগ্র কর্ম্ম করে নাই অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদেরই এই সিদ্ধলোক বা স্বর্গ লাভ হয়। প্রাচীন ঋষিগণ এই পৃথিবীকে চতুর্মহাদ্বীপবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২২—৩৫। প্রত্যেক দ্বীপই বিবিধ অন্ন, পানীয় ও নানাপ্রকার বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা

প্রজাবিকারৈর্বিবিধৈশ্চিত্রৈরদ্ভুতৈঃ সহ।
চত্বারো নৈকবর্ণাদ্যা মহাদ্বীপাঃ পরিশ্রুতাঃ॥ ৩৭
ভদ্রাশ্বা ভরতাশ্চৈব কেতুমালাশ্চ পশ্চিমাঃ।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ৩৮
সৈষা চতুর্মহাদ্বীপা নানাদ্বীপসমাকুলা।
পৃথিবী কীর্ত্তিতা কৃৎস্না পদ্মাকারা ময়া দ্বিজাঃ॥৩৯
তদেষা সান্তরদ্বীপা সশৈলবনকাননা।
পদ্মেত্যভিহিতা কৃৎস্না পৃথিবী বহুবিস্তরা॥ ৪০
সব্রহ্মসদনং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
ত্রিলোকমিতি বিখ্যাতং যং সর্ব্বৈর্ব্যবহার্য্যতে॥৪১
চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তং যং তজ্জগৎ পরিগীয়তে।
গন্ধবর্ণরসোপেতং শব্দস্পর্শগুণান্বিতম্॥ ৪২
তৎ লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে।
এষ সর্ব্বপুরাণেষু ক্রমঃ সুপরিনিশ্চিতঃ॥ ৪৩

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪

——

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সরোবরেভ্যঃ পুণ্যোদা দেবনদ্যো বিনির্গতাঃ।
মহোঘতোয়া নদ্যশ্চ তাঃ শৃণুধ্বং যথাক্রমম্॥ ১
আকাশাম্ভোনিধির্যোঽসৌ সোম ইত্যভিধীয়তে।
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং দেবানামমৃতাকরঃ॥ ২
তস্মাৎ প্রবৃত্তা পুণ্যোদা নদী হ্যাকাশগামিনী।
সপ্তমেনানিলপথা প্রজাতা বিমলোদকা॥ ৩
সা জ্যোতীংষি নিষেবন্তী জ্যোতির্গণনিষেবিতা।
তারাকোটিসহস্রাণাং নভসশ্চ সমাবৃতা॥ ৪
মাহেন্দ্রেণ গজেন্দ্রেণ আকাশপথবাহিনা।
ক্রীড়িতা হ্যম্বরতলে যা সা বিক্ষোভিতোদকা॥ ৫
নৈকৈর্বিমানসঙ্ঘাতৈঃ প্রক্রামদ্ভির্নভস্তলম্।
সিদ্ধৈরুপস্পৃষ্টজলা মহাপুণ্যজলা শিবা॥ ৬
বায়ুনা প্রের্য্যমাণা সা অনেকাভোগগামিনী।
পরিবর্ত্তত্যহরহো যথা সোমস্তথৈব সা॥ ৭
চত্বার্য্যশীতিঞ্চ তথা সহস্রাণাং সমুচ্ছ্রিতম্।

পরিপূর্ণ। প্রতি দ্বীপেই নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ বাস করে। এই চারিটি মহাদ্বীপ সর্ব্বদা নানারূপে বিরাজিত। উল্লিখিত চারিটি দ্বীপের নাম ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু। এতন্মধ্যে কেতুমাল দ্বীপ পশ্চিমে ও পুণ্যচেতা ব্যক্তিবর্গের বাসভূমি কুরুদ্বীপ উত্তরদিকে অবস্থিত। হে দ্বিজগণ! এই চতুর্দ্বীপময়ী পৃথিবীতে আরও বহু বিবিধ উপদ্বীপ আছে; সেই সকল দ্বীপ এই চারি দ্বীপেরই অন্তর্গত বলিয়া জানিতে হইবে। দ্বীপ পর্ব্বত ও বনাদিবিভূষিত বহু বিস্তৃত পৃথিবী লোকপদ্ম নামে নির্দ্দিষ্ট। এই লোকপদ্মনামক পৃথিবীতেই সমস্ত প্রাণীর ব্যবহার্য্য ব্রহ্মলোক সহ দেবলোক, অসুরলোক ও মনুষ্যলোক নামক ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। লোকপদ্মের যে স্থান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধময়, চন্দ্রসূর্য্যের আলোকে পরিব্যাপ্ত, সেই স্থানকে জগৎ নামে অভিহিত করা যায়। শ্রুতিতে এই এই লোকপদ্মই পদ্ম নামে অভিহিত। হে ঋষিগণ! আমি লোকবিন্যাসের যেরূপ ক্রম কহিয়াছি, সমগ্র পুরাণেই সেই ক্রম বর্ণিত আছে। ৩৬—৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

——

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত সরোবরসমূহ হইতে যে সকল পূত জলশালিনী মহাবেগবতী নদী নির্গত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা যাহা আকাশে সাগরসদৃশ দেখিতেছি, ইহার নাম সোম। এই সোম প্রাণিবর্গের আধারস্বরূপ এবং দেবভোগ্য অমৃতের উদ্ভবস্থান। উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশগামিনী সহস্রকোটী তাহার জ্যোতির্বিশিষ্ট এক সুদীর্ঘ পুণ্যতোয়া নদী প্রাদুর্ভূত হইয়া বায়ুর সপ্তম পথে বিচরণ করত প্রাণিগণনিষেবিত হইয়া তাহাদের উপভোগসম্পাদনান্তে আকাশগামী ঐরাবতের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বিক্ষিপ্তজলা হইয়াছে। তাহার জল বিমানযোগে আকাশপথে গমনশীল সিদ্ধগণের সংস্পর্শে অতিশয়

বেগেন কুর্ব্বতী মেরুং সা প্রযাতা প্রদক্ষিণম্ ॥ ৮
বিভিদ্যমানসলিলৈস্তৈজসেনানিলেন চ।
মেরোরুত্তরকূটেষু নিপপাত চতুর্ষপি ॥ ৯
মেরুকূটতটান্তেভ্যস্তুঙ্গেভ্যো নিবর্ত্তিতা।
বিকীর্য্যমাণসলিলা চতুর্দ্ধা সংস্থিতোদকা ॥ ১০
ষষ্টিযোজনসাহস্রং নিরালম্বং সমাশ্রয়াৎ।
নিপপাত মহাভাগা মেরোস্তস্য চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১১
সা চতুর্ষভিতশ্চৈব মহাপাদেষু শোভনা।
পুণ্যা মন্দরপূর্ব্বেণ পতিতা সা মহানদী ॥ ১২
পূর্ব্বেণাংশেন দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধগণালয়ম্।
সুবর্ণচিত্রকটকং নৈকনির্ঝরকন্দরম্ ॥ ১৩
প্লাবয়ন্তী সশৈলেন্দ্রং মন্দরং চারুকন্দরম্।
বনপ্রতাপশমনৈরনেকৈঃ স্ফাটিকোদকৈঃ ॥ ১৪
ততশ্চৈত্ররথং রম্যং প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্।
প্রবিষ্টা সা বরনদী হ্যরুণোদসরোবরম্ ॥ ১৫
অরুণোদান্নিবৃত্ত্যাথ শীতান্তে রম্যনির্ঝরে।
শৈলে সিদ্ধগণাবাসে নিপপাতাশুগামিনী ॥ ১৬

সীতা নাম মহাপুণ্যা নদীনাং প্রবরা নদী।
সা নিকুঞ্জনিরুদ্ধা তু অনেকাভোগগামিনী।
শীতান্তশিখরাদ্‌ভ্রষ্টা সুকুঞ্জে বরপর্ব্বতে ॥ ১৭
নিপপাত মহাভাগা তস্মাদপি সুমঞ্জসম্।
মাল্যবন্তং ততঃ শৈলং প্লাবয়ন্তী বরাপগা ॥ ১৮
বৈকঙ্কং সমনুপ্রাপ্তা বৈকঙ্কান্মণিপর্ব্বতম্।
মণিশৈলান্মহাশৈলং ঋক্ষং সানেককন্দরম্ ॥ ১৯
এবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
পতিতাথ মহাশৈলে জঠরে সিদ্ধসেবিতে ॥ ২০
তস্মাদপি মহাশৈলং দেবকূটং তরঙ্গিণী।
তস্য কুক্ষিসমুদ্ভ্রান্তাং ক্রমেণ পৃথিবীং গতা ॥ ২১
দৈবং স্থলীসহস্রাণি শৈলরাজশতানি চ।
বনানি চ বিচিত্রাণি সরাংসি বিবিধানি চ ॥ ২২
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা বিস্ফারৈর্বিমলোদকা।
নদীসহস্রানুগতা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥ ২৩

পুণ্য ও মঙ্গলপ্রদ। সেই মহানদী বায়ু বিচালিত হইয়া অতিশয় বেগসহকারে চতুরশীতি সহস্রযোজন উচ্চ মেরুপর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে। অনন্তর সেই নদী তৈজসবায়ু বেগে বিক্ষিপ্তজলা হইয়া মেরুপর্ব্বতের উত্তরদিকস্থ শৃঙ্গের উপরে পতিত হয়। পরে তথা হইতে সঞ্চালিত ও চারিভাগে বিভক্ত হইয়া ষষ্টিসহস্র যোজন শূন্যপথে গমনের পর মেরুর চারিদিকে পতিত হইয়াছে। ১—১১। মেরুপাদের চারিদিকে শোভিত সেই পুণ্যসলিলা মহানদী মন্দরের পূর্ব্বদিক দিয়া পতিত হইতেছে। সেই নদী বনপ্রতাপপ্রশমনকারী নির্ম্মল জলপ্রবাহে বহু নির্ঝর, গুহা, সুবর্ণময় পর্ব্বতপার্শ্ব এবং দেব ও সিদ্ধগণের নিলয়াদিপূর্ণ মন্দরের পূর্ব্বদিক্ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে সেই পুণ্যতোয়া মহানদী প্রদক্ষিণক্রমে রমণীয় চৈত্ররথ উদ্যান প্লাবিত করিয়া অরুণোদসরোবরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই শীঘ্রগামিনী স্রোতস্বতী অরুণোদসরোবর হইতে প্রবাহিত হইয়া রমণীয় নির্ঝরময় সিদ্ধনিবাস শীতান্ত শৈলে পতিত হইয়াছে। শীতান্ত শৈলের নিকুঞ্জপুঞ্জে উহার বেগ নিরুদ্ধ হইলে বহু প্রবাহে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া ঐ নদী সেই স্থানে সীতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শীতান্ত শিখর হইতে সেই পুণ্যসলিলা নদী পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুকুঞ্জে গিয়া পতিত হইয়াছে। তথা হইতে সুমঞ্জস শৈলে, সুমঞ্জস হইতে মাল্যবানে, মাল্যবান্ হইতে বৈকঙ্কে, বৈকঙ্ক হইতে মণিশৈলে এবং মণিশৈল হইতে বহুবিধ গুহাপরিপূর্ণ শৈলবর ঋক্ষে গিয়া নিপতিত হইয়াছে। সেই মহানদী এইরূপে বহুবিধ পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক সিদ্ধসেবিত জঠর পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে। তথা হইতে সেই তরঙ্গিণী দেবকূট শৈলে উপনীত ও তাহার কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া বহুবিধ বিচিত্র পর্ব্বত, সরোবর ও বন প্রভৃতি বিবধবান নির্ম্মল জলে প্লাবিত করিয়া ক্রমে ক্রমে কলেবরপ্রসারণ করত সমুদ্রান্তা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে। সেই পৃথিবী-পতিত মহানদী হইতে অপরাপর সহস্র সহস্র নদী নির্গত হইয়াছে। ১২—২২। এইরূপে সেই মহানদী ভদ্রাশ্ব বর্ষ প্লাবিত করিয়া

হ্রাবৃং সা মহাদ্বীপং প্লাবয়ন্তী নগানপি।
প্রবিষ্টা হ্যর্ণবং পূর্ব্বং পূর্ব্বে দ্বীপে মহানদী ॥ ২৪
দক্ষিণেঽপি প্রপন্না যা শৈলেন্দ্রে গন্ধমাদনে।
চিত্রৈঃ প্রপাতৈর্বিবিধৈর্নাদৈর্বিস্ফারিতোদকা ॥ ২৫
তদ্গন্ধমাদনবনং কন্দরৈরেব নন্দনম্
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা সা প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৬
নাম্না হ্যলকনন্দেতি সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা।
প্রবিশত্যুত্তরসরো মানসং দেবমানসম্ ॥ ২৭
মানসাচ্ছৈলশিখরাৎ কলিঙ্গশিখরং গতা ॥ ২৮
কলিঙ্গশিখরাদ্‌ভ্রষ্টা রুচকে নিপপাত সা।
রুচকাদ্রিবরং প্রাপ্তা তাম্রাভং নিষধাদপি ॥ ২৯
তাম্রাভশিখরাদ্‌ভ্রষ্টা গতা শ্বেতোদরং গিরিম্।
তস্মাৎ সমূলং শৈলেন্দ্রং বসুধারঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥৩০
হেমকূটং গতা তস্মাদ্ দেবশৃঙ্গে ততো গতা।
তস্মাদ্‌গতা মহাশৈলং ততশ্চাপি পিশাচকম্ ॥ ৩১
পিশাচকাচ্ছৈলবরাৎ পঞ্চকূটং গতা পুনঃ।
পঞ্চকূটাত্তু কৈলাসং দেবাবাসং শিলোচ্চয়ম্ ॥৩২
তস্য কুক্ষিষু বিভ্রান্তা নৈককন্দরসানুষু।
হিমবত্যুত্তমনদী নিপপাতাচলোত্তমে ॥ ৩৩
সৈবং শৈলসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
স্থলীশতান্যনেকানি প্লাবয়ন্ত্যাশুগামিনী ॥ ২৪
বনানাঞ্চ সহস্রাণি কন্দরাণাং শতানি চ।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রয়াতা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৩৫
বহুযোজনবিস্তীর্ণা শৈলকুক্ষিষু সংবৃতা।
যা ধৃতা দেবদেবেন শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৩৬
পাবনী দ্বিজশার্দ্দূলা ঘোরাণামপি পাপ্মনাম্।
শঙ্করস্যাঙ্গসংস্পর্শান্মহাদেবস্য ধীমতঃ।
ভূয়ঃপবিত্রসলিলা সর্ব্বলোকে মহানদী ॥ ৩৭
অনুশৈলং সমস্তাচ্চ নির্গতা বহুভির্মুখৈঃ।
অথোঽন্যেনাভিধানেন খ্যাতা নদ্যঃ সহস্রশঃ ॥৩৮
তস্মাদ্ধিমবতো গঙ্গা গতা সা তু মহানদী।
এবং গঙ্গেতি নামাদিপ্রকাশা সিদ্ধসেবিতা ॥ ৩৯
ধন্যাস্তে সত্তমা দেশা যত্র গঙ্গা মহানদী।
রুদ্রসাধ্যানিলাদিত্যৈর্জুষ্টতোয়া যশস্বতী ॥ ৪০
মহাপাদং প্রবক্ষ্যামি মেরোরপি হি পশ্চিমম্।

পূর্ব্বসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বদ্বীপের মহানদী নামে অভিহিত। বিচিত্র মনোহর প্রপাতনিচয়ে বিস্ফারিতসলিলা সেই মহানদী দক্ষিণদিকে গমনান্তে গন্ধমাদনশৈলে পতিত হইয়া বিবিধ গুহাময় আনন্দজনক গন্ধমাদন-বন প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিবার পর সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ অলকন্দা নামধারণান্তে উত্তরস্থিত দেবাভিলষিত মানসসরোবরে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ নদী মানস-সরোবর হইতে রমণীয় কলিঙ্গশিখরে, কলিঙ্গশিখর হইতে রুচকপর্ব্বতে, রুচক হইতে নিষধে, নিষধ হইতে তাম্রাভশৈলে, সে স্থান হইতে শ্বেতোদর শৈলে, শ্বেতোদর হইতে সুমল ও বসুধারশৈলে, বসুধার হইতে হেমকূট, হেমকূট হইতে দেবশৃঙ্গে, দেবশৃঙ্গ হইতে মহাশৈলে, মহাশৈল হইতে পিশাচকশৈলে, পিশাচক হইতে পঞ্চকূটশৈলে এবং পঞ্চকূট হইতে দেবগণের আনন্দভূমি শিলাসমূহসমাবৃত কৈলাসশৈলে পতিত হইয়াছে। এই উত্তম নদী বহু গুহা ও সানুময় কৈলাসোদরে পরিভ্রমণ করিয়া শৈলাধিরাজ হিমালয়ে পতিত হইয়াছে। এইরূপে সেই মহাভাগা নদী শত শত কানন ও কন্দর এবং সহস্র সহস্র শৈলাদি নানাবিধ স্থল বিদারিত ও প্লাবিত করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়াছে। ২৪—৩৫। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যে শৈলোদরসমন্বিতা বহুযোজনবিস্তীর্ণা নদীকে মঙ্গলদাতা মহাত্মা দেবদেব মহাদেব নিজ মস্তকে ধরিয়াছেন, যিনি অতি ঘোরতর পাপকেও ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং যিনি শঙ্করকর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া অতি পূতজলা মহানদী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছেন। সেই মহানদীই শৈল সকলের নানাদিকে বহুমুখে প্রবাহিত সহস্র সহস্র ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে বিবিধ সিদ্ধসেবিতা মহানদী পূর্ব্বোল্লিখিত হিমালয় শৈল হইতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণসাগরে পতিত হইয়াছেন, তিনি গঙ্গানামে বিখ্যাত। সাধ্য, রুদ্র, অনিল ও আদিত্যসেবিত যশস্বিনী গঙ্গানাম্নী মহানদী যে দেশে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই দেশই

নানারত্নাকরং পুণ্যং পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥ ৪১
বিপুলং শৈলরাজানং বিপুলোদরকন্দরম্।
নিতম্বকুঞ্জকটকৈর্বিমলৈর্মণ্ডিতোদরম্ ॥ ৪২
অপি যা ত্র্যম্বকস্পৃষ্টা ত্রিদশৈঃ সেবিতোদকা।
বায়ুবেগহতাংভোগা লতেব ভ্রামিতা পুনঃ ॥ ৪৩
মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা প্রহতৈঃ স্বাদিতোদকা।
বিস্তীর্য্যমাণসলিলা নির্ম্মলাংশুকসন্নিভা ॥ ৪৪
তস্য কূটেঽম্বরনদী সিদ্ধচারণসেবিতা।
প্রদক্ষিণমথারণ্যে পতিতা সাগুগামিনী ॥ ৪৫
দেবভ্রাজং মহাভ্রাজং সা বৈভ্রাজং মহাবনম্।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা নানাপুষ্পফলোদকা ॥ ৪৬
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বাণা নানাবনবিভূষিতা।
প্রবিষ্টা পশ্চিমসরঃ সিতোদং বিমলোদকম্ ॥ ৪৭
সা সিতোদাং বিনিষ্ক্রান্তা সুপক্ষং পর্ব্বতং গতা
সুপক্ষতস্তু পুণ্যোদা ততো দেবর্ষিসেবিতা ॥ ৪৮
সুপক্ষকূটতটগা তস্মাচ্চ সংশিতোদকা।
নিপপাত মহাভাগা রমণ্যং শিখিপর্ব্বতম্ ॥ ৪৯
শিখেস্ত পর্ব্বতাৎ কঙ্কং কঙ্কাৎ বৈদূর্য্যপর্ব্বতম্।
বৈদূর্য্যাৎ কপিলং শৈলং তস্মাচ্চ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫০
তস্মাদ্ গিরিবরাৎ প্রাপ্তা পিঞ্জরং বরপর্ব্বতম্।
পিঞ্জরাৎ সুরসং যাতা তস্মাচ্চ কুমুদাচলম্ ॥ ৫১
মধুমন্তমঞ্জনঞ্চ মুকুটঞ্চ শিলোচ্চয়ম্।
মুকুটচ্ছৈলশিখরাৎ কৃষ্ণং যাতা মহাগিরিম্ ॥ ৫২
কৃষ্ণাৎ শ্বেতং মহাশৈলং মহানাগনিষেবিতম্।
শ্বেতাৎ সহস্রশিখরং শৈলেন্দ্রং পতিতা পুনঃ ॥ ৫৩
অনেকাভিঃ সুরম্যাভিরাপ্যায়িতজলা শিবা।
এবং শৈলসহস্রাণি সাদয়ন্তী মহানদী ॥ ৫৪
পারিজাতে মহাশৈলে নিপপাতাণ্ডগামিনী।
অনেকনির্ঝরনদীগুহাসানুবিভূষিতা ॥ ৫৫
তস্য কুক্ষিষ্বনেকাসু ভ্রান্ততোয়া তরঙ্গিণী।
ব্যাহন্যমানসংবেগা গণ্ডশৈলৈরনেকশঃ ॥ ৫৬
বিমথ্যমানসলিলা গতা চ ধরণীতলে।
কেতুমালং মহাদ্বীপং নানাম্লেচ্ছগণৈর্বৃতম্ ॥ ৫৭
সুবর্ণচিত্রপার্শ্বে তু সুপার্শ্বেঽপ্যন্তরে গিরৌ।
মেরোঃ পশ্চিমমহাপাদে মহাসত্ত্বনিষেবিতে ॥ ৫৮

প্রধান ও ধন্য। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণের আবাস বলিয়া যাহা অতিশয় পুণ্যপ্রদ, যাহা নানা রত্নের আকর, বিবিধ কটককুঞ্জে পরিশোভিত, যাহার মধ্যভাগ ও গুহা অতি বিস্তৃত, মেরুর সেই পশ্চিম মহাপাদ বিপুল শৈলরাজের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সুরসেবিতা মধুর-সলিলা নদী বায়ুবেগে আহত লতাবৎ কম্পিত হইয়া মেরুর চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, সেই নির্ম্মলবসনসদৃশী বিস্তীর্ণজলা নদী মেরুশৃঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বিপুল-শৈলের শৃঙ্গে পতিত হইয়াছে। সেখানে এই স্বর্গনদী বিবিধ সিদ্ধ ও চারণগণে পূজিত হইয়া দেবসদৃশ দীপ্তিমান্ দেবভ্রাজ, মহাভ্রাজ ও বৈভ্রাজবনকে প্রদক্ষিণক্রমে প্লাবিত করিতেছে। তথা হইতে বহুবিধ ফলকুসুম-পরিশোভিত হইয়া নানাদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বহু বন অতিক্রমান্তে নির্ম্মল জলপূর্ণ সিতোদ নামক পশ্চিম সরোবরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই পুণ্যতোয়া নদী সিতোদ-সরোবর হইতে নির্গত হইয়া সুপক্ষ শৈলে নিপতিত হইবার পর তথা হইতে নানা দেবর্ষিকর্তৃক পূজিত হইয়া রমণীয় শিখিশৈলে, তথা হইতে কঙ্ক-শৈলে, কঙ্ক হইতে বৈদূর্য্যশৈলে, বৈদূর্য্য হইতে কপিলে, তথা হইতে গন্ধমাদনে, গন্ধমাদন হইতে পিঞ্জরশৈলে, পিঞ্জর হইতে সুরস শৈলে, সুরস হইতে কুমুদাচলে, কুমুদ হইতে মধুমান্ শৈলে, মধুমান্ হইতে অঞ্জনশৈলে, তথা হইতে মুকুটশৈলে, মুকুট হইতে কৃষ্ণশৈলে, কৃষ্ণ হইতে মহানাগগণ-নিষেবিত শ্বেতশৈলে এবং শ্বেতশৈল হইতে সহস্রশিখরশৈলে পতিত হইয়াছে। ৩৮—৫৩। সেই অনেক সুরনদীসেবিতা মঙ্গলদায়িনী জলপূর্ণা নদী বহুবিধ শৈল বিদীর্ণ করিয়া বহু নির্ঝর, গুহা ও সানুশোভিত পারিজাত-পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে। অনন্তর ঐ মহা-নদীর বেগ গণ্ডশৈলে রুদ্ধ হইলে, সেই শৈল-কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে করিতে বিলোড়িত হইয়া তথা হইতে ম্লেচ্ছ-পরিপূর্ণ কেতুমালদ্বীপ প্লাবিত করিয়াছে। সেই মহানদী বহু সহস্র যোজন-বিস্তৃত সুপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে

মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা।
অনেকাভোগবক্রাঙ্গী ক্ষিপ্যমাণা নভস্তলে ॥ ৫৯
ষষ্টিযোজনসাহস্রে নিরালম্বেঽম্বরে শুভে।
বিকীর্য্যমাণা মালেব নিপপাত মহানদী ॥ ৬০
এবং কূটতটৈর্ভ্রষ্টা নৈকৈর্দেববিসেবিতৈঃ।
বিকীর্য্যমাণসলিলা নৈকপুষ্পোড়ুপোৎকরা ॥ ৬১
নানারত্নবনোদ্দেশময়ব্যং সাবতুর্ব্বনম্।
মহাবনং মহাভাগা প্লাবয়ন্তী প্রদক্ষিণম্ ॥ ৬২
সরোবরং মহাপুণ্যং মহানাগনিষেবিতম্।
তত্রাবিবেশ কল্যাণী মহাভদ্রং সিতোদকা ॥ ৬৩
ভদ্রসোমেতি নাম্না হি মহাপারা মহাজবা।
মহানদী মহাপুণ্যা মহাভদ্রা বিনির্গতা ॥ ৬৪
নৈকনির্ঝরবপ্রাঢ্যা শঙ্খকূটতটে তু সা।
চিত্রকূটে গিরিবরে নিপপাতাশুগামিনী ॥ ৬৫
চিত্রকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পপাত বৃষপর্ব্বতম্।
বৃষাচলাদ্বৎসগিরিং নাগশৈলং ততো গতা ॥ ৬৬
তস্মান্নীলং নগশ্রেষ্ঠং সংপ্রাপ্তা বর্ষপর্ব্বতম্।
নীলাৎ কপিঞ্জলঞ্চৈব ইন্দ্রশৈলঞ্চ নিম্নগা ॥ ৬৭
ততঃ পরং মহানীলং হেমশৃঙ্গঞ্চ সা যযৌ।
হেমশৃঙ্গাদ্গতা শ্বেতং শ্বেতাচ্চ সুনগং যযৌ ॥ ৬৮
সুনগাৎ শতশৃঙ্গঞ্চ সংপ্রাপ্তা সা মহানদী।
শতশৃঙ্গান্মহাশৈলং পুষ্করং পুষ্পমণ্ডিতম্ ॥ ৬৯
পুষ্করাচ্চ মহাশৈলাদ্ বিরাজং সুমহাচলম্।
বরাহপর্ব্বতং তস্মান্ময়ূরঞ্চ শিলোচ্চয়ম্ ॥ ৭০
ময়ূরাচ্চৈকশিখরং কন্দরোদরমণ্ডিতম্।
জারুধিং শৈলরাজানং নিপপাতাশুগামিনী ॥ ৭১
এবং গিরিসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী।
ত্রিশৃঙ্গং শৃঙ্গকলিলং মর্য্যাদাপর্ব্বতং গতা ॥ ৭২
ত্রিশৃঙ্গতটাদ্বিভ্রষ্টা মহাভাগানিষেবিতা।
মেরুকূটতটাদ্ভ্রষ্টা পবনেনেরিতোদকা ॥ ৭৩
বীরুধং পর্ব্বতবরং পপাত বিমলোদকা।
প্লাবয়ন্তী মহাভাগা প্রযাতা পশ্চিমার্ণবম্ ॥ ৭৪
সুবর্ণভূবি পার্শ্বে তু সুপার্শ্বেঽপ্যন্তরে গিরৌ।

পতিত হইয়াছে। পরে প্রাণিপরিপূর্ণ সুবর্ণ পার্শ্ববিশিষ্ট সুপার্শ্ব নামক পাদে পতিত, বিস্তৃত প্রবাহে বিভক্ত এবং বায়ুবেগে বিকীর্ণ হইয়া নিরালম্ব শূন্যপথে মালাবৎ পতিত হইতেছে। এইরূপে সেই নানাবিধ পুষ্প ও উড়ুপশোভিতা বিকীর্ণজলা কল্যাণদায়িনী মহানদী সুপার্শ্বের শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া নানারত্নখচিত সবিতৃবন্নামক মহাবন প্রদক্ষিণান্তে প্লাবিত করিয়া মহানাগনিষেবিত পূতশুভ্র সলিলময় মহাভদ্র নামক সরোবরে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ নদী এই স্থান হইতে নির্গত হইবার পর ভদ্রসোমা নামধারণান্তে অতি বেগবতী ও মহাপারা হইয়া অনেক নির্ঝরশালী শঙ্খকূট শৈলপ্রান্তে উপনীত ও তথা হইতে গিরিবর চিত্রকূটে পতিত হইয়াছে। ৫৪—৬৫। ক্রমে চিত্রকূটের তটদেশ হইতে বৃষপর্ব্বতে, বৃষপর্ব্বত হইতে বৎসপর্ব্বতে, তথা হইতে নাগশৈলে, নাগশৈল হইতে নীল নামধেয় বর্ষপর্ব্বতে, তথা হইতে কপিঞ্জলশৈলে এবং সেই শৈল হইতে ইন্দ্রশৈলে পতিত হইয়াছে। অতঃপর তথা হইতে মহানীল শৈলে, মহানীল হইতে হেমশৃঙ্গে, হেমশৃঙ্গ হইতে শ্বেতশৈলে, শ্বেত হইতে সুনগে, সুনগ হইতে শতশৃঙ্গ শৈলে, শতশৃঙ্গ হইতে বিবিধ কুসুমশোভিত পুষ্কর পর্ব্বতে, তথা হইতে বিরাজপর্ব্বতে, বিরাজ হইতে বরাহপর্ব্বতে, বরাহ হইতে ময়ূরপর্ব্বতে, ময়ূর হইতে বিবিধ কন্দরোদরবিভূষিত একশিখর শৈলে, এবং একশিখর হইতে জারুধি শৈলে মহাবেগে উপনীত হইয়াছে। সেই বেগপ্রচলিত মহানদী এইরূপে সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিদারণ করিয়া বহুশৃঙ্গশালী ত্রিশৃঙ্গ নামক মর্য্যাদাশৈলে গমন করিয়াছে। অনন্তর ত্রিশৃঙ্গ শৈলের নিতম্বদেশ হইতে নিপতিত হইয়া দেব ও সিদ্ধগণ-সেবিত মেরুশৃঙ্গ গমনান্তে তথা হইতে বিচ্যুত ও পবন-প্রেরিত হইয়া সেই স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী মর্য্যাদাশৈল হইতে প্রবাহিত হইয়া বীরুধ পর্ব্বত প্লাবিত করত পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে। এইরূপে সেই ভীষণতরঙ্গভঙ্গময়ী মহানদী মহাপ্রাণিপরিপূর্ণ সুবর্ণময়পার্শ্বযুত

মেরোশ্চিত্রে মহাপাদে মহাসত্ত্বনিষেবিতে ॥ ৭৫
কন্দরোদরবিভ্রষ্টা তস্মাদপি তরঙ্গিণী।
নৈকভাগা পপাতোর্ব্বীং চিত্রপুষ্পোড়ুপোৎকরা ॥
প্লাবয়ন্তী প্রমুদিতা উত্তরান্ সা কুরূন্ শিবা।
মহাদ্বীপস্য মধ্যেন প্রযাতা সোত্তরার্ণবম্ ॥ ৭৭
এবং তাস্তু মহানদ্যশ্চতস্রো বিমলোদকাঃ।
মহাগিরিতটাদ্‌ভ্রষ্টাঃ সংপ্রয়াতাশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৭৮
এৎসেয়ং কথিতা তুভ্যং পৃথিবী বহুবিস্তরা।
মেরুশৈলং মহাশৈলং বিষ্টভ্য সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ৭৯
চতুর্মহাদ্বীপবতী চতুরশীতিকাননা।
চতুঃশ্বেতমহাবৃক্ষা চতুর্ব্বরসরোবতী ॥ ৮০
চতুর্ব্বরনদীবতী চতুরোরগসংশ্রয়া।
অষ্টোত্তরমহাশৈলা তথা চ বরপর্ব্বতাঃ ॥ ৮১

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেহনুষঙ্গে ভুবনবিন্যাসো নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সুপার্শ্ব নামক মেরুর উত্তর পাদে উপনীত ও তদীয় গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে সম্পূর্ণ বেগধারণ করত পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। পরে বিবিধ কুসুমনির্ম্মিত উড়ুপ-নিচয়ে শোভিত সেই প্রমোদদায়িনী মঙ্গলময়ী নদী উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী কুরুদ্বীপের মধ্যভাগ প্লাবিত করিয়া উত্তরসাগরে পতিত হইয়াছে। এইরূপে মহাগিরিতটচ্যুতা স্বচ্ছসলিলা এই নদীচতুষ্টয় চারিদিকে চলিয়াছে, এই পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ব্ব-দিক্‌-পরিব্যাপ্ত মেরু নামক মহাশৈলময় বহু-বিস্তৃত পৃথিবীতে চারিটি মহাদ্বীপ, চতুরশীতি কানন, চারিটী কেতুস্বরূপ মহাবৃক্ষ, চারিটি নদী, চারিটি মহাসর্প, অষ্ট উত্তর মহাশৈল ও অষ্ট শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত অবস্থিত আছে। ৬৩—৮১।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গন্ধমাদনপার্শ্বে তু স্ফীতা চোপরি গণ্ডিকা।
দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি যোজনৈঃ পূর্ব্বপশ্চিমা ॥ ১
অষ্টায়ামশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রমাণতঃ।
তত্র তে শুভকর্ম্মাণঃ কেতুমালাঃ পরিশ্রুতাঃ ॥ ২
তত্র কালানলাঃ সর্ব্বে মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়শ্চোৎপলবর্ণাভাঃ সর্ব্বাস্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৩
তত্র দিব্যো মহাবৃক্ষঃ পনসঃ ষড়্‌রসায়নঃ।
ঈশ্বরো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ কামচারী মনোজবঃ ॥ ৪
তস্য পীত্বা রসং তে তু জীবন্ত্যযুতবর্ষকম্ ॥ ৫
পার্শ্বে মাল্যবতশ্চাপি পূর্ব্বে পূর্ব্বা তু গণ্ডিকা।
আয়ামতোহথ বিস্তারাদ্‌যথৈবাপরগণ্ডিকা ॥ ৬
ভদ্রাশ্বাস্তত্র বিজ্ঞেয়া নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
ভদ্রং শালবনং তত্র কালাম্রাশ্চ মহাদ্রুমাঃ ॥ ৭
তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতা মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুমুদাবর্ণাভাঃ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৮

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! গন্ধমাদনশৈল পার্শ্বের উপরিভাগে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন গণ্ডিকা আছে। ইহার পূর্ব্বপশ্চিমদিকের বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং দৈর্ঘ্য চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রযোজন। সেখানে কেতুমাল নামে কতক-গুলি সৎকর্ম্মশীল প্রাণী বাস করে। তথাকার পুরুষগুলি অত্যন্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন ও কালানলতুল্য প্রখর। স্ত্রীলোকদিগের বর্ণ উৎপলবৎ এবং তাহাদের আকৃতি অতি মনোহর। সেখানে এক ষড়্‌রসপূর্ণ ফলপ্রসূ পনসবৃক্ষ আছে ব্রহ্মনন্দন কামচারী মনোজব ঈশ্বর এবং তদ্দেশবাসী মানুষবর্গ সেই ফলরস-পানাত্তে অযুতবৎসর জীবিত থাকেন। মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে পূর্ব্বগণ্ডিকার ন্যায় বিস্তৃত ও দীর্ঘ অন্য এক গণ্ডিকা আছে। সেখানে প্রফুল্লচিত্ত ভদ্রাশ্বগণ বাস করে। তথায় এক রমণীয় শালবন ও কালাম্র নামক কতিপয় মহাবৃক্ষ আছে। তথাকার পুরুষ শ্বেতবর্ণ এবং

চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রশীতলগাত্রাশ্চ স্ত্রিয়শ্চোৎপলগন্ধিকাঃ ॥ ৯
দশবর্ষসহস্রাণি তেষাম ায়ুর্নিরাময়ম্।
কালাম্রস্য রসং পীত্বা সর্ব্বদা স্থিরযৌবনাঃ ॥ ১০

ঋষয় উচুঃ।

পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ দেশানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
তথা জনপদানাঞ্চ যাথাতথ্যেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ১১
প্রমাণং বর্ণমায়ুশ্চ সম্ভোগশ্চৈব যাদৃশঃ।
তদাচক্ষ্ব তথা সর্ব্বং যে চ তত্র নিবাসিনঃ ॥ ১২

সূত উবাচ।

প্রমাণং বর্ণমায়ুশ্চ যাথাতথ্যেন কীর্ত্তিতম্।
তথা চতুর্ণাং দ্বীপানাং কীর্ত্তাম্যনং নিবোধত ॥ ১৩
ভদ্রাশ্বানাং যথাচক্ষং কীর্ত্তিতং কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
উচ্ছ্রয়ন্তস্ত কথয়েন পূর্ব্বসিদ্ধৈরুদাহৃতম্ ॥ ১৪
দেবকূটস্য পূর্ব্বস্য শৈলস্য প্রথিতস্য হ।
পূর্ব্বেণ দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাবচ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫

অত্যন্ত বলশালী। স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গলাবণ্য কুমুদতুল্য এবং তাহারা সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা। তাহাদের শরীর ও মুখের কান্তি চন্দ্রের ন্যায়। তাহাদের শরীর চন্দ্রবৎ শীতল এবং শরীরে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ। উল্লিখিত গণ্ডিকাস্থিত প্রাণিগণ নীরোগ এবং দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে। তাহারা কালাম্র রসপান করিয়া স্থির-যৌবন লাভ করে। ১—১০। ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! আপনি চতুর্দ্বীপাস্থিত পর্ব্বত, নদী, দেশ ও জনপদসমূহের বিবরণ বিভিন্ন রূপে যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, অধুনা সেই সেই স্থানবাসী প্রাণিগণের বর্ণ, আয়ুঃ, প্রমাণ ও সম্ভোগাদি বিস্তারক্রমে বর্ণন করিয়া আমাদের বাসনা পূর্ণ করুন। সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! চতুর্দ্বীপবাসিগণের পরিমাণ, বর্ণ ও আয়ুকাল যথাযথরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে কীর্ত্তিবর্দ্ধন ঋষিগণ! পূর্ব্বসিদ্ধগণ ভদ্রাশ্বগণের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকথিত দেবকূট গিরির পূর্ব্বদিক্‌স্থিত পঞ্চ

কুলাচলানাং পঞ্চানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ যথাদৃষ্টং যথাক্রমম্ ॥ ১৬
শৈবালো বর্ণমালাগ্রঃ কোরঞ্জশ্চাচলোত্তমঃ।
শ্বেতবর্ণশ্চ নীলশ্চ পঞ্চৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ১৭
তেভ্যঃ প্রসূতিরন্যেঽপি পর্ব্বতা বহুবিস্তরাঃ।
কোটিকোটিঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয়াঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ।
নানাপ্রকারজাতীয়ানেকনৃপপালিতাঃ ॥ ১৯
তন্নামধেয়ৈর্বিক্রান্তৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পুরুষর্ষভৈঃ।
অধ্যাসিতা জনপদাঃ কীর্ত্তনীয়াশ্চ শোভিতাঃ ॥ ২০
তেষান্তু নামধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
গিয্যন্তরনিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ ॥ ২১
বটাঃ সুমঙ্গলাঃ শুদ্ধাশ্চন্দ্রকান্তাঃ সুনন্দনাঃ।
বজ্রকা নীলমৈলেয়াঃ স্বৌলেয়া বিজয়াস্থলাঃ ॥ ২২
শম্ভুবক্রা মহানেত্রাঃ শৈবালা সুকলাস্তথা।
কুমুদাঃ কাশখণ্ডাশ্চ পর্ণভৌমাস্তথাপরাঃ ॥ ২৩
মহাস্থলাঃ সুকাশাশ্চ মহাকালাঃ কুশূলজাঃ।
বাতরংহাঃ সোমসঙ্গাঃ পরিবায়াঃ পরাচকাঃ ॥ ২৪

কুলাচল, নদী ও জনপদের কথা যেরূপ শ্রুত এবং দৃষ্ট হইয়াছে, আমি সেইরূপেই কহিতেছি। শৈবাল, বর্ণমালাগ্র, কোরঞ্জ, শ্বেতবর্ণ ও নীল এই পাঁচটী কুলাচল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ পঞ্চ অচল হইতে সম্ভূত আরও শত সহস্র ও কোটি কোটী পর্ব্বত এই পৃথিবীতে অবস্থিত আছে। ঐ পর্ব্বতবিমিশ্র জনপদগুলি নানাবিধ প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এবং ঐ জনপদে নানাজাতীয় বহুবিধ নৃপপর্ব্বত বিরাজিত। উল্লিখিত জনপদগুলি, নৃপনামধেয় অতি বিক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মনোহর বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত। ১১—২০। এই গিরির অন্তর্নিবিষ্ট সম ও বিষম ভূমিস্থিত রাষ্ট্র ও জনপদগুলির নাম যথা,—বট, সুমঙ্গল, শুদ্ধ, চন্দ্রকান্ত, সুনন্দন, বজ্রক, নীলমৈলেয়, স্বৌলেয়, বিজয়স্থল, শম্ভুবক্র, মহানেত্র, শৈবাল, সুকল, কুমুদ, কাশখণ্ড, পর্ণভৌম, মহাস্থল, সুকাশ, মহাকাল, কুশূলজ, বাতরংহ,

মোদকা বংসকাশ্চৈকা বারাহা হারভৌমকাঃ।
শঙ্খভা বিটশৌণ্ডা চ উত্তরা হেমভূমকাঃ ॥ ২৫
কৃষ্ণভৌমাঃ সুভৌমাশ্চ মহাভৌমাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
এতে চান্যে চ বিখ্যাতা নানাজনপদা ময়া ॥ ২৬
তে বসন্তী মহাপুণ্যাং মহাগঙ্গাং মহানদীম্।
আদৌ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতাং শীতাং শীতাম্বুবাহিনীম্
তথা চ হংসবসতিং মহাচক্রাঞ্চ নিম্নগাম্।
চক্রাং বক্রাং কৌশিকীঞ্চ সুরসাং চাপগোত্তমাম্
শাখাবতীং সোমনদীং সেবামম্বরবাহিনীম্।
কাবেরীং হরিতোয়াঞ্চ সোমাবর্ত্তাং শতদ্রুমাম্ ॥ ২৯
বনমালাং বসুমতীং চম্পাং পম্পাবতীং শুভাম্।
সুবর্ণাং পঞ্চগঙ্গাঞ্চ তথা পুণ্যাং বপুষ্মতীম্ ॥ ৩০
মণিবপ্রাং সুবপ্রাং চ ব্রহ্মভাগাং বিনাশিনীম্।
কৃষ্ণতোয়াঞ্চ পুণ্যোদাং তথা নাগপদীং শুভাম্ ॥
শৈবালিনীং মণিতটাং ক্ষারোদাং চারুণাবতীম্।
তথা বিষ্ণুপদীঞ্চৈব মহাপুণ্যাং মহানদীম্ ॥ ৩২
হিরণ্যবাহিনীং নীলাং স্কন্দমালাং সুরাবতীম্।
বামোদাঞ্চ পতাকাঞ্চ বেতালীঞ্চ মহানদীম্ ॥ ৩৩
এতা গঙ্গা মহানদ্যো নায়িকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ক্ষুদ্রনদ্যস্ত্বসংখ্যাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৪
পূর্ব্বদ্বীপস্য বাহিন্যঃ পুণ্যাবত্যশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
কীর্ত্তনেনাপি চৈতাসাং পূতঃ স্যাদিতি মে মতিঃ ॥
সমৃদ্ধরাষ্ট্রং স্ফীতঞ্চ নানাজনপদাকুলম্।
নানাবৃক্ষবনোদ্দেশং নানাপর্ব্বতবেষ্টিতম্ ॥ ৩৬
নরনারীগণাকীর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্।
বহুধান্যধনোপেতং নানানৃপতিপালিতম্ ॥ ৩৭
উপেতং কীর্ত্তনশতৈর্নানারত্নাকরাকরম্।
তস্মিন্ দেশে সমাখ্যাতাঃ হেমশঙ্খদলপ্রভাঃ ॥ ৩৮
মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
সম্ভাষণং দর্শনঞ্চ সহস্থানোপবেশনম্ ॥ ৩৯
দেবৈঃ সহ মহাভাগাঃ কুর্ব্বতে তত্র বৈ প্রজাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০
ধর্ম্মাধর্ম্মবিশেষশ্চ ন তেষ্বস্তি মহাত্মসু।
অহিংসা সত্যবাক্যঞ্চ প্রকৃত্যৈব হি বর্ত্ততে ॥ ৪১

সোমনন্দ, পরিবার, পরাচক, মোদক, বংসক, এক, বারাহ, হারভৌমক, শঙ্খভা, বিটশৌণ্ড, উত্তর, হেমভূমক, কৃষ্ণভৌম, সুভৌম ও মহাভৌম; এই সকল ব্যতীত আরও বহু জনপদ আছে। নিম্নোক্ত নদীনিচয় আদিকাল হইতে ত্রিভুবনবিখ্যাত শীতলজল বাহিনী গঙ্গা নাম্নী মহানদীতে থাকিয়া তথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। এ সকল জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গ এই সকল ও অপরাপর যে সকল নদীর তীরে বাস করে, তাহাদের নাম যথা—হংসবসতি, মহাচক্রা, কৌশিক, চক্রা, বক্রা, আপগোত্তমা কৌশিকী, সেবা, শাখাবতী, সুরসা, সোমনদী, অম্বরবাহিনী, কাবেরী, হরিতোয়া, সোমবর্ত্তা, শতদ্রুমা, বনমালা, বসুমতী, চম্পা, পম্পাবতী, সুবর্ণা, পঞ্চগঙ্গা, বপুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুবপ্রা, ব্রহ্মভাগা, বিনাশিনী, কৃষ্ণতোয়া, নাগপদী, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষারোদা, অরুণাবতী, বিষ্ণুপদী, হিরণ্যবাহিনী, নীলা, স্কন্দমালা, সুরাবতী, বামোদা, পতাকা ও বৈতালী। উল্লিখিত সকল নদীই গঙ্গার ন্যায় নায়িকারূপে বিখ্যাত এবং অসংখ্য ক্ষুদ্রনদী তথায় বিরাজিত। পূর্ব্বদ্বীপবাহিনী নদীনিচয় অতি পবিত্র। আমার বিশ্বাস, ঐ সকল নদীর নাম কীর্ত্তন করিলে মানবগণ পবিত্র হয়। ঐ দ্বীপরাজ্য শ্রীমান্ ও উন্নত, নানা জনপদে পরিপূর্ণ, বিটপিবিস্তারে বনরাজি-সুশোভিত, পর্ব্বতবৃন্দে বেষ্টিত, সতত মঙ্গলপ্রদ ও আমোদিত নানা নরনারীগণে সমাকীর্ণ, প্রচুর ধনধান্য পূর্ণ, নৃপতিগণে রক্ষিত, নানা রত্নের আকর ও শত শত লোক কর্তৃক কীর্ত্তিত। সেই দ্বীপবাসী পুরুষেরা বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শঙ্খ-মিশ্রিত বর্ণবৎ উজ্জ্বল, বিপুলদেহ ও মহাবল; এইজন্য মনুষ্যদিগের মধ্যে তাহারাই প্রধান। ঐ মানবগণ দেবতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয় এবং সমানরূপে সম্ভাষিত হইয়া দেবতাসহ একাসনে উপবেশন করে। তাহাদের আয়ু দশসহস্র বৎসর। বিশেষ কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহাদের নাই, কিন্তু অহিংসা ও সত্যবাক্যই নৈসর্গিক নিয়ম।

তে ভক্ত্যা শঙ্করং দেবং গৌরীং পরমবৈষ্ণবীম্।
ইজ্যাপূজানমস্কারাং তাভ্যাং নিত্যং প্রযুঞ্জতে॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেঽনুষঙ্গপাদে ভুবনবিন্যাসো নাম ষট্‌চত্বারিংশো ঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

নিবর্গ এষ ব্যাখ্যাতো ভদ্রাশ্বানাং যথার্থবৎ।
শৃণুধ্বং কেতুমালানাং বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তনম্॥ ১
নিষধস্যাচলেন্দ্রস্য পশ্চিমস্য মহাত্মনঃ।
পশ্চিমেন হি যত্তত্র দিক্ষু সর্ব্বাসু কীর্ত্তিতম্॥ ২
কুলাচলানাং সপ্তানাং নদীনাঞ্চ বিশেষতঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ॥ ৩
বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়ন্তো হরিপর্ব্বতঃ।
অশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥ ৪
তেষাং প্রসৃতিরন্যেঽপি পর্ব্বতা বহুবিস্তরাঃ।
কোটি কোটি শতাজ্ঞেয়াঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥৫
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা নানাজাতিসমাকুলাঃ।
নানাপ্রকারবিজ্ঞেয়াস্ত্বনেকনৃপপালিতাঃ॥ ৬
তে নামধেয়ৈর্বিজ্ঞেয়া বিবিধাঃ প্রথিতা ভুবি।
অধ্যাসিতা জনপদৈঃ কীর্ত্তনৈশ্চ বিভূষিতাঃ॥ ৭
তেষাং সনামধেয়ানি রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
গিরীন্তরনিবিষ্টানি সমেষু বিষমেষু চ॥ ৮
যথেষ্ট কথিতাঃ পৌরা গোমনুষ্যকপোতকাঃ।
তৎসুখা ভ্রমরা যূথা মাহেয়াচলকূটকাঃ॥ ৯
সুমৌলাঃ স্তাবকাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কৃষ্ণাঙ্গাঃ মণিপুঞ্জকাঃ
ভটাঃ কম্বলমৌষীয়াঃ সমুদ্রান্তরকাস্তথা॥ ১০
করস্থাঃ কূটকাঃ শ্বেতাঃ সুবর্ণকটকাঃ শুভাঃ।
শ্বেতাঙ্গাঃ কৃষ্ণপাদাশ্চ চিত্রাঃ কপিলকর্ণিকাঃ॥১১
উগ্রাঃ করালা গোজ্বালা হীনানা বনপাতকাঃ।
মহিষাঃ কুমুদাভাশ্চ করবাটাঃ মহোৎকটাঃ॥ ১২
শুনকাসা মহানানা পীতাশা গজভূমিকাঃ।
করঞ্জাঃ সঙ্গমা বাহাঃ কিন্নরাঃ পাণ্ডুভৌমকাঃ॥১৩
কুবেরা ধূমজা জঙ্গা বঙ্গা রাজীবকোকিলাঃ।
বাচাঙ্গাশ্চ মহাঙ্গাশ্চ মধুরেয়াঃ সুরেচকাঃ॥ ১৪

তাহারা ভক্তিভরে মহাদেব ও পরমবৈষ্ণবী গৌরীদেবীর পূজা, নমস্কার ও যাগযজ্ঞাদিতে সতত নিযুক্ত থাকে। ২১—৪২।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ভদ্রাশ্ববর্ষের নৈসর্গিক নিয়ম যথার্থরূপে কথিত হইয়াছে; এক্ষণে কেতুমাল বর্ষের বিবরণ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করুন। এই বর্ষের পশ্চিমদিকে সাতটি কুলাচল ও কতকগুলি নদী এবং অনেকগুলি জনপদও বিদ্যমান। বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরি, অশোক ও বর্দ্ধমান এই সপ্ত কুলপর্ব্বত। এই সকল কুল পর্ব্বতের মধ্যে কোন পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পর্ব্বতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নানাজাতিপরিপূর্ণ ও বহুবিধ-নৃপপালিত জনপদগুলি উল্লিখিত কুলাচল সকলে বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতগুলি স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বহুবিধ জনপদ বিদ্যমান। ঐ পর্ব্বতের সম ও বিষমস্থানস্থিত রাজ্যগুলির নাম বলিতেছি। এই রাজ্যগুলি বিবিধ গো, মনুষ্য ও কপোতাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তথায় ভ্রমরকুল সুখে গুঞ্জন করিতেছে। এই রাজ্যগুলির নাম যথা—সুমৌল, স্তাবক, ক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণাঙ্গ, মণিপুঞ্জক, ভট, কম্বলমৌষীয়, সমুদ্রান্তরক, করস্থ, কূটক, শ্বেত, সুবর্ণকটক, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণপাদ, চিত্র, কপিলকর্ণিকা, উগ্র, করাল, গোজ্বাল, হীনান, বনপাতক, মহিষ, কুমুদাভ, করবাট, মহোৎকট, শুনকাস, মহানাস, পীতাস, গজভূমিক, করঞ্জ, সঙ্গম, বাহ, কিন্নর, পাণ্ডুভৌমক, কুবের, ধূমজ, জঙ্গ, বঙ্গ, রাজীব, কোকিল, বাচাঙ্গ, মহাঙ্গ, মধুরেয়, সুরেচক,

পিঙ্গলাঃ কাচলাশ্চৈব শ্রবণা মস্তকাসিকাঃ।
গোদা ব্রাঢ়াঃ কুলাবন্যাঃ বর্জ্জিতাঃ সোদয়ালকাঃ॥
তে পিবন্তি মহাত্মানঃ প্রথমস্তু মহানদীম্।
সুরপ্রাং পূণ্যসলিলাং মহানাগনিবেবিতাম্॥ ১৮
কম্বলাং তামসীং শ্যামাং সুমেধাং বকুলাং নদীম্
বিকীর্ণাং শিখিমালাঞ্চ তথা দর্ভাবতীমপি॥ ১৭
ভদ্রানদীং শুকনদীং পলাশাঞ্চ মহানদীম্।
ভীমাং প্রভঞ্জনাং কাঞ্চীং পুণ্যাঞ্চৈব কুশাবতীম্॥
দক্ষাং শাকবতীঞ্চৈব পুণ্যোদাঞ্চ মহানদীম্।
চন্দ্রাবতীং সুমূলাঞ্চ ঋষভাকাপগোত্তমাম্॥ ১৯
নদীং সমুদ্রমালাঞ্চ তথা চম্পাবতীমপি।
একাক্ষাং পুষ্কলাং বাহাং সুবর্ণাং নন্দিনীমপি॥২০
কালিন্দীঞ্চৈব পুণ্যোদাং ভারতীঞ্চ মহানদীম্।
সীতোদাং পাত্তিকাং ব্রাহ্মীং বিশালাঞ্চ মহানদীম্
পীবরীং কুম্ভকারীঞ্চ রুষাঞ্চৈবাপগোত্তমাম্।
মহিষীং মানুষীং দণ্ডাং তথা নননদীং শুভাম্॥
এতাশ্চান্যাশ্চ পীয়ন্তে যাঃ নদ্যো হি সরিতোত্তমাঃ।
দেবর্ষিসিদ্ধচরিতাঃ পুণ্যোদাঃ পাপহাঃ শুভাঃ॥২৩
নানাজনপদাস্ফীতং মহাপর্ব্বতভূষিতম্।
নানারত্নৌঘসম্পূর্ণং নিত্যং প্রমুদিতং শিবম্॥২৪
উদীর্ণং ধনধান্যৈর্নৈর্নানাবোদৈঃ সমন্বিতঃ।
সন্নিবিষ্টং মহাদ্বীপং পশ্চিমং সুকৃতাত্মনাম্॥২৫
নিসর্গং কেতুমালানামেব বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৬

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডভুবনবিন্যাসো নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

পূর্ব্বাপরৌ সমাখ্যাতৌ দ্বৌ দেশৌ ন ত্বয়া প্রভো
উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং দক্ষিণানাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১
আচক্ষ নো যথাতথ্যং যে চ তত্র নিবাসিনঃ॥ ২

সূত উবাচ।

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নীলস্যৈবোত্তরেণ তু।
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ৩
রতিপ্রধানা বিমলা জরাদুর্গন্ধবর্জ্জিতাঃ।

পিঙ্গল, কাচল, শ্রবণ, মস্তকাসিক, গোদ, ব্রাঢ়, বন্ধ, বর্জ্জিত, সোদয় ও অলক। ১—১৫। ঐ সকল জনপদবাসী প্রাণিগণ মহোরগসেবনীয়া পূতজলা মহানদীর জল পান করে। সেই নদীগণের নাম যথা—কম্বলা, তামসী, শ্যামা, সুমেধা, বকুলা, বিকীর্ণা, শিখিমালা, দর্ভাবতী, ভদ্রানদী, শুকনদী, পলাশা, ভীমা, প্রভঞ্জনা কাঞ্চী, কুশাবতী, দক্ষা, শাকবতী, চন্দ্রাবতী, সুমূলা, ঋষভা, সমুদ্রমালা, চম্পাবতী, একাক্ষা, পুষ্কলা, বাহা, সুবর্ণা, নন্দিনী, পুণ্যোদা, কালিন্দী ভারতী, সীতোদা, পাত্তিকা, ব্রাহ্মী, বিশালা, পীবরি, কুম্ভকারী, রুষা মহিষী, মানুষী ও দণ্ডা; এই নদীসকল নির্ম্মলসলিলা ও অতি বেগবতী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক নদনদী বিদ্যমান। পূর্ব্বোল্লিখিত জনপদবাসী প্রাণিগণ দেবর্ষিসেবিত এই সকল নদী ও অন্যান্য নদীর জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল নদী পাপনাশক বলিয়া বিখ্যাত।

সৎকর্ম্মশীল প্রাণিগণের নিবাসযোগ্য কেতুমাল নামক পশ্চিম মহাদ্বীপ ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং নরনিবাস, নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, মহাপর্ব্বত ও বহুবিধ রত্নে দ্বারা পরিশোভিত। হে ঋষিগণ! আমি আপনাদিগের প্রশ্নানুসারে কেতুমালের এই নৈসর্গিক অবস্থা বর্ণন করিলাম।১৬—২৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন, হে প্রভো! আপনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ উভয় দেশের নৈসর্গিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন, অধুনা প্রার্থনা করিতেছি যে, উত্তর ও দক্ষিণ বর্ষের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা ও তদ্দেশবাসীদিগের বিষয় বিস্তারিত ক্রমে কীর্ত্তন করুন। এই প্রশ্ন শুনিয়া সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! শ্বেত শৈলের দক্ষিণ ও নীলশৈলের উত্তরে রমণক নামক একবর্ষ বিদ্যমান। তথায় মানবেরা অতি নির্ম্মল ও

শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৪
তত্রাপি সুমহান্ দিব্যো ন্যগ্রোধো দেবনির্ম্মিতঃ
তস্যাপি তে ফলরসং পিবন্তো বর্ত্তয়ন্তি হ ॥ ৫
দশবর্ষসহস্রাণি শতানি দশপঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহাভাগাঃ সদা হৃষ্টা নরোত্তমাঃ ॥ ৬
উত্তরেণ তু শ্বেতস্য শৃঙ্গবদ্দক্ষিণেন চ।
বর্ষং হিরণ্যকং নাম যত্র হৈরণ্বতী নদী ॥ ৭
মহাবলাঃ সুতেজস্কা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
সর্ব্বর্ত্তুকামদাঃ সত্ত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৮
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণাং তেঽমিতৌজসঃ।
আয়ুঃ প্রমাণং জীবন্তি শতানি দশপঞ্চ চ ॥ ৯
তস্মিন্ বর্ষে মহাবৃক্ষো লকুচঃ ষড়্‌রসাশ্রয়ঃ।
তস্য পীত্বা ফলরসং তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ১০
ত্রীণি শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাণ্যুচ্ছ্রিতানি মহান্তি চ।
একং মণিময়ং তেষামেকঞ্চৈব হিরণ্ময়ম্।
সর্ব্বরত্নময়ঞ্চৈকং ভবনৈরুপশোভিতম্ ॥ ১১
উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১২
তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যং পুষ্পফলোপগাঃ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেষ্বাভরণানি চ ॥ ১৩
সর্ব্বকামফলাস্তত্র কেচিৎ বৃক্ষা মনোরমাঃ।
গন্ধবর্ণরসোপেতং প্রক্ষরন্তি মধূত্তমম্ ॥ ১৪
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র মনোরমাঃ।
যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং ষড়্‌রসং হ্যমৃতোপমম্ ॥ ১৫
সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা।
সর্ব্বতঃ সুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা নীরজা শুভা ॥ ১৬
দেবলোকচ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ১৭
মিথুনানি প্রসূয়ন্তে স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ।
তে চ তৎ ক্ষীরিণং বৃক্ষং পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্।
মিথুনং জায়তে সদ্যঃ সমঞ্চৈব বিবর্দ্ধতে।

সুন্দর, তাহাদের শরীরে কোনরূপ রোগ কিম্বা দুর্গন্ধাদি নাই, তাহারা সকলই নির্ম্মলযশঃসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন। উল্লিখিত রম্যকবর্ষে এক সুমহান্ বটবৃক্ষ বিদ্যমান। এই বর্ষনিবাসী নরবরগণ এই বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া দশ সহস্র পঞ্চদশ বৎসর জীবন ধারণ করে। শ্বেত-শৈলের উত্তরে শৃঙ্গবান্ শৈলের দক্ষিণে হিরণ্যক নামক বর্ষ বিদ্যমান। এখানে হিরণ্বতী নামে এক নদী প্রবাহিত। এই হিরণ্যবর্ষীয় মানবেরা অতি বলবান্ ও তেজস্বী। ইহারা সকল সময়েই কামপ্রিয়, অতিশয় ধনাঢ্য ও প্রিয়দর্শন। এই অমিততেজা মহাপরাক্রম মানবেরা একাদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর জীবিত থাকে। উল্লিখিত বর্ষে ষড়্‌রসাশ্রয় এক সুমহান্ লকুচ বৃক্ষ বিদ্যমান। এখানকার মানবেরা লকুচরস পান করিয়াই পূর্ব্বোল্লিখিত সুদীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ১—১০। শৃঙ্গবান্ শৈলের তিনটি উচ্চতর শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে একটি মণিময়, একটি স্বর্ণময় ও অপরটি সর্ব্বরত্নময় এবং বহুবিধ ভবনশোভিত। উত্তর সাগরের সমীপে ও দক্ষিণাংশে কুরু নামে এক সিদ্ধসেবিত পুণ্যপ্রদ বর্ষ আছে। সেখানে মধুময় ফলপ্রসূত কতিপয় বৃক্ষ বিদ্যমান। সেই বৃক্ষগুলি সর্ব্বদাই ফলপুষ্প প্রসব করে, সেই সকল ফল হইতে বহুবিধ বস্ত্র ও আভরণ উৎপন্ন হয়। উক্ত কুরুবর্ষের স্থানবিশেষে কতকগুলি সর্ব্বকামফলপ্রদ রমণীয় বৃক্ষ বিদ্যমান। এই বৃক্ষ সকল হইতে সর্ব্বদা দিব্যগন্ধরস ও বর্ণবিশিষ্ট উত্তম মধুময় ফল জন্মিয়া থাকে। অপর আরও কতকগুলি মনোরম ক্ষীরী বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ হইতে সর্ব্বদাই অমৃতোপম ষড়্‌রসাশ্রয় ক্ষীর নিঃসৃত হয়। এই কুরুবর্ষের ভূমি সকল মণিময় ও বালুকারাশি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনস্তূপস্বরূপ। এই বর্ষের সর্ব্বাংশই স্পর্শসুখদ ও পাপরহিত। এখানকার জীবগণও রোগপীড়িত হয় না। এখানে দেবলোকচ্যুত মানব জন্মগ্রহণ করে। এখানকার মনুষ্যবর্গ নির্ম্মল যশ ও চিরযৌবনের ভাজন। অপ্সরো মনোহারিণী রমণীকুল এক-কালে মিথুন প্রসব করে। এই মিথুন ক্ষীরিবৃক্ষের অমৃতায়মান রসপান করিয়া জীবন ধারণ করে। মিথুন একদিনে জন্মিয়া উভয়েই

সমং শীলঞ্চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে বৈ তে সমম্ ॥ ১৯
অন্যোন্যমনুরক্তাশ্চ চক্রবাকসধর্ম্মিণঃ।
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নিত্যং সুখনিষেবিনঃ ॥ ২০
ত্রয়োদশসহস্রাণি শতানি দশপঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহাবীর্য্যা ন চান্যস্ত্রীনিষেবিনঃ ॥ ২১
কুরূণামপি চৈতেষাং শৃণুধ্বং বিস্তরেণ তু।
জারুধেঃ শৈলরাজস্যাপ্যুত্তরেণোত্তরস্য হি ॥ ২২
দিক্ষু সর্ব্বাসু যদ্‌যত্র কীর্ত্ত্যমানং নিবোধত ॥ ২৩
অনেককন্দরদরীগুহানির্ঝরমণ্ডিতৌ।
নৈকদ্রুমবনোপেতৌ চিত্রসানুবিভূষিতৌ ॥ ২৪
অনেকধাতুকলিতৌ সর্ব্বধাতুবিভূষিতৌ
পুষ্পমূলফলোপেতৌ সিদ্ধচারণসেবিতৌ ॥ ২৫
আয়তৌ সুমহান্তৌ ... কুলপর্ব্বতৌ।
তাভ্যাং কূটশতৈর্নৈকৈস্তদ্দ্বীপমুপসেবিতম্ ॥ ২৬
চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলশ্চ সূর্য্যকান্তশ্চ সানুমান্।
তয়োর্মধ্যেন সা যাতা ভদ্রসোমা মহানদী ॥ ২৭
সহস্রশশ্চ নদ্যোঽন্যাঃ প্রসন্নসুরসোদকাঃ।
পর্য্যাপ্তোদাঃ কুরূণাং হি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ২৮
তথান্যাঃ ক্ষীরবাহিন্যো মহানদ্যঃ সহস্রশঃ।
মধুমৈরেয়বাহিন্যো ঘৃতবাহিন্য এব চ ॥ ২৯
দধ্না শতহ্রদাশ্চান্যাস্তত্র স্থাবরপর্ব্বতঃ।
অমৃতস্বাদুকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ৩০
গন্ধবর্ণরসাঢ্যানি মূলানি চ ফলানি চ।
পঞ্চযোজনমানানি মহাগন্ধানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩১
নানাবর্ণপ্রকারাণি পুষ্পাণি চ সহস্রশঃ।
উপভোগসহস্রাণি ভদ্রাণি চ মহান্তি চ।
গন্ধবর্ণরসাঢ্যানি স্পর্শোপেতানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩২
তমালাগুরুগন্ধানাং চন্দনানাং বনানি চ।
ভ্রমরৈরুপগীতানি প্রফুল্লানি সদৈব চ ॥ ৩৩
বৃক্ষগুল্মলতাঢ্যানি বনানি সুসুখানি চ।
ষট্‌পদৈরুপগীতানি বিপ্রেন্দ্রা দ্বিজোত্তমাঃ। ৩৪
পদ্মোৎপলবনাঢ্যানি সরাংসি চ সহস্রশঃ।
ভক্ষ্যপেয়সমৃদ্ধাশ্চ বহুমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ৩৫
মনোহরমুখৈশ্চিত্রৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্নিকূজিতাঃ।

সমভাবে বৃদ্ধিলাভ করত সমানস্বভাব, সমানরূপ ও সমকালে মরণমুখে পতিত হয়। চক্রবাকের সমধর্ম্ম মিথুনেরা পরস্পর অনুরক্ত ও রোগশোকাদি-রহিত হইয়া সতত সুখসম্ভোগে কালযাপন করে। ১১—২০। এই কুরুবর্ষের পুরুষেরা পরস্ত্রীসম্ভোগ করে না, এই জন্য ইহারা ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বর্ষ জীবিত থাকে। কুরুবর্ষের উত্তরস্থিত শৈলবর জারুধির উত্তরাংশে চারিদিকে যেখানে যাহা আছে, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উত্তরকুরুদ্বীপ বহু গুহা, নির্ঝর, নিকুঞ্জবন ও চিত্র সানুবিভূষিত অসংখ্য পুষ্প, ফলমূলযুক্ত ও সিদ্ধচারণসেবিত এবং শত শত ধাতুপরিপূর্ণ, অত্যুচ্চ সুমহান্ কুলাচলদ্বয়ের মধ্যে শত শত শৃঙ্গসেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। উক্ত কুলাচলদ্বয়ের নাম চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্য হইতেই ভদ্রসোমা নাম্নী নদী নিঃসৃত হইয়াছে। এই দ্বীপে কুরুবাসিগণের স্নান, পান ও অবগাহনযোগ্য সুরসা ও স্বচ্ছসলিলা আরও বহু নদী বিরাজমান। তন্মধ্যে কোন স্থানে ক্ষীরবাহিনী, কোথাও মধুবাহিনী, কোথাও বা মদ্যবাহিনী আবার কোথাও বা ঘৃত ও দধিবাহিনী শতহ্রদা মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। এই দ্বীপে একটি অশ্মময় অচল ও অমৃতাস্বাদময় বহুবিধ ফল আছে। ২১—৩০। এখানকার ফলমূল সকল দিব্যরূপ, রস ও গন্ধশালী, এই ফলমূলের গন্ধ বায়ুপরিচালিত হইলে পঞ্চযোজন পরিমিত স্থান আমোদিত করে। এই দ্বীপে নানাবর্ণ ও নানাজাতীয় অতি মনোহর সুবৃহৎ পুষ্প আছে। ঐ সকল পুষ্প মনোরমগন্ধবর্ণাদিযুক্ত এবং স্পর্শসুখদ। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই কুরুখণ্ডে ভ্রমরগুঞ্জিত ও বহু বৃক্ষলতাদিপরিবৃত অনেক তমাল, অগুরু ও চন্দনের বন বিদ্যমান। সেই সকল বন বিহগগণের কোলাহলে নিনাদিত হয়; তাই অতিশয় সুখপ্রদ বলিয়া মনে হয়। এখানে পদ্মোৎপলবনবিরাজিত সহস্র সহস্র সরোবর এবং ভক্ষ্য ও পানীয়যুক্ত রমণীয় বিহারভূমি বিরাজমান; সেই বিহারভূমি

অনেকগুণসম্পূর্ণা বিচিত্রশয়নাসনাঃ ॥ ৩৬
বিহারভূময়ো রম্যাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদাঃ।
আক্রীড়াঃ সর্ব্বতঃ স্ফীতাঃ মণিহেমপরিস্কৃতাঃ ॥
শিলাগৃহা বৃক্ষগৃহা বরেণ্যাঃ কদলীগৃহাঃ।
লতাগৃহসহস্রাণি সুসুখানি সমন্ততঃ ॥ ৩৮
শুদ্ধশঙ্খদলাভানি ভূমহেশ্মশতানি চ।
তপনীয়গবাক্ষাণি মণিজালান্তরাণি চ ॥ ৩৯
সুবর্ণমণিচিত্রাণি সর্ব্বত্র বিপুলানি চ।
মহাবৃক্ষসহস্রাণি বরেণ্যানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪০
নানাকারাণি বাসাংসি সূক্ষ্মাণি সুসুখানি চ।
মৃদঙ্গবেণুপণববীণাদ্যা বহুবিস্তরাঃ ॥ ৪১
ফলন্তি কল্পবৃক্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।
সর্ব্বত্রৈব তথোদ্যানং সর্ব্বত্রৈব হি তৎপুরম্ ॥
সর্ব্বদ্বীপপ্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।
প্রবাতি চানিলস্তত্র নানাপুষ্পাধিবাসিতঃ ॥ ৪৩

নিত্যমেব সুখং রম্যং তস্মিন্ দ্বীপে শ্রমাপহে।
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা ॥ ৪৪
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্।
চন্দ্রকান্তা নরবরাঃ শ্যামাঙ্গাঃ পূর্ব্বকূলজাঃ।
শ্যামাবদাতাঃ সুখিনঃ সূর্য্যকান্তা বরাঃ প্রজাঃ ॥
তস্মিন্ দেশে নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবসত্ত্বপরাক্রমাঃ।
সদা বিহারিণঃ সর্ব্বে কামবৃত্তা সুবর্চ্চসঃ ॥ ৪৬
বলয়াঙ্গদকেয়ূরহারকুণ্ডলভূষিতাঃ।
স্রগ্বিণশ্চিত্রমুকুটাশ্চিত্রচ্ছাদনবাসসঃ ॥ ৪৭
অজীর্ণযৌবনধরাঃ সুস্নিগ্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
প্রজা বর্ষসহস্রাণি জীবন্তি সুবহূন্যত ॥ ৪৮
ন তাঃ প্রসবধর্ম্মিণ্যো ন বংশপ্রক্রমো বিধিঃ।
মিথুনং জায়তে বৃক্ষাত্ফলক্রমণমাদৃশম্ ॥ ৪৯
সামান্যবিভবাঃ সর্ব্বে মমত্বপরিবর্জ্জিতাঃ।
ন তত্র বিদ্যতেঽধর্ম্মো ন ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৫০

বহুবিধ মাল্য অনুলেপন, বিচিত্র শয্যা, এবং আসনে বিভূষিত ও বিচিত্র বিহঙ্গকূজনে মুখরিত হইয়া সকল সময়ে সুখপ্রদান করিয়া থাকে। এই বিহারভূমির সর্ব্বস্থানই মণি ও স্বর্ণজালে মণ্ডিত হইয়া বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে শৈলগৃহ, বৃক্ষগৃহ, সর্ব্বদিকে সহস্র সহস্র লতাগৃহ ও রমণীয় কদলীগৃহ অবস্থিত আছে। এখানকার ভূমি ও গৃহ সকল বিশুদ্ধ শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। বিহারভূমির চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণময় গবাক্ষ ও বহুবিধ মণিমণ্ডিত শত শত মৃত্তিকাগৃহ বিশুদ্ধ শতদলের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। এখানে বহুবিধ সুবর্ণ ও মণিময় মনোহর সহস্র সহস্র সুমহৎ বৃক্ষ, সুখপ্রদ বহুবিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু ও পণবাদি বহুবিধ বাদ্য যন্ত্র বিদ্যমান। ফলবান্ বৃক্ষ সকল সতত বহুবিধ ফল প্রসব করে এবং সর্ব্বত্রই বহুবিধ উদ্যান ও মনোরম নগর প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিবিধ নরনারীপরিপূর্ণ মহাদ্বীপ অপরাপর দ্বীপ অপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ। এখানে সর্ব্বদা নানাবিধ পুষ্পগন্ধময় মারুত প্রবাহিত হয়।

এই শ্রমাপহারী মহাদ্বীপে সুখ সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এখানে স্বর্গভ্রষ্ট মানবেরা জন্মলাভ করে। এই স্থান স্বর্গসুখ দান করে বলিয়া ভৌমস্বর্গ বলা যায়। উক্ত চন্দ্রসোমানদীর পূর্ব্বকূলজাত মানুষেরা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালী বলিয়া চন্দ্রকান্ত নামে অভিহিত এবং ঐ নদীর পশ্চিমকূলজাত মনুষ্যগণ সূর্য্যসমান কান্তি ধারণ করে বলিয়া সূর্য্যকান্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত উভয়েই শ্যামবর্ণবিশিষ্ট এবং বিবিধ সুখভোগী বলিয়া বিখ্যাত। ৩১—৪৫। এখানকার মনুষ্যসকল দেবোপম ও অতি বলবান্ বলিয়া সর্ব্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী। ইহারা সতত স্ব স্ব কামবৃত্তি অনুসারে বিহার করিয়া বেড়ায়। বলয়াদি অলঙ্কার, মালা, মুকুট ও উত্তম বস্ত্রে সকলেই বিভূষিত থাকে। তাহাদের যৌবন কখনও কখনও জীর্ণ বা নষ্ট হয় না, তাই সকলেই প্রিয়দর্শন হইয়া বহু সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ দ্বীপস্থিত প্রজাবর্গ কখনও সন্তান প্রসব করে না, তাই ইহাদের বংশের হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই। সেখানে বৃক্ষ হইতেই মিথুন উৎপন্ন হয়। তথায় সকলেই সাধারণ

ন ব্যাধির্ন জরা তত্র ন দুর্মেধা ন চ ক্লমঃ।
পূর্ণে কালে বিনশ্যন্তি জলবুদ্বুদবচ্চ তে ॥ ৫১
এবমত্যন্তসুখিনঃ সর্ব্বদুঃখ বিবর্জ্জিতাঃ।
রক্তা ধর্ম্মং ন পশ্যন্তি দুঃখাদ্ধর্ম্মোহভিজায়তে ॥৫২
উত্তরাণাং কুরূণান্তু পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তু দক্ষিণঃ।
সমুদ্রস্তোর্ম্মিমালোক্য নাগাসুরনিষেবিতঃ ॥ ৫৩
পঞ্চযোজনসাহস্রমতিক্রম্য সুরালয়ম্।
চন্দ্রদ্বীপমিতি খ্যাতং চন্দ্রমণ্ডলসংস্থিতম্ ॥ ৫৪
সহস্রযোজনানান্তু সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলম্।
নানাপুষ্পফলোপেতং সমৃদ্ধ্যাপরয়া যুতম্ ॥ ৫৫
দশযোজনবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং শতযোজনম্।
তস্য মধ্যে গিরিবরঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ৫৬
চন্দ্রতুল্যপ্রভৈঃ কান্তৈশ্চন্দ্রাকারৈঃ সুলক্ষণৈঃ।
শ্বেতবৈদূর্য্যকুমুদৈশ্চিত্রোহসৌ কুমুদপ্রভঃ ॥ ৫৭
অনেকচিত্রকোদ্যানো নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
মহাসানুদরীকুঞ্জৈর্ব্বিবিধৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫৮
তস্মাচ্চৈলান্মহাপুণ্যা চন্দ্রাংশুবিমলোদকা।
প্রবহত্যুত্তমনদী চন্দ্রাবর্ত্তা তরঙ্গিণী ॥ ৫৯
তত্র চন্দ্রমসঃ স্থানং নক্ষত্রাধিপতের্বরম্।
সদাবতরতে তত্র চন্দ্রমা গ্রহনায়কঃ ॥ ৬০
তত্র চন্দ্রমসো নাম্না শৈলঃ স তু পরিশ্রুতঃ।
চন্দ্রদ্বীপং মহাদ্বীপং প্রকাশং দিবি চেহ চ ॥ ৬১
তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রকান্তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা বিমলাশ্চন্দ্রদৈবতাঃ ॥৬২
অত্যন্তধার্ম্মিকাঃ সৌম্যাঃ সত্যসন্ধাঃ সুতেজসঃ।
প্রজাস্তত্র সদাচারা দশবর্ষশতায়ুষঃ ॥ ৬৩
পশ্চিমেন তু দ্বীপস্য পশ্চিমস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুর্যোজনসাহস্রং সমতীত্য মহোদধিম্ ॥ ৬৪
দশযোজনসাহস্রং সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্।
দ্বীপং ভদ্রাকরং নাম নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ॥৬৫
প্রভূতধনধান্যাঢ্যমনেকনৃপপালিতম্।
নিত্যং প্রমুদিতং স্ফীতং মহাশৈলৈশ্চ শোভিতম্

সম্পত্তিশালী ও মমতাবিহীন। তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কিছুই নাই; ব্যাধি, জরা, দুর্মেধা বা ক্লান্তি তাহারা ভোগ করে না, জলবুদ্বুদের ন্যায় পূর্ণকালে তাহারা আপনিই বিনষ্ট হয়। দুঃখ হইতে ধর্ম্ম জন্মিয়া থাকে, অতি বড় সুখশালী দুঃখবিহীন মনুজগণ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। উত্তরকুরুদ্বীপের পার্শ্বে ও উত্তর ভাগে সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া নাগ ও অসুরেরা বাস করিতেছে, তাহার পঞ্চসহস্রযোজন অন্তরে চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত স্থান বিদ্যমান। সেই স্থানে চন্দ্রমণ্ডল ও দেবগণ বিরাজ করেন। এই স্থানের মণ্ডলাকার পরিধি সহস্রযোজন পরিমিত। ইহার বিস্তার দশযোজন এবং উচ্চতা শতযোজন। চন্দ্রদ্বীপ নানাবিধ ফলপুষ্পশোভিত ও সতত সমৃদ্ধিশালী। এই দ্বীপে চন্দ্রসমান কান্তি ও দীপ্তিময় কুমুদবৎ প্রভাশালী এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত শ্বেতমণি, বৈদূর্য্যমণি ও কুমুদ দ্বারা চিত্রিত এবং চন্দ্রলক্ষণসম্পন্ন। ইহা বহুবিধ বিচিত্র উদ্যান, নির্ঝর ও কন্দরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চন্দ্রসদৃশ দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বত হইতে চন্দ্রকিরণবৎ নির্ম্মলজলা ভীষণ তরঙ্গভঙ্গময়ী পুণ্যদায়িনী এক নদী আবির্ভূত হইয়া চন্দ্রবর্ত্তা নামে প্রবাহিত হইতেছে। ৪৬—৬০। এই পর্ব্বতে নক্ষত্রপতি চন্দ্রের বাসস্থান বিদ্যমান। এখানে গ্রহগণ-নায়ক শশধর সর্ব্বদা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে পর্ব্বতে ভগবান্ চন্দ্রদেব বিরাজ করেন, তাহার নাম চন্দ্রপর্ব্বত। হে ঋষিগণ! চন্দ্রপর্ব্বতরাজিত ঐ চন্দ্রদ্বীপ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই বিখ্যাত। এই চন্দ্রদ্বীপস্থিত প্রজাগণ চন্দ্রোপম দীপ্তিমান ও কমনীয়। তাহাদের মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল এবং চন্দ্রদেবই তাহাদের অধিপতি দেবতা। চন্দ্রদ্বীপের প্রজাবর্গ অতিশয় ধার্ম্মিক, সত্যসন্ধ, তেজস্বী ও সদাচারপরায়ণ। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ একসহস্র বৎসর। পশ্চিমদ্বীপের পশ্চিমাংশে চতুঃসহস্র যোজন বিস্তৃত সমুদ্রের অপর পারে নানাবিধ পুষ্পপরিশোভিত ভদ্রাকর নামক একদ্বীপ আছে। তাহার মণ্ডলাকার পরিধি দশসহস্র যোজন। এই দ্বীপ বহুবিধ ধনধান্যে

তত্র ভদ্রাসনং বায়োর্নানারত্নৈশ্চ মণ্ডিতম্।
তত্র বিগ্রহবান্ বায়ুঃ সদা পর্ব্বসু পূজ্যতে ॥ ৬৭
তপনীয়সুবর্ণাভাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।
বিরাজন্তেঽমরপ্রখ্যাস্তত্র চিত্রাম্বরস্রজঃ ॥ ৬৮
বীর্য্যবন্তো মহাভাগাঃ পঞ্চবর্ষশতায়ুষঃ।
সত্যসন্ধা মুদা যুক্তাঃ প্রজাস্তা বায়ুদৈবতাঃ ॥ ৬৯

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

আখ্যাতা এব ঋষয়ঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা।
উত্তরশ্রবণে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ সূতনন্দনম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

এবমেব নিসর্গোঽয়ং বর্ষাণাং ভারতে যুগে।
দৃষ্টঃ পরমতত্ত্বজ্ঞৈর্ভূয়ঃ কিং বর্ণয়ামি বঃ ॥ ২

ঋষয় উচুঃ।

যদিদং ভারতং বর্ষং যস্মিন্ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ।
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ প্রজাসর্গে ভবন্ত্যুত ॥ ৩
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্তন্নো নিগদ সত্তম।
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষামব্রবীল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৪
পৌরাণিকস্তদা সূত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
এতদ্বিস্তরতো ভূয়স্তানুবাচ সমাহিতঃ ॥ ৫

সূত উবাচ।

নিসর্গ এব বিখ্যাতঃ কুরূণাস্তু যথার্থবৎ।
ভারতস্ত তু বক্ষ্যামি নিসর্গং তং নিবোধত ॥ ৬
পুণ্যতীর্থে হিমবতো দক্ষিণস্যাচলস্য হি।
পূর্ব্বপশ্চায়তস্যাস্য দক্ষিণেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭
তথা জনপদানাঞ্চ বিস্তরং শ্রোতুমর্হথ।
অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বর্ষেঽস্মিন্ ভারতে প্রজাঃ ॥
ইদন্তু মধ্যমং বর্ষং শুভাশুভফলোদয়ম্।
উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ ॥ ৯

পরিপূর্ণ এবং বহুবিধ রাজন্য-কর্তৃক প্রতিপালিত। এখানে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এইখানে কোন কালেই সুখের অপচয় হয় না। ফল কথা, অত্রত্য প্রাণিগণ সর্ব্বদাই সুখ ভোগ করে। উল্লিখিত ভদ্রাকরদ্বীপে বায়ুদেবের নানারত্নালঙ্কৃত এক গৃহ আছে। সেই গৃহে প্রতিপূর্ব্বেই বিগ্রহবান্ বায়ুদেবের অর্চনা হইয়া থাকে। এই ভদ্রাকরদ্বীপে বহুবিধ স্বর্ণসমলঙ্কৃত, বিচিত্র বস্ত্রমাল্যধারী, দেবোপম উত্তপ্ত-স্বর্ণপ্রভ মনুষ্যগণ বিরাজ করিতেছে। ঐ দ্বীপনিবাসী প্রজাবর্গ অত্যন্ত বীর্য্যশালী, সত্যসন্ধ ও হর্ষযুক্ত। ইহাদের আয়ুষ্কাল পঞ্চশত বৎসর। ইহার অধিপতি বায়ু দেবতা। ৬১—৬৯।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ সূতসুত কর্ত্তৃক কথিত হইয়া পুনর্ব্বার অপর বিবরণ শ্রবণ অভিলাষে সূতসুতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! পরম তত্ত্বজ্ঞ প্রাচীন মহর্ষিগণ বর্ষসমূহের এই সকল নৈসর্গিক অবস্থা দেখিয়াছিলেন। এখন তোমাদের সমীপে আর কোন্ বিষয় বিবৃত করিতে হইবে? এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, হে ভগবন্! যে বর্ষে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মনু প্রজাগণের সৃষ্টি-বিধানপূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ভারতবর্ষের সমস্ত আনুক্রমিক অবস্থা শুনিতে ইচ্ছা করি। এই কথা শুনিয়া সূতপুত্র পুরাণজ্ঞ লোমহর্ষণ নিবিষ্টচিত্তে ঋষিগণকে সম্বোধিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত অবস্থা বলিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! ইতিপূর্ব্বে কুরুবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি, এখন ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। হে দ্বিজবরগণ! পূর্ব্বপশ্চিমায়তন পুণ্যতীর্থময় দক্ষিণাচল হিমালয়ের দক্ষিণদিকে যে সকল জনপদ আছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষ মধ্যম বলিয়া

বর্ষং তদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা ।
ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে ॥ ১০
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তৎ ভারতং স্মৃতম্ ।
ততঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্মবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ১২
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ । ১৩
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্ ॥
আয়তো হ্যাকুমারিক্যাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ ।
তির্য্যগূর্দ্ধন্তু বিস্তীর্ণঃ সহস্রত্রয়মেব চ ॥ ১৫

দ্বীপো হ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ ।
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ।
ইজ্যা যুদ্ধবাণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৭
তেষাং সংব্যবহারোঽয়ং বর্ত্ততে তু পরস্পরম্ ।
ধর্ম্মার্থকামসংযুক্তো বর্ণানান্তু স্বকর্ম্মসু ॥ ১৮
সঙ্কল্পঃ পঞ্চমানান্তু সধর্ম্মাণাং যথাবিধি ।
ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তির্যেষু মানুষী ॥ ১৯
যস্ত্বয়ং নবমো দ্বীপস্তির্য্যগায়ত উচ্যতে ।
কৃৎস্নং জয়তি যো হ্যেনং স সম্রাড়িহ কীর্ত্ত্যতে ॥
অয়ং লোকস্তু বৈ সম্রাড়ন্তরীক্ষে বিরাট্ স্মৃতঃ ।
স্বরাড়ন্যঃ স্মৃতো লোকঃ পুনর্বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥ ২১
সপ্ত চাস্মিন্ সুপর্ব্বাণো বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ ॥ ২২
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ।
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে পর্ব্বতাস্তু সমীপগাঃ ॥ ২৩

বিখ্যাত হিমালয়ের দক্ষিণে এবং সাগরের উত্তরে এই বর্ষ বিরাজিত। এখানকার প্রজাগণ ভারতীনামে প্রসিদ্ধ। মনু প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া ভরত নামে অভিহিত। অতএব ভরত-মনু প্রতিপালিত বলিয়া এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। এই ভারতবর্ষে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মানুসারেই স্বর্গগতি, মোক্ষগতি, মধ্যগতি ও অধোগতি ঘটিয়া থাকে। অন্যবর্ষস্থিত মনুষ্যদিগের কোনরূপ কর্ম্ম করিবার বিধি নাই ; সুতরাং তৎকৃত-কর্ম্মদ্বারা কোনরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কৃত-কর্ম্মদ্বারা অন্য বর্ষে জন্ম লইয়া তথায় মাত্র ফলোপভোগ হইয়া থাকে। ১—১০। এই ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত, ইহার একভাগ হইতে অন্যভাগে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এই নবভাগ সাগর দ্বারা পরস্পর ব্যবহিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। বিভক্ত দেশগুলির নাম যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ। উল্লিখিত আটটী দ্বীপ ভিন্ন এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপই নবম। এই নবমদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত সহস্রযোজন, কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য, এই নবমদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণে বক্রভাবে বিরাজিত। এই নবভাগে বিভক্ত দ্বীপাত্মক ভারতবর্ষের বিস্তার নবসহস্র যোজন পরিমাণ। এই নবম দ্বীপ বা ভারতখণ্ডের প্রান্তভাগে বহুবিধ ম্লেচ্ছের বাস। তন্মধ্যে পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাতগণ এবং পশ্চিমপ্রান্তে যবনগণ বাস করে। ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাক্রমে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও পরিচর্য্যাব্যবসায়ী হইয়া বাস করেন। এই ধর্ম্মশীল বর্ণচতুষ্টয় স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের জন্য যথাবিধি সংকল্পপূর্ব্বক স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত বক্রায়তনশালী নবমদ্বীপ জয় করিতে পারেন, তাঁহাকে সম্রাট্ নামে অভিহিত করা হয়। ১১—২০। ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত লোক অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী অথবা সম্রাট্ পালিত বলিয়া সম্রাট্ নামে, অন্তরীক্ষ লোক বিরাট্ নামে এবং অন্য একটী লোক স্বরাট্ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হে ঋষিগণ! আমি বিস্তারক্রমে ভারতবর্ষের অবস্থা পুনরায় বর্ণন করিতেছি। এই ভারতখণ্ডে মহেন্দ্র, মলয়, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র

অভিজাতাঃ সর্ব্বগুণা বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ।
মন্দরঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো বৈভারো দর্দ্দুরস্তথা ॥ ২৪
কোলাহলঃ সসুরসঃ মৈনাকো বৈদ্যুতস্তথা।
বাতন্ধমো নাম গিরিস্তথা পাণ্ডুরপর্ব্বতঃ ॥ ২৫
গন্তপ্রস্থঃ কৃষ্ণগিরির্গোধনো গিরিরেব চ।
পুষ্পগির্য্যুজ্জয়ন্তৌ চ শৈলো রৈবতকস্তথা ॥ ২৬
শ্রীপর্ব্বতশ্চ কারুশ্চ কূটশৈলো গিরিস্তথা।
অন্যে তেভ্যঃ পরিজ্ঞেয়া হ্রস্বাঃ স্বল্পোপজীবিনঃ ॥
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা আর্য্যম্লেচ্ছাশ্চ নিত্যশঃ।
পীয়ন্তে যৈরিমা নদ্যো গঙ্গা সিন্ধুঃ সরস্বতী ॥২৮
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা চ যমুনা সরযূস্তথা।
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহূঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী ॥ ২৯
কৌশিকী চ তৃতীয়া তু নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা।
ইক্ষুর্লোহিত ইত্যেতা হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ ॥ ৩০
বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ।
বর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মহী তথা ॥ ৩১
পরা চর্ম্মণ্বতী চৈব বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রা হ্যবন্তী চ তথা পারিপাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥৩২
শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সুরসা ক্রমা।
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথৈব চ ॥ ৩৩
তমসা পিপ্পলা শ্রোণী করতোয়া পিশাচিকা।
নীলোৎপলা বিপাশা চ জম্বুলা বালুবাহিনী ॥৩৪
সিতেরজা শুক্তিমতী মঙ্কণা ত্রিদিবা ক্রমাৎ।
ঋক্ষপাদাৎ প্রসূতাস্তা নদ্যো মণিনিভোদকাঃ ॥৩
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা মদ্রা চ নিষধা নদী।
বেণ্বা বৈতরণী চৈব শিতিবাহুঃ কুমুদ্বতী ॥ ২৬
তোয়া চৈব মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিলা তথা।
বিন্ধ্যপাদ-প্রসূতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥৩৭
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বৈণ্যথ বঞ্জুলা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ তথাপগা ॥ ৩৮
দক্ষিণাপথনদ্যস্তু সহ্যপাদাৎ বিনিঃসৃতাঃ ॥ ৩৯
কৃতমালা তাম্রবর্ণা পুষ্পজাত্যুৎপলাবতী।
মলয়াভিজাতা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥ ৪০

নামক সাতটী কুলাচল আছে। ইহাদের নিকটে মনোহর শোভাময় ও বহুবিধ-গুণ-মণ্ডিত সহস্র সহস্র পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। নাম যথা—মন্দর, বৈভার, দর্দ্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বৈদ্যুত, বাতন্ধম, পাণ্ডুর, গন্তপ্রস্থ, কৃষ্ণপর্ব্বত, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্ব্বত, কারু ও কূটশৈল। এতভিন্ন অন্যান্য আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত-সমাকীর্ণ দেশগুলিতে আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ যথা-নিয়মে বাস করে। এই সকল আর্য্য ও ম্লেচ্ছ-গণ যে সকল নদীর জলপান করে, তাহাদের নাম যথা—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশকী, তৃতীয়া, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, ইক্ষু ও লোহিত। ঐ নদ নদী সকল হিমালয় হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পারিপাত্র পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে যে সকল নির্ম্মল জলময় নদ নদী জন্মিয়াছে, তাহাদের নাম যথা—বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, পরা, চর্ম্মণ্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা এবং অবন্তী। শোণ, মহানদ, নর্ম্মদা, সুরসা, ক্রমা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, শ্রোণী, করতোয়া, পিশাচিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালুবাহিনী, সিতেরজা, ও শুক্তিমতী, মঙ্কণা, ও ত্রিদিবা এই সকল নদী ঋক্ষপর্ব্বত হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ২১—৩৫। বিন্ধ্যপাদ হইতে যে সকল পূতজলময়ী নদী নির্গত হইয়াছে, তাহাদের নাম—তাপী পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, মদ্রা, নিষধা, বেণ্বা, বৈতরণী, শিতিবাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিলা। গোদাবরী, ভীমরথী কৃষ্ণা, বৈণী, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও কাবেরী, এই নদীগুলি সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া দাক্ষিণাপথে অবস্থিত আছে। শীতল-জল-ময়ী কৃতমালা, তাম্রবর্ণা, পুষ্পজাতী ও উৎপলাবতী এই সকল নদী

ত্রিসামা ঋষিকুল্যা চ ইক্ষুলা ত্রিদিবা চ যা।
লাঙ্গুলিনী বংশধরা মহেন্দ্রতনয়াঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১
ঋষিকা সুকুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী।
কৃপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪২
সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ।
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বা জগৎপাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
তাসাং নদ্যুপনদ্যোঽপি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৪৩
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাশ্চৈব সজাঙ্গলাঃ।
শূরসেনা ভদ্রকারা বোধাঃ শতপথেশ্বরৈঃ॥ ৪৪
বৎসাঃ কুসট্টাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ।
প্রথমাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মগধাশ্চ বৃকৈঃ সহ।
মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৫
সহ্যস্য চোত্তরান্তে তু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামিহ কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ॥ ৪৬
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম পুরা রামেণ নির্ম্মিতঃ।
রামপ্রিয়ার্থং স্বর্গোঽয়ং বৃক্ষা ওষধয়স্তথা॥ ৪৭
ভরদ্বাজেন মুনিনা তৎপ্রিয়ার্থেঽবতারিতাঃ।
অন্তঃপুরবনোদ্দেশস্তেন জজ্ঞে মনোরমঃ॥ ৪৮
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ॥ ৪৯
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।
শকা হূনঃ কুলিন্দাশ্চ পারদা হারহূণকাঃ॥ ৫০
রমণা রুদ্রকটকা কেকয়া দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ॥ ৫১
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা অঙ্গলৌকিকাঃ।
চীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবাশ্চ বহ্যতোদরাঃ॥ ৫২
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কসেরুকাঃ।
লম্পাকা স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈঃ সহ॥ ৫৩
অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গণাস্তথা॥ ৫৪
চূলিকাশ্চাহুকাশ্চৈব ঊর্ণদর্ব্বাস্তথৈব চ।
এতে দেশা হ্যুদীচ্যাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশান্নিবোধ মে॥
অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গির্ব্বহির্গিরাঃ।
তথা প্রবঙ্গবঙ্গাশ্চ মালদা মালবর্ণিকাঃ॥ ৫৬
ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া ভার্গবা গেয়মর্থকাঃ।

মলয়াচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিসামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী ও বংশধরা এই নদীগুলি মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে জন্মিয়াছে। ঋষিকা সুকুমারী, মন্দগামিনী মন্দবাহিনী কৃপা ও পলাশিনী এই সকল নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই সমস্ত নদীই গঙ্গার ন্যায় স্বচ্ছসলিলা, সমুদ্রগামিনী, জগতের মাতৃস্বরূপিণী ও সকল পাপবিনাশিনী। এই সকল নদী হইতে বিবিধ নদী উপনদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল উপনদীগুলির উপকূলে কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, জাঙ্গল, শূরসেন, ভদ্রাকর, বোধ, শতপথেশ্বর, বৎস, কুসট্ট, কুল্য, কুন্তল, কাশি, কোশল, কলিঙ্গ, মগধ ও বৃক এই কয়েকটী মধ্যদেশীয় জনপদ অবস্থিত। যে স্থান হইতে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সহ্যশৈলের সেই উত্তরাংশে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা এক মনোহর প্রদেশ আছে; ভগবান্ রামচন্দ্র সীতার্থ সেই প্রদেশে গোবর্দ্ধন নামে একটী স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তদীয় প্রীতির জন্য কতকগুলি বৃক্ষ, ওষধি ও মনোহর প্রমোদ কানন প্রস্তুত করিয়াছেন। বাহ্লীক, বাটধান, আভীর কালতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শক, হূণ, কুলিন্দ, পারদ, হারহূণ, রমণ, রুদ্রকটক, কেকয়, ও দশমালিক এইগুলি ক্ষত্রিয় জনপদ। এই সকল জনপদে ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্যবর্গের উপনিবেশ আছে। কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, অঙ্গলৌকিক, চীন, তুষার, পহ্লব, বহ্যতোদর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, প্রস্থল, কসেরুক, লম্পাক, স্তনপ, পীড়ক, জুহুড়, অপগ ও অলিমদ্র কিরাতজাতি প্রভৃতি এবং তোমর, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গণ চূলিক, আহুক ও ঊর্ণা দর্ব এই দেশগুলিও পূর্ব্বোল্লিখিত বাহ্লীকাদি ক্ষত্রিয়দেশ। এই সকলই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অবস্থিত। ভারতের পূর্ব্বভাগে যে সকল দেশ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৮—৫৫। অঙ্গবঙ্গ, মদ্গুরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, মালদ,

প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
মালা মগধগোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ।
অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ॥ ৫৮
পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চৌল্যাঃ কুল্যাস্তথৈব চ।
সেতুকা মূষিকাশ্চৈব কুমনা বানবাসকাঃ॥ ৫৯
মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আভীরাঃ সহচৈষীকা আটব্যাশ্চ বরাশ্চ যে॥৬০
পুলিন্দা বিন্ধ্যমূলীকা বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ।
পৌলিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবর্দ্ধনাঃ॥৬১
নৈল্লিকাঃ কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা নলকালিকাঃ।
দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈ দেশা অপরাংস্তান্নিবোধত॥৬২
শূর্পারকাঃ কোলবনা দুর্গাঃ তালীকটৈঃ সহ।
পুলেয়াশ্চ সুরালাশ্চ রূপসাস্তাপসৈঃ সহ॥ ৬৩
তথা তুরসিতাশ্চৈব সর্ব্বে চৈবাপরাক্ষরাঃ।
নাসিক্যাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে চৈবান্তরনর্ম্মদাঃ॥৬৪
ভারুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহসারস্বতৈরপি।
কচ্ছীয়াশ্চ সুরারাষ্ট্রাশ্চ আনর্ত্তাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ॥৬৫
ইত্যেতে সম্পরীতাশ্চ শৃণুধ্বং বিন্ধ্যবাসিনঃ।
মালবাশ্চ করূষাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ॥ ৬৬
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ।
তোসলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশাস্তথা।
তুমুরাস্তুম্বুরাশ্চৈব ষট্‌সুরা নিষধৈঃ সহ।
অনূপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ॥ ৬৮
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে॥
নিগর্হরা হংসমার্গাঃ কুপথাস্তঙ্গণাঃ খসাঃ।
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব হূণদর্ব্বাঃ বহূদকাঃ॥ ৭০
ত্রিগর্ত্তা মালবাশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ॥ ৭১
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
তেষাং নিসর্গং বক্ষ্যামি উপরিষ্টান্নিবোধত॥ ৭২

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডেঽনুষঙ্গপাদে ভুবন-
বিন্যাসো নামৈকোনপঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

মালবর্ত্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মাল, মগধ ও গোনর্দ্দ এই সকল দেশ ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। অনন্তর দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য জনপদ সকল বলিতেছি, যথা—পাণ্ড্য, কেরল, চৌল্য, কুল্য, সেতুক, মূষিক, কুমনা, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, মাহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, ঐষীক, আটব্য, বর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমূলিক, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌলিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, নৈল্লিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ্ ও নলকালিক; এই দেশগুলি ভারতবর্ষের দাক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই সকল দেশকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। এক্ষণে পাশ্চাত্য জনপদ সকল শ্রবণ করুন। শূর্পারক, কোলবন, দুর্গ, তালিকট, পুলেয়, সুরাল, রূপস, তাপস ও তুরসিত, এই দেশ সকল পাশ্চাত্য নামে প্রসিদ্ধ। নর্ম্মদা নদীর তীরস্থিত নাসিক্যাদি দেশ, ভারুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কচ্ছীয়, সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও অর্ব্বুদ এই দেশগুলি সম্পরীত নামে পরিচিত। হে ঋষিগণ! এখন বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত দেশের কথা শ্রবণ করুন। মালব, করূষ, মেকল, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধক, তোসল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুমুর, তুম্বুর, ষট্‌সুর, নিষধ, অনূপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তি এই সকল জনপদ বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। হে ঋষিগণ! অতঃপর পর্ব্বতাশ্রিত দেশ সকলের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যথা—নিগর্হর, হংসমার্গ, কুপথ তঙ্গণ, খস, কর্ণপ্রাবরণ, হূণ, দর্ব্ব, বহূদক, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাত ও তামস। এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কাল যথাক্রমে যুগচতুষ্টয় হইয়া থাকে। এই সকল কথা পরে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫৮—৭১।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু ঋষয় উত্তরং পুনরেব তে।
শুশ্রূষবো মুদা যুক্তাঃ পপ্রচ্ছুর্লোমহর্ষণম্॥ ১

ঋষয় উচুঃ।

যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈব চ।
আচক্ষ্ব নো যথাতত্ত্বং কীর্ত্তিতং ভারতং ত্বয়া॥ ২
পৃষ্টস্ত্বিদং যথাদিব্যৈর্যথাপ্রশ্নং বিশেষতঃ।
উবাচ মুনিনির্দ্দিষ্টং পুরাণং বিহিতং যথা॥ ৩

সূত উবাচ।

শুশ্রূষা যত্র বো বিপ্রাস্তং শৃণুধ্বং মুদা যুতাঃ।
প্লক্ষখণ্ডঃ কিম্পুরুষে সুমহান্নন্দনোপমঃ॥ ৪
দশবর্ষসহস্রাণি স্থিতিঃ কিম্পুরুষে স্মৃতা।
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরা স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ॥ ৫
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ সর্ব্বে তে শুদ্ধমানসাঃ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ॥ ৬
বর্ষে কিম্পুরুষে পুণ্যে প্লক্ষো মধুবহঃ শুভঃ।
তস্য কিম্পুরুষাঃ সর্ব্বে পিবন্তি রসমুত্তমম্॥ ৭
অতঃপরং কিম্পুরুষাদ্ধরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ৮
দেবলোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্॥ ৯
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাস্তু মুদা যুতাঃ।
হরিবর্ষে তু জীবন্তি সর্ব্বে মুদিতমানসাঃ॥ ১০
ন জরা বাধতে তত্র জীর্য্যন্তি ন চ তে নরাঃ।
মধ্যমং যন্ময়া প্রোক্তং নাম্না বর্ষমিলাবৃতম্॥ ১১
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন চ জীর্য্যন্তি মানবাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যৌ সনক্ষত্রাবপ্রকাশাবিলাবৃতে॥ ১২
পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপ্রভাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্রসুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ১৩
জম্বুফলরসাহারা হ্যনিষ্যন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
মনাস্বিনো ভুক্তভোগাঃ সৎকর্ম্মফলভোগিনঃ॥ ১৪
দেবলোকাচ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ।
ত্রয়োদশ-সহস্রাণি বর্ষাণাস্তে নরোত্তমাঃ॥ ১৫

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ এইরূপ উত্তর শুনিয়া অন্যান্য বিষয় শুনিবার জন্য লোমহর্ষণকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি ভারতবর্ষের কথা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কীর্ত্তন করিলেন, কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষের কথাও সেইরূপে বর্ণন করুন। ঋষিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, সূত পূর্ব্বতন মুনিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পুরাণ সম্মত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! আপনাদের যে বিষয় শুনিবার বাসনা হইয়াছে, আপনারা প্রমোদ-সহকারে সেই বিষয় শ্রবণ করুন। কিম্পুরুষ বর্ষে নন্দনবনের ন্যায় আনন্দজনক এক সুবিস্তৃত প্লক্ষবন বিদ্যমান। এই কিম্পুরুষ মনুষ্যগণ দশসহস্র বৎসর জীবন ধারণ করে। এখানকার মানবগণের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রমণীগণ অপ্সরার ন্যায়। সকলেই বিশুদ্ধচেতা ও রোগশোকহীন; তাহাদের অঙ্গবর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। এই পুণ্যময় কিম্পুরুষ বর্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত প্লক্ষ বৃক্ষ সর্ব্বদা অত্যুত্তম মধু বহন করে, কিম্পুরুষগণ সেই মধুপান করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকে। হে ঋষিগণ! ইহার পর আমি হরিবর্ষের কথা কহিতেছি। এই হরিবর্ষে রজতসম প্রভাবিশিষ্ট মনুষ্যগণ জন্মিয়া থাকে। এখানকার সকল মনুষ্যই দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট দেবাকৃতি ও দেবসম দীপ্তিমান্। ইহারা সকলেই ইক্ষুরস পান করে এবং একাদশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এখানে জরা নাই, তাই এখানকার মনুষ্যেরা কখন জরাগ্রস্ত হয় না। ১—১০। ইতিপূর্ব্বে যে, সকলের মধ্যবর্ত্তী বর্ষের কথা কহিয়াছি, তাহা ইলাবৃত নামে খ্যাত। এখানে সূর্য্যের তাপ নাই, চন্দ্র, সূর্য্য বা নক্ষত্র কখনও উদিত হয় না। এখানকার মনুষ্যেরা সকলই পদ্মপলাশবৎ অক্ষিবিশিষ্ট, পদ্মবর্ণ, পদ্মসুগন্ধবৎ সুগন্ধবিশিষ্ট ও উদারচিত্ত। ইহারা সকলেই সৎকর্ম্মবলে জম্বুফল রস পান করিয়া নানা সুখভোগ করিয়া থাকে। দেবলোক হইতে বিচ্যুত মনুষ্যেরা এখানে জন্ম লইয়া অজীর্ণকলেবর ও জরামরণবিহীন

আয়ুঃ প্রমাণং জীবন্তি তে তু বর্ষে স্থিলাবৃতে ।
মেরোঃ প্রতিদিশং যচ্চ নবসাহস্রবিস্তৃতে ॥ ১৬
যোজনানাং সহস্রাণি ষড়্‌ত্রিংশত্তস্য বিস্তরঃ ।
চতুরস্রঃ সমন্তাচ্চ শরাবাকারসংস্থিতঃ ॥ ১৭
মেরোস্তু পশ্চিমে ভাগে নবসাহস্রসম্মিতে ।
চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ ॥ ১৮
উদগ্‌দক্ষিণতশ্চৈব আনীলনিষধায়তঃ ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি পরিবৃদ্ধো মহীতলাৎ ॥ ১৯
সহস্রমবগাঢ়স্তু স তদ্দ্বিগুণবিস্তরঃ ॥ ২০
পূর্ব্বেণ মাল্যবান্ শৈলস্তৎপ্রমাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ২১
তেষাং মধ্যে মহামেরুঃ সুপ্রমাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
সর্ব্বেষামেব শৈলানামবগাঢ়ো যথা ভবেৎ ।
বিস্তরস্তৎপ্রমাণঃ স্যাদায়ামো নিযুতঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
বৃত্তভাবাৎ সমুদ্রস্য মহী-মণ্ডলভাবতঃ ।
আয়ামাঃ পরিহীয়ন্তে চতুরস্রে সমন্ততঃ ॥ ২৩

ইলাবৃত-সমন্তাত্তু ভিন্দতী মধ্যমাগতঃ ।
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা জম্বুরসবতী নদী ॥ ২৪
মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্যোত্তরেণ তু ।
সুদর্শনো নাম মহাজম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধচারণ-সেবিতঃ ।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপো বনস্পতেঃ ॥ ২৬
যোজনানাং সহস্রন্তু শতকাণ্ডমহাদ্রুমঃ ।
উৎসেধো বৃক্ষরাজস্য দিবং স্পৃশতি সর্ব্বশঃ ॥ ২৭
অরত্নীনাং শতান্যষ্টৌ একষষ্ট্যাধিকানি তু ।
ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২৮
পতমানানি তান্যুর্ব্ব্যাং কুর্ব্বন্তি বিপুলং স্বনম্ ।
তস্যা জম্ব্বাঃ ফলরসো নদীভূয় প্রসর্পতি ।
মেরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য জম্বুমূলং বিশত্যধঃ ॥ ২৯
তং পিবন্তি সদা হৃষ্টা জম্বুরসমিলাবৃতাঃ ।
জম্বুরসফলং পীত্বা ন জরাং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৩০
ন চ ক্ষুৎ ক্লময়তে ন চ মৃত্যুভয়ং তথা ॥ ৩১
তত্র জাম্বূনদং নাম কনকং দেবভূষণম্ ।

হইয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এই বর্ষ মেরু শৈলের চারিদিকে বিরাজমান। মেরুর প্রত্যেক দিকে ইহার বিস্তার নব সহস্র যোজন, সুতরাং সমস্ত বর্ষের বিস্তার ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র যোজন। এই ইলাবৃত বর্ষ চতুষ্কোণ ও শরাববৎ উচ্চভাবে অবস্থিত। মেরুর পশ্চিম দিকে যে ইহার নব সহস্র যোজন বিস্তৃত স্থান আছে, তথায় চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন গন্ধমাদন গিরি বিরাজ করিতেছে। উহার উত্তর ও দক্ষিণদিক্ নীল হইতে নিষধাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপৃষ্ঠ হইতে ইহা চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন উচ্চ ও দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার সহস্র যোজন নিম্ন যাবৎ পৃথিবীর অন্তর্ভাগে অবগাহন করিয়া প্রোথিত। ১১—২০। মেরুর পূর্ব্বভাগে নীল-শৈলের দক্ষিণে ও নিষধাচলের উত্তরে গন্ধমাদনবৎ দৈর্ঘ্যবিশালী মাল্যবান্ শৈল অবস্থিত আছে। উল্লিখিত শৈলসমূহের মধ্যে মহোচ্চ মহামেরু বিরাজমান। অবগাঢ় ভাগের পরিমাণ অন্যান্য পর্ব্বতবৎ এবং ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। সমুদ্র ও পৃথিবী মণ্ডলাকার বলিয়া পার্শ্বস্থিত চতুষ্কোণ শৈল সকল আয়ামহীন হইয়া থাকে। ইলাবৃতের চারিদিকে আলোড়িত অঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণ জম্বুরসবাহিনী একটী নদী মধ্যভাগ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। মেরুর দক্ষিণপার্শ্বে ও নিষধাচলের উত্তরে সতত ফলপুষ্পশালী সিদ্ধচারণগণসেবিত সুদর্শন নামে এক সুমহান্ সনাতন জম্বু-বৃক্ষ আছে। এই বনস্পতির নাম অনুসারে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে বিখ্যাত। তত্ত্বদর্শী ঋষিরা নির্ণয় করিয়াছেন, ইহার উচ্চতা স্বর্গস্পর্শী। এই মহাদ্রুমের পরিমাণ শত সহস্র যোজন, আর ফলের পরিমাণ অষ্টশত একষষ্টি অরত্নি। উল্লিখিত ফল যখন পৃথিবীতে পতিত হয়, তখন ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া থাকে। সেই জম্বুর ফলরস নদীরূপে বাহিত হইয়া মেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জম্বুবৃক্ষের অধোদেশে প্রবেশ করে। সেই দেশবাসী মনুষ্যেরা সেই নদীর জল পান করিয়া জরামরণ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইয়া পরমানন্দে জীবন ধারণ করে। এখানকার ঐ দশ

ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরন্তু তৎ॥ ৩২
সর্ব্বেষাং বর্ষবৃক্ষাণাং শুভঃ ফলরসস্তু সঃ।
স্বর্ণং ভবতি তচ্ছুভ্রং কনকং দেবভূষণম্॥ ৩৩
তেষাং মূত্রং পুরীষঞ্চ দিক্ষু সর্ব্বাসু ভাগশঃ।
ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ভূমিঃ মৃতাংশ্চ গ্রসতে তু তান্॥ ৩৪
রক্ষঃ পিশাচা যক্ষাশ্চ সর্ব্বে হৈমবতাঃ স্মৃতাঃ।
হেমকূটে তু গন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ সাপ্সরোগণাঃ॥ ৩৫
সর্ব্বে নাগাস্তু নিষধে শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ।
মহামেরৌ ত্রয়স্ত্রিংশত্তু সন্তি যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ॥ ৩৬
নীলে তু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধব্রহ্মর্ষয়ো বরাঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে।
শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতৃণাং প্রতিসঞ্চরঃ॥ ৩৭
নবস্বেতেষু বর্ষেষু যথাভাগস্থিতেষু বৈ।
ভূতান্যুপনিবিষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ॥ ৩৮
তেষাং বিবৃদ্ধির্বহুধা দৃশ্যতে দেবমানুষী।
ন শক্যা পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়াঽনুবুভূষতা॥ ৩৯

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মধ্যে হিমবতঃ পার্শ্বে কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্মিন্নিবসতি শ্রীমান্ কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥ ১
অপ্সরোগণসংযুক্তো মোদতে হ্যলকাধিপঃ।
কৈলাসপাদাৎ সম্ভূতং পুণ্যং শীতজলং শুভম্।
মন্দং নাম্না কুমুদ্বন্তং শরদম্বুদসন্নিভম্॥ ২
তস্মাদ্দিব্যা প্রভবতি নদী মন্দাকিনী শুভা॥ ৩
দিব্যঞ্চ নন্দনং তত্র তস্যাস্তীরে মহদ্বনম্।
প্রাগুত্তরেণ কৈলাসং দিব্যৌষধিসমন্বিতম্॥ ৪

রসমিশ্রিত মৃত্তিকা হইতে জম্বুনদ নামে এক প্রকার স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়. ইহা ইন্দ্রগোপকীটবৎ ভাস্বর; উহা দ্বারা দেবগণের ভূষণ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল বর্ষের বৃক্ষরস অপেক্ষা এই জম্বুরস অতি উত্তম। এই রস শুভ্র ও শুষ্ক হইয়া দেবগণের-ভূষণোপযোগী সুবর্ণ হইয়া থাকে। উহাদের মূত্র ও পুরীষভাগ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। পরে পৃথিবী ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রস গ্রাস করিয়া থাকে। সমস্ত রাক্ষস, পিশাচ ও যক্ষেরা হিমালয়ে এবং অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ হেমকূটে বাস করে। শেষ, বাসুকি, তক্ষকাদি নাগগণ নিষধাচলে এবং যজ্ঞকারী ত্রয়স্ত্রিংশৎ-জন দেবতা মহামেরুতে বিরাজ করিয়া থাকেন। বৈদূর্য্যময় নীলাচলে সমুদয় সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষি এবং দৈত্য ও দানবেরা শ্বেতশৈলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। পর্ব্বতবর শৃঙ্গবান্ পিতৃগণের বিচরণস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত নব-বর্ষ যথাযথরূপে বিভক্ত ঐ সকল বর্ষে বহুবিধ স্থাবর ও গমনশীল প্রাণী অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যভাব পরিহার করিয়া দেবভাব এবং কোন কোন জন দেবভাব পরিহারপূর্ব্বক মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার বহুবিধ পরিণাম দেখা যায়। ইহার সংখ্যা করা অসাধ্য হইলেও অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানীদিগের বিশ্বাসযোগ্য। ২১—৩৯।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হিমালয় শৈলের বামপার্শ্বে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। তথায় অলকাধিপতি শ্রীমান্ যক্ষরাজ কুবের বহুরাক্ষস ও অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কৈলাসপাদ হইতে শারদীয় মেঘসদৃশ দীপ্তিমান, শীতল জলময়, পুণ্যজনক কুমুদাকর মন্দনামক সরোবর বিদ্যমান। এই সরোবর হইতেই দীপ্তিমতী রমণীয়া মন্দাকিনী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহার তীরদেশে আনন্দজনক এক অতি মনোহর বন বিরাজমান। কৈলাসের উত্তরপূর্ব্বকোণে এক পর্ব্বত আছে। উহা সর্ব্ববিধ প্রাণী ও ঔষধিসম্পূর্ণ

হেমরত্নময়ং ধাতুশবলং পর্ব্বতং প্রতি।
চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুভ্রো রত্নসন্নিভঃ ॥ ৫
তস্য পাদে মহদ্দিব্যমচ্ছোদং নাম তৎসরঃ।
তস্মাদ্দিব্যা প্রভবতি হ্যচ্ছোদা নাম নিম্নগা ॥ ৬
তস্যাস্তীরে মহাদিব্যং বনং চৈত্ররথং স্মৃতম্ ॥ ৭
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণিভদ্রঃ সহানুগঃ।
যক্ষসেনাপতিঃ ক্রূরগুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮
পুণ্যা মন্দাকিনী চৈব নিম্নগাচ্ছোদিকা তথা।
মহীমণ্ডলমধ্যেন প্রবিষ্টে তে মহোদধিম্ ॥ ৯
কৈলাসাদ্দক্ষিণপ্রাচ্যাং শিবসত্ত্বৌষধিং গিরিম্।
মনঃশিলাময়ং দিব্যং পিশঙ্গং পর্ব্বতং প্রতি ॥ ১০
লোহিতো হেমশৃঙ্গস্তু গিরিঃ সূর্য্যপ্রভো মহান্।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং লোহিতং নাম তৎসরঃ ॥ ১১
তস্মাৎ পুণ্যং প্রভবতি লৌহিত্যঃ সনদো মহান্।
দেবারণ্যং বিশোকঞ্চ তস্য তীরে মহাবনম্ ॥ ১২

তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি যক্ষো মণিবরো বশী।
সৌম্যৈঃ সুধার্ম্মিকৈশ্চৈব গুহ্যকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১
কৈলাসাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ক্রূরসত্ত্বৌষধং গিরিম্।
বৃত্রকায়াৎ বিনোৎপন্নমঞ্জনং ত্রিককুৎপ্রতি ॥ ১৪
সর্ব্বধাতুময়স্তত্র সুমহান্ বৈদ্যুতো গিরিঃ।
তস্য পাদে সরঃ পুণ্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্।
তস্মাৎ প্রভবতো পুণ্যা সরযূর্লোকভাবনী ॥ ১৫
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং নাম বিশ্রুতম্।
কুবেরানুচরস্তত্র প্রহেতৃতনয়ো বশী ॥ ১৬
ব্রহ্মপাতো নিবসতি রাক্ষসোঽনন্তবিক্রমঃ।
অন্তরীক্ষচরৈর্ঘোরৈর্যাতুধানশতৈর্বৃতঃ ॥ ১৭
অপরেণ তু কৈলাসান্ মুখ্যসত্ত্বৌষধিং গিরিম্।
অরুণং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং রুক্মধাতুময়ং প্রতি ॥ ১৮
ভবস্য দয়িতঃ শ্রীমান্ পর্ব্বতো মেঘসন্নিভঃ।
শাতকুম্ভময়ৈঃ শুভ্রৈঃ শিলাজালৈঃ সমাবৃতঃ ১৯
শত-সংখ্যৈস্তাপনীয়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমিবো ল্লখন্।

হেমরত্নময় এবং বিবিধ ধাতুচিত্রিত, তদুপরি উহার উপরিভাগে দীপ্তিমান্, শুভ্রবর্ণ চন্দ্রপ্রভ নামে এক পর্ব্বত বিরাজিত। উহার পাদদেশে অতি মনোহর ও সুবৃহৎ অচ্ছোদ নামে এক সরোবর আছে। সেই সরোবর হইতে অচ্ছোদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার তীরে চৈত্ররথ নামে এক মনোহর বন বিদ্যমান। ঐ শৈলে যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র অনুগত ক্রূরকর্ম্মা গুহ্যকগণের সহিত বাস করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পূতভোয়া মন্দাকিনী ও অচ্ছোদিকা নদী ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। কৈলাস শৈলের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে শুভাচারসম্পন্ন প্রাণিপরিপূর্ণ ও বিবিধ ঔষধময় মনঃশিলাযুত পিশঙ্গ নামক এক সুবৃহৎ শৈলের পার্শ্বদেশে সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী লোহিত নামে এক হেমশৃঙ্গশৈল অবস্থিত আছে। ইহার পাদদেশে অতি বিস্তৃত মনোহর লোহিত নামক সরোবর রহিয়াছে। তাহা হইতে লৌহিত্য নামে এক অতি পবিত্র মহানদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহার তীরে শোকাদিবিরহিত অতি বৃহৎ এক দেববন বিরাজমান। ১—১২। উল্লিখিত পর্ব্বতে সংযতেন্দ্রিয় মণিবর নামক যক্ষ শান্তচিত্ত ধার্ম্মিক গুহ্যকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করে। কৈলাসের দক্ষিণপার্শ্বে ক্রূরতর প্রাণিপরিবৃত ও ঔষধময় বৃত্রাসুর শরীরজাত অঞ্জন শৈলের সন্নিহিত স্থানে বিবিধ ধাতুমণ্ডিত বৈদ্যুত নামে এক পর্ব্বত আছে। উহার পাদদেশে সিদ্ধসেবিত ও সুপবিত্র সলিলময় মানস নামে এক সরোবর বিরাজমান। তাহা হইতে পূতসলিলা সকললোকপাবনী সরযূ নদীর উদ্ভব হইয়াছে। তাহার তীরদেশে বৈভ্রাজ নামে এক উপবন আছে। তাহাতে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধর আকাশগামী বহু রাক্ষসের সহিত কুবেরানুচর নিয়তেন্দ্রিয় অপারবিক্রম ব্রহ্মপাত নামে প্রহেতৃনন্দন রাক্ষস বাস করে। কৈলাস শৈলের পশ্চিমদিকে বহু প্রাণী ও ঔষধময় অরুণাচলের সন্নিধানে অতি মনোহর মুক্তবান্ শৈল অবস্থিত আছে। ঐ শৈল স্বর্ণময় নির্ম্মল শিলাসমূহ-সমন্বিত মেঘসদৃশ দীপ্তিমান্ ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়। এই পর্ব্বত হিমপ্রধান, তাই অতি দুর্গম। ইহা অতিশয় উচ্চ,

মুঞ্জবান্ স মহাদিব্যো দুর্গশৈলো হিমার্চ্চিতঃ ॥ ২০
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোহিতঃ ।
তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং নাম তৎসরঃ ॥
তস্মাৎ প্রভবতি দিব্যা শৈলোদা নাম নিম্নগা ।
সা চক্ষুঃসীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥ ২২
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বিশ্রুতং সুরভীতি বৈ ।
অত্যুত্তরেণ কৈলাসং শিবসর্ব্বৌষধো গিরিঃ ॥ ২৩
গৌরো নাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ ।
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ ॥ ২৪
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং শুভং কাঞ্চনবালুকম্ ।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ॥ ২৫
গঙ্গানিমিত্তং রাজর্ষিরুবাস বহুলাঃ সমাঃ ।
দিবং যাস্যন্তি মে পূর্ব্বে গঙ্গাতোয়পরিপ্লুতাঃ ॥ ২৬
তত্র ত্রিপথগা দেবী প্রথমন্তু প্রতিষ্ঠিতা ।
সোমপাদপ্রসূতা সা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥ ২৭
যূপা মণিময়াস্তত্র বেদয়শ্চ হিরণ্ময়াঃ ।
তত্রেষ্ট্বা তু গতঃ সিদ্ধিং শক্র সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সহ ॥
দিবিচ্ছায়াপথো যস্তু অনু নক্ষত্রমণ্ডলম্ ।
দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা ॥ ২৯
অন্তরীক্ষং দিবঞ্চৈব ভাবয়ন্তী ভুবং গতা ।
ভবোত্তমাঙ্গে পতিতা সংরুদ্ধা যোগমায়য়া ॥ ৩০
তস্যা যে বিন্দবঃ কেচিৎ ক্রুদ্ধায়াঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ
কৃতং বিন্দুসরস্তত্র ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ॥ ৩১
ততো নিরুদ্ধা দেবী সা ভবেন স্ময়তা কিল ।
চিন্তয়ামাস মনসা শঙ্করক্ষেপণং প্রতি ।
ভিত্ত্বা বিশামি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্ ॥ ৩২
জ্ঞাত্বা তস্যা অভিপ্রায়ং ক্রূরং দেব্যা চিকীর্ষিতম্ ।
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিরাসীদঙ্গেষু তাং নদীম্ ॥ ৩৩
তস্যাবলেপং তং বুদ্ধা নদ্যাঃ ক্রুদ্ধস্তু শঙ্করঃ ।
নিরুধ্য তু শিরস্যেনাং বেগেন পতিতাং ভুবি ॥ ৩৪

দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্ণময় শতশৃঙ্গদ্বারা স্বর্গকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই পর্ব্বতে দেবাদিদেব ধূম্রলোহিত মহাদেব বাস করেন। বিবিধ মণিভূষিত, সুবর্ণশৃঙ্গ শৈলের পাদদেশে শৈলোদ নামক সরোবর প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই সরোবর হইতে শৈলোদা নাম্নী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়া লবণসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার তীরে অতি মনোহর এক বন আছে। ঐ বন সুরভি নামে প্রসিদ্ধ কৈলাস শৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় প্রাণী ও ঔষধময় হরিতাল বর্ণ, অতি মনোহর গৌর নামক এক পর্ব্বত বিদ্যমান। এই পর্ব্বত মণিময় এবং উহার শৃঙ্গ সকল সুবর্ণময়। এই গৌরপর্ব্বতের পাদদেশে বিন্দুসর নামক এক সুপবিত্র সরোবর আছে। উহা কাঞ্চনবালুকাময় সুবৃহৎ ও মনোহর, এই স্থানে রাজর্ষি ভগীরথ মদীয় পূর্ব্বপুরুষেরা গঙ্গাজলসঙ্গে পবিত্র হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া গঙ্গার আরাধনা করিতে বহুকাল বাস করিয়া ছিলেন এবং এইখানেই প্রথমতঃ সেই ত্রিলোকপাবনী চন্দ্রমণ্ডলোদ্ভবা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী দেবী অবতীর্ণা হইয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হয়েন। এখানে মণিময় বহু যজ্ঞীয় যূপ ও হিরণ্ময় অগ্নিচয়নস্থান বিদ্যমান। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত এইস্থানেই যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। রাত্রিকালে গগনমণ্ডলে নক্ষত্রনিচয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে যে ভাস্বরবর্ণ ছায়াপথ দেখা যায়, তাহাই সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী। ঐ গঙ্গাদেবীই অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোক প্লাবিত করিয়া যখন পৃথিবীতে আসিতে উদ্যত হয়েন, তৎকালে মহাদেবের মস্তকে পতিত হইয়া যোগমায়ায় অবরুদ্ধা হন। ১০—৩০। বেগবতী গঙ্গা সংক্ষোভিত হইয়া উঠিলে যে সকল জলবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাই বিন্দুসরঃ নামে অভিহিত। গঙ্গাদেবী গর্ব্বিত মহাদেব কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলে, তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি স্বীয় প্রবাহে শঙ্করকে আলোড়িত করিব ও পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইব। মহাদেবও দেবীর এইরূপ ক্রূরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে জল মধ্যে বিলুপ্ত করিবার নিমিত্ত সংকল্প

এতস্মিন্নেব কালে তু দৃষ্ট্বা রাজানমগ্রতঃ।
ধমনীসন্ততং ক্ষীণং ক্ষুধাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্॥ ৩৫
অনেন তোষিতশ্চাহং নদ্যর্থং পূর্ব্বমেব হি॥ ৩৬
বুদ্ধাস্য বরদানন্তু কোপং নিয়তবাংস্তু সঃ।
ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাধারণং প্রতি॥ ৩৭
ততো বিসর্জ্জয়ামাস সংরুদ্ধাং স্বেন তেজসা।
নদীং ভগীরথস্যার্থে তপসোগ্রেণ তোষিতঃ॥ ৩৮
ততোবিসর্জ্জ্যমানায়াঃ স্রোতস্তৎ সপ্তধাগমৎ।
ত্রয়ঃ প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রয় এব তু॥ ৩৯
নদ্যাঃ স্রোতস্তু গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাগ্গতা॥ ৪০
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
সপ্তমী হি সমানীতা ভগীরথ-মহাত্মনা॥ ৪১
তস্যাং ভাগীরথী যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিম্।
সপ্তৈতা ভাবয়ন্তীহ হিমাহ্বং বর্ষমেব তু॥ ৪২
প্রসূতাঃ সপ্ত নদ্যস্তাঃ শুভা বিন্দু-সরোদ্ভবাঃ।
নানাদেশান্ ভাবয়ন্ত্যো ম্লেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ।
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ॥ ৪৩
সিরিন্ধ্রান্ কুকুরাংশ্চীনান্ বর্ব্বরান্ যবনান্ দ্রুহান্
রুষাণাংশ্চ কুণিন্দাংশ্চ অঙ্গলোকবরাশ্চ যে॥ ৪৪
কৃত্বা দ্বিধা সিন্ধুমেরুং সীতাহগাৎ পশ্চিমোদধিম্
অথ চীনমরূংশ্চৈব তঙ্গণান্ সর্ব্বমূলিকান্।
সাধ্রাংস্তুষারান্ লম্পাকান্ পহ্নবান্ দরদান্ শকান্
এতান্ জনপদান্ চক্ষুঃ স্রাবয়ন্তী গতোদধিম্।
দরদাংশ্চ সকাশ্মীরান্ গান্ধারান্ বরপান্ হ্রদান্॥ ৪৭
শিবপৌরানিন্দ্রহাসান্ বসাতীংশ্চ বিসর্জ্জয়ান্।
সৈন্ধবান্ রন্ধ্রকরকান্ ভ্রমরাভীর-রোমকান্॥ ৪৮
শুনামুখাংশ্চোর্দ্ধমরূন্ সিন্ধুরেতান্ নিষেবতে।
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরান্ যক্ষান্ রক্ষোবিদ্যাধরোরগান্॥
কলাপগ্রামকাংশ্চৈব পারদান্ সীগণান্ খসান্।
কিরাতাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ কুরূন্ সভরতানপি॥ ৫০
পঞ্চালকাশিমৎস্যাংশ্চ মগধাঙ্গাংস্তথৈব চ।

করিলেন। অতঃপর মহাদেব অভিবেগে ভূপতনোদ্যতা সেই গঙ্গাদেবীকে মস্তকে অবরুদ্ধ করিয়া সম্মুখে সেই শিরাপরিব্যাপ্ত ক্ষীণতনু ক্ষুধাকুলমনা রাজর্ষি ভগীরথকে দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, এই রাজা ভগীরথ পূর্ব্বে গঙ্গার জন্য আমার উদ্দেশে বহু তপস্যা করিয়া আমাকে প্রীত করিয়াছেন এবং আমিও বর প্রদান করিয়াছি। দেবদেব এই ভাবিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন এবং ভগীরথের উগ্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া অল্পকাল মাত্র গঙ্গাকে ধারণ করিয়াই পরে মস্তক হইতে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গাদেবী মহাদেবের মস্তক হইতে নিঃসৃত হইলে তাহার স্রোতঃ সপ্তভাগে বিভক্ত হইল; তখন তিনটী স্রোত পূর্ব্বদিকে ও তিনটী স্রোত পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল। নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী নামে তিনটী স্রোতঃ পূর্ব্বদিকে এবং সীতা, চক্ষুঃ ও সিন্ধুনামে তিন স্রোতঃ পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে। ইহার ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ, সপ্তমস্রোতঃ রাজর্ষি ভগীরথকর্তৃক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। ভাগীরথীদেবী তথা হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া লবণসাগরে মিলিয়াছেন। এই হিমবর্ষ উল্লিখিত সপ্তনদী দ্বারাই প্লাবিত হয়। বিবিধ ম্লেচ্ছাদিপূর্ণ বহু দেশপ্লাবিত বিন্দুসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া এই মঙ্গলদায়িনী সপ্ত নদী বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমস্ত দেশে ইন্দ্রদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করেন। সীতানদী সিরিন্ধ্র, কুকুর, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ, রুষ, কুণিন্দ, অঙ্গলোকবর এই সকল দেশে প্রবাহিত ও সিন্ধুমেরুকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে। ৩৯—৪৫। চক্ষুঃ নদী চীন, মরু, তঙ্গণ সর্ব্বমূলিক, সাধ্র, তুষার, লম্পাক, পহ্নব, দরদ ও শক, এই সকল জনপদ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে এবং সিন্ধু মহানদ দরদ, কাশ্মীর, গান্ধার, বরপ, হ্রদ, শিবপৌর, ইন্দ্রহাস, বসাতি, বিসর্জ্জয়, সৈন্ধব, রন্ধ্রকরক, ভ্রমর, আভীর, রোমক, শুনামুখ ও ঊর্দ্ধমরুতে প্রবাহিত হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপগ্রাম, পারদ, সীগণ, খস, কিরাত, পুলিন্দ, কুরু, ভরত, পাঞ্চাল, কাশি, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ,

ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ ॥ ৫১
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্ ।
ততঃ প্রতিহতা বিন্ধ্যে প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥ ৫২
ততশ্চ হ্লাদিনী পুণ্যা প্রাচীনাভিমুখী যযৌ ।
প্লাবয়ন্ত্যপভোগাংশ্চ নিষাদানাঞ্চ জাতয়ঃ ॥ ৫৩
ধীবরানৃষিকাংশ্চৈব তথা নীলমুখানপি ।
কেরলানুষ্ট্রকর্ণাংশ্চ কিরাতানপি চৈব হি ॥ ৫৪
কালোদরান্ বিবর্ণাংশ্চ কুমারান্ স্বর্ণভূষিতান্ ।
সা মণ্ডলে সমুদ্রস্য তিরোভূতানুপূর্ব্বতঃ ॥ ৫৫
ততস্তু পাবনী চৈব প্রাচীমেব দিশংগতা ।
অপথান্ ভাবয়ন্তীহ ইন্দ্রদ্যুম্নসরোঽপি চ ॥ ৫৬
তথা খরপথাংশ্চৈব ইন্দ্রশঙ্কুপথানপি ।
মধ্যেনোদ্যানমস্কারান্ কুথপ্রাবরণান্ যযৌ ॥ ৫৭
ইন্দ্রদ্বীপসমুদ্রে তু প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ।
ততশ্চ নলিনী চাগাৎ প্রাচীমাশাং জবেন তু ॥ ৫৮
তোমরান্ ভাবয়ন্তীহ হংসমার্গান্ সহূহুকান্ ।
পূর্ব্বান্ দেশাংশ্চ সেবন্তী ভিত্ত্বা সা বহুধা গিরীন্
কর্ণপ্রাবরণাংশ্চৈব প্রাপ্য চাশ্বমুখানপি ।
সিকতাপর্ব্বতমরূন্ গত্বা বিদ্যাধরান্ যযৌ ।
নেমিমণ্ডলমধ্যেন প্রবিষ্টা সা মহোদধিম্ ॥ ৬০
তাসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৬১
বংশৌকসারাতীরে তু সুরভিবনসংকুলে ।
হরিশৃঙ্গে তু বসতি বিদ্বান্ কৌবেরকো বশী ॥ ৬২
যজ্ঞাপেতঃ স সুমহানমিতৌজাঃ সুবিক্রমঃ ।
তত্রাগস্ত্যৈঃ পরিবৃতো বিদ্বদ্ভির্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ ।
কুবেরানুচরা হ্যেতে চত্বারস্তৎসমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৩
এবমেব তু বিজ্ঞেয়া ঋদ্ধিঃ পর্ব্বতবাসিনম্ ।
পরস্পরেণ দ্বিগুণা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ ॥ ৬৪
হেমকূটস্য পৃষ্ঠে তু সার্পং নাম তৎসরঃ ।
মনস্বিনী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী চ সা ॥ ৬৫
অবগাঢ়ে হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ।
সরো বিষ্ণুপদং নাম নিষধে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ৬৬
তস্মাদ্দ্বয়ং প্রভবতি গান্ধর্ব্বী নকুলী চ যা ।
মেরোঃ পশ্চাৎ প্রভবতি হ্রদশ্চন্দ্রপ্রভো মহান্ ।
তত্র জাম্বূনদী পুণ্যা নদ্যা জাম্বূনদং শুভম্ ॥ ৬৭

ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এই কয়টি আর্য্য জনপদের মধ্য দিয়া গঙ্গা দেবী প্রবাহিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গতি প্রতিহত হইলে লবণসাগরে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পূততোয়া হ্লাদিনী নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে নিষাদ, ধীবর, ঋষিক, নীলমুখ, কেরল, উষ্ট্রকর্ণ, কিরাত, কালোদর, বিবর্ণ, স্বর্ণভূষিত কুমারদেশ প্লাবিত করিয়া মণ্ডলাকারে পূর্ব্বসাগরে পতিত হয়েন। প্রথমে পাবনী নদী পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া অপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, খর-পথ, ইন্দ্রশঙ্কুপথ, উদ্যান, মস্কারের মধ্যভাগ ও কুথপ্রাবরণ প্লাবিত করত ইন্দ্রদ্বীপের নিকটে লবণসাগরে পতিত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বোল্লিখিত নলিনী নদী অতিবেগে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া তোমর, হহূক, হংসমার্গ প্রভৃতি পূর্ব্বদেশগুলি প্লাবিত করিয়া বহুবিধ ভূধর ভেদ করত কর্ণপ্রাবরণ, অশ্বমুখ, বালুকা-ময় শৈলমরু ও বিদ্যাধর দেশ প্লাবনান্তে নেমি-মণ্ডলের মধ্য দিয়া মহাসাগরে প্রবেশ করি-য়াছে। এই সকল নদী হইতে উদ্ভূত নদী ও উপনদীগুলি ইন্দ্রকৃত বর্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বংশৌকসারা নাম্নী নদীর তীরে সুগন্ধ ও জলময় হরিশৃঙ্গে নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানশীল সংযতেন্দ্রিয় অমিতবলশালী সুবিক্রম নামে এক কুবেরানু-চর বাস করেন। এখানে অগস্ত্য বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন। এই রাক্ষসেরাও কুবেরের অনুচর। ইঁহারা গুণ-গরিমায় তাঁহারই সমান। পূর্ব্বোল্লিখিত পর্ব্বত-বাসিগণের ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ পরস্পর দ্বিগুণ বলিয়া জানিবে। হেমকূট শৈলের পৃষ্ঠে সার্পণ দ্বিগুণ নামে এক সরোবর আছে। ঐ সরোবর হইতে মনস্বিনী ও জ্যোতিষ্মতীনাম্নী নদীদ্বয়, প্রাদুর্ভূত হইয়া মনস্বিনী পূর্ব্ব ও জ্যোতিষ্মতী পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে। নিষধাচলে বিষ্ণুপদ-নামে এক সরোবর আছে, তাহা হইতে গান্ধর্ব্বী ও নকুলী নামে দুইটী নদী জন্মিয়াছে। মেরুর পশ্চিমদিকে চন্দ্রপ্রভ-নামে এক হ্রদ বিদ্যমান, তাহা হইতে

পয়োদস্তু সরো নীলে সুশুভ্রং পুণ্ডরীকবৎ।
পুণ্ডরীকা পয়োদা চ তস্মান্নদ্যৌ বিনির্গতে॥ ৬৮
শ্বেতাং প্রভবতি পুন্যং সরস্তূত্তরমানসম্।
জ্যোৎস্না চ মৃগকান্তা চ তস্মাদ্দ্বে সম্ভূবতুঃ॥৬৯
মধুযৎ সরঃ পুণ্যঞ্চ পদ্মমীন দ্বিজাকুলম্।
কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণং মনোজ্ঞং সর্ব্বতঃ সুখম্॥ ৭০
রুদ্রকান্তমিতি খ্যাতং নির্ম্মিতং ভদ্রবেন তু।
অন্যে চাপ্যত্র বিখ্যাতাঃ পদ্মমীনদ্বিজাকুলাঃ॥ ৭১
নাম্না রুদ্রা জয়া নাম দ্বাদশোদধিসন্নিভাঃ।
তেভ্যঃ শান্তা চ মাধ্বী চ দ্বে নদ্যৌ সম্ভূবতুঃ॥৭২
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি তেষু দেবো ন বর্ষতি।
উদ্ভিজ্জান্যুদকান্যত্র প্রবহন্তি সরিদ্বরাঃ॥ ৭৩
ঋষভো দুন্দুভিশ্চৈব ধূম্রশ্চৈব মহাগিরিঃ।
পূর্ব্বায়তা মহাভাগা নিম্নগা লবণাম্ভসি॥ ৭৪
চন্দ্রকঙ্কস্তথা দ্রোণো মহানগ্নিঃ শিলোচ্চয়ঃ।
উদগায়তা উদীচ্যাস্তা অবগাঢ়া মহোদধিম্॥ ৭৫
সোমকশ্চ বরাহশ্চ নারদশ্চ মহীধরঃ।
প্রতীচীমায়তাস্তে বৈ প্রবিষ্টা লবণোদধিম্॥ ৭৬
চক্রো বলাহকশ্চৈব মৈনাকশ্চৈব পর্ব্বতঃ।
আয়তাস্তে মহাশৈলাঃ সমুদ্রং দক্ষিণং প্রতি॥৭৭
চন্দ্রমৈনাকয়োর্মধ্যে বিদিশং দক্ষিণাং প্রতি।
তত্র সংবর্ত্তকো নাম সোঽগ্নিঃ পিবতি তজ্জলম্॥
নাম্না সমুদ্রপঃ শ্রীমানৌর্ব্বঃ স বড়বামুখঃ।
দ্বাদশৈতে প্রবিষ্টা হি পর্ব্বতা লবণোদধিম্॥ ৭৯
মহেন্দ্র-ভয়বিত্রস্তাঃ পক্ষচ্ছেদ-ভয়াত্তদা।
যদেতদ্দৃশ্যতে চন্দ্রে শ্বেতে কৃষ্ণশশাকৃতিঃ॥ ৮০
ভারতস্য তু বর্ষস্য ভেদাস্তে নবকীর্ত্তিতাঃ।
ইহোদিতস্য দৃশ্যন্তে তথান্যেঽপ্যত্র নোদিতে॥ ৮১
উত্তরোত্তরমেতেভ্যাং বর্ষমুদ্দিশ্যতে গুণৈঃ।
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ॥
সমন্বিতানি ভূতানি গুণৈরেতৈস্তু ভাগতঃ।

পুণ্যদায়িনী জম্বুনদী আবির্ভূত হইয়াছে। এই নদীতে উত্তম সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নীলাচলে শ্বেত পুণ্ডরীকবৎ শুভ্রবর্ণ পয়োদ-নামক এক সরোবর বিরাজমান, তাহা হইতে পুণ্ডরীকা ও পয়োদা নামে নদীদ্বয় নির্গত হইয়াছে। শ্বেতপর্ব্বতে পূতজলময় উত্তরমানস নামে একটী সরোবর বিরাজিত, তাহা হইতে জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নামে নদীদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই শ্বেতশৈলে রুদ্রকান্তা নামে বিখ্যাত মধুময় পূতভোয়পূর্ণ বহুবিধ পদ্ম ও মৎস্যশালী রুদ্রনির্ম্মিত এক সরোবর এবং পদ্ম ও মীনসঙ্কুল রুদ্র ও জয় নামে বিখ্যাত বহুবিস্তৃত সমুদ্রতুল্য দ্বাদশটী সরোবর আছে। ঐ সকল সরোবর হইতে শান্তা ও মাধ্বীনামে দুইটী নদী নির্গত হইয়াছে। ৪৮—৭২। কিম্পুরুষাদি অপরাপর যে সকল বর্ষ বিদ্যমান, তাহাতে বৃষ্টি হয় না, নদীর জলেই শস্য জন্মে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঋষভ, দুন্দুভি ও ধূম্র এই পর্ব্বত তিনটী পূর্ব্বদিকে আয়তন। ইহারা ক্রমে নিম্ন হইয়া লবণ সাগরের সমীপ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্র, কঙ্ক, দ্রোণ ও অগ্নিশৈল পশ্চিম সীমা হইতে উত্তরদিকে সাগর পর্য্যন্ত আয়ত। সোমক, বরাহ ও নারদ শৈল পশ্চিমদিকে সাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান। চক্র, বলাহক ও মৈনাকশৈল দক্ষিণ সাগর যাবৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্র ও মৈনাকশৈলের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণকোণে সংবর্ত্তক নামে এক আগ্নেয় গিরি বিদ্যমান। সেই সংবর্ত্তক বা বড়বামুখ নামক অগ্নিদেব সমুদ্রসলিল পান করেন, তাই তিনি সমুদ্রপ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ঋষভাদি দ্বাদশ শৈল ইন্দ্রকর্তৃক পক্ষচ্ছেদ-ভয়ে শঙ্কিত হইয়া লবণসাগরে প্রবেশ করে, পরে তথা হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে যায়; এই জন্যই নির্ম্মল শুক্লবর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে একটী কৃষ্ণবর্ণ শশকাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে ঋষিগণ! আমি ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলাম, কিন্তু অপরাপর পুরাণাদিতে ইহার অন্য রকম ভেদ দেখা যায়। এই ভারতবর্ষ হইতে অপরাপর বর্ষের আরোগ্য, আয়ুঃপ্রমাণ, ধর্ম, কাম ও অর্থ যথাক্রমে বিস্তৃত জানিবে।

বসন্তি নানাজাতীনি তেষু বর্ষেষু তানি বৈ ।
ইত্যেবাধারয়ৎ সর্ব্বং পৃথ্বী বিশ্বং জগৎস্থিতা ॥

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

দক্ষিণেনাপি বর্ষস্য ভারতস্য নিবোধত ।
দশযোজনসাহস্রং সমতীত্য মহার্ণবম্ ॥ ১
ত্রীণ্যেব তু সহস্রাণি যোজনানাং সমায়তম্ ।
অতস্ত্রিভাগবিস্তীর্ণং নানাপুষ্পফলোদয়ম্ ॥ ২
বিদ্যুদ্বন্তং মহাশৈলং তত্রৈকং কুলপর্ব্বতম্ ।
যেন কূটতটৈর্নৈকৈস্তদ্দ্বীপং সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
প্রসন্নস্বাদুসলিলাস্তত্র নদ্যঃ সহস্রশঃ ।
বাপ্যস্তস্য তু দ্বীপস্য প্রবৃত্তা হিমতোদকাঃ ॥ ৪
তস্য শৈলস্য ছিদ্রেষু বিস্তীর্ণেষ্বায়তেষু চ ।
অনেকেষু সমৃদ্ধানি নানাকারাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৫
নরনারী-সমাঢ্যানি মুদিতানি মহান্তি চ ।
তেষাং তলপ্রবেশানি সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৬
পুরাণি সন্নিবিষ্টানি পর্ব্বতান্তর্গতানি চ ।
সুসম্বদ্ধানি তান্যেকদ্বারাণি তত্র চ ॥ ৭
দীর্ঘশ্মশ্রুধরা হ্যেতে নীলমেঘসম-প্রভাঃ ।
জানুমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতিপরমায়ুষঃ ॥ ৮
শাখামৃগসধর্ম্মাণঃ ফলমূলাশিনস্তথা ।
গোধর্ম্মাণো হ্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯
তদ্দ্বীপং তদ্গুণৈঃ পূর্ণং মনুজৈঃ ক্ষুদ্রমানুষৈঃ ।
এবমেতেঽন্তরদ্বীপা ব্যাখ্যাতা অনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১০
বিংশত্রিংশচ্চ পঞ্চাশৎ ষষ্ট্যশীতিঃ শতং তথা ।
সহস্রমপি চাপ্যুক্তং যোজনানাং সমন্ততঃ ॥ ১১
বিস্তীর্ণাশ্চায়তাশ্চৈব নানাসত্ত্বসমাকুলাঃ ।
বর্হিণদ্বীপপর্ব্বাণি ক্ষুদ্রদ্বীপাঃ সহস্রশঃ ॥ ১২
জম্বুদ্বীপপ্রদেশাস্তু বহবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
অত্র দ্বীপাঃ সমাখ্যাতা নানারত্নাকরাঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৩

পূর্ব্বোল্লিখিত ভারতাদি বর্ষসমূহে ঐ আরোগ্যাদি গুণযুক্ত নানাজাতীয় প্রাণিগণ যথাভাগে বাস করিতেছে। এই পৃথিবী ঐ বর্ষসমূহকে ধারণপূর্ব্বক জগতের স্থিতি বিধান করিতেছেন। ৭৩—৮৩।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণে সাগরের দশযোজন অন্তরে বিদ্যুদ্বান্ নামে তিন সহস্র যোজন আয়ত ও এক সহস্র যোজন বিস্তৃত বিবিধ ফলকুসুমাদি-শোভিত একটী কুলাচল আছে। এই শৈলই বিদ্যুদ্বান্ দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত। এই শৈলেরই বহুবিধ শৃঙ্গে এই দ্বীপ অলঙ্কৃত হইয়াছে। উল্লিখিত দ্বীপে সুমধুর স্বচ্ছ-সলিলা সহস্র সহস্র বাপী ও নদী বিদ্যমান। উল্লিখিত বিদ্যুদ্বান্ শৈলের সুবিস্তীর্ণ গুহামধ্যে অনেক সমৃদ্ধিপূর্ণ, এক দ্বারযুক্ত নানা সমৃদ্ধিশালী শত সহস্র নগর বিদ্যমান। সমস্ত নগরই শৈলান্তর্গত ও সুন্দররূপে অবস্থিত। উহাতে দীর্ঘশ্মশ্রুধারী, মেঘবৎ নীলবর্ণ, বানরবৎ ফলমূলভোজী, গোবৎ গম্যাগম্যবিচার ও শুদ্ধাচারহীন কতকগুলি মনুষ্য বিদ্যমান। ইহাদের দেহ-পরিমাণ এক জানুমাত্র এবং আয়ুঃ পরিমাণ অশীতি বৎসর। এইরূপে ক্ষুদ্রজীবি-নর পরিপূর্ণ অন্তরদ্বীপগুলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে। ১—১০। আমি যে সকল অন্তর দ্বীপের কথা কহিতেছি, তাহাদের আয়তন ও বিস্তার যথাসম্ভব বিংশতি, ত্রিংশৎ, ষষ্টি, অশীতি, শত ও সহস্র যোজন বলিয়া জানিবে এবং উহাতে বহুবিধ প্রাণী বাস করে। এই সকল অন্তরদ্বীপ, বর্হিণ দ্বীপ শৈল নামে পরিচিত। এই ভারতবর্ষে এইরূপ সহস্র সহস্র দ্বীপ বিদ্যমান। অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে [illegible] কয়টী নানারত্নাকর দ্বীপ এই জম্বুদ্বীপে বিদ্যমান।

অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥ ১৪
অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্॥ ১৫
হেমবিদ্রুমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং স্থিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্বিতং লবণাম্ভসা॥ ১৬
তত্র চক্রগিরির্নাম নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
তত্র সা তু দরী চাস্য নানাসত্ত্ব-সমাশ্রয়া॥ ১৬
স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিম্॥ ১৮
যবদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরান্বিতম্।
তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতো ধাতু-মণ্ডিতঃ॥ ১৯
সমুদ্রগাণাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু॥ ২০
তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্য চ॥ ২১
আকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তথাকরম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদী-পর্ব্বত-মণ্ডিতম্॥ ২২
তত্র শ্রীমাংস্তু মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ॥ ২৩
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ মহাক্ষিতৌ।
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুর-নমস্কৃতম্॥ ২৪
তথা কাঞ্চনপাদস্য মলয়স্যাশ্রমস্য হি।
নিকটেঽস্তু বনোমাস্যৈরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতম্॥ ২৫
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে।
তত্রাবতরতে স্বর্গঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু॥ ২৬
তথা ত্রিকূট-নিলয়ে নানাধাতু-বিভূষিতে।
অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে॥ ২৭
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকার-তোরণা।
নির্যূহ-বলভী চিত্রা হর্ম্ম্য-প্রাসাদমালিনী॥ ২৮
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী॥ ২৯
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিদ্যাদেব বিদ্বিষাম্।
মানুষাণামসম্বাধা দুর্গম্যা সা মহাপুরী॥ ৩০
তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্ব্বে তীরে নদ-নদীপতেঃ।
গোকর্ণনামধেয়স্য শঙ্করস্যালয়ো মহান্॥ ৩১
তথৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপসমাস্থিতম্।

তন্মধ্যে প্রথমে অঙ্গদ্বীপের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহাতে ম্লেচ্ছাদি নানা প্রাণী অবস্থান করে, ইহা অতিশয় বিস্তৃত এবং সুবর্ণ, প্রবাল ও নানাবিধ রত্নের আকর। এই দ্বীপ নানা নদী, শৈল ও বনদ্বারা অলঙ্কৃত এবং লবণ সাগরে পরিবেষ্টিত। এখানে চক্রনামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান। তাহার গুহাসকল অতিবিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যভাগে বিরাজিত। এই গিরির উপরে অনেক প্রদেশ আছে। পর্ব্বতের উভয় প্রান্তভাগ সাগর স্পর্শ করিয়াছে। যবদ্বীপ বহুরত্নের আকর। এই দ্বীপে নানা ধাতুময় দ্যুতিমান্ নামে এক শৈল আছে। এই শৈল অনেক নদী ও নানা রত্নের আকর। ১১—২০। মলয়দ্বীপে বহু চন্দন, স্বর্ণ, মণি ও রত্নের আকর এবং বিবিধ ম্লেচ্ছনিবাস, নদী, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান। এই দ্বীপ বহুবিধ বন উপবনে পরিশোভিত বলিয়া অতি মনোহর। এই দ্বীপে একটী মলয়াচল আছে, ইহা রজতাকর। এই অচল মহামলয়নামেও বিখ্যাত। মন্দর নামে অন্য এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে দেবাসুর-বন্দিত অগস্ত্য মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বোল্লিখিত মলয়াচলের স্বর্ণময় পাদে মনোহর তৃণাদিময় অতিশয় পবিত্র এক আশ্রম আছে; সেই স্থান সতত বহু পুষ্প ও ফলে অলঙ্কৃত থাকে। সেখানে প্রত্যেক পর্ব্বেই স্বর্গ অবতীর্ণ হয়। ত্রিকূট শৈলের নানাধাতু-মণ্ডিত অত্যুচ্চ নানাবিধ সানু ও গুহা-শোভিত মনোহর শৃঙ্গে স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণান্বিত প্রাসাদ-মালায় পরিশোভিত লঙ্কা-পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পুরী শতযোজন বিস্তৃত ও ত্রিশযোজন দীর্ঘ। এখানে সুরদ্বেষী কামরূপী মহাবল রাক্ষসেরা বাস করে। এই স্থান মনুষ্যগণের অগম্য বলিয়া কখনও মানব কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয় না। এই দ্বীপের পূর্ব্বদিকে সাগরের নিকটে শঙ্খদ্বীপ। সেখানে গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলয়

শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ম্ ॥ ৩২
তত্র শঙ্খগিরির্নাম দৌতশঙ্খনগপ্রভঃ।
নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যাকৃতিভির্নিষেবিতঃ ॥ ৩৩
শঙ্খনাম্নী মহাপুণ্যা যস্মাৎ প্রভবতে নদী।
যত্র শঙ্খমুখো নাম নাগরাজঃ কৃতাসনঃ ॥ ৩৪
তথৈব কুমুদদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্।
নানাগ্রাম-সমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম্ ॥ ৩৫
কামদা নাম বিখ্যাতা হৃষ্টচিত্তনিবর্হিণী।
মহাদেবস্য ভগিনী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে ॥ ৩৬
তথা বরাহদ্বীপে চ নানাম্লেচ্ছগণাকুলে।
নানাজাতি-সমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠান-পত্তনে ॥ ৩৭
ধনধান্যযুতে স্ফীতে ধর্মিষ্ঠজন-সঙ্কুলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্বহুপুষ্পফলোপগৈঃ ॥ ৩৮
বরাহপর্ব্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেককন্দর-দরী-গুহা-নির্ঝর-শোভিতঃ ॥ ৩৯
তস্মাৎ সুরসপানীয়া পুণ্যতীর্থতরঙ্গিণী।
বারাহী নাম বরদা প্রবৃত্তাস্য মহানদী ॥ ৪০
বারাহরূপিণে তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
অনন্যদেবতাস্তস্মৈ নমস্কুর্বন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ৪১
এবং যত্নেন কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ ॥ ৪২
এবমেকমিদং বর্ষং বহুদ্বীপমিহোচ্যতে।
সমুদ্রজলসংছিন্নং খণ্ডং খণ্ডীকৃতং স্মৃতম্ ॥ ৪৩
এবং চতুর্মহাদ্বীপঃ সান্তরদ্বীপমণ্ডিতঃ।
সানুদ্বীপঃ সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপস্য বিস্তরঃ ॥ ৪৪

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুদ্বীপবর্ণনে
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
প্লক্ষদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি যথাবদিহ সংগ্রহাৎ।
শৃণুতেমং যথাতত্ত্বং ব্রুবতো মে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১

ও শতযোজন বিস্তৃত একটী রাজ্য আছে। এই রাজ্যে বহুবিধ ম্লেচ্ছ জাতির বাস। এখানে শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বহুবিধ রত্নের আকর অতি মনোহর শঙ্খ নামক এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতে সৎকর্ম্মশালী প্রাণিগণ বাস করেন। এই পর্ব্বত হইতে শঙ্খনাম্নী নাম্নী পূতসলিলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতেই শঙ্খমুখনামধেয় নাগরাজের আলয় বিরাজমান। এইরূপ নানাবিধ বাসস্থান-রাজিত বহুগ্রাম-সমাকীর্ণ নানা রত্নাকর ও নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মশীল লোক সকলে পরিপূর্ণ কুমুদদ্বীপ ভারতপ্রান্তে অবস্থিত রহিয়াছে। এখানকার মনুষ্যেরা হৃষ্টচিত্তনাশিনী মহাদেবভগিনী কামদা দেবীর পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে। বরাহদ্বীপে বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছগণের বাস, এখানে অপরাপর জাতিও আছে; এই দ্বীপ বহুবিধ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপে বহুবিধ নদী, পুষ্পফলসমন্বিত বন ও বরাহনামক শিলাময় অতি সুরম্য এক পর্ব্বত বিদ্যমান। এই পর্ব্বত হইতে সুমধুর স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গ-ময়ী বারাহী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার মানবেরা একাগ্রমনে সেই বরাহরূপী প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার ও পূজাদি করিয়া থাকে; অন্য দেবতার উপাসনা বা ভজনা তাহারা করে না। হে ঋষিগণ! আমি পূর্ব্বঋষিগণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ সকল অনুদ্বীপের কথা বিস্তারক্রমে বর্ণন করিলাম। এই ভারত-বর্ষের দক্ষিণে অনেক দ্বীপ বিদ্যমান। ভারত-বর্ষ বহুবিধ দ্বীপে বিভক্ত। উল্লিখিত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র দ্বারা পরস্পর বিভক্তভাবে অব-স্থিত। হে সাধুবৃন্দগণ! যেমন জম্বুদ্বীপের মধ্যে বহুবিধ অনুদ্বীপ বিদ্যমান, তেমনই অন্যান্য মহাদ্বীপেরও আবার বহুবিধ অনুদ্বীপ বা অন্তর দ্বীপ আছে; ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত মহাদ্বীপ-চতুষ্টয় বহুবিধ অনুদ্বীপে আবৃত হইয়া মেরুর চারিদিকে অবস্থিত আছে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি এক্ষণে প্লক্ষদ্বীপের কথা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ

জম্বূদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ ।
বিস্তারাত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ ॥ ২
তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদকঃ ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে প্রজা ॥ ৩
কুত এব হি দুর্ভিক্ষং জরাব্যাধিভয়ং কুতঃ ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুভ্রাঃ সপ্তৈব মণিভূষণাঃ ।
রত্নাকরাস্তথ নদ্যস্তাসাং নামানি বক্ষ্যতে ॥ ৪
প্লক্ষদ্বীপাদিষু তেষু সপ্ত সপ্তসু সপ্তসু ।
ঋজ্বায়তাঃ প্রতিদিশং নিবিষ্টাঃ পর্ব্বতাঃ সদা ॥ ৫
প্লক্ষদ্বীপে তু বক্ষ্যামি সপ্তদ্বীপান্মহাচলান্ ।
গোমেদকোঽত্র প্রথমঃ পর্ব্বতো মেঘসন্নিভঃ ।
খ্যায়তে তস্য নাম্না বৈ বর্ষং গোমেদকস্তু তৎ ॥ ৬
দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতশ্চন্দ্রঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ ।
অশ্বিভ্যামমৃতস্যার্থে ওষধ্যস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৭
তৃতীয়ো নারদো নাম দুর্গশৈলো মহোচ্ছ্রয়ঃ ।
তত্রাচলে সমুৎপন্নৌ পূর্ব্বং নারদপর্ব্বতৌ ॥ ৮
চতুর্থস্তত্র বৈ শৈলো দুন্দুভির্নাম নামতঃ ।
শব্দমৃত্যুঃ পুরা তস্মিন্ দুন্দুভিস্তাড়িতঃ সুরৈঃ ॥ ৯
পঞ্চমঃ সোমকো নাম দেবৈর্যত্রামৃতং পুরা ।
সম্ভৃতঞ্চ হৃতঞ্চৈব মাতুরর্থে গরুত্মতা ॥ ১০
ষষ্ঠস্তু সুমনা নাম স এবর্ষভ উচ্যতে ।
হিরণ্যাক্ষো বরাহেণ তস্মিন্ শৈলে নিষূদিতঃ ॥ ১১
বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তত্র ভ্রাজিষ্ণুঃ স্ফটিকো মহান ।
যস্মাদ্বিভ্রাজতেঽর্চ্চির্ভির্বৈভ্রাজস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ১২
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি নামতস্তু যথাক্রমম্ ।
গোমেদং প্রথমং বর্ষং নাম্না শান্তভয়ং স্মৃতম্ ।
চন্দ্রস্য শিশিরং নাম নারদস্য সুখোদয়ম্ ॥ ১৩
আনন্দং দুন্দুভের্বর্ষং সোমকস্য শিবং স্মৃতম্ ।
ক্ষেমকং ঋষভস্যাপি বৈভ্রাজস্য ধ্রুবং তথা ॥ ১৪
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ ।

করুন। এই দ্বীপের বিস্তার জম্বূদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং আয়তন বিস্তারের তিন গুণ জানিবেন। এই দ্বীপদ্বারা লবণসমুদ্র পরিবৃত অর্থাৎ লবণসমুদ্রের চারিদিকেই এই দ্বীপ বিরাজিত। এই দ্বীপে বহুতর পবিত্র জনপদ বর্ত্তমান। এখানে দুর্ভিক্ষ, জরা বা ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই নাই, প্রাণিগণ অনেককাল জীবিত থাকে। এই দ্বীপে মণিভূষিত শুভ্রবর্ণ সাতটী শৈল এবং অনেক রত্নাকর নদী আছে, তাহাদের নাম পরে বলিতেছি। প্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের প্রত্যেক দ্বীপেই ঋজু অথচ আয়ত সপ্ত পর্ব্বত বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্লক্ষদ্বীপে যে সাতটি বর্ষ-পর্ব্বত আছে, সম্প্রতি তাহাদের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্লক্ষদ্বীপেই মেঘতুল্য-প্রভ সর্ব্বপ্রধান এক পর্ব্বত আছে। তাহার নাম গোমেদক। গোমেদক নাম হইতেই এই স্থান গোমেদকবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পর্ব্বত চন্দ্র নামে খ্যাত। এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণের নিমিত্ত বহুবিধ ওষধি রোপণ করেন। তৃতীয় নারদপর্ব্বত। ইহা অতিশয় উচ্চ ও দুর্গম। এই পর্ব্বতে দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত-মুনি জন্মিয়াছিলেন। চতুর্থ পর্ব্বতের নাম দুন্দুভি। দেবগণ এই পর্ব্বতে শব্দ মৃত্যু নামে দুন্দুভি তাড়ন করেন, এজন্য ইহার নাম হয় দুন্দুভি। পঞ্চম পর্ব্বতের নাম সোমক। এখানে দেবগণের অমৃত ছিল এবং গরুড় মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ এই স্থান হইতে অমৃত হরণ করে। ষষ্ঠ পর্ব্বতের নাম সুমনা। ইহার অপর নাম ঋষভ। এখানে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। সপ্তম পর্ব্বতের নাম বৈভ্রাজ। ইহা অত্যন্ত দীপ্তিমান্ ও স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। এই পর্ব্বত স্বীয় কিরণজালে নানাদিক প্রকাশিত করে বলিয়া, বৈভ্রাজ নামে অভিহিত। ১—১২। উল্লিখিত পর্ব্বতসমূহে বিভক্ত বর্ষসকলের নাম যথাক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। গোমেদ পর্ব্বত দ্বারা শান্তভয় নামক বর্ষ, চন্দ্রপর্ব্বত দ্বারা শিশির, নারদপর্ব্বত দ্বারা সুখোদয়, দুন্দুভি পর্ব্বত দ্বারা আনন্দবর্ষ, সোমক পর্ব্বত দ্বারা শিববর্ষ, ঋষভপর্ব্বত দ্বারা ক্ষেমকবর্ষ এবং বৈভ্রাজপর্ব্বত দ্বারা ধ্রুববর্ষ বিভক্ত হইয়া প্লক্ষদ্বীপে বিরাজিত রহিয়াছে। এই সকল

বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু তৈঃ সহ ॥ ১৫
তেষাং নদ্যশ্চ সপ্তৈব বর্ষাণাঞ্চ সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি সপ্তগঙ্গা মহানদীঃ ॥ ১৬
অভিগচ্ছন্তি তা নদ্যস্তাভ্যশ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
বহূদকাশ্চৌঘবত্যো যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ১৭
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে ॥ ১৮
অনুতপ্তা সমতী চ বিপাকা ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ১৯
শুভাঃ শান্তভয়াশ্চৈব প্রমোদা যে চ বোধকাঃ।
আনন্দাশ্চ সুখাশ্চৈব ক্ষেমকাশ্চ ধ্রুবৈঃ সহ ॥ ২০
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তাঃ প্রজাস্তেষ্বথ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে হ্যরোগাঃ সুবলাঃ প্রজাস্ত্বাময়-বর্জ্জিতাঃ ॥ ২১
ন তত্রাস্তি যুগাবস্থা চতুর্যুগকৃতা ক্বচিৎ।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদা তত্র বর্ত্ততে ॥ ২২
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চস্বেষু চ সর্ব্বশঃ।
দেশস্যানুবিধানেন কালস্বাভাবিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি তেষু জীবন্তি মানবাঃ।
সুরূপাশ্চ সুবেশাশ্চ অরোগা বলিনস্তথা ॥ ২৪
সুখমায়ুর্বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্ম এব চ।
প্লক্ষদ্বীপাদিষু জ্ঞেয়ং শাকদ্বীপান্তিকেষু চ ॥ ২৫
প্লক্ষদ্বীপঃ পৃথুঃ শ্রীমান্ সর্ব্বতো ধনধান্যবান্।
দিব্য-পুষ্প-ফলোপেতঃ সর্ব্বৌষধিবনস্পতিঃ ॥ ২৬
আবৃতঃ পশুভিঃ সর্ব্বৈর্গ্রাম্যারণ্যৈঃ সহস্রশঃ।
জম্বুবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭
প্লক্ষো নাম্না মহাবৃক্ষস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।
স তত্র পূজ্যতে স্থাণুর্মধ্যে জনপদস্য হি ॥ ২৮
স চাপীক্ষুরসোদেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
প্লক্ষদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ২৯
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ প্লক্ষদ্বীপস্য কীর্ত্তিতঃ।
আনুপূর্ব্ব্যা সমাসেন শাল্মলন্তন্নিবোধত ॥ ৩০
ততস্তৃতীয়ং দ্বীপানাং শাল্মলং দ্বীপমুত্তমম্।

বর্ষে বহুবিধ দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধগণ মনোহরবেশে ভূষিত ও চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। উল্লিখিত সপ্তম বর্ষে সমুদ্রগামিনী গঙ্গাসদৃশী পুণ্যসলিলা সাতটি মহানদী বিদ্যমান। ঐ সকল নদীর নাম বলিতেছি। উক্ত সপ্তনদী ইন্দ্রকৃত বর্ষণধারা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমে অতিশয় বেগবতী হইয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে; এই সপ্তনদী হইতে অপরাপর সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্লক্ষদ্বীপস্থ প্রাণিগণ এই সকল নদীর জলপানে জীবন ধারণ করে। উল্লিখিত নদীসমূহের নাম যথা—অনুতপ্তা, সমতী, বিপাকা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা, সুকৃতা, শান্তভয়া, প্রমোদা বোধকা, আনন্দা, ক্ষেমকা ও ধ্রুবা। পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তবর্ষে যে সকল প্রজা বাস করে, তাহারা সকলেই বর্ণাচারবিশিষ্ট ও সদ্গুণশালী। এখানকার প্রজাগণ রোগাদি-বিহীন ও সমধিক বলবান। উক্ত সপ্তদ্বীপে ভারতবর্ষের ন্যায় যুগচতুষ্টয়ের আবির্ভাব নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগ বিদ্যমান। ১৩—২২। প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত দ্বীপপুঞ্জে দেশবিধানানুসারে স্বভাবতই ত্রেতাযুগতুল্য কাল সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এখানকার মানবগণ পঞ্চ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। ইহারা সুরূপ, বলবান্, সুবেশধর, রোগবিহীন ও অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া বিবিধ সুখভোগে কালাতিপাত করে। ঐ প্লক্ষদ্বীপ অতিশয় বিস্তৃত, শ্রীমান্, ধনধান্য-পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ দিব্য দিব্য পুষ্প ফল ও ওষধি বৃক্ষে শোভিত ও বহুবিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু দ্বারা পরিবৃত। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই দ্বীপের মধ্যে জম্বুবৃক্ষের ন্যায় বিস্তারাদি-বিশিষ্ট প্লক্ষনামে এক মহা বৃক্ষ আছে; তাহার নামানুসারেই এই দ্বীপ প্লক্ষ নামে অভিহিত। এই দ্বীপস্থ জনপদমধ্যে ভগবান্ স্থাণু পূজিত হইয়া থাকেন। এই প্লক্ষদ্বীপ দ্বীপ-প্রমাণের দ্বিগুণ ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত। হে ঋষিগণ! এই আমি আপনাদের নিকট প্লক্ষদ্বীপের সন্নিবেশাদি ক্রমে কহিলাম। সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক শাল্মলদ্বীপের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তৃতীয় দ্বীপ শাল্মল, এই দ্বীপ সকল দ্বীপ অপেক্ষা

শাল্মলেন সমুদ্রস্ত দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ॥ ৩১
প্লক্ষদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন সমাবৃতঃ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ॥ ৩২
রত্নাকরস্তথা নদ্যস্তেষু বর্ষেষু সপ্তস্থ॥ ৩৩
প্রথমঃ সূর্য্য-সঙ্কাশঃ কুমুদো নাম পর্ব্বতঃ।
সর্ব্বধাতুময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শিলাজাল-সমুচ্ছ্রিতৈঃ॥ ৩৪
দ্বিতীয়ঃ পর্ব্বতস্তস্য উন্নতো নাম বিশ্রুতঃ।
হরিতালময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩৫
তৃতীয়ঃ পর্ব্বতস্তস্য বলাহক ইতি শ্রুতঃ।
জাত্যঞ্জনময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩৬
চতুর্থঃ পর্ব্বতো দ্রোণো যত্রৌষধ্যো মহাবলাঃ।
বিশল্য-করণী চৈব মৃত-সঞ্জীবনী তথা॥ ৩৭
কঙ্কস্তু পঞ্চমস্তত্র পর্ব্বতঃ সুমহোন্নয়ঃ।
দিব্যপুষ্পফলোপেতো বৃক্ষ-বীরুৎ-সমাবৃতঃ।
ষষ্ঠস্তু পর্ব্বতস্তত্র মহিষো মেঘসন্নিভঃ॥ ৩৮
সপ্তমঃ পর্ব্বতশ্চাপ ককুদ্মান্নাম ভাষ্যতে।
তত্র রত্নান্যনেকানি স্বয়ং বর্ষতি বাসবঃ॥ ৩৯
প্রজাপতিরুপাদায় প্রজাভ্যো ব্যদধৎ স্বয়ম্।

ইত্যেতে পর্ব্বতাঃ সপ্ত শাল্মলে মণিভূষিতাঃ॥ ৪০
তেষাং বর্ষাণি বক্ষ্যামি সপ্তৈব তু শুভানি চ।
কুমুদাৎ প্রথমং শ্বেতমুন্নতস্য তু লোহিতম্।
বলাহকস্য জীমূতং দ্রোণস্য হরিতং স্মৃতম্।
কঙ্কস্য বৈদ্যুতং নাম মহিষস্য তু মানসম্॥ ৪১
ককুদঃ সুপ্রভং নাম সপ্তৈতানি তু সপ্তধা।
বর্ষাণি পর্ব্বতাংশ্চৈব নদীস্তেষু নিবোধত॥ ৪২
যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং প্রতিবর্ষস্থ তাঃ স্মৃতাঃ॥৪৩
তাসাং সমীপগাশ্চান্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অশক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়াস্ত বুভূর্ষতাম্॥ ৪৪
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ শাল্মলস্যাপি কীর্ত্তিতঃ।
প্লক্ষবৃক্ষেণ সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ॥ ৪৫
শাল্মলির্বিপুলস্কন্ধস্তস্য নাম্না স উচ্যতে।
শাল্মলিস্তু সমুদ্রেণ সুরোদেন সমন্ততঃ॥ ৪৬
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমন্ততঃ॥ ৪৭
উত্তরেষু তু ধর্ম্মজ্ঞা দ্বীপেষু শৃণুত প্রজাঃ।

শ্রেষ্ঠ। ইহা বিস্তারে প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপে ইক্ষুসমুদ্র বেষ্টিত। এই দ্বীপেও সাতটী রত্নপ্রসূ বর্ষ পর্ব্বত এবং সাতটী রত্ন-প্রসবিনী নদী আছে। উল্লিখিত সপ্তপর্ব্বতের মধ্যে প্রথম পর্ব্বতের নাম কুমুদ, ইহা সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী এবং সর্ব্বধাতু ও শিলাময় শৃঙ্গে পরিশোভিত। দ্বিতীয় পর্ব্বতের নাম উন্নত, ইহা হরিতালময়, উচ্চতর গগনমার্গ আবৃত করিয়া অবস্থিত; তৃতীয় পর্ব্বতের নাম বলাহক, ইহা মালতীলতাবেষ্টিত অঞ্জনময় শৃঙ্গে আকাশপথ আবরণ করিয়া বিরাজিত। চতুর্থ পর্ব্বত দ্রোণ, এখানে পরিপুষ্টাকৃতি বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি নানাবিধ ওষধি বিদ্যমান পঞ্চম পর্ব্বত কঙ্ক এবং ষষ্ঠ পর্ব্বত মেঘাকৃতি মহিষ, ইহারা মনোরম পুষ্প, ফল, বৃক্ষ ও লতাদ্বারা সমাবৃত বলিয়া অতিশয় সুদৃশ্য। সপ্তম পর্ব্বত ককুদ্মান্, এখানে দেবরাজ ইন্দ্র বহুবিধ রত্ন বর্ষণ করেন। ব্রহ্মা সেই রত্ন সংগ্রহ করিয়া প্রজাগণকে প্রদান করিয়া থাকেন।

শাল্মলদ্বীপে এই সাতটী মণিভূষিত পর্ব্বত আছে। ২৩—৪০। এক্ষণে কোন্ পর্ব্বতের কোন্ বর্ষ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। কুমুদপর্ব্বতের শ্বেতবর্ষ, উন্নতপর্ব্বতের লোহিত, বলাহকপর্ব্বতের জীমূত, দ্রোণের হরিত, কঙ্কের বৈদ্যুত, মহিষপর্ব্বতের মানস এবং ককুদের সুপ্রভ বর্ষ। এই সাতটি বর্ষে শাল্মলদ্বীপ বিভক্ত। হে ঋষিগণ! এখন উল্লিখিত বর্ষসমূহে যে যে নদী বিদ্যমান, তাহাদের নামে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সপ্ত বর্ষে সাতটী নদী আছে, তাহাদের নাম যথা—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি। এই সকল নদী হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; তাহাদের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ঋষিগণ! উক্ত শাল্মলদ্বীপ মধ্যে প্লক্ষবৃক্ষের ন্যায় বিপুল স্কন্ধশাখাদিময় এক সুবৃহত্তর শাল্মলবৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই উক্ত দ্বীপ শাল্মল নামে বিখ্যাত। এই শাল্মল দ্বীপ আপনার ন্যায় বিস্তৃত সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত।

যথাশ্রুতং যথান্যায়ং ক্রমতো মে নিবোধত ॥ ৪৮
কুশদ্বীপং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থং তং সমাসতঃ।
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৪৯
সপ্তৈব গিরয়স্তত্র বর্ণ্যমানান্নিবোধত।
কুশদ্বীপে তু বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো বিক্রমোচ্ছ্রয়ঃ।
দ্বীপস্য প্রথমস্তস্য দ্বিতীয়ো হেমপর্ব্বতঃ।
তৃতীয়ো দ্যুতিমান্নাম জীমূতসদৃশো গিরিঃ ॥ ৫১
চতুর্থঃ পুষ্পবান্নাম পঞ্চমস্তু কুশেশয়ঃ।
ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম সপ্তমো মন্দরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
মন্দা ইতি হ্যপাং নাম মন্দরো দারণাদপাম্।
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো দ্বিগুণং পরিবারিতঃ ॥ ৫৩
উদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্।
তৃতীয়ং স্বৈরথাকারং চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ৫৪
পঞ্চমং ধৃতিমদ্বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্।
সপ্তমং কপিলং নাম সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ৫৫
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বা বর্ষেষু জগদীশ্বরাঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু সর্ব্বশঃ ॥ ৫৬
ন তেষু দস্যবঃ সন্তি ম্লেচ্ছজাত্যস্তথৈব চ।
গৌরপ্রায়ো জনঃ সর্ব্বঃ ক্রমাচ্চ ম্রিয়তে তথা ॥ ৫৭
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব ধূতপাপাঃ শিবাস্তথা।
পবিত্রা সম্মতিশ্চৈব দ্যুতির্গর্ভা মহী তথা ॥ ৫৮
অন্যাস্তাভ্যঃ পরিজ্ঞাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অভিগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বাঃ যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৫৯
ঘৃতোদেন কুশদ্বীপো বাহ্যতঃ পরিবারিতঃ।
বিজ্ঞেয়ঃ স তু বিস্তারাৎ কুশদ্বীপসমেন তু ॥ ৬০
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ কুশদ্বীপস্য বর্ণিতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারং বক্ষ্যাম্যহমতঃ পরম্ ॥ ৬১
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণঃ স তু বৈ স্মৃতঃ।
ঘৃতোদকসমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ॥ ৬২
তস্মিন্ দ্বীপে নগশ্রেষ্ঠঃ ক্রৌঞ্চস্তু প্রথমো গিরিঃ।
ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ ॥ ৬৩

হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! সম্প্রতি অন্যান্য দ্বীপ ও তথাকার প্রজাগণের কথা বিস্তৃতরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমে কুশদ্বীপ অর্থাৎ যাহা চতুর্থ দ্বীপ নামে বিখ্যাত, সেই দ্বীপের কথা কহিতেছি। ইহা শাল্মলদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত এবং সুরোদ সাগরের চারি দিকে অবস্থিত। ফল কথা, এই শাল্মলদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা সুরাসমুদ্র বেষ্টিত। কুশদ্বীপে যে সাতটি বর্ষপর্ব্বত আছে, তাহাদের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উল্লিখিত সপ্তপর্ব্বতের মধ্যে প্রথম বিক্রম, ইহা অতিশয় উচ্চ। দ্বিতীয় হেম, তৃতীয় দ্যুতিমান্, ইহা মেঘতুল্য দীপ্তিমান্। চতুর্থ পুষ্পবান্, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি এবং সপ্তম মন্দর। ৪৯—৫২। জলের নামান্তর মন্দ, সমুদ্রমন্থনকালে এই পর্ব্বত দ্বারা মন্দ বিদারণ করা হইয়াছিল, এই জন্য এই পর্ব্বত মন্দর নামে খ্যাত। উল্লিখিত পর্ব্বতসমূহের উপরিভাগের পরিমাণ অপেক্ষা দ্বিগুণাংশ ভূমধ্যে নিহিত আছে। এই দ্বীপস্থ বর্ষসমূহের নাম যথা—প্রথম উদ্ভিদ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় স্বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমান্, ষষ্ঠ প্রভাকর এবং সপ্তম কপিল। ঐ বর্ষসমূহের সর্ব্বত্র বহুবিধ দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিচরণ ও ক্রীড়া করিতে দৃষ্ট হয়। এই সপ্তবর্ষে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতির বাস নাই। এখানকার জনগণ প্রায়ই গৌরবর্ণ এবং যথাকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তবর্ষে সাতটী নদী আছে তাহাদের নাম যথা—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, দ্যুতি, গর্ভা ও মহী। এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ নদী বিদ্যমান। ইহারা সকলেই ইন্দ্রকৃত বর্ষণে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই কুশদ্বীপ স্বসমান বিস্তারবিশিষ্ট ঘৃতসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। হে ঋষিগণ! এই কুশদ্বীপের বর্ণনা শেষ হইল। অনন্তর ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার কুশদ্বীপের দ্বিগুণ, এই দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ৫৩—৬২। ইহাতেও সাতটী বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ সকল পর্ব্বতের নাম যথাক্রমে ক্রৌঞ্চ,

অন্ধকারাৎ পরশ্চাপি দিবাবৃন্নাম পর্ব্বতঃ।
দিবাবৃতঃ পরশ্চাপি দ্বিবিন্দো গিরিরুচ্যতে ॥ ৬৪
দ্বিবিন্দাৎ পরতশ্চাপি পুণ্ডরীকো মহাগিরিঃ।
পুণ্ডরীকাৎ পরশ্চাপি প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ ॥ ৬৫
এতে রত্নময়াঃ সপ্ত ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য পর্ব্বতাঃ।
বহুবৃক্ষ-ফলোপেতো নানাবৃক্ষলতা-বৃতাঃ ॥ ৬৬
পরস্পরেণ দ্বিগুণা বিষ্কম্ভাবর্ষপর্ব্বতাঃ।
বর্ষাণি তত্র বক্ষ্যামি নামতস্তু নিবোধত ॥ ৬৭
ক্রৌঞ্চস্য কুশলো দেশো বামনস্য মনোনুগঃ।
মনোনুগাৎ পরশ্চোষ্ণস্তৃতীয়ো দেশ উচ্যতে ॥ ৬৮
উষ্ণাৎ পরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরাদন্ধকারকঃ।
অন্ধকারকদেশাত্তু মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯
মুনিদেশাৎ পরশ্চৈব প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ।
সিদ্ধচারণ-সঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ো জনঃ স্মৃতঃ ॥ ৭০
তত্রাপি নদ্যঃ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং স্মৃতাঃ শুভাঃ।
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা ॥ ৭১
খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকাশ্চ গঙ্গা সপ্তবিধা স্মৃতা।
তাসাং সমুদ্রগাশ্চান্যা নদ্যো যাস্তু সমীপগাঃ ॥ ৭২
অনুগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বাঃ বিপুলাঃ সুবহূদকাঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন তু ॥ ৭৩
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপসমেন তু।
প্লক্ষদ্বীপাদয়ো হ্যেতে সমাসেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৪
তেষাং নিসর্গো দ্বীপানাং আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বশঃ।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৫
নিসর্গোঽয়ং প্রজানাস্তু সংহারো যশ্চ তা দ্বিজৈঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি শাকদ্বীপস্য যো বিধিঃ ॥ ৭৬
শাকদ্বীপস্য কৃৎস্নস্য যথাবদিহ নিশ্চয়াৎ।
শৃণুধ্বং বৈ যথাতত্ত্বং ব্রুবতো মে যথার্থবৎ ॥ ৭৭
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ।
পরিবার্য্য সমুদ্রং স দধিমণ্ডোদকং স্থিতঃ ॥ ৭৮
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
কুত এব তু দুর্ভিক্ষং জরাব্যাধিভয়ং কুতঃ ॥ ৭৯
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুক্লাঃ সপ্তৈব মণিভূষিতাঃ।
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮০
দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ সসৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্ব্বতঃ ॥ ৮১

বামনক, অন্ধকারক, দিবাবৃৎ, দ্বিবিন্দ, পুণ্ডরীক ও দুন্দুভিস্বন। এই পর্ব্বতগুলি রত্নময় এবং নানাবিধ পুষ্প, ফল ও বৃক্ষলতায় পরিশোভিত। ইহারা পরস্পর দ্বিগুণ এবং ইহাদের বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ভূগর্ভ-নিহিত ভাগও পরস্পর দ্বিগুণ। হে ঋষিগণ! এখন উক্ত সপ্ত পর্ব্বতের বর্ষসমূহের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের কুশল, বামনপর্ব্বতের মনোনুগ, তৎপরে তৃতীয় উষ্ণ, চতুর্থ প্রাবরক, পঞ্চম অন্ধকারক, ষষ্ঠ মুনি এবং সপ্তম দুন্দুভিস্বন। ক্রৌঞ্চদ্বীপের এই বর্ষসকল বহুবিধ সিদ্ধচারণে পরিপূর্ণ, এখানকার প্রাণিগণের অধিকাংশই গৌরবর্ণ। উল্লিখিত সপ্তবর্ষে মনোহরসলিলা, গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি এবং পুণ্ডরীকা নাম্নী সাতটী নদী বিদ্যমান। এই সকল নদীই গঙ্গা নামে বিখ্যাত। এই নদীসমূহের নিকটবর্ত্তিনী সমুদ্রগামিনী আরও বহুতর নদী আছে, ইহারা সকলই প্রভূতবারিপূর্ণ হইয়া সাগরে গমন করিয়াছে। এই ক্রৌঞ্চদ্বীপ স্ব-সমবিস্তারশালী দধিমণ্ড সাগরে পরিবেষ্টিত। হে ঋষিগণ! প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতির আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বিস্তারিত রূপে বলিয়াছি, কিন্তু এখানকার প্রজাগণের সৃষ্টি ও সংহারের কথা বিস্তৃতরূপে বলিতে আমার সামর্থ্য নাই। যদি শতবৎসর পর্য্যন্ত প্রজা-সৃষ্টির কথা বলা যায়, তথাপি শেষ করিয়া উঠা যায় না; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত থাকিয়া শাকদ্বীপের কথা কহিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। এই দ্বীপ বিস্তারে ক্রৌঞ্চদ্বীপের দ্বিগুণ। দধিমণ্ড সমুদ্র এই দ্বীপকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। এই দ্বীপস্থ জনপদসকল অতিশয় পুণ্যময় বলিয়া এখানকার প্রাণিগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং কখনও কোন দুর্ভিক্ষ কিম্বা দুষ্টব্যাধিজনিতভয়ে ভীত হয় না। এই দ্বীপেও মণিমণ্ডিত শুভ্রবর্ণ সাতটী বর্ষপর্ব্বত এবং সাতটী রত্নগর্ভা নদী বর্ত্তমান। ইহাদের নাম শ্রবণ করুন। ৬৩—৮০।

পূর্ব্বোল্লিখিত পর্ব্বতনিচয়ের মধ্যে প্রথম পর্ব্ব-

তত্র মেঘাস্ত বৃষ্ট্যর্থং প্রভবন্তি চ যান্তি চ।
তস্যাপরেণ সুমহান্ জলধারো মহাগিরিঃ ॥ ৮২
তস্মান্নিত্যমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলম্।
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে প্রজাস্বিহ ॥ ৮৩
তস্যাপরে রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো গিরিঃ ॥ ৮৪
তস্যাপরেণ সুমহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
তস্মাৎ শ্যামত্বমাপন্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ইমাঃ কিল ॥
তস্যাপরেণ রজতো মহানস্তোগিরিঃ স্মৃতিঃ।
তস্যাপরেণাম্বিকেয়ো দুর্গঃ শৈলো হিমাচিতঃ ॥ ৮৬
আম্বিকেয়াৎ পরো রম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
স চৈব কেশরীত্যুক্তো যতো বায়ুঃ প্রবায়তি ॥৮৭
শৃণুধ্বং নামতস্তানি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮৮
উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জলদং নাম বিশ্রুতম্।
দ্বিতীয়ং জলধারস্য সুকুমারমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮৯

রৈবতস্য তু কৌমারং শ্যামস্য তু মণীচকম্।
অস্তস্যাপি শুভং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুসুমোত্তরম্ ॥৯০
আম্বিকেয়স্য মোদাকং কেসরেষু মহাদ্রুমম্ ॥ ৯১
দ্বীপস্য পরিমাণঞ্চ হ্রস্বদীর্ঘত্বমেব চ।
শাকদ্বীপেন বিখ্যাতস্তস্য মধ্যে বনস্পতিঃ ॥ ৯২
শাকো নাম মহাবৃক্ষস্তস্য পূজাং প্রযুঞ্জতে।
এতেষু দেব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
বিহরন্তি রমন্তে চ দৃশ্যমানাস্তু তৈঃ সহ ॥ ৯৩
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণসমন্বিতাঃ।
তেষু নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ ॥ ৯৪
বিদ্ধি নাম্না চ স্বতাঃ সর্ব্বা গঙ্গাস্তাঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ
প্রথমা সুকুমারীতি গঙ্গা শিবজলা তথা ॥ ৯৫
অনুতপ্তা চ নাম্নৈষা নদী সম্পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৬
কুমারী নামতঃ সিদ্ধা দ্বিতীয়া সা পুনঃসতী।
নন্দা চ পার্ব্বতী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৭
শিবেতিকা চতুর্থী স্যাৎ ত্রিদিবা চ পুনঃ স্মৃতা।

তের নাম উদয়। এই পর্ব্বত মেরুর ন্যায় বহুবিধ দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসযোগ্য, সুবর্ণময় এবং পূর্ব্বদিকে বিস্তারিত। এখানে মেঘ সকল বর্ষণ করিবার জন্য প্রাদুর্ভূত ও চলিয়া যায় হয়। এই পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে অতি বিস্তৃত জলধার পর্ব্বত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই পর্ব্বত হইতে জল গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের উপকারার্থ বর্ষাকালে পুনর্ব্বার তাহা বর্ষণ করেন। তৎপশ্চিমে রৈবতক পর্ব্বত। ব্রহ্মা স্বয়ং এই পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পর্ব্বতে নক্ষত্ররূপিণী রেবতী বিরাজিত আছেন। তৎপশ্চিমে শ্যাম নামক শৈল। প্রজাগণ এই শৈল হইতেই শ্যামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে রজতবর্ণ অস্ত পর্ব্বত; তৎপরে আম্বিকেয় পর্ব্বত; এই পর্ব্বত অতিশয় হিমময় বলিয়া দুর্গম। আম্বিকেয় পর্ব্বতের পশ্চিমে কেশরী পর্ব্বত আছে। ইহা বহুবিধ ওষধিময় ও মনোহর। এই পর্ব্বত হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। একণে পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতসমূহে বিভক্ত বর্ষসকলের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথম উদয়-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষকে উদয়বর্ষ বলে। এই পর্ব্বতের অপর নাম জলদ। দ্বিতীয় জলধর-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষের নাম সুকুমার। রৈবত-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষ তৃতীয়, ইহার নাম কৌমার। শ্যাম-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষ চতুর্থ, ইহার নাম মণিচক। অস্ত-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষ পঞ্চম, ইহার নাম মোদাক। সপ্তম কেশর-পর্ব্বত-বিভক্ত বর্ষ, ইহার নাম মহাদ্রুম। এই শাকদ্বীপের মধ্যভাগে এক অতি প্রসিদ্ধ শাকবৃক্ষ বিদ্যমান। এখানকার মনুষ্যেরা নিত্য এই বৃক্ষের অর্চ্চনা করে। এই বৃক্ষের নামানুসারেই উক্ত দ্বীপ শাক নামে কথিত হইয়াছে। এই দ্বীপে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণকে চারণগণের সহিত ক্রীড়া করিতে ও ভ্রমণ করিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮১—৯৩। অত্রত্য জনপদ সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে পরিপূর্ণ ও পুণ্যময়। পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তবর্ষে যে সাতটী নদী আছে, তাহারা সকলেই সাগরগামিনী ও গঙ্গানামে বিখ্যাত। ইহাদের নাম বলিতেছি। ঐ নদীসমূহের মধ্যে প্রথমে সুকুমারী; ইহার নামান্তর অনুতপ্তা। দ্বিতীয়া কুমারী, তৃতীয়া নন্দিনী; ইহার নামান্তর পার্ব্বতী। চতুর্থী শিবেতিকা; ইহার নামান্তর ত্রিদিবা। পঞ্চমী

ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈব চ পুনঃ ক্রতুঃ॥৯৮
বেণুকা চ মৃতা চৈব ষষ্ঠী সম্পরিকীর্ত্তিতা।
গভস্তী সপ্তমী জ্ঞেয়া প্রতিবর্ষং শিবোদকাঃ॥ ৯৯
ভাবয়ন্তি জনং সর্ব্বং শাকদ্বীপনিবাসিনম্।
অনুগচ্ছন্তি তাস্তন্যু নদীর্নদ্যঃ সহস্রশঃ॥ ১০০
বহূদকপরিস্রাবা যতো বর্ষতি বাসবঃ।
তাসান্তু নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ॥ ১০১
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তাঃ সরিদুত্তমাঃ।
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে॥১০২
শাংশপায়ন বিস্তীর্ণো দ্বীপোঽসৌ চক্রসংস্থিতঃ।
নদীজলৈঃ প্রতিচ্ছন্নঃ পর্ব্বতৈশ্চাভ্র-সন্নিভৈঃ॥
সর্ব্বধাতুবিচিত্রৈশ্চ মণিবিদ্রুমভূষিতৈঃ।
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ স্ফীতৈর্জনপদৈরপি॥১০৪
বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সমন্তাৎ ধনধান্যবান্।
ক্ষীরোদেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ॥ ১০৫
শাকদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ।

ইক্ষু, ইহার অপর নাম ক্রতু। ষষ্ঠী বেণুকা; ইহার নামান্তর মৃতা। সপ্তমী গভস্তি। এই সমস্ত নদীই মঙ্গলময় জলে পরিপূর্ণ। শাকদ্বীপনিবাসী লোক সকল উক্ত নদীনিচয়ের জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে। ঐ সপ্তনদীতে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী মিলিয়াছে, তাহারা বর্ষা-বারিতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া প্রবাহিত হয়। উল্লিখিত ক্ষুদ্র নদীসমূহের নাম ও পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চয় করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলে, বর্ষ-নদীর ন্যায় ইহারাও পুণ্যসলিলা ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। এই দ্বীপস্থিত জনপদবাসিগণ হৃষ্টচিত্তে ঐ সকল নদীর জলপান করিয়া থাকে। হে শাংশপায়ন! এই দ্বীপ অত্যধিক বিস্তৃত এবং চক্রের ন্যায় গোলাকার। এই দ্বীপে প্রভূতজলা নদী, মণিধাতু ও বৃক্ষভূষিত মেঘতুল্য পর্ব্বত এবং বিবিধাকার নগর সকল বিরাজিত রহিয়াছে। এই দ্বীপের মনুষ্যগণ ধনধান্যসম্পন্ন। ইহা স্বসম-বিস্তীর্ণ ক্ষীরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত। এই দ্বীপে পূর্ব্বোল্লিখিত পর্ব্বত-বিভক্ত পবিত্রতম সাতটি বর্ষ বিদ্যমান।

তস্মিন্ জনপদাঃ পুণ্যাঃ পর্ব্বতান্তরিতাঃ শুভাঃ॥
বর্ণাশ্রমসমাকীর্ণা দেশাস্তে সপ্ত বৈ স্মৃতাঃ।
ন সঙ্করশ্চ তেষ্বস্তি বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্বচিৎ॥ ১০৭
ধর্ম্মস্য চাব্যভীচারাদেকান্তসুখিতাঃ প্রজাঃ।
ন তেষু লোভো মায়া বা ঈর্ষাসূয়াঽপ্যতঃ কুতঃ॥
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি এতৎ স্বাভাবিকং স্মৃতম্।
করোৎপাত্তর্ন তেষ্বস্তি ন দণ্ডো ন চ দণ্ডকাঃ॥
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্॥ ১১০
এতাবদেব শক্যং বৈ তস্মিন্ দ্বীপে নিবাসিনাম্।
পুষ্করং সপ্তমং দ্বীপং প্রবক্ষ্যামি নিবোধত॥১১১
পুষ্করেণ তু দ্বীপেন বৃতঃ ক্ষীরোদকো বহিঃ।
শাকদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন সমন্ততঃ॥ ১১২
পুষ্করে পর্ব্বতঃ শ্রীমান্ এক এব মহাশিলঃ।
চিত্রৈর্মণিময়ৈঃ শিলৈঃ শিখরৈস্তু সমুচ্ছ্রিতৈঃ॥
দ্বীপস্য তস্য পূর্ব্বার্দ্ধে চিত্রসানুঃ স্থিতো মহান্।

সকল জনপদেই ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই দ্বীপাস্থিত বর্ষসমূহে বর্ণ ও আশ্রমের সাঙ্কর্য্য নাই অর্থাৎ মিশ্রজাতি ও মিশ্রিত আশ্রম সেখানে নাই। এখানকার প্রজাগণ ব্যভিচার-বর্জ্জিত, উহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মাচরণ করে; এইহেতু ইহারা অতিশয় সুখসম্পন্ন। প্রজাগণের মধ্যে কেহ কখনও কোন বস্তুর প্রতি লোভ ঈর্ষা বা অসূয়া প্রকাশ করে না, ইহাদের অধৈর্য্য কিম্বা কাপট্য কিছুমাত্র নাই। তত্রত্য প্রজাবর্গের এই সকল গুণ স্বাভাবিক, ইহার বিপর্য্যয় কখনও ঘটে না। পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ষসমূহে রাজকর এবং রাজভাব বা প্রজাভাব নাই। কিন্তু এখানকার ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা স্বীয় ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরের প্রতিপালন করিয়া থাকে। হে ঋষিগণ! উল্লিখিত দ্বীপবাসী মনুজগণের অবস্থা এই পর্য্যন্ত বিবৃত হইল। এখন পুষ্করদ্বীপের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শাকদ্বীপের সমান বিস্তীর্ণ ক্ষীরসমুদ্র এই পুষ্কর দ্বীপে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ৯৩—১১২। এই দ্বীপে বিচিত্র মণিময় অত্যুচ্চশিখর-শোভিত শ্রীমান্ মহাশিল নামে একটী মাত্র পর্ব্বত রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বভাগে অতি মনোহর

পঞ্চবিংশসহস্রাণি বিস্তীর্ণপরিমণ্ডলঃ ॥ ১১৪
ঊর্দ্ধঞ্চৈব চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি সমন্ততঃ।
দ্বীপার্দ্ধস্ত পরিক্ষিপ্তঃ পর্ব্বতো মানসোত্তমঃ ॥১১৫
স্থিতো বেলাসমীপে তু নবচন্দ্র ইবোদিতঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥১১৬
তাবদেব স বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
স এবং দ্বীপপশ্চার্দ্ধে মানসঃ পৃথিবীধরঃ ॥ ১১৭
এক এব মহাসানুঃ সন্নিবেশাদ্দ্বিধা কৃতঃ।
স্বাদূদকেনোদধিনা সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১১৮
পুষ্করদ্বীপবিস্তারাদ্বিস্তীর্ণোঽসৌ সমন্ততঃ ॥ ১১৯
তস্মিন্দ্বীপে স্মৃতৌ দ্বৌ তু পুণ্যৌ জনপদৌ শুভৌ
অভিতো মানসস্যাথ পর্ব্বতাস্তান্নমণ্ডলৌ ॥ ১২০
মহাবীতন্তু যদ্বর্ষং বাহ্যতো মানসস্য তৎ।
তস্যৈবাভ্যন্তরে যত্তু ধাতকীখণ্ডমুচ্যতে ॥ ১২১
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
আরোগ্যসুখভূয়িষ্ঠা মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥১২২
সুখমায়ুশ্চ রূপঞ্চ তস্মিন বর্ষদ্বয়ে স্থিতম্।
অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং তুল্যাস্তে রূপশীলতঃ।

ন তত্র বঞ্চকো নের্ষ্যা ন স্তেয়ং ন ভয়ং তথা।
নিগ্রহো ন চ দণ্ডোঽস্তি ন লোভো ন পরিগ্রহঃ।
সত্যানৃতং ন তত্রাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তথৈবচ।
বর্ণাশ্রমাণাং বার্ত্তা বা পাশুপাল্যং বণিক্‌ক্রিয়া ॥
ত্রয়ী বিদ্যা দণ্ডনীতিঃ শুশ্রূষা শিল্পমেব চ।
বর্ষদ্বয়ে সর্ব্বমেতৎ পুষ্করস্য ন বিদ্যতে ॥ ১২৬
ন তত্র নদ্যো বর্ষঞ্চ শীতোষ্ণং বা ন বিদ্যতে।
উদ্ভিজ্জান্যুদকান্যত্র গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥ ১২৭
উত্তরাণাং কুরূণাঞ্চ তুল্যকালো জনঃ সদা।
সর্ব্বত্র সুখধস্তত্র জরাক্রম-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২৮
ইত্যেষ ধাতকীখণ্ডো মহাবীতে তথৈব চ।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্বিধিঃ কৃৎস্নঃ পুষ্করস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১২৯
স্বাদূদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ।
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পুষ্করস্য সমেন তু ॥ ১৩০
এবং দ্বীপা সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপস্যানন্তরো যস্তু সমুদ্রস্তু সমন্ততঃ ॥ ১৩১

চিত্রসানু শৈল, তাহার চারিদিকের মণ্ডলাকার পরিধি পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে সাগরবেলার সন্নিধানে পরিস্তোমস্বরূপ মানসোত্তম পর্ব্বত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজমান। উল্লিখিত পর্ব্বতের অপরার্দ্ধ পুষ্করদ্বীপের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থিত; উহার উচ্চতা ও মণ্ডলাকার পরিধি পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মানস স্বয়ং এক হইয়াও স্বীয় সন্নিবেশ বিশেষে দুইভাগে বিভক্ত। এই মানস সুস্বাদু সলিলপূর্ণ সাগরে পরিবেষ্টিত। উহার বিস্তার পুষ্কর দ্বীপের বিস্তারের সমান। এই দ্বীপে অতি পবিত্র দুইটী জনপদ আছে। এই দুই জনপদ, মানসশৈলের চারিদিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত। প্রথম বর্ষের নাম মহাবীত, ইহা মানসপর্ব্বতের বাহিরে বিরাজিত। দ্বিতীয় বর্ষের নাম ধাতকী-খণ্ড, ইহা মানসের মধ্যভাগে অবস্থিত। এখানকার প্রজাগণ মানসী সিদ্ধিসম্পন্ন, অরোগী ও বহুল সুখভোগী, তাহাদের পরমায়ুঃ দশসহস্র বৎসর। এখানকার প্রজাগণের মধ্যে পরস্পর উচ্চনীচ ভাব নাই, সকলেই রূপ ও স্বভাবে পরস্পরের সমান। ১১৩—১২৩। এই দ্বীপস্থিত বর্ষদ্বয়ে বঞ্চনা, ঈর্ষা, চৌর্য্য, ভয়, নিগ্রহ, দণ্ড, লোভ, পরিগ্রহ, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পশুপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমবিহিত ব্যবহার, বেদত্রয়, দণ্ড ও নীতি, প্রভৃতি কিছুই নাই। এখানে শীত বা উষ্ণতা নাই, নদীও নাই। এই স্থানে কোনকালেই বর্ষা হয় না, অত্রত্য প্রাণিগণ উদ্ভিজ্জ এবং প্রস্রবণের জল পান করিয়া জীবন ধারণ করে। এখানকার প্রাণিগণ উত্তরকুরুবর্ষস্থ জনসমূহের ন্যায় সতত সমানভাবে জরাদিপরিবর্জ্জিত হইয়া বহুবিধ সুখোপভোগ করিয়া থাকে। এই ধাতকীখণ্ড মহাবীতবর্ষে অবস্থিত। হে ঋষিগণ! এই আমি পুষ্করদ্বীপের যাবতীয় বিষয় যথাক্রমে বর্ণন করিলাম। অধুনা প্রধান বিষয়গুলি পুনঃ স্মরণার্থ বলিতেছি। এই পুষ্করদ্বীপ স্ব-সমান বিস্তৃত স্বাদূদক সমুদ্রে বেষ্টিত। এই প্রকার সপ্তদ্বীপই স্ব-সমবিস্তৃত সাগরে পরিবেষ্টিত; ফলকথা, দ্বীপের অনন্তরবর্ত্তী সাগর ও দ্বীপ

এবং দ্বীপসমুদ্রাণাং বৃদ্ধির্জ্ঞেয়া পরস্পরাৎ।
অপাঞ্চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্রা ইতি সংজ্ঞিতাঃ॥১৩২
ঋষয়ো নিবসন্ত্যস্মিন্ প্রজা যস্মাচ্চতুর্ব্বিধাঃ।
তস্মাদ্বর্ষমিতি প্রোক্তং প্রজানাং সুখদন্তু তৎ॥১৩৩
ঋষ ইত্যেব ঋষয়োঃ বৃষঃ শক্তিপ্রবন্ধনে।
ইতি প্রবন্ধনাৎ সিদ্ধং বর্ষত্বং তেন তেষু তৎ॥
শুক্লপক্ষে চন্দ্রবৃদ্ধৌ সমুদ্রঃ পূর্য্যতে তদা।
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তেঽস্তমিতে খগে॥১৩৫
আপূর্য্যমাণে উদধিঃ স্বত এবাভিপূর্য্যতে।
ততোঽপক্ষীয়মাণেঽপি স্বাত্মনৈবাপকৃষ্যতে॥১৩৬
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাৎ জলমুদ্রিচ্যতে যথা।
তথা মহোদধিগতং তোয়মুদ্রিচ্যতে ততঃ॥১৩৭
অন্যূনা হ্যতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তমিতেষ্বেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥
ক্ষয়বৃদ্ধিরেবমুদধেঃ সোম-বৃদ্ধিক্ষয়াৎ পুনঃ।
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলীনাং শতানি তু।
অপাং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাণান্তু পর্ব্বসু॥১৩৯
দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতা দ্বীপাঃ সর্ব্বতশ্চোদকাবৃতাঃ।
উদকস্যাধানং যস্মাৎ তস্মাদুদধিরুচ্যতে॥১৪০
অপর্ব্বাণস্তু গিরয়ঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ।
প্লক্ষদ্বীপে তু গোমেদং পর্ব্বতস্তেন চোচ্যতে॥
শাল্মলিঃ শাল্মলদ্বীপে পূজ্যতে চ মহাদ্রুমঃ।
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বস্তস্য নাম্না স উচ্যতে॥১৪২
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চো মধ্যে জনপদস্য হ।
শাকদ্বীপে দ্রুমঃ শাকস্তস্য নাম্না স উচ্যতে॥১৪৩
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণ্যঃ স নমস্কৃতঃ।

তুল্য বিস্তারবিশিষ্ট। এইরূপ দ্বীপ ও সাগর উত্তরোত্তর দ্বিগুণ বিস্তৃত অর্থাৎ জম্বুদ্বীপ হইতে প্লক্ষদ্বীপ দ্বিগুণ বিস্তার-বিশিষ্ট। জম্বুদ্বীপ-পরিবেষ্টক লবণ সাগর হইতে প্লক্ষ-বেষ্টক সাগর দ্বিগুণ বিস্তৃত। এই ক্রমানুসারে অপরাপর দ্বীপ ও সাগরের দ্বৈগুণ্য বুঝিতে হইবে। জোয়ারের সময় বারিরাশি সমুদ্রিক্ত বা উচ্ছসিত হইয়া উঠে বলিয়া নাম হইয়াছে সমুদ্র। চতুর্ব্বিধ প্রজা এবং ঋষিগণ যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহার নাম বর্ষ; পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ষসমূহ প্রজাদের অত্যধিক সুখপ্রদ। ঋষধাতুর অর্থ লইয়া ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, শক্তিপ্রবন্ধনে বৃষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন উল্লিখিত বর্ষসমূহে শক্তির প্রবন্ধন হয়, এইজন্য তাহাদিগের নাম হইয়াছে বর্ষ। শুক্লপক্ষে চন্দ্রের যত বৃদ্ধি হয়, সমুদ্রও তত পরিমাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে চন্দ্র ক্ষীণ হইতে থাকিলে সমুদ্রও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। পাত্রমধ্যস্থ জল যেমন অগ্নি-যোগে উথলিয়া উঠে, সমুদ্রগত জলও তেমনি চন্দ্রযোগে স্বভাবতই উদ্রিক্ত হয় এবং চন্দ্র ক্ষীণ হইলে ক্ষীণ হইয়া যায়। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে সাগরগত জল অন্যূন এবং অনতি-রিক্ত ভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাইয়া থাকে। ফল কথা, শুক্ল পক্ষের প্রত্যেক তিথিতেই সাগর জল অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণ-পক্ষীয় প্রতিতিথিতে অল্প পরিমাণে ক্ষীণ হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইলে, যখন সেই হ্রাস এবং বৃদ্ধি চরমাবস্থায় উপনীত হয়; তখন তাহাদের একশত পঞ্চদশ অঙ্গুলী অর্থাৎ দ্বিচত্বারিংশৎ বিতস্তি ছয় অঙ্গুলী পরিমাণ লক্ষিত হয়। পর্ব্বতিথিতেই বৃদ্ধির চরমাবস্থা হইয়া থাকে। যাহার দুই দিকে জল আছে, তাহাকে দ্বীপ বলা হয়। দ্বীপ সকলের চারিদিকেও জল আছে এবং সাগর সকল উদকের আধার বলিয়া উদধি নামে কথিত হইয়া থাকে। ১২৪—১৪০। আর যাহার পর্ব্ব নাই, তাহাকে গিরি আর যাহার পর্ব্ব আছে, তাহাকে পর্ব্বত বলা হয়। এইজন্য প্লক্ষদ্বীপস্থ গোমেদশৈলকে পর্ব্বত নামে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত শাল্মলদ্বীপে শাল্মলি নামে মহা-বৃক্ষ বিদ্যমান। তথাকার মনুজগণ সতত তাহার পূজা করিয়া থাকে। কুশদ্বীপে কুশ-স্তম্ব আছে, সেই নামানুসারেই ঐ দ্বীপ কুশ-নামে নির্দ্দিষ্ট। ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্যজনপদে ক্রৌঞ্চ নামে এক পর্ব্বত বিরাজিত আছে। শাকদ্বীপে শাক নামে বৃক্ষ আছে এবং পুষ্কর

মহাদেবঃ পুষ্করে তু ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ॥ ১৪৪
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা সাধ্যৈঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ।
উপাসতে তত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশন্মহর্ষিভিঃ।
স তত্র পূজ্যতে চৈব দেবৈর্দেবোত্তমোত্তমঃ॥১৪৫
জম্বূদ্বীপাৎ প্রবর্ত্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু প্রজানাং ক্রমশস্ত্বিহ॥১৪৬
সর্ব্বশো ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ।
আরোগ্যায়ুঃ প্রমাণাদ্ধি দ্বিগুণঞ্চ সমন্ততঃ॥১৪৭
এতস্মিন্ পুষ্কর-দ্বীপে যদুক্তং বর্ষকদ্বয়ম্।
গোপায়তি প্রজাস্তত্র স্বয়ং সজ্জনমণ্ডিতাঃ॥১৪৮
ঈশ্বরো দণ্ডমুদ্যম্য ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
সবিষ্ণুঃ সশিবো দেবঃ সপিতা সপিতামহঃ॥ ১৪৯
ভোজনঞ্চাপ্রযত্নেন তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
ষড্রসং সুমহাবীর্য্যং ভুঞ্জতে চ প্রজাঃ সদা॥
পরেণ পুষ্করস্যাথ আবৃত্য যঃ স্থিতো মহান্।
স্বাদূদকঃ সমুদ্রস্তু সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ॥ ১৫১
পরেণ তস্য মহতী দৃশ্যতেঽলোকসংস্থিতিঃ।
কাঞ্চনী দ্বিগুণা ভূমিঃ সর্ব্বা চৈকশিলোপমা॥
তস্মাৎ পরেণ শৈলস্তু মর্য্যাদান্তে তু মণ্ডলম্।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে॥
আলোকস্তস্য চার্ব্বাক্ তু নিরালোকস্ততঃ পরম্।
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ॥১৫৪
তাবাংশ্চ বিস্তরস্তস্য পৃথিব্যাং কামতশ্চ সঃ।
আলোকে লোকশব্দস্তু নিরালোকেঽপ্যলোকিতা॥
লোকার্দ্ধসমিতো লোকস্তদর্দ্ধশ্চাপি বাহ্যতঃ।
লোকবিস্তারমাত্রস্তু আলোকঃ সর্ব্বতো বহিঃ॥১৫৬
পরিদীপ্তঃ সমন্তাচ্চ উদকেনাবৃতশ্চ সঃ।
নিরালোকাৎ পরশ্চাপি অণ্ডমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১৫৭

দ্বীপে বটবৃক্ষ বিদ্যমান পুষ্করদ্বীপে ত্রিভুবন-বিধাতা প্রজাপতি দেবপ্রবর ব্রহ্মা সাধ্যগণসহ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। সেখানে ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক দেবতা ও মহর্ষিগণ সেই দেবাদিদেব দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে পূজা ও উপাসনাদি করিয়া থাকেন। জম্বূদ্বীপে বহুবিধ রত্নাদি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত প্লক্ষ প্রভৃতি ছয় দ্বীপের প্রজাগণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিমিত ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও আয়ুঃসম্পন্ন। ফল কথা, প্লক্ষদ্বীপের মনুজগণ যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদিসমন্বিত, তৎপরবর্ত্তী দ্বীপে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ব্রহ্মচর্য্য এবং তৎপরে তাহা হইতে দ্বিগুণ ইত্যাদি। এই পুষ্করদ্বীপে যে দুইটী বর্ষের কথা কহিলাম, সেই বর্ষস্থ প্রজাগণ অতিশয় সৎ, ইহাদের অসৎপ্রবৃত্তি কখন হয় না। পিতা পিতামহস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ ত্রিভুবনকর্ত্তা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মাই বিষ্ণু ও শিব সহ দণ্ডবিধান করিয়া উহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। সেখানে মহাবলকারক, ষড়্রসসম্পন্ন ভোগ্য দ্রব্য সকল বিনা প্রযত্নে আপনিই উৎপন্ন হয় এবং তথাকার প্রজাগণ সেই দ্রব্যগুলি সতত ভোজন করিয়া থাকে।

পুষ্করদ্বীপের পর বলয়াকার যে জলসাগর পুষ্করদ্বীপ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার পরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অপেক্ষা দ্বিগুণতর বিস্তৃত, একশিলাসদৃশী, লোকসংস্থান-রহিতা কাঞ্চনী ভূমি বিদ্যমান। তৎপরে মর্য্যাদার অন্তভাগে প্রকাশ ও অপ্রকাশময় মণ্ডলাকার লোকালোক পর্ব্বত বিরাজিত। ইহার উচ্চতা ও বিস্তার দশসহস্র যোজন। এই লোকালোক পর্ব্বত আপন ইচ্ছায় গমন করিতে পারে, ইহার অর্দ্ধভাগে আলোক এবং তৎপরেই অন্ধকার। এইজন্য ইহা লোকালোক নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে আলোক আছে, তাহা লোক শব্দবাচ্য আর যাহাতে আলোক নাই, তাহাই অলোক শব্দে অভিহিত। বলয়াকার লোকালোকের অর্দ্ধভাগ আলোকময়, এই কারণ ঐ স্থান লোকনিবাসের জন্য কল্পিত এবং তদতিরিক্ত স্থান আলোকবিহীন, তাই লোকনিবাসের অযোগ্য বলিয়া নির্ণীত। লোকনিবাসযোগ্য স্থানকে লোক বলা হয়। ইহা উদকাবৃত বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। নিরালোক স্থানের পরেও অন্য একটী স্থান আছে, সেই স্থান অণ্ডকে অর্থাৎ যাহার মধ্যে এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী আছে, তাহাকে আবরণ করিয়া অব-

অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূর্লোকেঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহস্তথা॥
জনস্তপস্তথা সত্য এতাবান্ লোকসংগ্রহঃ।
এতাবানেব বিজ্ঞেয়ো লোকান্তশ্চৈব যঃ পরঃ॥
কুম্ভস্থায়ী ভবেদ্যাদৃক্ প্রতীচ্যাং দিশি চন্দ্রমাঃ।
আদিতঃ শুক্লপক্ষস্য বপুরণ্ডস্য তদ্বিধঃ॥ ১৬০
অণ্ডানামীদৃশানান্তু কোট্যো জ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ কারণস্যাব্যয়াত্মনঃ॥ ১৬১
কারণৈঃ প্রকৃতৈস্তত্র হ্যাবৃতং প্রতিসপ্তভিঃ।
দশাধিকেন চান্যোন্যং ধারয়ন্তি পরস্পরম্॥১৬২
পরস্পরাবৃতাঃ সর্ব্বে উৎপন্নাশ্চ পরস্পরাৎ।
অণ্ডস্যাস্য সমন্তাত্তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ॥ ১৬৩
সমন্তাদ্যেন তোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
বাহ্যতো ঘনতোয়স্য তির্য্যগূর্দ্ধন্তু মণ্ডলম্॥ ১৬৪
ধার্য্যমাণং সমন্তাত্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা।
অয়োগুড়নিভো বহ্নিঃ সমন্তাৎ মণ্ডলাকৃতিঃ॥
সমন্তাৎ ঘনবাতেন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
ঘনবাতস্তু আকাশো ধারয়ানস্তু তিষ্ঠতি॥ ১৬৬
ভূতাদিশ্চ তথাকাশং ভূতাদিশ্চাপ্যসৌ মহান্।
মহান্ ব্যাপ্তো হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্য্যতে॥
অনন্তমপরিব্যক্তং দশধা সূক্ষ্মমেব চ।
অনন্তমকৃতাত্মানমনাদিনিধনঞ্চ তৎ॥ ১৬৮
অতীত্য পরতো ঘোরমনালম্বমনাময়ম্।
নৈকযোজনসাহস্রাং বিপ্রকৃষ্টং তমোবৃতম্॥১৬৯
তম এব নিরালোকমমর্য্যাদমদেশিকম্।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহারবিবর্জ্জিতম্॥ ১৭০
তমসোঽন্তে চ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরম্।
মর্য্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ॥ ১৭১
ত্রিদশানামগম্যন্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিঃ।
মহতো দেবদেবস্য মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতম্॥ ১৭২
চন্দ্রাদিত্যাববতপ্তাস্তু যে লোকাঃ প্রথিতা বুধৈঃ।

স্থিত।১৪১—১৫৭। সপ্ত লোক যথা—ভূঃ,ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। এই সপ্তলোকের পরেই লোকান্তরময় স্থান। শুক্লপক্ষের প্রথমে পশ্চিমদিকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে যেরূপ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত অণ্ডও অবিকল সেইরূপ। অব্যয়াত্মক কারণরূপ বিরাটমূর্ত্তির ঊর্দ্ধ, নিম্ন ও বক্রদেশে ঈদৃশ কোটিসংখ্যক অণ্ড বিরাজমান। সেই সকল অণ্ড সপ্তবিধ প্রাকৃত কারণে সমাবৃত। এই প্রাকৃত কারণগুলি নিজ অপেক্ষা দশগুণ অধিক স্বজাতীয় পরস্পর হইতে উৎপন্ন, পরস্পর দ্বারা সমাবৃত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে। ফল কথা, ভূতপ্রাকৃত কারণ অপেক্ষা কারণীভূত প্রাকৃত কারণ দশগুণ অধিক, তাহা হইতে যাহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই তদ্দ্বারা আবৃত এবং ধৃত হইয়া স্থিতিলাভ করে। এই অণ্ডের চারিদিকে ঘনজলপূর্ণ সাগরে অর্থাৎ অণ্ড ঘনোদধিতে পরিবৃত। ইহা দ্বারা ধৃত আছে বলিয়াই অণ্ড অধঃপতিত হয় না। পূর্ব্বোল্লিখিত অণ্ড অপেক্ষা, এই ঘনোদধি দশগুণ অধিক বিস্তৃত। এই ঘনতোয়ের বাহিরে বক্রাকার ও মণ্ডলাকৃতি ঘন তেজ বিদ্যমান। ইহা লোহগুড়ের ন্যায় বহ্নি দ্বারা সমন্তাৎ বক্রাকার ও মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত ও ঘন বায়ু দ্বারা, ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই মণ্ডলাকার বহ্নি ঘনবায়ু দ্বারা, ঘন বায়ু আকাশদ্বারা, আকাশ অহঙ্কার দ্বারা, অহঙ্কার বুদ্ধিদ্বারা এবং বুদ্ধি প্রকৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। এই প্রকৃতি অনন্তনামে অভিহিত। ইহা অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম ও জন্মমৃত্যুবিরহিত। উল্লিখিত অণ্ড ও তদাবরণের পরে যে আলম্বনহীন ও বিঘ্নবিরহিত স্থান আছে, তাহা অনেক সহস্র যোজন বিস্তৃত ও অন্ধকারময়। এই স্থান জম্বু প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এই তমোময় স্থান মর্য্যাদা ও দেশশূন্য, ইহাই নিরালোক স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং দেবগণেরও জ্ঞানের অগোচর এখানে কোনই ব্যবহার নাই।১৫৮—১৭০। এই আকাশান্ত তমোময় মর্য্যাদাতে মঙ্গলময় ব্রহ্মদেবের মহত্তর স্বপ্রকাশ স্থান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই দিব্যস্থান দেবগণেরও অগম্য; ইহা শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যে দৃশ্যমান স্থান চন্দ্র ও

তে লোকা ইত্যভিহিতা জগতশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৩
রসাতলাস্তত্র সপ্ত সপ্তৈবোর্দ্ধতলাঃ স্থিতৌ।
সপ্তস্কন্ধাস্তথা বায়োঃ সব্রহ্মসদনা দ্বিজাঃ ॥ ১৭৪
আপাতালাদ্দিবং যাবদত্র পঞ্চবিধা গতিঃ।
প্রমাণমেতৎ জগত এষ সংসারসাগরঃ ॥ ১৭৫
অনাদ্যন্তা প্রবাহেণৈবং নৈকজাতি-সমুদ্ভবা।
বিচিত্রা জগতঃ সা বৈ প্রবৃত্তিরনবস্থিতা ॥ ১৭৬
যথৈতদ্ভৌতিকং নাম নিসর্গবহুবিস্তরম্।
অতীন্দ্রিয়ং মহাভাগৈঃ সিদ্ধৈরপি ন লক্ষ্যতে ॥
পৃথিব্যাকাশবায়ূনাং মহতস্তমসস্তথা।
ঈশ্বরস্য তু দেবস্য অনন্তস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭৮
ক্ষয়ো বা পরিমাণং বা অন্তো বাপি ন বিদ্যতে।
অনন্ত এব সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানেষু পঠ্যতে ॥ ১৭৯
অস্য চোক্তং ময়া পূর্ব্বং তস্মিন্নামানুকীর্ত্তনে।
স এষ শিবনাম্না হি ভবঃ কার্ৎস্নেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮০
স এষ সর্ব্বত্র গতঃ সর্ব্বস্থানেষু পূজ্যতে।
ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেঽনলে ॥ ১৮১
অর্ণবেষু চ সর্ব্বেষু দিবি চৈব ন সংশয়ঃ।
তথা তপসি বিজ্ঞেয় এব এষ মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৮২
অনেকধা বিভক্তাঙ্গো মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বলোকেষু লোকেশ ইজ্যতে বহুধা প্রভুঃ ॥ ১৮৩
এবং পরস্পরোৎপন্না ধার্য্যন্তে চ পরস্পরম্।
আধারাধেয়ভাবেন বিকারাস্তে বিকারিণঃ ॥ ১৮৪
পৃথ্ব্যাদয়োবিকারাস্তে পরিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরম্।
পরস্পরাধিকাশ্চৈব প্রবিষ্টাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৮৫
যস্মাদ্বিষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং তস্মাৎ স্থৈর্য্যমুপাগতাঃ।
প্রাগাসন্ হ্যবিশেষাস্তু বিশেষান্যোন্যবেশনাৎ ॥
পৃথিব্যাদ্যাশ্চ বায়্বন্তাঃ পরিচ্ছিন্নাস্ত্রয়স্তু তে।
গুণাপচয়মাত্রেণ পরিচ্ছেদো বিশেষতঃ ॥ ১৮৭
শেষাণাস্তু পরিচ্ছেদঃ সৌক্ষ্ম্যান্নেহ বিভাব্যতে।
ভূতেভ্যঃ পরিতস্তেভ্যো হ্যালোকঃ পরতঃ স্মৃতঃ ॥
ভূতান্যালোক আকাশে পরিচ্ছিন্নানি সর্ব্বশঃ।
পাত্রে মহতি পাত্রাণি যথৈবান্তর্গতানি তু ॥ ১৮৯

সূর্য্যের কিরণে আলোকিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই লোকনামে অভিহিত করেন। হে দ্বিজগণ! এই পৃথিবীতে সপ্ত রসাতল স্থান, উর্দ্ধতল স্থান, ব্রহ্মনিকেতনের সহিত বায়ুর সপ্ত প্রকার স্থান এবং পাতাল অবধি স্বর্গ পর্য্যন্ত স্থানে পাঁচ প্রকার গতি বিদ্যমান। এই সংসার-সাগরই জগতের সার, ইহার অন্ত মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। এই জগতের গতি, প্রবাহরূপে আদি ও অন্ত বর্জ্জিত এবং বহু জন্মকৃত সংস্কারবিশিষ্ট বিচিত্র ও অনবস্থিত বলিয়া অনুভূত। পূর্ব্বোল্লিখিত বহু-বিস্তৃত এই ভৌতিক সর্গ অতীন্দ্রিয়। ইহা মহাভাগ সিদ্ধগণেরও জানিবার সামর্থ্য নাই। হে দ্বিজবরগণ! এই পৃথিবীতে কেহই অগ্নি, বায়ু মহত্তত্ত্ব, তমঃ, অনন্ত (প্রকৃতি) ও ঈশ্বরের ক্ষয়, পরিমাণ ও সীমা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক ইহাদের ক্ষয়াদি নাই, ইহারা সর্ব্বদাই অনন্ত নামে কথিত। ইতি-পূর্ব্বে আপনাদিগকে নামকীর্ত্তন কালে শিব নামক পুরুষের বিষয় বিশেষরূপে কহিয়াছি। তিনি সর্ব্বগত অনন্তপুরুষ; ভূমি, রসাতল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সমুদ্র ও স্বর্গ প্রভৃতি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তিনি পূজিত হইতেছেন। বহু তপস্যায় এই স্বপ্রকাশ পুরুষকে জানিতে পারা যায়। এই মহাযোগী প্রভু মহেশ্বর বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া সকল লোকে পূজিত হইতে-ছেন। ১৭১—১৮৩। এইরূপে পরস্পরোৎপন্ন বিকারিসকল আধারাধেয়ভাবে থাকিয়া স্ব স্ব বিকার ধারণ করে। এই পৃথিবী প্রভৃতি বিকারপরম্পরা পরস্পর পরিচ্ছিন্ন এবং অধিক গুণসম্পন্ন। কারণ অপেক্ষা কার্য্যে অধিক গুণ লক্ষিত হয়। ইহারা পরস্পরের মধ্যে পরস্পর প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে। প্রথমে এই সংসারের সমস্ত বস্তুই অবিশেষ ভাবে থাকে অর্থাৎ ইহাতে কোন বিশেষ গুণ দেখা যায় না। পরে পরস্পর যোগ হইয়া বিশেষরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটী পদার্থ গুণের অপচয় ও উপচয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, এই কারণে ইহাকে বিশেষ বলা হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত যে সকল পদার্থ আছে,

ভবন্ত্যন্যোন্যহীনানি পরস্পরসমাশ্রয়াৎ।
তথা হ্যালোক আকাশে ভেদাস্ত্বন্তর্গতা মতাঃ॥১৯০
কৃৎস্নান্যেতানি চত্বারি অন্যোন্যস্যাধিকানি তু।
যাবদেতানি ভূতানি তাবদুৎপত্তিরুচ্যতে॥ ১৯১
জন্তূনামিহ সংস্কারো ভূতেষন্তর্গতো মতঃ।
প্রত্যাখ্যায় চ ভূতানি কার্য্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে॥
তস্মাৎ পরিমিতা ভেদাঃ স্মৃতাঃ কার্য্যাত্মকাস্তু তে
করণাত্মকাস্তথৈব স্যুর্ভেদা যে মহদাদয়ঃ॥ ১৯৩
ইত্যেষ সন্নিবেশো বো ময়া প্রোক্তো বিভাগশঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়া যাথাতথ্যেন বৈ ভুবঃ॥ ১৯৪
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব প্রসংখ্যানেন চৈব হি।
বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণামৈকদেশিকম্॥ ১৯৫
অধিষ্ঠিতং ভগবতা যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।
এবং ভূতগণাঃ সপ্ত সন্নিবিষ্টাঃ পরস্পরম্॥ ১৯৬

এতাবান্ সন্নিবেশস্তু ময়া শক্যঃ প্রভাষিতুম্।
এতাবদেব শ্রোতব্যং সন্নিবেশে তু পার্থিব॥ ১৯৭
সপ্তপ্রকৃতয়ো যাস্তু ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
তাস্বহং পরিমাণেন প্রসংখ্যাতুমিহোৎসহে॥১৯৮
অসংখ্যেয়াঃ প্রকৃতয়স্তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চ যাঃ।
তারকাসন্নিবেশশ্চ যাবদ্দিব্যন্তু মণ্ডলম্॥ ১৯৯
মর্য্যাদাসন্নিবেশস্তু ভূমেস্তদনুমণ্ডলম্॥ ২০০

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনবিন্যাসো নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩

তাহারা সূক্ষ্ম; সুতরাং তাহাদের পরিচ্ছেদ স্থির করা অসাধ্য। উল্লিখিত পৃথিব্যাদি ভূতগণ-বেষ্টিত, ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম আলোক আছে। ভূতগণও আলোক-পরিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছে। যেমন কোন মহত্তর পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র অন্যের স্থান অধিকার না করিয়া অবস্থিত থাকে, সেইরূপ আকাশে আলোক ও পূর্ব্বোক্ত ভূত-পরম্পরা অন্যের স্থান অধিকার না করিয়া অবস্থান করিতেছে। এইরূপ অবস্থিতিকালে ইহাদের কোন ভেদ দেখা যায় না। এই ভূতগণ পরস্পর অধিক গুণশালী। এই আকাশ ভিন্ন চারিটী ভূত যত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে, ততদূর স্থান পর্য্যন্তই জীবাদির উদ্ভব স্থান। জন্তুগণের পূর্ব্বজন্মসংস্কার ভূত-বৃন্দে নিহিত থাকে। বর্ণিত ভূতপরম্পরার অতিরিক্ত উৎপত্তি নামক কোন পদার্থ নাই। ফল কথা, উৎপত্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ভূতসমূহেরই নামান্তর মাত্র। অতএব পরিচ্ছিন্ন বিশেষ-সমূহ কার্য্যস্বরূপ এবং অপরিচ্ছিন্ন মহদাদি পদার্থনিচয় কারণস্বরূপ। হে দ্বিজগণ! এই আমি সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রসমন্বিতা বসুমতীর সন্নিবেশের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক যথাযথরূপে বর্ণন করিলাম। এই বিস্তার, মণ্ডল ও পরিণাম দ্বারা বিভিন্ন রূপ বিশ্ব প্রকৃতির একদেশে অব-স্থিত, তদীয় পরিণামের একদেশ মাত্র; ইহাতে সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত এবং সপ্তবিধ ভূতবর্গ বিরাজিত আছে। আমি ভূমণ্ডলের অন্তর্নিহিত সন্নিবেশের কথা এই পর্য্যন্তই বলিতে পারি, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই আমি শুনি নাই। যে সপ্ত প্রকৃতি পরস্পরকে ধারণ করিয়া বিরাজিত, তাহাদের বিষয় বলিতে আমার বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে, অতএব তাহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সপ্ত প্রকৃতি অসংখ্যেয়, ইহারা বক্রভাবে অর্থাৎ পার্শ্বভাগ, উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগে অব-স্থান করিতেছে। দিব্যমণ্ডলের যত স্থান ব্যাপিয়া তারকাগণের সন্নিবেশ, সেই পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া দিব্যমণ্ডল; যে পর্য্যন্ত মর্য্যাদা সন্নিবিষ্ট, তাহাই পৃথিবীর অনু-মণ্ডল। ১৮২—২০০।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অতঃ উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সমাসাৎ বৈ দ্বিজোত্তমাঃ
অধঃ প্রমাণমূর্দ্ধঞ্চ বর্ণ্যমানং নিবোধত ॥ ১
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
অনন্তধাতবো হেতে ব্যাপকাস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২
জননী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতধরা ধরা।
নানাজনপদাকীর্ণা নানাধিষ্ঠানপত্তনা।
নানানদনদীশৈলা নৈকজাতিসমাকুলা ॥ ৩
অনন্তা গীয়তে দেবী পৃথিবী বহুবিস্তরা।
নদীনদসমুদ্রস্থাস্তথা ক্ষুদ্রাশ্রয়াঃ স্থিতাঃ ॥ ৪
পর্ব্বতাকারসংস্থাশ্চ অন্তর্ভূমি-গতাশ্চ যাঃ।
আপোঽনন্তাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তথাগ্নিঃ সর্ব্বলৌকিকঃ ॥৫
অনন্তঃ পঠ্যতে চৈব ব্যাপকঃ সর্ব্ব-সম্ভবঃ।
তথাকাশমনালম্বং রম্যং নানাশ্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ৬
অনন্তঃ প্রথিতঃ সর্ব্বো বায়ুশ্চাকাশসম্ভবঃ ॥ ৭
আপঃ পৃথিব্যামুদকে পৃথিবী চোপরি স্থিতাঃ।
আকাশঞ্চাপরমধঃ পুনর্ভূমিঃ পুনর্জলম্।
এবমন্তমনন্তস্য ভৌতিকস্য ন বিদ্যতে ॥ ৮
পূরা সুরৈরভিহিতং নিশ্চিতস্তু নিবোধত।
ভূমির্জলমথাকাশমিতি জ্ঞেয়া পরম্পরা ॥ ৯
স্থিতিরেষা তু বিজ্ঞেয়া সপ্তমেঽস্মিন্ রসাতলে ॥
দশযোজনসাহস্রমেকভৌমং রসাতলম্।
সাধুভিঃ পরিবিখ্যাতমেকৈকং বহুবিস্তরম্ ॥ ১১
প্রথমমতলঞ্চৈব সুতলস্তু ততঃ পরম্।
ততঃ পরতরং বিদ্যাৎ নিতলং বহুবিস্তরম্ ॥ ১২
ততো গভস্তলং নাম পরতশ্চ মহাতলম্।
শ্রীতলঞ্চ ততঃ প্রাহুঃ পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্ ॥
কৃষ্ণভৌমঞ্চ প্রথমং ভূমিভাগঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
পাণ্ডুভৌমং দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্ ॥ ১৪
পীতভৌমঞ্চতুর্থন্তু পঞ্চমং শর্করামযম্।
ষষ্ঠং শিলাময়ঞ্চৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্ ॥ ১৫
প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর আমি অধোভাগ ও উর্দ্ধভাগের বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পাঁচটী বহুবিধ ধাতুময় এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বভূত-প্রসূতি এই ধরণী যাবতীয় প্রাণীর আধার-স্বরূপা; ইহা বহুবিধ জনপদ ও গ্রাম দ্বারা শোভিত হইয়া নানাজাতীয় প্রাণীর নিবাস-স্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে; ইহাতে বহুবিধ নদী, নদ ও পর্ব্বত বিদ্যমান। পূর্ব্বর্ষিগণ এই বিস্তৃত পৃথিবী এবং নদ, নদী, সমুদ্র, অল্প ক্ষুদ্রাকার পর্ব্বত ও আকাশস্থিত ও ভূমধ্যস্থ জল এবং সর্ব্বসম্ভবযোগ্য সর্ব্ব-লোকবিখ্যাত অগ্নি এই কয়টীকে সর্ব্ব-ব্যাপক এবং অনন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ আলম্বনহীন মনোরম অপর ভূতগণের আধার আকাশ ও আকাশজাত বায়ু এই দুইটীও সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত ও নানাবিধ প্রাণীর আধার বলিয়া অভিহিত। জলের নিম্নে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর নিম্নে জল, তাহার অধোদেশে আকাশ এবং সেই আকাশের অধোভাগে আবার ক্রমে জল, পৃথিবী ও আকাশ অবস্থিত; সুতরাং কেহই এই জল আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের চরম সীমা নির্ণয় করিতে পারেন না; ইহাদের সীমা নাই বলিয়া ইহারা অনন্ত। পুরাকালে দেবগণ বলিয়াছিলেন যে, এই ভূমি, জল ও আকাশ প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে অবস্থিত আছে এবং সপ্তম রসাতলে ইহাদের অবস্থিতি-ধারার অবসান হইয়াছে। ১—১০। রসাতল সপ্তভাগে অবস্থিত; প্রত্যেক রসাতলই দশসহস্র যোজন এবং ইহাতে একমাত্র তল বিদ্যমান। সাধুগণ এই অতিবিস্তৃত রসাতল সকলের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন। উল্লিখিত সপ্ত রসাতলের প্রথম অতল, দ্বিতীয় সুতল, তৃতীয় অতিবিস্তৃত নিতল, চতুর্থ গভস্তল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ শ্রীতল এবং সপ্তম পাতাল। প্রথম রসাতল কৃষ্ণবর্ণ ভূভাগময়, দ্বিতীয় পাণ্ডু-

নমুচেরিন্দ্রশত্রোর্হি মহানাদস্য চালয়ম্ ॥ ১৬
পুরঞ্চ শঙ্কুকর্ণস্য কবন্ধস্য চ মন্দিরম্।
নিষ্কুলাদস্য চ পুরং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্ ॥ ১৭
রাক্ষসস্য চ ভীমস্য শূলদন্তস্য চালয়ম্।
লোহিতাক্ষকলিঙ্গানাং নগরং শ্বাপদস্য তু ॥ ১৮
ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কুলিকস্য চ ॥ ১৯
এবং পুরসহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
তলে জ্ঞেয়ানি প্রথমে কৃষ্ণভৌমে ন সংশয়ঃ ॥২০
দ্বিতীয়েঽপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুরক্ষসঃ।
মহাজম্ভস্য চ তথা নগরং প্রভ্যয়স্য তু ॥ ২১
হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য নিকুম্ভস্য চ মন্দিরম্।
শঙ্খাখ্যেয়স্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ ॥ ২২
রাক্ষসস্য চ নীলস্য মেঘস্য ক্রথনস্য চ।
পুরঞ্চ কুকুপাদস্য মহোষ্ণীষস্য চালয়ম্ ॥ ২৩
কম্বলস্য চ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ।
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
দ্বিতীয়েঽস্মিন্ তলে বিপ্রাঃ পাণ্ডুভৌমে ন সংশয়ঃ
তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অনুহ্লাদস্য চ পুরং পুরমগ্নিমুখস্য চ ॥ ২৬
তারকাখ্যস্য চ পুরং পুরস্ত্রিশিরসস্তথা।
শিশুমারস্য চ পুরং হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলম্ ॥ ২৭
চ্যবনস্য চ বিজ্ঞেয়ং রাক্ষসস্য চ মন্দিরম্।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং কুম্ভিলস্য খরস্য চ ॥ ২৮
হেমকস্য চ নাগস্য তথা পানরকস্য চ ॥ ২৯
মণিমন্ত্রস্য চ পুরং কপিলস্য চ মন্দিরম্।
নন্দস্য চোরগপতের্বিশালস্য চ মন্দিরম্ ॥ ৩০
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানবরক্ষসাম্।
তৃতীয়েঽস্মিংস্থলে বিপ্রাঃ পীত-ভৌমে ন সংশয়ঃ
চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ।
গজকর্ণস্য চ পুরং নগরং কুঞ্জরস্য চ ॥ ৩২
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং সুমালের্বহুবিস্তরম্।
মুঞ্জস্য লোকনাথস্য বৃকবক্ত্রস্য চালয়ম্ ॥ ৩৩
বহুযোজন-সাহস্রং বহুপক্ষি-সমাকুলম্।
নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেঽস্মিন্ রসাতলে ॥ ৩৪
পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজন-বিস্তৃতে।
বিরোচনস্য নগরং দৈত্য-সিংহস্য ধীমতঃ ॥ ৩৫
পুরঞ্চ বিদ্যুজ্জিহ্বস্য রাক্ষসস্য চ ধীমতঃ।
মহামেঘস্য চ পুরং রাক্ষসো দেববিদ্বিষঃ ॥ ৩৬
কর্ম্মারস্য চ নাগস্য স্বস্তিকস্য জয়স্য চ।

ভূমি, তৃতীয় রক্ত ভূমিবিশিষ্ট। চতুর্থ পাতাল গভস্তল নামে অভিহিত এবং তাহা পীত ভূমিময়; পঞ্চম শর্করামম, ষষ্ঠ শিলাময় ও সপ্তম সুবর্ণময়। কৃষ্ণভূমিময় প্রথম পাতালে ইন্দ্রশত্রু অসুরেন্দ্র নমুচি, মহানাদ, শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিষ্কুলাদ, ভীমরাক্ষস, শূলদন্ত রাক্ষস, কলিঙ্গ, শ্বাপদ, মহাত্মা ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয়নাগ ও কুলিক নাগ প্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও নাগগণের নিবাস। এইরূপ একসহস্র পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৬—২০। হে বিপ্রগণ! দ্বিতীয় পাতালে দৈত্যবর সুরক্ষঃ, মহাজম্ভ, প্রভ্যয় হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুম্ভ, শঙ্খ, গোমুখ, নীল, মেঘ, ক্রথন, কুকুপাদ ও মহোষ্ণীষ রাক্ষস, কম্বলনাগ, অশ্বতর ও কদ্রুপুত্র তক্ষকের নিবাসস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পাণ্ডুভৌম দ্বিতীয় পাতালে দানব, রাক্ষস ও নাগগণের এইরূপ বহুতর পুরী বিরাজিত। পীত-ভৌম তৃতীয় পাতালে দৈত্যেন্দ্র মহাত্মা প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ অগ্নিমুখ, ত্রিশিরা, তারকাখ্য শিশুমার এবং রাক্ষসরাজ চ্যবন, কুম্ভিল, খর, বিরাধ, উল্কামুখ, নাগপ্রবর হেমক, পানরক, মণিমন্ত্র, কপিল, নন্দ ও বিশালের পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহা ব্যতীত আরও বহুবিধ নাগ, দানব ও রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র পুরী বিদ্যমান। চতুর্থ পাতালে দৈত্যপ্রবর মহাত্মা কালনেমি, গজকর্ণ, কুঞ্জর, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুমালি, মুঞ্জ, লোকনাথ ও বৃকবক্ত্রের আলয় এবং বিনতা-তনয় পক্ষিরাজের বহুপক্ষি-পরিবৃত বহু বিস্তৃত পুরী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ২১—৩৪। বহু-বিস্তৃত শর্করাময় পঞ্চম পাতালে দৈত্যরাজ বুদ্ধিমান বিরোচন ও রাক্ষসপ্রবর দেবদ্বেষী বিদ্যুজ্জিহ্ব, মহামেঘ, নাগশ্রেষ্ঠ কর্ম্মার, স্বস্তিক

এবং পুরসহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্॥ ৩৭
পঞ্চমেঽপি তথা জ্ঞেয়ঃ শর্করানিলয়ৈঃ সদা।
ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরৈর্নগরোত্তমম্॥ ৩৮
সুপর্ব্বণঃ সুলোমশ্চ নগরং মহিষস্য চ।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরমুৎক্রোশস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৯
তত্রাস্তে সুরসা-পুত্রঃ শতশীর্ষো মুদাযুতঃ।
মহেন্দ্রস্য সখা শ্রীমান্ বাসুকির্নাম নাগরাট্॥ ৪০
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
ষষ্ঠে তলেঽস্মিন্ বিখ্যাতে শিলা-ভৌম-রসাতলে
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নর-নারী-সমাকুলম্॥ ৪২
অসুরাশীবিষৈঃ পূর্ণমুগ্রৈর্দেবশত্রুভিঃ।
মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ॥ ৪৩
অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
তথৈব নাগ-নগরৈশ্চ শ্রিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ॥ ৪৩
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
উদীর্ণৈ রাক্ষসাবাসৈরনেকৈশ্চ সমাকুলম্॥ ৪৫
পাতালান্তে চ বিপ্রেন্দ্রা বিস্তীর্ণে বহুযোজনে।
আস্তে রক্তারবিন্দাক্ষো মহাত্মা হ্যজরামরঃ॥ ৪৬
ধৌতশঙ্খোদরবপুর্নীলবাসা মহাভুজঃ।

ও জয়ের পুরী এবং অন্যান্য নাগ, দানব ও রাক্ষসের সহস্র সহস্র আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ষষ্ঠ পাতালে দৈত্যপতি কেশরি, সুপর্ব্বা, সুলোমা, মহিষ ও রাক্ষসপতি উৎক্রোশের পুরী বিদ্যমান। এই ষষ্ঠ পাতালেই মহেন্দ্রসখা সুরসানন্দন শত-মস্তক-মণ্ডিত নাগরাজ বাসুকি অবস্থান করেন। এই শিলা-ভৌম ষষ্ঠ রসাতলে নাগদানব রাক্ষসের আরও সহস্র সহস্র পুরী আছে। সর্ব্বপাতালের নিম্নতম সপ্তম পাতালে মহাত্মা বলিরাজের বহুবিধ নরনারী-পরিবৃত প্রমোদময় পুরী আছে। এই পুরী দেবদ্বেষী বহুবিধ অসুর ও বিজাতীয় বিষধরগণে পরিপূর্ণ। এই সপ্তম পাতালেই মুচুকুন্দদৈত্যের এবং অন্যান্য দৈত্য, রাক্ষস ও নাগগণের মনোরম, সমৃদ্ধিসম্পন্ন অতি বৃহৎ আলয় সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই পাতালের বহুযোজন-বিস্তীর্ণ নিম্নভাগে জরা-মরণ-হীন,

বিশালভোগো দ্যুতিমাংশ্চিত্রমাল্যধরো বলী॥ ৪৭
রুক্মশৃঙ্গাংশ্রুতেন দীপ্তাস্যেন বিরাজতা।
প্রভুমুখসহস্রেণ শোভতে বৈ স কুণ্ডলী॥ ৪৮
স জিহ্বামালয়া দেবো লোলজ্বালানলার্চ্চিষা।
জ্বালামালা-পরিক্ষিপ্তঃ কৈলাস ইব লক্ষ্যতে॥ ৪৯
স তু নেত্রসহস্রেণ দ্বিগুণেন বিরাজতা।
বালসূর্য্যাভিতাম্রেণ শোভতে স্নিগ্ধমণ্ডলঃ॥ ৫০
তস্য কুন্দেন্দুবর্ণস্য অক্ষমালা বিরাজতে।
তরুণাদিত্যমালেব শ্বেতপর্ব্বতমূর্দ্ধনি॥ ৫১
ফণাকরালো দ্যুতিমান্ লক্ষ্যতে শয়নাসনে।
বিস্তীর্ণ ইব মেদিন্যাং সহস্রশিখরো গিরিঃ॥ ৫২
মহাভাগৈর্মহাভোগৈর্মহানাগৈর্মহাবলৈঃ।
উপাস্যতে মহাতেজা মহানাগ-পতিঃ স্বয়ম্॥ ৫৩
স রাজা সর্ব্বনাগানাং শেষো নাম মহাদ্যুতিঃ।
সা বৈষ্ণবী হ্যহিতনুর্মর্য্যাদায়াং ব্যবস্থিতা॥ ৫৪

রক্তপদ্মাক্ষ, ধৌতশঙ্খের ন্যায় উদর ও শরীর-শালী, নীলবসন-পরিহিত, মহাবাহু, মহাভোগী বিচিত্রমাল্যধারী, স্বপ্রকাশ, বলবান্, মহাত্মা অনন্ত দেব সুবর্ণশৃঙ্গবৎ দীপ্তিশীল সহস্র বদনে শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই অনন্তদেব চঞ্চল শিখাশালী অগ্নিসদৃশ জিহ্বা-মালায় পরিশোভিত হওয়ায় জ্বালাকুলশোভিত কৈলাসশৈলের ন্যায় মনোরম বলিয়া অনুভূত হয়েন। এই মনোহর মণ্ডলাকার শেষদেব বাল-সূর্য্যসদৃশ তাম্রবর্ণ মুখের দ্বিগুণ দ্বি-সহস্র নেত্রে পরিশোভিত। শ্বেতপর্ব্বতের উপরে প্রাতঃ-কালীন রবিরশ্মি যেরূপ শোভাধারণ করে, অনন্ত দেবের শিরস্থিত অক্ষমালাও তেমনি শোভিত হইয়া থাকে। সহস্রশিখর শৈল যেরূপ বিস্তৃত-ভাবে পৃথিবীতে অবস্থিত, অবিকল সেই ভাবে ফণাধারী ভীষণ দ্যুতিমান্ অনন্তদেব শয়নাসনে অবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত মহাভোগী মহাত্মা মহানাগগণ এই মহাতেজা নাগপতি অনন্তদেবকে সতত উপাসনা করিয়া থাকেন। এই মহাদ্যুতিমান্ অনন্তদেব সমগ্র মহানাগের রাজা। ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোকের মর্য্যাদা-সংস্থানের জন্য বৈষ্ণব দেহ ধারণ

সপ্তৈবমেতে কথিতা ব্যবহার্য্যা রসাতলাঃ।
দেবাসুর-মহানাগ-রাক্ষসাধ্যুষিতাঃ সদা॥ ৫৫
অতঃপরমনালোকমগম্যং সিদ্ধসাধুভিঃ।
দেবানামপ্যবিদিতং ব্যবহার-বিবর্জ্জিতম্॥ ৫৬
পৃথিব্যগ্ন্যম্বুবায়ূনাং নভসশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
মহত্ত্ব মহর্ষিভির্বর্ণ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৭

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতিম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেতৌ ভ্রমন্তৌ যাবদেব তু॥ ১
প্রকাশেতে স্বভাভিস্তৌ মণ্ডলাভ্যাং সমাস্থিতৌ।
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং দ্বীপানাস্ত স বিস্তরঃ॥ ২
বিস্তরার্দ্ধং পৃথিব্যাস্তু ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ।
পর্য্যাস-পারিমাণ্যঞ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশকৌ।
পর্য্যাস-পারিমাণ্যেন ভূমেস্তুল্যং দিবং স্মৃতম্॥ ৩
অবতি ত্রীনিমান্ লোকান্ যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিভ্রমন্
অবধাতুঃ প্রকাশাখ্যো হ্যবনাৎ স রবিঃ স্মৃতঃ॥ ৪
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রমাণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ৫
মহিতত্বান্মহীশব্দো হ্যস্মিন্ বর্ষে নিপাত্যতে।
অস্য ভারতবর্ষস্য বিষ্কম্ভস্তু সুবিস্তরম্॥ ৬
মণ্ডলং ভাস্করস্যাথ যোজনানাং নিবোধত।
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো ভাস্করস্য তু।
বিস্তারাত্ত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহোঽথ মণ্ডলম্॥ ৭
বিস্তারো মণ্ডলঞ্চৈব ভাস্করাদ্দ্বিগুণঃ শশী॥ ৮
অতঃ পৃথিব্যা বক্ষ্যামি প্রমাণং যোজনৈঃ সহ।
সপ্তদ্বীপ-সমুদ্রায়া বিস্তারো মণ্ডলস্য যৎ॥ ৯
ইত্যেতদিহ সংখ্যাতং পুরাণং পরিমাণতঃ।

করিয়াছেন। দেব, অসুর, মহানাগ ও রাক্ষস নিবাস, এই সাতটি রসাতল ব্যবহার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর যে সকল স্থান আছে, সে সমস্তই আলোকহীন, সিদ্ধগণের অগম্য এবং ব্যবহারবর্জ্জিত; দেবগণও সে সকল স্থানের অবস্থা অবগত হইতে পারেন না। হে দ্বিজবরগণ! ঋষিগণ এইরূপে পৃথিবী বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে আপনারা কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। ৩৫—৫৭।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর আমি সূর্য্য ও চন্দ্রের গতির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মণ্ডলাকারে অবস্থিত এই দৃশ্যমান সূর্য্য ও চন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় প্রভাপুঞ্জ সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্য স্থানগুলি অপ্রকাশ্য, তাহাতে সূর্য্য এবং চন্দ্রের উদয়াস্ত কখনও নাই। এই চন্দ্র এবং সূর্য্য পর্য্যায়ক্রমে পরিণামী বলিয়া এই জগতে প্রকাশিত হইতেছেন। হে ঋষিগণ! স্বর্গ ও পৃথিবীর ন্যায় বিস্তৃত অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের বিস্তার অবিকল সমান বলিয়া জানিবেন। সূর্য্যদেব পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই ত্রিলোকের রক্ষা বিধান করেন, এই কারণে তাঁহার রক্ষার্থ "অব" ধাতুদ্বারা নিষ্পন্ন রবি নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমি চন্দ্র-সূর্য্যের পরিমাণ বলিতেছি। সমস্ত বর্ষের মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতি শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যতম, এই কারণ ইহাকে কখনও মহীশব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই বর্ষের বিকম্ভ আধারস্থান সুবিস্তৃত। এখন সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ শ্রবণ করুন। বর্ণিত সূর্য্যদেব মণ্ডলাকার, ইঁহার বিস্তার নব সহস্র যোজন, এবং মণ্ডলাকার পরিধি বিস্তারের ত্রিগুণ। চন্দ্র সূর্য্যের বিস্তার ও মণ্ডলাকার পরিধি হইতে দ্বিগুণতর বিস্তার এবং পরিধিসম্পন্ন। এক্ষণে সপ্তদ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীর পরিমাণ ও পরিধি প্রভৃতি বলিতেছি, শ্রবণ

তদ্বক্ষ্যামি প্রসংখ্যায় সাম্প্রতৈরভিমানিভিঃ ॥১০
অভিমানিব্যতীতা তে তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা যে বৈ হ্যতীতাস্তে রূপৈর্নামভিরেব চ ॥১১
তস্মাত্তু সাম্প্রতৈর্দেবৈর্বক্ষ্যামি বসুধাতলম্।
দিবশ্চ সন্নিবেশো বৈ সাম্প্রতৈরেব কৃৎস্নশঃ ॥১২
শতার্দ্ধ-কোটিবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নতঃ স্মৃতা।
তস্যাবধি প্রমাণেন মেরোর্বৈ চাতুরন্তরম্ ॥ ১৩
পৃথিব্যাবাধ-বিস্তারো যোজনাগ্রাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মেরুমধ্যাৎ প্রতিদিশং কোটিরেকাদশ স্মৃতাঃ ॥১৪
তথাশতসহস্রাণি একোন-নবতিঃ পুনঃ।
পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি পৃথিব্যাবাধবিস্তরঃ ॥ ১৫
পৃথিব্যা বিস্তরং কৃৎস্নং যোজনৈস্তন্নিবোধত।
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তারঃ সংখ্যাতঃ স চতুর্দ্দিশম্ ॥
তথা শতসহস্রাণামেকোনাশীতিরুচ্যতে।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রায়াঃ পৃথিব্যাস্ত্বেষ বিস্তরঃ ॥ ১৭
বিস্তারাত্রিগুণঞ্চৈব পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্।
গণিতং যোজনাগ্রন্তু কোট্যস্ত্বেকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৮
তথা শতসহস্রন্তু সপ্তত্রিংশাধিকানি তু।
ইত্যেতদ্বৈ প্রসংখ্যাতং পৃথিব্যন্তস্য মণ্ডলম্ ॥১৯
তারকা সন্নিবেশস্য দিবি যাবদ্ধি মণ্ডলম্।
পর্য্যাসঃ সন্নিবেশস্য ভূমেস্তাবত্তু মণ্ডলম্ ॥ ২০
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন ভূমেস্তুল্যং দিবং স্মৃতম্।
সপ্তানামপি লোকানামেতন্মানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২১
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন মণ্ডলানুগতেন চ।
উপর্য্যুপরি লোকানাং ছত্রবৎ পরিমণ্ডলম্ ॥ ২২
সংস্থিতিবিহিতা সর্ব্বা যেষু তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ।
এতদণ্ডকটাহস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
ভূর্লোকশ্চ ভুবশ্চৈব তৃতীয়ঃ স্বরিতি স্মৃতঃ ॥ ২৪
মহর্লোকো জনশ্চৈব তপঃ সত্যশ্চ সপ্তমঃ।
এতে সপ্ত কৃতা লোকাশ্ছত্রাকারা ব্যবস্থিতাঃ ॥২৫
স্বকৈরাবরণৈঃ সূক্ষ্মৈর্ধার্য্যমাণাঃ পৃথক্ পৃথক্।
দশভাগাধিকাভিশ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভির্বহিঃ ॥ ২৬

করুন। এই পর্য্যন্ত পুরাণবৃত্তান্তে পৃথিবীর পরিমাণাদি বর্ণিত হইল, এখন বর্ত্তমান পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাতা দেবগণের সহিত বর্ণনা করিব। ১—১০। অভিমান-হীন অতীত দেবগণ বর্ত্তমান অভিমানী দেবগণের তুল্য হইলেও কল্পিত নাম ও রূপ বিশিষ্টরূপে তাঁহারা অতীত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমি পৃথিবী ও স্বর্গাভিমানী বর্ত্তমান দেবগণের সহিত পৃথিবী ও স্বর্গের অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। এই পৃথিবীর বিস্তার সমুদয়ে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। ইহার মেরুচতুষ্পার্শ্বস্থ সাবকাশ স্থানগুলিও ঈদৃশ প্রমাণবিশিষ্ট। ঋষিগণ যোজনাগ্র হইতে সেই পৃথিবীর আবাধ-বিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। মেরুর মধ্যস্থান হইতে প্রতি দিকে এই পৃথিবীর আবাধ বিস্তার একাদশ কোটি এক লক্ষ ঊননবতি যোজন এবং পৃথিবীর আবাধ বিস্তার পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীর বিস্তার শ্রবণ করুন। এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী মেরুর প্রতিদিকে তিন কোটি এক লক্ষ ঊনাশীতি যোজন বিস্তীর্ণা। এই বিস্তার অপেক্ষা পৃথিব্যন্ত মণ্ডলাকার পরিধি ত্রিগুণ বিস্তৃত; যোজনাগ্রের পরিমাণ একাদশ কোটি এক লক্ষ সপ্তত্রিংশৎ সহস্র যোজন। এইরূপে পূর্ব্বর্ষিগণ পৃথিবীর অন্তের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তারকা সন্নিবেশের মণ্ডলাকার পরিধি যেরূপ এই ভূসন্নিবেশেরও মণ্ডলাকার পরিধি সেইরূপ জানিবে। ১১—২০। এইরূপ স্বর্গাদি লোক সকল পৃথিবীর ন্যায় বিস্তার, পরিমাণ ও মণ্ডলাকার পরিধিবিশিষ্ট। এই লোক সমুদয় ছত্রের ন্যায় মণ্ডলাকার ক্রমে উপরিভাগে বিরাজিত, ইহাতে বহুবিধ প্রাণিগণ বাস করে। আমি যে অণ্ডকটাহের পরিমাণ বর্ণন করিলাম, তাহার মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য এই সপ্ত লোক ছত্রাকৃতি। ইহারা যথাক্রমে উপরিভাগে অবস্থিত। ফল কথা ভূর্লোক, ভূর্লোকের উপরে, স্বর্লোক তদুপরি ইত্যাদি। উক্ত সপ্ত লোক সকল [illegible]

ধার্য্যমাণা বিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্ ॥ ২৭
অণ্ডাণ্ডস্থ সমস্তাচ্চ সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
পৃথিবীমণ্ডলং কৃৎস্নং ঘনতোয়েন ধার্য্যতে ॥ ২৮
ঘনোদধিপরেণাথ ধার্য্যতে ঘনতেজসা।
বাহ্যতো ঘনতেজস্তু তির্য্যগূর্দ্ধন্তু মণ্ডলম্ ॥ ২৯
সমন্তাদ্ঘনবাতেন ধার্য্যমাণং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঘনবাতস্তথাকাশেনাকাশশ্চ মহাত্মনা ॥ ৩০
ভূতাদিনাবৃতং সর্ব্বং ভূতাদির্মহতাবৃতঃ।
বৃতো মহাননন্তেন প্রধানেনাব্যয়াত্মনা ॥ ৩১
পুরাণি লোকপালানাং প্রবক্ষ্যামি যথাক্রমম্।
জ্যোতির্গণপ্রচারস্য প্রমাণং পরিবক্ষ্যতে ॥ ৩২
মেরোঃ প্রাচ্যাং দিশি তথা মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বস্বোকসারা মাহেন্দ্রী পুণ্যা হেম-পরিষ্কৃতা ॥ ৩৩
দক্ষিণেন পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে ॥ ৩৪
প্রতীচ্যাস্তু পুনর্মেরোর্মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
সুখা নাম পুরী রম্যা বরুণস্যাথ ধীমতঃ ॥ ৩৫
দিশ্যুত্তরস্যাং মেরোস্তু মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
তুল্যা মাহেন্দ্র-পুর্য্যা তু সোমস্যাপি বিভাবরী ॥ ৩৬
মানসোত্তরপৃষ্ঠে তু লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্।
স্থিতা ধর্ম্মব্যবস্থার্থে লোকসংরক্ষণায় চ ॥ ৩৭
লোকপালোপরিষ্টাত্তু সর্ব্বতো দক্ষিণায়নে।
কাষ্ঠাগতস্য সূর্য্যস্য গতির্যা তাং নিবোধত ॥ ৩৮
আক্রামন্ দক্ষিণে সূর্য্যঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
জ্যোতিষাঞ্চক্রমাদায় সততং পরিগচ্ছতি ॥ ৩৯
মধ্যগশ্চামরাবত্যাং যদা ভবতি ভাস্করঃ।
বৈবস্বতে সংযমনে উদয়স্তত্র উচ্যতে ॥ ৪০
সুখায়ামথ বারুণ্যামুত্তিষ্ঠন্ স তু দৃশ্যতে ॥ ৪১
বিভাযামর্দ্ধরাত্রং স্যান্মাহেন্দ্র্যামস্তমেতি চ।
তদা দক্ষিণ-পূর্ব্বেষামপরাহ্ণঃ বিধীয়তে। ৪২
দক্ষিণাপরদেশানাং পূর্ব্বাহ্ণঃ পরিকীর্ত্ত্যতে।
তেষামপররাত্রঞ্চ যে জনা উত্তরাপথে ॥ ৪৩
দেশা উত্তরপূর্ব্বা যে পূর্ব্বরাত্রস্তু তান্ প্রতি।
এবমেবোত্তরেষর্কো ভুবনেষু বিরাজতে ॥ ৪৪
সুখায়ামথ বারুণ্যাং মধ্যাহ্নে চার্য্যমা যদা।

বিশেষে ধৃত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত অণ্ডের বাহিরে ঘনজলপূর্ণ সমুদ্র আছে, সেই ঘনজলে বিধৃত হইয়া এই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। সেই ঘনোদধি তৎপরবর্ত্তী ঘনতেজে সেই বক্রাকার, উর্দ্ধগত মণ্ডলাকার, ঘন তেজ ঘন বায়ু দ্বারা, ঘন বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ তন্মাত্র দ্বারা, তন্মাত্র মহত্তত্ত্ব দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত পরিমাণবিরহিত প্রকৃতি দ্বারা আবৃত ও ধৃত হইয়া অবস্থিত হইয়াছে।২১—৩১। অধুনা যথাক্রমে লোকপালদিগের পুর-সমূহের বিবরণ বলিতেছি, পরে জ্যোতিঃসমূহের প্রচার বর্ণন করিব। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ও মানসের শিখরপ্রদেশে বস্বোকসারা নামক শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম ও সুবর্ণময় মাহেন্দ্র ভুবন। মানসের শিখরদেশে সুমেরুর দক্ষিণদিকে সংযমন নামক সূর্য্যসুত যমের আবাস-স্থান। সুমেরুর পশ্চিমদিকে ঐ মানসের শিখরদেশে বরুণের সুখানামক মনোহরপুরী। মেরুর উত্তরদিকে মানসের শিখরপ্রদেশে বিভাবরীনামক মাহেন্দ্রপুরী তুল্য কুবেরের পুরী। মানসের উত্তরপৃষ্ঠে লোকপালগণ ধর্ম্মব্যবস্থা ও লোকরক্ষার নিমিত্ত চারিদিকে অবস্থান করেন। লোকপালগণের উপরিভাগে কাষ্ঠাগত সূর্য্য যেরূপ গমন করেন তাহা শ্রবণ করুন। সূর্য্য দক্ষিণদিক্ আক্রমণকালে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় গমন করেন এবং জ্যোতিশ্চক্র অবলম্বনে নিয়ত গমন করিতে থাকেন। সূর্য্য যখন অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, তখন সংযমন নামক যমপুরে তাঁহার উদয় হয়। তৎকালে তাঁহাকে সুখা বা বারুণীপুরীতে উদিত হওয়ার ন্যায় দেখা যায়। যে সময়ে বরুণপুরীতে উদিত হয়েন, তখন বিভা নামক কুবেরপুরীতে অর্দ্ধরাত্র ও মাহেন্দ্রপুরীতে সূর্য্যাস্ত হয় এবং সেই সময়েই দক্ষিণপূর্ব্বদিক্‌সকলে অপরাহ্ণ হইয়া থাকে। এই সময় দক্ষিণপশ্চিমদিকে পূর্ব্বাহ্ণ, উত্তরদিকে শেষরাত্র এবং উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়। সূর্য্যদেব এইরূপে উত্তরাভুবনসমূহে বিরাজ করেন। সুখা নামক বারুণীপুরীতে

বিভাবর্য্যাং সোমপুর্য্যামুত্তিষ্ঠতি বিভাবসুঃ ॥ ৪৫
রাত্র্যর্দ্ধং চামরাবত্যামস্তমেতি যমস্য চ।
সোমপুর্য্যাং বিভায়াস্তু মধ্যাহ্নে স্যাদ্দিবাকরঃ ॥ ৪৬
মহেন্দ্রস্যামরাবত্যামুত্তিষ্ঠতি যদা রবিঃ।
অর্দ্ধরাত্রং সংযমনে বারুণ্যামস্তমেতি চ ॥ ৪৭
স শীঘ্রমেতি পর্য্যেতি ভাস্করোঽলাতচক্রবৎ।
ভ্রমন্ বৈ ভ্রমমাণানি ঋক্ষাণি গগনে রবিঃ ॥ ৪৮
এবঞ্চতুর্ষু পার্শ্বেষু দক্ষিণান্তেন সর্পতি।
উদয়াস্তমনেনাসাবুত্তিষ্ঠতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণে তু দ্বৌ দ্বৌ দেবালয়ৌ তু সঃ
তপত্যেকন্তু মধ্যাহ্নে তৈরেব তু স রশ্মিভিঃ ॥ ৫০
উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নং তপন্ রবিঃ।
অতঃপরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং স গচ্ছতি ॥ ৫১
উদয়াস্তময়াভ্যাং হি স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাত্তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে তু পার্শ্বয়োঃ ॥
যত্রোদ্যন্ দৃশ্যতে সূর্য্যস্তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ।
যত্র প্রণাশমায়াতি তেষামস্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫৩
সর্ব্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকালোকস্তু দক্ষিণে।
বিদূরভাবাদর্কস্য ভূমের্লেখাবৃতস্য চ।
হ্রিয়ন্তে রশ্ময়ো যস্মাত্তেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে ॥ ৫৪
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং দর্শনং ভাস্করস্য চ।
উচ্ছ্রয়স্য প্রমাণেন জ্ঞেয়মস্তমনোদয়ম্ ॥ ৫৫
শুক্লচ্ছায়োঽগ্নিরাপশ্চ কৃষ্ণচ্ছায়া চ মেদিনী।
বিদূরভাবাদর্কস্য উদ্যতস্য বিরশ্মিতা।
রক্তাভাবো বিরশ্মিত্বাদ্রক্তত্বাচ্চাপ্যনুষ্ণতা ॥ ৫৬
লেখয়াবস্থিতঃ সূর্য্যো যত্র যত্র তু দৃশ্যতে।
উর্দ্ধং গতঃ সহস্রন্তু যোজনানাং স দৃশ্যতে ॥ ৫৭
প্রভা হি সৌরী পাদেন অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দূরাৎ প্রকাশতে ॥ ৫৮

মধ্যাহ্ণকাল হইলে, বিভাবরী নামক সোম-পুরীতে সূর্য্যোদয় হয়। ৩২—৪৫। তৎকালে অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্র, সোমপুরী বিভাবরীতে মধ্যাহ্ণকাল এবং যমপুরীতে সূর্য্যাস্ত হইয়া থাকে। মহেন্দ্রের অমরাবতীপুরীতে সূর্য্যোদয় হইলে, সংযমনপুরে অর্দ্ধরাত্র ও বরুনপুরীতে অস্তকাল হয়। সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলে অলাত চক্রবৎ ভ্রমণশীল নক্ষত্রপুঞ্জ অবলম্বন করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি দক্ষিণায়নে এইরূপে চারিপার্শ্বে পরি-ভ্রমণ করেন এবং এইরূপেই বারংবার উদয়াস্ত প্রাপ্ত হয়েন। সূর্য্য পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ-কালে দুই দুইটি দেবালয় এবং মধ্যাহ্নে একটী দেবালয়ে আতপ দান করেন। এইরূপে তাঁহার উদয়কাল হইতে মধ্যাহ্ণকাল যাবৎ রশ্মিজাল প্রবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইলে তিনি অস্ত গমন করেন। উদয় ও অস্ত অনুসারে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ নির্ণীত হয়। সূর্য্য সম্মুখ, পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে সমান পরিমাণে আতপ প্রদান করেন। যেদিকে তাঁহাকে প্রথম উদিত হইতে দেখা যায়, সেই দিক উদয় এবং যে দিকে তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যান, সেই দিক্ অস্ত নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। সর্ব্বোত্তরদিকে সুমেরু এবং দক্ষিণে লোকালোক পর্ব্বত বিরাজিত। সূর্য্যদেব রাত্রিকালে অতিদূরে গমন করেন এবং পৃথিবীদ্বারা আবরিত হয়েন। রাত্রিতে সূর্য্যের রশ্মি থাকে না বলিয়া তখন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও সূর্য্যের স্ব স্ব তেজঃপ্রমাণ যখন বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা যে কালে অনুদিত থাকে, তাহাকেই অস্ত বলে। অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবীর ছায়া কৃষ্ণবর্ণ। উদয়কালে অতিদূর-স্থিত বলিয়া সূর্য্যকিরণ লক্ষিত হয় না, রশ্মির অভাবে রবিকে রক্তবর্ণ দেখায় এবং রক্তবর্ণতা জন্য তাহাতে উষ্ণতাও থাকে না। যে যে স্থলে রবি রেখাদ্বারা অবস্থান করেন, সেই সকল স্থলেই তিনি লক্ষিত হইয়া থাকেন। যখন সহস্রযোজন পর্য্যন্ত উর্দ্ধগত হয়েন তখন, তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য অস্ত গমন করিলে তাঁহার প্রভাপুঞ্জের একাংশ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়, এজন্য রাত্রিকালে দূরবর্ত্তী অগ্নিও অতি উজ্জ্বলাকারে দৃষ্ট হয়। ৪৬—৫৮।

উদিতস্তু পুনঃ সূর্য্য অস্তমাগ্নেয়মাবিশৎ।
সংযুক্তো বহ্নিনা সূর্য্যস্ততঃ স তপতে দিবা॥৫৯
প্রাকাশ্যঞ্চ তথৌষ্ণ্যঞ্চ সূর্য্যাগ্নেয়ী চ তেজসী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্॥৬০
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তথা তস্মিংশ্চ দক্ষিণে।
উত্তিষ্ঠতি তথা সূর্য্যো রাত্রিরাবিশতে ত্বপঃ।
তস্মাত্তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবা-রাত্রিপ্রবেশনাৎ॥৬১
অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে দিনং বৈ প্রবিশত্যপঃ।
তস্মাচ্ছুক্লা ভবন্ত্যাপো নক্তমহ্নঃ প্রবেশনাৎ॥৬২
এতেন ক্রমযোগেন ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে।
উদয়াস্তমনেঽর্কস্য অহোরাত্রং বিশত্যপঃ॥৬৩
দিনং সূর্য্যপ্রকাশাখ্যং তামসী রাত্রিরুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্যবস্থিতা রাত্রিঃ সূর্য্যাবেক্ষ্যমহঃ স্মৃতম্॥৬৪
এবং পুষ্করমধ্যেন যদি সর্পতি ভাস্করঃ।
ত্রিংশাংশকন্তু মেদিন্যা মুহূর্ত্তেনৈব গচ্ছতি॥৬৫
যোজনানাং মুহূর্ত্তস্য ইমাং সংখ্যাং নিবোধত।

সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইলে, অগ্নিগত প্রভাপুঞ্জও অস্তগত হইয়া সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই জন্যই সূর্য্য দিবাভাগে অগ্নিযোগে সন্তাপ প্রদান করেন এবং সেইজন্যই তাঁহার প্রকাশতা ও উষ্ণতা অনুভূত হয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রিকালে সূর্য্যতেজ ও অগ্নিতেজ পরস্পর পরস্পর দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভূমির উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধভাগে সূর্য্য বিরাজিত হইলে রাত্রি জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। রাত্রি প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই দিবাভাগে জল তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে। সূর্য্য অস্ত গমন করিলে দিন জল মধ্যে প্রবেশ করে; সুতরাং রাত্রিকালে দিবা প্রবেশে জল শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ ক্রম-যোগানুসারে দক্ষিণোত্তর ভূম্যর্দ্ধভাগে সূর্য্যের অস্তোদয় কাল মধ্যে দিবারাত্রি জল প্রবিষ্ট হয়। রাত্রিতে অন্ধকার ও দিনমানে সূর্য্য প্রকাশ পায়, এই জন্য দিবাভাগের একটী নাম সূর্য্য-প্রকাশ ও রাত্রির নাম তামসী হইয়াছে। এইরূপে সূর্য্য গগন মধ্যে ভ্রমণ করিবার কালে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিংশ-ভাগ গমন করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে

পূর্ণং শতসহস্রাণামেকত্রিংশত্তু সা স্মৃতা॥৬৬
পঞ্চাশত্তু তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু।
মৌহূর্ত্তিকী গতির্হ্যেষা সূর্য্যস্য তু বিধীয়তে॥৬৭
এতেন গতিযোগেন যদা কাষ্ঠান্তু দক্ষিণাম্।
পর্য্যাগচ্ছেত্তদাদিত্যো মাঘে কাষ্ঠান্তমেব হি॥৬৮
সর্পতে দক্ষিণায়াস্তু কাষ্ঠায়াং তন্নিবোধত।
নবকোট্যঃ প্রসংখ্যাতা যোজনৈঃ পরিমণ্ডলম্॥
তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
অহোরাত্রাৎ পতঙ্গস্য গতিরেষা বিধীয়তে॥৭০
দক্ষিণাদ্বিনিবৃত্তোঽসৌ বিষুবস্থো যদা রবিঃ।
ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য উত্তরান্তো দিশশ্চরন্॥৭১
মণ্ডলং বিষুবদ্যাপি যোজনৈস্তন্নিবোধত।
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিস্তীর্ণা বিষুবদ্ যাপি সা স্মৃতা।
তথা শতসহস্রাণামশীতোকাধিকা পুনঃ॥৭২
শ্রবণে চোত্তরাং কাষ্ঠাকিত্রভানুর্যদা ভবেৎ।
শাকদ্বীপস্য ষষ্ঠস্য উত্তরান্তো দিশশ্চরন্॥৭৩
উত্তরায়াঞ্চ কাষ্ঠায়াং প্রমাণং মণ্ডলস্য চ।
যোজনাগ্রাৎ প্রসংখ্যাতা কোটিরেকা তু সা দ্বিজৈঃ
অশীতির্নিযুতানীহ যোজনানাং তথৈব চ।

যে স্থান অতিবাহিত হয়, তাহার পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিংশৎ সহস্র যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি বলা হয়। এইপ্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণকাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘের শেষ দিনে কাষ্ঠার অন্ত-সীমায় উপনীত হয়েন। তাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য নয় কোটি একলক্ষ পঞ্চ-চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্যের গতি অহোরাত্রই এই প্রকার জানি-বেন। অনন্তর দক্ষিণকাষ্ঠা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত সূর্য্য বিষুবস্থ হইয়া ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরদিকে গমন করেন। এক্ষণে বিষুবমণ্ড-লের পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিষুবের বিস্তার পরিমাণ তিন কোটি একশত সহস্র একাশীতি যোজন। সূর্য্যদেব শ্রাবণ মাসে উত্তরদিকে গিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তরদিকের মণ্ডল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উল্লিখিত দিঙ্মণ্ড-

অষ্ট পঞ্চাশতঞ্চৈব যোজনান্যধিকানি তু ॥ ৭৫
নাগবীথ্যুত্তরা বীথী অজবীথী চ দক্ষিণা ।
মূলঞ্চৈব তথাষাঢ়ে অজবীথ্যুদয়াস্ত্রয়ঃ ।
অভিজিৎ পূর্ব্বতঃ স্বাতির্নাগবীথ্যুদয়াস্ত্রয়ঃ ॥ ৭৬
কাষ্ঠয়োরন্তরং যচ্চ তদ্বক্ষ্যে যোজনৈঃ পুনঃ ।
এতচ্ছতসহস্রাণামেকত্রিংশোত্তরং শতম্ ॥ ৭৭
ত্রয়স্ত্রিংশাধিকাশ্চান্যে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ যোজনৈঃ ।
কাষ্ঠয়োরন্তরং হ্যেতদ্ যোজনাগ্রাৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
কাষ্ঠয়োর্লেখয়োশ্চৈব অন্তরে দক্ষিণোত্তরে ।
তে তু বক্ষ্যামি সংখ্যায় যোজনৈস্তন্নিবোধত ॥ ৭৯
একৈকমন্তরং তস্য নিযুতান্যেকসপ্ততিঃ ।
সহস্রাণ্যতিরিক্তাশ্চ ততোঽন্যা পঞ্চসপ্ততিঃ ॥ ৮০
লেখয়োঃ কাষ্ঠয়োশ্চৈব বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ স্মৃতম্ ।
অভ্যন্তরন্তু পর্য্যেতি মণ্ডলান্যুত্তরায়ণে ॥ ৮১
বাহ্যতো দক্ষিণে চৈব সততন্তু যথাক্রমম্ ।
মণ্ডলানাং শতং পূর্ণমশীত্যধিকমুত্তরম্ ॥ ৮২
চরতে দক্ষিণে চাপি তাবদেব বিভাবসুঃ ।
প্রমাণং মণ্ডলস্যাথ যোজনাগ্রান্নিবোধত ॥ ৮৩
একবিংশদ্ যোজনানাং সহস্রাণি সমাসতঃ ।
শতে দ্বে পুনরপ্যন্যে যোজনানাং প্রকীর্ত্তিতে ॥ ৮৪
একবিংশতিভিশ্চৈব যোজনৈরধিকৈর্হি তে ।
এতৎ প্রমাণমাখ্যাতং যোজনৈর্মণ্ডলং হি তৎ ॥
বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্যৈষ তির্য্যক্ স তু বিধীয়তে ।
প্রত্যহঞ্চরতে তানি সূর্য্যো বৈ মণ্ডল-ক্রমম্ ॥ ৮৬
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে ।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৮৭
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিঞ্চ কালেনাল্পেন গচ্ছতি ।
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীঘ্রং মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে ॥ ৮৮
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণামহ্নানুচরতে রবিঃ ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৮৯
কুলাল-চক্রমধ্যস্তু যথা মন্দং প্রসর্পতি ।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমম্ ॥ ৯০
ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দ্ধেন ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ ।
তস্মাদ্দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পাং নিগচ্ছতি ॥ ৯১
অষ্টাদশ মুহূর্ত্তৈস্তু উত্তরায়ণ-পশ্চিমম্ ।

লের সংখ্যা এককোটি অশীতিনিযুত ও অষ্ট-পঞ্চাশদ্‌যোজন। উত্তর ভাগের নাম নাগ-বীথী এবং দক্ষিণ ভাগের নাম অজবীথী। অজবীথীতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়ার এবং নাগবীথীতে অভিজিৎ ও পূর্ব্বে স্বাতীর উদয় হইয়া থাকে। এক শত সহস্র একত্রিংশৎশত ও ষট্‌ষষ্টি যোজন কাষ্ঠাদ্বয়ের অন্তর। এইরূপ উভয় কাষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী পরিভ্রমণ স্থানের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখাদ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে, শ্রবণ করুন। উহাদের প্রত্যেকের ব্যবধানস্থান এক সপ্ততি নিযুত এক সহস্র ও পঞ্চসপ্ততি যোজন। কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও আভ্যন্তর দেশে দুইটি রেখা বিদ্যমান; তন্মধ্যে উত্তরায়ণকালে সূর্য্যদেব অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নকালে বাহ্য-ভাগে পরিভ্রমণ করেন। এই উত্তর ও দক্ষিণ পরিভ্রমণ একশত অশীতি মণ্ডল যোজন পরিমাণ। ইহাদিগের ; সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পণ্ডিতগণ এই প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, যোজন পরিমাণে মণ্ডলের পরি-মাণ একবিংশতি সহস্র দুইশত একবিংশতি যোজন। ৫১—৮৫। ইহারই নাম মণ্ডলের বিষ্কম্ভ, যথাকালে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রতিদিন মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমস্ত পরিভ্রমণ করেন। কুলালচক্রের ঘূর্ণিত প্রান্তভাগের ন্যায় সূর্য্য দক্ষিণায়ন কালে শীঘ্র শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য সূর্য্য দক্ষিণায়নে অতি অল্প কালে সুবিস্তৃত ভূমি ভ্রমণ করেন। এই সময়ে সূর্য্য দিনমানে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সার্দ্ধসট্ নক্ষত্র এবং রাত্রিকালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে সার্দ্ধসট্ নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কুলালচক্রের ঘূর্ণিত মধ্য ভাগের ন্যায় সূর্য্য উত্তরায়ণ সময়ে মন্দগতিতে পরি-ভ্রমণ করেন। এই জন্য অল্প ভূমি পরি-ভ্রমণ করিতেও তাঁহার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। এই উত্তরায়ণ কালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে

অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৯২
ত্রয়োদশার্দ্ধমর্দ্ধেন ঋক্ষাণাঞ্চরতে রবিঃ ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৯৩
ততো মন্দতরং তাভ্যাঞ্চক্রং ভ্রমতি বৈ যথা ।
মৃৎপিণ্ডঃ ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥৯৪
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তানেবাহুরহোরাত্রং ধ্রুবো ভ্রমন্ ।
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতে মণ্ডলানি সঃ ॥ ৯৫
কুলালচক্রনাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ত্ততে ।
ধ্রুবস্তথাহি বিজ্ঞেয়স্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৯৬
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ।
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥৯৭
উত্তরে প্রক্রমে ত্বিন্দোর্দিবা মন্দা গতিঃ স্মৃতা ।
তত্রৈব চ পুনর্নক্তং শীঘ্রা সূর্য্যস্য বৈ গতিঃ ॥ ৯৮
দক্ষিণে প্রক্রমে চৈব দিবা শীঘ্রং বিধীয়তে ।
গতিঃ সূর্য্যস্য নক্তং বৈ মন্দা চাপি তথা স্মৃতা ॥৯৯
এবং গতি-বিশেষেণ বিভজন্ রাত্র্যহানি তু ।
তথা বিচরতে মার্গং সমেন বিষমেণ চ ॥ ১০০
লোকালোকে স্থিতা যে তে লোকপালাশ্চতুর্দ্দিশম্

একদিন হয়, এই একদিনে তিনি সার্দ্ধষট্ নক্ষত্র, এবং অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত পরিমিত রাত্রি-কালেও তিনি সার্দ্ধ ষট্ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন। ৮৬—৯৩। ধ্রুব নক্ষত্র এই উভয়বিধ গতি অপেক্ষা মন্দগতিতে চক্রভ্রমণের ন্যায় অথবা চক্রমধ্যস্থ মৃৎপিণ্ডের গতির ন্যায় ঘূর্ণিত হয়। উভয় কাষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্রুবের মণ্ডল প্রমাণানুসারে ত্রিংশৎমুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। কুলালচক্রের নাভি যেমন এক স্থানে থাকিয়া ঘূর্ণিত হয়, সেইরূপ ধ্রুবও কক্ষ স্থানে থাকিয়া ভ্রমণ করে। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও শীঘ্রগতি ক্রমে দিবারাত্রি হইয়া থাকে। উত্তরায়ণকালে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দগতি ও রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্রগতি হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন কালে দিবা-ভাগে শীঘ্র এবং রাত্রিকালে মন্দগতি হয়। এইরূপ গতিবিশেষে দিবারাত্রি বিভক্ত করিয়া, সম ও বিষম ভাবে সূর্য্য বিচরণ করিয়া থাকেন। লোকালোকপর্ব্বতের চারিদিকে যে সকল লোক-

অগস্ত্যশ্চরতে তেষামুপরিষ্টাজ্জবেন তু ।
ভজন্নসাবহোরাত্রমেবং গতিবিশেষণৈঃ ॥ ১০১
দক্ষিণে নাগ-বীথ্যায়াং লোকালোকস্য চোত্তরম্ ।
লোকসন্তারকো হ্যেষ বৈশ্বানর-পথাদ্বহিঃ ॥ ১০২
পৃষ্ঠে যাবৎপ্রভা সৌরী পুরস্তাৎ সম্প্রকাশতে ।
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতস্তাবল্লোকালোকস্য সর্ব্বতঃ ॥ ১০৩
যোজনানাং সহস্রাণি দশোর্দ্ধমুচ্ছ্রিতো গিরিঃ ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ১০৪
নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারা-গণৈঃ সহ ।
অভ্যন্তরং প্রকাশন্তে লোকালোকস্য বৈ গিরেঃ ॥
এতাবানের লোকস্তু নিরালোকস্ততঃ পরম্ ।
লোকালোক একধা তু নিরালোকস্ত্বনেকধা ॥১০৬
লোকালোকস্য সন্ধ্যে যস্মাৎ সূর্য্যঃ পরিগ্রহম্ ।
তস্মাৎ সন্ধ্যেতি তামাহুরুষাব্যুষ্ট্যোর্যদন্তরম্ ।
উষা রাত্রিঃ স্মৃতা বিপ্রৈর্ব্যুষ্টিশ্চাপি ত্বহঃ স্মৃতম্ ॥
সূর্য্যং হি গ্রসমানানাং সন্ধ্যাকালে হি রক্ষসাম্ ।

পাল অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের উপরি-ভাগে অগস্ত্য গতিবিশেষে অহোরাত্র বিধান করিয়া বেগে বিচরণ করেন। লোকালোকের উত্তরে বৈশ্বানর পথের বহির্ভাগে দক্ষিণ নাগবীথীতে ইনিই লোকসন্তারক নামে বিখ্যাত। লোকালোকের পশ্চাতে সম্মুখে এবং উভয়পার্শ্বে সূর্য্যপ্রভা সমভাবে পতিত হয়। এই পর্ব্বত দশসহস্র যোজন উন্নত, ইহার চারিদিকের পরিমণ্ডল মধ্যে কিয়দংশ প্রকাশিত এবং অবশিষ্টাংশ অপ্রকাশিত। লোকালোক পর্ব্বতের অভ্যন্তরভাগে নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাগণ প্রকাশিত থাকে, এই জন্য এই ভাগ লোক অর্থাৎ প্রকাশ, এবং অপর সমুদায় অংশ নিরালোক অর্থাৎ অপ্রকাশ। এই লোকভাগ একবিধ এবং নিরালোক ভাগ বহুবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যে কালে সূর্য্যদেব লোকালোক শৈলে অবস্থান করেন, তাহাকে সন্ধ্যা বলা যায়। এই সন্ধ্যা উষা ও ব্যুষ্টি নামে দ্বিবিধ। রাত্রি সন্ধ্যার নাম উষা এবং দিবা সন্ধ্যার নাম ব্যুষ্টি। সন্ধ্যাকালে যে সকল রাক্ষস সূর্য্য-

প্রজাপতিনিয়োগেন শাপস্তেষাং দুরাত্মনাম্।
অক্ষয়ত্বঞ্চ দেহস্য প্রাপিতা মরণং তথা॥ ১০৮
তিস্রঃ কোট্যস্তু বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
প্রার্থয়ন্তি সহস্রাংশুমুদয়ন্তি দিনে দিনে।
তাপয়ন্তো দুরাত্মানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্॥১০৯
অথ সূর্য্যস্য তেষাঞ্চ যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
ততো ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব সত্তমাঃ।
সন্ধ্যেতি সমুপাসন্তঃ ক্ষপয়ন্তি মহাজলম্॥ ১১০
ওঁকার-ব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন ধমন্তি তে দৈত্যা বজ্রভূতেন বারিণা॥১১১
ততঃ পুনর্মহাতেজা মহাদ্যুতিপরাক্রমঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতে শতম্॥১১২
ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
বালখিল্যৈশ্চ মুনিভিঃ কৃতার্থৈঃ সমরীচিভিঃ॥১১৩

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলান্তম্।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে॥ ১১৪

হ্রাসবৃদ্ধী ত্বহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমানস্তু হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥ ১১৫
লেখাপ্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তাগতে তু বৈ।
প্রাতস্তনঃ স্মৃতঃ কালো ভাগস্ত্বহ্নঃ স পঞ্চমঃ॥
তস্মাৎ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাচ্চ সঙ্গবাৎ॥ ১১৭
তস্মান্মধ্যন্দিনাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ।
ত্রয় এব মুহূর্ত্তাস্তু তস্মাৎ কালাচ্চ মধ্যমাৎ॥ ১১৮
অপরাহ্ণে ব্যতীপাতে কালঃ সায়াহ্ন উচ্যতে।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তাবৈ মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ॥ ১১৯
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বিষুবতি স্মৃতম্।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তাবৈ রাত্রিন্দিবমিতি স্মৃতম্॥ ১২০
বর্দ্ধতে হ্রসতে চৈব অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিস্তু গ্রসতে হ্যহঃ॥১২১
শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যে বিষুবত্তদ্বিভাব্যতে।
অহোরাত্রং কলাশ্চৈব সপ্ত সোমঃ সমশ্নুতে॥১২
তথা পঞ্চদশাহানি পক্ষ ইত্যভিধীয়তে।

দেবকে গ্রাস করিত, তাহারা অক্ষয়দেহ হইলেও প্রজাপতির অভিশাপে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ৯৪—১০৮। পূর্ব্বে মন্দেহ নামে তিনকোটি রাক্ষস প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইলেই সূর্য্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইত, এই জন্য তাহাদের সহিত সূর্য্যের দারুণ যুদ্ধ বাধে। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, ওঁকার ব্রহ্মময় ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত মহাজল নিক্ষেপ করেন, সেই জল বজ্ররূপ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত দৈত্যকে বিনষ্ট করে। মহাতেজা মহাবল সূর্য্যদেব তদবধি একলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে উদিত হয়েন এবং সেইকালে তিনি বালখিল্য ও মরীচি প্রভৃতি মুনি ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত থাকেন। পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র গণনা করা হইয়া থাকে। দিবসের হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে এই মুহূর্ত্ত পরিমাণ ও সন্ধ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। লেখা প্রভৃতি স্থানে সূর্য্যের অবস্থান সময়ে তিন মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে, তিন মুহূর্ত্তকে প্রাতঃকাল বলে, ইহা দিবসের পঞ্চম ভাগরূপে পরিগণিত। প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত যাবৎ মধ্যাহ্নকাল। মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত যাবৎ অপরাহ্ণকাল। অপরাহ্ণকালের পরবর্ত্তী তিন মুহূর্ত্তকাল সায়াহ্নকাল নামে নিরূপিত হয়। এইরূপ তিন মুহূর্ত্ত বিভাগক্রমে দিনমান পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য যখন বিষুবরেখায় অবস্থান করেন, তখনই এইরূপ পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে দিনমান গণনা করা হয়। দিবারাত্রি উভয়েই পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ক্রমে এই দিবারাত্রের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কেননা, ঐ উভয় সময়ের মধ্যে কখন দিবাভাগ রাত্রিকে গ্রাস করে এবং কখন রাত্রিমান দিবা পরিমাণকে গ্রাস করিয়া থাকে। শরৎকাল ও বসন্তকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সূর্য্যদেব বিষুবরেখায় অবস্থান করেন। এই সময়ে চন্দ্র দিবারাত্রে সপ্তকলা ভোগ করেন। ১০৯—১২২। পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ

দ্বৌ পক্ষৌ চ ভবেন্মাসো দ্বৌ মাসাবস্তরাবৃতুঃ।
ঋতুত্রয়মযনং স্যাদয়নে বর্ষমুচ্যতে॥ ১২৩
নিমেষাদিকৃতঃ কালঃ কাষ্ঠায়া দশপঞ্চ চ।
কলায়াস্ত্রিংশতঃ কাষ্ঠা মাত্রাশীতিশ্বয়াস্ত্রিকা॥ ১২৪
শতৈস্ত্রৈকানকাত্রিংশন্মাত্রাত্রিংশৎ যড়ুত্তরা।
দ্বিষষ্টিভাক্ ত্রয়োবিংশন্মাত্রায়াক্ চলা ভবেৎ॥১২৫
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি শতাগুষ্টৌ চ বিহৃতিঃ।
সপ্তংশ্চাপি ভৈত্রেব নবতিং বিদ্ধি নিশ্চয়ে॥ ১২৬
চত্বার্ধ্যেব শতান্যাহুর্বিহ্যাতো বৈধসংযুগে।
চরাংশো হ্যেষ বিজ্ঞেয়ো নালিকা চাত্র কারণম্॥
সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মানবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগ ইত্যভিধীয়তে॥ ১২৮
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
পঞ্চমো বৎসরস্তেষাং কালস্তু পরিসংজ্ঞিতঃ॥১২৯
বিংশশতং ভবেৎ পূর্ণং পর্ব্বণান্তু রবের্যুগম্।
এতান্যষ্টাদশত্রিংশদুদয়ো ভাস্করস্য চ॥ ১৩০

ঋতবস্ত্রিংশতঃ সৌরা অয়নানি দশৈব তু।
পঞ্চত্রিংশৎ শতঞ্চাপি ষষ্টির্মাসাশ্চ ভাস্করঃ॥১৩১
ত্রিংশদেব ত্বহোরাত্রং স তু মাসশ্চ ভাস্করঃ।
একষষ্টিস্ত্বহোরাত্রব্যনুরেকো বিভাষতে॥ ১৩২
চক্রাস্তু ত্র্যধিকাশীতিঃ শতঞ্চাপ্যধিকং ভবেৎ।
মানং তচ্চিত্রভানোস্তু বিজ্ঞেয়ং ভুবনস্য তু॥১৩৩
সৌরং সৌম্যন্তু বিজ্ঞেয়ং নাক্ষত্রং সাবনন্তথা।
নামান্যেতানি চত্বারি যৈঃ পুরাণং বিভাব্যতে॥
শ্বেতস্যোত্তরতশ্চৈব শৃঙ্গবান্নাম পর্ব্বতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি স্পৃশন্তীব নভস্তলম্॥ ১৩৫
তৈশ্চাপি শৃঙ্গবান্নাম সর্ব্বতশ্চৈব বিশ্রুতঃ।
একমার্গশ্চ বিস্তারো বিষ্কম্ভশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ॥১৩৬
তস্য বৈ সর্ব্বতঃ শৃঙ্গং মধ্যমন্তদ্ধিরণ্ময়ম্।
দাক্ষিণং রাজতঞ্চৈব শৃঙ্গন্তু স্ফটিক-প্রভম্॥১৩৭
সর্ব্বরত্ন-ময়ঞ্চৈকং শৃঙ্গমুত্তরমুত্তমম্।
এবং কূটৈস্ত্রিভিঃ শৈলৈঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ॥
যত্তদ্বিষুবতং শৃঙ্গং তদর্কঃ প্রতিপদ্যতে।
শরদ্বসন্তয়োর্ম্মধ্যে মধ্যমাং গতিমাস্থিতঃ।

নির্ণীত হয়, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। পঞ্চদশ নিমেষে অথবা একশত ষষ্টি মাত্রায় এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, উনত্রিশকে একশত দ্বারা গুণ করিয়া ষট ত্রিংশৎ যোগ করিলে কিম্বা দ্বিষষ্টির সহিত ত্রয়োবিংশতি যোগ দিলে যাহা হয়, তত মাত্রায় চলা হয়। চতুঃসহস্র অশীতি মাত্রায় বিহ্যাতি। একশত ত্রিশষষ্টি মাত্রায়ও বিহ্যাতি হয়। চারিশত নবতি বিহ্যাতিতে এক বৈধযুগ, চরাংশ এই প্রকার জানিবে; নালিকাই ইহার প্রতি কারণ। সম্বৎসরাদি পাঁচটী বিভাগ চতুর্ব্বিধ পরিমাণে হইয়া থাকে। সমুদয় বিভাগের সমষ্টির নাম যুগ। ঐ সমস্ত বিভাগের মধ্যে যে প্রথম বিভাগ, তাহার নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর নামে অভিহিত। এক যুগ মধ্যে সূর্য্যের বিংশত্যধিক শত পর্ব্বকাল পূর্ণ হয় এবং এক সহস্র আট শত ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয় অর্থাৎ সাবন দিন হইয়া থাকে। যুগকালের ঋতুসংখ্যা ত্রিংশৎ, অয়ন সংখ্যা দশ, এবং মাস সংখ্যা ষষ্টি, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক সৌরমাস গণিত হয়। একষষ্টি অহোরাত্রকে এক অনু কহে। সমস্ত ভুবন পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের একশত তিরাশী দিন কাটিয়া যায়, এই দিন সৌর, সৌম্য নক্ষত্র ও সাবন নাম দ্বারা পুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্বেতদ্বীপের উত্তরদিকে শৃঙ্গবান্ নামে একটি পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ আকাশস্পর্শী, এজন্য উহার নাম হইয়াছে শৃঙ্গবান্। শৃঙ্গবান্ বিস্তার, একমার্গ ও বিষ্কম্ভ নামে প্রসিদ্ধ। উহার মধ্যমশৃঙ্গ স্বর্ণময়, দক্ষিণশৃঙ্গ স্ফটিকনিভ। রৌপ্যময় এবং উত্তর শৃঙ্গ সর্ব্ববিধ রত্নপরিপূর্ণ এইরূপ শৃঙ্গত্রয় আছে বলিয়াই ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গবান্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যবর্ত্তিকালে সূর্য্য যখন মধ্যম গতি অবলম্বন করিয়া

অহস্তন্যায়াথো রাত্রিং করোতি তিমিরাপহঃ ॥
হরিতাশ্চ হয়া দিব্যাস্তে নিযুক্তা মহারথে ।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি পদ্মরক্তৈর্গভস্তিভিঃ ॥ ১৪০
মেষান্তে চ তুলান্তে চ ভাস্করোদয়তঃ স্মৃতাঃ ।
মুহূর্ত্তা দশপঞ্চৈব অহোরাত্রিশ্চ তাবতী ॥ ১৪১
কৃত্তিকানাং যদা সূর্য্যঃ প্রথমাংশগতো ভবেৎ ।
বিশাখানাং তদা জ্ঞেয়শ্চতুর্থাংশে নিশাকরঃ ॥ ১৪২
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরতেহংশং তৃতীয়কম্ ।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥
বিষুবন্তং তদা বিদ্যাদেবমাহুর্মহর্ষয়ঃ ।
সূর্য্যেণ বিষুবং বিদ্যাৎ কালং সোমেন লক্ষয়েৎ ॥
সমা রাত্রিরহশ্চৈব যদা তদ্বিষুবদ্ভবেৎ ।
তদা দানানি দেয়ানি পিতৃভ্যো বিষুবত্যপি ।
ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ মুখমেতত্তু দৈবতম্ ॥ ১৪৫
উনরাত্রাধিমাসৌ চ কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তকাঃ ।
পৌর্ণমাসী তথা জ্ঞেয়া অমাবস্যা তথৈব চ ।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ১৪৬

তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ ।
নভো নভস্যোঽথ ইষুঃ সহোর্জঃ ।
সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ ॥ ১৪৭
সংবৎসরাস্ততো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চাব্দা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
তস্মাত্তু ঋতবো জ্ঞেয়া ঋতবো হ্যন্তরাঃ স্মৃতাঃ ॥
তস্মাদৃতুমুখা জ্ঞেয়া অমাবাস্যাস্তু পর্ব্বণঃ ।
তস্মাত্তু বিষুবং জ্ঞেয়ং পিতৃদৈব-হিতং সদা ॥ ১৪৯
এবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যেত দৈবে পৈত্রে চ মানবঃ ।
তস্মাৎ স্মৃতং প্রজানাং বৈ বিষুবং সর্ব্বগং সদা ॥
আলোকান্তঃ স্মৃতোলোকো লোকস্তোলোক উচ্যতে
লোকপালাঃ স্থিতাস্তত্র লোকালোকস্য মধ্যতঃ ॥
চত্বারস্তে মহাত্মানস্তিষ্ঠন্ত্যা ভূতসংপ্লবাৎ ।
সুধামা চৈব বৈরাজঃ কর্দ্দমঃ শঙ্খপস্তথা ।
হিরণ্যরোমা পর্জ্জন্যঃ কেতুমান্ জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫২
নির্দ্বন্দ্বা নিরভিমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ ।

তাহার বিষুবতাখ্য শৃঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। আরও ঐ সময়ে তাঁহার মহারথে নিযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্বগুলি পদ্মরাগবৎ রক্তবর্ণ কিরণপটলে অনুলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মেষ ও তুলারাশির শেষভাগে যদি সূর্য্যোদয় হয়, তবে দিবা ও রাত্রিমান উভয়ই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত করিয়া হইয়া থাকে। যে কালে সূর্য্যদেব কৃত্তিকার চতুর্থাংশে অবস্থান করেন, তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থাংশে গমন করিয়া থাকেন। সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশে গমন করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার শেষভাগে অবস্থিতি করেন। মহর্ষিগণ সেই সময়কে বিষুবান্ কাল বলিয়া থাকেন। সূর্য্য ও চন্দ্র দ্বারা এই বিষুবকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। ১২০—১৪৪। বিষুবকালে দিবামান ও রাত্রিমান, সমান তুল্য হইয়া থাকে। এই সময়ে পিতৃদিগকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে দান করা কর্ত্তব্য; কেননা ব্রাহ্মণগণই দেবতাদিগের মুখস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। উনরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি, ইহাদিগকেও বিষুবকালের ন্যায় শ্রাদ্ধ ও দানকার্য্যে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই ছয়মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয়মাস দক্ষিণায়ন আখ্যায় নির্দ্দিষ্ট। হে ব্রহ্মপুত্রগণ! এই প্রকারে সম্বৎসরাদি পঞ্চাব্দ ও ঋতুসমূহ জানিবেন। ঋতুসমূহ অন্তরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অমাবস্যাদি ঋতুমুখ পর্ব্ব, তাহা হইতে দেব ও পিতৃগণের হিতকারক বিষুবকাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষুবৎ প্রজাদিগের মঙ্গলকর, সুতরাং মানবগণ এই সমস্ত অবগত হইলে দৈব ও পিতৃকার্য্যে মুগ্ধ হয় না। যে সকল স্থান আলোকে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশিত স্থান লোক নামে অভিহিত। লোকালোকের মধ্যভাগে লোকপাল সকল অবস্থান করেন, তন্মধ্যে চারিজন লোকপাল আপ্রলয়কাল অবস্থিত থাকেন। লোকপালদিগের নাম সকল যথা—সুধামা, বৈরাজ, কর্দ্দম, শঙ্খপ, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, কেতুমান ও জাত-নিশ্চয়। ইহারা সকলেই শীতোষ্ণাদি

লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে চতুর্দ্দিশম্
উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ ১৪৪
তত্রাসতে প্রজাবন্তো মুনয়ো হ্যগ্নিহোত্রিণঃ।
লোকস্য সন্তানকরাঃ পিতৃযানে পথি স্থিতাঃ ॥১৫৫
ভূতারম্ভকৃতং কর্ম্ম আশিষা ঋত্বিগুচ্যতে।
প্রারভন্তে লোককামাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ ॥
চলিতং তে পুনর্ধর্ম্মং স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে।
সন্তত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ ॥১৫৭
জায়মানাস্তু পূর্ব্বে বৈ পশ্চিমানাং গৃহেষু চ।
পশ্চিমাশ্চৈব জায়ন্তে পূর্ব্বেষাং নিধনেষ্বপি।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্ত্যা ভূতসংপ্লবাৎ ॥ ১৫৮
অষ্টাশীতি-সহস্রাণি মুনীনাং গৃহমেধিনাম্।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং স্থিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্।
ক্রিয়াবতাং প্রসংখ্যেয়া যে শ্মশানানি ভেজিরে।
লোক-সংব্যবহারেণ ভূতারম্ভকৃতেন চ।
ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রবৃত্ত্যা চ মৈথুনোপগমেন চ ॥১৬০
তথা কামকৃতেনেহ সেবনাদ্বিষয়স্য চ।
এতৈস্তৈঃ কারণৈঃ সিদ্ধাঃ শ্মশানানি হি ভেজিরে
প্রজৈষিণস্তে মুনয়ো দ্বাপরেম্বিহ জজ্ঞিরে ॥ ২৬২
নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানস্তু স স্মৃতঃ ॥ ১৬৩
যত্র তে বাসিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তে তস্মান্মৃত্যুর্জ্জিতস্তু তৈঃ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্ পন্থানমর্য্যাম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবাৎ ॥ ১৬৫
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে
আভূতসংপ্লবস্থানামমৃতত্বং বিভাষ্যতে ॥ ১৬৬
ত্রৈলোক্যস্থিতি-কালোঽয়মপুনর্ম্মার্গগামিণঃ।
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতোঽপরম্।
আভূতসংপ্লবান্তে তু ক্ষীয়ন্তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥১৬৭
উর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্রাস্তি বৈ স্মৃতম্।

দ্বন্দ্বজ্ঞানবর্জ্জিত নিরভিমান শাসন-বহির্ভূত এবং অপ্রতিগ্রহ। লোকালোকের চারিদিকে এই সকল লোকপাল অবস্থিত আছেন। অগস্ত্যের উত্তরদিকে, অজবীথীর দক্ষিণে এবং বৈশ্বানর-পথের বহির্ভাগে যে পিতৃযান নামে পথ আছে, সেই পিতৃযানপথে প্রজাবান্ ও প্রজাবর্দ্ধক অগ্নিহোত্র মুনিগণ বাস করেন। এই দক্ষিণ পিতৃযানস্থ মুনিগণ, আশীর্ব্বাদ এবং ভূতারম্ভ ও ঋত্বিক্সুষ্ঠের কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজাবর্দ্ধন, তপস্যা, মর্য্যাদা ও শাস্ত্র-চিন্তায় বিনষ্টধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এই সকল মুনি মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ পরবর্ত্তি-গণের স্থানে প্রাদুর্ভূত হন এবং পরবর্ত্তিগণ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিধন হইলে প্রাদুর্ভূত হন, এইরূপ পরিবর্ত্তন অনুসারে তাঁহারা ভূত-গণের প্রলয়কাল যাবৎ অবস্থান করিয়া থাকেন। সূর্য্যের দক্ষিণমার্গে চন্দ্রমণ্ডল ও তারকামণ্ডল যাবৎ যে অষ্টাশীতি-সহস্র মুনি অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রিয়াবান্ মুনি-দিগের মধ্যে পরিগণিত এবং শ্মশানবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকব্যবহার, ভূতারম্ভ কার্য্য ইচ্ছা দ্বেষাদি প্রবৃত্তি ও মৈথুনাদি কাম-কৃত কার্য্যপরম্পরা, বিষয়সেবা এই সমস্ত কারণে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া শ্মশান অব-লম্বন করিয়াছেন। এই সকল প্রজাভি-লাষী মুনি দ্বাপরযুগে এই মর্ত্যভূমিতে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন। নাগবীথীর উত্তরদিকে ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণদিকে যে পথ, তাহাই দেবযান নামক সূর্য্যের উত্তরপথ বলিয়া অভিহিত; এই পথে যে সকল বিমলচেতা সিদ্ধ ব্রহ্মচারী বাস করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়। এই উর্দ্ধরেতা মুনিগণের সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র, ইহাঁরা প্রলয়কাল যাবৎ উত্তর পথেই অবস্থান করেন এবং যথাযথ কারণ পরম্পরায় শুদ্ধচেতা হওয়ায় প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অমর হইতে পারিয়াছেন। ইহাই ইহাঁ-দিগের ত্রৈলোক্য অবস্থান কাল। এই কাল মধ্যে ইহাঁরা অন্যমার্গে গমন করেন না। তবে ব্রহ্মহত্যা বা অশ্বমেধাদি পাপপুণ্য কার্য্যানু-ষ্ঠান করিলে ঐ উর্দ্ধরেতাগণের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই উর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের

এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥
তত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাধকাঃ ॥ ১৬৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স্বায়ম্ভুবে নিসর্গে তু ব্যাখ্যাতান্যন্তরাণি তু ।
ভবিষ্যাণি চ সর্ব্বাণি তেষাং বক্ষ্যাম্যনুক্রমম্ ॥ ১
এতচ্ছ্রুত্বা তু মুনয়ঃ প্রপচ্ছুর্লোমহর্ষণম্ ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারং গ্রহাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ২

ঋষয় উচুঃ ।

ভ্রমন্তে কথমেতানি জ্যোতীংষি দিবি মণ্ডলম্ ।
তির্য্যগ্‌ব্যূহেন সর্ব্বাণি তথৈবাসঙ্করেণ চ ।
কশ্চ ভ্রাময়তে তানি ভ্রমন্তি যদি বা স্বয়ম্ ॥ ৩

উত্তরভাগে ধ্রুবলোক, ইহা আকাশমার্গে সমুজ্জ্বল ও দিব্য বিষ্ণুপদ নামে তৃতীয় লোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিষ্ণুর পরমপদ এই ধ্রুবলোকে যাইতে পারিলে শোক দুঃখাদি কোন যাতনা থাকে না। এই লোকে ধার্ম্মিক সাধকেরা বাস করেন। ১৪৫—১৬৯।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, এইরূপে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টি-কালীন অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ব্যাখ্যাত হইল। অনন্তর তাহার আনুক্রমিক বিবরণ কীর্ত্তন করিব। মুনিগণ তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগণের সঞ্চরণকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, আকাশমণ্ডলে এই জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ কিরূপে বক্র ও পরস্পর পৃথক্ ভাবে ভ্রমণ করে?

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামস্ততো নিগদ সত্তম ।
ভূতসম্মোহনন্ত্বেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪

সূত উবাচ ।

ভূতসম্মোহনং হ্যেতদ্ ব্রুবতো মে নিবোধত ।
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যং যত্তৎসম্মোহয়তে প্রজাঃ ॥ ৫
যোঽসৌ চতুর্দ্দিশং পুচ্ছে শিশুমারে ব্যবস্থিতঃ ।
উত্তানপাদ-পুত্ত্রোঽসৌ মেধীভূতো ধ্রুবো দিবি ॥
স হি ভ্রমন্ ভ্রাময়তে চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সহ ।
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥ ৭
ধ্রুবস্য মনসা চাসৌ সর্পতে ভগণঃ স্বয়ম্ ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ॥ ৮
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ ।
তেষাং যোগশ্চ ভেদশ্চ কালচারস্তথৈব চ ॥ ৯
অস্তোদয়ৌ তথোৎপাতা অয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
বিষুবদ্‌গ্রহবর্ণাশ্চ ধ্রুবাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ ১০

ইহারা আপনা হইতেই ভ্রমণ করে অথবা অন্য কেহ ইহাদিগকে ভ্রমণ করায়? হে সাধুবর! আমরা এই সকল বিস্ময়কর বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। এই বিবরণ জানিবার জন্য আমাদিগের একান্ত কৌতূহল হইয়াছে। সূত বলিলেন, যাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ দেখিলেও প্রজা-গণ মুগ্ধ হইয়া থাকে, ভূতগণের চমৎকারকর সে সকল ঘটনা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আকাশমণ্ডলে চারিদিকে বিস্তৃত শিশুমার পুচ্ছে অবস্থিত যে একটী নক্ষত্র আছে, উহাই উত্তানপাদপুত্ত্র মেধীভূত ধ্রুব। এই ধ্রুব নিজেই ভ্রমণ করিতে করিতে রবি শশী ও অন্যান্য গ্রহকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে। ধ্রুব ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে অপর নক্ষত্র চক্রের ন্যায় তাহার অনুগমন করে। ধ্রুবের গতিক্রমেই নক্ষত্রগণ, রবি, শশী, তারা ও গ্রহগণ ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারা বায়ুস্বরূপ রজ্জু দ্বারা ধ্রুবের সহিত নিবদ্ধ আছে, সুতরাং ধ্রুব হইতেই তাহাদিগের যোগ, বিয়োগ, কালসঞ্চরণ, অস্ত, উদয়, উৎপাত, দক্ষিণ ও উত্তর অয়ন ও বিষুবৎ প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ১—১০।

বর্ষা ঘর্ম্মো হিমং রাত্রিঃ সন্ধ্যা চৈব দিনং তথা।
শুভাশুভং প্রজানাঞ্চ ধ্রুবাং সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ ১১
ধ্রুবেণাধিকৃতাংশ্চৈব সূর্য্যোপাবৃত্য তিষ্ঠতি।
তদেষ দীপ্তকিরণঃ স কালাগ্নির্দ্দিবাকরঃ।
পরিবর্ত্তক্রমাদ্বিপ্রা ভাভিরালোকয়ন্ দিশঃ॥ ১২
সূর্য্যঃ কিরণজালেন বায়ুযুক্তেন সর্ব্বশঃ।
জগতো জলমাদত্তে কৃৎস্নস্য দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৩
আদিত্যপীতং সূর্য্যাগ্নেঃ সোমং সংক্রমতে জলম্
নাড়ীভির্বায়ুযুক্তাভির্লোকাধানং প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
যৎ সোমাৎ স্রবতে সূর্য্যস্তদভ্রেষবতিষ্ঠতে।
মেঘা বায়ুনিঘাতেন বিসৃজন্তি জলং ভুবি॥ ১৫
এবমুৎক্ষিপ্যতে চৈব পততে চ পুনর্জ্জলম্।
নানাপ্রকারমুদকং তদেব পরিবর্ত্ততে॥ ১৬
সন্ধারণার্থং ভূতানাং মায়ৈষা বিশ্বনির্ম্মিতা।
অনয়া মায়য়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ১৭

বিশ্বেশো লোককৃদ্দেবঃ সহস্রাংশুঃ প্রজাপতিঃ।
ধাতা কৃৎস্নস্য লোকস্য প্রভুর্বিষ্ণুর্দিবাকরঃ॥ ১৮
সর্ব্বলৌকিকমম্ভো বৈ যৎ সোমান্নভসঃ ক্ষরতম্।
সোমাধারং জগৎ সর্ব্বমেতত্তথ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৯
সূর্য্যাদুষ্ণং নিস্রবতে সোমাচ্ছীতং প্রবর্ত্ততে।
শীতোষ্ণবীর্য্যৌ দ্বাবেতৌ যুক্তৌ ধারয়তো জগৎ॥
সোমাধারা নদী গঙ্গা পবিত্রা বিমলোদকা।
সোমপুত্রপুরোগাশ্চ মহানদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২১
সর্ব্বভূতশরীরেষু আপো হ্যনুগতাশ্চ যাঃ।
তেষু সন্দহ্যমানেষু জঙ্গমস্থাবরেষু চ॥ ২২
ধূমভূতাস্তু তা আপো নিষ্ক্রামন্তীহ সর্ব্বশঃ।
তেন চাভ্রাণি জায়ন্তে স্থানমভ্রাস্তসাং স্মৃতম্॥ ২৩
আর্কং তেজো হি ভূতেভ্যো হ্যাদত্তে রশ্মিভির্জলম্
সমুদ্রাদ্বায়ুসংযোগাদ্বহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ॥ ২৪
যতস্ত্বৃতুবশাৎ কালে পরিবর্ত্তো দিবাকরঃ।
যচ্ছত্যপো হি মেঘেভ্যঃ শুক্লাঃ শুক্লাংশুভিস্তিভিঃ॥

এতদ্ব্যতীত বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, সন্ধ্যা, দিন এবং প্রজাদিগের শুভাশুভাদিও ধ্রুব হইতেই হইয়া থাকে। সকল গ্রহ ধ্রুব কর্ত্তৃক অধিকৃত; সুতরাং সূর্য্যও ধ্রুব-দ্বারা আবৃত থাকেন বলিয়া এইরূপ দীপ্ত-কিরণ ও কালাগ্নিস্বরূপ হইয়া দিবাকর হইতে পারিয়াছেন এবং পরিবর্ত্তন ক্রমে চারিদিক্ আলোকিত করিতেছেন। হে দ্বিজবরগণ! সূর্য্য বায়ুযুক্ত কিরণজালে সমুদায় জগতের জল গ্রহণ করেন। সেই সূর্য্যগৃহীত জল বায়ু সমন্বিত নাড়ী সমূহ যোগে সূর্য্যাগ্নি হইতে চন্দ্রে সংক্রমিত হয় এবং তাহা হইতেই লোকপরম্পরা সৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যযোগে চন্দ্র হইতে জল বাহির হইয়া তাহার অগ্রভাগে অবস্থান করে এবং মেঘ বায়ু নিঘাত দ্বারা সেই জল পৃথিবীতে বর্ষণ করে। এইরূপে জল একবার উৎক্ষিপ্ত ও আবার পতিত হয় বলিয়া নানাপ্রকারে পরি-বর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভূতগণের প্রতিপালনার্থই বিশ্ব-মধ্যে এই মায়া সৃষ্ট হইয়াছে, নিখিল চরাচর ত্রৈলোক্যই এই মায়ায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই সকল কারণেই সূর্য্যদেব বিশ্বেশ্বর, লোকেশ্বর, প্রজাপতি, সর্ব্বলোক-বিধাতা, প্রভু, বিষ্ণু এবং দিবাকর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আকাশস্থ চন্দ্র-মণ্ডল হইতে সার্ব্বলৌকিক সলিল নিঃসৃত হয়, এই জন্য জগৎ সোমাধার নামে কথিত। সূর্য্য হইতে উষ্ণ এবং চন্দ্র হইতে শীত প্রব-র্ত্তিত হয়; এই জন্য চন্দ্রসূর্য্য শীতবীর্য্য ও উষ্ণ-বীর্য্য নামে নির্দ্দিষ্ট। ইঁহারা উভয়ে সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ১১—২০। হে দ্বিজবরগণ! বিমলজলময়ী পবিত্র গঙ্গা নদী সোমাধার এবং মহানদীসমূহও সোম-সন্ততিগণের অগ্রণী। সর্ব্বভূত শরীরে যে জলরাশি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, চরাচর প্রভৃতি দগ্ধ হইবার সময় সেই জলরাশি ধূমরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, তাহাই জলের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সূর্য্য-স্বীয় রশ্মিনিচয় দ্বারা ভূতবৃন্দ হইতে জল গ্রহণ করেন এবং সমুদ্র হইতেও বায়ুসংযোগে জল লইয়া থাকেন। দিবাকর ঋতুবশে যথাকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া শুভ্র কিরণপটলে মেঘ হইতে

অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতার্থায় বায়ুভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৬
ততো বর্ষতি ষণ্মাসান্ সর্ব্বভূতবিবৃদ্ধয়ে।
বায়ব্যং স্তনিতঞ্চৈব বৈদ্যুতঞ্চাগ্নিসম্ভবম্ ॥ ২৭
মেহনাচ্চ মিহের্দ্ধাতোর্মেঘত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি চ।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্ত্বাপস্তদভ্রং কবয়ো বিদুঃ ॥ ২৮
মেঘানাং পুনরুৎপত্তিস্ত্রিবিধা যোনিরুচ্যতে।
আগ্নেয়া ব্রহ্মজাশ্চৈব পক্ষজাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
ত্রিধা ঘনাঃ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি সম্ভবম্ ॥
আগ্নেয়াস্ত্বর্ণজাঃ প্রোক্তাস্তেষাং তস্মাৎ প্রবর্ত্তনম্
শীতদুর্দ্দিনবাতা যে স্বগুণাস্তে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩০
মহিষাশ্চ বরাহাশ্চ মত্তমাতঙ্গ-গামিনঃ।
ভূত্বা ধরণিমভ্যেত্য বিচরন্তি রমন্তি চ ॥ ৩১
জীমূতা নাম তে মেঘা এতেভ্যো জীবসম্ভবাঃ।
বিদ্যুদ্গুণবিহীনাশ্চ জলধারা বিলম্বিনঃ ॥ ৩২
মূকা ঘনা মহাকায়াঃ প্রবাহস্য বশানুগাঃ।
ক্রোশমাত্রাচ্চ বর্ষন্তি ক্রোশার্দ্ধাদপি বা পুনঃ ॥ ৩৩
পর্ব্বতাগ্রনিতম্বেষু বর্ষন্তি চ রমন্তি চ।
বলাকা-গর্ভদাশ্চৈব বলাকাগর্ভধারিণঃ ॥ ৩৪
ব্রহ্মজা নাম তে মেঘা ব্রহ্মনিশ্বাস-সম্ভবাঃ।
তে হি বিদ্যুদ্গুণোপেতাঃ স্তনয়ন্তি স্বনপ্রিয়াঃ ॥ ৩৫
তেষাং শব্দপ্রণাদেন ভূমিঃ স্বাঙ্গরুহোদ্গমা।
রাজ্ঞী রাজ্যাভিষিক্তেব পুনর্যৌবনমশ্নুতে।
তেষ্বিয়ং প্রীতিমাসক্তা ভূতানাং জীবতোদ্ভবা ॥
জীমূতা নাম তে মেঘা যেভ্যো জীবস্য সম্ভবাঃ।
দ্বিতীয়ং প্রবহং বায়ুং মেঘাস্তে তু সমাশ্রিতাঃ ॥
এতে যোজনমাত্রাচ্চ সার্দ্ধার্দ্ধাদ্বিকৃতাদপি।
বৃষ্টিসর্গস্তথা তেষাং ধারাসারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮
পুষ্করাবর্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ।
শক্রেণ পক্ষাশ্ছিন্নাশ্চ পর্ব্বতানাং মহৌজসাম্।
কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূতানাং শিবমিচ্ছতাম্ ॥
পুষ্করা নাম তে মেঘা বৃহন্তস্তোয়মৎসরাঃ।

শুক্র জলরাশি প্রদান করেন। মেঘস্থ জলরাশি বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সর্ব্বভূতের হিতের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বায়ুবশেই পতিত হয়; সুতরাং সর্ব্বভূত বৃদ্ধি জন্য ছয়মাস বর্ষণ হইয়া থাকে। মেঘগর্জ্জন এবং বিদ্যুদগ্নিও বায়ু হইতে আবির্ভূত হয়। মেহন অর্থে ক্ষরণ। সেই মেহন জন্য মিহ ধাতু হইতে মেঘ নাম নিরূপিত হইয়াছে। সহসা জলসমূহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া কবিগণ তাহার অপর নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন অভ্র। মেঘসমূহের উৎপত্তি তিন প্রকার উক্ত আছে। যথা—আগ্নেয়, ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। ত্রিবিধ মেঘের লক্ষণাদি আমি যথাসম্ভব কীর্ত্তন করিতেছি। অর্ণজ মেঘকে আগ্নেয় মেঘ কহে, এই মেঘের উৎপত্তি সমুদ্র হইতে হয়। এই মেঘ হইতে শীত, দুর্দ্দিন, বায়ু উৎপন্ন হয়। যে সকল মত্ত মাতঙ্গগামী মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি জন্তু জন্মিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে, সেই সকল জীবের উৎপত্তির কারণস্বরূপ মেঘ জীমূত নামে নিরূপিত। এই জীমূত মেঘে বিদ্যুদ্গুণ নাই, ইহা জলধারায় লম্বিত হইয়া পড়ে। ইহারা শব্দশূন্য মহাকায় এবং প্রবাহের বশীভূত। একক্রোশ বা অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া এই মেঘের বর্ষণ হয়। বিশেষতঃ পর্ব্বতের শিখরদেশে ও নিতম্বদেশে ইহার বর্ষণ অধিক হইয়া থাকে। এই মেঘ বলাকাগণের গর্ভধারণ করায়, তাই বলাকাগর্ভদ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে ইহাদিগের প্রথম উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাদিগকে ব্রহ্মজ মেঘ বলে। জীমূত মেঘ বিদ্যুদ্গুণান্বিত হইলে অতি গম্ভীর শব্দ করে। সেই শব্দ শ্রবণে ভূমির অঙ্কুরোদ্ভব হয়, তাহাতে ভূমি রাজ্যাভিষিক্তা রাজ্ঞীর ন্যায় পুনরায় যৌবন-শোভা ধারণ করে। জীমূত-মেঘ ঐ ভূমিতে প্রীত হইয়া যখন আসক্ত হইয়া থাকে, তখন তাহা হইতে ভূতগণের জীবন সঞ্চার হয়। এই মেঘ প্রবহ নামক দ্বিতীয় বায়ু অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা সপাদ এক যোজন ব্যাপিয়া বর্ষণ ও ধারাসার প্রদান করে। ২২—৩৮। পক্ষ হইতে যে মেঘসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই পক্ষজ মেঘদিগের নাম পুষ্করাবর্ত্তক। ইন্দ্র ভূতগণের মঙ্গলকামনায় যথেচ্ছগামী

পুষ্করাবর্ত্তকাস্তেন কারণেনেহ শব্দিতাঃ॥ ৪০
নানারূপধরাশ্চৈব মহাঘোরতরাশ্চ তে।
কল্পান্তরৃষ্টেঃ স্রষ্টারঃ সম্বর্ত্তাগ্নের্নিয়ামকাঃ॥ ৪১
বর্ষন্ত্যেতে যুগান্তেষু তৃতীয়াস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনেকরূপসংস্থানাঃ পূরয়ন্তো মহীতলম্।
বায়ুং পরং বহন্তঃ স্যুরাশ্রিতাঃ কল্পসাধকাঃ॥ ৪২
তাঞ্চাস্যাণ্ডকপালস্য সর্ব্বে মেঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নং ধূমঃ সর্ব্বেষামবিশেষতঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠস্তু পর্জ্জন্যশ্চত্বারশ্চৈব দিগ্‌গজাঃ॥
গজানাং পর্ব্বতানাঞ্চ মেঘানাং ভোগিভিঃ সহ।
কুলমেকং পৃথগ্‌ভূতং যোনিরেকা জলং স্মৃতম্॥
পর্জ্জন্যো দিগ্‌গজাশ্চৈব হেমন্তে শীতসম্ভবাঃ।
তুষারবৃষ্টিং বর্ষন্তি সর্ব্বশস্যবিবৃদ্ধয়ে॥ ৪৫
শ্রেষ্ঠঃ পরিবহো নাম তেষাং বায়ুরপাশ্রয়ঃ।
যোঽসৌ বিভর্ত্তি ভগবান্ গঙ্গামাকাশগোচরাম্

দিব্যামৃতজলাং পুণ্যাং বিদ্যাং স্বর্গপথি স্থিতাম্।
তস্যাবিস্পন্দজন্তোয়ং দিগ্‌গজাঃ পৃথুভিঃ করৈঃ।
শীকরং সম্প্রমুঞ্চন্তি নীহার ইতি স স্মৃতঃ॥ ৪৭
দক্ষিণেন গিরির্যোঽসৌ হেমকূট ইতি স্মৃতঃ।
উদগ্ হিমবতঃ শৈলাদুত্তরস্য চ দক্ষিণে।
পুণ্ড্রং নাম সমাখ্যাতং নগরং তত্র বৈ স্মৃতম্॥
তস্মিন্নিপতিতং বর্ষং যত্তুষারসমুদ্ভবম্।
ততস্তদাবহো বায়ুর্হিমশৈলাৎ সমুদ্বহন্।
আনয়ত্যাত্মযোগেন সিঞ্চমানো মহাগিরিম্॥ ৪৯
হিমবন্তমতিক্রম্য বৃষ্টিশেষং ততঃ পরম্।
ইহাভ্যেতি ততঃ পশ্চাদপরান্ত-বিবৃদ্ধয়ে॥ ৫০
মেঘাবাপ্যায়নঞ্চৈব সর্ব্বমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
সূর্য্য এব তু বৃষ্টীনাং স্রষ্টা সমুপদিশ্যতে॥ ৫১
ধ্রুবেণাবেষ্টিতঃ সূর্য্যস্তাভ্যাং বৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে।
ধ্রুবেণাবেষ্টিতো বায়ুর্বৃষ্টিং সংহরতে পুনঃ॥ ৫২
গ্রহান্নিঃসৃত্য সূর্য্যাত্তু কৃৎস্নে নক্ষত্র-মণ্ডলে।
বারস্যান্তে বিশত্যর্কং ধ্রুবেণ পরিবেষ্টিতম্॥ ৫৩

মহাতেজঃসম্পন্ন প্রবৃদ্ধ পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদন করিলে তাহা হইতে 'বিপুলকায় বহুল জলময় পুষ্কর মেঘসমূহ উৎপন্ন হয়; এই কারণ ইহাদিগকে পুষ্করাবর্ত্তক বলে। এই সকল মেঘ নানারূপধর, অতি ঘোরতর, কল্পান্ত-কালে বৃষ্টিপ্রদ, সম্বর্ত্তক অগ্নির প্রশমক এবং যুগান্তকালে বর্ষণকারী। এই মেঘ তৃতীয় মেঘ বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহারা বিবিধ আকৃতি ধারণ-পূর্ব্বক মহীতল পূর্ণ করে এবং ইহারাই পরবায়ুর প্রবাহয়িতা, দেবগণের আশ্রিত ও কল্পসমূহের সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহারা প্রাকৃত অণ্ডকপালের অংশ হইতে উৎ-পন্ন, তাহারাও মেঘ নামে প্রসিদ্ধ। ধূম সর্ব্ববিধ মেঘেরই বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধক। পর্জ্জন্য নামক মেঘ এই সকল মেঘ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই চারি প্রকার মেঘকেই দিগ্‌গজ বলা হয়। গজ, পর্ব্বত, মেঘ ও সর্পদিগের কুল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, এক জলই ইহাদিগের উৎপত্তি-কারণ। পর্জ্জন্য ও শীতসম্ভূত দিগ্‌গজগণ হেমন্তকালে সর্ব্বশস্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত তুষার বর্ষণ করে। বায়ুগণের মধ্যে পরিবহ নামক প্রধান বায়ু স্বর্গপথস্থিতা, বিদ্যাস্বরূপিণী বহুল জলশালিনী আকাশগোচরা পবিত্রা দিব্যগঙ্গাকে ধারণ করেন। ঐ গঙ্গার স্পন্দসম্ভূত জল দিগ্‌গজগণ স্ব স্ব স্থূল শুণ্ড-দ্বারা শীকররূপে নিক্ষেপ করে, তাহাই নীহার নামে নিরূপিত হয়। উত্তরদিক্‌স্থিত হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে হেমকূট নামে পর্ব্বত আছে, তাহার সমীপদেশে পুণ্ড্র নামক নগর বিরাজিত। ঐ নগরে যে তুষারজাত জল নিপতিত হয়, বায়ু তাহা হিমশৈল হইতে বহিয়া আনিয়া মহাগিরিতে সেচন করে। হিমালয় অতিক্রমের পর অন্যান্য ভূভাগের মঙ্গল উদ্দেশে সেই জল এদিকে আনীত হইয়া থাকে। এইরূপে মেঘসকল ও জলের বৃদ্ধির বিষয় বিবৃত হইল। সূর্য্যই বৃষ্টিরাশির স্রষ্টারূপে নির্দ্দিষ্ট এবং সূর্য্য ধ্রুব কর্ত্তৃক আবেষ্টিত থাকে বলিয়া উভয় হইতেই বৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাও বলা হইয়া থাকে। আবার বায়ুও ধ্রুব কর্ত্তৃক আবেষ্টিত হইয়াই বৃষ্টির সংহার করে। সূর্য্য গ্রহ হইতে সমুদায়

অতঃ সূর্য্যরথস্যাথ সন্নিবেশং নিবোধত।
সংস্থিতেনৈকচক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা ॥ ৫৪
হিরণ্ময়েন ভগবান্ পর্ব্বণা তু মহৌজসা।
নষ্টবর্ত্মাঙ্গকারেণ ষট্‌প্রকারৈক-নেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতা সূর্য্যঃ স্যন্দনেন প্রসর্পতি ॥ ৫৫
দশযোজনসাহস্রো বিস্তারায়ামতঃ স্মৃতঃ।
দ্বিগুণোঽস্য রথোপস্থাদীষাদণ্ড-প্রমাণতঃ ॥ ৫৬
স তস্য ব্রহ্মণা সৃষ্টো রথো হ্যর্থবশেন তু।
অসঙ্গঃ কাঞ্চনো দিব্যো যুক্তঃ পরমগৈর্হয়ৈঃ ॥ ৫৭
ছন্দোভির্বাজিরূপৈস্তু যতঃ শুক্রস্ততঃ স্থিতঃ।
বরুণস্যন্দনস্যেহ লক্ষণৈঃ সদৃশস্তু সঃ ॥ ৫৮
তেনাসৌ সর্পতি ব্যোম্নি ভাস্বতা তু দিবাকরঃ।
অথেমানি তু সূর্য্যস্য প্রত্যঙ্গানি রথস্য তু।
সংবৎসরস্যাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৫৯
অহস্তু নাভিঃ সূর্য্যস্য একচক্রঃ স বৈ স্মৃতঃ।
অরাঃ পঞ্চর্ত্তবস্তস্য নেমিঃ ষড়্‌ঋতবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬০
রথনীড়ঃ স্মৃতো হ্যব্দস্ত্বয়নে কূবরাবুভৌ।
মুহূর্ত্তা বন্ধুরাস্তস্য শম্যা তস্য কলাঃ স্মৃতা ॥ ৬১
তস্য কাষ্ঠাঃ স্মৃতা ঘোণা ঈষাদণ্ডঃ ক্ষণাস্তু বৈ।
নিমেষাশ্চানুকর্ষোঽস্য ঈষা চাস্য লবাঃ স্মৃতা ॥ ৬২
রাত্রির্বরূথো ধর্ম্মোঽস্য ধ্বজ ঊর্দ্ধ-সমুচ্ছ্রিতঃ।
যুগাক্ষকোটী তে তস্য অর্থকামাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ৬৩
সপ্তাশ্বরূপাশ্ছন্দাংসি বহন্তে বামতো ধুরম্।
গায়ত্রী চৈব ত্রিষ্টুপ্ চ অনুষ্টুব্ জগতী তথা ॥ ৬৪
পঙ্‌ক্তিশ্চ বৃহতী চৈব উষ্ণিক্ চৈব তু সপ্তমম্।
অক্ষে চক্রং নিবদ্ধস্তু ধ্রুবে ত্বক্ষঃ সমর্পিতঃ ॥ ৬৫
সহচক্রো ভ্রমত্যক্ষঃ সহাক্ষো ভ্রমতি ধ্রুবঃ।
অক্ষঃ সহৈব চক্রেণ ভ্রমতেঽসৌ ধ্রুবেরিতঃ ॥ ৬৬
এবমর্থবশাত্তস্য সন্নিবেশো রথস্য তু।
তথা সংযোগভাগেন সংসিদ্ধো ভাস্বরো রথঃ ॥
তেনাসৌ তরণির্দেবস্তরসা সর্পতে দিবি।
যুগাক্ষকোটী-সম্বদ্ধৌ রশ্মী দ্বৌ স্যন্দনস্য হি ॥ ৬৮
ধ্রুবেণ ভ্রমতো রশ্মী বিচক্রযুগয়োস্তু বৈ।
ভ্রমতো মণ্ডলানি স্যুঃ খেচরস্য রথস্য তু ॥ ৬৯
যুগাক্ষকোটী তে তস্য দক্ষিণে স্যন্দনস্য তু।

নক্ষত্রমণ্ডল নিঃসৃত হইলে তাহারা পুনরায় ধ্রুব-পরিবৃত সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর সূর্য্যরথের সন্নিবেশবিবরণ শ্রবণ করুন। ভগবান্ সূর্য্য একখানি চক্র, পাঁচটি অর ও তিনটি নাভিবিশিষ্ট স্বর্ণমণ্ডিত মহাতেজস্বী পথান্ধকারহর, ছয় প্রকার নেমিযুক্ত রথদ্বারা গমন করেন। ৩৯—৫৫। ঈষাদণ্ড প্রমাণক্রমে এই রথের বিস্তার পরিমাণ দশযোজন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাণ বিংশতিযোজন। সূর্য্যদেবের এই ব্রহ্মনির্ম্মিত কাঞ্চনময় দিব্যরথে প্রয়োজনবশতঃ পরমবেগবান্ অশ্বসকল নিয়োজিত আছে। অশ্বরূপ ছন্দোরাজি এই রথে নিয়োজিত আছে, এবং বরুণরথের সহিত ইহার লক্ষণ সমান, সূর্য্য এই সমুজ্জ্বল রথে আকাশপথে বিচরণ করেন। সূর্য্যরথের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলি যথাক্রমে সম্বৎসরের অবয়বসমূহে কল্পিত হইয়া থাকে। দিবস সূর্য্যচক্রের নাভি, ইহাই একচক্র নামে নিরূপিত; ঋতুসকল তাহার পঞ্চ অর এবং ছয় ঋতু তাহার ছয়টি নেমি; অব্দ রথনীড়, অয়নদ্বয় দুইটি কূবর, মুহূর্ত্ত সকল বন্ধুরসমূহ, কলা-নিচয় শম্যা, কাষ্ঠাসকল ঘোণ, ক্ষণসকল ঈষাদণ্ড, নিমেষসকল অনুকর্ষ, লবসকল ঈষা, রাত্রি বরূথ, দিনমান উন্নত ধ্বজ, অর্থ ও কাম যুগ অক্ষকোটি। যে ছন্দোরূপী সপ্ত অশ্ব রবিরথ বহন করে, তাহাদের নাম যথা—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, বৃহতী ও উষ্ণিক্। অক্ষে চক্র নিবদ্ধ আছে এবং সেই অক্ষ ধ্রুবের সহিত আবদ্ধ। অক্ষ চক্রের সহিত ঘূর্ণিত হয় এবং ধ্রুব অক্ষের সহিত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধ্রুবই চক্রযুক্ত অক্ষকে ঘূর্ণিত করে, এইরূপ বলা হয়। সূর্য্যরথের সন্নিবেশ এইরূপে কল্পিত হইয়াছে এবং ঐ সংযোগভাগে উজ্জ্বল রথ সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য আকাশপথে সূর্য্যদেব বেগে যাইতে পারেন। রথের যুগ ও অক্ষকোটিতে দুইটি রশ্মি সম্বদ্ধ। ধ্রুবের ভ্রমণক্রমে চক্রযুগের রশ্মিদ্বয় ভ্রমণ করে এবং তাহা হইতে আকাশচারী রথেরও মণ্ডল ভ্রমণ

ধ্রুবেণ সংগৃহীতে বৈ দ্বিচক্রে-শ্বেতরজ্জুবৎ ॥ ১০
ভ্রমন্তমনুগচ্ছেতাঃ ধ্রুবং রশ্মী তু তাবুভৌ।
যুগাক্ষকোটী তে তস্য বাতোর্ম্মী স্যন্দনস্য তু ॥ ১১
কীলাসক্তো যথা রজ্জুর্ভ্রমতে সর্ব্বতো দিশম্।
হ্রসতস্তস্য রশ্মী তৌ মণ্ডলেষূত্তরায়ণে ॥ ১২
বর্দ্ধেতে দক্ষিণে চৈব ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
ধ্রুবেণ সংগৃহীতৌ তু রশ্মী বৈ নয়তো রবিম্ ॥ ১৩
আকৃষ্যেতে যদা তৌ বৈ ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতৌ।
তদা সোঽভ্যন্তরং সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু ॥
অশীতি মণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরুভয়োশ্চরন্।
ধ্রুবেণ মুচ্যমানাভ্যাং রশ্মিভ্যাং পুনরেব তু ॥ ১৫
তথৈব বাহ্যতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু।
উদ্বেষ্টয়ন্ স বেগেন মণ্ডলানি তু গচ্ছতি ॥ ১৬

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ষট্পঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

—

হয়। চক্রের দক্ষিণভাগে যুগ ও অক্ষকোটি নিবদ্ধ এবং শ্বেত রজ্জুর ন্যায় ঐ উভয় পদার্থ ধ্রুব কর্তৃক গৃহীত। ধ্রুব ভ্রমণ করিলে ঐ রশ্মিদ্বয় তাহার যুগ ও অক্ষকোটি রশ্মিদ্বয়ের, এবং বাতোর্ম্মী রথের অনুগমন করিয়া থাকে। এই সকল ভ্রমণ কীলকে আবদ্ধ রজ্জুর ন্যায় সর্ব্বদিকেই হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলের উত্তরায়ণকালে ঐ রশ্মিদ্বয়ের হ্রাস হয় এবং দক্ষিণায়নকালে বৃদ্ধি ঘটে। ধ্রুবগৃহীত রশ্মিদ্বয় সূর্য্যকে আকর্ষণ করে; রশ্মিদ্বয় আকর্ষণ করিলে সূর্য্য তাহাদের মধ্যভাগে মণ্ডলক্রমে ভ্রমণ করেন। ধ্রুব কর্তৃক পুনর্ব্বার ঐ রশ্মিদ্বয় যতক্ষণ না মুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যের অশীতিশত মণ্ডল ভ্রমণ করা হয়। তাহার পর সূর্য্য বহির্ভাগে মণ্ডলবেষ্টন করিয়া বেগে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ৫৬—১৬।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

—

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
স রথেঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ ॥ ১
এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ ক্রমেণ তু
ধাতার্য্যমা পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ২
উরগো বাসুকিশ্চৈব সঙ্কীর্ণারশ্চ তাবুভৌ।
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব গন্ধর্ব্বৌ গায়তাং বরৌ ॥ ৩
ক্রতুস্থলাপ্সরাশ্চৈব তথা বৈ পুঞ্জিকস্থলা।
গ্রামণী রথকৃচ্ছ্রশ্চ তপোর্য্যশ্চৈব তাবুভৌ ॥ ৪
রক্ষো হেতিঃ প্রহেতিশ্চ যাতুধানাবুদাহৃতৌ।
মধুমাধবয়োরেষ গণো বসতি ভাস্করে ॥ ৫
বাসত্যগ্রিমিত্রকৌ মাসৌ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ হ।
ঋষিরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ তক্ষকো রম্ভ এব চ ॥ ৬
মেনকা সহজন্যা চ গন্ধর্ব্বৌ চ হহা হুহূঃ।
রথস্বনশ্চ গ্রামণ্যো রথচিত্রশ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
পৌরুষেয়ো ধবশ্চৈব যাতুধানাবুদাহৃতৌ।
এতে বসন্তি বৈ সূর্য্যে মাসয়োঃ শুচিশুক্রয়োঃ ॥৮

—

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, সেই রথে আদিত্যদেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষস এই সপ্তগণের সহিত সূর্য্যদেব অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাঁরা দুই-দুই মাস করিয়া সূর্য্যরথে থাকেন। ধাতা ও অর্য্যমা নামক আদিত্যদ্বয়, পুলস্ত্য ও পুলহ এই দুই ঋষি, বাসুকি ও সঙ্কীর্ণার এই দুই সর্প, গায়কশ্রেষ্ঠ তুম্বুরু ও নারদ, ক্রতুস্থলা ও পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরাদ্বয়, রথকৃচ্ছ্র এবং তপোর্য্য এই দুই যক্ষ, হেতি ও প্রহেতি এই দুই রাক্ষস, এই সপ্তগণ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্য্যমণ্ডলে যথাক্রমে অবস্থিতি করেন। দেবতাদ্বয় মিত্র ও বরুণ, ঋষিদ্বয় অত্রি ও বশিষ্ঠ, সর্পযুগল, তক্ষক ও রম্ভ, অপ্সরাদ্বয় মেনকা ও সহজন্যা, হাহা ও হুহু নামক গন্ধর্ব্বদ্বয়, যক্ষদ্বয় রথস্বন ও রথচিত্র, রাক্ষসদ্বয় পৌরুষেয় ও ধবনামা, এই সপ্তগণ জ্যৈষ্ঠ ও

ততঃ সূর্য্যে পুনস্ত্বন্যা নিবসন্তীহ দেবতাঃ।
ইন্দ্রশ্চৈব বিবস্বাংশ্চ অঙ্গিরা ভৃগুরেব চ। ৯
এলাপর্ণস্তথা সর্পঃ শঙ্খপালশ্চ তাবুভৌ।
বিশ্বাবসূগ্রসেনৌ চ প্রাতশ্চৈবারুণশ্চ হ। ১০
প্রম্লোচেতি চ বিখ্যাতা নিম্লোচেতি চ তে উভে
যাতুধানস্তথা সর্পো ব্যাঘ্রঃ শ্বেতশ্চ তাবুভৌ।
নভোনভস্যয়োরেষ গণো বসতি ভাস্করে। ১১
শরদৃতৌ পুনঃ শুভ্রা বসন্তি মুনিদেবতাঃ।
পর্জ্জন্যশ্চাথ পূষা চ ভরদ্বাজঃ সগৌতমঃ। ১২
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথৈব সুরভিশ্চ যঃ।
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উভে তে শুভলক্ষণে। ১৩
নাগ ঐরাবতশ্চৈব বিশ্রুতশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ সেনানীগ্রামণীশ্চ তৌ। ১৪
আপো বাতশ্চ তাবেতৌ যাতুধানাবুভৌ স্মৃতৌ।
বসন্ত্যেতে তু বৈ সূর্য্যে মাসয়োশ্চ ইষোর্জয়োঃ।
হৈমন্তিকৌ তু দ্বৌ মাসৌ বসন্তি তু দিবাকরে।
অংশো ভগশ্চ দ্বাবেতৌ ক্রতুশ্চ কশ্যপশ্চ হ। ১৬
ভুজঙ্গশ্চ মহাপদ্মঃ সর্পঃ কর্কোটকস্তথা।
চিত্রসেনশ্চ গন্ধর্ব্ব ঊর্ণায়ুশ্চৈব তাবুভৌ। ১৭
উর্ব্বশী বিপ্রচিত্তিশ্চ তথৈবাপ্সরসৌ শুভে।
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানীগ্রামণীশ্চ তৌ। ১৮
বিদ্যুৎস্ফূর্জ্জশ্চ তাবুগ্রৌ যাতুধানাবুদাহৃতৌ।
সহে চৈব সহস্যে চ বসন্ত্যেতে দিবাকরে। ১৯
ততঃ শৈশিরয়োশ্চাপি মাসয়োর্নিবসন্তি বৈ।
ত্বষ্টা বিষ্ণুর্জমদগ্নির্বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ। ২০
কাদ্রবেয়ৌ তথা নাগৌ কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।
গন্ধর্ব্বৌ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চ্চাস্তথৈব চ। ২১
তিলোত্তমাপ্সরাশ্চৈব দেবী রম্ভা মনোরমা।
ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব গ্রামণ্যৌ লোকবিশ্রুতৌ।
ব্রহ্মোপেতস্তথা রক্ষো যজ্ঞোপেতশ্চ স স্মৃতঃ।
এতে দেবা বসন্ত্যর্কে দ্বৌ মাসৌ তু ক্রমেণ তু।
স্থানাভিমানিনো হ্যেতে গণা দ্বাদশসপ্তকাঃ।
সূর্য্যমাপ্যায়য়ন্ত্যেতে তেজসা তেজ উত্তমম্। ২৪
গ্রথিতৈস্তৈর্ব্বচোভিস্তু স্তুবন্তি মুনয়ো রবিম্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গীতনৃত্যৈরুপাসতে। ২৫
গ্রামণীযক্ষভূতাস্তু কুর্ব্বতে ভীম-সংগ্রহম্।
সর্পা বহন্তি সূর্য্যাঞ্চ যাতুধানানুযান্তি চ।

আষাঢ় মাসে ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্র ও বিবস্বান্ দেবতা, অঙ্গিরা ও ভৃগু ঋষি, এলাপর্ণ ও শঙ্খপাল সর্প, বিশ্বাবসু ও উগ্রসেন গন্ধর্ব্ব, প্রাত ও অরুণ যক্ষ, প্রম্লোচা ও নিম্লোচা অপ্সরা, ব্যাঘ্র ও শ্বেত নিশাচর এই সপ্তগণ শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে যথাক্রমে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। ১—১১। পর্জ্জন্য ও পূষা দেবতা, ভরদ্বাজ ও গৌতম ঋষি, বিশ্বাবসু ও সুরভি গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী অপ্সরা, ঐরাবত ও ধনঞ্জয় সর্প, সেনজিৎ ও সুষেণ সেনানী গ্রামণী, আপ ও বাত নামে রাক্ষস এই সপ্তগণ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যথাক্রমে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন। হেমন্ত ঋতুতে অংশ ও ভগনামা দেবতা, কশ্যপ ও ক্রতু নামক ঋষি, মহাপদ্ম ও কর্কোটক নামে সর্পদ্বয়, চিত্রসেন ও ঊর্ণায়ু নামে গন্ধর্ব্বদ্বয়, ঊর্ব্বশী ও বিপ্রচিত্তি নামে দুই অপ্সরা, তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি নামে যক্ষদ্বয়, বিদ্যুৎ ও স্ফূর্জ্জ নামে দুই রাক্ষস, এই সপ্তগণ সূর্য্যরথে অবস্থান করেন। অনন্তর ত্বষ্টা ও বিষ্ণুনামক দেবতা, জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র নামে ঋষিদ্বয়, কদ্রুপুত্র কম্বল ও অশ্বতর নামে ভুজঙ্গদ্বয়, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা এই দুই গন্ধর্ব্ব, তিলোত্তমা ও রম্ভা নাম্নী দুই অপ্সরা, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামে লোকবিখ্যাত গ্রামণী যক্ষযুগল, ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামক রাক্ষসদ্বয়, এই সপ্তগণ শিশির ঋতুতে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন। এই দ্বাদশ সপ্তকগণ নিজ নিজ স্থানাভিমানী ধাতা প্রভৃতি দেবতাগণ নিজ তেজে সূর্য্যদেবের উত্তম তেজো বৃদ্ধিবিধান করিতেছেন। পুলস্ত্যাদি ঋষিগণ স্তব করিতেছেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা নানারাগে গান গাহিতেছেন। ক্রতুস্থলা প্রভৃতি অপ্সরা সকল নৃত্য করিতেছে। রথকৃৎ প্রভৃতি যক্ষ সকল রথের রশ্মি যোজনা করিয়া দিতেছেন। বাসুকি প্রভৃতি সর্প সকল রথ বহন করিতেছেন, হেতি প্রভৃতি নিশাচরেরা ভগবান্ সূর্য্যের অনু-

বালখিল্যা নয়ন্ত্যস্তং পরিচার্য্যোদয়াদ্রবিম্ ॥ ২৬
এতেষামেব দেবানাং যথাবীর্য্যং যথাতপঃ ।
যথাযোগং যথাসত্যং যথাধর্ম্মং যথাবলম্ ॥ ২৭
যথা তপত্যসৌ সূর্য্যস্তেষাং সিদ্ধস্তু তেজসা ।
ইত্যেতে বৈ বসন্তীহ দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ দিবাকরে ।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাপ্সরসাঙ্গনাঃ ।
গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষা যাতুধানাশ্চ মুখ্যশঃ ॥ ২৯
এতে তপন্তি বর্ষন্তি ভান্তি বান্তি সৃজন্তি চ ।
ভূতানামশুভং কর্ম্ম ব্যপোহন্তীহ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০
মানবানাং শুভং হ্যেতে হরন্তি দুরিতাত্মনাম্ ।
দুরিতং হি প্রচারাণাং ব্যপোহন্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥
বিমানেঽবস্থিতা দিব্যে কামগা বাতরংহসঃ ।
এতে সহৈব সূর্য্যেণ ভ্রমন্তি দিবসানুগাঃ ॥ ৩২
বর্ষন্তশ্চ তপন্তশ্চ হ্লাদয়ন্তশ্চ বৈ প্রজাঃ ।
গোপায়ন্তি তু ভূতানি সর্ব্বাণীহামনুক্ষয়াৎ ॥ ৩
স্থানাভিমানিনামেতৎ স্থানং মন্বন্তরেষু বৈ ।
অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতঞ্চ যে ॥ ৩৪
এবং বসন্তি বৈ সূর্য্যে সপ্তকাস্তে চতুর্দ্দশম্ ।
চতুর্দ্দশসু সর্গেষু গণা মন্বন্তরেষু চ ॥ ৩৫

গ্রীষ্মে হিমে চ বর্ষাসু মুঞ্চমানো
ঘর্ম্মং হিমঞ্চ বর্ষঞ্চ দিনং নিশাঞ্চ ।
কালেন গচ্ছত্যৃতুবশাৎ পরিবৃত্তরশ্মি-
র্দেবান্ পিতৄংশ্চ মনুজাংশ্চ তর্পয়ন্ বৈ ॥ ৩৬
প্রীণাতি দেবানমৃতেন সূর্য্যঃ
সোমং সুষুম্নেন বিবর্দ্ধয়িত্বা ।
শুক্লে তু পূর্ণং দিবস-ক্রমেণ
তং কৃষ্ণপক্ষে বিবুধাঃ পিবন্তি ॥ ৩৭
পীতস্তু সোমং দ্বিকলাবশিষ্টং
কৃষ্ণক্ষয়ে রশ্মিভিস্তং ক্ষরন্তম্ ।
সুধামৃতং তৎ পিতরঃ পিবন্তি
দেবাশ্চ সৌম্যাশ্চ তথৈব কব্যম্ ॥ ৩৮
সূর্য্যেণ গোভিস্তু সমুদ্ধৃতাভি-
রদ্ভিঃ পুনশ্চৈব সমুদ্ভৃতাভিঃ ।
বৃষ্ট্যাভিবৃদ্ধাভিরথৌষধীভি-
র্মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুধন্নপানৈর্জয়ন্তি ॥ ৩৯

গমন করিয়া তাঁহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছেন। বালখিল্যাদি ঋষি সকল উদয়াবধি পরিচর্য্যা করিয়া অস্তাচলে লইয়া যাইতেছেন।১২—২৬। সকল দেবদিগের যাঁহার যেরূপ বীর্য্য, তপস্যা, যোগ, সত্য, ধর্ম্ম এবং বল, সূর্য্যদেব তাহাদিগের সেই সেই বীর্য্যাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া এই চরাচরে উত্তাপ দান করিয়া থাকেন। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বাদি সপ্তগণ সূর্য্যরথে দুই দুই মাস যথানিয়মে অবস্থান করিয়া উত্তাপ, বর্ষা, আলোক, বায়ুবহন ও সৃষ্টিকার্য্য বিধান করিতেছেন। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, ইহলোকে ইঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা জীবগণের অশুভকর্ম্ম বিদূরিত করেন। ইঁহারা স্বভাবতই দুরাত্মাদিগের শুভ ও সাধুদিগের দুরিত ধ্বংস করেন। এই বায়ুবৎ বেগবান্ কামগামী সপ্তগণ বিমানে থাকিয়া প্রতিদিন সূর্য্যের সহিত ভ্রমণ করেন এবং বর্ষা ও উত্তাপদানে প্রজাদিগকে আহ্লাদিত করিয়া মন্বন্তর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই ইঁহারা স্থানাভিমানী হইয়া সকল মন্বন্তরে এই স্থানে বাস করেন, কদাপি উহা পরিত্যাগ করেন না। এইরূপে ঐ সপ্তগণ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যের চারিদিকে বাস করিয়া থাকেন। সূর্য্যদেব গ্রীষ্ম, হিম ও বর্ষাকালে সতত উত্তাপ হিম ও বর্ষণ করিয়া দেবগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন। এইরূপে সূর্য্যদেব সতত অমৃতধারা দেবতাগণকে প্রীত করিতেছেন এবং শুক্লপক্ষে সুষুম্ন রশ্মিযোগে প্রত্যহ চন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সোম পান করেন। দেবতাগণ কর্ত্তৃক পীত কৃষ্ণপক্ষ ক্ষয় পাইলে পিতৃগণ দ্বিকলামাত্র অবশিষ্ট সুধাময় চন্দ্রকে পান করিয়া থাকেন এবং সৌম্য দেবগণও কব্যপানে পরিতৃপ্ত হন। ভগবান্ সূর্য্য রশ্মিদ্বারা সমুদ্ধৃত জল পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া ওষধি অন্নাদি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং মনুষ্যসকল ঐ অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

অমৃতেন তৃপ্তিস্ত্বর্দ্ধমাসং সুরাণাং
মাসার্দ্ধতৃপ্তিঃ স্বধয়া পিতৄণাম্ ।
অন্নেন শশ্বত্তু দধাতি মর্ত্ত্যান্
সূর্য্যঃ স্বয়ং তচ্চ বিভর্ত্তি গোভিঃ ॥ ৪০
অয়ং হরিস্তৈর্হরিভিস্তুরঙ্গমৈ-
রয়ন্ হি চাপো হরতীতি রশ্মিভিঃ ।
বিসর্গকালে বিসৃজংশ্চ তাঃ পুন-
র্বিভর্ত্তি শশ্বৎ সবিতা চরাচরম্ ॥ ৪১
হরির্হরিদ্ভির্হ্রিয়তে তুরঙ্গমৈঃ
পিবত্যথাপো হরিভিঃ সহস্রধা ।
ততঃ প্রমুঞ্চত্যপি তাস্তুসৌ হরিঃ
স মুহ্যমানো হরিভিস্তুরঙ্গমৈঃ ॥ ৪২
ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং রথেন তু ।
ভদ্রৈস্তৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সর্পতেঽসৌ দিবি ক্ষয়ে ॥
অহোরাত্রং রথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্ ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ ॥ ৪৪
ছন্দোভিরশ্বরূপৈস্তৈর্বতশ্চক্রস্ততঃ স্থিতৈঃ ।
কামরূপৈঃ সকৃদ্যুক্তৈরনিতৈস্তৈর্মনোজবৈঃ ॥৪৫
হরিতৈরব্যয়ৈঃ পিঙ্গৈরীশ্বরৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
অশীতিমণ্ডলশতং ভ্রমন্ত্যশ্বেন তে হয়াঃ ।
বাহ্যমভ্যন্তরঞ্চৈব মণ্ডলং দিবসক্রমাৎ ॥ ৪৬
কল্পাদৌ সম্প্রযুক্তাস্তে বহন্ত্যাভূতসংপ্লবাৎ ।
আবৃতা বালখিল্যৈস্তে ভ্রমন্তে রাত্র্যহানি তু ॥৪৭
গ্রথিতৈর্স্বৈর্বচোভিরগ্র্যৈঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ।
সেব্যতে গীতনৃত্যৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ ।
পতঙ্গঃ পতগৈরশ্বৈর্ভ্রমমাণো দিবস্পতিঃ ॥ ৪৮
বীথ্যাশ্রয়াণি চরতি নক্ষত্রাণি তথা শশী ।
হ্রাসবৃদ্ধী তথৈবাস্য রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ স্মৃতে ॥ ৪৯
ত্রিচক্রোভয়পার্শ্বস্থো বিজ্ঞেয়ঃ শশিনো রথঃ ।
অপাং গর্ভসমুৎপন্নো রথঃ সাশ্বঃ সসারথিঃ ॥ ৫০
শতারৈশ্চ ত্রিভিশ্চক্রৈর্যুক্তঃ শুক্লৈর্হয়োত্তমৈঃ ।
দশভিস্তু কৃশৈর্দিব্যৈরসঙ্গৈস্তৈর্মনোজবৈঃ ॥ ৫১
সকৃদ্যুক্তে রথে তস্মিন্ বহন্তিশ্চাযুগক্ষয়াৎ ।
সংগৃহীতা রথে তস্মিন্ শ্বেতাশ্চক্ষুঃশ্রবাস্তু বৈ ।
অশ্বাস্তু একবর্ণাস্তে বহন্তে শঙ্খবর্চ্চসঃ ॥ ৫২

সুরগণ অমৃতপানে এক পক্ষ, পিতৃগণ স্বধা পানে একমাস ও মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোজনে অহোরাত্র তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যদেব সপ্ত অশ্ব দ্বারা ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর জল হরণ করেন, এই জন্য জগতে তিনি হরি বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন এবং বর্ষাকালে পুনর্ব্বার তাহা বৃষ্টি করিয়া চরাচর জগতের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এই কারণ তিনি লোকে সবিতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। সূর্য্য এইরূপে হরিবর্ণ অশ্বে বাহিত হইয়া রশ্মিদ্বারা বারি আকর্ষণ করেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন।২৭—৪২।

ভগবান্ সূর্য্য একচক্র রথে সপ্ত অশ্বযোজনা করিয়া অতিবেগে দিবারাত্র মধ্যে আকাশমার্গে সাগরান্ত সপ্তদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতেছেন। গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দই অবিনাশী হরিদ্বর্ণ সপ্ত অশ্বরূপে সূর্য্যদেবের রথচক্রের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। তাহারা একবারমাত্র রথে নিযুক্ত হইয়া অষ্ট সহস্র মণ্ডল বিস্তৃত ভূমণ্ডলে অনায়াসে ইচ্ছামত প্রতিদিন ভ্রমণ করিতেছে। বালখিল্যাদি ঋষিগণে পরিবৃত সেই অশ্বসকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপ্রলয়-কাল ভগবান্ দিননাথকে দিবারাত্র বহন করিয়া থাকেন। ঐ কালে দিবাকর মহর্ষিগণের গ্রথিত বাক্যে ও মনোহর স্তবে স্তূয়মান হইয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নৃত্যগীত দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। এইরূপে নক্ষত্রগণ এক একটী কক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রত্যহ ভ্রমণ করেন এবং চন্দ্রও এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় চন্দ্রকিরণেরও ক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রের রথ, অশ্ব ও সারথি সহ জলগর্ভ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে তিনটি চক্র, প্রতি চক্রে একশত অর আছে। চন্দ্ররথের অশ্ব শুক্লবর্ণ ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জানিবে। মনের ন্যায় দ্রুতগামী দশটী কৃশ অশ্ব, সে রথে একবারমাত্র নিযুক্ত হইয়া যুগান্ত পর্য্যন্ত চন্দ্রকে বহন করিতেছে। শ্বেতবর্ণ চক্ষুঃশ্রব অশ্ব সকল এই রথে নিয়োজিত হয়।

যযুশ্চ ত্রিমনাশ্চৈব বৃষো রাজী বলো হয়ঃ।
অশ্বো বামস্তুরণ্যশ্চ হংসো ব্যোমী মৃগস্তথা॥৫৩
ইত্যেতে নামভিঃ সর্ব্বে দশ চন্দ্রমসো হয়াঃ।
এতে চন্দ্রমসং দেবং বহন্ত্যানুদিনং দিবি॥৫৪
দেবৈঃ পরিবৃতঃ সোম্যঃ পিতৃভিশ্চৈব গচ্ছতি।
সোমস্য শুক্লপক্ষাদৌ ভাস্করে পুরতঃ স্থিতে।
আপূর্য্যতে পুরস্তাত্তু সততং দিবসক্রমাৎ॥৫৫
দেবৈঃ পীতং ক্ষয়ে সোমমাপ্যায়য়তি নিত্যদা।
পীতং পঞ্চদশাহন্তু রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ॥৫৬
আপূরয়ন সুষুম্নেন ভাগং ভাগমহঃ ক্রমাৎ।
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য শুক্লা বর্দ্ধন্তি বৈ কলাঃ॥৫৭
তস্মাদ্ধ্রসন্তি বৈ কৃষ্ণে শুক্ল আপ্যায়য়ন্তি চ।
ইত্যেবং সূর্য্যবীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
পৌর্ণমাস্যাং স দৃশ্যেত শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ॥৫৮
এবমাপ্যায়িতঃ সোমঃ শুক্লপক্ষে দিনক্রমাৎ॥৫৯
ততো দ্বিতীয়াপ্রভৃতি বহুলস্য চতুর্দ্দশী।
অপাং সারময়স্যেন্দো রসমাত্রাত্মকস্য চ।
পিবন্ত্যম্বুময়ং দেবা মধু সৌম্যং সুধাময়ম্॥৬০
সম্ভৃতঞ্চার্দ্ধমাসেন অমৃতং সূর্য্যতেজসা।
ভক্ষার্থমমৃতং সৌম্যং পৌর্ণমাস্যামুপাসতে॥৬১
একরাত্রং সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ পিতৃভিশ্চ মহর্ষিভিঃ।
সোমস্য কৃষ্ণপক্ষাদৌ ভাস্করাভিমুখস্য চ॥৬২
প্রক্ষীয়ন্তে পুরস্তাত্তু পীয়মানঃ কলাঃ ক্রমাৎ।
ক্ষীয়ন্তে তস্মাৎ কৃষ্ণে যাঃ শুক্লে হ্যাপ্যায়য়ন্তি তাঃ॥
এবং দিনক্রমাতীতে বিবুধাস্তু নিশাকরম্।
পীত্বার্দ্ধমাসং গচ্ছন্তি অমাবাস্যাং সুরোত্তমাঃ।
পিতরশ্চোপতিষ্ঠন্তি অমাবস্যাং নিশাকরম্॥৬৪
ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্নে পিতৃগণৈর্জঘন্যঃ পর্য্যুপাস্যতে॥৬৫
পিবন্তি দ্বিকলাকালং শিষ্টা তস্য তু যা কলা।
নিঃসৃতং তদমাবাস্যাং গভস্তিভ্যঃ স্বধামৃতম্।
তাং সুধাং মাসতৃপ্ত্যৈ তু পীত্বা গচ্ছন্তি তেঽমৃতম্
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ।
কব্যাশ্চৈব তু যে প্রোক্তা পিতরঃ সর্ব্ব এব তে।
সংবৎসরাস্তু বৈ কব্যাঃ পঞ্চাব্দা যে দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ
সৌম্যাস্তু ঋতবো জ্ঞেয়া মাসা বর্হিষদঃ স্মৃতাঃ।

সকল অশ্বই একবর্ণ ও শঙ্খতুল্য। চন্দ্রের দশটী অশ্বের নাম যথা—যযু, ত্রিমনা, বৃষ, রাজী, বল, বাম, তুরণ্য, হংস, ব্যোমী ও মৃগ। ইহারা সুধাময় নিশাপতিকে সর্ব্বদা আকাশমার্গে বহন করিতেছে। ২৭—৫৪। সুধানিধি নিশাকর দেবগণে ও পিতৃগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। শুক্লপক্ষের প্রারম্ভ হইতে সূর্য্যদেব পুরোবর্ত্তী থাকিয়া চন্দ্রমণ্ডলকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ করিয়া লয়েন। দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাকে পান করেন এবং সূর্য্যদেব শুক্লপক্ষে পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ভগবান্ ভানুদেব সুষুম্ন নামক রশ্মি দ্বারা প্রত্যহ এক এক ভাগ করিয়া চন্দ্রকে পরিপূর্ণ করেন। পরে পঞ্চদশ দিবসে শশীর কলাসকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় ও শুক্লপক্ষে ভানুপ্রভাবে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমাতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন। জলময় রসরূপ চন্দ্র শুক্লপক্ষে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন। পরে, দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া হইতে চতুর্দ্দশী যাবৎ সুধাময় জলরাশি নিশাপতিকে পান করেন। চন্দ্রমণ্ডল অর্দ্ধমাসে সূর্য্যতেজে অমৃতপরিপূর্ণ হয়। পরে দেবগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ চন্দ্রগলিত অমৃত পানার্থ পূর্ণিমাতে তাঁহার উপাসনা করেন। সূর্য্যদেবের সম্মুখস্থিত চন্দ্রকলা দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পীত হওয়ায় কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হইয়া শুক্লপক্ষে তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে সুধাকরসুধাপান করিতে করিতে দেবগণ অর্দ্ধমাসে পরিতৃপ্ত হয়েন। পিতৃগণও পান করিবার জন্য অমাবস্যায় চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। অনন্তর চন্দ্রের কলারূপ পঞ্চদশ অংশ কিছু মাত্র অবশিষ্ট রহিলে পিতৃগণ অপরাহ্নে সেই অবশিষ্ট অংশ পান করিবার জন্য তাঁহার উপাসনা করেন। দেবগণের পানাবশিষ্ট সুধাকরের দুইটী কলা হইতে গভস্তিসাহায্যে অমাবস্যায় সুধাময় অমৃত গলিত হয়। পিতৃগণ তাহা পান করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ

অগ্নিষাত্তর্ত্তবশ্চৈব পিতৃসর্গা হি বৈ দ্বিজাঃ। ৬৮
পিতৃভিঃ পীয়মানস্থ পঞ্চদশ্যাং কলা তু বৈ।
যাবন্ন ক্ষীয়তে তস্থ ভাগঃ পঞ্চদশস্তু সঃ ॥ ৬৯
অমাবস্থাং তদা তস্থ অন্তমাপূর্য্যতে পরম্।
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ বৈ পক্ষাদৌ ষোড়শ্যাং শশিনঃ স্মৃতৌ ॥
এবং সূর্য্যনিমিত্তৈষা ক্ষয়বৃদ্ধিনিশাকরে
তারাগ্রহাণাং বক্ষ্যামি স্বর্ভানোশ্চ রথং পুনঃ ॥ ৭১
তোয়তেজোময়ঃ শুভ্রঃ সোমপুত্রস্থ বৈ রথঃ।
যুক্তো হয়ৈঃ পিশঙ্গৈস্তু অষ্টাভির্বাতরংহসৈঃ ॥৭২
সবরূথঃ সানুকর্ষঃ স্মৃতো দিব্যো রথে মহান্।
সোপাসঙ্গপতাকস্তু সধ্বজো মেঘসন্নিভঃ ॥ ৭৩
ভার্গবস্থ রথঃ শ্রীমান তেজসা সূর্য্যসন্নিভঃ।
পৃথিবীসম্ভবৈর্যুক্তো নানাবর্ণৈর্হয়োত্তমৈঃ ॥ ৭৪
শ্বেতঃ পিশঙ্গঃ সারঙ্গো নীলঃ পীতো বিলোহিতঃ
কৃষ্ণশ্চ হরিতশ্চৈব পৃষতঃ পৃষ্ণিরেব চ।
দশভিস্তৈর্মহাভাগৈরকৃশৈর্বাতবেগিতৈঃ ॥ ৭৫
অষ্টাশ্বঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ সোমস্থাপি রথোহভবৎ
অসঙ্গৈর্লোহিতৈরশ্বৈঃ সর্ব্বগৈরগ্নিসম্ভবৈঃ।
সর্পতেহসৌ কুমারো বৈ ঋজুবক্রানুচক্রগঃ ॥ ৭৬
ততস্ত্বাঙ্গিরসো বিদ্বান্ দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
শোণৈরশ্বৈঃ কাঞ্চনেন স্যন্দনেন প্রসর্পতি ॥ ৭৭
যুক্তস্তু বাজিভির্দিব্যৈরষ্টাভির্বাতসম্মিতৈঃ।
নক্ষত্রেহব্দং নিবসতি সবেগস্তেন গচ্ছতি ॥ ৭৮
ততঃ শনৈশ্চরোহপ্যশ্বৈঃ শবলৈর্ব্যোম-সম্ভবৈঃ।
কার্ষ্ণায়সং সমারুহ্য স্যন্দনং যাতি বৈ শনৈঃ ॥৭৯
স্বর্ভানোস্তু তথৈবাশ্বাঃ কৃষ্ণা হ্যষ্টৌ মনোজবাঃ।
রথং তমোময়ং তস্থ সকৃদ্যুক্তা বহন্ত্যত । ৮০
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥৮১
অথ কেতুরথস্থাশ্বা অষ্টাষ্টৌ বাতরংহসঃ।
পলালধূমসঙ্কাশাঃ শবলা রাসভারুণাঃ ॥ ৮২

করেন। সেই সুধাভোজী পিতৃগণই, সৌম্য, বর্হিষদ, অগ্নিষাত্তা ও কব্য নামে প্রথিত হইয়াছেন। হে বিপ্রগণ! পিতৃসৃষ্টিতে সংবৎসর কব্য নামে অভিহিত হয়, দ্বিজগণ তাহাকেই পঞ্চাব্দ বলিয়া থাকেন। যাহা সৌম্য ঋতু, তাহাই বর্হিষদ মাস নামে ও অগ্নিষাত্ত ঋতু নামে অভিহিত হয়। পিতৃগণ কর্তৃক পীয়মান চন্দ্রকলা পঞ্চদশী তিথিতে যতক্ষণ যাবৎ না একেবারে ক্ষয় বা পায়,ততক্ষণ যাবৎ অমাবস্থা, তৎপরে আবার পূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়; এই জন্য প্রত্যেক ষোড়শ দিনে পক্ষারম্ভের পূর্ব্বে চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে সূর্য্যের জন্য চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এক্ষণে তারা, রাহু ও অপরাপর গ্রহদিগের রথের বিষয় বর্ণন করিতেছি। সোমসুত বুধগ্রহের রথ জল ও তেজোময় শুভ্রবর্ণ, উহাতে বায়ুসম বেগগামী পিশঙ্গবর্ণ অষ্টসংখ্যক অশ্ব নিয়োজিত রহিয়াছে। উহার বর্ণ মেঘতুল্য এবং উহা বরূথ ও অনুকর্ষ দ্বারা সজ্জিত এবং বাণাধার, পতাকা ও ধ্বজসমন্বিত। উহাতে এক দিব্য সুমহান্ সারথি বিদ্যমান। শুক্রের রথ শ্রীমান্ কাঞ্চনবর্ণ এবং সূর্য্যতুল্য তেজোময়, উহাতে শ্বেত, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, হরিত, পৃষত ও পৃষ্ণি এই নানা বর্ণের দশটী অশ্ব সংযোজিত আছে। এই সকল অশ্ব মহাভাগ, বায়ুগামী, পৃথিবীসমুদ্ভূত ও স্থূলকায়। সোমগ্রহের কাঞ্চনরথও অপ্রতিহত, সর্ব্বত্র গমন-সমর্থ, অগ্নিসম্ভূত ও লোহিতবর্ণ অষ্টঅশ্বযুক্ত। শ্রীমান্ কুমার সোম এই ঋজু ও বক্র চক্রশালী রথে সরল ও বক্রগতিতে ভ্রমণ করেন। অঙ্গিরাতনয় বিদ্বান্ দেবাচার্য্য বৃহস্পতি রক্তবর্ণ অশ্বশালী কাঞ্চনময় রথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৫৫—৭৭। ইহাঁর রথ পবনসমবেগগামী ও দিব্য অষ্টঅশ্বযুক্ত। ইনি এক বৎসর যাবৎ এক নক্ষত্রে বাস করেন, পরে সবেগে গমন করিতে থাকেন। শনৈশ্চর গ্রহও নানাবর্ণময় ব্যোমসম্ভব অশ্বযুত কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া থাকেন। মনের তুল্য বেগগামী, কৃষ্ণবর্ণ, অষ্ট অশ্ব, একবার যোজিত হইয়া আপ্রলয়কাল রাহু-[illegible] রথ বহন করিয়া থাকেন। রাহু আদিত্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ণিমায়

এতে বাহা গ্রহাণাং বৈ ময়া প্রোক্তা রথৈঃসহ।
সর্ব্বে ধ্রুবনিবদ্ধাস্তে প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥ ৮৩
এতে বৈ ভ্রাম্যমাণাস্তু যথাযোগং ভ্রমন্তি বৈ।
বায়ব্যাভিরদৃশ্যাভিঃ প্রবদ্ধা বাতরশ্মিভিঃ ॥ ৮৪
পরিভ্রমন্তি তদ্বদ্ধাশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দিবি।
ভ্রমন্তমনুগচ্ছন্তি ধ্রুবং তে জ্যোতিষাং গণাঃ ॥ ৮৫
যথা নদ্যুদকে নৌস্তু সলিলেন সহোহ্যতে।
তথা দেবালয়া হ্যেতে উহ্যন্তে বাতরশ্মিভিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেণ দৃশ্যন্তে ব্যোম্নি দেবগণাস্তু তে ॥ ৮৬
যাবন্ত্যশ্চৈব তারাস্তু তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বা ধ্রুবনিবদ্ধাস্তাঃ ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥ ৮৭
তৈলপীড়াকরং চক্রং ভ্রমদ্‌ভ্রাময়তে যথা।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতবদ্ধানি সর্ব্বশঃ ॥ ৮৮
অলাতচক্রবদ্‌যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতে প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৮৯
এবং ধ্রুবনিবদ্ধোঽসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং গণঃ।
সৈষ তারাময়ো জ্ঞেয়ঃ শিশুমারো ধ্রুবো দিবি।
যদহ্না কুরুতে পাপং দৃষ্ট্বা তং নিশি মুচ্যতে ॥ ৯০
যাবন্ত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি তু ॥ ৯১
শাশ্বতঃ শিশুমারোঽসৌ বিজ্ঞেয়ঃ প্রবিভাগশঃ।
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়ো হ্যত্তরো হনুঃ ॥ ৯২
যজ্ঞোঽধরস্তু বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ।
হৃদি নারায়ণঃ সাধ্য অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ ॥ ৯৩
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্‌থিনি।
শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানে সমাশ্রিতঃ ॥ ৯৪
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ মরীচিঃ কশ্যপো ধ্রুবঃ।
তারকাঃ শিশুমারশ্চ নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৫
নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চ গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ।
উন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রীভূতাশ্রিতা দিবি ॥ ৯৬

পূর্ণচন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়েন এবং পুনরায় অমাবস্যায় আদিত্যে আগমন করেন। এইরূপ কেতুর রথও বায়ুবৎ বেগশালী, পলালধূমবৎ ধূম্রবর্ণ ও রাসভবৎ অরুণবর্ণের অষ্টঅশ্বযুক্ত। আমি যে সকল গ্রহের রথ ও অশ্বের বিবরণ বলিলাম, এই সমস্ত রথ ও অশ্ব অশ্বাদিসমন্বিত গ্রহগণ বায়ুরূপ রজ্জু সহকারে ধ্রুবনক্ষত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বায়ুবিনির্ম্মিত অদৃশ্য রশ্মিতে নিবদ্ধ ও ভ্রাম্যমাণ হইয়া এই সকল গ্রহাদি যথানির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এইরূপ পরস্পর বায়ুরজ্জুবদ্ধ রবি শশী ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কগণ ভ্রমণপরায়ণ ধ্রুবনক্ষত্রে নিবদ্ধ হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। নদীমধ্যস্থ নৌকা যেমন নদীর জলবেগে বাহিত হয়, তেমনি এই সকল দেবতার আলয়সমূহও বায়ু-রজ্জুতে বাহিত হয়। এইজন্য আকাশে এই সমস্ত দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যতগুলি তারা আছে বাতরশ্মিও তত পরিমাণ। ইহারা সকলেই ধ্রুব নক্ষত্রে নিবদ্ধ রহিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্রুব নক্ষত্রকেও ভ্রমণ করাইতেছে। তৈলপীড়নকর চক্র যেমন ভ্রমণকালীন মধ্যস্থিত দণ্ডাদি ভ্রমণ করায়, তেমনি বাতবদ্ধ জ্যোতিষ্কমণ্ডল ভ্রমণ করিতে থাকে। ইহারা বায়ুচক্রে চালিত হইয়া অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ করে। বায়ু নিখিল জ্যোতির্ম্মণ্ডল বহন করিয়া থাকে। সেইজন্য ঐ বায়ুর নাম হইয়াছে প্রবহ। শিশুমারাকৃতি তারাময় জ্যোতিষ্ক আকাশমণ্ডলে স্থিরভাবে থাকে, রাত্রিকালে উহার দর্শনে দিনকৃত পাপরাশি হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যত তারা এই শিশুমারের আশ্রিত, তত বর্ষ কাল দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে। এই শাশ্বত শিশুমারকে বিভিন্নরূপে জানিতে হয়। ইহার উত্তর হনু মুখের পার্শ্বদেশ ধ্রুবতারা, ধর্ম্ম উহার মস্তকদেশ এবং যজ্ঞ উহার অধর বলিয়া বিদিত হইবে। হৃদয়ে নারায়ণ ও পূর্ব্বপাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আছেন। বরুণ ও অর্য্যমা ইহার পশ্চিম সক্‌থিদেশ, সংবৎসর ইহার শিশ্ন এবং মিত্র ইহার অপান আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি ও মহেন্দ্র ইহার পুচ্ছদেশ। এই শিশুমার, কশ্যপ, মরীচি ও ধ্রুব এই চারিটী তারকা কখনও অস্ত যায় না। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণ, ইহারা সকলেই চক্রাশ্রিত, উন্মুখ ও পরস্পর পরস্পরের

ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্।
প্রয়াস্তীহ বরং শ্রেষ্ঠমেধীভূতং ধ্রুবং দিবি ॥ ১৭
ধ্রুবাগ্নিকশ্যপানান্তু বরশ্চাসৌ ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।
এক এব ভ্রমত্যেব মেরুপর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ১৮
জ্যোতিষাঞ্চক্রমেতদ্ধি সদা কর্ষত্যবাঙ্মুখঃ।
মেরুমালোকয়ত্যেব প্রযাতীহ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ধ্রুবচর্য্যা নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা তু মুনয়ঃ পুনস্তে সংশয়ান্বিতাঃ।
পপ্রচ্ছুরুত্তরং ভূয়স্তদা তে লোমহর্ষণম্ ॥ ১

ঋষয় উচুঃ।

যদেতদুক্তং ভবতা গৃহাণ্যেতানি বিশ্রুতম্।
কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ কথং জ্যোতীংষি বর্ণয়।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব জ্যোতিষাঞ্চৈব নিশ্চয়ম্ ॥ ২

শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং তদা সূতঃ সমাহিতঃ।
অস্মিন্নর্থে মহাপ্রাজ্ঞৈর্যদুক্তং জ্ঞানবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩
তদ্বোঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ভবম্।
যথা দেবগৃহাণীহ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গৃহম্ ॥ ৪
অতঃপরং ত্রিবিধস্যাগ্নের্বক্ষ্যেঽহন্তু সমুদ্ভবম্।
দিব্যস্য ভৌতিকস্যাগ্নেরব্যয়স্য পার্থিবস্য চ ॥ ৫
ব্যুষ্টায়ান্তু রজন্যাং বৈ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
অব্যাকৃতমিদন্ত্বাসীন্নৈশেন তমসাবৃতম্ ॥ ৬
চতুর্ভূতাবশিষ্টেঽস্মিন্ পার্থিবঃ সোঽগ্নিরুচ্যতে।
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যো শুচিরগ্নিস্তু স স্মৃতঃ ॥ ৭
বৈদ্যুতাখ্যস্তু বিজ্ঞেয়স্তেষাং বক্ষ্যেঽথ লক্ষণম্।
বৈদ্যুতো জাঠরঃ সৌরো হ্যপাং গর্ভাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তস্মাদপঃ পিবন্ সূর্য্যো গোভির্দীপ্যত্যসৌ দিবি
বৈদ্যুতেন সমাবিষ্টো বার্ক্ষ্যো নাদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
মানবানাঞ্চ কুক্ষিস্থো নাদ্ভিঃ শাম্যতি পাবকঃ ॥ ৯
অর্চ্চিষ্মান্ পরমঃ সোঽগ্নিঃ প্রভবো জাঠরঃ স্মৃতঃ
যশ্চায়ং মণ্ডলী শুক্লো নিরুষ্মা সম্প্রকাশতে ॥ ১০
প্রভা হি সৌরী পাদেন হ্যস্তং যাতি দিবাকরম্।

অভিমুখভাবে অবস্থিত। ধ্রুব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সকলেই শ্রেষ্ঠ মেধীভূত ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ধ্রুব, কশ্যপ ও অগ্নি এই তিন তারকা মধ্যে ধ্রুবই শ্রেষ্ঠ, ইনি একাকী মেরু-পর্ব্বতের শিরোদেশোপরি ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই ধ্রুব নিম্নমুখী হইয়া সতত জ্যোতিশ্চক্র আকর্ষণ করত মেরুকে আলোকিত ও প্রদক্ষিণ করিতেছে। ১৭—১৯।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন, এইরূপ শ্রবণ করিবার পর মুনিগণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পুনরায় লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনি যে সকল গৃহের কথা কহিয়াছেন, সে সকলই প্রসিদ্ধ; এখন দেবগৃহ কীদৃশ ও নক্ষত্রমণ্ডলই বা কি প্রকার, তাহা বর্ণন করুন। মুনিগণের বাক্য শুনিয়া সূত সমাহিতচিত্তে বলিলেন, হে মুনিগণ! এবিষয়ে প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতেরা যেরূপ বলিয়াছেন, আমি আপনাদের নিকটে সে সমস্ত বলিতেছি। দেবগণের ও চন্দ্রসূর্য্যের গৃহ কিরূপ, তাহা আমি বর্ণন করিব; পরে দিব্য, ভৌতিক ও পার্থিব এই ত্রিবিধ অগ্নির উৎপত্তি বিবরণও ব্যক্ত করিব। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার রজনী প্রভাত হইলে এই নৈশ অন্ধকারময় চরাচর অব্যাকৃত ছিল। এই বিশ্বের চতুর্ভূতা-বস্থায় যে অগ্নি, তাহাকে পার্থিব অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়। যে অগ্নি সূর্য্যে উত্তাপ দান করে, সেই অগ্নি শুক্ল এবং তাহার নাম বৈদ্যুত, এক্ষণে তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। অগ্নি ত্রিবিধ যথা—বৈদ্যুত, জাঠর ও সৌর। সূর্য্য বৈদ্যুতাগ্নিযুক্ত হইয়া কিরণযোগে জল আকর্ষণ করিয়া লয়েন, জল তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। মানবের কুক্ষিস্থ অগ্নির নাম জাঠরাগ্নি, এই অগ্নি মণ্ডলাকার, শুক্লবর্ণ ও নিরুষ্মা। সূর্য্য অস্ত-

অগ্নিমাবিশতে রাত্রৌ তস্মাদ্দূরাৎ প্রকাশতে ॥ ১১
উদ্যন্তঞ্চ পুনঃ সূর্য্যমৌষ্ণ্যমাগ্নেয়মাবিশৎ।
পাদেন পার্থিবস্যাগ্নেস্তস্মাদগ্নিস্তু তাপসৌ ॥ ১২
প্রকাশশ্চ তথৌষ্ণ্যঞ্চ সৌরাগ্নেয়ে তু তেজসী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্ ॥ ১৩
উত্তরে চৈব ভূম্যর্দ্ধে তস্মাদস্মিংশ্চ দক্ষিণে।
উত্তিষ্ঠতি পুনঃ সূর্য্যো রাত্রিরাবিশতে ত্বপঃ।
তস্মাত্তাম্রা ভবন্ত্যাপো দিবা রাত্রিপ্রবেশনাৎ ॥ ১৪
অস্তং যাতি পুনঃ সূর্য্যে অহর্বৈ প্রবিশত্যপঃ।
তস্মান্নক্তং পুনঃ শুক্লা আপো দৃশ্যন্তে ভাস্বরাঃ ॥
এতেন ক্রমযোগেণ ভূম্যর্দ্ধে দক্ষিণোত্তরে।
উদয়াস্তময়ে নিত্যমহোরাত্রং বিশত্যপঃ ॥ ১৬
যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যো পিবন্নম্ভো গভস্তিভিঃ।
পার্থিবো হি বিমিশ্রোঽসৌ দিব্যঃ শুচিরিতি স্মৃতঃ
সহস্রপাদঃ সোঽগ্নিস্তু বৃত্তঃ কুম্ভনিভঃ শুচিঃ।
আদত্তে স তু রশ্মীনাং সহস্রেণ সমন্ততঃ ॥ ১৮
নাদেয়ীশ্চৈব সামুদ্রীঃ কৌপ্যাশ্চৈব সধরনীঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব যশ্চ সূর্য্যো হিরণ্ময়ঃ।

গত হইলে সূর্য্যের প্রভা অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই হেতু প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১—১১। যে সময় সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হয়েন, তখন আগ্নেয় উষ্ণতা পুনরায় সূর্য্যে প্রবেশ করে, সে জন্যই সূর্য্য উত্তাপদান করেন। সৌর বা আগ্নেয় প্রকাশ ও উষ্ণতা, সূর্য্য ও অগ্নি এই উভয়ের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সতত পরস্পরের বৃদ্ধি বিধান করিতেছে। সূর্য্যের পুনরুদয়ে রাত্রি জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেই জন্যই জল দিবসে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠে। পুনর্ব্বার সূর্য্য অস্তগত হইলে দিবস জলে প্রবেশ করে, তাই রাত্রিকালে জল ভাস্বর শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ পর্য্যায়ে দিবা-রাত্রি সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে জলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যে অগ্নি সূর্য্যের ভিতরে থাকিয়া কিরণযোগে জলপান করে, সেই অগ্নি পার্থিব, কুম্ভনিভ গোলাকার ও পবিত্র। উহার নাম সহস্রপাদ, কেননা সেই অগ্নি রশ্মি-সহস্র-যোগে চারিদিক্ হইতে সাগর, নদী, কূপ, মরু,

তস্য রশ্মিসহস্রন্তু বর্ষশীতোষ্ণনিস্রবম্ ॥ ১৯
তাসাং চতুঃশতা নাড্যো বর্ষন্তি চিত্রমূর্ত্তয়ঃ।
বন্দনাশ্চৈব বন্দ্যাশ্চ ঋতনা নৃতনাস্তথা।
অমৃতা নামতঃ সর্ব্বা রশ্ময়ো বৃষ্টিসর্জনাঃ ॥ ২০
হিমবাহাশ্চ তাভ্যোঽন্যা রশ্ময়স্ত্রিশতাঃ পুনঃ।
দৃশ্যা মেধ্যাশ্চ বাহ্যাশ্চ হ্লাদিন্যো হিমসর্জনাঃ ॥ ২১
চন্দ্রাস্তা নামতঃ সর্ব্বাঃ পীতাভাস্তু গভস্তয়ঃ।
শুক্লাশ্চ কুকুভশ্চৈব গাবো বিশ্বভৃতস্তথা ॥ ২২
শুক্লাস্তা নামতঃ সর্ব্বাস্ত্রিশতা ঘর্ম্মসর্জনাঃ।
সমং বিভর্ত্তি তাভিস্তু মনুষ্য-পিতৃ-দেবতাঃ ॥ ২৩
মনুষ্যানৌষধেনেহ স্বধয়া চ পিতৃনপি।
অমৃতেন সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্রীংস্ত্রিভিস্তর্পয়ত্যসৌ ॥ ২৪
বসন্তে চৈব গ্রীষ্মে চ স তৈঃ সন্তপতে ত্রিভিঃ।
বর্ষাস্বথো শরদি চ চতুর্ভিঃ সম্প্রবর্ষতি ॥ ২৫
হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমং স সৃজতে ত্রিভিঃ।
ওষধীষু বলং ধত্তে স্বধয়া চ পিতৃনপি।
সূর্য্যোঽমরত্বমমৃতং ত্রয়স্ত্রিষু নিযচ্ছতি ॥ ২৬

স্থাবর ও জঙ্গমাদির রসাকর্ষণ করিতেছে। যে সূর্য্য হিরণ্ময়, তাহার সহস্র রশ্মি, বর্ষা, শীত-উষ্ণতা সৃষ্টি করে। তাহার মধ্যে বন্দনা, বন্দ্য, ঋতনা, নৃতনা এবং অমৃতাদি নামে চারিশত রশ্মি বৃষ্টি সৃষ্টি করে। ১২—২০। তাহা হইতে ভিন্ন দৃশ্য পবিত্র পীতবর্ণ হিমবাহ ত্রিশত রশ্মি চন্দ্রা নামে অভিহিত। ইহা হইতে হিমের সৃষ্টি হয়। অপরাপর আহ্লাদ-জনক শুক্লবর্ণ কিরণগুলি বিশ্বপ্রতিপালন করে। উহারা শুক্ল নামে খ্যাত। এই তিনশত রশ্মি উষ্ণতা সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য, পিতৃ ও দেবতাদিগকে পালন করে। সমস্ত সূর্য্যরশ্মি মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণকে ঔষধ, স্বধা ও অমৃত দানে সন্তুষ্ট করিতেছে। সূর্য্য বসন্তে ও গ্রীষ্মে সেই তিনশত রশ্মি বিস্তারে উত্তাপ দান করেন, বর্ষা ও শরতে সেই চারিশত রশ্মি দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, হেমন্তে ও শীতকালে সেই তিনশত রশ্মি বিস্তারে শৈত্য-দান করেন। তিনি ওষধি, স্বধা ও অমৃতদানে মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণকে বলদান করিয়া

এবং রশ্মিসহস্রন্তং সৌরং লোকার্থসাধকম্‌ ।
ভিদ্যতে ঋতুমাসাদ্য জলশীতোষ্ণনিস্রবম্‌ ॥ ২৭
ইত্যেতন্মণ্ডলং শুক্লং ভাস্বরং সূর্য্যসংজ্ঞিতম্‌ ।
নক্ষত্রগ্রহসোমানাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ।
ঋক্ষচন্দ্রগ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ ॥ ২৮
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমো গ্রহরাজো দিবাকরঃ ।
শেষাঃ পঞ্চ গ্রহা জ্ঞেয়াঃ ঈশ্বরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯
পঠ্যতে চাগ্নিরাদিত্য উদকশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ ।
শেষাণাং প্রকৃতিং সম্যগ্‌বর্ণ্যমানাং নিবোধত ॥৩০
সুরসেনাপতিঃ স্কন্দঃ পঠ্যতেহঙ্গারকো গ্রহঃ ।
নারায়ণং বুধং প্রাহুর্দেবং জ্ঞানবিদো বিদুঃ ॥ ৩১
রুদ্রো বৈবস্বতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো লোকে প্রভুঃ স্বয়ম্‌ ।
মহাগ্রহো দ্বিজশ্রেষ্ঠো মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ৩২
দেবাসুরগুরূ দ্বৌ তু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ ।
প্রজাপতিসুতাবেতাবুভৌ শুক্র-বৃহস্পতী ।
দৈত্যো মহেন্দ্রশ্চ তয়োরাধিপত্যে বিনির্ম্মিতৌ ॥
আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোকং নাত্র সংশয়ঃ ।
ভবত্যস্য জগৎ কৃৎস্নং সদেবাসুরমানুষম্‌ ॥ ৩৪
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রচন্দ্রাণাং বিপ্রেন্দ্রাস্ত্রিদিবৌকসাম্‌ ।
দ্যুতিদ্যুতিমতাং কৃৎস্না যত্তেজঃ সার্ব্বলৌকিকম্‌ ॥
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোকেশো মূলং পরমদৈবতম্‌ ।
ততঃ সঞ্জায়তে সর্ব্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে ॥ ৩৬
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা ।
জগজ্‌জ্ঞেয়ো গ্রহো বিপ্রা দীপ্তিমান্‌ সুপ্রভো রবিঃ
যত্র গচ্ছন্তি নিধনং জায়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ।
ক্ষণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎস্নশঃ ।
মাসাঃ সংবৎসরাশ্চৈব ঋতবোহথযুগানি চ ॥ ৩৮
তদাদিত্যাদৃতে তেষাং কালসংখ্যা ন বিদ্যতে ।
কালাদৃতে ন নিয়মো ন দীক্ষা নাহ্নিকক্রমঃ ॥ ৩৯
ঋতূনামবিভাগশ্চ পুষ্প-মূল-ফলং কুতঃ ।
কুতঃ শস্যাভিনিষ্পত্তির্তৃণৌষধিগণাদি বা ॥ ৪০
অভাবো ব্যবহারাণাং দেবানাং দিবি চেহ চ ।
জগৎ-প্রতাপনমৃতে ভাস্করং বারিতস্করম্‌ ॥ ৪১
স এব কালশ্চাগ্নিশ্চ দ্বাদশাত্মা প্রজাপতিঃ ।
তপত্যেষ দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্‌ ॥ ৪২
স এষ তেজসাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্ব্বলৌকিকঃ ।
উত্তমং মার্গমাস্থায় বায়োর্ভাভিরিদং জগৎ ।

থাকেন। এই প্রকার লোকার্থসাধন সূর্য্যের রশ্মি সহস্র বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফল দান করিতেছে। এইরূপে সূর্য্যমণ্ডল শুক্লবর্ণ ও দীপ্তিশীল এবং নক্ষত্র গ্রহ ও চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-স্থান। নক্ষত্র গ্রহ ও সূর্য্য ইহারা চন্দ্র হইতে উৎপন্ন। চন্দ্র নক্ষত্রের অধিপতি, সূর্য্য গ্রহ-গণের অধিপতি, অবশিষ্ট পঞ্চগ্রহ ঈশ্বর ও কামরূপী বলিয়া বিদিত হইবে। সূর্য্য অগ্নিময় ও চন্দ্র জলময় বলিয়া কীর্ত্তিত। অপর গ্রহের প্রকৃতির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১—৩০। অমরসেনানী কার্ত্তিকেয় মঙ্গলগ্রহ নামে অভিহিত। ভগবান নারায়ণ বুধগ্রহ নামে কীর্ত্তিত হন। রুদ্রকে মহাগ্রহ শনৈশ্চর বলা হয়। দেবগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্র নামে নির্দ্দিষ্ট। তাঁহারা প্রজাপতির পুত্র, সুর ও অসুরের উপর তাঁহাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। এই ত্রিভুবনের মূল আদিত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দ্বিজবরগণ! রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র ও অন্যান্য ত্রিদিববাসীদিগের যে, সার্ব্বলৌকিক তেজঃ, তাহার মূল হইলেন সেই সর্ব্বলোকপতি সূর্য্য। এই জগৎ সূর্য্য হইতে জন্মিতেছে, আবার সেই সূর্য্যেই লীন হইতেছে। সূর্য্য একটী ভুবনবিখ্যাত দীপ্তিমান্‌ গ্রহ, তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন এবং তাহাতেই লীন হইতেছে। আদিত্য ব্যতীত ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, বৎসর, ঋতু ও যুগাদি কালের নির্ণয় হইতে পারে না। কালনির্ণয় বিনা নিয়ম, দীক্ষা, ও আহ্নিকক্রম বা ঋতু-বিভাগ ইহার কিছুই হইতে পারে না। ঋতুর বিভাগ ব্যতীত ফুল, মূল, ফল, ওষধি, শস্য ইত্যাদি কিছুই হইতে পারে না। লোক-প্রতাপন ভাস্কর ভিন্ন স্বর্গ বা মর্ত্ত্য কোন লোকেরই ব্যবহার-নিশ্চয় হওয়া অসম্ভব। ৩১—৪১। সেই সূর্য্য কাল ও অগ্নিস্বরূপ দ্বাদশাত্মা। সেই সূর্য্য একটী সার্ব্বলৌকিক তেজোরাশি। এই জগৎ বায়ুর উত্তমমার্গে

পার্শ্বমূর্দ্ধমধশ্চৈব তাপয়ত্যেষ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৩
রবে রশ্মিসহস্রং যৎ প্রাঙ্ময়া সমুদাহৃতম্।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহ-যোনয়ঃ ॥ ৪৪
সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্ম্মা তথৈব চ।
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সম্পদ্বসুরতঃ পরম্।
অর্ব্বাবসুঃ পুনশ্চান্যো মম চাত্র প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৫
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু ক্ষীণং শশিনমেধয়ন্।
তির্য্যগূর্দ্ধ-প্রভাবোঽসৌ সুষুম্নঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৬
হরিকেশঃ পরস্তাদ্যো ঋক্ষযোনিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মা তু রশ্মির্বর্দ্ধয়তে বুধম্ ॥ ৪৭
বিশ্বশ্রবাস্তু যঃ পশ্চাৎ শুক্রযোনিঃ স্মৃতা বুধৈঃ।
সম্পদ্বসুশ্চ যো রশ্মিঃ সা যোনির্লোহিতস্য চ ॥ ৪৮
ষষ্ঠস্ত্বর্ব্বাবসূ রশ্মির্যোনিস্তু স বৃহস্পতেঃ।
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্ ॥ ৪৯
এবং সূর্য্য-প্রভাবেণ গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাঃ।
বর্দ্ধন্তে বিদিতাঃ সর্ব্বা বিশ্বঞ্চেদং পুনর্জগৎ।
ন ক্ষীয়ন্তে পুনস্তানি তস্মান্নক্ষত্রতা স্মৃতা ॥ ৫০
ক্ষেত্রাণ্যেতানি বৈ পূর্ব্বমাপতন্তি গভস্তিভিঃ।
তেষাং ক্ষেত্রাণ্যথাদত্তে সূর্য্যো নক্ষত্রতাং গতঃ ॥
তীর্ণানাং সুকৃতেনেহ সুকৃতান্তে গ্রহাশ্রয়াৎ।
তারণাৎ তারকা হ্যেতাঃ শুক্লত্বাচ্চৈব তারকাঃ ॥
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
আদানান্নিত্যমাদত্যস্তমসাং তেজসাং মহান্ ॥ ৫৩
সুবাতি স্পন্দনার্থে চ ধাতুরেষ বিভাব্যতে।
সবনাত্তেজসোঽপাঞ্চ তেনাসৌ সবিতা মতঃ ॥ ৫৪
বহ্বর্থশ্চন্দ্র ইত্যেষ হ্লাদনে ধাতুরিষ্যতে।
শুক্লত্বে চামৃতত্বে চ শীতত্বে চ বিভাব্যতে ॥ ৫৫
সূর্য্যাচন্দ্রমসো দিব্যে মণ্ডলে ভাস্বরে খগে।
জলতেজোময়ে শুক্লে বৃত্তকুম্ভনিভে শুভে ॥ ৫৬
ঘনতোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।
ঘনতেজোময়ং শুক্লং মণ্ডলং ভাস্করস্য তু ॥ ৫৭
বিশন্তি সর্ব্বদেবাস্তু স্থানান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু ঋক্ষসূর্য্যগ্রহাশ্রয়াঃ ॥ ৫৮
তানি দেবগৃহাণ্যেব সুহ্মাণি ভবন্তি চ।

থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছে, সূর্য্য তাহাকে পার্শ্বে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে উত্তাপিত করিতেছেন। পূর্ব্বে আমি যে সহস্র রশ্মির বিষয় বলিয়াছি, তাহার মধ্যে গ্রহের মূল সাতটী রশ্মির শ্রেষ্ঠ। সেই রশ্মি সাতটী যথা—সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বশ্রবা, সম্পদ্বসু, অর্ব্বাবসু ও আর্য্য। সুষুম্ন নামে যে সূর্য্যরশ্মি ক্ষীণ শশীকে বর্দ্ধিত করে, তাহার প্রভাব তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদেশে প্রসৃত। হরিকেশ নামে সূর্য্যরশ্মি নক্ষত্রের আদি যোনি। বিশ্বকর্ম্মা নামে সূর্য্যরশ্মি বুধগ্রহকে দক্ষিণদিকে বর্দ্ধিত করিতেছেন। বিশ্বশ্রবা নামে সূর্য্যরশ্মি শুক্রগ্রহের যোনি বলিয়া কথিত। সম্পদ্বসু নামে সূর্য্য-রশ্মি লোহিতগ্রহের যোনি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অর্ব্বাবসু নামে ষষ্ঠ সূর্য্যরশ্মি বৃহস্পতির যোনি, স্বরাট্ নামে সূর্য্যরশ্মি শনিগ্রহকে প্রাপ্যায়িত করে। এইরূপ সূর্য্যপ্রভাবে গ্রহ নক্ষত্র ও তারকারাজি বর্দ্ধিত হইতেছে। ঐ গ্রহাদি ক্ষীণ হয় না বলিয়া তাহাদিগকে নক্ষত্র বলা হয়। এই সকল ক্ষেত্র গভস্তি দ্বারা পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে আপতিত হয়। সূর্য্য নক্ষত্রপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ক্ষেত্র অবলম্বন করেন। পুণ্য বলে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই পুণ্যাবসানে গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে বিরাজ করেন, শুক্ল বলিয়া ইহাঁদিগকে তারকা বলা হয়। সূর্য্য দিব্য, পার্থিব ও নৈশ তেজঃ ও অন্ধকার আদান করেন বলিয়া তাঁহাকে আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়। সু-ধাতুর অর্থ—স্পন্দন, সতত সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়েন বলিয়া সূর্য্য। তেজ ও জলের উদ্ভব বা পবিত্রতাকারক বলিয়া সূর্য্যকে সবিতা বলা হয়। চন্দ্রশব্দের অনেক অর্থ। যে ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—আহ্লাদ, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব ও শীতত্ব। ৪২—৫৫। সূর্য্যমণ্ডল উজ্জ্বল, তেজোময়, শুক্ল ও গোলাকার কুম্ভনিভ। তাহাতে ঘনতোয়াত্মক শশিমণ্ডল সন্নিবিষ্ট। সূর্য্যমণ্ডল শুক্ল ও ঘনতেজোময়। তাহাতে দেবগণ প্রবেশ করেন, মন্বন্তরে ঋক্ষ গ্রহাদিও সেইস্থানে থাকেন। সেই দেবগণের

সৌরং সূর্য্যো বিশৎস্থানং সৌম্যং সোমস্তথৈব চঃ
শৌক্রং শুক্রো বিশস্থানং ষোড়শার্চ্চিঃ প্রতাপবান্
বৃহদ্বৃহস্পতিশ্চৈব লৌহিত্যৈব লোহিতঃ ।
শানৈশ্চরং তথা স্থানং দেবশ্চৈব শনৈশ্চরঃ ॥ ৬০
আদিত্যরশ্মিসংযোগাৎ সম্প্রকাশাত্মিকাঃ স্মৃতাঃ ।
নবযোজনসাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১
ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলস্য প্রমাণতঃ ।
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ ॥ ৬২
তুল্যস্তয়োস্তু স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি ।
উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ ॥ ৬৩
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং নির্ম্মিতং যত্তমোময়ম্ ।
আদিত্যাচ্চ নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু ॥ ৬৪
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ।
স্বর্ভাসা নুদতে যস্মাত্ততঃ স্বর্ভানুরুচ্যতে ॥ ৬৫
চন্দ্রস্য ষোড়শো ভাগো ভার্গবস্য বিধীয়তে ।
বিষ্কম্ভান্মণ্ডলাচ্চৈব যোজনাগ্রাৎ প্রমাণতঃ ॥ ৬৬
ভার্গবাৎ পাদহীনস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ।
বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ কুজসৌরাবুভৌ স্মৃতৌ ।
বিস্তারান্মণ্ডলাচ্চৈব পাদহীনস্তয়োর্বুধঃ ॥ ৬৭
তারানক্ষত্ররূপাণি বপুষ্মন্তীহ যানি বৈ ।
বুধেন সমরূপাণি বিস্তারান্মণ্ডলাত্তথা ॥ ৬৮
প্রায়শশ্চন্দ্রযোগানি নক্ষত্রাণি দ্বিজোত্তমাঃ ।
তারা-নক্ষত্ররূপাণি হীনানি তু পরস্পরম্ ॥ ৬৯
শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব যোজনে ।
পূর্ব্বাপরনিকৃষ্টানি তারকা-মণ্ডলানি তু
যোজনান্যর্দ্ধমাত্রাণি তেভ্যো হ্রস্বং ন বিদ্যতে ॥ ৭০
উপরিষ্টাৎ ত্রয়স্তেষাং গ্রহা যে দূরসর্পিণঃ ।
সৌরোঽঙ্গিরাশ্চ বক্রশ্চ জ্ঞেয়া মন্দবিচারিণঃ ॥ ৭১
তেভ্যোঽধস্তাত্তু চত্বারঃ পুনরন্যে মহাগ্রহাঃ ।
সূর্য্যঃ সোমো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চৈব শীঘ্রগাঃ ॥ ৭২
যাবত্যস্তারকাঃ কোট্যস্তাবন্ত্যৃক্ষাণি সর্ব্বশঃ ।
বীথীনাং নিয়মাচ্চৈবমৃক্ষমার্গো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩
গতিস্তাস্বেব সূর্য্যস্য নীচোচ্চত্বেঽয়ন-ক্রমাৎ ।
উত্তরায়ণমার্গস্থো যদা পর্ব্বসু চন্দ্রমাঃ ।
বৌধং বৌধোঽথ স্বর্ভানুঃ স্বর্ভানোঃ স্থানমাশ্রিতঃ
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি বিশন্তি চ ।
গৃহাণ্যেতানি সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি সুকৃতাত্মনাম্ ।

গ্রহ অতিসূক্ষ্ম। সূর্য্য সৌরস্থান, চন্দ্র চান্দ্র, শুক্র শৌক্র, বৃহস্পতি বৃহৎ, মঙ্গল লৌহিত এবং শনৈশ্চর শানৈশ্চর স্থান অবলম্বন করেন। এই সকল স্থান রবি-রশ্মিযোগে প্রকাশিত হয়। সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ নবসহস্র যোজন এবং তাহার বিস্তার সপ্তবিংশতি সহস্রযোজন সূর্য্যবিষ্কম্ভ হইতে চন্দ্র বিষ্কম্ভ দ্বিগুণ বিস্তৃত। রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান হইয়া তাহাদের নিম্নদেশে গমন করে। পৃথিবীর উর্দ্ধগত মণ্ডলাকার ছায়াই রাহু। রাহুর স্থান বৃহৎ ও অন্ধকারময়। ঐ স্থান পূর্ণিমায় সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে প্রবেশ করে, এবং অমাবস্যায় চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। রাহু আকাশে দীপ্তি পায় বলিয়া তাহার নাম স্বর্ভানু। ভার্গবের পরিমাণ চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ। ভার্গব হইতে বৃহস্পতি একপাদহীন। বৃহস্পতি হইতে মঙ্গল ও শনি একপাদহীন; মঙ্গল ও শনি হইতে বুধ একপাদহীন। যে সকল তারানক্ষত্র আকাশে দেখা যাইতেছে, উহারা বুধের ন্যায় বিস্তৃত ও মণ্ডলবিশিষ্ট। চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগণের প্রায়ই যোগ হয়। তারকানিকর পরস্পর পরস্পর হইতে হীন এবং তাহাদের মণ্ডল পরিমাণ একশত চতুর্দ্দশ যোজন। অর্দ্ধযোজনের ন্যূন পরিমাণ মণ্ডল নাই। উহার একটী হইতে অপরটী নিকৃষ্ট। তাহার উপরিভাগে সৌর, অঙ্গিরা ও বক্র নামে তিনটী গ্রহ আছে। উহারা অতি দ্রুত গমন করে। ৫৮—৭১। ইহাদের অধোদেশে সূর্য্য সোম, বুধ ও ভার্গব নামে চারিটী গ্রহ বিদ্যমান। তাহারা অতি দ্রুত গমন করে। যত কোটি তারকা, নক্ষত্রও তত কোটি; শ্রেণীবিভাগক্রমে নক্ষত্রের পথ ব্যবস্থিত হইয়াছে। সেই সকল নক্ষত্রপথে উচ্চ ও নীচ ভাবে অয়ন অনুসারে সূর্য্য গমন করেন। চন্দ্রমা উত্তরায়ণ মার্গে রহিলে পূর্ণিমাদিনে বুধ বৌধ-স্থানে ও রাহু রাহুস্থানে এবং নক্ষত্রনিচয় নক্ষত্রস্থানে

কল্পাদৌ সম্প্রবৃত্তানি নির্ম্মিতানি স্বয়ম্ভুবা।
স্থানান্যেতানি তিষ্ঠন্তি যাবদাভূত-সংপ্লবম্॥ ৭৭
অতীতৈস্তু সহাতীতা ভাব্যা ভাবৈঃ সুরাসুরৈঃ।
বর্ত্তন্তে বর্ত্তমানৈশ্চ স্থানানি তৈঃ সুরৈঃ সহ॥৭৮
অস্মিন্ মন্বন্তরে চৈব গ্রহা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ।
বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈবস্বতেঽন্তরে॥৭৯
ত্বিষিমান্ ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমদেবো বসুঃ স্মৃতঃ।
শুক্রো দেবস্তু বিজ্ঞেয়ো ভার্গবোঽসুররাজকঃ॥৮০
বৃহত্তেজাঃ স্মৃতো দেবো দেবাচার্য্যোঽঙ্গিরঃ সুতঃ
বুধো মনোহরশ্চৈব ত্বিষিপুত্রস্তু সঃ স্মৃতঃ॥ ৮১
অগ্নিবিকল্পাৎ সঞ্জজ্ঞে যুবাসৌ লোহিতাধিপঃ।
নক্ষত্রঋক্ষগামিন্যো দাক্ষায়ণ্যঃ স্মৃতাস্তু তাঃ॥৮২
স্বর্ভানুঃ সিংহিকা-পুত্রো ভূতসন্তাপনোঽসুরঃ।
সোমর্ক্ষগ্রহসূর্য্যে তু কীর্ত্তিতাস্তভিমানিনঃ॥৮৩
স্থানান্যেতান্যথোক্তানি স্থানিনশ্চৈব দেবতাঃ॥৮৪
শুক্লমগ্নিময়ং স্থানং সহস্রাংশোর্বিবস্বতঃ।
সহস্রাংশোস্ত্বিষঃ স্থানমম্ময়ং শুক্লমেব চ।
অথ শ্যামং মনোজ্ঞস্য পঞ্চরশ্মের্গৃহং স্মৃতম্॥৮৫
শুক্রস্যাপ্যময়ং স্থানং সদা ষোড়শরশ্মিবৎ।
নবরশ্মেস্তু যূনো হি লোহিতস্থানমম্ময়ম্॥৮৬
হরিচ্চাপ্যং বৃহচ্চাপি দ্বাদশাংশোর্বৃহস্পতেঃ।
অষ্টরশ্মে গৃহং প্রোক্তং কৃষ্ণং বুধস্য অম্ময়ম্॥৮৭
স্বর্ভানোস্তামসং স্থানং ভূতসন্তাপনালয়ম্।
বিজ্ঞেয়াস্তারকাঃ সর্ব্বাস্ত্বম্ময়াস্ত্বেকরশ্ময়ঃ॥৮৮
আশ্রয়াঃ পুণ্যকীর্ত্তীনাং সুশুক্লাশ্চৈব বর্ণতঃ।
ঘনতোয়াত্মিকা জ্ঞেয়াঃ কল্পদৌ দেবনির্ম্মিতাঃ।
উচ্চত্বাদৃশ্যতে শীঘ্রমভিব্যক্তৈর্গভস্তিভিঃ।
তথা দক্ষিণমার্গস্থো নীচবীথীসমাশ্রিতঃ॥৯০
ভূমিলেখাবৃতঃ সূর্য্যো পূর্ণিমাবাস্যয়োস্তথা।
ন দৃশ্যতে যথাকালং শীঘ্রতোঽস্তমুপৈতি চ॥ ৯১
তস্মাদুত্তরমার্গস্থো হ্যমাবাস্যাং নিশাকরঃ।
দৃশ্যতে দক্ষিণে মার্গে নিয়মাদ্ দৃশ্যতে ন চ॥ ৯২
জ্যোতিষাং গতিযোগেন সূর্য্য চন্দ্রমসাবুভৌ।
সমানকালাস্তময়ৌ বিষুবৎসু সমোদয়ৌ॥ ৯৩
উত্তরাসু চ বীথীষু ব্যন্তরাস্তময়োদয়ৌ।
পৌর্ণমাবাস্যয়োর্জ্ঞেয়ৌ জ্যোতিশ্চক্রানুবর্ত্তিনৌ।

প্রবিষ্ট হয়। কল্প আদিতে বিধাতা কর্ত্তৃক এই সকল গ্রহ ও নক্ষত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল গ্রহ ও নক্ষত্রস্থান প্রলয় যাবৎ অবস্থান করে। সমস্ত মন্বন্তরেই দেবায়তনভূত আপ্রলয় অবস্থান করে। ঐ স্থানসমূহ অতীতের সহিত অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের সহিত ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত ও বর্ত্তমানের সহিত বর্ত্তমান আছে। অদিতির পুত্র বিবস্বান্ বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য হইবেন, দ্যুতিমান্ দেব সোম বসু হইবেন, ভৃগুসুত শুক্রাচার্য্য অসুরাধিপতি হইবেন, তেজস্বী অঙ্গিরার তনয় দেবাচার্য্য হইবেন এবং মনোহর ত্বিষিপুত্র বুধ হইবেন। সঙ্কল্প হইতে লোহিতাধিপতি অগ্নি জন্ম লইয়াছেন। সিংহিকাসুত রাহু এক লোকসন্তাপদায়ক অসুর। এ সকল স্থান যথাযথ রূপে কথিত হইয়াছে। উল্লিখিত দেবতাগণ ঐ সকল স্থানের অধিপতি। সহস্ররশ্মি সূর্য্যের অগ্নিময় স্থান এবং জলময় স্থান উভয় স্থানই শুক্লবর্ণ। মনোহর পঞ্চরশ্মিময় স্থান শ্যামবর্ণ। শুক্রের স্থান জলময় ও ষোড়শ রশ্মিময়, মঙ্গলের স্থান নবরশ্মিযুত। ৭২—৮৬। দ্বাদশরশ্মিময় বৃহস্পতিস্থান বৃহৎ ও হরিদ্বর্ণ। অষ্টরশ্মিময় বুধস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও জলময়, রাহুস্থান তমোময় এবং ভূতগণের সন্তাপদাতা তারকাদিকর এক রশ্মিবিশিষ্ট ও জলময়। উহারা পুণ্যশ্লোকগণের আশ্রয়। উহাদের বর্ণ শুক্ল। কল্পপ্রারম্ভে বিধাতা কর্ত্তৃক উহারা নির্ম্মিত হইয়াছে। নীচত্বহেতু নিজ কিরণমালায় সূর্য্য শীঘ্র দৃষ্ট হয়েন, কিন্তু যখন দক্ষিণমার্গস্থিত হয়েন, তখন পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিনে ভূমিরেখায় আবৃত হইয়া যথাকালে দৃষ্ট হন না এবং শীঘ্রই অস্তগত হইয়া থকেন। এই কারণ চন্দ্র উত্তরমার্গস্থ হইলে অমাবস্যার দিনে দেখা যায় না। নক্ষত্রের গতিযোগে রবি শশী উভয়ে বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে সমান ভাবে উদিত ও অস্তমিত হয়েন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় রবি শশী জ্যোতিশ্চক্রের অনুসরণ

দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা ভবতি রশ্মিমান্।
তদা সর্ব্বগ্রহাণাং স সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি ॥ ৯৫
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধঞ্চরতে শশী।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং সোমাদূর্দ্ধং প্রসর্পতি ॥ ৯৬
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাদূর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধং তস্মাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
ঋষীণাঞ্চৈব সপ্তানাং ধ্রুব ঊর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৯৭
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ।
তারাগ্রহান্তরাণি স্যুরুপরিষ্টাৎ যথাক্রমম্ ॥ ৯৮
গ্রহাশ্চ চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দিবি দিব্যেন তেজসা।
নিত্যমৃক্ষেষু যুজ্যন্তি গচ্ছন্তি নিয়তক্রমাৎ ॥ ৯৯
গ্রহনক্ষত্র-সূর্য্যাস্তে নীচোচ্চমৃদ্ব্যবস্থিতাঃ।
সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎ প্রজাঃ ॥ ১০০
পরস্পরস্থিতা হ্যেতে যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্।
অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়স্তেষাং যোগস্তু বৈ বুধৈঃ ॥ ১০১
ইত্যেষ সন্নিবেশো বঃ পৃথিব্যা জ্যোতিষস্য চ।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ ॥ ১০২
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যেষু তেষু বসন্তি বৈ।
এতে চৈব গ্রহাঃ পূর্ব্বং নক্ষত্রেষু সমুত্থিতাঃ ॥ ১০৩
বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে।
বিশাখাসু সমুৎপন্নো গ্রহাণাং প্রথমো গ্রহঃ ॥ ১০৪
ত্বিষিমান্ ধর্ম্মপুত্রস্তু সোমো বিশ্বাবসুস্তথা।
শীতরশ্মিঃ সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকাসু নিশাকরঃ ॥ ১০৫
ষোড়শার্চ্চির্ভৃগোঃ পুত্রঃ শুক্রঃ সূর্য্যাদনন্তরম্।
তারাগ্রহাণাং প্রবরস্তিষ্যক্ষেত্রে সমুত্থিতঃ ॥ ১০৬
গ্রহশ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রো দ্বাদশার্চ্চির্বৃহস্পতিঃ।
ফাল্গুনীষু সমুৎপন্নঃ সর্ব্বাসু চ জগদ্গুরুঃ ॥ ১০৭
নবার্চ্চির্লোহিতাঙ্গস্তু প্রজাপতিসুতো গ্রহঃ।
আষাঢ়াস্বিহ পূর্ব্বাসু সমুৎপন্ন ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১০৮
রেবতীষ্বেব সপ্তার্চ্চিস্তথা সৌরশনৈশ্চরঃ।
রোহিণীষু সমুৎপন্নৌ গ্রহৌ চন্দ্রার্কমর্দ্দনৌ।
এতে তারাগ্রহাশ্চৈব বোদ্ধব্যা ভার্গবাদয়ঃ ॥ ১০৯
জন্মনক্ষত্রপীড়াসু যান্তি বৈগুণ্যতাং যতঃ।
স্পৃশ্যন্তে তেন দোষেণ ততস্তা গ্রহভুক্তিষু ॥ ১১০
সর্ব্বগ্রহাণামেতেষামাদিরাদিত্য উচ্যতে।
তারাগ্রহাণাং শুক্রস্তু কেতূনাঞ্চৈব ধূমবান্ ॥ ১১১

করেন। সূর্য্য দক্ষিণায়নে সকল গ্রহের অধোদেশে গমন করেন, তাঁহার উর্দ্ধদেশে শশী স্বীয় মণ্ডল বিস্তৃত করত সঞ্চরণ করিয়া থাকেন ; সে সময়ে যাবতীয় নক্ষত্রমণ্ডল শশীর উর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে থাকে। নক্ষত্রের উর্দ্ধদেশে বুধ অবস্থিত ; বুধের উর্দ্ধদেশে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির উর্দ্ধে শনি, শনির উর্দ্ধদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং তাহার উর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থিত। ঐ সকল তারা ও গ্রহগণ দ্বিশত সহস্রযোজন উর্দ্ধে যথাক্রমে অবস্থান করে। গ্রহগণ ও চন্দ্রসূর্য্য দিব্য তেজোময় হইয়া নক্ষত্র সহ মিলিত হইতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য্য, নীচ, উচ্চ ও মৃদুভাবে বিরাজিত, উহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতেছে। ইহাঁরা সমাগম সময়ে প্রজাগণকে দর্শন করেন এবং পরস্পর অবলম্বনে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েন। ইহাদের মিলনে সঙ্কর হয় না। ৮৭—১০১। পৃথিবী, নক্ষত্রমণ্ডল, দ্বীপ, সাগর, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদীর সন্নিবেশ উক্ত হইল। এই সকল স্থানে প্রাণিগণ বাস করে। উল্লিখিত গ্রহগণ পূর্ব্বে নক্ষত্র হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সূর্য্য বিশাখানক্ষত্রে আবির্ভূত হইয়া গ্রহগণের মধ্যে প্রধান হইলেন, চন্দ্র কৃত্তিকায় জন্মিয়া বিশ্বাবসু হইলেন। ষোড়শ রশ্মিযুত ভৃগুপুত্র শুক্র পুষ্যায় জন্মিয়া সূর্য্যের নীচে গ্রহগণোপরি আধিপত্য করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ রশ্মিময় অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়া জগতের গুরু হইলেন। নবরশ্মিযুত মঙ্গল, প্রজাপতির ঔরসে ও পূর্ব্বাষাঢ়ার গর্ভে উৎপন্ন হইলেন ; এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য আছে। সপ্তরশ্মি সমন্বিত শনি সূর্য্যের ঔরসে ও রেবতীর গর্ভে জন্ম লয়েন। চন্দ্রসূর্য্যবিমর্দ্দী রাহু ও কেতু রোহিণীতে সমুৎপন্ন হইলেন। এই ভার্গবাদি গ্রহ সকল তারাগ্রহ বলিয়া জানিবে। জন্মনক্ষত্র পীড়িত হইলে গ্রহ সকল প্রতিকূল হয় এবং গ্রহভোগ সময়ে সেই দোষ জাতগণকে স্পর্শে। আদিত্যগণ গ্রহের মধ্যে প্রধান বলিয়া কথিত। সেইরূপ

ধ্রুবঃ কালো গ্রহাণাঞ্চ বিভক্তানাঞ্চতুর্দ্দিশম্।
নক্ষত্রাণাং শ্রবিষ্ঠা স্যাদয়নানাং তথোত্তরম্ ॥ ১১২
বর্ষাণাঞ্চাপি পঞ্চানামাদ্যঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ।
ঋতূনাং শিশিরশ্চাপি মাসানাং মাঘ এব চ ॥ ১১৩
পক্ষাণাং শুক্লপক্ষস্তু তিথীনাং প্রতিপত্তথা।
অহোরাত্রবিভাগানামহশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৪
মুহূর্ত্তানাং তথৈবাদির্মুহূর্ত্তো রুদ্রদৈবতঃ।
অক্ষোশ্চাপি নিমেষাদিঃ কালঃ কালবিদো মতঃ ॥
শ্রবণান্তং শ্রাবিষ্ঠাদ্যং যুগং স্যাৎ পঞ্চবার্ষিকম্।
ভানোর্গতি-বিশেষেণ চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ১১৬
দিবাকরঃ স্মৃতস্তস্মাৎ কালস্তং বিদ্ধি চেশ্বরম্।
চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকঃ ॥ ১১৭
ইত্যেষ জ্যোতিষামেব সন্নিবেশোঽর্থনিশ্চয়াৎ।
লোক-সংব্যবহারার্থমীশ্বরেণ বিনির্ম্মিতঃ ॥ ১১৮
উৎপন্নঃ শ্রবণেনাসৌ সংক্ষিপ্তশ্চ ধ্রুবে তথা।
সর্ব্বতোঽন্তেষু বিস্তীর্ণো বৃত্তাকার ইতি স্থিতিঃ ॥
বুদ্ধিপূর্ব্বং ভগবতা কল্পাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।
সাশ্রয়ঃ সোঽভিমানী চ সর্ব্বস্থো জ্যোতিষাত্মকঃ।
বৈশ্বরূপং প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ ॥ ১২০
নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন কেনচিৎ।
গতাগতং মনুষ্যেষু জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা ॥ ১২১
আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ।
পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা ॥
চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ।
পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণবিচিন্তনে ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে জ্যোতিঃসন্নিবেশো নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কস্মিন্ দেশে মহাপুণ্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
বৃত্তং ব্রহ্মপুরোগাণাং কস্মিন্ কালে মহাত্মতে।
এতদাখ্যাহি নঃ সম্যগ্ যথাবৃত্তং তপোধন ॥ ১

সূত উবাচ।

যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং বায়ুনা জগদায়ুনা।

তারকামণ্ডলের মধ্যে শুক্র, কেতুসমূহ মধ্যে ধূমকেতু, নক্ষত্রনিচয় মধ্যে ধনিষ্ঠা, অয়ন মধ্যে উত্তরায়ণ, বর্ষমধ্যে সম্বৎসর, ঋতুমধ্যে শিশির, মাসমধ্যে মাঘমাস, পক্ষমধ্যে শুক্লপক্ষ, তিথির মধ্যে প্রতিপৎ, দিনরাত্রির মধ্যে দিবস, মুহূর্ত্তের মধ্যে আদ্য মুহূর্ত্ত শ্রেষ্ঠ। কালবিৎ পণ্ডিতেরা চক্ষুর নিমেষাদিকে কাল বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধনিষ্ঠা হইতে শ্রবণা নক্ষত্র যাবৎ পাঞ্চবার্ষিক যুগ, ঐ যুগ সূর্য্যের গতি-বিশেষে পরিবর্ত্তিত হয়। এ কারণ সূর্য্যকে কাল বলা যায়। তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতকে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত করেন। লোক-ব্যবহার নিমিত্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ জ্যোতিশ্চক্রের সন্নিবেশ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জ্যোতিশ্চক্র শ্রবণাতে জন্মিয়া ধ্রুবে স্থির আছে। ইহার সন্নিবেশ বৃত্তাকারে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। কল্প প্রারম্ভে ভগবান্ কর্ত্তৃক এই জ্যোতিশ্চক্র সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতির আশ্রয়বিশিষ্ট, অভিমানী সর্ব্বস্থিত জ্যোতিষাত্মক অদ্ভুত পরিণাম-বিশেষ; এই সকল নক্ষত্রের যাতায়াত মনুষ্যলোকে কেহই চর্ম্মচক্ষু দিয়া প্রকৃত নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না, পণ্ডিতেরা আগম ও অনুমান প্রত্যক্ষ ও উপপত্তি বলে সেই সকল নির্ণয় করিয়া থাকেন। ভক্তিসহকারে পরীক্ষা করিয়া ইহাতে শ্রদ্ধা করা বিধেয়। চক্ষুঃ, শাস্ত্র, জল, লেখ্য ও গণিত এই পাঁচটী দিয়া জ্যোতিশ্চক্রের নির্ণয় করিবে। ১০২—১২৩।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে তপোনিধে! এই পবিত্র বৃত্তান্ত কোন্ দেশে কোন্ কালে কথিত হইয়াছে; দয়া করিয়া সে সমস্ত বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, হে বিপ্রবরগণ! এই বৃত্তান্ত সহস্রবৎসর-সমাধেয় যজ্ঞে জগৎ-

বক্ষ্যামাণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্রে বর্ষসহস্রকে ॥ ২
নীলতা যেন কণ্ঠস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ।
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং শংসিতব্রতাঃ ॥ ৩
উত্তরে শৈলরাজস্য সরাংসি সরিতো হ্রদাঃ।
পুণ্যোদ্যানেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ।
গিরিশৃঙ্গেষু তুঙ্গেষু গহ্বরোপবনেষু চ ॥ ৪
দেবভক্তা মহাত্মানো মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
স্তুবন্তি চ মহাদেবং যত্র যত্র যথাবিধি ॥ ৫
ঋগ্‌যজুঃসামবেদৈশ্চ নৃত্যগীতার্চ্চনাদিভিঃ।
ওঁকারেণ নমস্কারৈরর্চ্চয়ন্তি সদা শিবম্ ॥ ৬
প্রবৃত্তে জ্যোতিষাং চক্রে মধ্যব্যাপ্তে দিবাকরে।
দেবতা নিয়তাত্মানঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি তাং কথাম্ ॥
অথ নিয়মবৃত্তাশ্চ প্রাণশেষব্যবস্থিতাঃ।
নমস্তে নীলকণ্ঠায় ইত্যুবাচ সদাগতিঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ভাবিতাত্মানো মুনয়ঃ শংসিত-ব্রতাঃ।
বালখিল্যেতি বিখ্যাতাঃ পতঙ্গসহচারিণঃ ॥ ৮
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
তস্মাৎ পৃচ্ছন্তি বৈ বায়ুং বায়ুপর্ণাম্বুভোজনাঃ ॥ ৯
ঋষয় ঊচুঃ।
নীলকণ্ঠেতি যৎ প্রোক্তং ত্বয়া পবনসত্তম।
এতদ্ গুহ্যং পবিত্রাণাং পুণ্যং পুণ্যকৃতাং বরাঃ ॥
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভঞ্জন।
নীলতা যেন কণ্ঠস্য কারণেনাম্বিকাপতেঃ ॥ ১১
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ তব বাক্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ১২
যাবদ্বাচঃ প্রবর্ত্তন্তে সার্থাস্তাশ্চ সমীরিতাঃ।
বর্ণস্থান-গতে বায়ৌ বাগ্বিধিঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
জ্ঞানং পূর্ব্বমথোৎসাহস্ত্বত্তো বায়ো প্রবর্ত্ততে ॥ ১৩
ত্বয়ি নিস্পন্দমানে তু শেষা বর্ণপ্রবৃত্তয়ঃ।
যত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে দেহবন্ধাশ্চ দুর্লভাঃ ॥ ১৪
তত্রাপি তেঽস্তি সদ্ভাবঃ সর্ব্বগস্ত্বং সদানিল।
নান্যঃ সর্ব্বগতো দেবস্ত্বত্তোঽস্তি সমীরণ ॥ ১৫
অয়ং বৈ জীবলোকস্তে প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বতোঽনিল
বেত্থ বাচস্পতিং দেবং মনোনায়কমীশ্বরম্।
ব্রূহি তৎকণ্ঠদেশস্য কিং কৃতা রূপবিক্রিয়া ॥ ১৬
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বায়ুর্লোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৭

প্রাণ সমীরণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে এবং আমিও সেই কালে শুনিয়াছি। দেবদেব শূলীর কণ্ঠ যেরূপে নীলবর্ণ হইয়াছে, তাহা বলি, শ্রবণ করুন। শৈলরাজ হিমালয়ের উত্তরে রম্য রম্য সরোবর তটিনী ও হ্রদ বিদ্যমান। তথায় উদ্যানে, তীর্থে, দেবগৃহে উচ্চ গিরিশিখরে, গহ্বরে ও উপবনে মহাত্মা মুনিগণ প্রণবাদি উচ্চারণ করিয়া নৃত্যগীতাদি সহকারে ভবানীপতি ভূতপতিকে সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন। জ্যোতিশ্চক্র যখন স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, সূর্য্য তখন তাহাদের মধ্যদেশে অবস্থান করেন, সেই কথা লইয়া নিয়তাত্মা দেবতাগণ আন্দোলন করিয়া থাকেন। একদিন দেবগণ পূর্ব্বনিয়মে জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এই সময় সদাগতি সমীরণ "নীলকণ্ঠকে নমস্কার" এই কথা বলিলেন। তৎশ্রবণে পতঙ্গসহচারী অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য মুনি সমীরণকে জিজ্ঞাসিলেন, হে পবনশ্রেষ্ঠ! তুমি যে 'নীলকণ্ঠ' এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার গুহ্য বিবরণ আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, অম্বিকাপতির কণ্ঠের নীলতা যেরূপে হইল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণনা করুন।১—১২। তোমাকর্ত্তৃক যে বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা যে সার্থক—তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি বর্ণের উচ্চারণ-স্থানমধ্যে প্রবেশ করিলে বক্যবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। হে পবন! তোমা হইতে পূর্ব্বে জ্ঞান ও পরে উৎসাহের প্রবর্ত্তনা হয়। তোমার স্পন্দনে বর্ণমালার প্রবৃত্তি। তোমার স্পন্দন না হইলে বর্ণপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়। বাক্য ও দেহবন্ধ দুর্লভ হইয়া উঠে, তোমার সদ্ভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। কেননা, তুমি সদাগতি। হে সমীরণ! এই বিশ্বে এরূপ অপর কোন দেবতা নাই, যিনি তোমার ন্যায় সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়া থাকেন। হে অনিল! তোমার অগোচর কিছুই জীবলোকে নাই। তুমি সেই বিভু মহেশ্বরকে বিশেষরূপে বিদিত আছ। কিরূপে নীলকণ্ঠের রূপ এরূপ বিকৃত হইল, তুমি অনু-

বায়ুরুবাচ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রো বেদনির্ণয়-তৎপরঃ।
বসিষ্ঠো নাম ধর্ম্মাত্মা মানসো বৈ প্রজাপতেঃ॥১৮
পপ্রচ্ছ কার্ত্তিকেয়ং বৈ ময়ূর-বরবাহনম্।
মহিষাসুরনারীণাং নয়নাঞ্জনতস্করম্॥১৯
মহাসেনং মহাত্মানং মেঘস্তনিতনিস্বনম্।
উমামনঃপ্রহর্ষেণ বালকং ছদ্মরূপিণম্॥২০
ক্রৌঞ্চজীবিতহর্ত্তারং পার্ব্বতীহৃদ্দিনন্দনম্।
বসিষ্ঠঃ পৃচ্ছতে ভক্ত্যা কার্ত্তিকেয়ং মহাবলম্॥২১

বসিষ্ঠ উবাচ।

নমস্তে হরনন্দায় উমাগর্ভ নমোঽস্তু তে।
নমস্তে অগ্নিগর্ভায় গঙ্গাগর্ভ নমোঽস্তু তে॥২২
নমস্তে শরগর্ভায় নমস্তে কৃত্তিকাসুত।
নমো দ্বাদশনেত্রায় ষণ্মুখায় নমোঽস্তু তে॥২৩
নমস্তে শক্তিহস্তায় দিব্য-ঘণ্টাপতাকিনে।
এবং স্তুত্বা মহাসেনং পপ্রচ্ছ শিখিবাহনম্॥২৪
যদেতদ্ দৃশ্যতে বর্ণং শুভ্রং শুভ্রাঞ্জন-প্রভম্।
তৎ কিমর্থং সমুৎপন্নং কণ্ঠে কুন্দেন্দুসপ্রভে॥২৫
এতদাখ্যায় ভক্তায় দাসায় ক্রহি পৃচ্ছতে।
কথাং মঙ্গল-সংযুক্তাং পবিত্রাং পাপনাশিনীম্।
মৎপ্রিয়ার্থং মহাভাগ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ॥২৬
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
প্রভুবাচ মহাতেজাঃ সুরারিবলসূদনঃ॥২৭
শৃণুষ্ব বদতাং শ্রেষ্ঠ কথ্যমানং বচো মম।
উমোৎসঙ্গ-নিবিষ্টেন ময়া পূর্ব্বং যথা শ্রুতম্॥২৮
পার্ব্বত্যা সহ সংবাদঃ সর্ব্বস্য চ মহাত্মনঃ।
তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহামুনে॥২৯
কৈলাসশিখরে রম্যে নানাধাতু বিচিত্রিতে।
নানাক্রম-লতাকীর্ণে চক্রবাকোপশোভিতে॥৩০
ষট্পদোদ্গীতবহুলে ধারা-সম্পাতনাদিতে।
মত্তক্রৌঞ্চময়ূরাণাং নাদৈরুদ্বুষ্টকন্দরে॥৩১
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে কিন্নরৈশ্চোপশোভিতে।
জীবঞ্জীবকজাতীনাং বীরুদ্ভিরুপশোভিতে॥৩২
কোকিলারাবমধুরে সিদ্ধচারণ-সেবিতে।
সৌরভেয়ীনিনাদাঢ্যে অধস্তনিতনিস্বনে॥৩৩
বিনায়কভয়োদ্বিগ্নৈঃ কুঞ্জরৈর্মুক্তকন্দরে।
বীণাবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়মনোরমৈঃ॥৩৪

গ্রহ করিয়া সবিস্তর তাহা বর্ণন কর। অনন্তর মহাতেজা বায়ু ঋষিগণের কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! পুরাকালে সত্যযুগে বেদার্থনির্ণেতা ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ নামে প্রজাপতির এক মানসপুত্র ছিলেন। এক সময়ে মহাত্মা বসিষ্ঠ মহিষাসুর-মহিষীগণের নয়নাঞ্জনদূরকারী মেঘবদ্ গম্ভীরনিনাদী ক্রৌঞ্চবিদারী শিখিবাহন নগেন্দ্রনন্দিনীর হৃদয়ানন্দন মহাবল কার্ত্তিকেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে হরানন্দদায়িন্ উমাগর্ভসম্ভূত! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অগ্নিগর্ভ, গঙ্গাগর্ভ, শরগর্ভ ও কৃত্তিকাসুত, তোমায় নমস্কার। হে দ্বাদশ নয়ন! হে ষণ্মুখ! হে মহাসেন! হে শক্তিধারিন্! আপনাকে প্রণাম। বসিষ্ঠ এইরূপ স্তব করিয়া কার্ত্তিকেয়কে জিজ্ঞাসিলেন, হে গিরিজাহৃদয়ানন্দ! কুন্দেন্দুধবল নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশের বর্ণ কিরূপে বিকৃত হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া সে পাপনাশিনী পূত কথা একবার মাত্র বর্ণন করুন। ১৩—২৬। মহাত্মা বসিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া দৈত্যদলনিষূদন মহাশিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, বক্তৃপ্রবর! আমি বাল্যকালে জননীর ক্রোড়ে বসিয়া যাহা শুনিয়াছি, তাহা যথাযথ বর্ণন করি, তুমি অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। আমি ভবদীয় প্রীতির নিমিত্ত হরপার্ব্বতীসংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রমলতাদি-পরিবৃত নানা ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিবর কৈলাসের এক উন্নত শৃঙ্গ আছে। সেখানে সতত চক্রবাকদম্পতী ক্রীড়া করিতেছে ষট্পদেরা গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে, মদমত্ত ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরেরা কলরব করত কন্দরদেশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে, অপ্সরা ও কিন্নরেরা আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, চকোরকুল মধুরস্বরে চারিদিক্ পূরিত করিতেছে, কোকিলসকল কণ্ঠঝঙ্কারে পীযূষধারা উদ্গিরণ করিতেছে, সিদ্ধচারণেরা চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, গোগণের নিনাদে

দোলান্দোলিতদম্পত্যে বনিতাসত্ত্বসেবিতে ।
ধ্বজৈর্লম্বিত-দোলানাং ঘণ্টানাং নিনদাকুলে ॥৩৫
মুখমর্দ্দলবাদিত্রৈর্বল্লিনাং স্ফোটিতৈস্তথা ।
ক্রীড়ারবিচারাণাং নির্ঘোষৈঃ পূর্ণমন্দিরে ॥ ৩৬
হাসৈঃ সন্ত্রাসজননৈর্বিকরালমুখৈস্তথা ।
দেহগন্ধৈর্বিচিত্রৈশ্চ প্রক্রীড়িতগণেশ্বরৈঃ ।
বজ্রস্ফটিকসোপান-চিত্রপট্টশিলাতলৈঃ ।
ব্যাঘ্রসিংহমুখৈশ্চান্যৈর্গজবাজিমুখৈস্তথা ॥ ৩৭
বিড়ালবদনৈশ্চোগ্রৈঃ ক্রোষ্টুকাকারমূর্ত্তিভিঃ ।
হ্রস্বৈর্দীর্ঘৈঃ কৃশৈঃ স্থূলৈর্লম্বোদরমহোদরৈঃ ॥৩৮
হ্রস্বজঙ্ঘৈশ্চ লম্বোষ্ঠৈস্তালজঙ্ঘৈস্তথাপরৈঃ ।
গোকর্ণৈরেককর্ণৈশ্চ মহাকর্ণৈরকর্ণকৈঃ ॥ ৩৯
বহুপাদৈর্ম্মহাপাদৈরেকপাদৈরপাদকৈঃ ।
বহুশীর্ষৈর্ম্মহাশীর্ষৈরেকশীর্ষৈরশীর্ষকৈঃ ॥ ৪০
বহুনেত্রৈর্ম্মহানেত্রৈরেকনেত্রৈরনেত্রকৈঃ ।
এবংবিধৈর্ম্মহাযোগিভূতৈর্ভূতপতির্বৃতঃ ॥ ৪১

বিশুদ্ধমুক্তামণিরত্নভূষিতে
শিলাতলে হেমময়ে মনোরমে ।
সুখোপবিষ্টং মদনাঙ্গনাশনং
প্রোবাচ বাক্যং গিরিরাজপুত্রী ॥ ৪২
ভগবন্ ভূতভব্যেশ গোবৃষাঙ্কিতশাসন ।
তব কণ্ঠে মহাদেব ভ্রাজতেঽম্বুদসন্নিভম্ ॥ ৪৩
নাত্যম্বরং নাতিশুভ্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
কিমিদং দীপ্যতে দেব কণ্ঠে কামাঙ্গনাশন ॥ ৪৪
কো হেতুঃ কারণং কিঞ্চ কণ্ঠে নীলত্বমীশ্বর ।
এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং ব্রূহি কৌতূহলং হি মে ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ
কথাং মঙ্গলসংযুক্তাং কথয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ৪৬
মথ্যমানেঽমৃতে পূর্ব্বং ক্ষীরোদে সুরদানবৈঃ ।
অগ্রে সমুত্থিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্ ॥৪৭
তং দৃষ্ট্বা সুরসঙ্ঘাশ্চ দৈত্যাশ্চৈব বরাননে ।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥ ৪৮
দৃষ্ট্বা সুরগণান্ ভীতান্ ব্রহ্মোবাচ মহাদ্যুতিঃ ।
কিমর্থং ভো মহাভাগা ভীতা উদ্বিগ্নচেতসঃ ॥৪৯
ময়াষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং ভবতাং সম্প্রকল্পিতম্ ।
কেন ব্যাবর্ত্তিতৈশ্বর্য্যা যূয়ং বৈ সুরসত্তমাঃ ॥ ৫০

দিক্‌সকল পূর্ণ হইতেছে, কুঞ্জরনিকর কুঞ্জরানন গণপতির ভয়ে কন্দরে প্রবেশ করিতেছে, বনিতাবৃন্দ লতাদোলায় দুলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে, মুখবাদ্য ও মঙ্গলবাদ্যের ধ্বনি ও ক্রীড়াধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ রহিয়াছে, গণপতিগণের করালমুখ, বিকট হাস্য ও বিবিধ দেহগন্ধে জীবকুল সন্ত্রস্ত হইতেছে। ইতস্ততঃ সুন্দর শিলাতলগুলি হীরক ও স্ফটিকময় সোপানে শোভিত হইতেছে। তথায় মণিমুক্তা-পরিশোভিত শিলাতলে মহেশ্বর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ কেহ সিংহ-মুখ, কেহ গজমুখ, কেহ বিড়ালমুখ, কেহ বা শৃগালাকার, কেহ হ্রস্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ কৃশ, কেহ স্থূল, কেহ লম্বোদর, কেহ মহোদর, কেহ লম্বজঙ্ঘ কেহ লম্বোষ্ঠ, কেহ তালজঙ্ঘ, কেহ গোকর্ণ, কেহ এককর্ণ, কেহ মহাকর্ণ, কেহ কর্ণহীন, কেহ বহুপাদ, কেহ মহাপাদ, কেহ একপাদ, কেহ পাদহীন, কেহ বহুশিরাঃ, কেহ মহাশিরাঃ কেহ একশিরাঃ, কেহ শিরোহীন, কেহ বহুনেত্র, কেহ মহানেত্র, কেহ একনেত্র ও কেহ নেত্রহীন, এইরূপ নানাকার ভূতগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ২৭—৪১। এই সময়ে প্রিয়-বাদিনী নগেন্দ্রনন্দিনী মদনান্তক মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে ভূতভব্যেশ্বর ভগবন্ বৃষধ্বজ! আপনার কণ্ঠে এ কি নীলাঞ্জনবৎ দীপ্তি পাইতেছে? আপনার কণ্ঠে ঈদৃশ নীলিমা হইবার কারণ কি? এই সকল সবিস্তর প্রকাশ করুন, আমার শুনিতে নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে। নগেন্দ্রনন্দিনীর কথা শুনিয়া বিরূ-পাক্ষ বলিতে লাগিলেন, দেবি! পুরাকালে দেব ও দৈত্যগণ সম্মিলিত হইয়া সুধার আশায় ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন, কিন্তু অগ্রে কালা-নলনিভ বিষ উত্থিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া দেব ও দৈত্যদল বিষণ্ণবক্ত্রে প্রজাপতির সমীপে গমন করেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন, হে সুরগণ! কি নিমিত্ত তোমরা এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ? কেনই বা তোমাদের মুখ-পদ্ম এরূপ মলিন হইল? আমি তোমাদের

ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরা যূয়ং সর্ব্বে বৈ বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাসর্গে ন সোঽস্তীহ আজ্ঞাং যো মে বিবর্ত্তয়েৎ
বিমানগামিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
অধ্যাত্মে চাধিভূতে চ অধিদেবে চ নিত্যশঃ।
প্রজাঃ কর্ম্মবিপাকেন শক্তা যূয়ং প্রবর্ত্তিতুম্ ॥৫২
তৎ কিমর্থং ভয়োদ্বিগ্না মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব।
কিং দুঃখং কেন সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্।
এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ ॥ ৫৩
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তস্য ব্রহ্মণো বৈ মহাত্মনঃ।
উচুস্তে ঋষিভিঃ সার্দ্ধং সুরদৈত্যেন্দ্রদানবাঃ ॥৫৪
সুরাসুরৈর্মথ্যমানে পাথোধৌ চ মহাত্মভিঃ।
ভুজঙ্গভৃঙ্গসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্।
প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সম্বর্ত্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥৫৫
কালমৃত্যুরিবোদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসম্।
ত্রৈলোক্যোৎসাদিসূর্য্যাভং প্রস্ফুরন্তং সমন্ততঃ ॥
বিষেণোত্তিষ্ঠমানেন কালানলসমত্বিষা।
নির্দগ্ধো রক্তগৌরাঙ্গঃ কৃতকৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৭
দৃষ্ট্বা তং রক্তগৌরাঙ্গং কৃতকৃষ্ণং জনার্দ্দনম্।
ভীতাঃ সর্ব্বে বয়ং দেবাস্ত্বামেব শরণং গতাঃ ॥৫৮

সুরাণামসুরাণাঞ্চ শ্রুত্বা বাক্যং পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৫৯
শৃণুধ্বং দৈবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
যত্তদগ্রে সমুৎপন্নং মথ্যমানে মহোদধৌ ॥ ৬০
বিষং কালানলপ্রখ্যং কালকূটেতি বিশ্রুতম্।
যেন প্রোদ্ভূতমাত্রেণ কৃতকৃষ্ণো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬১
তস্য বিষ্ণুরহঞ্চাপি সর্ব্বে তে সুরপুঙ্গবাঃ।
ন শক্তা বাস্ত বৈ সোঢুং বেগমস্য তু শঙ্করাৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা পদ্মগর্ভাভঃ পদ্মযোনিরযোনিজঃ।
ততস্তোতুং সমারব্ধো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৬৩
নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তেঽনেকচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥ ৬৪
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ সুরারিসংহন্ত্রে তাপসায় ত্রিচক্ষুষে ॥ ৬৫
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ।
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ভূতগ্রামায় বৈ নমঃ ॥৬৬
মন্মথাঙ্গবিনাশায় কালকালায় বৈ নমঃ।
রুদ্রায় চ সুরেশায় দেবদেবায় তে নমঃ ॥ ৬৭

নিমিত্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছি, কে তোমাদের সেই ঐশ্বর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে? তোমরা ত্রিলোকের অধিপতি, তোমাদের কোন মানস তাপ নাই। এই সৃষ্টি মধ্যে এমন কে আছে যে, মদীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে? তোমরা বিমানে চড়িয়া যথেচ্ছ গমন করিয়া থাক। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিষয়ে তোমরা কর্ম্মবিপাকদ্বারা সৃষ্টি করিতে পার। সিংহার্দ্দিত মৃগের ন্যায় কেন তোমরা এরূপ ভীত হইয়াছ? কি দুঃখ, কি জন্য সন্তাপ? কোথা হইতে বা ভয়? এই সকল আমার নিকটে বল। প্রজাপতির বাক্য শুনিয়া দেবগণ কহিতে লাগিলেন, হে পদ্মযোনি! সুরাসুর সকল ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতে লাগিলে, প্রথমে নীলজীমূতনিভ কালকূট উত্থিত হইয়াছে; তাহার প্রভা প্রলয়ের দিত আদিত্যবৎ। ঐ কালকূট উঠিবামাত্র রক্তগৌরাঙ্গ জনার্দ্দন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। ৪২—৫৮। দেবগণের বাক্য শুনিয়া প্রজাপতি প্রজার হিতবিধানার্থ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! ওহে ঋষিগণ! শ্রবণ কর। সাগরমন্থনে যে কালানলনিভ বিষ উঠিয়াছে, তাহার নাম কালকূট। ঐ বিষ উদ্ভূত হইবামাত্র জনার্দ্দন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, কৃষ্ণ, আমি কিম্বা সমস্ত অন্যান্য সুরগণ কেহই তাহার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। পদ্মযোনি এইরূপ কহিয়া বিরূপাক্ষকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বিরূপাক্ষ! আপনি অনেক নেত্রশালী, আপনাকে নমস্কার। আপনি পিনাকপাণি, বজ্রপাণি, ত্রৈলোক্যনাথ ও ভূতনাথ, আপনাকে আমি প্রণাম করি। দৈত্যকুলদলয়িতা, তাপস ত্রিনেত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। আপনি সাঙ্খ্যোক্ত যোগ, ভূতগ্রাম, অনঙ্গ-অঙ্গহর, কালের কাল, রুদ্র, সুরেশ্বর, দেবদেব, আপনাকে

কপর্দ্দিনে করালায় শঙ্করায় কপালিনে।
বিরূপায়ৈকরূপায় শিবায় বরদায় চ ॥ ৬৮
ত্রিপুরঘ্নায় বন্দ্যায় মাতৄণাং পতয়ে নমঃ।
বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ ॥ ৬৯
নমঃ কমলহস্তায় দিগ্‌বাসায় শিখণ্ডিনে ।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ চন্দ্রায় বরুণায় চ ॥ ৭০
অগ্রায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায়ানেকচক্ষুষে।
রজসে চৈব সত্ত্বায় তমসেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ৭১
নিত্যায়ানিত্যরূপায় নিত্যানিত্যায় বৈ নমঃ।
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় বৈ নমঃ ॥ ৭২
চিন্ত্যায় চৈবাচিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ।
ভক্তানামার্ত্তিনাশায় নরনারায়ণায় চ ॥ ৭৩
উমাপ্রিয়ায় শর্ব্বায় নন্দিচক্রাঙ্কিতায় চ ।
পক্ষমাসার্দ্ধমাসায় নমঃ সংবৎসরায় চ ॥ ৭৪
বহুরূপায় মুণ্ডায় দণ্ডিনেঽথ বরূথিনে।
নমঃ কপালহস্তায় দিগ্বাসায় শিখণ্ডিনে ॥ ৭৫
ধ্বজিনে রথিনে চৈব যমিনে ব্রহ্মচারিণে।
ঋগ্‌যজুঃসামবেদায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥ ৭৬
ইত্যেবমাদিচরিতৈস্তুভ্যং দেব নমোঽস্তু তে ॥ ৭৭
এবং স্তুতস্ততো দেবৈঃ প্রণিপত্য বরাননে ॥ ৭৮
জ্ঞাত্বা তু ভক্তিং মম দেবদেবো
গঙ্গাজলাপ্লাবিতকেশদেশঃ ।
হৃষ্টোঽতিযোগাতিশয়াদচিন্ত্যো
ন হি প্লুতো ব্যক্তমুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ ৭৯
এবং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
স্তুতোঽহং বিবিধৈস্তোত্রৈর্ব্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ ॥ ৮০
ততঃ প্রীতো হ্যহং তস্মৈ ব্রহ্মণে সুমহাত্মনে।
ততে হ্যহং সূক্ষ্ময়া বাচা পিতামহমথাব্রুবম্ ॥ ৮১
ভগবন্ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে।
কিং কার্য্যং তে ময়া ব্রহ্মন কর্ত্তব্যং বদ সুব্রত ॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততো ব্রহ্মা প্রত্যুবাচানুপ্রেক্ষণঃ ।
ভূতভব্যভবন্নাথ শ্রূয়তাং কারণেশ্বর ॥ ৮৩
সুরাসুরৈর্ম্মথ্যমানে পয়োধাবনুপ্রেক্ষণ।
ভগবন্মেঘসঙ্কাশং নীলজীমূতসন্নিভম্ ॥ ৮৪
প্রাদুর্ভূতং বিষং ঘোরং সম্বর্ত্তাগ্নিসমপ্রভম্ ।
কালমৃত্যুরিবোদ্ভূতং যুগান্তাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥ ৮৫
ত্রৈলোক্যাৎসাদসূর্য্যাভং বিস্ফুরন্তং সমন্ততঃ।
অগ্রে সমুত্থিতং তস্মিন্ বিষং কালানলপ্রভম্ ॥ ৮৬
তদ্দৃষ্ট্বা তু বয়ং সর্ব্বে ভীতাঃ সন্ত্রাস্তচেতসঃ।

প্রণাম। কপর্দ্দী, করাল, শঙ্কর, কপালী, বিরূপ, একরূপ, শিব, বরদ, ত্রিপুরারি, বন্দ্য, মাতৃপতি, বুদ্ধ, শুদ্ধ, কেবল, মুক্ত, কমলহস্ত, দিগম্বর, শিখণ্ডী, লোকত্রয়বিধানকর্ত্তা, চন্দ্র, বরুণ, অগ্র, উগ্র, বিপ্র, অনেকচক্ষুধারী, আপনাকে নমস্কার। রজঃ সত্ত্ব, তমঃ, অব্যক্ত যোনি, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও ব্যক্তাব্যক্ত, চিন্ত্য, অচিন্ত্য, চিন্ত্যাচিন্ত্য ও ভক্তার্ত্তিহারী নরনারায়ণ আপনাকে প্রণাম করি। উমাপ্রিয়, শর্ব্ব, পক্ষ, মাস, অর্দ্ধমাস, সংবৎসর, বহুরূপ, মুণ্ড, দণ্ডী, বরূথী, কালহস্ত, দিগম্বর, শিখণ্ডী, ধ্বজী, রথী, যমী, ব্রহ্মচারী, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ-পুরুষ ঈশ্বর আপনাকে নমস্কার। ৫১—৭৮। এইরূপ স্তব করিলে তদীয় ভক্তি জানিয়া সূক্ষ্মযোগের আতিশয্য বশতঃ অচিন্ত্য দেবদেব আমি আমার কেশকলাপ গঙ্গাজলে আপ্লুত হইল। তখন চন্দ্র ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইলেন না। লোকনাথ ব্রহ্মা এই-রূপ বেদবেদাঙ্গময় বাক্যে মদীয় স্তুতি করিলে পর, হে বরাননে! আমি ভগবান্ ব্রহ্মার স্তবে প্রীত হইলাম এবং ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর করিলাম, হে ভূতভব্যপতে ব্রহ্মন্! আমি কি করিব আদেশ করুন। মহেশ্বরের কথা শুনিয়া প্রজাপতি বলিলেন, হে ভূতভব্যনাথ! কারণে-শ্বর মহেশ্বর! শ্রবণ করুন। সুরাসুরগণ সাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে মহাকালানলানিভ নীলমেঘবৎ প্রভাশালী কালকূট বিষ উত্থিত হইয়াছে। সেই বিষের প্রভা প্রলয়কালোদিত আদিত্য সদৃশ। আমরা সেই বিষ দেখিয়া অতীব ভীত হইয়াছি। হে দেবদেব! আপনি ত্রিলোকের হিতবিধানার্থ সেই বিষ পান করুন, কারণ আপনিই অগ্রভোক্তা, আপনার ভোজ-নের পর অপর সকলে ভোজন করে। ত্রিলোকে সকলেই বলিতেছি যে, তুমি বিনা কেহই

তং পিবস্ব মহাদেব লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ভবানগ্রস্য ভোক্তা বৈ ভবাংশ্চৈব বরঃ প্রভুঃ ॥৮৭
ত্বামৃতেঽন্যো মহাদেব বিষং সোঢ়ুং ন বিদ্যতে।
নাস্তি কশ্চিৎ পুমান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যেষু চ গীঃপতেঃ ॥৮৮
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বাঢ়মিত্যেব তদ্বাক্যং প্রতিগৃহ্য বরাননে ॥ ৮৯
ততোঽহং পাতুমারব্ধো বিষমন্তকসন্নিভম্।
পিবতো মে মহাঘোরং বিষং সুরভয়ঙ্করম্ ॥ ৯০
কণ্ঠঃ সমভবত্তূর্ণং কৃষ্ণো মে বরবর্ণিনি।
তক্ষকং নাগরাজানং লেলিহানমিব স্থিতম্ ॥ ৯১
অথোবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
শোভসে ত্বং মহাদেব কণ্ঠেনানেন সুব্রত ॥ ৯২
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা ময়া গিরিবরাত্মজে।
পশ্যতাং দেবসঙ্ঘানাং দৈত্যানাঞ্চ বরাননে ॥৯৩
যক্ষগন্ধর্বভূতানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্।
ধৃতং কণ্ঠে বিষং ঘোরং নীলকণ্ঠস্ততো হ্যহম্ ॥৯৪

তং কালকূটং বিষমুগ্রতেজঃ
কণ্ঠে ময়া পর্ব্বতরাজপুত্রি।
নিবেশ্যমানং সুরদৈত্যসঙ্ঘা
দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাজগাম ॥ ৯৫

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে সদৈত্যোরগরাক্ষসাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মহ্যমাত্মপ্রশংসিনি ॥ ৯৬

অহো বলং বীর্য্যপরাক্রমস্তে
অহো পুনর্যোগবলং তবৈব।
অহো প্রভুত্বং তব দেবদেব
গঙ্গাম্বুসাম্ভোর্জিতমুক্তকেশ ॥ ৯৭
ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব মৃত্যুর্বরদস্ত্বমেব।
ত্বমেব সূর্য্যো রজনীকরশ্চ
ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব ॥ ৯৮
ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব।
ত্বমেব চাদিনিধনং ত্বমেব
স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥ ৯৯
ত্বমেব সূক্ষ্মস্য পরস্য সূক্ষ্মঃ
ত্বমেব বহ্নিঃ পবনস্ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বস্য চরাচরস্য
লোকস্য কর্ত্তা প্রলয়ে চ হর্ত্তা ॥ ১০০
ইতীদমুক্ত্বা বচনং সুরেন্দ্রাঃ
প্রগৃহ্য সোমং প্রাণিপত্য মূর্দ্ধ্না।
গতা বিমানৈরবনিগৃহবেগৈ-
র্মহাত্মনো মেরুমুপেত্য সর্ব্বে ॥ ১০১

এ বিষ সহ্য করিতে পারিবে না। হে চন্দ্রাননে! ব্রহ্মার এই কথা শুনিলাম, পরে আমি তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সুরাসুরভয়জনক বিষ পান করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই ঘোর বিষের প্রভাবে মদীয় কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল; দেখিলে বোধ হইত যেন নাগরাজ তক্ষক অবস্থিত রহিয়াছেন। ৭৭—৯০। আমার তাদৃশ কণ্ঠদর্শনে ব্রহ্মা বলিলেন, হে ত্র্যম্বক! আপনি এই কণ্ঠ দ্বারা শোভা পাইতেছেন। হে গিরিরাজনন্দিনি! দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও উরগ এই সকলের সাক্ষাতে সেই বিষ কণ্ঠে ধরিলাম, সেই হইতে আমার নাম হইয়াছে 'নীলকণ্ঠ'। আমার কণ্ঠে সেই উগ্র তেজঃ কালকূট বিষ দেখিয়া সুরাসুরগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সুরাসুরগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে বলিলেন, হে জাহ্নবীজলপ্লাবিতজটাপটল মহাদেব! আপনার বলবিক্রম অপূর্ব্ব, ভবদীয় প্রভুত্ব ও যোগাবলদর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই বরদ, তুমিই সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমিই পৃথিবী, তুমিই সলিল, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই নিয়ম, তুমিই অতীত, তুমিই ভাবী, তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তুমিই স্থূল ও সূক্ষ্ম পুরুষ, তুমিই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, তুমিই হুতাশন, তুমিই সমীরণ, তুমিই সকল চরাচরের স্রষ্টা, তুমিই আবার প্রলয়কালে তাহাদের সংহর্ত্তা। সুরগণ এইরূপ স্তব ও মহাদেবকে প্রণাম করিয়া পরে বেগবান্ বিমানে আরোহণান্তে সুমেরু-শৈলাভি-

ইত্যেতৎ পরং গুহ্যং পুণ্যাৎ পুণ্যমহত্তরম্।
নীলকণ্ঠেতি যৎপ্রোক্তং বিখ্যাতং লোকবিশ্রুতম্
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তাং পুণ্যাং পাপপ্রণাশনীম্।
যস্তু ধারয়তে নিত্যমেনাং ব্রহ্মোদ্ভবাং কথাম্।
তস্যাহং সম্প্রবক্ষ্যামি ফলং বৈ বিপুলং মহৎ ॥
বিষং তস্য বরারোহে স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
গাত্রং প্রাপ্য চ সুশ্রোণি ক্ষিপ্রং তৎ
প্রতিহন্যতে ॥ ১০৪
শময়ত্যশুভং ঘোরং দুঃস্বপ্নঞ্চাপকর্ষতি।
স্ত্রীষু বল্লভতাং যাতি সভায়াং পার্থিবস্য চ ॥১০৫
বিবাদে জয়মাপ্নোতি যুদ্ধে শৌর্য্যমেব চ।
গচ্ছতঃ ক্ষেমমধ্বানং গৃহে চ নিত্যসম্পদঃ ॥১০৬
শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তস্য বরাননে।
নীলকণ্ঠো হরিৎশ্মশ্রুঃ শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ১০৭
ত্র্যক্ষস্ত্রিশূলপাণিশ্চ বৃষযানঃ পিনাকধৃক্।
নন্দিতুল্যবলঃ শ্রীমান্ নন্দিতুল্যপরাক্রমঃ ॥১০৮
বিচরত্যচিরাৎ সর্ব্বান্ সর্ব্বলোকান্মমাজ্ঞয়া।
ন হন্যতে গতিস্তস্য অনিলস্য যথাম্বরে।
মম তুল্যবলো ভূত্বা তিষ্ঠত্যাভূত সংপ্লবম্ ॥১০৯
মম ভক্তা বরারোহে যে চ শৃণ্বন্তি মানবাঃ।
তেষাং গতিং প্রবক্ষ্যামি ইহলোকে পরত্র চ ॥১১০
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো জয়তে মহীম্।
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥১১১
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
গুর্বিণী লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্।
নষ্টঞ্চ লভতে সর্ব্বমিহলোকে পরত্র চ ॥ ১১২
গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্দত্তস্য যৎফলম্।
তৎফলং ভবতি শ্রুত্বা দিব্যোদিব্যামিমাং কথাম্ ॥
পাদং বা যদি বাপ্যর্দ্ধং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
যস্তু ধারয়তে নিত্যং রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥১১৪
কথামিমাং পুণ্যফলাদিযুক্তাং
নিবেদ্য দেব্যাঃ শশিবদ্ধমূর্দ্ধজঃ।
বৃষস্য পৃষ্ঠেন সহোময়া প্রভু-
র্জগাম কিষ্কিন্ধ্যগুহাং গুহপ্রিয়ঃ ॥ ১১৫
ক্রান্তং ময়া পাপহরং মহাপদং
নিবেদ্য তেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভঞ্জনঃ।

মুখে প্রস্থান করিলেন। হে দেবি! এই লোকবিখ্যাত গুহ্য কথা পুণ্য হইতেও পুণ্যতর। ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই কথা যে নিত্য শ্রবণ করে, তাহার বিপুল ফললাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৯১—১০৩। হে বরারোহে! স্থাবর জঙ্গম বিষ তদীয় গাত্রে স্পৃষ্ট হইবামাত্র বিনষ্ট হইবে। তাহার ঘোর অমঙ্গল নষ্ট হইবে, দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইবে, সে রমণীগণের এবং সভাতে রাজার প্রিয় হইবে, বিবাদে জয় এবং যুদ্ধে শৌর্য্যলাভ করিবে। তাহার পথে কল্যাণ হইবে। গৃহে সর্ব্বদা সম্পদ্ থাকিবে। সে ইচ্ছামত নানা শরীরে গমনাগমন করিতে পারিবে। সে ইচ্ছা করিলে নীলকণ্ঠ, হরিৎশ্মশ্রু, শশিশেখর, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলপাণি, বৃষধ্বজ, পিনাকপাণি ও নন্দী প্রভৃতির সমান পরাক্রমশালী হইতে পারিবে এবং বায়ু যেমন আকাশে যথেচ্ছ যাইতে পারে, সেও আমার আদেশে সেইরূপ ভ্রমণ করিতে পারিবে। সে আমার ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়া এবং [illegible]

থাকিবে। যে সকল ভক্ত মদীয় এই কথা শ্রবণ করে, ইহ বা পরলোকে তাহাদের যেরূপ গতি হয়, তাহা বলিতেছি। ব্রাহ্মণগণ বেদ লাভ করেন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করিতে পারেন, বৈশ্যেরা ব্যবসাতে লাভবান্, শূদ্রেরা সুখী, রুগ্নব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গর্ভিণী পুত্র প্রাপ্ত হয়। কন্যা সৎপতি লাভ করে। ইহ বা পরলোকে নষ্ট দ্রব্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্র গোদান করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, এই দিব্য কথা শ্রবণেও সেই ফল লাভ হইবে। যে জন নিত্য এক শ্লোক অথবা অর্দ্ধশ্লোক অথবা শ্লোকের একটী চরণ বা অর্দ্ধচরণ পাঠ করে, সে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। বৃষধ্বজ দেবীর নিকটে এইরূপ দিব্য কথা কহিয়া বৃষে আরোহণান্তে দেবীর সহিত কিষ্কিন্ধ্যা-গুহাভি-

অধীত্য সর্ব্বস্তবমখিলং সুলক্ষণং
জগাম চাদিত্যপথং দ্বিজোত্তমঃ॥ ১১৬
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে নীলকণ্ঠস্তবো নাম
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
গুণকর্ম্মপ্রভাবৈশ্চ কোঽধিকো বদতাং বর।
শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ পরং গুণবিস্তরম্॥ ১
সূত উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মহাদেবস্য মাহাত্ম্যং বিভুস্তুক্ত মহাত্মনঃ॥ ২
পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যবিজয়ে বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
বলিং বদ্ধা মহৌজাস্তু ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা॥৩
প্রনষ্টেষু চ দৈত্যেষু প্রহৃষ্টে চ শচীপতৌ।
অথাজগ্মুঃ প্রভুং দ্রষ্টুং সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ৪
যত্রাস্তে বিশ্বরূপাত্মা ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ।
সিদ্ধ-ব্রহ্মর্ষয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গণাঃ॥ ৫
নাগা দেবর্ষয়শ্চৈব নদ্যঃ সর্ব্বে চ পর্ব্বতাঃ।
অভিগম্য মহাত্মানং স্তুবন্তি পুরুষং হরিম্॥ ৬
ত্বং ধাতা ত্বঞ্চ কর্ত্তাসুভূ ত্বং লোকান্ সৃজসি প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ কল্যাণং প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যমব্যয়ম্।
অসুরাশ্চ জিতাঃ সর্ব্বে বলির্বদ্ধশ্চ বৈ ত্বয়া॥ ৭
এবমুক্তং সুরৈর্বিষ্ণুঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো দেবান্ সর্ব্বাংস্তান্ পুরুষোত্তমঃ॥
শ্রূয়তামভিধাস্যামি কারণং সুরসত্তমাঃ।
যঃ স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কলিঃ কালকরঃ প্রভুঃ॥ ৯
যেন হি ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সৃষ্টা লোকাশ্চ মায়য়া।
তস্যৈব চ প্রসাদেন আদৌ সিদ্ধত্বমাগতম্॥ ১০
পুরা তমসি চাব্যক্তে ত্রৈলোক্যে গ্রাসিতে ময়া।
উদরস্থেষু ভূতেষু লোকেঽহং শয়িতস্তদা॥ ১১
সহস্রশীর্ষো ভূতাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শয়িতো বিমলেঽম্ভসি॥ ১২
এতস্মিন্নন্তরে দূরাৎ পশ্যামি হ্যমিতপ্রভম্।
শতসূর্য্যপ্রতীকাশং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা॥ ১৩
চতুর্বক্ত্রং মহাযোগং পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।

মুখে প্রস্থান করিলেন। সমীরণ ঋষিগণের নিকটে এইসকল গুহ্য কথা কহিয়া গগনমার্গে প্রস্থান করিলেন। ১০৪—১১৬।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৯

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে বাগ্মিবর! আপনি বলুন,—গুণ, কর্ম্ম ও প্রভাব দ্বারা এ বিশ্বে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, হে মুনিগণ! এ বিষয়ে মহেশ্বরের মাহাত্ম্যময় একটী পুরাতন ইতিহাস আছে, বলদর্পহারী হরি তাহা কহিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক বলি অবরুদ্ধ হইলে দৈত্যদল ক্ষীণবল হইয়া পড়িল, শচীপতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষীরোদ-সাগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, নদী ও পর্ব্বত ইঁহারা সকলে মিলিয়া মহাত্মা হরির এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন। এই জগতের তুমিই ধাতা ও তুমিই কর্ত্তা, এ সকল লোককে তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, ভবদীয় প্রসাদে ত্রিলোক কল্যাণলাভ করিয়াছে, অসুরদল তোমা কর্তৃক জিত হইয়াছে, বলির অবরোধ ঘটিয়াছে। পুরুষোত্তম সুরসিদ্ধগণকর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া কহিলেন, হে সুরবরগণ! শ্রবণ কর, এ বিষয়ের কারণ কহিতেছি। যিনি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা ও হর্ত্তা, যিনি মায়ার সহিত মিলিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই প্রসাদে এই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। পুরাকালে এই অব্যক্ত বিশ্বকে গ্রাস করিয়া এবং ভূতগণকে কুক্ষি মধ্যে স্থাপন করিয়া আমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাৎ ও সহস্রপাণি পুরুষরূপে বিমল জলে শয়ন করিয়াছিলাম। ১—১২। এই সময়ে আমি দেখিলাম, দূরে শতসূর্য্যসঙ্কাশ প্রভাশালী মুখ-চতুষ্টয়বিশিষ্ট, হস্তে কমণ্ডলু, কৃষ্ণাজিন পরি-

কৃষ্ণাজিনধরং দেবং কমণ্ডলুবিভূষিতম্।
নিমেষান্তরমাত্রেণ প্রাপ্তো'হসৌ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৪
ততো মামব্রবীদ্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
কস্ত্বং কুতো বা কিঞ্চেহ তিষ্ঠসে বদ মে বিভো।
অহং কর্ত্তাস্মি লোকানাং স্বয়ম্ভূর্বিশ্বতোমুখঃ॥১৫
এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণাহমুবাচ তম্॥ ১৬
অহং কর্ত্তা চ লোকানাং সংহর্ত্তা চ পুনঃপুনঃ॥
এবং সম্ভাষমাণাভ্যাং পরস্পরজয়ৈষিণাম্।
উত্তরাং দিশমাস্থায় জ্বালা দৃষ্টাপ্যধিষ্ঠিতা॥ ১৮
জ্বালান্তুতত্তামালোক্য বিস্মিতৌ চ তদা নয়োঃ।
তেজসা চৈব তেনাথ সর্ব্বং জ্যোতিঃ কৃতঞ্জ্যম্॥
বর্দ্ধমানে তদা বহ্নাবত্যন্তপরমাদ্ভুতে।
অভিদুদ্রাব তাং জ্বালাং ব্রহ্মা চাহঞ্চ সত্বরঃ॥ ২০
দিবং ভূমিঞ্চ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং জ্বালমণ্ডলম্॥ ২১
তস্য জ্বালস্য মধ্যে তু পশ্যাবো বিপুলপ্রভম্॥২২
প্রাদেশমাত্রমব্যক্তং লিঙ্গং পরমদীপিতম্।
ন চ তৎ কাঞ্চনং মধ্যে ন শৈলং ন চ রাজতম্॥
অনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যঞ্চ লক্ষ্যালক্ষ্যং পুনঃপুনঃ॥ ২৪
মহৌজসং মহাঘোরং বর্দ্ধমানং ভৃশং তদা।
জ্বালামালাবৃতং স্বস্থং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করম্॥ ২৫
অস্য লিঙ্গস্য যোহন্তং বৈ গচ্ছতে মন্ত্রকারণম্।
ঘোররূপিণমত্যর্থং ভিন্দন্তমিব রোদসী॥ ২৬
ততো মামব্রবীদ্ব্রহ্মা অধো'গচ্ছ ত্বমতন্দ্রিতঃ।
অন্তমস্য বিজানীমো লিঙ্গস্য তু মহাত্মনঃ॥ ২৭
অহমূর্দ্ধং গমিষ্যামি যাবদন্তো'হস্য দৃশ্যতে।
তদা তৌ সময়ং কৃত্বা গতাবূর্দ্ধমধশ্চ হ॥ ২৮
ততো বর্ষসহস্রন্তু অহং পুনরধোগতঃ।
ন চ পশ্যামি তস্যান্তং ভীতশ্চাহং ন সংশয়ঃ॥২৯
তথা ব্রহ্মা চ শ্রান্তশ্চ ন চান্তস্তস্য পশ্যতি।
সমাগতো ময়া সার্দ্ধং তত্রৈব স মহাত্মনি॥ ৩০
ততো বিস্ময়মাপন্নাবুভৌ তস্য মহাত্মনঃ।
মায়য়া মোহিতৌ তেন নষ্টসংজ্ঞৌ ব্যবস্থিতৌ॥৩১
ততো ধ্যানগতস্তত্র ঈশ্বরং সর্ব্বতোমুখম্।
প্রভবং নিধনঞ্চৈব লোকানাং প্রভুমব্যয়ম্॥ ৩২
বদ্ধাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা তস্মৈ শর্ব্বায় শূলিনে।
মহাভৈরবনাদায় ভীমরূপায় দংষ্ট্রিণে।

হিত এক পুরুষ নিমেষমধ্যে মদীয় নিকটে আসিলেন এবং আমাকে সম্বোধিয়া বলিলেন, কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কি নিমিত্তই বা এস্থানে অবস্থান করিতেছ? আমি এ চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে আমি কহিলাম, আমি এ চরাচরের কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং আমরা উভয়েই জয়াভিলাষী হইলাম। এই সময়ে উত্তরদিকে একটী বিপুল জ্বালা দেখা গেল, সেই জ্বালা অবলোকন করিয়া উভয়েরই বিস্ময় জন্মিল। সেই তেজে অপর সকল জ্যোতিই মলিন হইয়াছে। ক্রমে সেই অদ্ভুত জ্বালাময় বহ্নি বর্দ্ধিত হইলে আমরা তাহার সমীপে গিয়া দেখিলাম, সেই জ্বালামণ্ডলের অভ্যন্তরে বিপুলপ্রভ এক লিঙ্গ অবস্থান করিতেছে। সেই লিঙ্গ কাঞ্চন বা রাজত নহে; অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অব্যক্তাত্মক, মহাপ্রভাশালী, জ্বালামালাময় এবং সর্ব্বভূতের ভয়াবহ, ঘোররূপী ও আকাশভেদী। এই লিঙ্গের অন্ত কেহই জানিতে পারে না। তখন ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন, তুমি অধোগমন করিয়া এই লিঙ্গের অন্ত অবগত হও, আমিও ঊর্দ্ধে গিয়া ইহার সীমা নিরূপণ করি। অনন্তর আমরা উভয়ে এইরূপ স্থির করিয়া অধঃ ও ঊর্দ্ধদেশে প্রস্থান করিলাম। আমি সহস্র বৎসর অধোদিকে গিয়াও তাহার অন্ত পাইলাম না। প্রজাপতিও ঊর্দ্ধদেশে গিয়া তাহার সীমা পাইলেন না। আমরা উভয়েই আসিয়া তথন মিলিত হইলাম। ১৩—৩০। আমরা উভয়ে বিস্ময়াপন্ন হইলাম, তদীয় মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সেই ধ্যানমগ্ন সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী শূলপাণি ভীষণনিনাদী ভীমরূপ, ঘোরদংষ্ট্র, বিরাটবপুঃ, অব্যক্তরূপী ঈশ্বরকে আমরা উভয়েই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এইরূপে প্রণাম করিলাম— হে দেব। ভুবনমণ্ডলের ঈশ্বর, ভূতনাথ ও

অব্যক্তায় মহাত্মায় নমস্কারং প্রকুর্ম্মহে ॥ ৩৩
নমোঽস্তু তে লোকসুরেশ দেব
নমোঽস্তু তে ভূতপতে মহাত্ম।
নমোঽস্তু তে শাশ্বত সিদ্ধযোনে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বজগৎপ্রতিষ্ঠ ॥ ৩৪
পরমেষ্ঠী পরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্।
শ্রেষ্ঠস্ত্বং বামদেবশ্চ রুদ্রঃ স্কন্দঃ শিবঃ প্রভুঃ ॥৩৫
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরং পদম্।
স্বাহাকারো নমস্কারঃ সংস্কারঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৬
স্বধাকারশ্চ জাপ্যশ্চ ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
বেদা লোকাশ্চ দেবাশ্চ ভগবানেব সর্ব্বশঃ ॥৩৭
আকাশস্য চ শব্দস্ত্বং ভূতানাং প্রভবাব্যয়ম্।
ভূমের্গন্ধো রসশ্চাপাং তেজোরূপং মহেশ্বরঃ।৩৮
বায়োঃ স্পর্শশ্চ দেবশ্চ বপুশ্চন্দ্রমসস্তথা।
বুধো জ্ঞানঞ্চ দেবেশ প্রকৃতৌ বীজমেব চ ॥ ৩৯
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং কালো মৃত্যুর্যমোঽন্তকঃ।
ত্বন্ধারয়সি লোকাংস্ত্রীংস্ত্বমেব সৃজসি প্রভো ॥৪০
পূর্ব্বেণ বদনেন ত্বমিন্দ্রত্বঞ্চ প্রকাশসে।

বিরাটমূর্ত্তি! আপনাকে নমস্কার। হে ভূতপতে! চিরন্তন সিদ্ধযোনি ও জগদ্ব্যাপ্তপ্রতিষ্ঠ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পরমেশ্বর, পরম ব্রহ্ম, অক্ষর পরম পদ, আপনি শ্রেষ্ঠ বামদেব, রুদ্র, স্কন্দ, শিব, প্রভু, যজ্ঞ, বষট্‌কার, ওঙ্কার, পরমপদ, স্বাহাকার, নমস্কার, সর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার, স্বধাকার, জাপ্য, ব্রত এবং নিয়ম। হে ভগবন্! আপনিই বেদ, লোক ও দেবস্বরূপ। আপনি আকাশের শব্দ ভূতগণের আদি কারণ হইয়াও বিকারবিরহিত। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, মহেশ্বর, বায়ুর স্পর্শ ও চন্দ্রমার দিব্যদেহ। হে দেবেশ! আপনি প্রাজ্ঞ এবং জ্ঞান, প্রকৃতির বীজ, সর্ব্বভূতের স্রষ্টা, কাল, মৃত্যু ও বিনাশক যমরাজ। হে প্রভো! আপনি এই সকল লোক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আপনিই এই তিন লোকের সৃষ্টিবিধান করিতেছেন। ৩১—৪০। হে প্রভো! আপনি পূর্ব্ববদনে

দক্ষিণেন চ বক্ত্রেণ লোকান্ সংক্ষায়সে প্রভো।
পশ্চিমেন তু বক্ত্রেণ বরুণত্বং করোষি বৈ।
উত্তরেণ তু বক্ত্রেণ সৌম্য ত্বঞ্চ ব্যবস্থিতম্ ॥৪২
রাজসে বহুধা দেব লোকানাং প্রভবাব্যয়ঃ ॥৩০
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনীসুতৌ।
সাধ্যা বিদ্যাধরা নাগাশ্চারণাশ্চ তপোধনাঃ।
বালখিল্যা মহাত্মানস্তপঃসিদ্ধাশ্চ সুব্রতাঃ ॥ ৪৪
ত্বত্তঃ প্রসূতা দেবেশ যে চান্যে নিয়তব্রতাঃ।
উমা সীতা সিনীবালী কুহূর্গায়ত্রী চৈব চ ॥ ৪৫
লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তির্ধৃতির্মেধা লজ্জা কান্তির্বপুঃ স্বধা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়া চৈব বাচাং দেবী সরস্বতী।
ত্বত্তঃ প্রসূতা দেবেশ সন্ধ্যা রাত্রিস্তথৈব চ ॥ ৪৬
সূর্য্যাযুতানামযুতপ্রভা চ
নমোঽস্তু তে চন্দ্রসহস্রগোচর।
নমোঽস্তু তে পর্ব্বতরূপধারিণে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বগুণাকরায় ॥ ৪৭
নমোঽস্তু তে পট্টিশরূপধারিণে।
নমোঽস্তু তে চর্ম্মবিভূতিধারিণে।
নমোঽস্তু তে রুদ্র পিনাকপাণয়ে
নমোঽস্তু তে শায়কচক্রধারিণে ॥ ৪৭

ইন্দ্রত্ব প্রকট করিতেছেন, দক্ষিণবদনে জগতের বিনাশ সাধন করিতেছেন, পশ্চিমবদনে বরুণত্ব প্রকাশ করিতেছেন, আপনার উত্তর মুখে সৌম্যত্ব সংস্থিত। হে দেব! আপনিই প্রাণিগণের আদি ও অন্তস্বরূপ, এইরূপে বহুরূপে দীপ্তি পাইতেছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, : রুৎ, অশ্বিনীসুত, সাধ্য, বিদ্যাধর, নাগ, চারণ, তপোধন, বালখিল্য, মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ, ও ব্রতনিয়ত পুরুষগণ আপনা হইতেই প্রসূত হইয়াছে। উমা, সীতা, সিনীবালী, কুহূ, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, কান্তি বপুঃ স্বধা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, বাগ্দেবী সরস্বতী, সন্ধ্যা ও রাত্রি ইঁহারা সকলেই আপনা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অযুত সূর্য্যসদৃশ অযুতদীপ্তি এবং সহস্র চন্দ্রনিভ সুন্দরকান্তি, শৈলরূপধারী, সর্ব্বগুণের আকর আপনাকে প্রণাম করি। হে রুদ্র! আপনি পট্টিশরূপধারী,

নমোঽস্তু তে ভস্মবিভূষিতাঙ্গ
নমোঽস্তু তে কামশরীরনাশন।
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবাসসে
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবাহবে ॥ ৪৯
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যরূপ
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যাভ।
নমোঽস্তু তে নেত্রসহস্রচিত্র
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যরেতঃ ॥ ৫০
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবর্ণ
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যগর্ভ।
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যচীর
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যদায়িনে ॥ ৫১
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যমালিনে
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবাহিনে।
নমোঽস্তু তে দেব হিরণ্যবর্ম্মনে
নমোঽস্তু তে ভৈরবনাদনাদিনে ॥ ৫২
নমোঽস্তু তে ভৈরববেগবেগ
নমোঽস্তু তে শঙ্কর নীলকণ্ঠ।
নমোঽস্তু তে দিব্যসহস্রবাহো
নমোঽস্তু তে নর্ত্তনবাদনপ্রিয় ॥ ৫৩
এবং সংস্তূয়মানস্তু ব্যক্তো ভূত্বা মহামতিঃ।
ভাতি দেবো মহাযোগী সূর্য্যকোটীসমপ্রভঃ ॥ ৫৪

চর্ম্ম ও বিভূতিভূষিত,পিনাকপাণি ও শায়কচক্রধারী আপনাকে প্রণাম করি। হে ভস্মবিভূষিতকলেবর! হে মদনমথন! আপনি সুবর্ণময় বস্ত্রধারী ও সুবর্ণবাহুশালী, আপনাকে নমস্কার। আপনি হিরণ্যরূপ, হিরণ্যনিভ নাভিযুক্ত, সহস্র নেত্রবিশিষ্ট, হিরণ্যরেতাঃ, আপনাকে নমস্কার। হে হিরণ্যবর্ণ! হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যবসনধারী, হিরণ্যদায়িন্! আপনাকে প্রণাম করি। হে দেব! আপনি হিরণ্যমালাধর, হিরণ্যবহ, হিরণ্যবর্ম্মা ও ভৈরবনিনাদী, আপনাকে নমস্কার করি। হে ভীমবেগশালী শঙ্কর! হে নীলকণ্ঠ! নৃত্যবাদ্যপ্রিয় ও সহস্র বাহুবিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার করি। মহামতি মহেশ্বর এইরূপে স্তুত হইয়া স্বীয় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায়

অভিভাষ্যস্তদা হৃষ্টো মহাদেবো মহেশ্বরঃ।
বক্ত্রকোটীসহস্রেণ গ্রসমান ইবাপরম্ ॥ ৫৫
একগ্রীবস্ত্বেকজটো নানাভূষণভূষিতঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রাঙ্গো নানামাল্যানুলেপনঃ ॥ ৫৬
পিনাকপাণির্ভগবান্ বৃষভাসনশূলধৃক্।
দণ্ডকৃষ্ণাজিনধরঃ কপালী ঘোররূপধৃক্ ॥ ৫৭
ব্যালযজ্ঞোপবীতী চ সুরাণামভয়ঙ্করঃ।
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ পর্জ্জন্যনিনদোপমঃ।
মুক্তো হাসস্তদা তেন নভঃ সর্ব্বমপূরয়ৎ ॥ ৫৮
তেন শব্দেন মহতা বয়ং ভীতা মহাত্মনঃ।
উবাচ মহাযোগী প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ ॥ ৫৯
পশ্যেতাঞ্চ মহামায়াং ভয়ং সর্ব্বং প্রমুচ্যতাম্।
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রেষু মম পূর্ব্বং সনাতনৌ ॥ ৬০
অয়ং মে দক্ষিণো বাহুর্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বামো বাহুশ্চ মে বিষ্ণুর্নিত্যং যুদ্ধেষু তিষ্ঠতি।
প্রীতোঽহং যুবয়োঃ সম্যক্ বরং দদ্মি যথেপ্সিতম্
ততঃ প্রহৃষ্টমনসৌ প্রণতৌ পাদয়োঃ পুনঃ।
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ পুনরেব তদানঘৌ ॥ ৬২

দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। দেবদেব মহেশ্বর অভিভাষ্য হইয়া হৃষ্ট হইলেন,মনে হইল যেন কোটি বক্ত্রবিস্তারে সমস্ত গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একগ্রীব, একজটাধর, বিবিধাভরণভূষণ,উজ্জ্বলমূর্ত্তি, বিবিধ মাল্য এবং অনুলেপনে শোভিত, দণ্ড এবং কৃষ্ণাজিনধারী, পিনাকী, শূলী, কপালী, বৃষাসনোপবিষ্ট, সর্পোপবীতধারী, সুরগণের ভয়াবহ, মেঘবৎ গভীরনিনাদী মহেশ্বর বিকট হাস্য করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। মহাত্মার সেই শব্দ শ্রবণে আমরা ভীত হইলাম। পরে মহাযোগী মহেশ্বর প্রীত হইয়া বলিলেন, হে সুরদ্বয়! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভয় ত্যাগ করিয়া মদীয় মায়া দর্শন কর। পুরাকালে তোমরা দুইজন মদীয় গাত্র হইতে প্রসূত হইয়াছ। এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ বাহু এবং তুমি আমার বামবাহু। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, দুইজনকে অভীষ্ট বর দান করিব।৪৯—৬১।অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হৃষ্টচিত্তে চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক

যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
ভক্তির্ভবতু নৌ নিত্যং ত্বয়ি দেব সুরেশ্বর ॥ ৬৩
ভগবানুবাচ।
এবমস্তু মহাভাগৌ সৃজতাং বিবিধাঃ প্রজাঃ।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৪
এবমেষ ময়োক্তো বঃ প্রভাবস্তস্য যোগিনঃ।
তেন সর্ব্বমিদং সৃষ্টং হেতুমাত্রা বয়ন্ত্বিহ ॥ ৬৫
এতদ্ধি রূপমজ্ঞাতমব্যক্তং শিবসংজ্ঞিতম্।
অচিন্ত্যং তদদৃশ্যঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৬৬
তস্মৈ দেবাধিপত্যায় নমস্কারং প্রযুঙ্ক্ত হ।
যেন সূক্ষ্মমচিন্ত্যঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৬৭
মহাদেব নমস্তেঽস্তু মহেশ্বর নমোঽস্তু তে।
সুরাসুরবরশ্রেষ্ঠ মনোহংস নমোঽস্তু তে ॥ ৬৮
সূত উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা গতাঃ সর্ব্বে সুরাঃ স্বং স্বং নিবেশনম্
নমস্কারং প্রযুঞ্জানাঃ শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ ৬৯
ইমং স্তবং পঠেৎ যস্তু ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
কামাংশ্চ লভতে সর্ব্বান্ পাপেভ্যশ্চ বিমুচ্যতে ॥
এতৎ সর্ব্বং সদা তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
মহাদেবপ্রসাদেন উক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া মাহেশ্বরং বলম্ ॥ ৭১

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ব্রহ্মস্তুতি-
বর্ণনাং ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।
অমাং কথমমাবাস্যাং মাসি মাসি দিবো নৃপঃ।
ঐলঃ পুরূরবাঃ সূত কথং বাতর্পয়ৎ পিতৃন্ ॥ ১
সূত উবাচ।
তস্য চাহং প্রবক্ষ্যামি প্রভাবং শাংশপায়ন।
ঐলস্যাদিত্যসংযোগং সোমস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ২
অপাং সারময়স্যেন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ।
হ্রাসবৃদ্ধী তু দৈবস্য পৈত্রস্য চ বিনির্ণয়ম্ ॥ ৩

কহিলেন, হে দেব! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যদি আমাদিগকে বর দান করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এই বর দান করুন, যেন চিরদিন আপনার চরণে আমাদের ভক্তি থাকে। ভগবান্ বলিলেন, তাহাই হউক, তোমরা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ কহিয়া বিধাতা অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমি তোমাদের নিকটে সেই মহাযোগী মহেশ্বরের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণন করিলাম। সেই মহেশ্বরই এই বিশ্বের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, আমরা নিমিত্ত মাত্র। শিব নামধেয় মহেশ্বর অজ্ঞাত, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, দুরদৃশ্য, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত-স্বরূপ, কেবলমাত্র জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করি। হে মহাদেব! মহেশ্বর! সুরাসুরশ্রেষ্ঠ! হে মানসহংস! তোমাকে প্রণাম করি। সূত বলিলেন, দেবগণ এইরূপ কথা শুনিয়া মহাত্মা মহাদেবকে প্রণাম করিতে করিতে গৃহে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ঈশ্বরের এই স্তব যে পাঠ করিবে, সে সকল অভীষ্ট দ্রব্য লাভ করিবে এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবে। মহাদেবের প্রসাদে বিষ্ণু ইহা প্রকাশ করেন। আমি তোমাদের নিকটে সমস্ত মাহেশ্বর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলাম। ৬২—৭১।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন, সূত! কিরূপে ইলানন্দন মহারাজ পুরূরবা প্রতিমাসে অমাবস্যার দিনে স্বর্গে গমন করিতেন এবং কিরূপেই বা পিতৃগণের তর্পণ করিতেন? সূত বলিলেন, শাংশপায়ন! ইলাতনয় পুরূরবা এবং চন্দ্রের যেরূপে আদিত্যের সহিত সংযোগ ঘটে, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি। যেরূপে জলময় চন্দ্রের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে এবং দেব ও পৈত্রকালের নির্ণয়, চন্দ্র হইতে

সোমাচ্চৈবামৃতপ্রাপ্তিং পিতৃণাস্তর্পণং তথা ।
কব্যাগ্নেশ্চাজ্যসোমানাং পিতৃণাঞ্চৈ : দর্শনম্ ॥ ৪
যথা পুরূরবাশ্চৈতস্তর্পয়ামাস বৈ পিতৃন্ ।
এতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বাণি চ যথাক্রমম্ ॥৫
যদা তু চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ নক্ষত্রেণ সমাগতৌ ।
অমাবাস্যান্নিবসত একরাত্রৈকমণ্ডলে ॥ ৬
স গচ্ছতি তদা দ্রষ্টুং দিবাকরনিশাকরৌ ।
অমাবস্যামমাবাস্যাং মাতামহপিতামহৌ ।
অভিবাদ্য তদা তত্র কালাপেক্ষঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৭
প্রসীদমানাৎ সোমাচ্চ পিত্রর্থং তৎপরিস্রবাৎ ।
ঐলঃ পুরূরবা বিদ্বান্ মাসি মাসি প্রযত্নতঃ ।
উপাস্তে পিতৃমন্তং তং সসোমং স দিবিস্থিতঃ ॥৮
দ্বিলবং কুহুমাত্রস্তু তে উভে তু বিচার্য্য সঃ ।
সিনীবালীপ্রমাণেন সিনীবালীমুপাসকঃ ॥ ৯
কুহুমাত্রাং কলাঞ্চৈব জ্ঞাত্বোপাস্তে কুহুং পুনঃ ।
স তদা ভানুমত্যেককালাবেক্ষী প্রপশ্যতি ॥ ১০
সুধামৃতং কুতঃ সোমাৎ প্রস্রবেন্মাসতৃপ্তয়ে ।
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব সুধামৃতপরিস্রবৈঃ ॥ ১১
কৃষ্ণপক্ষে তদা পীত্বা দুহ্যমানং তথাংশুভিঃ ।
সদ্যঃ প্রক্ষরতা তেন সৌম্যেন মধুনা চ সঃ ॥১২
নির্ব্বাপণার্থং দত্তেন পিত্র্যেণ বিধিনা নৃপঃ ।

সুধামৃতেন রাজেন্দ্রস্তর্পয়ামাস বৈ পিতৃন্ ।
সৌম্যা বর্হিষদঃ কাব্যা অগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ ॥ ১৩
ঋতুরগ্নিস্তু যঃ প্রোক্তঃ স তু সংবৎসরো মতঃ ।
জজ্ঞিরে হ্যৃতবস্তস্মাদৃতুভ্যশ্চার্ত্তবাশ্চ যে ॥ ১৪
আর্ত্তবা হ্যর্দ্ধমাসাখ্যাঃ পিতরো হ্যব্দসূনবঃ ।
ঋতুঃ পিতামহা মাসা ঋতুশ্চৈবাব্দসূনবঃ ॥ ১৫
প্রপিতামহাস্তু বৈ দেবাঃ পঞ্চাব্দাঃ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
সৌম্যাস্তু সৌম্যজা জ্ঞেয়াঃ
কাব্যা জ্ঞেয়াঃ কবেঃ সুতাঃ ॥ ১৬
উপহূতাঃ স্মৃতা দেবাঃ সোমজাঃ সোমপাস্তথা ।
আজ্যপাস্তু স্মৃতাঃ কাব্যাস্তৃপ্যন্তি পিতৃজাতয়ঃ ॥১৭
কাব্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তে ত্রিধা ।
গৃহস্থা যে চ যজ্বানা ঋতুর্বর্হিষদো ধ্রুবম্ ॥ ১৮
গৃহস্থাশ্চাপি যজ্বানা অগ্নিষ্বাত্তাস্তথার্ত্তবঃ ।
অষ্টকাপতয়ঃ কাব্যাঃ পঞ্চাব্দাস্তান্নিবোধত ॥ ১৯
এষাং সংবৎসরো হ্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তু পরিবৎসরঃ ।
সোম ইদ্বৎসরঃ প্রোক্তো বায়ুশ্চৈবানুবৎসরঃ ॥২০
রুদ্রস্তু বৎসরস্তেষাং পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ ।

অমৃত লাভ এবং যেরূপে মহারাজ পুরূরবা পিতৃলোকের তর্পণ করিতেন, আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্য ও চন্দ্র যেকালে এক নক্ষত্রে মিলিয়া অমাবস্যা তিথিতে এক রাত্র এক মণ্ডলে বাস করেন, সেই কালে মহারাজ পুরূরবা চন্দ্র ও সূর্য্যকে দেখিতে স্বর্গে গমন করেন এবং প্রাপ্ত অমাবস্যায় মাতামহ ও পিতামহকে অভিবাদনপূর্ব্বক কিছুকাল অপেক্ষা করেন। মহারাজ পুরূরবা স্বর্গে থাকিয়া প্রতি-মাসে সযত্নে চন্দ্রের সহিত পিতৃগণের উপাসনা করেন। দ্বিলব কুহূ মাত্র এই উভয়কে বিচার করিয়া পুরূরবা সিনীবালী-প্রমাণ সিনীবালীকে, এবং কুহূপ্রমাণ কলা জানিয়া কুহূকে উপাসনা করেন। সূর্য্যে এক কলা অপেক্ষা করিয়া সুধাকর হইতে কিরূপে সুধা নিঃসৃত হয়, তাহা দর্শন করেন, কৃষ্ণপক্ষে কিরণের সহিত দুহ্যমান সদ্যঃক্ষরিত মধু ও সুধা দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। সৌম্য, বর্হিষদ, কাব্য, অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতিকেও তিনি তর্পণ করিতেন। ১—১৩। যে ঋতু অগ্নিনামে উক্ত হইয়াছে, তাহাই সংবৎসর, তাহা হইতে ঐ সকল ঋতু জন্মিয়াছে। ঋতুগণ হইতে আর্ত্তবের আবির্ভাব হয়। অর্দ্ধমাস নামক আর্ত্তবগণ পিতা এবং তাহারা অব্দের পুত্র, পিতামহ মাস ও ঋতু এই সকল অব্দের পুত্র, প্রপিতামহগণ দেব পঞ্চাব্দ এবং ব্রহ্মার পুত্র। সোম হইতে সৌম্য, কবি হইতে কাব্য জন্মিয়াছে। সোমোৎপন্ন দেবগণ আহূত হইয়া সোমরস পান করেন। কবিজাত দেবগণ উপহূত হইয়া আজ্য পান করেন। কাব্য, বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্ত, পিতৃজাতি এই তিন-প্রকার। গৃহস্থ, যজ্বা, অগ্নিষ্বাত্ত, আর্ত্তব, অষ্টকা-পতি ও কাব্য ইহাঁরা বর্হিষদ নামে অভিহিত। ইহাঁদিগের সংবৎসর অগ্নি, সূর্য্য পরিবৎসর, সোম ইদ্বৎসর, অনুবৎসর, বায়ু এবং রুদ্র উহাদিগের বৎসর। যে সকল পঞ্চাব্দ ও

মেধাশ্চৈবোষ্মপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্ত্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥
এতে পিবন্ত্যমাবাস্যাং মাসি মাসি সুধাং দিবি।
তাংস্তেন তর্পয়ামাস যাবদাসীৎ পুরূরবাঃ ॥ ২২
যস্মাৎ প্রস্রবতে সোমান্ মাসি মাসি নিবোধত।
তস্মাৎ সুধামৃতং তদ্বৈ পিতৄণাং সোমপায়িনাম্ ॥
এবং তদমৃতং সৌম্যং সুধা চ মধু চৈব হ ॥ ২৪
কৃষ্ণপক্ষে যথা চেন্দোঃ কলাঃ পঞ্চদশ ক্রমাৎ।
পিবন্ত্যম্বুময়ীর্দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তু ছন্দজাঃ।
পীত্বা চ মাসং গচ্ছন্তি চতুর্দশ্যাং সুধামৃতম্ ॥ ২৫
ইত্যেবং পীয়মানস্য দৈবতৈশ্চ নিশাকরঃ।
সমাগচ্ছদমাবাস্যাং ভাগে পঞ্চদশে স্থিতঃ ॥ ২৬
সুষুম্নাপ্যায়িতঞ্চৈব অমাবাস্যাং যথাক্রমম্।
পিবন্তি দ্বিকলং কালং পিতরস্তে সুধামৃতম্ ॥ ২৭
ততঃ পীতক্ষয়ে সোমে সূর্য্যোঽসাবেকরশ্মিনা।
আপ্যায়য়ৎ সুষুম্নেন পিতৄণাং সোমপায়িনাম্ ॥২৮
নিঃশেষায়াং কলায়ান্তু সোমমাপ্যায়য়ৎ পুনঃ।
সুষুম্নাপ্যায়মানস্য ভাগং ভাগমহঃক্রমাৎ।
কলাঃ ক্ষীয়ন্তি তাঃ কৃষ্ণাঃ শুক্লাশ্চাপ্যায়য়ন্তি চ ॥
এবং সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
দৃশ্যতে পৌর্ণমাস্যাং বৈ শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
সংসিদ্ধিরেবং সোমস্য পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥৩০
ইত্যেষ পিতৃমান্ সোমঃ স্মৃত ইদ্বৎসরঃ ক্রমাৎ।
ক্রান্তঃ পঞ্চদশৈঃ সার্দ্ধং সুধামৃতপরিস্রবৈঃ ॥ ৩১
অতঃ পর্ব্বাণি বক্ষ্যামি পর্ব্বণাং সন্ধয়স্তথা।
গ্রন্থিমন্তি যথা পর্ব্বাণীক্ষুবেণ্বোর্ভবন্ত্যুত ॥ ৩২
তথার্দ্ধমাসপর্ব্বাণি শুক্লকৃষ্ণানি বৈ বিদুঃ।
পূর্ণামাবাস্যয়োর্ভেদৈর্গ্রন্থিরা সন্ধয়শ্চ বৈ ॥
অর্দ্ধমাসস্য পর্ব্বাণি তৃতীয়াপ্রভৃতীনি তু ॥ ৩৩
অগ্ন্যাধানক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়তে পর্ব্বসন্ধিষু।
সায়াহ্নে প্রতিপচ্চৈব স কালঃ পৌর্ণমাসিকঃ ॥৩৪
ব্যতীপাতে স্থিতে সূর্য্যে লেখোর্দ্ধন্তু যুগান্তরে।
যুগান্তরোদিতে চৈব লেখোর্দ্ধং শশিনং ক্রমাৎ ॥
পৌর্ণমাস্যাং ব্যতীপাতে যদীক্ষেতে পরস্পরম্।
যস্মিন্ কালে স সীমান্তে স ব্যতীপাত এব তু ॥৩৬

যুগাত্মকেরা, তাহারা লেখ, উষ্মপ ও দিবাকীর্ত্তা নামে নির্দ্দিষ্ট। ইহারা প্রত্যেক মাসে অমাবস্যার দিনে সুধাপান করিয়া থাকেন। প্রতি মাসে চন্দ্র হইতে সুধা গলিত হয়, সেই সুধা সোমপায়ী পিতৃগণের অমৃত; সেই অমৃত দ্বারা পুরূরবা পিতৃগণের তর্পণ করেন। এই অমৃতকে সুধা ও মধু নামে অভিহিত করা হয়। কৃষ্ণপক্ষে সুরগণ সুধাকরের সলিলময় পঞ্চদশ কলার এক একটী করিয়া পান করেন। এই প্রকারে এক মাস অমৃত পান করিয়া চতুর্দ্দশ কলায় উপনীত হয়েন। ১৪—২৫। দেবগণ কর্তৃক সুধাকর এইরূপ পীত হইয়া অমবাস্যার দিনে পঞ্চদশ অংশে অবস্থান করেন। অমাবস্যার দিনে সুষুম্নাদ্বারা আপ্যায়িত সুধাকরের কলা পিতৃগণ দ্বিকলা-পরিমিত কাল পর্য্যন্ত পান করেন। সূর্য্য সেই ক্ষীণ চন্দ্রকে সুষুম্ন নামক রশ্মি দিয়া আপ্যায়িত করেন। কলা যখন নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন চন্দ্র পুনর্ব্বার এই প্রকারে বর্দ্ধিত হয়। সুষুম্ন সাহায্যে আপ্যায়িত চন্দ্রের কৃষ্ণকলার ক্ষয় ও প্রতিদিন শুক্ল কলার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের তনু উপচিত হইয়া পৌর্ণমাসীতে শুক্ল এবং পরিপূর্ণমণ্ডল হয়। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে এইরূপে চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পিতৃমান সোম ক্রমে ইদ্বৎসর বলিয়া বিখ্যাত। অনন্তর আমি পর্ব্ব বিষয় কহিতেছি। পর্ব্ব বা সন্ধি, যেরূপ ইক্ষু বা বংশের গ্রন্থি, অর্দ্ধ মাস স্বরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ পর্ব্ব ঠিক সেইরূপ। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা-ভেদে যে গ্রন্থি বা সন্ধি,তাহাই অর্দ্ধ মাস স্বরূপ, তাহাই পর্ব্ব, তৃতীয়া হইতে সেই পর্ব্ব আরম্ভ হয়। সেই পর্ব্বদিনে অগ্ন্যাধানক্রিয়া করিতে হয়। সায়াহ্নে প্রতিপৎ হইলে সেই কাল পৌর্ণমাসিক বলিয়া নিরূপিত। পৌর্ণমাসী ব্যতীপাতে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। সূর্য্য ব্যতীপাতে থাকিলে যুগান্তরে লেখোর্দ্ধ এবং যুগান্তর উদিত হইলে ক্রমে চন্দ্রের লেখোর্দ্ধ হয়। যে কালে সীমান্তে লক্ষিত হয়, তাহাকে

কালং সূর্য্যস্য নির্দ্দেশং দৃষ্ট্বা সংখ্যা তু সর্পতি।
স বৈ পর্ব্ব ক্রিয়াকালঃ কালাং সদ্যো বিধীয়তে
পূর্ণেন্দোঃ পূর্ণপক্ষে তু রাত্রিসন্ধিষু পূর্ণিমা।
যস্মাত্তামনুপশ্যন্তি পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
তস্মাদনুমতির্নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা ॥ ৩৮
অত্যর্থং ভ্রাজতে যস্মাৎ পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ।
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৯
অমাবসেত্তামৃক্ষে তু যদা চন্দ্রদিবাকরৌ।
একাং পঞ্চদশীং রাত্রিমমাবস্যা ততঃ স্মৃতা ॥ ৪০
ততোঽপরস্য তৈর্ব্বক্তা পৌর্ণমাস্যাং নিশাকরঃ।
যদীক্ষতে ব্যতীপাতে দিবাপূর্ণে পরস্পরম্।
চন্দ্রার্কাবপরাহ্নে তু পূর্ণাত্মানৌ তু পূর্ণিমা ॥ ৪১
বিচ্ছিন্নাং তামমাবাস্যাং পশ্যতশ্চ সমাগতৌ।
অন্যোন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তৌ যদা তদ্দর্শ উচ্যতে ॥ ৪২
দ্বৌ দ্বৌ লবাবমাবাস্যাং যঃ কালঃ পর্ব্বসন্ধিষু।
দ্ব্যক্ষরং কুহুমাত্রন্তু এবং কালস্তু স স্মৃতঃ।
নষ্টচন্দ্রাপ্যমাবাস্যা মধ্যসূর্য্যেণ সঙ্গতা ॥ ৪৩
দিবসার্দ্ধেন রাত্র্যর্দ্ধং সূর্য্যং প্রাপ্য তু চন্দ্রমাঃ।

সূর্য্যেণ সহসা মুক্তিং গত্বা প্রাতস্তনোৎসবৌ।
দ্বৌ কালৌ সঙ্গমশ্চৈব মধ্যাহ্নে নিষ্পতেদ্রবিঃ ॥
প্রতিপচ্ছুক্লপক্ষস্য চন্দ্রমাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥ ৪৫
নির্মুচ্যমানয়োর্মধ্যে তয়োর্মণ্ডলয়োস্তু বৈ।
স তদা হ্যাহুতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্ ক্রিয়া।
এতদৃতুমুখং জ্ঞেয়মমাবস্যাস্য পর্ব্বণঃ ॥ ৪৬
দিবা পর্ব্বন্যমাবাস্যাং ক্ষীণেন্দৌ বহুলে তু বৈ।
গৃহ্যতে বৈ দিবা হ্যস্মাদমাবাস্যাং দিবিক্ষয়ৈঃ ॥ ৪৭
কলানামপি বৈ তাসাং বহুমাস্যাজড়াত্মকৈঃ।
তিথীনাং নামধেয়ানি বিদ্বাংসঃ সংজ্ঞিতানি বৈ ॥ ৪৮
দর্শয়েতামথান্যোন্যং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ।
নিষ্ক্রামত্যথ তেনৈব ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥ ৪৯
দ্বিলবেন হ্যহোরাত্রং ভাস্করং স্পৃশতে শশী।
স তদা হ্যাহুতেঃ কালো দর্শস্য চ বষট্ ক্রিয়া ॥ ৫০
কুহেবতিকোকিলেনোক্তো যঃ কালঃ পরিচিহ্নিতঃ
তৎকালসংজ্ঞিতা যস্মাদমাবাস্যা কুহুঃ স্মৃতা ॥ ৫১
সিনীবালীপ্রমাণেন ক্ষীণশেষো নিশাকরঃ।
অমাবাস্যাং বিশত্যর্কং সিনীবালী ততঃ স্মৃতা ॥ ৫২

ব্যতীপাত বলে। তাহা দ্বারা সূর্য্যের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। চন্দ্রে যে শুক্লপক্ষীয় রজনীতে পূর্ণমণ্ডল লক্ষিত হয়, সেই রজনীর নাম পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমাকে পিতৃগণ দেবগণের সহিত দেখিয়া থাকেন, সেই নিমিত্ত অনুমতি নাম্নী পূর্ণিমাকে প্রথমা বলে। যে পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র অতিশয় দীপ্তিমান হইয়া থাকেন, পণ্ডিতেরা সেই পূর্ণিমাকে রাকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে রজনীতে চন্দ্র ও সূর্য্য এক নক্ষত্রে থাকেন, তাহাকে অমাবস্যা বলা হয়। ৩৬—৪০। পূর্ণিমার দিনে ব্যতীপাতকালে অপরাহ্নে পরিপূর্ণাত্মা চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরে সাক্ষাৎলাভ করেন। চন্দ্র ও সূর্য্য বিচ্ছিন্ন অমাবস্যায় উপনীত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর হয়েন; এজন্য তাহার নাম হইয়াছে দর্শ। অমাবস্যার দিনে পর্ব্বসন্ধি দ্বিলবাত্মক কাল কুহূ নামে অভিহিত হয়; অমাবস্যায় চন্দ্র দৃষ্ট না হইলেও সূর্য্য কর্ত্তৃক সঙ্গত। চন্দ্র দিবসার্দ্ধ

হইতে রাত্রির অর্দ্ধভাগ যাবৎ সূর্য্যের সহিত মিলিয়া শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিযুক্ত হন। প্রভাতে দুই মুহূর্ত্তকে সঙ্গম বলে। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং শুক্ল প্রতিপদে চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিমুক্ত হন। পরস্পর বিযুক্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী কালই সেই আহুতি ও বষট্ ক্রিয়ার কাল অমাবস্যা পর্ব্বের মুখ বলিয়া জানিবে। ক্ষীণ চন্দ্রশালী কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যাই দিবাপর্ব্ব। এই নিমিত্ত অমাবস্যার দিনে দিবাকর গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সেই সকল কলাকে তিথি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পরকে দেখিয়া থাকেন। চন্দ্র এইরূপে ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া থাকেন। চন্দ্র দিবস ও রজনীতে দুই লবমাত্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই কালকে আহুতি ও বষট্‌ক্রিয়ার কাল বলা হয়। কোকিল ইহাকে কুহু নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কুহূ—অমাবস্যা।

পর্ব্বণঃ পর্ব্বকালস্তু তুল্যো বৈ তু বষট্‌ক্রিয়া।
চন্দ্রসূর্য্যব্যতীপাতে উভে তে পূর্ণিমে স্মৃতে ॥ ৫৩
প্রতিপৎপঞ্চদশ্যোশ্চ পর্ব্বকালো দ্বিমাত্রিকঃ।
কালঃ কুহূসিনীবাল্যোঃ সমগ্রো দ্বিলবঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
অকালে নির্ম্মলে সোমে পর্ব্বকালাঃ কলাসমাঃ।
এবং স শুক্লপক্ষো বৈ রজন্যাঃ পর্ব্বসন্ধিষু ॥ ৫৫
সম্পূর্ণমণ্ডলঃ শ্রীমান্ চন্দ্রমা উপরজ্যতে।
ধর্ম্মাদাপ্যায়তে সোমঃ পঞ্চদশ্যাস্তু পূর্ণিমা ॥ ৫৬
দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভির্দিবসক্রমাৎ।
তস্মাৎ কলা পঞ্চদশী সোমে নাস্তি তু ষোড়শী।
তস্মাৎ সোমস্য ভবতি পঞ্চদশ্যাং মহাক্ষয়ঃ ॥ ৫৭
ইত্যেতে পিতরো দেবাঃ সোমপাঃ সোমবর্দ্ধনাঃ।
আর্ত্তবা ঋতবো হ্যব্দা দেবাংস্তান্ ভাবয়ন্তি চ।
অতঃ পিতৄন্ প্রবক্ষ্যামি মাংসশ্রাদ্ধভুজস্তু যে।
তেষাং গতিঞ্চ সত্ত্বঞ্চ প্রাপ্তিং শ্রাদ্ধস্য চৈব হি ॥ ৫৯
নামৃতানাঙ্গতিঃ শক্যা বিজ্ঞাতুং পুনরাগতিঃ।
তপসাপি প্রসিদ্ধেন কিং পুনর্ম্মাংসচক্ষুষা ॥ ৬০
শ্রাদ্ধদেবান্ পিতৄনেতান্ পিতরো লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ
দেবাঃ সৌম্যাশ্চ যজ্ব্যানঃ সর্ব্বে চৈব হ্যযোনিকাঃ ॥
দেবাস্তে পিতরঃ সর্ব্বে দেবাস্তান্ ভাবয়ন্ত্যত।
মনুষ্যাঃ পিতরশ্চৈব তেভ্যোঽন্যে লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যজ্বানো যে তু সোমেন সোমবন্তস্তু তে স্মৃতাঃ ॥ ৬৩
যে যজ্বানঃ স্মৃতাস্তেষাং তে বৈ বর্হিষদঃ স্মৃতাঃ।
কর্ম্মস্বেতেষু যুক্তাস্তে তৃপ্যন্ত্যাদেহসম্ভবাৎ ॥ ৬৪
অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তেষাং হোমিনো যাজ্যযাজিনঃ।
যে ব্যাপ্যাশ্রমধর্ম্মেণ প্রস্থানেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬৫
অন্তে চ নৈব সীদন্তি শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা যজ্ঞেন প্রজয়া চ বৈ ॥ ৬৬
শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া চৈব প্রদানেন চ সপ্তধা।
কর্ম্মস্বেতেষু যে যুক্তা ভবন্ত্যাদেহপাতনাৎ ॥ ৬৭

সিনীবালী পরিমাণে ক্ষীণাবশিষ্ট চন্দ্র অমাবস্যার দিবসে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহা সিনীবালী নামে অভিহিত। পর্ব্বকাল পর্ব্ব সদৃশ। সূর্য্য ও চন্দ্রের ব্যতীপাতে উভয় পূর্ণিমা ঘটিয়া থাকে। প্রতিপৎ ও পঞ্চদশীতে দ্বিমাত্রাপরিমিত পর্ব্বকাল হইয়া থাকে, কুহূ ও সিনীবালীতে সমস্ত পর্ব্বকাল দ্বিলব পরিমিত। চন্দ্র নির্ম্মল হইবে পর্ব্বকালও কলাতুল্য হয়। এই প্রকারে শুক্লপক্ষ হয়। রজনীর পর্ব্বসন্ধি কালে পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র উপরক্ত অর্থাৎ রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকে। পঞ্চদশ কলাতে চন্দ্র পূর্ণ হয় বলিয়া তাহাকে পূর্ণিমা বলা হয়। চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিনে পঞ্চদশ কলায় পূর্ণ হয়। সুতরাং চন্দ্রে পঞ্চদশ কলাই আছে, ষোড়শ নাই। এই নিমিত্ত পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে চন্দ্রের অত্যন্ত ক্ষয় হয়। এই সকল সোমপায়ী দেবনিভ পিতৃগণ এইরূপ সোমপান করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন। আর্ত্তব, ঋতু ও অব্দদিগকে দেবসমান চিন্তা করিবে। ইহার পরে মাংসশ্রাদ্ধভোক্তা পিতৃগণের বিবরণ বলিতেছি। চর্ম্মচক্ষুর কথা দূরে থাকুক্, তপস্যা আচরণেও তাঁহাদের গতি, সত্ত্ব, শ্রাদ্ধপ্রাপ্তি, অমৃতলাভ ও পুনরাগমন বিষয় বিদিত হইতে পারা যায় না। ৪১—৬০। ইহাঁরাই শ্রাদ্ধদেব নামক পিতৃগণ, ইহাঁদিগকে লৌকিক বলিয়া জানিবে। দেব, সৌম্য ও যজ্বা ইহাঁরা অযোনি সম্ভব। ইহাঁরা সকলেই দেবপিতৃলোক, দেবপিতৃগণ এই গণকে পালন; করেন। মনুষ্যপিতৃগণ ইহা হইতে পৃথক্ ইহাঁদিগকে লৌকিক পিতৃগণ বলা হয়। পিতামহ ও প্রপিতামহ যাঁহারা সোমরস দিয়া যাগ করেন তাঁহাদিগকে সোমপান বলা হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা যজ্বা, তাঁহাদের নাম বর্হিষদ্। তাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত এবং দেহসম্ভব পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা হোম ও যাগাদি শ্রৌতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁহারা আশ্রম ধর্ম্ম আচরণে প্রস্থান অর্থাৎ সংসারযাত্রায় ব্যবস্থিত, তাঁহারা অগ্নিষ্বাত্তা নামে নির্দ্দিষ্ট। যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, যজ্ঞ, প্রজাবৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও দান এই সপ্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা অবসান

তৈরেবৈতৈঃ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং সহৈতৈঃ সোমপায়িভিঃ
স্বর্গতা দিবি মোদন্তে পিতৃমন্ত্রমুপাসতে ॥ ৬৮
অপত্যবন্তঃ প্রাগেবং প্রশংস্যা হি ক্রিয়াবতাম্।
তেষাং নিবাপদত্তান্নং তৎকুলীনৈশ্চ বান্ধবৈঃ ॥ ৬৯
মাংসশ্রাদ্ধভুজস্তৃপ্তিং লভন্তে সোমলৌকিকাঃ।
এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসি শ্রাদ্ধভুজস্তু তে ॥ ৭০
তেভ্যোঽপরে তু যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ কর্ম্মযোনিষু।
ভ্রষ্টাশ্চাশ্রমধর্ম্মেভ্যঃ স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭১
ভিন্নদেহা দুরাত্মানঃ প্রেতভূতা যমক্ষয়ে।
স্বকর্ম্মাণ্যনুশোচন্তি যাতনাস্থানমাগতাঃ ॥ ৭২
দীর্ঘায়ুষোঽতিশুষ্কাশ্চ বিবর্ণাশ্চ বিবাসসঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ বিদ্রবন্তি ইতস্ততঃ ॥ ৭৩
সরিৎসরস্তড়াগানি বাপীশ্চৈব জলেপ্সবঃ।
পরান্নানি চ লিপ্সন্তে কাম্যমানাস্ততস্ততঃ ॥ ৭৪
স্থানেষু পচ্যমানাশ্চ যাতনাস্থেষু তেষু বৈ।
শাল্মলী বৈতরণ্যাঞ্চ কুম্ভীপাকেষু তেষু চ ॥ ৭৫
করম্ভবালুকায়াঞ্চ অসিপত্রবনে তথা।
শিলাসম্পেষণে চৈব পাত্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭৬
তত্রস্থানান্তু তেষাং বৈ দুঃখিতানাং সহস্রশঃ।
তেষাং লোকান্তরস্থানাং নামগোত্রেণ বান্ধবৈঃ ॥ ৭৭
ভূমাবসব্যং দর্ভেষু দত্তাঃ পিণ্ডাস্ত্রয়স্তু বৈ।
প্রাপ্নুবন্তি তর্পয়ন্তি প্রেতস্থানেঽধিতিষ্ঠতঃ ॥ ৭৮
অপ্রাপ্তা যাতনাস্থানং ভ্রষ্টা যে পঞ্চধা ভুবি।
পশ্বাদিস্থাবরান্তেষু ভূতানং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৭৯
নানারূপাসু জাতীষু তির্য্যগ্যোনিষু জাতিষু।
যদাহারা ভবন্ত্যেতে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
তস্মিংস্তস্মিংস্তদাহারে শ্রাদ্ধং দত্তং প্রতিতিষ্ঠতি ॥
কালে ন্যায়াগতং পাত্রং বিধিনা প্রতিপাদিতম্।
প্রাপ্নোত্যন্নং যথা দত্তং জন্তুর্যত্রাবতিষ্ঠতে ॥ ৮১
যথা গোষু প্রণষ্টাসু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শ্রাদ্ধে তু বিহিতান্নং মন্ত্রঃ প্রাপয়তে পিতৄন্ ॥ ৮২
এবং হ্যবিকলং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধদত্তঞ্চ মন্ত্রতঃ।

প্রাপ্ত হয়েন না। কালে স্বর্গে গিয়া সোমপায়ী দেব ও পিতৃগণের সহিত প্রীতিলাভ করেন এবং পিতৃমানকে উপাসনা করিতে পারেন। ক্রিয়াবানের মধ্যে যাঁহাদের সন্তান আছে, তাঁহারা প্রশংসার্হ। তাঁহাদের বংশধর কিম্বা বান্ধবেরা তাঁহাদের উদ্দেশে যে নিবাপদান করেন, সোমলোকবাসী মাংসশ্রাদ্ধভোক্তৃগণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করেন। এই সকল মনুষ্য পিতৃগণ মাসে মাসে শ্রাদ্ধ ভোজন করেন। এ সকল হইতে ভিন্ন কর্ম্মযোনি সঙ্কীর্ণ নামে খ্যাত অপর একটী গণ আছে, তাহারা আশ্রম-ধর্ম্মচ্যুত স্বধা ও স্বাহা বর্জ্জিত, ভগ্ন দেহধারী, দুরাত্মা, যমালয়ে প্রেতস্বরূপ, দীর্ঘায়ু, অতি শুষ্ক বিবর্ণ, বিবস্ত্র, ক্ষুধা এবং পিপাসাসম্পন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও যাতনাস্থানে থাকিয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে অনুশোচনা করে। ইহারা পিপাসাতুর হইয়া নদী, সরোবর, তড়াগ ও দীর্ঘিকার প্রার্থনা করে। ক্ষুধিত হইয়া পরান্ন পর্য্যন্ত পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যাতনার স্থানে পচ্যমান হইয়া তাহারা শাল্মলী, বৈতরণী, কুম্ভীপাক, করম্ভবালুকা, অসিপত্রবন ও শিলাসম্পেষণরূপ নরক স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পতিত হইয়া থাকে। তাহাদের দক্ষিণদিকে ভূমির উপর বিস্তৃতদর্ভে পিণ্ডত্রয় দান করা হয়। বান্ধবেরা লোকান্তর প্রাপ্ত ইহাদের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া ঐ পিণ্ডত্রয় দিয়া প্রেতস্থানস্থিত পতিতগণের তৃপ্তিবিধান করে। যাহারা যাতনা স্থানে উপস্থিত না হইয়া পৃথিবীতে পশু প্রভৃতি ও স্থাবর পর্য্যন্তের মধ্যে কর্ম্মানুযায়ী কোন যোনিতে জন্মে। তাহারা সেই জাতির অনুরূপ যে দ্রব্য আহার করে, শ্রাদ্ধে দত্ত অন্নাদিও সেই দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়া তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত কালে যথানিয়মে উপস্থিত সৎপাত্রকে বিধিমত যে অন্নদান করা হয়, লোকান্তরপ্রাপ্ত পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহারা সেই অন্ন পাইয়া থাকেন। সহস্র সহস্র গো একত্র এক স্থানে থাকিলেও যেরূপ বৎস তাহার মাতাকে চিনিয়া প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মন্ত্র শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য তাঁহাদের সমীপে

সনৎকুমারঃ প্রোবাচ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা।
গতাগতিজ্ঞঃ প্রেতানাং প্রাপ্তশ্রাদ্ধস্য চৈব হি ॥ ৮৩
বহ্বীকাশ্চোষপাশ্চৈব দিবাকীর্ত্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ।
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৮৪
ইত্যেতে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতরশ্চ বৈ।
ঋত্বার্ত্তবা অন্যোন্যং তু পিতরোঽহ্যোস্বমেব চ ॥ ৮৫
এতে তু পিতরো দেবা মানুষাঃ পিতরশ্চ যে।
প্রীতেষু তেষু প্রীয়ন্তে শ্রদ্ধাযুক্তেন কর্ম্মণা ॥ ৮৬
ইত্যেবং পিতরঃ প্রোক্তাঃ পিতৄণাং সোমপায়িনাম্
এতৎ পিতৃমহত্ত্বং হি পুরাণে নিশ্চয়ো গতঃ ॥ ৮৭
ইত্যর্কপিতৃসোমানামৈলস্য চ সমাগমঃ।
সুধামৃতস্য চাবাপ্তিঃ পিতৄণাঞ্চৈব তর্পণম্ ॥ ৮৮
পূর্ণিমাবাস্যায়োঃ কালঃ পিতৄণাং স্থানমেব চ।
সমাসাৎ কীর্ত্তিতস্তভ্যমেষ সর্গঃ সনাতনঃ ॥ ৮৯
বৈশ্বরূপ্যস্তু সর্গস্য কথিতশ্চৈকদেশিকম্।
ন শক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়ং ভূতিমিচ্ছতা ॥
স্বায়ম্ভুবস্য হীত্যেষ সর্গঃ ক্রান্তো ময়াত্র বৈ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥ ৯১

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পিতৃবর্ণনং নাম
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
চতুর্যুগানি যান্যাসন্ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
তেষাং নিসর্গং তত্ত্বঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাৎ ॥ ১
সূত উবাচ।
পৃথিব্যাদিপ্রসঙ্গেন যন্ময়া প্রাগুদাহৃতম্।
তেষাং চতুর্যুগং হ্যেতৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধত ॥ ২
সংখ্যয়েহ প্রসংখ্যায় বিস্তরাচ্চৈব সর্ব্বশঃ।
যুগঞ্চ যুগভেদঞ্চ যুগধর্ম্মস্তথৈব চ ॥ ৩
যুগসন্ধ্যংশকঞ্চৈব যুগসন্ধানমেব চ।
ষট্প্রকারযুগাখ্যানং প্রবক্ষ্যামীহ তত্ত্বতঃ ॥ ৪
লৌকিকেন প্রমাণেন নিষ্পন্নোঽব্দস্তু মানুষঃ।
তেনাব্দেন প্রসংখ্যায় বক্ষ্যামীহ চতুর্যুগম্ ॥ ৫
নিমেষকালঃ কাষ্ঠা চ কলাশ্চাপি মুহূর্ত্তকাঃ।
নিমেষকালতুল্যং হি বিদ্যাল্লঘ্বক্ষরং চ যৎ ॥ ৭
কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাস্তাঃ।

লইয়া যায়। ৬১—৮২। গতাগতিজ্ঞ সনৎকুমার দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিয়া প্রেতগণের শ্রাদ্ধ এবং বৈধভাবে দত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বহ্বীক, উপ্মণ ও দিবাকীর্ত্ত্য নামে অভিহিত। কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিবা ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রজনী। ইহাঁরা রজনীতে নিদ্রিত থাকেন। মনুষ্য-পিতৃগণকে পিতৃদেব বলা যায়, তাঁহারা প্রীত হইলে মনুষ্য-পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। এইরূপে পিতৃগণের বিষয় কীর্ত্তিত হইল। সোমপায়ী পিতৃগণের তত্ত্ব পুরাণে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে সূর্য্য, পিতৃগণ, সোম ও ইলাপুত্র পুরূরবার সমাগম, সুধামৃতের প্রাপ্তি, পিতৃগণের তর্পণ, পূর্ণিমা, অমাবস্যাকাল, পিতৃগণের স্থান সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিলাম। এই সৃষ্টি অনাদি বলিয়া জানিবে। বিশ্বঘটনা আংশিকরূপ বিবৃত হইলে মঙ্গলকামী ব্যক্তি ইহাতে শ্রদ্ধা করেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই সৃষ্টিবিস্তার আনুপূর্ব্বিক বলিলাম, অধুনা আর কি কহিব? ৮০—৯১।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে যুগচতুষ্টয় বিদ্যমান ছিল, আমরা তাহাদের নিসর্গতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, আমি পৃথিবী প্রভৃতি প্রসঙ্গে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের যুগচতুষ্টয়ের কথা কহিতেছি। যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধি, অংশ ও যুগসন্ধান এই ছয় প্রকার যুগসম্বন্ধীয় বিবরণ যথাক্রমে সবিস্তার বলিতেছি। লৌকিকপ্রমাণে নির্ণীত অব্দ দ্বারা গণনা করিয়া চতুর্যুগের বিষয় বলিতেছি। নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত্ত ইহার মধ্যে নিমেষকালের পরিমাণ, একটি লঘু অক্ষরের

ত্রিংশৎকলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥ ৭
অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে ।
তত্রাহঃ কর্ম্মচেষ্টায়াং রাত্রিঃ স্বপ্নায় কল্পতে ॥
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।
কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহস্তেষাং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৯
ত্রিংশচ্চ মানুষা মাসাঃ পিত্র্যো মাসশ্চ স স্মৃতঃ ।
শতানি ত্রীণি মাসানাং ষষ্ট্যা চাপ্যধিকানি বৈ ।
পিত্র্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ বিভাব্যতে ॥১১
মানুষেণৈব মানেন বর্ষাণাং যচ্ছতং ভবেৎ ।
পিতৄণাং ত্রীণি বর্ষাণি সংখ্যাতানীহ তানি বৈ ।
চত্বারশ্চাধিকা মাসাঃ পিত্র্যা চৈবেহ কীর্ত্তিতাঃ ।
লৌকিকেনৈব মানেন অব্দো যো মানুষঃ স্মৃতঃ ।
এতদ্দিব্যমহোরাত্রং শাস্ত্রেহস্মিন্ নিশ্চয়ো মতঃ
দিব্যে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্ ॥ ১৩
যে তে রাত্র্যহনী দিব্যে প্রসংখ্যাতে তয়োঃ পুনঃ
ত্রিংশচ্চ তানি বর্ষাণি দিব্যো মাসস্তু স স্মৃতঃ ॥
মানুষঞ্চ শতং বিদ্ধি দিব্যমাসাস্ত্রয়স্তু তে ।
দশ চৈব তথাহানি দিব্যো হ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৫
ত্রীণি বর্ষশতান্যেব ষষ্টিবর্ষাণি যানি চ ।
দিব্যঃ সংবৎসরো হ্যেষ মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ ।
ত্রিংশদ্যানি তু বর্ষাণি মতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ ॥ ১৭
নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু ।
অন্যানি নবতিশ্চৈব ক্রৌঞ্চঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥১৮
ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু ।
বর্ষাণাস্তু শতং জ্ঞেয়ং দিব্যো হ্যেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
ত্রীণ্যেব নিযুতান্যেব বর্ষাণাং মানুষাণি চ ।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি সংখ্যাতানি তু সংখ্যয়া ।
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদো জনাঃ ॥ ২০
ইত্যেবমৃষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়ান্বিতম্ ।
দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যাপ্রকল্পনম্ ॥ ২১
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ ।
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতা বিধীয়তে ।
দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব যুগান্যেতানি কল্পয়েৎ ॥ ২২
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্ ।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ২৩
ইতরাসু চ সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাংশেষু চ বৈ ত্রিষু ।

উচ্চারণসময়। পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এককলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়। সূর্য্য মানবীয় দিবারাত্র বিধান করেন, তাহার মধ্যে দিবা কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য এবং রজনী নিদ্রার নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। মানবীয় পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্র হয়, তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের দিবা ও শুক্লপক্ষ তাহাদের রাত্রি। মানুষের ত্রিংশৎ মাসে পিতৃগণের এক মাস এবং মানুষের ত্রিংশৎ-ষষ্টি মাসে পিতৃগণের এক সংবৎসর হইয়া থাকে। ১—১০। মানুষের শত বর্ষে পিতৃগণের তিন বৎসর চারিমাস হয়। লৌকিক মানে যে অব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, শাস্ত্রে তাহাকে দিব্য দিবারাত্রিরূপে নির্ণয় করা হয়। সেই দিব্য দিবারাত্রির বিভাগ এইরূপ, যথা—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। মনুষ্যের ত্রিংশবৎসরে দিব্য এক মাস হইয়া থাকে। মনুষ্যের একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশদিন হয়। দৈববৎসরাদি গণনা করিবার নিয়ম এইরূপই জানিবে। মনুষ্যের ত্রিশতষষ্টি বৎসরে দিব্য একবৎসর এবং মনুষ্যের ত্রিসহস্র ত্রিশৎবৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক বৎসর হয়। মনুষ্যের নব সহস্র নবতি বৎসরে ক্রৌঞ্চ এক বৎসর। মনুষ্যের ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বৎসরে দিব্য একশত বৎসর হয়। মনুষ্যের ত্রিনিযুত ষষ্টি সহস্র বৎসরে দিব্য একসহস্র বৎসর হয়। ঋষিগণ দিব্য প্রমাণে এইরূপ যুগসংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রমাণানুসারে যুগ-সংখ্যা কল্পিত হইয়া থাকে। বুধগণ এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথম কৃত বা সত্য যুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর ও চতুর্থ কলি। তন্মধ্যে সত্য-যুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। সত্যযুগের চতুঃশত বর্ষ সন্ধ্যা, সন্ধ্যাংশও চতুঃশত বর্ষ।

একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২৪
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি সংখ্যৈব পরিকীর্ত্ত্যতে।
তস্যাস্তু ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥২৫
দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু যুগমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যয়া সমঃ ॥২৬
কলিং বর্ষসহস্রন্তু যুগমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তস্যাপ্যেকশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যয়া সমঃ ॥২৭
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮
অত্র সংবৎসরাঃ সৃষ্টা মানুষেণ প্রমাণতঃ।
কৃতস্য তাবদ্বক্ষ্যামি বর্ষাণাং তৎপ্রমাণতঃ ॥ ২৯
সহস্রাণাং শতান্যত্র চতুর্দ্দশ তু সংখ্যয়া।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি কলিকালযুগস্য তু ॥ ৩০
এবং সংখ্যাতকালশ্চ কালেম্বিহ বিশেষতঃ।
এবং চতুর্যুগং কালো বিনা সন্ধ্যাংশকৈঃ স্মৃতঃ ॥
চত্বারিংশৎ ত্রীণি চৈব নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি সসন্ধ্যাংশশ্চতুর্যুগঃ ॥ ৩২
এবং চতুর্যুগাখ্যা তু সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
কৃতত্রেতাদিযুক্তা সা মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ৩৩
মন্বন্তরস্য সংখ্যা তু বর্ষাগ্রেণ নিবোধত।
ত্রিংশৎকোট্যস্তু বর্ষাণাং মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি তু।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সাধিকাং বিনা ॥
মন্বন্তরস্য কালোঽয়ং যুগৈঃ সার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩
চতুঃসহস্রযুক্তং বৈ প্রথমন্তৎ কৃতং যুগম্।
ত্রেতাবশিষ্টং বক্ষ্যামি দ্বাপরং কলিমেব চ ॥ ৩৭
যুগপৎ স ভবত্যর্থো দ্বিধা বক্তুং ন শক্যতে।
ক্রমাগতং ময়া হ্যেতত্তু ভ্যং প্রোক্তং যুগদ্বয়ম্।
ঋষিবংশপ্রসঙ্গেন ব্যাকুলত্বাত্তথৈব চ ॥ ৩৮
তত্র ত্রেতাযুগস্যাদৌ মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ তে।
শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মণা চ প্রচোদিতম্ ॥৩৯
দারাগ্নিহোত্রসংযোগমৃগ্যজুঃসামসংজ্ঞিতম্।
ইত্যাদি লক্ষণং শ্রৌতং ধর্ম্মং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্ ॥
পরম্পরাগতং ধর্ম্মং স্মার্ত্তঞ্চাচারলক্ষণম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ৪১
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা চ বৈ।
তেষাং সুতপ্ততপসামার্ষেয়েণ ক্রমেণ তু ॥ ৪২
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব আদ্যে ত্রেতাযুগস্য তু।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তেষামক্রিয়াপূর্ব্বমেব চ ॥ ৪৩
অভিব্যক্তাস্তু তে মন্ত্রাস্তারকাদ্যৈর্নিদর্শনৈঃ।

ত্রেতাযুগের পরিমাণ ত্রিসহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ত্রিশত ও সন্ধ্যাংশ ত্রিশত। ১১—২৫। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা দ্বিশত ও সন্ধ্যাংশ দ্বিশত। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এই সকল যুগে মনুষ্য-পরিমাণে সংবৎসর নিরূপণ এইরূপ,—মনুষ্য প্রমাণে সত্যযুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০। কলিকালের পরিমাণও এইরূপ নির্ণয়ে। সন্ধ্যাংশ ভিন্ন চতুর্যুগের পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যমানে চতুর্যুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০। একসপ্ততি যুগচতুষ্টয়ে এক মন্বন্তর হয়। মনুষ্যের ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্টি নিযুত ও বিংশতি সহস্র বৎসরে মন্বন্তর। পণ্ডিতেরা যুগচতুষ্টয়ের সহিত মন্বন্তরের পরিমাণ এইরূপ নিরূপণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্যযুগের পরিমাণ দিব্য চতুঃসহস্র বৎসর। অবশিষ্ট ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের কথা কহিব। এইরূপ ক্রমে ঋষিবংশের প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে, আমি দুই যুগের বিষয় বর্ণন করিলাম। ত্রেতাযুগের প্রথমে মনু, সপ্তর্ষি শ্রৌত ও স্মার্ত্তধর্ম্ম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দারা, অগ্নিহোত্র সংযোগ, ঋক্, যজুঃ ও সাম প্রভৃতি শ্রৌতধর্ম্ম সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। পরম্পরাগত স্মার্ত্ত আচার লক্ষণ ও বর্ণাশ্রমের আচারসম্পন্ন ধর্ম্ম স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ২৯—৪১। ত্রেতার প্রারম্ভে সৎকার্য্যনিরত তপস্যান্বিত বিদ্বান্ সপ্তর্ষিগণ সত্য ব্রহ্মচর্য্য, শ্রুতি, তপস্যা ও আর্ষের বিধি এবং মনু প্রভৃতি স্মার্ত্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তারকাদিদর্শনের সহিত সমস্ত মন্ত্রই তাঁহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহা-

আদিকল্পে তু দেবানাং প্রাদুর্ভূতাস্ত তে স্বয়ম্ ।
প্রণাশে তথ সিদ্ধীনামণ্যাসাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্ ।
আসন্ মন্ত্রা ব্যতীতেষু যে কল্পেষু সহস্রশঃ ।
তে মন্ত্রা বৈ পুনস্তেষাং প্রতিভাসসমুত্থিতাঃ ॥ ৪৫
ঋচো যজূংষি সামানি মন্ত্রাশ্চাথর্ব্বণানি চ ।
সপ্তর্ষিভিস্ত তে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তং ধর্ম্মং মনুর্জগৌ
ত্রেতাদৌ সংহিতা বেদাঃ কেবলা ধর্ম্মশেষতঃ ।
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যন্তে দ্বাপরেষু তে ॥ ৪৭
ঋষয়স্তপসা দেবাঃ কল্পৌ চ দ্বাপরেষু বৈ ।
অনাদিনিধনা দিব্যাঃ পূর্ব্বং সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৮
সধর্ম্মাঃ সপ্রজাঃ সাঙ্গা যথাধর্ম্মং যুগে যুগে ।
বিক্রীড়ন্তে সমানার্থা বেদবাদা যথাযুগম্ ॥ ৪৯
আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রস্ত হবির্যজ্ঞা বিশাম্পতেঃ ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্ত জপযজ্ঞা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫০
তথা প্রমুদিতা বর্ণাস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপালিতাঃ ।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তঃ সমৃদ্ধাঃ সুখিনস্তথা ॥ ৫১
ব্রাহ্মণাননুবর্ত্তন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিশঃ ।
বৈশ্যানুবর্ত্তিনঃ শূদ্রাঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ৫২
শুভাঃ প্রবৃত্তয়স্তেষাং ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাস্তথা ।
সঙ্কল্পিতেন মনসা বাচোক্তেন স্বকর্ম্মণা ।
ত্রেতাযুগে ত্ববিকলঃ কর্ম্মারম্ভঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৫৩
আয়ুর্ম্মেধা বলং রূপমারোগ্যং ধর্ম্মশীলতা ।
সর্ব্বসাধারণা হ্যেতে ত্রেতায়াং বৈ ভবন্ত্যত ॥ ৫৪
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তেষাং ব্রহ্মা তথাকারোৎ ।
পুনঃ প্রজাস্ত তা মোহাত্তান্ ধর্ম্মান্ন হ্যপালয়ন্ ॥ ৫৫
পরস্পরবিরোধেন ম্রিয়ন্তে পুনরন্বয়ুঃ ।
মনুঃ স্বায়ম্ভুবো দৃষ্ট্বা যাথাতথ্যং প্রজাপতিঃ ॥ ৫৬
ধাতা তু শতরূপায়াঃ পুমান্ স উদপাদয়ৎ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রথমন্তৌ মহীপতী ॥ ৫৭
ততঃ প্রভৃতি রাজান উৎপন্না দণ্ডধারিণঃ ।
প্রজানাং রঞ্জনাচ্চৈব রাজানস্ত্বভবন্নৃপাঃ ॥ ৫৮
প্রচ্ছন্নপাপা যে জেতুমশক্যা মনুষ্যা ভুবি ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় তেষাং শাস্ত্রে তপো ময়া ॥ ৫৯
বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্ত তে ॥

দের জ্ঞানপূর্ব্বক বা ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়। আদিকল্পে এই সমস্ত মন্ত্রই দেবতা হইতে স্বয়ং সমুদ্ভূত এবং কল্পবিনাশে তাহাদের সিদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয়। অতীতকল্পে যাহার যে মন্ত্র ছিল, কল্পান্তরেও তাহাদের সেই মন্ত্র। ত্রেতার প্রারম্ভে সপ্তর্ষিগণ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এবং মনু স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রকাশ করেন। ত্রেতার প্রারম্ভে কেবল বৈদিক ধর্ম্মই ছিল, ক্রমে আয়ুর পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাওয়ায় সংহিতাদি-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দ্বাপরে আবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা পূর্ব্বে দেবতাদিগকে এবং কলি ও দ্বাপরে তপস্বী ও ঋষিগণকে উৎপত্তি ও বিনাশবিরহিত দিব্যদেহী করিয়াছিলেন। চারিবেদ সধর্ম্ম সপ্রজ ও পরাপরসমানার্থ হইয়া যথাযথ যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হয়। ক্ষত্রিয়ের উৎসাহ-যজ্ঞ, বৈশ্যের হবির্যজ্ঞ, শূদ্রের পরিচর্য্যা যজ্ঞ বা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের জপযজ্ঞ বিহিত। ত্রেতাযুগে সকল বর্ণই ধর্ম্মপালিত, ক্রিয়ানিষ্ঠ, প্রজাবান্, সমৃদ্ধিশালী ও সুখী ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্র বৈশ্যের অনুগমন করিত। তাহাদের সৎপ্রবৃত্তি বর্ণাশ্রমের মঙ্গলজনক ছিল। ত্রেতাযুগে মানসিক সঙ্কল্পে, কর্ম্মে বা বাক্যে অবিকল কর্ম্মারম্ভ সিদ্ধ হয়। ত্রেতাযুগে আয়ুঃ, মেধা, বল, রূপ, আরোগ্য ও ধর্ম্মশীলতা সর্ব্বসাধারণ ছিল। ব্রহ্মা তাহাদের এইরূপ বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু মোহপ্রযুক্ত তাহারা এরূপ ধর্ম্মপালন করিতে পারিল না। তাহারা পরস্পর বিরোধে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। স্বায়ম্ভুব মনু ন্যায় অন্যায় দেখিয়া প্রজাপালন করেন। সেই আদি মানব শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। সেই দুই পুত্রই সর্ব্বপ্রথমে রাজত্ব করেন। সেই হইতে দণ্ডধারী রাজগণের উৎপত্তি হইল। প্রজাদিগকে রঞ্জন করেন, বলিয়া তাঁহাদের নাম রাজা হইল। ৪২—৫৮। পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য প্রচ্ছন্নপাপ ও দুর্জ্জয়, তাহাদের ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি ত্রেতাযুগে তপস্যা ও বর্ণবিভাগ প্রকাশ করি। ঋষি ও ব্রাহ্মণ

যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতশ্চৈব তদা হ্যেবন্তু দৈবতৈঃ।
যামৈঃ শুক্রৈর্জপৈশ্চৈব সর্ব্বসম্ভারসংবৃতৈঃ ॥ ৬২
সার্দ্ধং বিশ্বভুজা চৈব দেবেন্দ্রেণ মহৌজসা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে দেবৈর্যজ্ঞাস্তে প্রাক্প্রবর্ত্তিতাঃ ॥
সত্যং জপস্তপো দানং ত্রেতায়াং ধর্ম্ম উচ্যতে।
ক্রিয়া ধর্ম্মশ্চ হ্রসতে সত্যধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৩
প্রজায়ন্তে ততঃ শূরা আয়ুষ্মন্তো মহাবলাঃ।
ন্যস্তদণ্ডমহাভাগা যজ্বানো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬৪
পদ্মপত্রায়তাক্ষাশ্চ পৃথূরস্কাঃ সুসংহিতাঃ।
সিংহান্তকা মহাসত্ত্বাঃ মত্তমাতঙ্গগামিনঃ ॥ ৬৫
মহাধনুর্দ্ধরাশ্চৈব ত্রেতায়াং চক্রবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাঃ ॥ ৬৬
ন্যগ্রোধৌ তৌ স্মৃতৌ বাহূ ব্যামো ন্যগ্রোধ উচ্যতে
ব্যামেনৈবোচ্ছ্রয়াদ্ যস্য সম ঊর্দ্ধন্তু দেহিনঃ।
সমুচ্ছ্রয়ঃ পরীণাহো জ্ঞেয়ো ন্যগ্রোধমণ্ডলঃ ॥ ৬৭
চক্রং রথো মণির্ভার্য্যা নিধিরশ্বা গজাস্তথা।
সপ্তৈতানি রত্নানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ৬৮
চক্রং রথো মণিঃ খড়্গং ধনূরত্নঞ্চ পঞ্চমম্।
কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈতে প্রাণহীনাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ।
মন্ত্র্যশ্বঃ কলভশ্চৈব প্রাণিনঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭০

রত্নান্যেতানি দিব্যানি সংসিদ্ধানি মহাত্মনাম্।
চতুর্দ্দশ বিধেয়ানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥ ৭১
বিষ্ণোরংশেন জায়ন্তে পৃথিব্যাং চক্রবর্ত্তিনঃ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেষু বৈ ॥ ৭২
ভূতভব্যানি যানীহ বর্ত্তমানানি যানি চ।
ত্রেতাযুগাদিকেষত্র জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৭৩
ভদ্রাণীমানি তেষাং বৈ ভবন্তীহ মহীক্ষিতাম্।
অদ্ভুতানি চ চত্বারি বলং ধর্ম্মঃ সুখং ধনম্ ॥ ৭৪
অন্যোন্যস্যাবিরোধেন প্রাপ্যন্তে বৈ নৃপৈঃ সমম্।
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ যশো বিজয় এব চ ॥ ৭৫
ঐশ্বর্য্যেণাণিমাদ্যেন প্রভুশক্ত্যা তথৈব চ।
অন্যেন তপসা চৈব ঋষীনভিভবন্তি চ।
বলেন তপসা চৈব দেবদানবমানুষান্ ॥ ৭৬
লক্ষণৈশ্চাপি জায়ন্তে শরীরস্থৈরমানুষৈঃ।
কেশস্থিতা ললাটোর্ণা জিহ্বা চাস্যপ্রমার্জ্জনম্।
তাম্রপ্রভোষ্ঠদন্তোষ্ঠাঃ শ্রীবৎসাশ্চোর্দ্ধরোমশাঃ ॥
আজানুবাহবশ্চৈব জালহস্তা বৃষাঙ্কিতাঃ।
ন্যগ্রোধপরিণাহাশ্চ সিংহস্কন্ধাঃ সুমেহনাঃ।
গজেন্দ্রগতয়শ্চৈব মহাহনব এব চ ॥ ৭৮

কর্ত্তৃক সংহিতা ও মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। দেবগণ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মহৌজা মহেন্দ্রের সহিত দেবগণ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শুক্র, যাম, সর্ব্বসম্ভার, সংবৃত ও বিশ্বভোজী যজ্ঞ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করেন। সত্য, জপ, তপ ও দান, এই কয়টীই ত্রেতার ধর্ম্ম। ত্রেতাযুগে ক্রিয়াধর্ম্মের হ্রাস ও সত্য ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। ত্রেতাযুগে মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন আয়ুষ্মান্ সিংহান্তক মহাবল যজ্বা ব্রহ্মবাদী মাতঙ্গগামী রাজচক্রবর্ত্তী ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল জন্মগ্রহণ করেন। বাহুদ্বয় ন্যগ্রোধ নামে নিরূপিত। সমুচ্ছ্রয় পরীণাহ ন্যগ্রোধমণ্ডল বলিয়া বিদিত। চক্র, রথ, মণি, ভার্য্যা, নিধি, অশ্ব, গজ এই সাতটী চক্রবর্ত্তিগণের রত্ন। চক্র, রথ, মণি, খড়্গ, ধনু, কেতু, নিধি এই সপ্ত প্রাণহীন বলিয়া কথিত। ভার্য্যা, পুরোহিত, রথকৃৎ, সেনানী, মন্ত্রী, অশ্ব ও ত্রিংশদ্বর্ষীয় করিশাবক, এই সাতটী প্রাণী বলিয়া কীর্ত্তিত। এই চতুর্দ্দশ প্রকার দিব্যরত্ন মহাত্মা চক্রবর্ত্তীদিগের সিদ্ধিদায়ক। অতীত বা অনাগত সকল মন্বন্তরেই চক্রবর্ত্তিগণ বিষ্ণুর অংশে জন্মিয়া থাকেন। ভূত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তিগণ জন্ম লয়েন এবং বল, ধর্ম্ম, সুখ ও ধন, ইহা তাঁহাদের সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহারা পরস্পরের সহিত বিরোধ না করিয়া অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, যশ ও বিজয়লাভ করেন; তাঁহারা বিবাদবিহীন ঐশ্বর্য্য, প্রভুশক্তি ও তপস্যা প্রভাবে ঋষিদিগকেও জয় করেন এবং বল ও তপস্যাসহায়ে দেব, দানব এবং মানুষকে পরাভূত করেন। তাঁহাদের শরীরস্থ লক্ষণগুলি অমানুষিক, ললাটে ঊর্ণা, জিহ্বা বিশুদ্ধ তাম্রপ্রভ, ওষ্ঠদন্ত ও রোমাবলী উন্নত। আজানুলম্বিত বাহু, জালহস্ত, বৃষাঙ্কিত ন্যগ্রোধ বৃক্ষবৎ উন্নত, সিংহস্কন্ধ, সুমেহন, গজেন্দ্রগতি ও

পাদয়োশ্চক্রমৎস্যৌ তু শঙ্খপদ্মৌ তু হস্তয়োঃ।
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি তে ভবন্ত্যজরা নৃপাঃ॥ ৭৯
অসঙ্গা গতয়স্তেষাঞ্চতস্রশ্চক্রবর্ত্তিনাম্।
অন্তরীক্ষে সমুদ্রে চ পাতালে পর্ব্বতেষু চ॥৮০
ইজ্যা দানং তপঃ সত্যং ত্রেতায়াং ধর্ম্ম উচ্যতে।
তদা প্রবর্ত্ততে ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥ ৮১
মর্য্যাদাস্থাপনার্থঞ্চ দণ্ডনীতিঃ প্রবর্ত্ততে।
হৃষ্টপুষ্টাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা অরোগাঃ পূর্ণমানসাঃ॥ ৮২
একো বেদশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতাযুগবিধৌ স্মৃতঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি তদা জীবন্তি মানবাঃ॥ ৮৩
পুত্রপৌত্রসমাকীর্ণা ম্রিয়ন্তে চ ক্রমেণ তু।
এষ ত্রেতাযুগে ধর্ম্মস্ত্রেতাসন্ধৌ নিবোধত॥ ৮৪
ত্রেতাযুগস্বভাবস্তু সন্ধ্যাপাদেন বর্ত্ততে।
সন্ধ্যায়াং বৈ স্বভাবস্তু যুগপাদেন তিষ্ঠতি॥ ৮৫

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুষঙ্গপাদে যুগসংখ্যাবর্ণনো নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬২

মহানুভব। পদদ্বয়ে চক্র ও মৎস্য রেখা, হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্মরেখা বিরাজিত। এইরূপ পঞ্চাশীতি সহস্র অজর নরপতি বর্ত্তমান। অন্তরীক্ষে সমুদ্রে পাতালে ও পর্ব্বতে চক্রবর্ত্তীর গতি অপ্রতিহত। ৬১—৭৯। ত্রেতার ধর্ম্ম—যথা—যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সত্য। বর্ণাশ্রমের বিভাগ অনুসারে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। মর্য্যাদাস্থাপনার্থ দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন। এই যুগে প্রজা সকল হৃষ্টপুষ্ট নীরোগ ও পরিপূর্ণচিত্ত হয়। ত্রেতাযুগে এক বেদ চতুষ্পাদরূপে স্মৃত। মানবগণ তিন সহস্র বৎসর কাল জীবিত থাকে এবং পুত্র ও পৌত্রে পরিবৃত হইয়া যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম এইরূপ জানিবে। সন্ধ্যাপাদে ত্রেতাযুগের স্বভাব ও যুগপাদে সন্ধ্যার স্বভাব লক্ষিত হয়॥৮০—৮৫।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবে সর্গে যথাবত্তদ্‌ব্রবীহি মে॥ ১
অন্তর্হিতায়াং সন্ধ্যায়াং সার্দ্ধং কৃতযুগেন বৈ।
কলাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা॥২
বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থানং কৃতবন্তশ্চ বৈ পুনঃ।
সম্ভারাংস্তাংশ্চ সংস্থাপ্য কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীৎ সূতঃ শ্রূয়তাং শাংশপায়ন॥৩
যথা ত্রেতাযুগমুখে যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনম্।
ওষধীষু চ জাতাসু প্রবৃত্তে বৃষ্টিসর্জনে।
প্রতিষ্ঠিতায়াং বার্ত্তায়াং গৃহাশ্রম-পুরেষু চ॥ ৪
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃত্বা মন্ত্রাংশ্চ সংহিতাম্।
মন্ত্রান্ সংযোজয়িত্বাথ ইহামুত্রেষু কর্ম্মসু॥ ৫
তথা বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু যজ্ঞং প্রাবর্ত্তয়ত্তদা।
দৈবতৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতম্॥৬
অথাশ্বমেধে বিততে সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ।
যজন্তে পশুভির্মেধ্যৈর্হৃষ্টাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ॥ ৭

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন, সূত! ত্রেতার প্রারম্ভে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টিতে যেরূপে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করুন। সত্যযুগের সহিত সন্ধ্যা যখন অন্তর্হিত ও ত্রেতাযুগে যখন কাল প্রবর্ত্তিত হইল, তখন বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করুন। সূত বলিলেন, শাংশপায়ন! শ্রবণ করুন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে যেরূপ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কহিতেছি। ওষধি সকল আবির্ভূত হইলে ও বৃষ্টি প্রবৃত্ত হইলে গৃহাশ্রম ও সকল পুরের বার্ত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা করিয়া মন্ত্র, সংহিতা, ঐহিক বা পারত্রিক কর্ম্মে সংযোগ করিয়া যজ্ঞভুক্ ইন্দ্র দেবগণসহ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ বিস্তৃত হইলে মহর্ষিগণ আসিলেন। সকলে সমাগত হইয়া মেধ্য পশু দ্বারা যাগ করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মব্যগ্রেষু ঋত্বিক্ষু সততে যজ্ঞকর্ম্মণি।
সম্প্রণীতেষু তেম্বেবমাগমেষেবং সত্বরম্ ॥ ৮
পরিক্রান্তেষু লঘুষু অধ্বর্য্যুবৃষভেষু চ।
আলব্ধেষু চ মেধ্যেষু তথা পশুগণেষু বৈ ॥ ৯
হবিষ্যগ্নৌ হূয়মানে দেবানাং দেবহোতৃভিঃ।
আহুতেষু চ দেবেষু যজ্ঞভাক্ষু মহাত্মসু ॥ ১০
য ইন্দ্রিয়াত্মকা দেবা যজ্ঞভাজস্তথা তু যে।
তান্ যজন্তে তদা দেবাঃ কল্পাদিষু ভবন্তি যে ॥ ১১
অধ্বর্য্যবঃ প্রৈষকালে ব্যুত্থিতা যে মহর্ষয়ঃ।
মহর্ষয়স্তু তান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ পশুগণান্ স্থিতান্।
পপ্রচ্ছুরিন্দ্রং সম্ভূয় কোঽয়ং যজ্ঞবিধিস্তব ॥ ১২
অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসাধর্ম্মেপ্সয়া তব।
নেষ্টঃ পশুবধস্ত্বেষ তব যজ্ঞে সুরোত্তম ॥ ১৩
অধর্ম্মো ধর্ম্মঘাতায় প্রারব্ধঃ পশুভিস্ত্বয়া।
নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোঽয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ॥
আগমেন ভবান্ যজ্ঞং করোতু যদিহেচ্ছসি।
বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মমব্যয়হেতুনা।
যজ্ঞবীজৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেষু হিংসা ন বিদ্যতে ॥ ১৫
ত্রিবর্ষপরমং কালমুষিতৈরপ্ররোহিভিঃ
এষ ধর্ম্মো মহানিন্দ্রঃ স্বয়ম্ভুবিহিতঃ পুরা ॥ ১৬
এবং বিশ্বভুগিন্দ্রস্তু মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈর্বেতি যষ্টব্যমিহোচ্যতে ॥
তে তু খিন্না বিবাদেন তত্ত্বযুক্তা মহর্ষয়ঃ।
সন্ধায় বাক্যমিন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুশ্চেবরং বসুম্ ॥ ১৮

ঋষয় উচুঃ।

মহাপ্রাজ্ঞ কথং পৃষ্টস্ত্বয়া যজ্ঞবিধির্নৃপ।
উত্তানপাদে প্রব্রূহি সংশয়ং ছিন্ধি নঃ প্রভো ॥ ১৯
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তেষামবিচার্য্য বলাবলম্।
বেদশাস্ত্রমনুস্মৃত্য যজ্ঞতত্ত্বমুবাচ হ।
যথোপদিষ্টৈর্যষ্টব্যমিতি হোবাচ পার্থিবঃ ॥ ২০
যষ্টব্যং পশুভির্মেধ্যৈরথ বীজৈঃ ফলৈস্তথা।
হিংসা-স্বভাবো যজ্ঞস্য ইতি মে দর্শনাগমো ॥ ২১
যথেহ সংহিতামন্ত্রা হিংসালিঙ্গা মহর্ষিভিঃ।
দীর্ঘেণ তপসা যুক্তৈর্দর্শনৈস্তারকাদিভিঃ।
তৎপ্রামাণ্যান্ময়া চোক্তং তস্মান্মা মন্তুমর্হথ ॥ ২২

ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞকর্ম্মে ব্যগ্র হইলেন। সেই যজ্ঞে আগমাদি গীত হইতে লাগিল, মেধ্য পশুগণ নিহত হইতে লাগিল এবং হোতৃগণ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞভাক্ দেবতারা নিমন্ত্রিত হইলেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াত্মক বা যাঁহারা যজ্ঞভাক্ দেবগণ তাঁহাদিগকে যাগ করিতে লাগিলেন। মহর্ষিরা দীন পশুগণকে দেখিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, হে ইন্দ্র! এ তোমার কিরূপ যজ্ঞ? ১—১২। সুরোত্তম! ধর্ম্মাভিলাষে যে হিংসা করা হয়, তাহা প্রবল অধর্ম্ম। অতএব তোমার যজ্ঞে পশুবধ করা অবৈধ। তুমি পশুঘাত করিয়া ধর্ম্মনাশের জন্য এই অধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ, ইহা ধর্ম্ম নহে; জানিও—ইহা অধর্ম্ম। হিংসাকে কিছুতেই ধর্ম্ম বলা যায় না। আপনি যদি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে অব্যয়হেতু বিধিদৃষ্ট আগমানুগত ধর্ম্মযজ্ঞ করুন। হে সুরবর! যাহাতে হিংসা নাই এমন যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। যাহা ত্রিবর্ষকাল রক্ষিত ও প্ররোহের অযোগ্য, তাদৃশ বীজ দ্বারা যজ্ঞ করিলে হিংসা হয় না। ইন্দ্র! এই মহান্ ধর্ম্ম পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। এইরূপে বিশ্বভুক্ ইন্দ্র তত্ত্বদর্শী মুনিগণকর্ত্তৃক যজ্ঞ করার ঔচিত্য বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিরা বিবাদে ক্লান্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন ও লোকপাল বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, মহারাজ! উত্তানপাদকে আপনি যজ্ঞবিধি জিজ্ঞাসা করিয়া কি জানিয়াছিলেন? তাহা আমাদিগকে বলিয়া সংশয় নিরাস করুন। তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া বলাবল বিবেচনা না করিয়াই রাজা বেদশাস্ত্রসম্মত যজ্ঞতত্ত্ব বলিয়া দিলেন, রাজা আরও বলিয়া দিলেন যে, যেরূপ উপদিষ্ট হইবে, সেইরূপই যজ্ঞ করিবে। মেধ্য, পশু, বীজ কিম্বা ফল দ্বারা যজ্ঞ করিবে। পরন্তু এইরূপ বিধানে যজ্ঞের হিংসাস্বভাবই বুঝা যাইতেছে। যখন দীর্ঘতপা মহর্ষিগণ ও

যদি প্রমাণং তান্যেব মন্ত্রবাক্যানি বৈ দ্বিজাঃ।
তদা প্রবর্ত্ততাং যজ্ঞো হ্যন্যথা নোঽনৃতং বচঃ।
এবং হ্যতোত্তরাস্তে বৈ যুক্তাত্মানস্তপোধনাঃ ॥ ২৩
অধশ্চ ভবনং দৃষ্ট্বা তমাথ বাগ্যতো ভব
মিথ্যাবাদী নৃপো যস্মাৎ প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ২৪
ইত্যুক্তমাত্রে নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্।
উর্দ্ধচারী বসুর্ভূত্বা রসাতলচরোঽভবৎ ॥ ২৫
বসুধাতলবাসী তু তেন বাক্যেন সোঽভবৎ।
ধর্ম্মাণাং সংশয়চ্ছেত্তা রাজা বসুরধোগতঃ ॥ ২৬
তস্মান্ন বাচ্যমেকেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ঃ।
বহুদ্বারস্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা দুরনুগা গতিঃ ॥ ২৭
তস্মান্ন নিশ্চয়াদ্বক্তুং ধর্ম্মঃ শক্যস্তু কেনচিৎ।
দেবানৃষীনুপাদায় স্বায়ম্ভুবমৃতে মনুম্ ॥ ২৮
তস্মান্ন হিংসা ধর্ম্মস্য দ্বারমুক্তং মহর্ষিভিঃ।
ঋষিকোটিসহস্রাণি কর্ম্মভিঃ স্বৈর্দিবং যযুঃ ॥ ২৯

তস্মান্ন দানং যজ্ঞং বা প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ।
তুচ্ছং মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ।
এবং দত্ত্বা বিভবতঃ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩০
অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্ ॥ ৩১
ধর্ম্মমন্ত্রাত্মকো যজ্ঞস্তাপশ্চানশনাত্মকম্।
যজ্ঞেন দেবানাপ্নোতি বৈরাগ্যং তপসা পুনঃ ॥ ৩২
ব্রাহ্মণ্যং কর্ম্মসন্ন্যাসাদ্বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতে লয়ম্
জ্ঞানাৎ প্রাপ্নোতি কৈবল্যং পঞ্চৈতা গতয়ঃ স্মৃতাঃ
এবং বিবাদঃ সুমহান্ যজ্ঞস্যাসীৎ প্রবর্ত্তনে।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৩৪
ততস্তে ঋষয়ো দৃষ্ট্বা হৃতং ধর্ম্মং বলেন তু।
বসোর্ব্বাক্যমনাদৃত্য জগ্মুস্তে বৈ যথাগতাঃ ॥ ৩৫
গতেষু দেবসঙ্ঘেষু দেবা যজ্ঞমবাপ্নুয়ুঃ।
শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধা ব্রহ্মক্ষত্রময়া নৃপাঃ ॥ ৩৬
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ ধ্রুবো মেধাতিথির্বসুঃ।

তারকাদি দর্শন সকল হিংসাত্মক সংহিতা-মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন আমি প্রামাণ্য কথাই কহিয়াছি। অতএব আপনারা ইহার অবজ্ঞা করিবেন না। হে বিপ্রগণ! যদি সেই সমস্ত হিংসাবিধিময় মন্ত্রবাক্য প্রমাণ হয়, তবে যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত, অন্যথা আমাদিগের সমস্ত বাক্যই মিথ্যা। এইরূপে প্রত্যুত্তরে অসমর্থ, সেই যুক্তাত্মা তপোধনেরা অধোদিকে ভবন দেখিয়া নৃপতিকে বলিলেন, তুমি চুপ কর, কারণ যে রাজা মিথ্যাবাদী, সে রাজাকে রসাতলে যাইতে হয়। তাহারা এইরূপ বলিলে সেই মিথ্যাবাদী রাজা রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন; নৃপ বসু উর্দ্ধচারী হইয়াও রসাতলচারী ছিলেন। তিনি কেবল মুনিদিগের বাক্যেই বসুধাতলবাসী হইলেন, এইরূপে ধর্ম্মের সংশয়ভেদী রাজা বসু অধোগমন করিয়াছিলেন। ১৪—২৬। অতএব ধর্ম্ম বিষয়ে কেন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা উচিত নহে, বহুদ্বার ধর্ম্মের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম ও দুর্লভ; সেই জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা দেব, ঋষি ও স্বায়ম্ভুব মনু ভিন্ন অন্য কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। সুতরাং হিংসা ধর্ম্মের দ্বার নহে, মহর্ষিরা এই-রূপ বলিয়াছেন। স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা সহস্র কোটি ঋষি স্বর্গে গিয়াছিলেন, এই জন্য মহর্ষিরা যজ্ঞ বা দানের প্রশংসা করেন না; কেননা সামান্য ফল মূল শাক ও উদকপাত্র দান করিয়াই অনেক তপোধন স্বর্গে গিয়াছেন। অদ্রোহ, অলোভ, সর্ব্বভূতে তুল্য দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অক্রোধ, ক্ষমা ও ধৈর্য্য এই সকল সনাতন ধর্ম্মের মূল, কিন্তু করা দুঃসাধ্য। যজ্ঞসকল কর্ম্ম ও মন্ত্রাত্মক, কিন্তু তপস্যা হইল অনাহারাত্মক। যজ্ঞ করিলে দেবত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু তপস্যায় বৈরাগ্য লাভ হয়। কর্ম্মসন্ন্যাসে ব্রাহ্মণ্য, বৈরাগ্য হইলে লয় ও জ্ঞান লাভ হইলে কৈবল্য; এইরূপে পঞ্চবিধ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞপ্রবর্ত্তনকালে দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে এই বিষয়ে ভয়ানক বিবাদ হইয়াছিল। অনন্তর ঋষিগণ বসুর বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিয়া যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রস্থান করেন। দেবগণও গিয়াছিলেন এবং অন্যান্য স্থানে যজ্ঞলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ

সুমেধা বিরজাশ্চৈব শঙ্খপাদজ এব চ।
প্রাচীনবর্হিঃ পর্জ্জন্যো হবির্দ্ধানাদয়ো নৃপাঃ॥ ৩৭
এতে চান্যে চ বহবো নৃপাঃ সিদ্ধা দিবঙ্গতাঃ।
রাজর্ষয়ো মহাসত্ত্বা যেষাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ৩৮
তস্মাদ্বিশিষ্যতে যজ্ঞাত্তপঃ সর্ব্বৈস্তু কারণৈঃ।
ব্রহ্মণা তপসা সৃষ্টং জগদ্বিশ্বমিদং পুরা॥ ৩৯
তস্মান্নাপ্নোতি তদ্‌যজ্ঞং তপোমূলমিদং স্মৃতম্।
যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং হ্যেবমতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ততঃ প্রভৃতি যজ্ঞোঽয়ং যুগৈঃ সহ ব্যবর্ত্তত॥ ৪০

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে যজ্ঞপ্রবর্ত্তনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্য বিধিং পুনঃ।
তত্র ত্রেতাযুগে ক্ষীণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে॥ ১

আছে যে, ব্রহ্মক্ষত্রময় নৃপগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, মেধাতিথি, বসু, সুমেধা, বিরজা, শঙ্খপাদজ, প্রাচীনবর্হি, পর্জ্জন্য, হবির্দ্ধান প্রভৃতি নৃপ ও অন্যান্য বহু নৃপ সিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাজর্ষি ও মহাত্মা এবং তাঁহাদের সকলেরই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই জন্য যজ্ঞ হইতে তপস্যা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা তপস্যাবলেই প্রথমে বিশ্বসৃষ্টি করেন। তপস্যাই প্রথম মূল, তাই যজ্ঞে তপস্যাকে অতিক্রম করা যায় না। এইরূপে পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রথম যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই অবধি যুগানুসারে সেই যজ্ঞকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ২৭—৪০।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, ইহার পর আমি পুনরায় দ্বাপরযুগের বিবরণ বর্ণন করিব।

দ্বাপরাদৌ প্রজানাস্তু সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে তু যা।
পরিবর্ত্তে যুগে তস্মিন্ ততঃ সা সম্প্রণশ্যতি॥ ২
ততঃ প্রবর্ত্ততে তাসাং প্রজানাং দ্বাপরে পুনঃ।
লোভোঽধৃতির্বণিগ্ যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ॥ ৩
সম্ভেদশ্চৈব বর্ণানাং কার্য্যানাঞ্চাবিনির্ণয়ঃ।
যজ্ঞোষধেঃ পশোর্দণ্ডো মদো দম্ভোঽক্ষমাবলম্
এবং রজস্তমোযুক্তা প্রবৃত্তির্দ্বাপরে স্মৃতা।
আদ্যে কৃতে চ ধর্ম্মোঽস্তি ত্রেতায়াং সম্প্রপদ্যতে
দ্বাপরে ব্যাকুলীভূত্বা প্রণশ্যতি কলৌ যুগে॥ ৫
বর্ণানাং বিপরিধ্বংসঃ সংকীর্য্যেত তথাশ্রমঃ।
দ্বৈধমুৎপদ্যতে চৈব যুগে তস্মিন্ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দ্বৈধাৎ শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চৈব নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে।
অনিশ্চয়াধিগমনাদ্ধর্ম্মতত্ত্বং বিপদ্যতে॥ ৭
ধর্ম্মতত্ত্বে তু ব্যাপন্নে মতিভেদো ভবেন্নৃণাম্।
পরস্পর-বিভিন্নৈস্তৈর্দৃষ্টীনাং বিভ্রমেণ চ॥ ৮

ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হইলে দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বাপরযুগের প্রবর্ত্তনকালে প্রজাদিগের সিদ্ধিলাভ ত্রেতার তুল্যই হইয়া থাকে। সেই যুগপ্রবর্ত্তন ঘটিলে সেই সিদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর আবার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগে লোভ, অধৈর্য্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ এবং যথার্থ তত্ত্বের অনিশ্চয়, চারিবর্ণের সম্ভেদ বা সঙ্করোৎপত্তি, কার্য্যের অনির্ণয়, যজ্ঞ, ওষধিনাশ ও পশুর দণ্ড, মদ, দম্ভ, অক্ষমা, বলহীনতা এবং সকলের রজ ও তমোগুণমিশ্র প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথম সত্যযুগে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম বিরাজ করেন, ত্রেতাযুগে লোকেরা ঐ ধর্ম্মের আচরণ করে, দ্বাপরযুগে উহা ব্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত হয়; শেষে কলিযুগে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের সঙ্কর, আশ্রমচতুষ্টয়ের মিশ্রণ এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বৈধভাব ঘটিলে শাস্ত্র নির্ণয় হয় না, নিশ্চয়বোধের অভাবনিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না, তাই তাহা বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপে বিপন্ন হইলে মানবগণের মতভেদ উপস্থিত হয়, মত

অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি নিশ্চয়ো নাধিগম্যতে।
কারণানাঞ্চ বৈকল্যাৎ কার্য্যাণাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ ॥৯
মতিভেদেন তেষাং বৈ দৃষ্টীনাং বিভ্রমো ভবেৎ।
ততো দৃষ্টি-বিভিন্নৈস্তৈর্হৃতং শাস্ত্রকুলন্ত্বিদম্ ॥১০
একো বেদশ্চতুষ্পাদঃ সংহৃয়েত পুনঃপুনঃ।
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব দৃশ্যতে দ্বাপরেষু চ ॥ ১১
বেদব্যাসৈশ্চতুর্দ্ধা তু ব্যস্যতে দ্বাপরাদিষু।
ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্বেদা ভিদ্যন্তে দৃষ্টি-বিভ্রমৈঃ ॥ ১২
মন্ত্র-ব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণ-বিপর্য্যয়ৈঃ।
সংহিতা ঋক্-যজুঃ-সাম্নাং সংহন্যন্তে শ্রুতর্ষিভিঃ ॥
সামান্যাৎ বৈকৃতাচ্চৈব দৃষ্টিভিন্নৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণং কল্পসূত্রাণি মন্ত্রপ্রবচনানি চ। ১৪
অন্যে তু প্রথিতাস্থার্থৈঃ কেচিত্তান্ প্রত্যবস্থিতাঃ
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে ভিন্নবৃত্তাশ্রমা দ্বিজাঃ ॥ ১৫
একমাধ্বর্য্যবং পূর্ব্বমাসীদ্‌দ্বৈধং পুনস্ততঃ।
সামান্যবিপরীতার্থৈঃ কৃতং শাস্ত্রাকুলন্ত্বিদম্ ॥ ১৬
আধ্বর্য্যবঞ্চ প্রস্থানৈর্ব্বহুধা ব্যাকুলং কৃতম্।
তথৈবাথর্ব্বঋক্‌সাম্নাং বিকল্পৈশ্চাপ্যসংক্ষয়ৈঃ ॥১৭
ব্যাকুলং দ্বাপরে নিত্যং ক্রিয়তে ভিন্নদর্শনৈঃ।
তেষাং ভেদাঃ প্রভেদাশ্চ বিকল্পৈশ্চাপ্যসংক্ষয়ৈঃ।
দ্বাপরে সম্প্রবর্ত্তন্তে বিনশ্যন্তি পুনঃ কলৌ ॥ ১৮
তেষাং বিপর্য্যয়াশ্চৈব ভবন্তি দ্বাপরে পুনঃ।
আবৃষ্টির্ম্মরণঞ্চৈব তথৈব ব্যাধ্যুপদ্রবাঃ ॥ ১৯
বাঙ্মনঃ কর্ম্মজৈর্দুঃখৈর্নির্ব্বেদো জায়তে পুনঃ।
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখমোক্ষ-বিচারণা ॥ ২০
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাদ্দোষ-দর্শনম্।
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ।
তেষাঞ্চ মানিনাং পূর্ব্বমাদ্যে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥২১
উৎপদ্যন্তে হি শাস্ত্রাণাং দ্বাপরে পরিপন্থিনঃ ॥২২

সকল পৃথক্ পৃথক্ হইলে জ্ঞানচক্ষুর ভ্রম দর্শন জন্য 'ইহা ধর্ম্ম' কি 'ইহা অধর্ম্ম' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বুঝা যায় না। কারণপরম্পরার বিকলতা ও কার্য্যের নিশ্চয় হয় না, তাই তাহাতে বুদ্ধিভ্রম ঘটে, বুদ্ধিভ্রম হইলে তত্ত্ব-বোধের বিপর্য্যয় হইয়া উঠে। এইরূপ শাস্ত্র-জ্ঞানের বিভিন্নতা হেতু সমস্ত শাস্ত্রই ধ্বংস পাইয়া যায়। ১—১০। চতুষ্পাদাত্মক একই বেদ বার বার সংগৃহীত হয়, আয়ুষ্কালের অল্পতা দেখিয়া দ্বাপরাদি যুগে বেদব্যাস উহা চারিভাগে বিভক্ত করেন। তত্ত্ববোধের বিপর্য্যয় হেতু অপরাপর ঋষিপুত্রগণ পুনর্ব্বার তাহা নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিভিন্নরূপে বিন্যাস এবং স্বর-বর্ণের বিপর্য্যয় দ্বারা বেদবিদ্ মহর্ষিরা ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সংহিতা সংগ্রহ করেন। সামান্য ও বিকার এবং কোথাও কোথাও তত্ত্ব-দৃষ্টির প্রভেদ হয় বলিয়া ঋষিগণ ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র ও মন্ত্রপ্রবচন সকলেরও সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্য ঋষিরা শিষ্যগণের সহিত প্রস্থান করেন এবং কেহ কেহ বা তাহাদের সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। এইরূপে দ্বাপরযুগে দ্বিজগণ বিভিন্ন আচার এবং বিভিন্ন আশ্রম অবলম্বন করেন। পূর্ব্বে একমাত্র আধ্বর্য্যব ছিল, শেষে তাহা দুই প্রকার হইল; এইরূপে সামান্য ও বিপরীত অর্থ দ্বারা শাস্ত্র সকল আকুল হইয়াছে। আধ্বর্য্যবের বহুল প্রস্তাবে শাস্ত্রসকল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে অথর্ব্ব, ঋক্ ও সামবেদের স্থিরতর বিকল্পে ঐ সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ভিন্নদৃষ্টি ব্যক্তি-বর্গ দ্বাপরযুগে শাস্ত্রের বিভিন্নতা ও বহুতর বিকল্প কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ঐ সকল নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া ঐ যুগে বিনষ্ট হইয়া যায়। দ্বাপরযুগে পুনর্ব্বার ঐ সকলের বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে এবং সেইজন্য অনাবৃষ্টি, মরণ ও ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধপ্রকার উপদ্রব ঘটে। বাক্য, মন ও কর্ম্ম জন্য দুঃখসমূহে মানবগণের মানসে নির্ব্বেদ জন্মে এবং নির্ব্বেদ হইতে তাহাদের মানসে দুঃখমোচনার্থ বিচারণা উপ-স্থিত হয়। ঐ বিচার হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে দোষদর্শন এবং দোষদর্শন হইতে দ্বাপর-যুগে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই অভিমানী-দিগের জ্ঞানোৎপত্তি হয়। এই দ্বাপরযুগে শাস্ত্রের প্রতিকূলার্থবাদী সকল উৎপন্ন হয়।

আয়ুর্ব্বেদবিকল্পাশ্চ অঙ্গানাং জ্যোতিষস্থ চ।
অর্থ-শাস্ত্রবিকল্পাশ্চ হেতুশাস্ত্র-বিকল্পনম্ ॥ ২৩
স্মৃতিশাস্ত্র-প্রভেদাশ্চ প্রস্থানানি পৃথক্ পৃথক্।
দ্বাপরেম্বভিবর্ত্তন্তে মতিভেদাস্তথা নৃণাম্ ॥ ২৪
মনসা কর্ম্মণা বাচা কৃচ্ছ্রাদ্বার্ত্তা প্রসিধ্যতি।
দ্বাপরে সর্ব্বভূতানাং কায়ক্লেশ-পুরস্কৃতা ॥ ২৫
লোভোঽধৃতির্বাণিগ্যুদ্ধং তত্ত্বানামবিনিশ্চয়ঃ।
বেদশাস্ত্রপ্রণয়নং ধর্ম্মাণাং শঙ্করস্তথা ॥ ২৬
দ্বাপরেষু প্রবর্ত্তন্তে রোগঃ শোকো বধস্তথা।
বর্ণাশ্রম-পরিধ্বংসঃ কামদ্বেষৌ তথৈব চ ॥ ২৭
পূর্ণে বর্ষসহস্রে দ্বে পরমায়ুস্তথা নৃণাম্।
নিঃশেষে দ্বাপরে তস্মিন্ তস্য সন্ধ্যা তু পাদতঃ ॥
প্রতিষ্ঠতে গুণৈর্হীনো ধর্ম্মোঽসৌ দ্বাপরস্য তু।
তথৈব সন্ধ্যাপাদেন অংশস্তস্যাবতিষ্ঠতে ॥ ২৯
দ্বাপরস্য চ বর্ষে যা তিষ্যস্য তু নিবোধত।
দ্বাপরস্যাংশ-শেষে তু প্রতিপত্তিঃ কলেরতঃ ॥ ৩০
হিংসাসূয়ানৃতং মায়া বধশ্চৈব তপস্বিনাম্।
এতে স্বভাবাস্তিষ্যস্য সাধয়ন্তি চ বৈ প্রজাঃ ॥ ৩১
এষ ধর্ম্মঃ কৃতঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে।
মনসা কর্ম্মণা স্তুত্যা বার্ত্তা সিধ্যতি বা ন বা ॥ ৩২
কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি বৈ।
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দর্শনঞ্চ বিপর্য্যয়ম্ ॥ ৩৩
ন প্রমাণং স্মৃতেরস্তি তিষ্যে লোকে যুগে যুগে।
গর্ভস্থো ম্রিয়তে কশ্চিৎ যৌবনস্থস্তথাপরঃ।
স্থাবিরে মধ্যকৌমারে ম্রিয়ন্তে বৈ কলৌ প্রজাঃ ॥
অধার্ম্মিকাস্ত্বনাচারা মোহকোপাল্পতেজসঃ।
অনৃতব্রুবশ্চ সততং তিষ্যে জায়ন্তে বৈ প্রজাঃ ॥
দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈর্দুরাগমৈঃ।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈস্তৈঃ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্
হিংসা মায়া তথের্ষ্যা চ ক্রোধোঽসূয়াক্ষমাঽনৃতম্
তিষ্যে ভবন্তি জন্তূনাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
সংক্ষোভো জায়তেঽত্যর্থং কলিমাসাদ্য বৈ যুগম্
নাধীয়ন্তে তদা বেদা ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৮

দ্বাপরে আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্রের অঙ্গ, অর্থশাস্ত্র ও হেতুশাস্ত্র এই সকলের বিকল্প, এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভেদ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রস্থান এবং মানবদিগের মতিভেদ জন্মিয়া থাকে। দ্বাপরে মন, কর্ম্ম ও বাক্যে অতিকষ্টে বার্ত্তাশাস্ত্রের সিদ্ধি হয়। এই যুগে সমস্ত ভূতবর্গের কায়ক্লেশ জন্মে এবং লোভ, অধৈর্য্য, বণিগ্যুদ্ধ, তত্ত্বসমূহের অনির্ণয়, বেদশাস্ত্রপ্রণয়ন, ধর্ম্মের সঙ্কর, রোগ, শোক, অষ্টাবিংশতি প্রকার বধ, বর্ণাশ্রমধ্বংস, কাম ও দ্বেষ এই সমস্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বাপরে মানবদিগের পরমায়ু দুই সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে যখন পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন দ্বাপরযুগের সন্ধ্যাকাল প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বাপরের ঐ ধর্ম্ম গুণহীন হইয়া চলিয়া যায়, তখন সন্ধ্যাপাদের অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তিষ্য দ্বাপরের বর্ষমানের শেষভাগে যাহা থাকে, তাহা শ্রবণ করুন। দ্বাপরের অংশাবসানে কলির প্রতিপত্তি হয়, এই জন্য প্রজাগণ দ্বাপরের স্বাভাবিক হিংসা, মায়া ও তপস্বিগণের বধ সাধন করে। উহাতে এই সকল ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাতে যথার্থধর্ম্ম হীন হইয়া পড়ে, এবং বার্ত্তাশাস্ত্র কখন সিদ্ধ হয়, কখনও বা হয় না। কলিকালে প্রমারক রোগ, ক্ষুধা, ভয়, ঘোর অনাবৃষ্টি ও বিপরীত দৃষ্টি এই সকল ঘটিয়া থাকে। তিষ্যযুগে স্মৃতিপ্রমাণ গ্রাহ্য হয় না। কলিকালে কোন জন গর্ভস্থ হইয়া, কোন জন যৌবনে পদার্পণ করিয়া, কেহ বা মধ্যকৌমার অবস্থায়, কেহ বা বৃদ্ধকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তিষ্যযুগে প্রজা সকল নিয়তই অধার্ম্মিক অনাচার, মোহবশীভূত ক্রোধান্বিত অল্পতেজা ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। বিপ্রগণের অঙ্গহীন ও অবিহিত যাগ, অবিহিত, অধ্যয়ন, নিন্দিত আচার, দুষ্ট আগম ও দূষিত কর্ম্মপরম্পরা দ্বারা প্রজাগণের ভয় জন্মে।২১—৩৫। তিষ্যযুগে প্রজাবর্গের হিংসা ঈর্ষা, কপটতা, ক্রোধ, অসূয়া, অক্ষমা, মিথ্যা, রোগ ও লোভ সর্ব্বথা সংঘটিত হইয়া থাকে। কলিযুগ আসিলে দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ যজন ত্যাগ করেন তখন লোকমধ্যে প্রবল ধর্ম্ম-

উৎসীদন্তি নরাশ্চৈব ক্ষত্রিয়াঃ সবিশঃ ক্রমাৎ ॥৩৯
শূদ্রাণামন্ত্যযোনেস্তু সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ভবতীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাসন-ভোজনৈঃ ॥৪০
রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবর্ত্তকাঃ।
ভ্রূণহত্যাঃ প্রজাস্তত্র প্রজা এবং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১
আয়ুর্মেধা বলং রূপং কুলঞ্চৈব প্রহীয়তে।
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচারাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৪২
রাজবৃত্তে স্থিতাশ্চৌরাশ্চৌরবৃত্তাশ্চ পার্থিবাঃ।
ভৃত্যাশ্চ নষ্টসুহৃদো যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৪৩
অশীলিন্যোঽব্রতাশ্চাপি স্ত্রিয়ো মদ্যামিষপ্রিয়াঃ।
মায়ামাত্রা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৪৪
শ্বাপদপ্রবলত্বঞ্চ গবাঞ্চৈবাপ্যপক্ষয়ঃ।
সাধূনাং বিনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাত্তস্মিন্ কলৌ যুগে ॥৪৫
তদা সূক্ষ্মে মহোদর্কো দুর্লভো ভোগিনাস্তথা।
চতুরাশ্রম-শৈথিল্যাদ্ধর্ম্মঃ প্রবিচলিষ্যতি ॥ ৪৬
তদা হ্যল্পফলা দেবী ভবেদ্ভূমির্মহীয়সী।
শূদ্রাস্তপশ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৪৭
তদা হ্যেকাহিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে যশ্চ মাসিকঃ।
ত্রেতায়াং বৎসরস্থশ্চ কৃতে তদ তাদৃচাতে ॥৪৮
অরক্ষিতারো হর্ত্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ।
যুগান্তেষু ভবিষ্যন্তি স্বরক্ষণ-পরায়ণাঃ ॥ ৪৯
অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ।
শূদ্রাভিবাদিনঃ সর্ব্বে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫০
পতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহবোঽস্মিন্ কলৌ যুগে।
চিত্রবর্ষী তদা দেবো যদা প্রাপ্তু যুগক্ষয়ঃ ॥ ৫১
সর্ব্বে বাণিজকাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে।
ভূয়িষ্ঠং কূটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীয়তে জনৈঃ ॥ ৫২
কুশীলচর্য্যাঃ পাষণ্ডৈর্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতম্।
পুরুষাল্পং বহুস্ত্রীকং যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৫৩

সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি নরগণ উৎসন্ন হইয়া যায়। সেই কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের সহিত শূদ্র এবং অন্ত্যযোনি ব্যক্তিগণের শয়ন, আসন ও ভোজনাদি বিষয়ে সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। তখন রাজগণের মধ্যে শূদ্রই অধিকভাগ হয়। এই সকল নরপতি পাষণ্ডধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন, আর ভ্রূণহত্যা পাপ সর্ব্বদাই ঘটে। তখন প্রজাকুল এইরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া বিবিধ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কলিকাল পূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে মনুষ্যগণের, আয়ুঃ বুদ্ধি, বল, রূপ ও কুলহীন হইয়া পড়ে এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগের আচার ও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের আচার গ্রহণ করিয়া থাকে। যুগান্ত উপস্থিত হইলে চোরগণ রাজগণের কার্য্য এবং রাজগণ চোরকার্য্য অবলম্বন করে এবং ভৃত্যগণের প্রভুভক্তি ও সৌহার্দ্দ একবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেইকালে রমণীগণ ব্রতাচারবিহীন, দুষ্টচরিত্র, ও কাপট্যময় হইয়া মদ্য ও আমিষপ্রিয় হয়। তখন হিংস্র জন্তুগণ অত্যন্ত প্রবল হয়, ও গো সকল ক্ষয় পায় এবং সাধু ব্যক্তিগণের একবারেই অভাব হইয়া পড়ে। তখন মহাদ্রব্য সকল ভোগিগণের দুর্লভ হয়, এবং চতুরাশ্রমের শৈথিল্যহেতু ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপেই বিচলিত হইয়া পড়েন। সেই যুগান্তকাল আসিলে মহতী ভূমি দেবী অত্যল্পফল প্রসব করেন এবং শূদ্র সকল তপস্যা করিতে থাকে। দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম একমাসকাল, ত্রেতায় একবৎসর, সত্যযুগে তদপেক্ষা অধিকাল এবং কলিকালে একদিন মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকেন। যুগান্তকালে রাজগণ প্রজারক্ষা করিতে পারেন না, অপহরণকারী অন্য নৃপতিগণ করগ্রহণ করে, তখন রাজগণ আপনার রক্ষাকরণেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সেই কালে অক্ষত্রিয় নরগণ রাজা হয়, বৈশ্যগণ শূদ্রের নিকট যাচ্ঞা করে এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ শূদ্রগণকে অভিবাদন করিয়া থাকেন। ক্ষয়কালে পৃথিবীপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন পর্জ্জন্যদেব বসুধার কোন কোন স্থানে বর্ষণ করেন না এবং কোন কোন স্থানে বর্ষণ করিয়া থাকেন; তৎকালে তাঁহার বর্ষণ বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়। এই অধম যুগে সকল বর্ণই বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে এবং মানবেরা অতি কূটজাল বিস্তার করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।৩৯—৫২। যুগান্তকালে কুকার্য্যনিষ্ঠ বৃথাচিহ্নধারী পাষণ্ডগণে

বহুযাচনকো লোকো ভবিষ্যতি পরস্পরম্।
ক্রব্যাদনঃ ক্রূরবাক্যো নার্জবো নানসূয়কঃ॥ ৫৪
ন কৃতে প্রতিকর্ত্তা চ ক্ষীণো লোকো ভবিষ্যতি।
অশঙ্কা চৈব পতিতে তদ্‌যুগান্তস্য লক্ষণম্॥ ৫৫
নরশূন্যা বসুমতী শূন্যা চৈব ভবিষ্যতি।
মণ্ডলানি ভবন্ত্যত্র দেশেষু নগরেষু চ॥ ৫৬
অল্পোদকা চাল্পফলা ভবিষ্যতি বসুন্ধরা॥ ৫৭
গোপ্তারশ্চাপ্যগোপ্তারঃ প্রভবিষ্যন্ত্যশাসনাঃ॥ ৫৮
হর্ত্তারঃ পররত্নানাং পরদার-প্রবর্ত্তকাঃ।
কামাত্মানো দুরাত্মানো হ্যধর্ম্মাৎ সাহস-প্রিয়াঃ॥
প্রনষ্টচেতনাঃ পুংসো মুক্তকেশাস্তু চূলিকাঃ।
ঊনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে॥ ৬০
শুক্লদন্তাঃ জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
শূদ্রা ধর্ম্মাংশ্চারিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে॥ ৬১
শস্যচৌরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাভিমর্ষনাঃ।
চৌরাশ্চৌরস্য হর্ত্তারো হর্ত্তুর্হর্ত্তা তথৈব চ॥ ৬২
জ্ঞানকর্ম্মণ্যুপরতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে।
কীট-মূষিক-সর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্॥ ৬৩
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সামর্থ্যং দুর্লভং ভবেৎ
কৌশিকাঃপ্রতিবৎস্যন্তি দেশান্ ক্ষুত্তৃষ্ণপীড়িতান্
দুঃখেনাভিপ্লুতানাঞ্চ পরমায়ুঃ শতং ভবেৎ।
দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ॥ ৬৫
উৎসীদন্তি তথা যজ্ঞাঃ কেবলাধর্ম্মপীড়িতাঃ।
কষায়িণশ্চ নির্গ্রন্থাস্তথা কাপালিনশ্চ হ॥ ৬৬
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থ-বিক্রয়িণোঽপরে।
বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ॥ ৬৭
উৎপদ্যন্তে তথা তে বৈ সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে
নাধীয়ন্তে তদা বেদাঃ শূদ্রা ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ॥ ৬৮
যজন্তে নাশ্বমেধেন রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ॥ ৬৯
স্ত্রীবধং গোবধং কৃত্বা হত্বা চৈব পরস্পরম্।
উপহন্যুস্তদান্যোন্যং সাধয়ন্তি তথা প্রজাঃ॥ ৭০

পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়, তখন অল্পমাত্র পুরুষ এবং অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোক জন্মিয়া থাকে। তখন লোক সকলের মধ্যে যাচকের সংখ্যা অধিক হইয়া পরস্পর যাচ্ঞা করে, এবং বহুলোক মাংসাশী, কর্কশভাষী, সারল্যশূন্য এবং অসূয়া-পরবশ হইয়া থাকে। তখন লোক সকল ক্ষীণ হইয়া অকার্য্যের প্রতিকার করিতে পারে না এবং পতিত জনের প্রতি শঙ্কা হয় না; এই সকলই যুগান্তকালের লক্ষণ। তখন বসুমতী মনুষ্য ও শস্যাদি বিহীন হন এবং দেশ ও নগরসমূহে মণ্ডল হইয়া থাকে। বৃষ্টির অভাবে পৃথিবীতে অল্প শস্য জন্মে, আর যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারা রক্ষা করেন না বলিয়া পৃথিবী শাসনবিহীন হন। তখন অধর্ম্মের প্রাবল্যে সকলেই পরধন হরণ ও পরদার অপহরণ করে এবং কামুক, দুর্বৃত্ত ও সাহসপ্রিয় হইয়া থাকে। তৎকালে পুরুষগণ জ্ঞানশূন্য, মুক্তকেশ ও চূলিক হয় এবং ঊনষোড়শ বর্ষেই প্রায় তাহাদের জীবন অবসান হইয়া থাকে। যুগান্তকাল আসিলে শুক্লদন্তযুক্ত, মুণ্ডিতমস্তক, কষায়বসনধর শূদ্রগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মাচরণ করে। তখন বহুতর শস্যচোর ও বস্ত্র চোর হয় এবং চোরেরা চোরের ধন ও অপহারকেরা অপহারকের ধন হরণ করে। ঐ সময় জ্ঞানের কার্য্যকলাপ নিবৃত্তি পাইলে এবং সমস্ত লোক ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত হইলে কীট, মূষিক ও সর্পগণ মনুষ্যদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হয়। তখন সুভিক্ষ, মঙ্গল, আরোগ্য ও সামর্থ্য দুর্লভ হয় এবং পেচক সকল ক্ষুধাতুর দেশসমূহে বাস করিয়া থাকে। কলিযুগে দুঃখপরিপ্লুত মনুষ্যদিগের পরমায়ুঃ শত বৎসর হয় এবং বেদ সকল প্রায়ই দেখা যায় না, যজ্ঞ সকল অধর্ম্মদ্বারা পরিপীড়িত হইয়া উৎসন্ন হয় এবং কাষায়ধারী, নিগ্রন্থ, কাপালিক সকল প্রবল হয়। সেইকালে কেহ বেদবিক্রয় ও কেহ বা তীর্থবিক্রয় করে, এবং আশ্রমধর্ম্মরহিত মানবেরা ধর্ম্মের পরিপন্থী হয়। তখন কোন লোকই বেদ-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় না এবং শূদ্রগণই ধর্ম্মার্থ বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া থাকে। শূদ্ররাজগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। ৫৩—৬৯। এবং প্রজাগণ স্ত্রীবধ ও গোবধ এবং পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়া অভীষ্ট

দুঃখপ্রচারতোঽল্পায়ুর্দেশোৎসাদঃ সরোগতা ।
মোহো গ্লানি স্তথাসৌখ্যং তমোবৃত্তং
কলৌ স্মৃতম্ ॥ ৭১
প্রজা তু ভ্রূণহত্যায়ামথ বৈ সম্প্রবর্ত্ততে ।
তস্মাদায়ুর্ব্বলং রূপং কলিং প্রাপ্য প্রহীয়তে ॥ ৭২
তদা ত্বল্পেন কালেন সিদ্ধিং যাস্যন্তি মানবাঃ ।
ধন্যা ধর্ম্মঞ্চরিষ্যন্তি যুগান্তে দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৭৩
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং যে চরন্ত্যনসূয়কাঃ ।
ত্রেতায়াং বার্ষিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ ।
যথাশক্তি চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহ্না প্রাপ্নুয়াৎ কলৌ ॥ ৭৪
এষা কলিযুগেঽবস্থা সন্ধ্যাংশন্তু নিবোধ মে ।
যুগে যুগে তু হীয়ন্তে ত্রীংস্ত্রীন্ পাদাংশ্চ সিদ্ধয়ঃ
যুগস্বভাবাৎ সন্ধ্যাস্তু তিষ্ঠন্তীমাস্তু পাদশঃ ।
সন্ধ্যা স্বভাবাচ্চাংশেষু পাদশস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭৬
এবং সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে ।
তেষাং শাস্তা হ্যসাধূনাং ভৃগূণাং নিধনোত্থিতঃ ॥ ৭৭
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসো নাম্না প্রমিতিরুচ্যতে ।
মাধবস্য তু সোঽংশেন পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥
সমাঃ স বিংশতিং পূর্ণাঃ পর্য্যটন্ বৈ বসুন্ধরাম্ ।
আচকর্ষ স বৈ সেনাং সবাজিরথকুঞ্জরাম্ ॥ ৭৯
প্রগৃহীতায়ুধৈর্ব্বিপ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
স তদা তৈঃ পরিবৃতো ম্লেচ্ছান্ হন্তি সহস্রশঃ ॥
স হত্বা সর্ব্বশশ্চৈব রাজ্ঞস্তান্ শূদ্রযোনিজান্ ।
পাষণ্ডান্ স ততঃ সর্ব্বান্নিঃশেষান্ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥
নাত্যর্থং ধার্ম্মিকা যে চ তান্ সর্ব্বান্ হন্তি সর্ব্বশঃ
বর্ণব্যত্যাসজাতাংশ্চ যে চ তানুপজীবিনঃ ॥ ৮২
উদীচ্যান্মধ্যদেশাংশ্চ পার্ব্বতীয়াংস্তথৈব চ ।
প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ তথা বিন্ধ্যপৃষ্ঠাপরান্তিকান্ ॥
তথৈব দাক্ষিণাত্যাংশ্চ দ্রবিড়ান্ সিংহলৈঃ সহ ।
গান্ধারান্ পারদাংশ্চৈব পহ্লবান্ যবনান্ তথা ।
তুষারান্ বর্ব্বরাংশ্চীনান্ শূলিকান্ দরদান্ খসান্

সাধন করে। ঐ সময় দুঃখের বাহুল্য বশতঃ অল্পায়ুঃ ও দেশ সকল উৎসন্ন যায় এবং রোগ, মোহ, গ্লানি ও অসুখে পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং প্রজাগণ তামসবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই ভ্রূণহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ কলিকালে আয়ুঃ, বল ও রূপাদি সকলই হীন হইয়া থাকে। যুগান্তকালে যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারা ধন্য, কেননা এই সময়ে মানবগণ অতি অল্পকালেই সিদ্ধিলাভে সক্ষম হয় সন্দেহ নাই। এই কালে যে জন অসূয়াবিহীন হইয়া স্মৃতি ও শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ত্রেতাযুগে এক বৎসর, দ্বাপরে এক মাস এবং কলিকালে একদিন মাত্র যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। কলিযুগে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, অধুনা তাহার সন্ধ্যাংশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যুগে যুগে সিদ্ধিসমূহের তিন তিন পদ হানি হইয়া থাকে। এই সন্ধ্যাসকল স্বভাবতই পাদমাত্র থাকে এবং সন্ধ্যাস্বভাব বশতঃ সন্ধ্যাংশ সকল পাদ পাদ বিদ্যমান থাকে। যুগান্তকালে সন্ধ্যাংশের কাল উপস্থিত হইলে চন্দ্রবংশে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত অসাধুগণের শাসনকর্ত্তা প্রমিতি নামে রাজা মাধবের অংশে ভৃগুবংশীয়গণের নিধন নিবন্ধন উৎপন্ন হইবেন। তিনি পূর্ণ বিংশতি বৎসর পৃথিবী পর্য্যটনান্তে হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সহিত বহুতর সেনাসংগ্রহ করিবেন। তখন আয়ুধধারী শত সহস্র বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া তিনি সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিবেন। সেই প্রভূত পরাক্রমশালী অনিবার্য্যগতি রাজা শূদ্রযোনিজাত পাষণ্ড রাজগণকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবেন। যাহারা অত্যধিক ধর্ম্মশীল নয়, তাহাদের সকলকে এবং যাহারা বর্ণবিপর্য্যয়ে জন্ম লইয়াছে অথবা যাহারা তাহাদের অনুজীবী তৎসমস্তকেও বিনাশ করিবেন। ৭০—৮২। সেই বলবান্ বিভু সর্ব্বভূতের অজেয় হইয়া বিচরণ করত উত্তর, পার্ব্বতীয় পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যদেশ বিন্ধ্যশৈলের সমীপবর্ত্তী পৃষ্ঠপরান্তি, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, সিংহল, গান্ধার এই সকল দেশবাসী জনগণ এবং পহ্লব, যবন, তুষার, বর্ব্বর,

লম্পাকানথ কেতাংশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
প্রবৃত্তচক্রো বলবান্ ম্লেচ্ছানামন্তকৃদ্বিভুঃ।
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং চচারাথ বসুন্ধরাম্॥ ৮৫
মাধবস্য তু সোঽংশেন দেবস্য হি বিজজ্ঞিবান্।
পূর্ব্বজন্মবিধিজ্ঞশ্চ প্রমিতির্নাম বীর্য্যবান্॥ ৮৬
গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্ব্বে কলিযুগে প্রভুঃ।
দ্বাত্রিংশেঽভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তে
বিংশতিং সমাঃ॥ ৮৭
বিনিঘ্নন্ সর্ব্বভূতানি মানবানি সহস্রশঃ।
কৃত্বা বীর্য্যাবশেষাস্তু পৃথ্বীং ক্রূরেণ কর্ম্মণা।
পরস্পরনিমিত্তেন কোপেনাকস্মিকেন তু॥ ৮৮
স সাধয়িত্বা বৃষলান্ প্রায়শস্তানধার্ম্মিকান্।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ সহানুগঃ॥ ৮৯
ততো ব্যতীতে তস্মিংস্তু অমাত্যে সভ্যসৈনিকে।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছাংশ্চৈব সহস্রশঃ
তত্র সন্ধ্যাংশকে কালে সম্প্রাপ্তে তু যুগান্তিকে।
স্থিতাস্বল্পাবশিষ্টাসু প্রজাস্বিহ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ৯১
অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোকচেষ্টাস্তু বৃন্দশঃ।
উপহিংসন্তি চান্যোন্যং প্রপদ্যন্তে পরস্পরম্॥৯২

অরাজকে যুগবশাৎ সংশয়ে সমুপস্থিতে।
প্রজাস্তা বৈ ততঃ সর্ব্বাঃ পরস্পরভয়ার্দ্দিতাঃ॥ ৯৩
ব্যাকুলাশ্চ পরিশ্রান্তাস্ত্যক্ত্বা দারান্ গৃহাণি চ।
স্বান্ প্রাণান্ সমবেক্ষন্তো নিষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ
সুদুঃখিতাঃ॥ ৯৪
নষ্টে শ্রৌতে স্মৃতে ধর্ম্মে পরস্পরহতাস্তদা।
নির্ম্মর্য্যাদা নিরাক্রন্দা নিঃস্নেহা নিরপত্রপাঃ॥ ৯৫
নষ্টে ধর্ম্মে প্রতিহতা হ্রস্বকাঃ পঞ্চবিংশকাঃ।
হিত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ বিষাদব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ॥৯৬
অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বার্ত্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ।
প্রত্যন্তাংস্তানিবেবন্তে হিত্বা জনপদান্ স্বকান্॥৯৭
সরিতঃ সাগরান্ কূপান্ সেবন্তে পর্ব্বতাংস্তদা।
মধুমাংসৈর্ম্মূলফলৈর্বর্ত্তয়ন্তি সুদুঃখিতাঃ॥ ৯৮
চীরবস্ত্রাজিনধরা নিষ্পুত্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
বর্ণাশ্রম-পরিভ্রষ্টাঃ সঙ্করং ঘোরমাস্থিতাঃ॥ ৯৯

শূলিক, দরদ, খস, লম্পাক, কেত ও কিরাতাদি এবং ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিয়া সুখে পর্য্যটন করিবেন। প্রমিতি নামে পূর্ব্বজন্মবিধানজ্ঞ সেই বীর্য্যবান্ রাজা পূর্ব্বে কলিযুগে চন্দ্রবংশে জন্ম লইয়াছিলেন। দ্বাত্রিংশ বর্ষ অতীত হইলে পর তিনি বিংশতি বর্ষ যাবৎ সহস্র সহস্র মানবগণ এবং দুর্বৃত্ত সমস্ত প্রাণীদিগকে হনন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি উগ্রতর কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় বীর্য্যমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। পরম্পরাগত আকস্মিক কোপ দ্বারা তিনি অধার্ম্মিক বৃষলদিগকে বিনাশ করিয়া অনুগামিগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদনন্তর সভ্য-সৈনিক সেই রাজা, নিখিল নরপতি ও সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছদিগকে উৎসাদিত করিয়া বিগত হইলে পর, সেই যুগান্ত কালে কোথাও অল্প অল্প প্রজা অবশিষ্ট রহিল। তাহারা দলে দলে নিন্দিত আচার ব্যব-হার অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া হনন করিতে লাগিল। যুগবশে অরাজক হইলে পৃথিবী বুঝি বিধ্বস্ত হয়, এই ভাবিয়া প্রজা সকল ভয়ে অতিকাতর হইয়া পড়িল। তাহারা পরিশ্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া গৃহিণী ও গৃহ পরিত্যাগান্তে, নিজ নিজ প্রাণ-রক্ষায় তৎপর হইয়া দুঃখিতভাবে কাল কাটা-ইতে লাগিল। বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম পরস্পর আহত হইয়া বিনষ্ট হইলে প্রজাগণ মর্য্যাদা-বিহীন, অভিমানরহিত, স্নেহশূন্য ও লজ্জাশূন্য হইল। তখন আর বার বর্ষণ হইতে লাগিল না, তাহাতে প্রজা সকল আহত হইয়া হ্রস্ব-দেহ পঞ্চবিংশ বৎসর পরিমাণ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হয়, তখন বিষাদে ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং অনা-বৃষ্টিতে আহত, সুতরাং অতীব দুঃখিত হইয়া অর্থাদি চিন্তা পরিহার করিয়া নিজ নিজ জন-পদ পরিত্যাগান্তে বনান্তরে গিয়া বাস করিতে লাগিল। তখন তাহারা নদীকূল, সাগর-কূল, কূপ ও পর্ব্বতে গমন করিয়া মধু,মাংস, মূল ও ফলাদি দ্বারা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জীবন ধারণ করিতে থাকিল। ৮৩—৯৮। সেই সময়ে তাহারা দার ও পুত্রবিহীন হইয়া চীর

এতা কাষ্ঠামনুপ্রাপ্তা অল্পশেষাস্তথা প্রজাঃ।
জরাব্যাধিক্ষুধাবিষ্টা দুঃখান্নির্ব্বেদমাগমন্ ॥ ১০০
বিচারণস্তু নির্ব্বেদাৎ সাম্যাবস্থা বিচারণাৎ।
সাম্যাবস্থাসু সম্বোধঃ সম্বোধাদ্ধর্ম্মশীলতা ॥ ১০১
তাস্বুপশমযুক্তাসু কলিশিষ্টাসু বৈ স্বয়ম্।
অহোরাত্রং তদা তাসাং যুগন্তু পরিবর্ত্ততে ॥ ১০২
চিত্ত-সম্মোহনং কৃত্বা তাসাং বৈ সুপ্তমত্ত তৎ।
ভাবিনোঽর্থস্য চ বলাত্ততঃ কৃতমবর্ত্তত ॥ ১০৩
প্রবৃত্তে তু পুনস্তস্মিংস্ততঃ কৃতযুগে তু বৈ।
উৎপন্নাঃ কলিশিষ্টাস্তু কার্ত্তযুগ্যাঃ প্রজাস্তদা ॥ ১০৪
তিষ্ঠন্তি চেহ যে সিদ্ধাঃ সুদৃষ্টা বিচরন্তি চ।
সদা সপ্তর্ষয়শ্চৈব তত্র তে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১০৫
ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ শূদ্রা বীজার্থং যে স্মৃতা ইহ।
কলিজৈঃ সহ তে সর্ব্বে নির্ব্বিশেষাস্তদাভবন্ ॥

বস্ত্র পরিধানান্তে বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভয়াবহ সঙ্করজাতির সৃষ্টি করিতে লাগিল। এইরূপে কষ্টের পরাকাষ্ঠা পাইয়া অল্পাবশিষ্ট প্রজাসকল জরাব্যাধি ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া অতি দুঃখভরে মনে মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইল। এই নির্ব্বেদ হইতে বিচার, বিচার হইতে সম্যক্‌রূপ বোধ এবং সংবোধ হইতে ধর্ম্মশীলতা লাভ করিল। কলির অবসানে যে অল্প প্রজা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা বিচার দ্বারা বোধ লাভ করিলে পর তখন অহোরাত্র ও যুগ পরিবর্ত্তিত হইল। ভবিষ্যৎ বিষয়ের বলবত্তাহেতু তাহাদের চিত্ত বিমোহিত করিয়া সত্বর সত্যযুগ আসিল। পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে কলির অবশিষ্ট প্রজাসকল সত্যযুগোৎপন্নের ন্যায় হইল তখন যে সিদ্ধসম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা পরিদৃশ্যমান হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সেই কালে সপ্তর্ষিগণ ব্যবস্থিত হইলেন। সত্যযুগের বীজের জন্য যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, তাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত কলিজাত ব্যক্তিবর্গের সহিত অবিশেষ হইল। ফল কথা, কলির অবশিষ্টগণই এই সত্যযুগের বীজ স্বরূপ হইয়া উঠিল।

তেষাং সপ্তর্ষয়ো ধর্ম্মং কথয়ন্তীতরেষু চ।
বর্ণাশ্রমাচারযুক্তঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো দ্বিধা তু সঃ ॥
ততস্তেষু ক্রিয়াবস্তো বর্ত্তন্তে বৈ প্রজাঃ কৃতে।
শ্রৌতঃ স্মার্ত্তঃ কৃতানাস্তু ধর্ম্মঃ সপ্তর্ষিদর্শিতঃ ॥
তেষু ধর্ম্ম-ব্যবস্থার্থং তিষ্ঠন্তীহা যুগক্ষয়াৎ।
মন্বন্তরাধিকারেষু তিষ্ঠন্তি মুনয়স্তু বৈ ॥ ১০৯
যথা দাব-প্রদগ্ধেষু তৃণেম্বিহ তপে ঋতৌ।
নবানাং প্রথমং দৃষ্টস্তেষাং মূলে তু সম্ভবঃ ॥ ১১০
এবং যুগাদ্ যুগস্ত্বেহ সন্তানস্য পরম্পরম্।
বর্ত্ততে হ্যব্যবচ্ছেদাদ্ যাবন্মন্বন্তরক্ষয়ঃ ॥ ১১১
সুখমায়ুর্বলং রূপং ধর্ম্মার্থৌ কাম এব চ।
যুগেম্বেতানি হীয়ন্তে ত্রীণি পাদক্রমেণ তু ॥ ১১২
স-সন্ধ্যাংশেষু হীয়ন্তে যুগানাং ধর্ম্মসিদ্ধয়ঃ।
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্বঃ কীর্ত্তিতস্তু ময়া দ্বিজাঃ ॥
চতুর্যুগানাং সর্ব্বেষামেতেনৈব প্রসাধনম্।
এষা চতুর্যুগাবৃত্তিরা সহস্রাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১১৪

সপ্তর্ষিগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। বর্ণাশ্রমের আচার-সম্পন্ন ধর্ম্ম বৈদিক ও স্মার্ত্তভেদে দুই প্রকার হইল। এইরূপে কৃতযুগের প্রজাগণ প্রথমে ক্রিয়াবান্ হইল, এবং সপ্তর্ষিপ্রদর্শিত বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল। প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত ঐ সকল সপ্তর্ষি মন্বন্তরাধিকারে যুগক্ষয় যাবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যেমন গ্রীষ্মকালে তৃণ সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়া গেলে তাহার মূল দেশে নবীন অঙ্কুর প্রথমোৎপন্ন হইয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ যুগ হইতে যুগের বিস্তার হইয়া থাকে। ইহা মন্বন্তর ক্ষয়কাল যাবৎ অবিচ্ছিন্নরূপে চলিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই সকল সন্ধ্যাংশের সহিত যুগে যুগে একপাদক্রমে হীন হইয়া পড়ে। এবং যুগসমূহের ধর্ম্মসিদ্ধিও উক্তক্রমে হীন হয়। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট প্রতিসন্ধি বিষয় বলিলাম। ৯৯—১১৩। সমস্ত চতুর্যুগেরই এইরূপে ক্রিয়া ও ধর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই চতুর্যুগের পরিবর্ত্তন সহস্র যুগ যাবৎ হইয়া,

ব্রহ্মণস্তদহঃ প্রোক্তং রাত্রিশ্চ তাবতী স্মৃতম্।
অত্রার্জ্জবং জড়ীভাবো ভূতানামাযুগক্ষয়াৎ ॥ ১১৫
এতদেব তু সর্ব্বেষাং যুগানাং লক্ষণং স্মৃতম্।
এষা চতুর্যুগানান্তু গণনা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ১১৬
ক্রমেণ পরিবৃত্তা তু মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ১১৭
চতুর্যুগে হ্যেকস্মিন্ ভবতীহ যথাশ্রুতম্।
তথা চান্যেষু ভবতি পুনস্তবৈ যথাক্রমম্ ॥ ১১৮
সর্গে সর্গে যথা ভেদা উৎপদ্যন্তে তথৈব তু।
পঞ্চবিংশৎ পরিমিতা ন ন্যূনা নাধিকাস্তথা ॥ ১১৯
তথা কল্পযুগৈঃ সার্দ্ধং ভবন্তি সমলক্ষণাঃ।
মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব তু লক্ষণম্ ॥ ১২০

তথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি
চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ।
তথা ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥ ১২১

ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাং বৈ সমাসতঃ।
অতীতানাগতানাং বৈ সর্ব্বমন্বন্তরেষিহ ॥ ১২২
অনাগতেষু তদ্বচ্চ তর্কঃ কার্য্যো বিজানতা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু অতীতানাগতেষিহ ॥ ১২৩
মন্বন্তরেণ চৈকেন সর্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ।
ব্যাখ্যাতানি বিজানীধ্বং কল্পে কল্পেন চৈব হি ॥
মন্বন্তরাভিমানিনঃ সর্ব্বে নামরূপৈর্ভবন্ত্যুত।
দেবা হ্যষ্টবিধা যে চ ইহ মন্বন্তরেশ্বরাঃ ॥ ১২৫
ঋষয়ো মনবশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যাঃ প্রয়োজনৈঃ।
এবং বর্ণাশ্রমাণান্তু প্রবিভাগো যুগে যুগে ॥ ১২৬
যুগস্বভাবাচ্চ তথা বিধত্তে বৈ সদা প্রভুঃ।
বর্ণাশ্রম-বিভাগশ্চ যুগানি যুগ-সিদ্ধয়ে ॥ ১২৭
অনুষঙ্গঃ সমাখ্যাতঃ সৃষ্টি-সর্গন্নিবোধত।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ স্থিতিং বক্ষ্যে যুগেষিহ ॥ ১২৮

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে চতুর্যুগাখ্যানং
নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

থাকে। ইহাই ব্রহ্মার দিবামান নামে অভিহিত। তাঁহার রাত্রিও সেই পরিমাণে হয়। ব্রহ্মার যুগক্ষয় যাবৎ জীবগণের সরলভাব ও জড়তা হইয়া থাকে। ইহাই সমস্ত যুগের লক্ষণ। এইরূপে চতুর্যুগের গণনা একসপ্ততি হয়। এই একসপ্ততি যুগ পরিবর্ত্তিত হইলেই এক মন্বন্তর বলা যায়। যাহা শুনিয়াছ, প্রতি চতুর্যুগে তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং সেইরূপ অপরাপর যুগও সেইক্রমে হইয়া থাকে। প্রতিসর্গে যেরূপ মন্বন্তরসমূহের ভেদ হয়, সেইরূপেই জন্মিয়া থাকে। উহার পরিমাণ পঞ্চবিংশতি, তাহার ন্যূনাধিক্য হয় না, কল্পযুগের সহিত উহাদের লক্ষণ সমান। মন্বন্তর সকলের লক্ষণ এইরূপই পরিজ্ঞেয়। আর যুগসমূহের যুগের পরিবর্তন স্বভাবহেতু চিরকালই এইরূপ ঘটে। আর ইহাও জানিবেন যে, জীবলোক জন্ম ও বিনাশ এই দুইটী দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া কখনই চিরস্থায়ী হয় না। হে বিপ্রগণ! আমি আপনাদিগের নিকট সমস্ত মন্বন্তরে অতীত ও অনাগত যুগ সকলের লক্ষণ বলিলাম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অতীত ও অনাগত সকল মন্বন্তরেই সেইরূপ লক্ষণ বুঝিয়া লইবেন। এক মন্বন্তরে যেরূপ লক্ষণাদি অভিহিত হইয়াছে, সকল মন্বন্তরেই সেইরূপ জানিবেন। উল্লিখিত মন্বন্তরাভিমানী নামরূপাদিদ্বারা বিভিন্ন, অষ্টবিধ দেবতা মন্বন্তরের অধীশ্বর হইয়াছেন। মন্বন্তর কালের ঋষিগণ ও মনুগণের প্রয়োজন পরস্পর তুল্য। এইরূপ যুগে যুগে বর্ণাশ্রমের বিভাগ হইয়া থাকে। ভগবান্ বিভু যুগসিদ্ধির জন্য যুগস্বভাবে বর্ণাশ্রম বিভাগ ও যুগবিধান করিয়া থাকেন। হে ঋষিগণ! আমি অনুষঙ্গপাদ কহিলাম, এক্ষণে সৃষ্টিসর্গ শ্রবণ করুন; ইহাতে যুগসকলের স্থিতি বিস্তাররূপে সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিব। ১১—১২৮।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

যুগেষু যাস্তু জায়ন্তে প্রজাস্তা বৈ নিবোধত।
আসুরী-সর্প-গো-পক্ষি-পৈশাচী-যক্ষ-রাক্ষসী ।
যস্মিন্ যুগে চ সম্ভূতিস্তাসাং যাবত্তু জীবিতম্ ॥ ১
পিশাচাসুরগন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
যুগমাত্রন্তু জীবন্তি ঋতে মৃত্যুং বধেন তে ॥ ২
মানুষাণাং পশূনাঞ্চ পক্ষিণাং স্থাবরৈঃ সহ ।
তেষামায়ুঃ পরিক্রান্তং যুগ ধর্ম্মেষু সর্ব্বশঃ ॥ ৩
অস্থিতিস্তু কলৌ দৃষ্টা ভূতানামায়ুষস্তু বৈ ।
পরমায়ুঃ শতন্ত্বেতন্মনুষ্যাণাং কলৌ স্মৃতম্ ॥ ৪
দেবাসুর-প্রমাণাত্তু সপ্ত-সপ্তাঙ্গুলং হ্রসেৎ ।
অঙ্গুলানাং শতং পূর্ণমষ্ট-পঞ্চাশদুত্তরম্ ॥ ৫
দেবাসুর-প্রমাণন্তহ্রস্বায়ং কলিজৈঃ স্মৃতম্ ।
চত্বারশ্চাপ্যশীতিশ্চ কালিজৈরঙ্গুলৈঃ স্মৃতম্ ॥ ৬
স্বেনাঙ্গুল-প্রমাণেন উর্দ্ধমাপাদ-মস্তকম্ ।
ইত্যেব মানুষোৎসেধো হ্রসতীহ যুগান্তিকে ॥ ৭
সর্ব্বেষু যুগকালেষু অতীতানাগতেষ্বিহ ।
স্বেনাঙ্গুলপ্রমাণেন অষ্টতালঃ স্মৃতো নরঃ ॥ ৮
আপাদতো মস্তকন্তু নবতালো ভবেত্তু যঃ ।
সংহতাজানুবাহুস্তু স সুরৈরপি পূজ্যতে ॥ ৯
গবাশ্ব-হস্তিনাঞ্চৈব মহিষস্থাবরাস্তনাম্ ।
ক্রমেণৈতেন যোগেন হ্রাসবৃদ্ধী যুগে যুগে ॥ ১০
ষট্‌সপ্তত্যঙ্গুলোৎসেধঃ পশূনাং ককুদস্তু বৈ।
অঙ্গুলাষ্টশতং পূর্ণমুৎসেধঃ করিণাং স্মৃতঃ ॥ ১১
অঙ্গুলানাং সহস্রন্তু চত্বারিংশাঙ্গুলং বিনা ।
পঞ্চাশতং হয়ানাঞ্চ উৎসেধঃ শাখিনাং স্মৃতঃ ॥ ১২
মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ ।
তল্লক্ষণন্তু দেবানাং দৃশ্যতে তত্ত্বদর্শনাৎ ॥ ১৩
বুদ্ধ্যাতিশয়যুক্তঞ্চ দেবানাং কায়মুচ্যতে ॥ ১৪
দেবানতিশয়ঞ্চৈব মানুষং কায়মুচ্যতে ।
ইত্যেতে বৈ পরিক্রান্তা ভাবা যে দিব্যমানুষাঃ ।
পশূনাং পক্ষিণাঞ্চৈব স্থাবরাণাং নিবোধত ॥ ১৫

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন যে, যে যুগে অসুর, সর্প, গো, পক্ষী, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসাদি যে যে প্রজা জন্মে, এবং যে যুগে তাহাদের জীবনকাল যতদিন হয়, তাহা শ্রবণ করুন । পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ ইহারা যুগ যাবৎ বাঁচিয়া থাকে, কেহ বধ না করিলে ইহাদের মৃত্যু ঘটে না। বিভিন্ন যুগধর্ম্মানুসারে সমস্ত স্থাবর পদার্থের সহিত মনুষ্য, পশু ও পক্ষীদিগের বিভিন্ন আয়ুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিযুগে প্রাণীদিগের আয়ুকালের অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। মনুষ্যদিগের পরমায়ুঃ শতবর্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুষ্যের দেহপ্রমাণ দেবাসুরদিগের শরীরপরিমাণ হইতে সপ্তসপ্ততি অঙ্গুলি হ্রস্ব হইয়া থাকে। একশত অষ্টপঞ্চাশৎ অঙ্গুলি দেবাসুরের পরিমাণ জানিবে। দেবাসুরের পরিমাণ হইতে মনুষ্যের শরীরপরিমাণ চতুরশীতি অঙ্গুলি স্থির হইয়াছে। পাদ হইতে মস্তকের শেষভাগ যাবৎ পরিমাণ স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা করিতে হয়। এই মনুষ্যদেহ-পরিমাণ যুগশেষ কালে হ্রস্ব হইয়া আইসে। অতীত ও অনাগত সর্ব্বযুগেই মনুষ্যদেহ স্বীয় অঙ্গুলির পরিমাণ অনুসারে অষ্টতাল হয়। যে মানবের দেহ পাদতল হইতে মস্তক যাবৎ নবতাল পরিমিত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও সুদৃঢ়, সে ব্যক্তি দেবতাদিগেরও পূজনীয়। গো, অশ্ব, হস্তী, মহিষ ও স্থাবর পদার্থসমূহেরও এই প্রকার যুগে যুগে ক্রমশঃ হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে। ১—১০। পশুদিগের ককুদ্‌স্থল ষট্‌সপ্ততি অঙ্গুলি, হস্তী ও কুক্কুরদের পরিমাণ পূর্ণ একশত অষ্ট অঙ্গুলি, শরীরপরিমাণ নবশতষষ্টি অঙ্গুলি,অশ্বের ও শাখিদিগের পঞ্চাশ অঙ্গুলি পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুষ্যদিগের শরীরসন্নিবেশ যেরূপ, তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে দেবতাদিগেরও সেইরূপ শরীরসংস্থান দেখা যায়। দেবতাদিগের শরীর বুদ্ধ্যাতিশয় সম্পন্ন বলিয়া কথিত আছে; মনুষ্যদিগের শরীর তদপেক্ষা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া জানিবে। দেবতা ও মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অবস্থা বলা হইল,

গাবো হ্যজা মহিষ্যোঽশ্বা হস্তিনঃ পক্ষিণো নগাঃ
উপযুক্তাঃ ক্রিয়াস্বেতে যজ্ঞিয়াস্বিহ সর্ব্বশঃ ॥ ১৬
দেবস্থানেষু জায়ন্তে তদ্রূপা এব তে পুনঃ।
যথাশয়োপভোগাশ্চ দেবানাং শুভমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৭
তেষাং রূপানুরূপৈস্তৈঃ প্রমাণৈঃ স্থাণুজঙ্গমৈঃ।
মনোজ্ঞৈস্তত্ত্বভাবজ্ঞৈঃ সুখিনো হ্যপপেদিরে ॥ ১৮
অতঃ শিষ্টান্ প্রবক্ষ্যামি সতঃ সাধূংস্তথৈব চ।
সদিতি ব্রহ্মণঃ শব্দস্তদ্বন্তো যে ভবন্ত্যত।
সাযুজ্যং ব্রহ্মণোঽত্যন্তং তেন সন্তঃ প্রচক্ষতে ॥
দশাত্মকে যে বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
ন ক্রুধ্যন্তি ন হৃষ্যন্তি জিতাত্মানস্তু তে স্মৃতাঃ ॥২১
সামান্যেষু চ ধর্ম্মেষু তথা বৈশেষিকেষু চ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশো যুক্তা যস্মাত্তস্মাদ্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২১
বর্ণাশ্রমেষু যুক্তস্য স্বর্গ-গোমুখচারিণঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানাদ্ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ২২
বিদ্যায়াঃ সাধনাৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী গুরোর্হিতঃ।
ক্রিয়াণাং সাধনাচ্চৈব গৃহস্থঃ সাধুরুচ্যতে ॥ ২৩
বনমাশ্রিতো যতিঃ সাধুঃ স্মৃতো যোগস্য সাধনাৎ।
এবমাশ্রমধর্ম্মাণাং সাধনাৎ সাধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪
সাধনাত্তপসোঽরণ্যে সাধুর্বৈখানসঃ স্মৃতঃ।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ ॥ ২৫
ন চ দেবা ন পিতরো মুনয়ো ন চ মানবাঃ।
অয়ং ধর্ম্মো হ্যয়ং নেতি ব্রুবন্তোঽভিন্নদর্শনাঃ ॥২৬
ধর্ম্মাধর্ম্মাবিহ প্রোক্তৌ শব্দাবেতৌ ক্রিয়াত্মকৌ।
কুশলাকুশলং কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি স্মৃতৌ ॥ ২৭
ধারণা ধৃতিরিত্যর্থাদ্ধাতোর্ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অধারণেঽমহত্ত্বে চ অধর্ম্ম ইতি চোচ্যতে ॥ ২৮
অত্রেষ্ট-প্রাপকো ধর্ম্ম আচার্য্যৈরুপদিশ্যতে।
বৃদ্ধা হ্যলোলুপাশ্চৈব আত্মবন্তো হ্যদম্ভকাঃ।
সম্যগ্বিনীতা ঋজবস্তানাচার্য্যান্ প্রচক্ষতে ॥ ২৯
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচারং স্থাপয়ত্যপি।

এক্ষণে পশু, পক্ষী ও স্থাবরদিগের বিষয় শ্রবণ করুন। গোরু, অজ, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, পক্ষী ও বৃক্ষ সকল যজ্ঞীয় কার্য্যকলাপে সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য। তাহারা স্বর্গে গিয়া সেই সেই পূর্ব্ব-শরীর প্রাপ্ত হয়, যথাভিমত উপভোগ লাভ করে ও দেবনিভ শুভমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। সুখী ব্যক্তিগণও সেই সেই রূপের ও সেই সেই পরিমাণের মনোজ্ঞ স্থাবর জঙ্গম প্রাপ্ত হন। এক্ষণে শিষ্ট, সৎ ও সাধুদিগের কথা কহিব। ব্রহ্মের একটী নাম সৎ, যাঁহারা সেই সৎ-স্বভাবসম্পন্ন, তাঁহারা ব্রহ্মের অত্যন্ত সাযুজ্য লাভ করেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সন্ত নামে অভিহিত করা হয়। যাঁহারা দশবিধ বিষয় ভোগে ও অষ্টবিধ কারণে কখন ক্রুদ্ধ কিম্বা হৃষ্ট হয়েন না, তাঁহাদিগকে বিজিতাত্মা বলা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি সামান্য ধর্ম্মে ও বিশেষ ধর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন বলিয়া ইঁহাদিগকে দ্বিজাতি বলা যায়। বর্ণাশ্রমের উপযুক্ত, স্বর্গের প্রধান কারণ, শ্রুতিবিহিত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম জানেন বলিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে।

১১—২২। যিনি আচার্য্যের প্রিয় হইয় বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী সাধু বলা যায়। আর ধর্ম্মাদি ক্রিয়া সাধন করেন বলিয়া গৃহস্থও সাধু নামে অভিহিত হয়। অরণ্যে তপঃসাধন করেন বলিয়া বৈখানসকে সাধু বলা যায়। যোগসাধন করেন বলিয়া সংযতেন্দ্রিয় যতি সাধু বলিয়া কথিত হয়েন। এই প্রকার স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন বলিয়া গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, ভিক্ষুক সাধু নামে নির্দ্দিষ্ট। কি দেবগণ, কি পিতৃগণ, কি মুনিগণ অথবা মনুষ্যগণ, ভেদ দর্শন করেন না বলিয়া ইহারা কেহই, এইটী ধর্ম্ম এইটী অধর্ম্ম এরূপ মত প্রকাশ করেন না। এই লোকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই শব্দ দুইটী কার্য্যানুসারেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কুশল ও অকুশল কর্ম্ম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে অভিহিত। ধারণা, ধৃতি এই অর্থযুক্ত ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ধৃতি বা মহত্ত্বের অভাব হইলে অধর্ম্ম বলা হয়। আচার্য্যেরা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যাহা অভীষ্ট দ্রব্যের প্রাপক, তাহাই ধর্ম্ম; আর যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, নির্লোভ, বিশ্বাসী, অমৎসর

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্ যমৈঃ নিয়মৈর্যুতঃ ॥৩০
পূর্ব্বেভ্যো বেদয়িত্বেহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্।
ঋচো যজূংষি সামানি ব্রাহ্মণোঽঙ্গানি চ শ্রুতেঃ
মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বাচারং পুনর্জগৌ।
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রম-বিভাগজঃ ॥৩২
স এব দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচার ইহোচ্যতে।
শেষশব্দাৎ শিষ্ট ইতি শিষ্টাচারঃ প্রচক্ষ্যতে ॥ ৩৩
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ।
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোক-সন্তানকারণাৎ।
ধর্ম্মার্থং যে চ শিষ্টা বৈ যথাতথ্যং প্রচক্ষতে ॥৩৪
মন্বাদয়শ্চ যে শিষ্টা যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ।
তৈঃ শিষ্টৈশ্চরিতো ধর্ম্মঃ সম্যগেব যুগে যুগে ॥৩৫
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিরিজ্যা বর্ণাশ্রমাস্তথা।
শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মান্মনুনা চ পুনঃপুনঃ।
পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বগতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ ॥ ৩৬
দানং সত্যং তপোঽলোভো বিদ্যেজ্যা প্রজনো দয়া
অষ্টৌ তানি চরিত্রাণি শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৭
শিষ্টা যস্মাচ্চরন্ত্যেনং মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চ বৈ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শিষ্টাচারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
বিজ্ঞেয়ঃ শ্রবণাৎ শ্রৌতঃ স্মরণাৎ স্মার্ত্ত উচ্যতে।
ইজ্যাবেদাত্মকঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ।
প্রত্যঙ্গানি চ বক্ষ্যামি ধর্ম্মস্যেহ তু লক্ষণম্ ॥৩৯
দৃষ্ট্বা প্রভূতমর্থং যঃ পৃষ্টো বৈ ন নিগূহতি।
যথাভূতপ্রবাদস্তু ইত্যেতৎ সত্যলক্ষণম্ ॥৪০
ব্রহ্মচর্য্যং জপো মৌনং নিরাহারত্বমেব চ।
ইত্যেতৎ তপসো মূলং সুঘোরং তদ্দুরাসদম্ ॥৪১
পশূনাং দ্রব্যহবিষামৃক্সাম যজুষাং তথা।
ঋত্বিজাং দক্ষিণানাঞ্চ সংযোগো যোগ উচ্যতে ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায়াহিতায় চ।

সম্যক্ বিনীত ও সরলপ্রকৃতি তাঁহারাই আচার্য্যপদবাচ্য। কারণ ইঁহারা যম ও নিয়ম সমন্বিত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং সাধারণে ধর্ম্মাচারসংস্থাপন ও শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হয়েন। সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া শ্রৌত কর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ ও সাম সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং বেদাঙ্গ সকলও তাঁহারাই প্রকাশ করেন। তাঁহারা অতীত মন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া পুনরায় সেই আচার প্রকাশ করেন, এই কারণে বর্ণাশ্রম-বিভাগজ ধর্ম্মকে স্মার্ত্ত বলা হয়। ধর্ম্ম এই দুই প্রকার। অধুনা শিষ্টাচার বলা যাইতেছে। শেষ শব্দ হইতে শিষ্ট পদটী নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য শেষ আচারকে শিষ্টাচার বলা যায়। এই মন্বন্তরে লোকদিগের মঙ্গলের জন্য মনু সপ্তর্ষি প্রভৃতি যাঁহারা অবশিষ্ট আছেন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যথাযথরূপে কহিতেছি। মনু প্রভৃতি যে সকল শিষ্ট জনের কথা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, তাঁহাদের আচরিত কার্য্যই যুগে যুগে ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। শিষ্টগণ ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি, যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন এবং মনুও পুনঃপুনঃ ঐ সকল আচরণ করিয়াছেন, সেই কারণে ও প্রাচীন বলিয়া এই সমস্ত চিরন্তন ধর্ম্মকে শিষ্টাচার বলা হয়। দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন ও দয়া এই আটটী শিষ্টাচারের লক্ষণ। মনু ও সপ্তর্ষি প্রভৃতি শিষ্টজনগণ এই ধর্ম্ম আচরণ করেন, সেই জন্য সর্ব্বমন্বন্তরেই ইহা শিষ্টাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রবণ করা হয় বলিয়া শ্রৌত ও স্মরণ করা হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্ত নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদাত্মক যজ্ঞ শ্রৌত ও বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্ম স্মার্ত্ত। এক্ষণে প্রত্যঙ্গ ও ধর্ম্মের লক্ষণ বলিব। প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইলেও যিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন বিষয় গোপন করেন না, কিন্তু যথাযথ বর্ণন করেন, তাঁহার কথাই সত্য। ব্রহ্মচর্য্য, জপ, মৌন ও অনাহার এই কয়টী তপস্যার মূল। ইহা অতি ক্লেশসাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য। পশু, দ্রব্য, হবিঃ, ঋক্, সাম, যজুঃ, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণা এইগুলির একত্র সংযোগের নাম যোগ। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি এবং হিত ও

যয়া প্রবর্ত্ততে দৃষ্টিঃ কৃৎস্না হেয়া দয়া স্মৃতা ॥ ৪৩
আক্রুষ্টোঽভিহতো যাপি নাক্রোশেৎ যো ন
[illegible] হন্তি বা।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্ষান্তিস্তিতিক্ষা ক্ষমা স্মৃতা ॥
স্বামিনা রক্ষ্যমাণানামুৎসৃষ্টানাঞ্চ মুংস্থ চ।
পরস্বানামনাদানমলোভ ইহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৫
মৈথুনস্যাসমাচারো হৃচিন্তনমবল্পনম্।
নিবৃত্তির্ব্রহ্মচর্য্যং তদ চ্ছিদ্রং দম উচ্যতে ॥ ৪৬
আত্মার্থং বা পরার্থং বা ইন্দ্রিয়াণীহ যস্য বৈ।
ন মিথ্যা সম্প্রবর্ত্তন্তে শমস্যৈতত্তু লক্ষণম্ ॥ ৪৭
দশাত্মকে যো বিষয়ে কারণে চাষ্টলক্ষণে।
ন ক্রুধ্যেত্তু প্রতিহতঃ স জিতাত্মা বিভাব্যতে ॥ ৪৮
যদ্ যদিষ্টতমং দ্রব্যং ন্যায়েনোপাগতঞ্চ যৎ।
তত্তদ্গুণবতে দেয়মিত্যেতদ্দানলক্ষণম্ ॥ ৪৯
দানং ত্রিবিধমিত্যেতৎ কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ-মধ্যমম্।
তত্র নৈঃশ্রেয়সং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠং স্বার্থ-সিদ্ধয়ে।
কারুণ্যাৎ সর্ব্বভূতেভ্যঃ সুবিভাগস্তু বন্ধুষু ॥ ৫০
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং বিহিতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাত্মকঃ।
শিষ্টাচার-বিরুদ্ধশ্চ ধর্ম্মঃ সৎসাধু-সম্মতঃ ॥ ৫১
অপ্রদ্বেষো হ্যনিষ্টেষু তথেষ্টানভিনন্দনম্।
প্রীতি-তাপ-বিষাদেভ্যো বিনিবৃত্তির্বিরক্ততা ॥ ৫২
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো ন্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ।
কুশলাকুশলানাঞ্চ প্রহাণং ত্যাগ উচ্যতে ॥ ৫৩
অব্যক্তাৎ যোঽবিশেষাচ্চ বিকারোঽস্মিন্নচেতনে।
চেতনাচেতনত্বস্তুবিজ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ৫৪
প্রত্যঙ্গানান্তু ধর্ম্মস্য ইত্যেতল্লক্ষণং স্মৃতম্।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈঃ পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৫৫
অত্র বো বর্ত্তয়িষ্যামি বিধির্ম্মন্বন্তরস্য বঃ।
ইতরেতরবর্ণস্য চাতুর্ব্বর্ণস্য চৈব হি।
প্রতিমন্বন্তরঞ্চৈব শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে ॥ ৫৬
ঋচো যজূংষি সামানি যথাবৎ প্রতিদৈবতম্।
আভূত-সংপ্লবস্থাপি বর্জ্জ্যৈকং শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ৫৭
বিধির্হোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে।

অহিত উভয়ত্রই সমদৃষ্টি, দয়া বলিয়া বিখ্যাত। নিন্দিত বা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আহূত কিম্বা আহত হইয়া ক্রোধ বা হননেচ্ছা না করা এবং বাক্, কর্ম্ম ও মনের ক্ষান্তি, ইহাই তিতিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। ধনস্বামী যে ধন রক্ষা করিতে পারেন না, অথবা ভূমধ্য হইতে যে ধন উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল পরধনেও অপ্রবৃত্তির নাম হইল অলোভ। স্ত্রীসঙ্গ বা চিন্তা না করা ও সর্ব্ববিষয় হইতে নিবৃত্তি, ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য নির্দ্দোষ হইলে দম বলা যায়। নিজের জন্যই হউক আর পরের জন্যই হউক, অকারণ ইন্দ্রিয়পরিচালনা না করার নাম শম। যিনি দশবিধ ভোগ্য পদার্থে, অষ্টবিধ কারণে ক্রোধজনক কার্য্যে প্রতিহত না হন, তাঁহাকে জিতাত্মা বলা যায়। ন্যায়োপার্জ্জিত, প্রয়োজনীয় বস্তু সমস্ত গুণবান্ পাত্রে দান করাই প্রকৃত দানের লক্ষণ। এই দান ত্রিবিধ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। নিঃস্বার্থ দান জ্যেষ্ঠ, দয়াপ্রেরিত হইয়া সর্ব্বভূতে ও বন্ধুজন মধ্যে বিভাগ করিয়া যে দান করা হয়, তাহাকে মধ্যম ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে দান করা হয়, তাহাকে অধম বলা যায়। ২৩—৫০। শ্রুতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, বর্ণাশ্রমের উপযোগী ও শিষ্টাচারের অবিরুদ্ধ যে কার্য্য, তাহাই সৎ ও সাধুসম্মত ধর্ম্ম। অনিষ্টকর, অনভিলষিত পদার্থে অবিরক্তি ইষ্টপ্রাপ্তিতে অনাহ্লাদ ও প্রীতি, পরিতাপ কিম্বা বিষাদে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য। সদসৎ কর্ম্মফলের অনাকাঙ্ক্ষা, সন্ন্যাস ও অকৃত কর্ম্মের সহিত সকল কৃত কুশল অথবা অকুশল কর্ম্মের পরিত্যাগকে ত্যাগ বলা হয়। সমস্ত ব্যক্তাব্যক্ত চেতন আত্মা হইতে পৃথক্। এই চেতনাচেতনের যে পার্থক্য বিজ্ঞান, তাহাই জ্ঞান। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ধর্ম্মের এই সকল প্রত্যঙ্গের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এখন আমি আপনাদিগকে বর্ত্তমান মন্বন্তরের ইতরেতর বর্ণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিধি বুঝাইব। কেননা প্রতি মন্বন্তরেই শ্রুতি বিভিন্ন হইয়া যায়। প্রলয়কালে ঋক্, যজুঃ ও সাম, দেবতার সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কেবল একমাত্র শতরুদ্রিয় পরিবর্ত্তিত হয় না। বিধি, হোত্র ও স্তোত্র পূর্ব্বের ন্যায় প্রবর্ত্তিত

দ্রব্যস্তোত্রং গুণস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং তথৈব চ ।
চতুর্থমাভিজনিকং স্তোত্রমেতচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৫৮
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথা দেবা ভবন্তি যে ।
প্রবর্ত্তয়তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রং চতুর্ব্বিধম্ ।
এবং মন্ত্রগুণানাঞ্চ সমুৎপত্তিশ্চতুর্ব্বিধা ॥ ৫৯
অথর্ব্ব-যজুষাং সাম্নাং বেদেষ্বিহ পৃথক্ পৃথক্ ।
ঋষীণাস্তপ্যতামুগ্রন্তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৬০
মন্ত্রাঃ প্রাদুর্ব্বভূবুর্হি পূর্ব্বমন্বন্তরেষ্বিহ ।
পরিতোষাদ্ভয়াদ্দুঃখাৎ সুখাচ্ছোকাচ্চ পঞ্চধা ॥
ঋষীণাস্তপঃকার্ৎস্ন্যেন দর্শনেন যদৃচ্ছয়া ।
ঋষীণাং যদৃষিত্বং হি তদ্বক্ষ্যামীহ লক্ষণৈঃ ॥ ৬২
অতীতানাগতানাঞ্চ পঞ্চধা ঋষিরুচ্যতে ।
সতস্ত্বৃষীণাং বক্ষ্যামি হ্যার্ষস্য চ সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৩
গুণসাম্যে বর্ত্তমানে সর্ব্ব-সম্প্রলয়ে তদা ।
অবিভাগে তু দেবানামনির্দ্দেশে তমো যথা ॥ ৬৪
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং তদ্বৈ চেতনার্থং প্রবর্ত্ততে ।
তেন হ্যবুদ্ধিপূর্ব্বং তচ্চেতনেন হ্যধিষ্ঠিতম্ ॥ ৬৫
বর্ত্তেতে চ যথা তৌ তু যথা মৎস্যোদকে উভে ।
চেতনাধিষ্ঠিতত্বন্তু প্রবর্ত্ততে গুণাত্মনা ॥ ৬৬
কারণত্বাত্তথা কার্য্যং তদা তস্য প্রবর্ত্ততে ।
বিষয়ে বিষয়িত্বাচ্চ হ্যর্থেঽর্থিত্বাত্তথৈব চ ॥ ৬৭
কালেন প্রাপণীয়েন ভেদাস্তু কারণাত্মকাঃ ।
সংসিধ্যন্তি তদা ব্যক্তাঃ ক্রমেণ মহদাদয়ঃ ॥ ৬৮
মহতশ্চাপ্যহঙ্কারস্তস্মাদ্ভূতেন্দ্রিয়াণি চ ।
ভূতভেদাস্তু ভেদেভ্যো জজ্ঞিরে তে পরস্পরম্ ।
সংসিদ্ধকারণং কার্য্যং সদ্য এব প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৯
যথোল্মুকস্তু বিটপঃ হ্যেককালং প্রবর্ত্ততে ।
তথা বিবৃত্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কালেনৈকেন কর্ম্মণা ॥ ৭০
যথান্ধকারে খদ্যোতঃ সহসা সম্প্রদৃশ্যতে ।
তথা বিবৃত্তো হ্যব্যক্তাৎ খদ্যোত ইব চোজ্জ্বলঃ ॥ ৭১
স মহান্ সশরীরস্তু যত্রৈবাগ্রে ব্যবস্থিতঃ ।
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বান্ দ্বারশালামুখে স্থিতঃ ॥
মহাংস্তু তমসঃ পারে বৈলক্ষণ্যাদ্বিভাব্যতে ।
তত্রৈব সংস্থিতো বিদ্বাংস্তমসোঽন্ত ইতি শ্রুতিঃ

হয় । দ্রব্যস্তোত্র, গুণস্তোত্র, কর্ম্মস্তোত্র ও আভিজানিক এই চারি প্রকার স্তোত্র আছে। যে যে মন্বন্তরে যে যে দেবতা হইবেন, তাঁহারা চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মস্তোত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। মন্ত্র ও গুণের উৎপত্তি এইরূপে চারি প্রকার হইয়াছে। পূর্ব্বমন্বন্তরে অথর্ব্ব, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদে অতিদুশ্চর উগ্র তপস্যা-কারী ঋষিদিগের পরিতোষ, ভয়, দুঃখ, সুখ ও শোক হইতে বিভিন্ন পঞ্চ প্রকার মন্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ঋষিদিগের যদৃচ্ছা তপস্যা বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া অধুনা ঋষিদিগের যাহা ঋষিত্ব, তাহার লক্ষণ কীর্ত্তন করি। অতীত ও অনাগত মধ্যে পঞ্চ প্রকার ঋষি আছেন। এক্ষণে ঋষিদিগের ও ঋষি উৎপত্তির কথা কহিব। গুণসাম্যাবস্থায় দেবগণের অবিচার হইলে জগৎ তমোমগ্ন হইয়া পড়ে। তখন বুদ্ধি ছিল না, চেতনের নিমিত্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়, সেই জন্য বুদ্ধির পূর্ব্বে জগৎ চেতনাধিষ্ঠিত ছিল। জলমধ্যে মৎস্যের সঞ্চারের ন্যায় চেতন ও বুদ্ধি উভয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধি গুণরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। বিষয়ে বিষয়িত্ব, অর্থে অর্থিত্ব ও কার্য্যে কারণত্ব হেতু তখন চেতন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে কালক্ষয় হইতে থাকিলে কারণাত্মক অথচ বিভিন্ন ব্যক্ত পদার্থপরম্পরা উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিরও উদ্ভব হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভূত পদার্থ ও ইন্দ্রিয়বর্গ, ভূত পদার্থ হইতে ভূত-ভেদ ; এইরূপ পরস্পর প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। কেননা, কারণ সংসিদ্ধ হইলে কার্য্য তৎক্ষণাৎ হয়। যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার উর্দ্ধভাগে স্খলিত হইলে এককালে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, সেই-রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এককালে ও এক ক্রিয়ায় প্রকাশিত হন। ৫১—৭০। অন্ধকারে হঠাৎ যেরূপ খদ্যোতের আলোক প্রকাশিত হয়, সেই রূপ অব্যক্ত হইতে এই মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সেই মহান্, বিদ্বান্ সশরীর, ক্ষেত্রজ্ঞ অগ্রে যথায় অবস্থিত হইয়াছিলেন, সেইস্থানেই তিনি সংস্থিত রহিয়াছেন। শ্রুতিতে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, সেই মহান বিদ্বান

বুদ্ধির্বিবর্ত্তমানস্য প্রাদুর্ভূতা চতুর্ব্বিধা ।
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৪
সংসিদ্ধিকান্যথৈতানি সুপ্রতীকানি তস্য বৈ ।
মহতঃ সশরীরস্য বৈবর্ত্ত্যাৎ সিদ্ধিরুচ্যতে ।
অত্র শেতে চ যৎ পুর্য্যাং ক্ষেত্রজ্ঞানমথাপি বা ।
পুরীশয়াচ্চ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ সমুচ্যতে ॥ ৭৬
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবিজ্ঞানাৎ ভগবান্ মতিরুচ্যতে ।
যস্মাদ্‌বুদ্ধ্যা তু শেতে হ তস্মাদ্‌বোধাত্মকঃ স বৈ ।
সংসিদ্ধয়ে পরিগতং ব্যক্তাব্যক্তমচেতনম্ ॥ ৭৭
এবং নিবৃত্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রজ্ঞেনাভিসংহিতা ।
ক্ষেত্রজ্ঞেন পরিজ্ঞাতো ভোগ্যোঽয়ং বিষয়স্ত্বিতি ॥
ঋষীত্যেষ গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ ।
এতৎ সন্নিয়তে তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥৭৯
নিবৃত্তিসমকালস্তু বুদ্ধ্যাব্যক্তমৃষিঃ স্বয়ম্ ।
পরং হি ঋষতে যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০
গত্যর্থাদৃষতের্দ্ধাতোর্নামনির্ব্বৃত্তিরাদিতঃ ।
যস্মাদেব স্বয়ম্ভূতস্তস্মাচ্চাপ্যৃষিতা স্মৃতা ।
ঈশ্বরাঃ স্বয়মুদ্ভূতা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৮১
যস্মান্ন হন্যতে মানৈর্মহান্ পরিগতঃ পুরঃ ।
যস্মাদৃষন্তি যে ধীরা মহান্তং সর্ব্বতো গুণৈঃ ।
তস্মান্মহর্ষয়ঃ প্রোক্তা বুদ্ধেঃ পরমদর্শিনঃ ॥ ৮২
ঈশ্বরাণাং সুতাস্তেষাং মানসাস্ত্বরসাশ্চ যে ।
অহঙ্কারং তমশ্চৈব ত্যক্ত্বা চ ঋষিতাঙ্গতাঃ ॥ ৮৩
তস্মাত্তু ঋষয়স্তে বৈ ভূতাদৌ তত্ত্বদর্শিনাঃ ।
ঋষিপুত্রা ঋষীকাস্তু মৈথুনাদ্গর্ভসম্ভবাঃ ॥ ৮৪
তন্মাত্রাণি চ সত্যঞ্চ ঋষন্তে তে মহৌজসঃ ।
সত্যর্ষয়স্ততস্তে বৈ পরমাঃ সত্যদর্শনাঃ ॥ ৮৫
ঋষীণাঞ্চ সুতাস্তে তু বিজ্ঞেয়া ঋষিপুত্রকাঃ ।
ঋষন্তি বৈ শ্রুতং যস্মাদ্বিশেষাংশ্চৈব তত্ত্বতঃ ।
তস্মাৎ শ্রুতর্ষয়স্তেঽপি শ্রুতস্য পরিদর্শনাঃ ॥ ৮৬
অব্যক্তাত্মা মহাত্মা চাহঙ্কারাত্মা তথৈব চ ।

পুরুষ অন্ধকারের অন্তর্ভাগে উৎপত্তিস্থানেই অবস্থিত আছেন, কিন্তু তিনি তমোলিপ্ত হয়েন নাই। সেই বিবর্ত্তমান পুরুষ হইতে জ্ঞান বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম এই চারিবিধ বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই সশরীর মহত্তত্ত্বের বিবর্ত্তন হইতে সাংসিদ্ধিক ও সুপ্রতীক নামে সিদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। এই শরীর-পুরীতে শয়ন করেন ও ক্ষেত্রজ্ঞান আছে বলিয়া পুরী শয়ন হইতে পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞান হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ নাম হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান্, ক্ষেত্রজ্ঞান আছে বলিয়া এই নামে নিরূপিত হন ও বুদ্ধি দ্বারা শরীর ধারণ করেন বলিয়া বোধাত্মক বলা হয়। সৃষ্টিসংসিদ্ধির জন্য ইনিই ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অচেতনরূপে পরিণত হইয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞতা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তৃক অভি-সংহিত হইলে নিবৃত্তি ও বুদ্ধি, ক্ষেত্রজ্ঞকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত বিষয়সমূহ ভোগ্য হইয়া থাকে। গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতে 'ঋষি' পদটী নিষ্পন্ন হয়। বেদ, সত্য ও তপস্যায় সতত নিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা ইহাঁদিগকে ঋষি নাম দিয়াছেন। নিবৃত্ত সময়কালে ঋষি স্বয়ং অব্যক্ত স্বরূপ হয়েন এবং পরমগুণযুক্ত হইলে পরমর্ষি নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। গত্যর্থ 'ঋষি' ধাতুর অর্থ আদি হইতেই নিবৃত্তি এবং স্বয়ং উদ্ভূত বলিয়াও আত্মার ঋষিত্ব আছে, কেননা, ঈশ্বর, স্বয়মুদ্ভূত ও মানসজাত ঋষিগণ ব্রহ্মা হইতে জাত। ইহাঁদের সম্মান কখনও নষ্ট হয় না, তাই ইহাঁরা মহান্ ও সর্ব্বপ্রকারে গুণশালী হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুদ্ধির পরম তত্ত্ব দেখিয়াছেন বলিয়া ইহাঁরা পরমর্ষি নামে অভিহিত হয়েন। ঋষিগণ ঈশ্বরের প্রিয়, তাঁহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত আনন্দরস প্রবাহিত। তাঁহারা অহঙ্কার ও তমোগুণ পরি-হার করিয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্য ইহাঁরা তত্ত্বদর্শক ঋষি বলিয়া বিখ্যাত, ঋষির ঔরসে জাত পুত্র ঋষিক নামে অভি-হিত হন। এই মহাতেজা ঋষিগণ বাস্তবিক তন্মাত্র ভোগ করেন বলিয়া ইহাঁরা পরম সত্যদর্শন সপ্তর্ষি নামে অভিহিত। ৭১—৮৫। ঋষিদিগের পুত্রগণকে ঋষিপুত্রক বলিয়া জানি-বেন এবং যাঁহারা বিশেষ করিয়া শ্রুতি অধ্যয়ন ও পরিদর্শন করেন তাঁহাদিগকে, শ্রুতর্ষি বলা হয়। অব্যক্তাত্মা, মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ তেষাং তত্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে।
ইত্যেতা ঋষিজাতীস্তু নামভিঃ পঞ্চ বৈ শৃণু॥ ৮৭
ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ।
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেতে উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ॥ ৮৮
প্রবর্ত্তত ঋষের্যস্মান্মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ।
ঈশ্বরাণাং সুতাস্ত্বেষ ঋষয়স্তান্নিবোধত॥ ৮৯
কাব্যো বৃহস্পতিশ্চৈব কশ্যপশ্চোশনাস্তথা।
উতথ্যো বামদেবশ্চ অপোজ্যশ্চৌশিজস্তথা॥ ৯০
কর্দ্দমো বিশ্রবাঃ শক্তির্বালখিল্যাস্তথা ধরাঃ।
ইত্যেতে ঋষয়ঃ প্রোক্তা জ্ঞানতো ঋষিতাঙ্গতাঃ॥
ঋষীপুত্রান্ ঋষীকাংস্তু গর্ভোৎপন্নান্নিবোধত।
বৎসরো নগ্রহশ্চৈব ভারদ্বাজস্তথৈব চ॥ ৯২
বৃহদুথ্যঃ শরদ্বাংশ্চ অগস্ত্যশ্চৌশিজস্তথা।
ঋষির্দীর্ঘতপাশ্চৈব বৃহদুক্থঃ শরদ্বতঃ॥ ৯৩
বাজশ্রবাঃ সুবিত্তশ্চ সুবাশ্বের-পরায়ণঃ।
দধীচঃ শঙ্খবাংশ্চৈব রাজা বৈশ্রবণস্তথা।
ইত্যেতে ঋষিকাঃ প্রোক্তাস্তে সত্যাদৃষিতাঙ্গতাঃ॥
ঈশ্বরা ঋষিকাশ্চৈব যে চান্যে বৈ তথা সুতাঃ।
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশস্তান্নিবোধত॥ ৯৫
ভৃগুঃ কাব্যঃ প্রচেতাস্তু দধীচো হ্যাত্মবানপি।
ঔর্ব্বোহথ জমদগ্নিশ্চ বিদঃ সারস্বতস্তথা॥ ৯৬
আর্ষ্টিষেণো হ্য পশ্চ বীতহব্যঃ সুমেধসঃ।
বৈণ্যঃ পৃথুর্দিবোদাসঃ প্রশ্বারো গৃৎসমাদ্রভঃ।
একোনবিংশতিহ্যেতে ঋষয়ো মন্ত্রবাদিনঃ॥ ৯৭
অঙ্গিরা বেধসশ্চৈব ভারদ্বাজোহথ বাস্কলিঃ।
ঋতামৃতস্তথা গার্গ্যঃ শেনী সংস্কৃতিরেব চ॥ ৯৮
পুরুকুৎসোহথ মান্ধাতা অম্বরীষস্তথৈব চ।
আহার্য্যোহথাজমীঢ়শ্চ ঋষভো বলিরেব চ॥ ৯৯
পৃষদশ্বো বিরূপশ্চ কণ্বশ্চৈবাথ মুদ্গলঃ।
যুবনাশ্বঃ পৌরুকুৎসস্ত্রসদস্যুঃ সদস্যমান্॥ ১০০
উতথ্যশ্চ ভরদ্বাজস্তথা বাজশ্রবা অপি।
আযাপ্যশ্চ সুবিত্তশ্চ বামদেবস্তথৈব চ॥ ১০১
ঔশিজো বৃহদুক্থশ্চ ঋষির্দীর্ঘতপাস্তথা।
কক্ষীবাংশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্মৃতা অঙ্গিরসো বরাঃ।
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কাশ্যপাংস্তু নিবোধত॥ ১০
কাশ্যপশ্চৈব বৎসারো বিভ্রমো রৈভ্য এব চ।

ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা এই গুলি তাঁহাদিগের জ্ঞানের বিষয়। ইহা হইতে পঞ্চনামে পঞ্চ প্রকার ঋষি জাতি হইয়াছে। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য ব্রহ্মার এই দশটী মানস পুত্র স্বয়ং সম্ভূত, এবং সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ঋষি হইতে মহান্ উৎপন্ন বলিয়া ইহাঁদিগকেই মহর্ষি বলা হয়, এই ঋষিদিগকেই ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ, উশনা, উতথ্য, বামদেব, অপোজ্য, ঔশিজ, কর্দ্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর ইহারা ঋষি বলিয়া বিদিত, ইহাঁরা জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। ঋষিপত্নীদিগের গর্ভোৎপন্ন ঋষিপুত্র ঋষিকদিগের নাম শ্রবণ করুন। বৎসর, নগ্রহ, ভারদ্বাজ, বৃহদুথ্য, শরদ্বান্, অগস্ত্য, ঔশিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুক্থ, শরদ্বত, বাজশ্রবা, সুবিত্ত, সুবাশ্বেপরায়ণ, দধীচ, শঙ্খবান্ ও রাজা বৈশ্রবণ ইহাঁরা ঋষিক। সত্য বলে ইহাঁরা ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর, ঋষিকগণ ও তৎসদৃশ যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই মন্ত্রপ্রণেতা, তাঁহাদের কথা বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভৃগু কাব্য, প্রচেতাঃ, দধীচ, আত্মবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বিদ, সারস্বত, আর্ষ্টিষেণ, অপরূপ, বীতহব্য, সুমেধাঃ, বৈণ্য, পৃথু দিবোদাস, প্রশ্বার, গৃৎসমদ ও নভঃ এই একোনবিংশতি ঋষি মন্ত্রবাদী। অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কলি, অমৃত, গার্গ্য, শেনী, সংস্কৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহার্য্য, অজমীঢ় ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, বিরূপ কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরুকুৎস, ত্রসদস্যু, সদস্যমান্, উতথ্য ভরদ্বাজ, বাজশ্রবা, আযাপ্য, সুবিত্ত, বামদেব, ঔশিজ, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতমা ও কক্ষীবান্ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ অঙ্গিরসের পুত্র। এই শ্রেষ্ঠ ঋষিপুত্রগণ মন্ত্রপ্রণেতা। অধুনা কশ্যপপুত্রদিগের কথা শ্রবণ করুন। ৮৭—১০২। কশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য

অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১০৩
অত্রিরর্চ্চিসনশ্চৈব শ্যামাবাংশ্চাথ নিষ্ঠুরঃ।
বল্গূতকো মুনির্দ্ধীমাংস্তথা পূর্ব্বাতিথিশ্চ যঃ।
ইত্যেতে চাত্রয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রকারা মহর্ষয়ঃ ॥১০৪
বসিষ্ঠশ্চৈব শক্তিশ্চ তথৈব চ পরাশরঃ।
চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতিঃ পঞ্চমস্তু ভরদ্বসুঃ ॥ ১০৫
ষষ্ঠস্তু মৈত্রাবরুণঃ কুণ্ডিনঃ সপ্তমস্তথা।
সুদ্যুম্নশ্চাষ্টমশ্চৈব নবমোঽথ বৃহস্পতিঃ।
দশমস্তু ভরদ্বাজো মন্ত্রব্রাহ্মণকারকাঃ ॥ ১০৬
এতে চৈব হি কর্ত্তারো বিধর্ম্মধ্বংসকারিণঃ।
লক্ষণং ব্রহ্মণশ্চৈতদ্বিহিতং সর্ব্বশাখিনাম্ ॥ ১০
হেতুর্হিতেঃ স্মৃতো ধাতোর্যন্নিহন্ত্যাদিতস্পরৈঃ।
অথবার্থপরিপ্রাপ্তেহিনোতের্গতিকর্ম্মণঃ ॥ ১০৮
তথা নির্ব্বচনং জ্ঞাপবাক্যার্থস্যাবধারণম্।
নিন্দান্তামাহুরাচার্য্যা যদ্দোষান্নিন্দ্যতে বচঃ ॥ ১০৯
প্রপূর্ব্বাচ্ছংসতের্ধাতোঃ প্রশংসা গুণবত্তয়া।
ইদমিত্থমিদন্নেদ মত্যনিশ্চিত্য সংশয়ঃ ॥ ১১০
ইদমেব বিধাতব্যমিত্যয়ং বিধিরুচ্যতে।
অন্যস্যান্যস্য চোক্তস্বাদ্বুধাঃ পরকৃতিঃ স্মৃতা ॥
যো হ্যত্যন্তপরোক্তশ্চ পুরাকল্পঃ স উচ্যতে।
পুরা বিক্রান্তবাচিত্বাং পুরাকল্পস্ত কল্পনা ॥ ১১২
মন্ত্রব্রাহ্মণকল্পৈস্তু নিগমৈঃ শুদ্ধবিস্তরৈঃ।
অনিশ্চিত্য কৃতামাহুর্ব্যবধারণকল্পনাম্ ॥ ১১৩
যথা হীদন্তথা তদ্বৈ ইদং বাপি তথৈব তৎ।
ইত্যেষ হ্যপদেশোঽয়ং দশমো ব্রাহ্মণস্য তু ॥
ইত্যেতদ্ব্রাহ্মণস্যাদৌ বিহিতং লক্ষণং বুধৈঃ।
তস্য তদ্বৃত্তিরুদ্দিষ্টা ব্যাখ্যাপানুপদং দ্বিজৈঃ ॥
মন্ত্রাণাং কল্পনৈব বিধি-দৃষ্টেষু কর্ম্মসু।
মন্ত্রো মন্ত্রয়তের্ধাতোর্ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণোঽবনাৎ ॥
অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥ ১১৭

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে ঋষিলক্ষণং নাম
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

অসিত ও দেবল এই ছয়জন কাশ্যপ; ইহাঁরা ব্রহ্মবাদী। অত্রি, অর্চ্চিসন, শ্যামবান্, নিষ্ঠুর, বল্গূতক, ধীমান্ ও পূর্ব্বাতিথি, ইহাঁরা সকলেই অত্রির পুত্র মহর্ষি ও মন্ত্রপ্রণয়ন কর্ত্তা। বসিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতি, পঞ্চম ভরদ্বসু, ষষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, সপ্তম কুণ্ডিন, অষ্টম সুদ্যুম্ন, নবম বৃহস্পতি ও দশম ভরদ্বাজ; ইহাঁরা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসঙ্কলয়িতা। ইহাঁরাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা ও বিধর্ম্মের ধ্বংসকারক। ইহাঁরা সমস্ত ব্রহ্মের ও বেদশাখার লক্ষণ করিয়াছেন। ইহা মঙ্গলের হেতু অর্থবোধক হি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যিনি শত্রুদিগের অভ্যুদয় বিনষ্ট করেন অথবা হি ধাতু অর্থাৎ যাহা হইতে গতি ও কার্য্যের প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম ব্রহ্ম বা বেদ। বাক্যের অর্থ অবধারণ করার নাম নির্ব্বচন ও যাহাতে বাক্য নিন্দিত হইয়া যায়, তাহাকে আর্য্যেরা নিন্দা বলেন। প্রপূর্ব্বক শংস ধাতু হইতে প্রশংসা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—গুণ প্রকাশ। 'ইহা এরূপ কিম্বা অন্যরূপ' এই অনিশ্চয়, তাহার নাম সংশয়। 'ইহা এইরূপে অবশ্যই করিবে' এই নির্দ্দেশ করার নাম হইল বিধি এবং অপরের বাক্য অপর কর্ত্তৃক কথিত হইলে তাহাকে পরকৃতি বলে। যাহা প্রাচীন উক্তি, তাহাকে পুরাকাল বলে। প্রাচীন কার্য্যকলাপ বলিবার নিমিত্ত পুরাকল্প সৃষ্ট হইয়াছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের ন্যায় শুদ্ধ ও বিস্তর নিগম হইতে অবধারণ করাকে ব্যবধারণ কল্পনা বলে। 'ইহা যেরূপ, এইটীও সেইরূপ, এইটী অপরের মত' ইত্যাদি পরস্পরের ঐক্যানৈক্য উপদেশ দশম ব্রাহ্মণ নামে নির্দ্দিষ্ট। পূর্ব্বে বুধগণ ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক তাহার ব্যাখ্যানের নাম বৃত্ত। বিধিদৃষ্ট কর্ম্মে মন্ত্রের কল্পনা আছে। মন্ত্র হইতে মন্ত্র ও ব্রহ্ম রক্ষা করে বলিয়া ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইয়াছে। অল্পাক্ষর অসন্দেহ, সারবান্, সর্ব্বতঃ প্রসারী অস্তোভ, অনিন্দ্য নিয়মবন্ধনকে সূত্রবেত্তাগণ সূত্র বলেন। ১০৩—১১৭।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সূতমাহুঃ স্হৃত্তরম্ ।
কথং বেদাঃ পুরা ব্যস্তাস্তন্নো ব্রূহি মহামতে ॥ ১

সূত উবাচ ।

দ্বাপরে তু পরাবৃত্তে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
ব্রহ্মা মনুমুবাচেদন্তদ্বদিষ্যো মহামতে ॥ ২
পরিবৃত্তে যুগে তাত স্বল্পবীর্য্যা দ্বিজাতয়ঃ ।
সংবৃত্তা যুগ-দোষেণ সর্ব্বে চৈব যথাক্রমম্ ॥ ৩
ভ্রশ্যমানং যুগবশাদল্পশিষ্টং হি দৃশ্যতে ।
দশসাহস্রভাগেন হ্যবশিষ্টং কৃতাদিদম্ ॥ ৪
বীর্য্যং তেজো বলং বাক্যং সর্ব্বঞ্চৈব প্রণশ্যতি ।
বেদবেদা হি কার্য্যাঃ স্যুর্মাভূদ্বেদবিনাশনম্ ॥ ৫
বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি ।
যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশস্ততঃ সর্ব্বং প্রণশ্যতি ॥ ৬
আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসংজ্ঞিতঃ ।
পুনর্দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞো বৈ সর্ব্বকামধুক্ ॥ ৭
এবমুক্তস্তথেত্যুক্তা মনুর্লোকহিতে রতঃ ।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥ ৮
ব্রহ্মণো বচনাত্তাত লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
তদিদং বর্ত্তমানেন যুষ্মাকং বেদকল্পনম্ ॥ ৯
মন্বন্তরেণ বক্ষ্যামি ব্যতীতানাং প্রকল্পনম্ ।
প্রত্যক্ষেণ পরোক্ষং বৈ তন্নিবোধত সত্তমাঃ ॥ ১০
অস্মিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরন্তপঃ ।
দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ব্রহ্মণা চোদিতঃ সোঽস্মিন্ বেদং ব্যস্তুং প্রচক্রমে
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ ॥ ১২
জৈমিনিঞ্চ সুমন্তুঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ ।
পৈলন্তেষাং চতুর্থন্তু পঞ্চমং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৩
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলঞ্জগ্রাহ বিধিবদ্দ্বিজম্ ।
যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥ ১৪
জৈমিনিং সামবেদার্থশ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত ।
তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুমৃষিসত্তমম্ ॥ ১৫
ইতিহাসপুরাণস্য বক্তারং সম্যগেব হি ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ এই সকল শুনিয়া সূতকে কহিলেন, হে মহামতে! পূর্ব্বে বেদ কি হেতু পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দ্বাপর যুগ বিগত হইলে ব্রহ্মা মনুকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ! তাত! যুগ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সমস্ত দ্বিজাতি যুগদোষে যথাক্রমে স্বল্পবীর্য্য হইয়াছেন। বীর্য্য, তেজঃ, বল বাক্য সকলই যুগদোষে ক্ষীণ হইতে হইতে কৃতযুগের দশসহস্র ভাগের একভাগমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ইহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব বেদবিহিত কার্য্য আরম্ভ হউক, যেন বেদ বিধ্বংস না হয়। বেদ বিনষ্ট হইলে যজ্ঞ নষ্ট এবং যজ্ঞ নষ্ট হইলে দেব নষ্ট হইবে, তাহা হইলে আর কিছুই থাকিবে না, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এক বেদ চতুষ্পাদ, পরে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত ও পুনর্ব্বার তাহার দশগুণ বিভক্ত ও যজ্ঞ সকল কামধুক্ হউক। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া লোকহিতনিরত প্রভু মনু 'তথাস্তু' বলিয়া লোকের হিতার্থ ব্রহ্মার বচনানুসারে অবিভক্ত একমাত্র বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। হে তাত! বর্ত্তমান যুগে তাহাই তোমরা বিভিন্ন বেদরূপে কল্পনা কর। হে সাধুপ্রবরগণ! অতীত মন্বন্তরের সেই সকল বেদ কল্পনা পরোক্ষ হইলেও আমি এক্ষণে প্রত্যক্ষবৎ তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১০। এই কলিযুগে দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত, বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত পরাশরপুত্র ব্যাস ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করেন। ব্যাসদেব বেদবিভাগের নিমিত্ত চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন ও পৈল এই চারিজন ও পঞ্চম লোমহর্ষণ। ঋগ্বেদ শ্রাবক পৈলকে বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদবক্তা বৈশম্পায়নকে, সামবেদার্থকর্ত্তারূপে জৈমিনিকে, অথর্ব্ববেদের জন্য সত্তম সুমন্তুকে ও সম্যক্ ইতিহাস

মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ১৬
এক আসীদ্‌যজুর্বেদস্তঞ্চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ॥ ১৭
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
উদ্‌গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ।
ব্রহ্মত্বমকরোদ্ যজ্ঞে বেদেনাথর্ব্বণেন তু। ১৮
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং সমকল্পয়ৎ।
হোতৃকং কল্প্যতে তেন যজ্ঞবাহং জগদ্ধিতম্॥ ১৯
সামভিঃ সামবেদঞ্চ তেনোদ্‌গাত্রমরোচয়ৎ।
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ॥ ২০
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ।
পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥ ২১
যচ্ছিষ্টন্তু যজুর্ব্বেদে তেন যজ্ঞমথাযুজৎ।
যুঞ্জানঃ স যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ। ২৩
পদানামুদ্ধৃতত্বাচ্চ যজূংষি বিষমাণি বৈ।

ও পুরাণ বলিবার জন্য আমাকেও ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল, তাহাকে তিনি চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তাহা হইতে যজ্ঞ কল্পনা করেন। যজুর্ব্বেদ হইতে অধ্বর্য্যু সকল, ঋক্ হইতে হোত্র, সাম হইতে উদ্গাত্র ও অথর্ব্ব বেদ হইতে যজ্ঞে ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ঋক্ সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া ঋক্‌বেদ কল্পনা করেন ও তাহা হইতে জগৎহিতকর যজ্ঞবাহ হোতা কল্পিত হয়। সাম হইতে সামবেদ ও তাহা হইতে উদ্গাত্র রচনা করেন এবং অথর্ব্ববেদ অনুসারে রাজাদিগকে সকল যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করান। পুরাণার্থ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আখ্যান, উপাখ্যান ও কুলধর্ম্ম বা কুলাচারের সহিত পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া যজুর্ব্বেদে যজ্ঞ বিধির যোগ করা হয়। এই জন্য সেই যজুর্ব্বেদ যুঞ্জান নামে অভিহিত জানিবে। শাস্ত্রের নিশ্চয় এইরূপই। যজুর্ব্বেদের অনেকগুলি পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া তাহা বিষম বা ছন্দোহীন হইয়াছে।

স তেনোদ্ধৃতবীর্য্যস্তু ঋত্বিগ্‌ভির্বেদপারগৈঃ।
প্রযুজ্যতে হ্যশ্বমেধস্তেন বা যুজ্যতে তু সঃ॥ ২৩
ঋচো গৃহীত্বা পৈলস্তু ব্যভজত্তদ্দ্বিধা পুনঃ।
দ্বিঃকৃত্বা সংযুগে চৈব শিষ্যাভ্যামদদৎ প্রভুঃ॥ ২৪
ইন্দ্রপ্রমতয়ে চৈকাং দ্বিতীয়াং বাষ্কলায় চ।
চতস্রঃ সংহিতাঃ কৃত্বা বাষ্কলির্দ্বিজসত্তমঃ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শুশ্রূষাভিরতান্ হিতান্॥ ২৫
বোধস্তু প্রথমাং শাখাং দ্বিতীয়ামগ্নিমাঠরম্।
পারাশরং তৃতীয়াস্তু যাজ্ঞবল্ক্যমথাপরাম্॥ ২৬
ইন্দ্রপ্রমতিরেকান্তু সংহিতাং দ্বিজসত্তমঃ।
অধ্যাপয়ন্ মহাভাগং মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্॥ ২৭
সত্যশ্রবসমগ্র্যন্তু পুত্রং স তু মহাযশাঃ।
সত্যশ্রবাঃ সত্যহিতং পুনরধ্যাপয়দ্দ্বিজঃ॥ ২৮
সোঽপি সত্যতরং পুত্রং পুনরধ্যাপয়দ্বিভুঃ।
সত্যশ্রিয়ং মহাত্মানং সত্যধর্ম্মপরায়ণম্॥ ২৯
অভবংস্তস্য শিষ্যা বৈ ত্রয়স্তু সুমহৌজসঃ।
সত্যশ্রিয়স্তু বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রগ্রহণতৎপরাঃ॥ ৩০

তাহাতে বেদপারগ ঋত্বিগ্‌গণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত-বীর্য্য অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রযুক্ত হয়। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই বেদ যুক্ত হয়। পৈল ঋষি মন্ত্রগুলি লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং পরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্ব্বার সংযোগ করিয়া শিষ্যযুগলকে সমর্পণ করেন। ইন্দ্রপ্রমতি নামে শিষ্যকে একটী ও বাস্কলকে দ্বিতীয়টী অর্পিত হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাস্কলি চারিখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শুশ্রূষানিরত, হিতাকাঙ্ক্ষী শিষ্যদিগকে পড়াইয়াছিলেন। বোধ নামক শিষ্যকে প্রথম শাখা, অগ্নিমাঠর নামে শিষ্যকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা ও যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ শাখা পড়ান হয়। ব্রাহ্মণবর ইন্দ্রপ্রমতি মহাভাগ যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে একটী সংহিতা অধ্যয়ন করান। ১১—২৭। মহাযশাঃ মর্কেণ্ডেয় জ্যেষ্ঠ সুত সত্যশ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত নিজ সুত সত্যতরকে এবং বিভু সত্যতর মহাত্মা সত্যধর্ম্মরত সত্যশ্রীকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তেজস্বী সত্যশ্রীর

শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথন্তরঃ।
বাষ্কলিশ্চ ভরদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৩১
দেবমিত্রস্তু শাকল্যো জ্ঞানাহঙ্কারগর্ব্বিতঃ।
জনকস্য স যজ্ঞে বৈ বিনাশমগমদ্দ্বিজঃ ॥ ৩২

শাংশপায়ন উবাচ।

কথং বিনাশমগমৎ স মুনির্জ্ঞান-গর্ব্বিতঃ।
জনকস্যাশ্বমেধেন কথং বাদো বভূব হ ॥ ৩৩
কিমর্থঞ্চাভবদ্বাদঃ কেন সার্দ্ধমথাপি বা।
সর্ব্বমেতদ্যথাবৃত্তমাচক্ষ্ব বিদিতন্তব।
ঋষীণান্তু বচঃ শ্রুত্বা তদুত্তরমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪

সূত উবাচ।

জনকস্যাশ্বমেধে তু মহানাসীৎ সমাগমঃ।
ঋষীণান্তু সহস্রাণি তত্রাজগ্মুরনেকশঃ।
রাজর্ষের্জনকস্যাথ তং যজ্ঞং হি দিদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫
আগতান্ ব্রাহ্মণান্ দৃষ্ট্বা জিজ্ঞাসাভবত্ততঃ।
কো বৈষাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ কথং মে নিশ্চয়ো ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধিং চক্রে জনাধিপঃ ॥ ৩৬
গবাং সহস্রমাদায় সুবর্ণমধিকং ততঃ।
গ্রামান্ রত্নানি দাসাংশ্চ মুনীন্ প্রাহ নরাধিপঃ।
সর্ব্বানহং প্রপন্নোঽস্মি শিরসা শ্রেষ্ঠভাগিনঃ ॥ ৩৭
যদেতদাহৃতং বিত্তং যো বা শ্রেষ্ঠতমো ভবেৎ।
তস্মৈ তদুপনীতং হি বিদ্যাবিত্তং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনয়স্তে শ্রুতক্ষমাঃ।
দৃষ্ট্বা ধনং মহাসারং ধনবৃদ্ধ্যা জিঘৃক্ষবঃ।
স্পর্দ্ধয়াঞ্চক্রুরন্যোন্যং বেদজ্ঞানমদোল্বণাঃ ॥ ৩৯
মনসা গতবিত্তাস্তে মমেদং ধনমিত্যুত।
মমৈবৈতদ্ভবেত্যন্যো ব্রূহি কিং বা বিকল্পতে।
ইত্যেবং ধনদোষেণ বাদাংশ্চক্রুরনেকশঃ ॥ ৪০
তথাপ্যত্র বৈ বিদ্বান্ ব্রহ্মবাহ-সুতঃ কবিঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতেজাস্তপস্বী ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৪১
ব্রহ্মণোঽস্মাৎ সমুৎপন্নো বাক্যং প্রোবাচ সুস্বরম্
শিষ্যং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধনমেতদ্গৃহাণ ভোঃ ॥
নয়স্ব চ গৃহং বৎস মমৈতন্নাত্র সংশয়ঃ।

শাকল্য, রথন্তর, বাষ্কলি ও ভরদ্বাজ এই চারিজন বিদ্বান্ শিষ্য ছিল। ইঁহারা সকলেই অধ্যয়নপরায়ণ ও শাখাপ্রবর্ত্তক। দেবমিত্র শাকল্য জ্ঞান ও অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া জনকের অশ্বমেধে বিনাশ পাইয়াছিলেন। শাংশপায়ন বলিলেন, জ্ঞানগর্ব্বিত শাকল্য মুনি কি জন্য বিনষ্ট হন, জনকের অশ্বমেধে বিবাদ হইবার কারণ কি এবং কাহার সহিত কোন্ বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছিল? এই সকল বিষয় আমাদিগকে বলুন, আপনি ইহ'র সমস্তই জানেন। সকল ঋষিগণের অভিমত বাক্য শুনিয়া তাহার উত্তর বলিয়াছিলেন। সূত বলিলেন, জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বহু সহস্র ঋষি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ দেখিবার বাসনায় আগমন করেন। তৎপর মহারাজ জনক বহুতর ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম? তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব। অনন্তর তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া এক উপায় স্থির করিলেন। সেই নরপতি সহস্র গো, ততোধিক সুবর্ণ অনেকগুলি গ্রাম, বহুতর দাস ও রত্নরাশি লইয়া মুনিগণের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি এই সমস্ত দ্রব্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের জন্য গ্রহণ করিলাম, আমি বিদ্যাবত্তার জন্য উৎসর্গ করিয়া যে সমস্ত ধন আনিয়াছি, তাহা আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠতম, তিনিই গ্রহণ করিবেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ জনকরাজের এই কথা শ্রবণে বহুতর অত্যুত্তম ধন দেখিয়া ধনের বাহুল্যবশতঃ সকলেই তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সকলেই বেদজ্ঞানমদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে মনেই ধন গ্রহণ করিয়া "এই ধন আমার, এই ধন আমার" এইরূপ বলিতে লাগিলেন।২৮-৪০। অন্য ব্যক্তি বলিলেন 'এই ধন আমার, তোমরা ইহাতে সন্দেহ করিতেছ কেন? তাহা প্রকাশ করিয়া বল' এই রূপে সেই ব্রাহ্মণগণ ধনলোভে বহু বাদানুবাদ

সর্ব্ববেদেষহং বক্তা নাস্ত্যন্যঃ কশ্চিত্তু মৎসমঃ ॥৪৩
যো বা ন প্রীয়তে বিপ্রঃ স ময় হ্বয়তু মা চিরম্ ।
ততো ব্রহ্মার্ণবঃ ক্ষুব্ধঃ সমুদ্র ইব সংপ্লবে ।
তানুবাচ ততঃ স্বস্থো যাজ্ঞবল্ক্যো হসন্নিব ॥ ৪৫
ক্রোধং মা কার্য্য বিদ্বাংসো ভবন্তঃ সত্যবাদিনঃ ।
বদামহে যথাযুক্তং জিজ্ঞাসন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৬
ততোঽভূদ্বাপাগমংস্তেষাং বাদা জগ্মুরনেকশঃ ।
সহস্রধা শতৈঃ ভয়র্থৈঃ সূক্ষ্মদর্শনসম্ভবৈঃ ॥ ৪৭
লৌকিকৈর্বৈদিকৈ তথাধ্যাত্মে বদ্যাস্থ নৈরপেক্ষতাঃ ।
শাপোত্তম-গুণৈর্যুক্তা নূপীব পরিবর্জ্যতাঃ ।
বাদাঃ সমভবংস্তত্র ধনহেতোর্মহাত্মনাম্ ॥ ৪৮
ঋষয়স্ত্বেকতঃ সর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বথৈকতঃ ।
সর্ব্বে তে মুনয়স্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ।
একৈকশস্তুতস্পৃষ্টা নৈবোত্তরমথাব্রুবন্ ॥ ৪৯
তান্নির্জিত্য মুনীন্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মরাশির্মহাদ্যুতিঃ ।
শাকল্যমিতি হোবাচ বাদকর্ত্তারমঞ্জসা ॥ ৫০
শাকল্য বদ বক্তব্যং কিং ধ্যায়ন্নবতিষ্ঠসে ।
পূর্ণস্ত্বং জড়মানেন বাতাধ্মাতো যথা দৃতিঃ ॥ ৫১
এবং স ধর্ষিতস্তেন রোষাতাম্রান্তলোচনঃ ।
প্রোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং তং পরুষং মুনিসন্নিধৌ ॥৫২
ত্বমস্মাংস্তৃণবত্তাক্ত্বা তথৈবেমান্ দ্বিজোত্তমান্ ।
বিদ্যাধনং মহাসারং স্বয়ংগ্রাহং জিঘৃক্ষসি ॥ ৫৩
শাকল্যেনৈবমুক্তঃ স্যাদ্যাজ্ঞবল্ক্যঃ সমব্রবীৎ ।
ব্রহ্মিষ্ঠানাং বলং বিদ্ধি বিদ্যাতত্ত্বার্থদর্শনম্ ॥ ৫৪
কামস্তার্থেন সম্বদ্ধস্তেনার্থং কাময়ামহে ।
কামপ্রশ্নধনা বিপ্রাঃ কামপ্রশ্নান্ বদামহে ।
পণ-শ্চৈষোঽস্য রাজর্ষেস্তস্মান্নীতং ধনং ময়া ॥ ৫৫

করিলেন। অনন্তর সেইস্থানে বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজা ও মহাকবি বিদ্বদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ব্রহ্মার অঙ্গসম্ভব, মহাতপস্বী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্যকে কহিলেন, বৎস! এই ধন আমার, তাহাতে আর সংশয় নাই, তুমি এই ধন গ্রহণ করিয়া আমার গৃহে লইয়া যাও। আমি সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছি, আমার ন্যায় বেদজ্ঞ কেহই নাই; যদি কোনও বিপ্র ইহাতে প্রীত না হন, তিনি বিচারার্থ আমাকে আহ্বান করুন। যাজ্ঞবল্ক্যের সেই কথা শুনিয়া প্রলয়-কালীন সাগরের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণার্ণব ক্রোধে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন নির্ম্মলাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য উপহাস করিয়াই যেন কহিলেন, আপনারা সত্যবাদী ও বিদ্বান্, আপনারা ক্রোধ করিবেন না। পরস্পর যাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, আমি তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান করিতেছি। তৎপরে তাঁহাদিগের বহু বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। তখন সেই ধনের জন্য মহাত্মা মুনিগণের মধ্যে লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহস্র সহস্র সূক্ষ্মদর্শনজাত উত্তম উত্তম অর্থে মিথ্যোক্তি-পরিশূন্য উভয়োত্তম গুণবিশিষ্ট বাদানুবাদ হইতে লাগিল। একপক্ষে একাকী যাজ্ঞবল্ক্য ও অপর পক্ষে সমস্ত ঋষিগণ মিলিত হইয়া তুমুল বিচার আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীমান্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, একে একে জিজ্ঞাসিলেন, তাহাতে তাঁহারা কেহই তদীয় বাক্যের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। সেই ব্রহ্মতেজো-রাশি মহাদ্যুতি যাজ্ঞবল্ক্য সেই মুনিগণকে জয় করিয়া বেদকর্ত্তা মহর্ষি শাকল্যকে কহিলেন, হে শাকল্য! যাহা বক্তব্য থাকে বলুন, এখন ধ্যাননিমগ্নের ন্যায় রহিয়াছেন কেন? অধুনা আপনি বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় জড়তায় পূর্ণ হইয়াছেন। মহর্ষি শাকল্য এইরূপে অব-মানিত হইয়া রোষভরে নেত্রযুগল লোহিত-বর্ণ করিয়া মুনিগণের সমীপে যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাদিগকে এবং এই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া বিদ্যার নিমিত্ত প্রদত্ত এই সকল অত্যুত্তম ধন কেবল নিজের নিমিত্তই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! ৪১—৫৩। শাকল্য এই কথা বলিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনি জানিবেন যে, বিদ্যার তত্ত্ব ও অর্থ এই উভয় দর্শনই ব্রাহ্মণ-গণের বল, আর কাম সকল অর্থদ্বারা সম্বদ্ধ, সেই নিমিত্তই আমি অর্থ কামনা করিয়াছি। কামপ্রশ্নই বিপ্রগণের ধন, অতএব আমি

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শাকল্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যমথোবাচ কামপ্রশ্নার্থমবচঃ॥ ৫৬
ব্রাহ্মণানাং ময়োদ্দিষ্টান্ কামপ্রশ্নান্ যথার্থতঃ।
ততঃ সমভবদ্বাদস্তয়োর্ব্রহ্মবিদোর্ম্মহান্॥ ৫৭
সাগ্রং প্রশ্ন-সহস্রন্তু শাকল্যস্তমচূচুদৎ।
যাজ্ঞবল্ক্যোঽব্রবীৎ সর্ব্বান্ ঋষীণাং শৃণ্বতাং তদা
শাকল্যো চাপি নির্ব্বাদে যাজ্ঞবল্ক্যস্তমব্রবীৎ।
প্রশ্নমেকং মমাপি ত্বং বদ শাকল্য কামিকম্।
শাপঃ পণোঽস্য বাদস্য অব্রুবন্ মৃত্যুমাব্রজেৎ॥৯
অথো সমোদিতং প্রশ্নং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা।
শাকল্যস্তমবিজ্ঞায় সদ্যো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬০
এবং মৃতঃ স শাকল্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যান-পীড়িতঃ।
এবং বাদশ্চ সুমহানাসীত্তেষাং ধনার্থিভিঃ।
ঋষীণাং মুনিভিঃ সার্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যস্য চৈব হি॥৬১
সর্ব্বৈঃ পৃষ্টাংস্তু সম্প্রশ্নান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ব্যাখ্যায় বৈ মুনে তেষাং প্রশ্নসারং মহামতিঃ॥৬২
যাজ্ঞবল্ক্যো ধনং গৃহ্য যশো বিখ্যাপ্য চাত্মনঃ।
জগাম বৈ গৃহং স্বস্থঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো বশী॥৬৩
দেবমিত্রস্তু শাকল্যো মহাত্মা দ্বিজসত্তমঃ।
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ বুদ্ধিমান্ পদবিত্তমঃ॥ ৬৪
তচ্ছিষ্যা অভবন্ পঞ্চ মুদ্গলো গোলকস্তথা।
খালীয়শ্চ তথা মৎস্যঃ শৈশিরেয়স্তু পঞ্চমঃ॥ ৬৫
প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ শাকপূর্ণিরথেতরঃ।
নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থং দ্বিজসত্তমঃ॥ ৬৬
তস্য শিষ্যাস্তু চত্বারঃ কেতবো দালকিস্তথা।
ধর্ম্মশর্ম্মা দেবশর্ম্মা সর্ব্বে ব্রতধরা দ্বিজাঃ॥ ৬৭
শাকল্যে তু মৃতে সর্ব্বে ব্রহ্মঘ্নাস্তে বভূবিরে।
তদা চিন্তাং পরাং প্রাপ্য গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্
তান্ জ্ঞাত্বা চেতসা ব্রহ্মা প্রেষিতঃ পবনে পুরে
তত্র গচ্ছত যূয়ং বঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি॥ ৬৯

কাম প্রশ্নই বলিতেছি। এই রাজর্ষি জনেকের পণই এইরূপ, সেই জন্য আমি ধন গ্রহণ করিয়াছি যাজ্ঞবল্ক্যের সেই কথা শুনিয়া মহর্ষি শাকল্য ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন; এবং অবিলম্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে কামপ্রশ্নার্থবিশিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি এক্ষণে মদুক্ত এই কামবিষয়ক প্রশ্নবাক্যের যথার্থ উত্তর কর। তখন সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বয়ের মহান্ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। পরে শাকল্য তাঁহাকে সহস্রাধিক প্রশ্ন করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য মুনিগণের সমক্ষে সেই সকল প্রশ্নেরই উত্তর করিলেন। এইরূপে শাকল্য যখন আর প্রশ্ন করিতে না পারিয়া মৌনী হইলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে কহিলেন; হে শাকল্য! অধুনা তুমি আমার এক কামবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দাও। এই পূর্ব্বপক্ষের পণ অভিশাপ; কিন্তু ইহার উত্তর করিতে না পারিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। তখন ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নবাক্য বলিলেন, কিন্তু শাকল্য তাহা জানিতেন না, তাই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহর্ষি শাকল্যও সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে সেই ধনার্থী মহর্ষিগণ, মুনিগণ ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের তুমুল বাদানুবাদ হইয়াছিল। তৎপরে সকল ঋষিই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি শত সহস্র প্রশ্ন করিলেন, সেই ঋষিবরও সেই মুনিবৃন্দের প্রশ্নের উত্তর দিয়া যশোলাভ ও ধনলাভপূর্ব্বক শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। সূত বলিলেন, দ্বিজসত্তম বুদ্ধিমান্ শব্দশাস্ত্রজ্ঞ দেবমিত্র ও মহাত্মা শাকল্য পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। মহর্ষি শাকল্যের মুদ্গল, গোলক, খালীয়, মৎস্য ও শৈশিরেয় এই পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। দ্বিজবর শাকপূর্ণী রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত রচনা করেন। কেতব, দালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা এই চারিজন ব্রতধারী ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।৫৪—৬৭। শাকল্য কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতী হইলেন। তখন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা মনে মনে বৃত্তান্ত জানিয়া তাঁহাদিগকে পবনপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়াছিলেন, তোমরা [illegible] করিলে সদ্যই তোমাদিগের

দ্বাদশার্কং নমস্কৃত্য তথা বৈ বালুকেশ্বরম্।
একাদশ তথা রুদ্রান্ বায়ুপুত্রং বিশেষতঃ।
কুণ্ডে চতুষ্টয়ে স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং তরিষ্যথ ॥ ১০
সার্দ্ধং শীঘ্রতরা ভূত্বা তৎপুরং সমুপাগতাঃ।
স্নানং কৃতং বিধানেন দেবানাং দর্শনং কৃতম্ ॥ ১১
উত্তরেশং নমস্কৃত্য বাড়বানাং প্রসাদতঃ।
সর্ব্বে পাপবিনির্ম্মুক্তাঃপশ্চাত্তে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ১২
তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং জাতং পাতকনাশনম্।
বায়োঃ পুরং পবিত্রঞ্চ বায়ুনা নির্ম্মিতং পুরা ॥ ১৩
অঞ্জনা-গর্ভসম্ভূতির্হনূমান্ পবনাত্মজঃ।
যদা জাতো মহাদেবো হনূমান্ সত্যবিক্রমঃ।
তদৈবং নির্ম্মিতং তীর্থং বায়ুনা ব্রহ্মযোনিনা ॥১৪
উর্ব্ব্যাং জাতাস্তু যে শূদ্রা ব্রাহ্মণানাং নিবেদিতাঃ
বৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মযজ্ঞার্থং করস্তেষু কৃতো মহান্ ॥ ১৫
অনেন বিধিনা জাতং বিপ্রাণাং শাসনং মহৎ ॥
গোঘ্নো বাপি কৃতঘ্নো বা সুরাপী গুরু-তল্পগঃ।

বাড়াদিত্যং নমস্কৃত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭

ইতি মহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে মহাস্থানতীর্থ-
বর্ণনং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

ভারদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যো গালকিঃ সালকিস্তথা।
ধীমান্ শতবলাকশ্চ নৈগমশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১
বাষ্কলিশ্চ ভরদ্বাজস্ত্রিস্রঃ প্রোবাচ সংহিতাঃ।
রথীতরো নিরুক্তঞ্চ পুনশ্চক্রে চতুর্থকম্ ॥ ২
ত্রয়স্তস্যাভবন্ শিষ্যা মহাত্মানো গুণান্বিতাঃ।
ধীমান্নন্দায়নীয়শ্চ পন্নগারিশ্চ বুদ্ধিমান্।
তৃতীয়শ্চার্জ্জবস্তে চ তপসা সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩
বীতরাগা মহাতেজঃ-সংহিতা-জ্ঞানপারগাঃ।
ইত্যেতে বহ্বৃচাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ
প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৪
বৈশম্পায়ন-গোত্রোঽসৌ যজুর্ব্বেদং ব্যকল্পয়ৎ।

পাপ বিনষ্ট হইবে। তোমরা দ্বাদশার্ক, বালুকেশ্বর, একাদশ রুদ্র ও বিশেষতঃ বায়ুপুত্রকে নমস্কারপূর্ব্বক কুণ্ড চতুষ্টয়ে স্নান করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে সত্বর তাঁহারা সেই পবনপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্নানান্তে দেবগণকে দর্শন ও নমস্কার করিলেন। পরে বাড়বগণের প্রসাদে উত্তরেশ্বরকে নমস্কারান্তে সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে সেই পুর বায়ু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তদবধি পাপবিনাশন-তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। পবনপুত্র অঞ্জনা-গর্ভজাত, সত্যবিক্রম, মহাদেব, হনূমান্ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে ব্রহ্মোৎপন্ন বায়ু এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণসেবক যে সকল শূদ্র জন্মিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি ও ব্রহ্মযজ্ঞের জন্য তাহাদের উপরে কর স্থাপিত হয়। এই বিধিদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মহৎ শাসন হইয়াছিল। গোঘ্ন হউক, কৃতঘ্ন হউক, অথবা সুরাপায়ী বা গুরুপত্নীগামীই হউক, বাড়াদিত্যকে নমস্কার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় একথা নিঃসন্দেহ। ৬৮--১৭।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, ভারদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালকি, সালকি, ধীমান্ শতবলাক, দ্বিজোত্তম নৈগম, বাষ্কলি, ও ভরদ্বাজ ইঁহারা তিনখান সংহিতা প্রণয়ন করেন। রথীতর পুনরায় চতুর্থ নিরুক্ত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনজন মহাত্মা, গুণবান্ শিষ্য ছিলেন। ধীমান্ নন্দায়নীয় প্রথম, বুদ্ধিমান্ পন্নগারি দ্বিতীয় ও আর্জ্জব তৃতীয়, ইঁহারা সকলেই তপস্বী ব্রতধারী বিরাগী, মহাতেজস্বী ও সংহিতা-জ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহারা সংহিতা-প্রবর্ত্তক বহ্বৃচ বলিয়া উক্ত হয়েন। মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্যবর্গ যজুর্ব্বেদের ভেদ কল্পনা

ষড়শীতিস্তু যেনোক্তাঃ সংহিতা যজুষাং শুভাঃ ॥
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তে বিধানতঃ ।
একস্তত্র পরিত্যক্তো যাজ্ঞবল্ক্যো মহাতপাঃ ।
ষড়শীতিশ্চ তস্যাপি সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥ ৬
সর্ব্বেষামেব তেষাং বৈ ত্রিধা ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
ত্রিধা ভেদাস্তু তে প্রোক্তা ভেদেঽস্মিন্নবমে শুভে
উদীচ্যা মধ্যদেশাশ্চ প্রাচ্যাশ্চৈব পৃথগ্‌বিধাঃ ।
শ্যামায়নিরুদীচ্যানাং প্রধানঃ সম্বভূব হ ॥ ৮
মধ্যদেশ-প্রতিষ্ঠানামারুণিঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ।
আলম্বিরাদিঃ প্রাচ্যানাং ত্রয়োদশাদয়স্তু তে ॥ ৯
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তাঃ সংহিতাবাদিনো দ্বিজাঃ
ঋষয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সূতং জিজ্ঞাসবোঽব্রুবন্ ।
চরকাধ্বর্য্যবঃ কেন কারণং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১১
কচ্চীর্ণং কস্য হেতোশ্চ বাচকত্বঞ্চ ভেজিরে ।
ইত্যুক্তঃ প্রাহ তেষাং স চরকত্বমভূদ্‌যথা ॥ ১২

সূত উবাচ ।

কার্য্যমাসীদৃষীণাঞ্চ কিঞ্চিদ্‌ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ।
মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য তৈস্তদা স্থিতি মন্ত্রিতম্ ॥ ১৩
যো নোঽত্র সপ্তরাত্রেণ নাগচ্ছেদ্দ্বিজসত্তমাঃ ।
স কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মবধ্যাং বৈ সময়ো নঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১
ততস্তে সগণাঃ সর্ব্বে বৈশম্পায়নবর্জ্জিতাঃ ।
প্রযযুঃ সপ্তরাত্রেণ যত্র সন্ধিঃ কৃতোঽভবৎ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণানান্তু বচনাদ্‌ব্রহ্মবধ্যাঞ্চকার সঃ ।
শিষ্যানথ সমানীয় স বৈশম্পায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১৬
ব্রহ্মবধ্যাঞ্চরধ্বং বৈ মৎকৃতে দ্বিজসত্তমাঃ ।
সর্ব্বে যূয়ং সমাগম্য ব্রূত মে তদ্ধিতং বচঃ ॥ ১৭

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

অহমেব চরিষ্যামি তিষ্ঠন্তু মুনয়স্ত্বিমে ।
বলঞ্চোত্থাপয়িষ্যামি তপসা স্বেন ভাবিতঃ ॥ ১৮
এবমুক্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যমথাব্রবীৎ ।
উবাচ যত্ত্বয়াধীতং সর্ব্বং প্রত্যর্পয়স্ব মে ॥ ১৯

করেন। তিনি ষড়শীতিখানি উত্তম উত্তম সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শিষ্যবর্গকে দিয়াছিলেন, শিষ্যেরাও উহা বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে একটী মহাতপা শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল শিষ্য উপরোক্ত ষড়শীতিখানি সংহিতার ভেদ করিয়াছিলেন। সেই সকল সংহিতাই তিনভাগে বিভক্ত হয়, ঐ তিনের প্রত্যেকভাগ আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নয় প্রকার হইয়াছিল। উত্তরদেশ, মধ্যদেশ ও পূর্ব্বদেশে বিভিন্ন যজুঃ সংহিতা অধীত হয়। তন্মধ্যে উত্তর প্রদেশে শ্যামায়নি, মধ্যদেশে আরুণি, পূর্ব্বদেশে আলম্বি প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। এই সংহিতাবাদী বিপ্রগণই চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১—১০। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া সূতকে বলিলেন,—কি জন্য চরকের অধ্বর্য্যু নাম হইল, কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন, তাহার কারণ আপনি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। ইহা শুনিয়া সূত তাঁহাদিগের নিকট চরক সংজ্ঞা লাভের কারণ কহিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন, হে দ্বিজবরগণ! এক সময়ে এক ঋষিসম্মিলনী উপস্থিত হইলে সকলে মেরুপৃষ্ঠদেশে গিয়া মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন যে, সপ্তরাত্রের মধ্যে যিনি এইখানে না আসিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই আমাদিগের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। তৎপরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যতীত সকলেই ঐ সময় মধ্যে সেই স্থানে যাইয়া মিলিত হয়েন। বৈশম্পায়ন ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানুসারে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতাচরণ করিতে মনস্থ করিয়া স্বীয় শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা আমার জন্য ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান কর, আর এই বিষয়ে যাহা হিতকর, তাহা তোমরা সকলে আমার নিকট বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনার এই মুনিশিষ্যগণ থাকুন, আমিই এই ব্রতের আচরণ করিব। ইহাতে আমি স্বীয় তপস্যার বল দেখাইব। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিলে, বৈশম্পায়ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ কর।

এবমুক্তঃ স রূপাণি যজূংষি প্রদদৌ গুরোঃ ।
রুধিরেণ তথাক্তানি ছর্দিত্বা ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২০
ততঃ স ধ্যানমাস্থায় সূর্য্যমারাধয়দ্ দ্বিজাঃ ।
সূর্য্যব্রহ্ম যদুচ্ছিন্নং খং গত্বা প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২১
ততো যানি গতান্যূর্দ্ধং যজূংষ্যাদিত্যমণ্ডলম্ ।
তানি তস্মৈ দদৌ তুষ্টঃ সূর্য্যো বৈ ব্রহ্মরাতয়ে ॥ ২২
অশ্বরূপায় মার্ত্তণ্ডো যাজ্ঞবল্ক্যায় ধীমতে।
যজূংষ্যধীয়তে যানি ব্রাহ্মণা যেন কেন চ ।
অশ্বরূপায় দত্তানি ততস্তে বাজিনোঽভবন্ ॥ ২৩
ব্রহ্মহত্যা তু যৈশ্চীর্ণাচ্চরণাচ্চরকাঃ স্মৃতাঃ ।
বৈশম্পায়ন-শিষ্যাস্তে চরকাঃ সমুদাহৃতাঃ ॥ ২৪
ইত্যেতে চরকাঃ প্রোক্তা বাজিনস্তান্নিবোধত ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যাস্তে কণ্ব-বৈধেয়-শালিনঃ ॥ ২৫
মধ্যন্দিনশ্চ শাপেয়ী বিদিগ্ধশ্চাপ্য উদ্দলঃ ।
তাম্রায়ণশ্চ বাৎস্যশ্চ তথা গালবশৈশিরী ।
আটবী চ তথা পর্ণী বীরণী সপরায়ণঃ ॥ ২৬
ইত্যেতে বাজিনঃ প্রোক্তা দশ পঞ্চ চ সংস্মৃতাঃ
শতমেকাধিকং কৃৎস্নং যজুষাং বৈ বিকল্পকাঃ ॥ ২৭
পুত্রমধ্যাপয়ামাস সুমন্তমথ জৈমিনিঃ ।
সুমন্তশ্চাপি সুত্বানং পুত্রমধ্যাপয়ৎ প্রভুঃ ।
সুকর্ম্মাণং সুতং সুত্বা পুত্রমধ্যাপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৮
স সহস্রমধীত্যাশু সুকর্ম্মাপ্যথ সংহিতাঃ ।
প্রোবাচাথ সহস্রস্য সুকর্ম্মা সূর্য্য-বর্চ্চসঃ ॥ ২৯
অনধ্যায়েষ্বধীয়ানাংস্তান্ জঘান শতক্রতুঃ ।
প্রায়োপবেশমকরোত্ততোঽসৌ শিষ্য-কারণাৎ ॥
ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা ততঃ শক্রো বরমস্মৈ দদৌ পুনঃ ।
ভাবিনৌ তে মহাবীর্য্যৌ শিষ্যাবনলবর্চ্চসৌ ॥ ৩১
অধীয়ানৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ সহস্রং সংহিতা উভৌ ।
এতৌ সুরৌ মহাভাগৌ মা ক্রুধ্যো দ্বিজসত্তম ॥
ইত্যুক্ত্বা বাসবঃ শ্রীমান্ সুকর্ম্মাণং যশস্বিনম্ ।
শান্তক্রোধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৩
তস্য শিষ্যো ভবেদ্ধাবান্ পৌষ্যঞ্জী দ্বিজসত্তমাঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞগণের অগ্রণী যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া মূর্ত্তিমান্ রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ সকল বমন করিয়া গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন।১১—২০ যজুর্ব্বেদ সকল গুরুকে প্রদান করিবার পর তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন, কারণ সূর্য্য ব্রহ্ম হইতে যে সকল বেদ অবনীতে আইসে, তাহা আবার আকাশপথে গিয়া সূর্য্যমণ্ডলে পুনর্ব্বার অবস্থিত হয়, সেই জন্য যে যে যজুর্ব্বেদ ঊর্দ্ধগমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে ছিল, সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তৎসমস্তই অশ্বরূপ-ধারী ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করিলেন। অশ্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যকে দিয়াছিলেন বলিয়া যে কেহ সেই যজুঃ অধ্যয়ন করেন, তাহারা বাজী নামে বিখ্যাত। যাঁহারা ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "চরক" নামে অভিহিত হয়েন। সেই জন্য বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ চরক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এই আমি চরকদিগের বিষয় বলিলাম, সম্প্রতি বাজীদিগের বিষয় শ্রবণ করুন। বাজি-গণ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য; কণ্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, উদ্দল, তাম্রায়ণ, বাৎস্য, গালব, শৈশিরী আটবী, পর্ণী, বীরণী ও পরায়ণ এই পঞ্চদশ জন ঋষি বাজি নামে বিখ্যাত। এইরূপে একশত একজন যজু-র্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়াছেন। জৈমিনি নিজ পুত্র সুমন্তকে, সুমন্ত স্বীয় পুত্র সুত্বাকে, সুত্বা স্বপুত্র সুকর্ম্মাকে সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সুকর্ম্মা সত্বর সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া সূর্য্যবর্চ্চা সহস্রকে অধ্যয়ন করান। অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন করেন বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। তখন সুকর্ম্মা শিষ্যদিগের জন্য প্রায়ো-পবেশন ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহা দেখিয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া বর দিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার এই মহাতাপ মহাবীর্য্য শিষ্যদ্বয় সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ও অগ্নিপ্রতিম তেজস্বী হই-বেন। অতএব হে দ্বিজপ্রবর! আপনি ক্রোধ করিবেন না।" দেবরাজ যশস্বী সুকর্ম্মাকে এই কথা কহিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ২১—৩৩। হে দ্বিজগণ!

হিরণ্যনাভঃ কৌশিক্যো দ্বিতীয়োঽভূন্নরাধিপঃ ॥
অধ্যাপয়ত্তু পৌষ্যঞ্জী সহস্রার্দ্ধন্তু সংহিতাঃ।
তেনাস্তোদীচ্যসামাজ্ঞাঃ শিষ্যাঃ পৌষ্যঞ্জিনঃ শুভাঃ
শতানি পঞ্চ কৌশিক্যঃ সংহিতানাঞ্চ বীর্য্যবান্।
শিষ্যা হিরণ্যনাভস্য স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামগাঃ ॥ ৩৬
লোকাক্ষী কুথুমিশ্চৈব কুশীতী লাঙ্গলিস্তথা।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যাশ্চত্বারস্তেষাং ভেদান্নিবোধত ॥ ৩৭
রাণায়নীয়ঃ স হি তণ্ডি-পুত্র-
স্তস্মাদগ্যো মূলচারী সুবিদ্বান্।
সকৈতি-পুত্রঃ সহসাত্য-পুত্র
এতান্ ভেদান্ বিদ্ধ লোকাক্ষিণস্তু ॥ ৩৮
ত্রয়স্তু কুথমেঃ পুত্রা ঔরসোরসপাশরঃ।
ভাগবিত্তিশ্চ তেজস্বী ত্রিবিধাঃ কৌথুমাঃ স্মৃতাঃ ॥
শৌরিদ্যুঃ শৃঙ্গিপুত্রশ্চ দ্বাবেতৌ চরিতব্রতৌ।
রাণায়নীয়ঃ সৌমিত্রিঃ সামবেদবিশারদৌ ॥ ৪০
প্রোবাচ সংহিতাস্তিস্রঃ শৃঙ্গিপুত্রো মহাতপাঃ।
চৈলঃ প্রাচীনযোগশ্চ সুরালশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১
প্রোবাচ ৎ হতাঃ ষট্ চ পারাশর্য্যস্তু কৌথুমঃ।
আসুরায়ণ-বৈশাখ্যৌ বেদবৃদ্ধপরায়ণৌ ॥ ৪২
প্রাচীনযোগ-পুত্রশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চ পতঞ্জলিঃ।
কৌথুমস্য তু ভেদাস্তে পারাশর্য্যস্য ষট্ স্মৃতাঃ ॥
লাঙ্গলিঃ শালিহোত্রশ্চ ষট্ ষট্ প্রোবাচ সংহিতাঃ
ভালুকিঃ কামহানিশ্চ জৈমিনির্লোমগায়নিঃ।
কণ্ডশ্চ কোহলশ্চৈব ষড়েতে লাঙ্গলাঃ স্মৃতাঃ।
এতে লাঙ্গলিনঃ শিষ্যাঃ সংহিতা যৈঃ প্রসাধিতা
ততো হিরণ্যনাভস্য কৃতশিষ্যো নৃপাত্মজঃ।
সোঽকরোচ্চ চতুর্ব্বিংশৎ সংহিতাঃ দ্বিপদাং বর
প্রোবাচ চৈব শিষ্যেভ্যো যেভ্যস্তাংশ্চ নিবোধত ॥
রাড়শ্চ মহাবীর্য্যশ্চ পঞ্চমো বাহনস্তথা।
তালকঃ পাণ্ডকশ্চৈব কালিকো রাজিকস্তথা।
গৌতমশ্চাজবস্তশ্চ সোমরাজোঽপতস্ততঃ ॥ ৪৭
পৃষ্টঘ্নঃ পরিকৃষ্টশ্চ উলূখলক এব চ।
যবীয়সশ্চ বৈশালো অঙ্গুলীয়শ্চ কৌশিকঃ ॥ ৪৮
সালিমঞ্জরিসত্যশ্চ কাপীয়ঃ কানিকশ্চ যঃ।
পরাশরশ্চ ধর্ম্মাত্মা ইতি ক্রোন্তাস্তু সামগাঃ ॥৪৯

ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী তাঁহার শিষ্য। পৌষ্যঞ্জীর হিরণ্যনাভ ও কৌশিক্য নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন। পৌষঞ্জী তাঁহাদিগকে পঞ্চশত সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এই হেতু পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য সকল উদীচ্য সামাজ্ঞ হইয়াছিল। কৌশিক্য পঞ্চশত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্যগণ প্রাচ্য সামগ নামে বিখ্যাত হয়েন। লোকাক্ষী, কুথুমি, কুশীতী ও লাঙ্গলী এই চারিজন পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য, তাঁহাদিগের প্রভেদ শ্রবণ করুন। তণ্ডিপুত্র রাণায়নীয়, সুবিদ্বান্, মূলচারী সকেতিপুত্র সহসাত্য পুত্র, লোকাক্ষীর এই সকল শিষ্য জানিবেন। কুথুমির তিন পুত্র ঔরস রসপাসর ও তেজস্বী ভাগবিত্তি, ইহারা কৌথুম বলিয়া বিখ্যাত। শৌরিদ্যু ও শৃঙ্গিপুত্র এই দুইজন ব্রত আচরণ করেন। রাণায়নীয় ও সৌমিত্রি এই দুইজন সামবেদে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহাতপস্বী শৃঙ্গিসূত তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। চৈল, প্রাচীনযোগ ও সুরাল এই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পারাশর্য্য কৌথুম ছিলেন। আসুরায়ণ ও বৈশাখ্য এই দ্বিজদ্বয় বেদপরায়ণ ও বৃদ্ধসেবী হয়েন। প্রাচীনযোগের পুত্র বুদ্ধিমান্ পাতঞ্জলি। পারাশর্য্য কৌথুমের ভেদ ছয় প্রকার। লাঙ্গলি ও শালিহোত্র উভয়ে ছয় খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভালুকি, কামহানি, জৈমিনি, লোমগায়নি, কণ্ড ও কোহল এই ছয়জন লাঙ্গল বলিয়া বিখ্যাত। এই ছয়জন লাঙ্গলির শিষ্য সংহিতার সংস্কার করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের কৃতশিষ্য নৃপাত্মজ সেই মানবশ্রেষ্ঠ চতুর্ব্বিংশতিখানি সংহিতা প্রকাশ করেন। তিনি যে যে শিষ্যকে তাহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩৪—৪৯। রাড়, মহাবীর্য্য, পঞ্চম,বাহন,তালক,পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, অপতস্তত পৃষ্টঘ্ন, পরিকৃষ্ট উলূখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কালিক, পরাশর ও ধর্ম্মাত্মা, এই চতুর্ব্বিংশতি জন উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি খানি

সামগানান্তু সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ।
পৌষ্যঞ্জিশ্চ কৃতিশ্চৈব সংহিতানাং বিকল্পকৌ ॥
অথর্ব্বাণং দ্বিধা কৃত্বা সুমন্তুরদদদ্দ্বিজাঃ ।
কবন্ধায় পুনঃ কৃৎস্নং স চ বিদ্যাদ্ যথাক্রমম্ ॥ ৫১
কবন্ধস্তু দ্বিধা কৃত্বা পথ্যায়ৈকং পুনর্দদৌ ।
দ্বিতীয়ং বেদস্পর্শায় স চতুর্দ্ধাকরোৎ পুনঃ ॥ ৫২
মোদো ব্রহ্মবলশ্চৈব পিপ্পলাদস্তথৈব চ ।
শৌক্কায়নিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞশ্চতুর্থস্তপনঃ স্মৃতঃ ।
বেদস্পর্শস্য চত্বারঃ শিষ্যাস্ত্বেতে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৫৩
পুনশ্চ ত্রিবিধং বিদ্ধি পথ্যানাং ভেদমুত্তমম্ ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকন্তু বভ্রবে ।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং ধীমান্ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিতে ॥
সৈন্ধবো মুঞ্জকেশায় ভিন্না সা চ দ্বিধা পুনঃ ।
নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ ॥ ৫৬
চতুর্থোঽঙ্গিরসঃ কল্পো শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ ।
শ্রেষ্ঠস্ত্বথর্বণোহেতে সংহিতানাং বিকল্পনাঃ ॥ ৫৭

ষট্‌শঃ কৃত্বা ময়াপ্যুক্তং পুরাণমৃষিসত্তমাঃ ।
আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপো হ্যকৃতব্রণঃ ॥ ৫৮
ভারদ্বাজোঽগ্নিবর্চ্চাশ্চ বশিষ্ঠো মিত্রয়ুশ্চ যঃ ।
সাবর্ণিঃ সোমদত্তিস্তু সুশর্ম্মা শাংশপায়নঃ ॥ ৫৯
এতে শিষ্যা মম ব্রহ্মন্ পুরাণেষু দৃঢ়ব্রতাঃ ।
ত্রিভিস্তিস্রঃ কৃতাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ পুনরেব হি ॥ ৬০
কাশ্যপঃ সংহিতা-কর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ।
সামিকা চ চতুর্থী স্যাৎ সা চৈষা পূর্ব্বসংহিতাঃ ॥
সর্ব্বাস্তা হি চতুষ্পাদাঃ সর্ব্বাশ্চৈকার্থ-বাচিকাঃ ।
পাঠান্তরে পৃথগ্ভূতা বেদশাখা যথা তথা ।
চতুঃসাহস্রিকাঃ সর্ব্বাঃ শাংশপায়নিকামৃতে ॥ ৬২
বিজ্ঞেয়া সাষ্টসাহস্রী দ্বিগুণা সংখ্যয়া স্মৃতা ।
লোমহর্ষিকা মূলাস্তুতঃ কাশ্যপিকাঃ পরাঃ ।
সাবর্ণিকাস্তৃতীয়াস্তা যজুর্বাক্যার্থপণ্ডিতাঃ ॥ ৬৩
শাংশপায়নকাশ্চান্যা নোদনার্থবিভূষিতাঃ ।
সহস্রাণি ঋচামষ্টৌ ষট্‌শতানি তথৈব চ ॥ ৬৪

সংহিতা পাঠ করিয়া সামগ হইয়াছিলেন। সামগদিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদ-কর্ত্তা পৌষাঞ্জী ও কৃতি এই দুইজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন। ৩৪—৫০। হে দ্বিজগণ! সুমন্তু অথর্ব্ববেদ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে সেই সকল দান করেন, তিনিও যথাক্রমে তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কবন্ধ আবার দুইভাগ করিয়া একভাগ পথ্যকে ও দ্বিতীয় ভাগ বেদস্পর্শকে দিয়াছিলেন। বেদস্পর্শ তাহা চারি ভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে সমর্পণ করেন। ব্রহ্মপরায়ণ মোদ, পিপ্পলাদ, ধর্ম্মজ্ঞ শৌকায়নি ও এই তপন ইহাঁরা বেদস্পর্শের দৃঢ়ব্রত শিষ্য ছিলেন। পথ্য আবার তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জাজলি কুমুদাদি ও শৌনককে সমর্পণ করেন। শৌনক তাহা দুইভাগ করিয়া বভ্রু ও ধীমান্ সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করান। সৈন্ধব মঞ্জুকেশকে সমর্পণ করেন। ইহাতে তাহা দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। নক্ষত্রকল্প, বৈতান, তৃতীয় সংহিতাবিধি হইল, অঙ্গিরস কল্প চতুর্থ এবং শান্তিকল্প পঞ্চম বলিয়া প্রখ্যাত হইল। অথর্ব্ব বেদজ্ঞগণের মধ্যে এই সকল সংহিতার প্রভেদ-কর্ত্তা ঋষিগণই প্রধান। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! আমি ষড়্ভাগে বিভাগ করিয়া পুরাণ ব্যাখ্যান করিয়াছি। আত্রেয়, সুমতি, ধীমান্, কাশ্যপ, অকৃতব্রণ, ভারদ্বাজ, অগ্নিবর্চ্চা, বশিষ্ঠ, মিত্রয়ু, সাবর্ণি, সোমদত্ত, সুশর্ম্মা, শাংশপায়ন, ইহাঁরাই আমার পুরাণ বিষয়ে দৃঢ়ব্রত শিষ্য। পুরাণ বিষয়ে সপ্তবিংশতিখানি সংহিতা প্রণীত হইয়াছে। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইহাঁরা তিনখান সংহিতা প্রণয়ন করেন, সামিকা নামে আর একখানি সংহিতা পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। এই সকল সংহিতারই অর্থ এক প্রকার এবং সকলেই চারি চারি পাদে বিভক্ত। এই সংহিতাগুলি বেদশাখাবৎ পাঠান্তর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। শাংশপায়নিকা ভিন্ন সকল সংহিতাতেই চারিসহস্র মন্ত্র বা শ্লোক আছে। ৪৭—৬৬। যজুর্বাক্যার্থপণ্ডিত লোমহর্ষিকা প্রথম, কাশ্যপিকা দ্বিতীয় এবং সাবর্ণিকা তৃতীয় বলিয়া কথিত হয়। অন্য প্রকার শাংশপায়নিকা প্রেরণার্থে ভূষিত

এতাঃ পঞ্চদশাপ্রাশ্চ দশান্যা দশভিস্তথা।
বালখিল্যাঃ সমপ্রৈষাঃ সমাবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৬৫
অষ্টৌ সামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।
আরণ্যকং সহোমঞ্চ এতদ্গায়ন্তি সামগাঃ ॥ ৬৬
দ্বাদশৈব সহস্রাণি ছন্দ আধ্বর্য্যবং স্মৃতম্‌।
যজুষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যথা ব্যাসো ব্যকল্পয়ৎ ॥ ৬৭
সগ্রাম্যারণ্যকং তৎ স্যাৎ সমন্ত্রকরণং তথা।
অতঃপরং কথানাস্তু পূর্ব্বা ইতি বিশেষণম্‌ ॥ ৬৮
গ্রাম্যারণ্যং সমন্তঞ্চ ঋগ্‌ব্রাহ্মণ-যজুঃ স্মৃতম্‌।
তথা হারিদ্রবীয়াণাং খিলাহ্যপখিলানি চ।
তথৈব তৈত্তিরীয়াণাং পরঃ ক্ষুদ্রা ইতি স্মৃতম্‌ ॥৬৯
দ্বে সহস্রে শতন্যূনে বেদে বাজসনেয়কে।
ঋগ্‌গণঃ পরিসংখ্যাতো ব্রাহ্মণস্তু চতুর্গুণম্‌ ॥ ৭০
অষ্টৌ সহস্রাণি শতানি চাষ্টৌ
অশীতিরন্যান্যধিকশ্চ পাদঃ।
এতৎ প্রমাণং যজুষামৃচাঞ্চ
স শুক্রিয়ং সাখিলযাজ্ঞবল্ক্যম্‌ ॥ ৭১

তথা চরণবিদ্যানাং প্রমাণং সংহিতাং শৃণু।
ষট্‌সাহস্রমৃচামুক্তমৃচঃ ষড়্‌বিংশতিঃ পুনঃ।
এতাবদধিকং তেষাং যজুঃ কামং বিবক্ষতি ॥ ৭২
একাদশ সহস্রাণি দশ চান্যা দশোত্তরাঃ।
ঋচাং দশসহস্রাণি অশীতি-ত্রিশতানি চ ॥ ৭৩
সহস্রমেকং মন্ত্রাণামৃচামুক্তং প্রমাণতঃ।
এতান্দৃভৃগুবিস্তারমন্যচ্চাথর্ব্বিকং বহু ॥ ৭৪
ঋচামথর্ব্বণাং পঞ্চ সহস্রাণি বিনিশ্চয়ঃ।
সহস্রমন্যদ্বিজ্ঞেয়মৃষিভির্বিংশতিং বিনা ॥ ৭৫
এতদঙ্গিরসা প্রোক্তস্তেষামারণ্যকং পুনঃ।
ইতি সংখ্যা প্রসংখ্যাতা শাখাভেদাস্তথৈব চ ॥৭৬
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদে হেতুস্তথৈব চ।
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেবং শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭
প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে স্মৃতাঃ।
অনিত্যভাবাদ্দেবানাং মন্ত্রোৎপত্তিঃ পুনঃপুনঃ ॥৭৮
মন্বন্তরাদৌ ক্রিয়তে সুরাণাং নামনিশ্চয়ঃ।

অষ্ট সহস্র ছয়শত, অন্য প্রকার পঞ্চদশ এবং তাহারও অন্যতর দশপ্রকার ঋক্‌ উক্ত হয়। ইহা ব্যতীত বালখিল্য সম্প্রৈষা ও সাবর্ণা উক্ত হইয়া থাকে। অষ্ট সহস্র সাম ও চতুর্দ্দশ সাম এবং সহোম আরণ্যক, এই সকল সামগ ব্রাহ্মণেরা গান করিয়া থাকেন। ব্যাসদেব যজুঃ ও ব্রাহ্মণের গ্রাম্যারণ্যক এবং মন্ত্রকরণক সহ দ্বাদশ সহস্র আধ্বর্য্যব বেদের বিভাগ করেন। অনন্তর কথাসমূহের পূর্ব্ব এইরূপ বিশেষ করা হয়। ঋক্‌, ব্রাহ্মণ ও যজুঃ এই তিনটী গ্রামারণ্য ও সমন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ। আর হারিদ্রবীয়দিগের খিল ও উপখিল এই দ্বিবিধ প্রভেদ হয়। আর তৈত্তিরীয়সমূহের পরও এই দ্বিবিধ ক্ষুদ্র ভেদ কথিত হইয়াছে। আর বাজসনেয় সংহিতায় এক সহস্র নয়শত পাদ বিদ্যমান। ঋক্‌সংহিতার চারিগুণ ব্রাহ্মণ। যজুর্ব্বেদের যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীত এবং শুক্রেদের শুক্রকৃত সংহিতাগুলির অষ্ট সহস্র অষ্ট শত অশীতিরও অধিক সংখ্যক পাদ পরিমাণ জানিবেন। সম্প্রতি চরণ বিদ্যাসমূহের সংহিতা ও পরিমাণ বলি, শ্রবণ করুন। ঋক্‌সমূহের পরিমাণ ছয় সহস্র ; পুনর্ব্বার ঋক্‌সকল ষড়্‌বিংশতি প্রকারে বিভাজিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের পাদ পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অধিক, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যজুঃসমূহের পাদ দশাধিক একাদশ সহস্র। আরও অপর কতকগুলির দশ অধিক। ঋকের দশ সহস্র তিন শত অশীতি মন্ত্র, ঋকের পরিমাণ এক সহস্র। ভৃগুকর্তৃক এই সমস্ত বিস্তারিত হয়। অপর আথর্ব্বিকও বহুতর আছে। ঋক্‌সমূহের ও অথর্ব্বসমূহের পঞ্চসহস্র চরণ নির্ণীত আছে। অন্যের বিংশতিবিহীন সহস্রপাদ পরিজ্ঞেয়। সেই সকলের মধ্যে অঙ্গিরা কর্তৃক আরণ্যক উক্ত হইয়াছে। এই আমি শাখাভেদ সংখ্যা ও শাখাসমূহের কর্ত্তা সকল ও শাখাভেদের হেতুসমূহ কহিলাম। সকল মন্বন্তরেই শাখাভেদ সমান পরিজ্ঞেয়। ৬৫—৭৭। প্রাজাপত্যা শ্রুতি নিত্য, এই গুলি তাহার বিকল্পমাত্র। দেবগণের অনিত্যতাহেতু বারম্বার মন্ত্রোৎপত্তি হয়। সমস্ত মন্বন্তর আদিতে দেবগণের নাম

দ্বাপরেষু পুনর্ভেদাঃ শ্রুতীনাং পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৯
এবং বেদস্তদা ব্যস্ত ভগবানৃষি-সত্তমঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ পুনর্দত্ত্বা তপস্তপ্তুং গতো বনম্।
তস্য শিষ্যোপশিষ্যৈস্তু শাখাভেদাস্ত্বিমে কৃতাঃ ৮০
অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাস্ত্বেতাশ্চতুর্দশ ॥ ৮১
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থ-শাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাস্ত্বষ্টাদশৈব তু ॥ ৮২
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বন্তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্যো ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ।
তেভ্য ঋষি-প্রকৃতয়ো মুনিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ ॥৮৩
কশ্যপেষু বশিষ্ঠেষু তথা ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিষু।
পঞ্চস্বেতেষু জায়ন্তে গোত্রেষু ব্রহ্মবাদিনঃ।
যস্মাদৃষন্তি ব্রহ্মাণন্তেন ব্রহ্মর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৪
ধর্ম্মস্যাথ পুলস্ত্যস্য ক্রতোশ্চ পুলহস্য চ।
প্রত্যূষস্য প্রভাসস্য কশ্যপস্য তথা পুনঃ ॥ ৮৫

নিশ্চয় হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগে শ্রুতিসমূহের আবার ভেদ কল্পিত হয়। ঋষিসত্তম ভগবান্ ব্যাস এইরূপে বেদ বিভাগ করিয়া শিষ্যগণকে প্রদান করিবার পর পুনর্ব্বার তপস্যার্থ বনে গিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য ও উপশিষ্যাদি দ্বারা এই সকল শাখাভেদ কল্পিত হয়। চতুর্ব্বেদ ষট্ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাও তাহাতে আবার আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব ও অর্থ-শাস্ত্রযুক্ত হইয়া অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা কথিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথম, ব্রহ্মর্ষিগণ হইতে দেবর্ষিগণ, তাঁহা হইতে রাজর্ষিগণ, এই তিন প্রকার ঋষি "প্রকৃতিগণ" বলিয়া উক্ত হয়েন। ব্রতাবলম্বী মুনিগণসহ ঋষি প্রকৃতিগণ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ ও অত্রি গোত্রে ব্রহ্মবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলিয়া ব্রহ্মর্ষি এই নাম হয়। ধর্ম্ম, পুলস্ত্য, ক্রতু, পুলহ, প্রত্যূষ, প্রভাস ও কশ্যপ, ইঁহাদের পুত্রগণ দেবর্ষি। তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নর ও নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র, বালখিল্য সকল ক্রতুর পুত্র, কর্দ্দম

দেবর্ষয়ঃ সুতাস্তেষাং নামতস্তান্নিবোধত।
দেবর্ষী ধর্ম্মপুত্রৌ তু নরনারায়ণাবুভৌ ॥ ৮৬
বালখিল্যাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ কর্দ্দমঃ পুলহস্য তু।
কুবেরশ্চৈব পৌলস্ত্যঃ প্রত্যূষস্যাচলঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৭
পর্ব্বতো নারদশ্চৈব কশ্যপস্যাত্মজাবুভৌ।
ঋষন্তি দেবান্ যস্মাত্তে তস্মাদ্ দেবর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৮৮
মানবে বৈষয়ে বংশে ঐড়বংশে চ যে নৃপাঃ।
ঐড়া ঐক্ষ্বাকনাভাগা জ্ঞেয়া রাজর্ষয়স্তু তে।
ঋষন্তি রঞ্জনাদ্যস্মাৎ প্রজা রাজর্ষয়স্ততঃ ॥ ৮৯
ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু স্মৃতা ব্রহ্মর্ষয়ো মতাঃ ॥ ৯০
দেবলোকপ্রতিষ্ঠাশ্চ জ্ঞেয়া দেবর্ষয়ঃ শুভাঃ।
ইন্দ্রলোকপ্রতিষ্ঠাস্তু সর্ব্বে রাজর্ষয়ো মতাঃ ॥ ৯১
অভিজাত্যা চ তপসা মন্ত্র-ব্যাহরণৈস্তথা।
এবং ব্রহ্মর্ষয়ঃ প্রোক্তা দিব্যা রাজর্ষয়স্তু যে ॥ ৯২
দেবর্ষয়স্তথান্যে চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
ভূতভব্যভবজ্‌জ্ঞানং সত্যাভিব্যাহৃতং তথা ॥৯৩
সম্বুদ্ধাস্তু স্বয়ং যে তু সম্বুদ্ধা যে চ বৈ স্বয়ম্।
তপসেহ প্রসিদ্ধা যে গর্ভে যে চ প্রণোদিতাঃ ॥
মন্ত্রব্যাহারিণো যে চ ঐশ্বর্য্যাৎ সর্ব্বগাশ্চ যে।

পুলহের, কুবের পুলস্ত্যের, অচল প্রত্যূষের, এবং পর্ব্বত ও নারদ কশ্যপের পুত্র। ইঁহারা দেবগণের নিকট গমন করেন বলিয়া দেবর্ষি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ৭৮—৮৮। মানব, বৈষয় ও ঐড়বংশে সম্ভূত রাজগণ, ইক্ষ্বাকুগণ ও নাভাগাদি নৃপগণ রাজর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা প্রজারঞ্জনার্থ পৃথিবীতে আসিয়া রাজর্ষি নামে খ্যাত হয়েন। ব্রহ্মর্ষিগণের ব্রহ্মলোকে, দেবর্ষিগণের দেবলোকে ও রাজর্ষিগণের ইন্দ্র লোকে প্রতিষ্ঠা হয়। প্রশস্তকুলে জন্ম, তপস্যা ও মন্ত্র পাঠাদিদ্বারা উঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি স্বর্গীয় ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কাল-ত্রয়ের জ্ঞান, সত্যবাদিতা, স্বয়ং উৎপত্তি ও স্বয়ং জ্ঞান বিদ্যমান এবং যাঁহারা তপস্যার জন্য প্রসিদ্ধ, যাঁহারা গর্ভবাস অবস্থায় প্রবোধিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং

ইত্যেতে ঋষিভির্যুক্তা দেবর্ষিরপাস্ত যে ॥ ৯৫
এতান্ ভাবানধীয়ানা যে চৈত ঋষয়ো মতাঃ।
সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৯৬
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃতো ঈশ্বরা দিব্যচক্ষুষঃ।
বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষ-ধর্ম্মাণো গোত্র-প্রবর্ত্তকাশ্চ যে ॥৯৭
ষট্‌কর্ম্মাভিরতা নিত্যং শালিনো গৃহমেধিনঃ।
তুল্যৈর্ব্যবহরন্তি স্ম অদৃষ্টৈঃ কর্ম্মহেতুভিঃ ॥ ৯৮
অগ্রাম্যৈর্বর্ত্তয়ন্তি স্ম রসৈশ্চৈব স্বয়ং কৃতৈঃ।
কুটুম্বিন ঋদ্ধিমন্তো বাহ্যান্তরনিবাসিনঃ ॥ ৯৯
কৃতাদিষু যুগাদ্যেষু সর্ব্বেষেব পুনঃপুনঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং ক্রিয়ন্তে প্রথমন্ত বৈ ॥ ১০০
প্রাপ্তে ত্রেতাযুগমুখে পুনঃ সপ্তর্ষয়স্ত্বিহ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি যে বর্ণানাশ্রমাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
তেষামেবান্বয়ে বীরা উৎপদ্যন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১০১
জায়মানে পিতা পুত্রে পুত্রঃ পিতরি চৈব হি।
এবং সমেত্যাবিচ্ছেদাদ্বর্ত্তন্ত্যা যুগক্ষয়াৎ ॥১০২
অষ্টাশীতিসহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্।
অর্য্যম্নো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ।
দারাগ্নিহোত্রিণস্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ॥১০৩
গৃহমেধিনাস্ত সংখ্যেয়াঃ শ্মশানা শ্রয়ন্তি যে।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে ॥ ১০৪
যে শ্রূয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয়ো হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তারো জায়ন্তে হ যুগক্ষয়ে ॥ ১০৫
এবমাবর্ত্তমানাস্তে দ্বাপরেষু পুনঃপুনঃ।
কল্পানাং ভাষ্যবিদ্যানাং নানাশাস্ত্রকৃতঃ ক্ষয়ে ॥১০৬
ভবিষ্যে দ্বাপরে চৈব দ্রৌণির্দ্বৈপায়নঃ পুনঃ।
বেদব্যাসো হ্যতীতেঽস্মিন্ ভবিতা সুমহাতপাঃ॥১০৭
ভবিষ্যন্তি ভবিষ্যেষু শাখাপ্রণয়নানি তু।
তস্মৈ তদ্ব্রহ্মণা ব্রহ্মা তপসা প্রত্যুষব্যয়ম্ ॥ ১০৮
তপসা কর্ম্ম সম্প্রাপ্তং কর্ম্মণা হি ততো যশঃ।
যশসা প্রাপ্য সত্যং হি সত্যেনাপ্তো হি চাব্যয়ঃ ॥
অব্যয়াদমৃতং শুক্রমমৃতাৎ সর্ব্বমেব হি।
ধ্রুবমেকাক্ষরমিদং স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণাচ্চৈব তদ্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥ ১১০

অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যবলে যাঁহারা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ, সেই দেব, দ্বিজ ও রাজগণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। সপ্তঋষি সপ্তগুণে ভূষিত হইয়া সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁরা দীর্ঘায়ু, মন্ত্রকারী, ঈশ্বর, দিব্য দৃষ্টিবিশিষ্ট, বোধবান্, প্রত্যক্ষধর্ম্মা, গোত্রপ্রবর্ত্তক, যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম-নিরত, গৃহমেধী, দুষ্কর্ম্মে লজ্জাশীল, এবং কর্ম্ম জন্য তুল্য অদৃষ্টবশে ব্যবহার এবং স্বয়ংকৃত অগ্রাম্য রসে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ইহাঁদের কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব বহু ইহাঁরা সমৃদ্ধিমান্ ও বাহ্যান্তরবাসী। ইহাঁরাই বারবার সত্যাদিযুগাদিকালে অগ্রে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করেন। ত্রেতাযুগ আসিলে সপ্তর্ষিগণ পুনর্ব্বার বর্ণ ও আশ্রম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই বংশে বীর সকল বারবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিতা পুত্রে এবং পুত্র পিতাতে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপে জন্মের অবিচ্ছিন্নতা হেতু তাঁহারা যুগক্ষয় কালাবধি বর্ত্তমান থাকেন। গৃহমেধীদিগের সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র। যাঁহারা অর্য্যমার দক্ষিণে পিতৃযান আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্রী ও দারপরিগ্রাহী, ইহারাই প্রজা উৎপাদনের মূল অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী শ্মশান আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। উত্তরায়নকালে সকলেই বিনষ্ট হন। যে ঊর্দ্ধরেতা স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়, তাঁহারা পুনরায় যুগক্ষয়কালে মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে দ্বাপরযুগে বারবার গমনাগমন করিয়া যুগক্ষয়কালে কল্পবিদ্যা ও ভাষ্যবিদ্যা প্রণয়ন করিয়া থাকেন। ভবিষ্য দ্বাপরে দ্রৌণি ও তাহা অতীত হইলে সুমহাতপাঃ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইবেন। ৮৯—১০৭। সমস্ত ভবিষ্যযুগে বেদের শাখাসমূহ প্রণীত হইবে। সে জন্য বেদরূপ ব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্ম এবং তপস্যা দ্বারা অব্যয় প্রাপ্ত হয়। তাহারা ক্রমে এই রূপ তপস্যায় কর্ম্ম, কর্ম্মে যশঃ, যশে সত্য, সত্যে অব্যয়, অব্যয়ে অমৃত এবং অমৃতে সমস্তই লাভ করিয়া থাকেন। ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম আত্মাতেই ব্যবস্থিত। বৃহত্ত্ব ও বৃদ্ধত্ব হেতু "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত হইয়া

প্রণবাবস্থিতং ভূয়ো ভূর্ভুবঃ স্বরিতি স্মৃতম্ ।
ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্ব-রূপিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১১
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎকারণসংজ্ঞিতম্ ।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১১২
অগাধাপরমক্ষয্যং জগৎসম্মোহনালয়ম্ ।
সপ্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্ ॥ ১১৩
সাংখ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনঃ ।
যত্তদব্যক্তমমৃতং প্রকৃতির্ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥ ১১৪
প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহ্যং সত্ত্বঞ্চ শব্দ্যতে ।
অবিভাগস্তথা শুক্রমক্ষরং বহুবাচকম্ ।
পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ ॥ ১১৫
কৃতে পুনঃ ক্রিয়া নাস্তি কুত এবাকৃতক্রিয়া ।
সকৃদেব কৃতং সর্ব্বং যদ্বৈ লোকে কৃতাকৃতম্ ॥
শ্রোতব্যং বৈ শ্রুতং বাপি তথৈবাসাধুসাধুতা ।
জ্ঞাতব্যঞ্চাথ মন্তব্যং দ্রষ্টব্যং ভোজ্যমেব চ ।
দ্রষ্টব্যঞ্চাথ শ্রোতব্যং জ্ঞাতব্যং বাথ কিঞ্চন ॥ ১১৭
দর্শিতং যদনেনৈব জ্ঞানং তদ্বৈ সুরর্ষিণাম্ ।
যদ্বৈ দর্শিতবানেষু কস্তদন্বেষ্টুমর্হতি ।
সর্ব্বাণি সর্ব্বান্ সর্ব্বাশ্চ ভগবানেব সোঽব্রবীৎ
যদা যৎ ক্রিয়তে যেন তদা তৎ সোঽভিমন্যতে ।
যেনেদং ক্রিয়তে পূর্ব্বং তদন্যেন বিভাবিতম্ ॥
যদা তু ক্রিয়তে কিঞ্চিৎ কেনচিৎ বাঙ্ময়ং কচিৎ ।
তেনৈব তৎকৃতং পূর্ব্বং কর্ত্তৃণাং প্রতিভাতি বৈ ॥
বিরক্তশ্চাবিরক্তশ্চ জ্ঞানাজ্ঞানে প্রিয়াপ্রিয়ে ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মৃত্যুশ্চামৃতমেব চ ।
ঊর্দ্ধস্তির্য্যগধোভাগস্তথৈবাদৃষ্টকারণম্ ॥ ১২১
স্বায়ম্ভুবোঽথ জ্যেষ্ঠস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
প্রত্যেকবিদ্যস্তবতি ত্রেতাস্বিহ পুনঃপুনঃ ॥ ১২২
ব্যস্যতে হ্যেকবিদ্যস্তদ্বাপরেষু পুনঃপুনঃ ।
ব্রহ্মা চৈতদুবাচাদৌ তস্মিন্ বৈবস্বতেঽন্তরে ॥
আবর্ত্তমানা ঋষয়ো যুগাখ্যাসু পুনঃপুনঃ ।
কুর্ব্বন্তি সংহিতা হ্যেতে জায়মানাঃ পরস্পরম্ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি শ্রুতর্ষীণাং স্মৃতানি বৈ ।

থাকে। ব্রহ্ম প্রণবে অবস্থিত, আবার তাহারই নাম 'ভূঃ-ভুব-স্বঃ' সেই ব্রহ্ম ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদরূপী, তাঁহাকে নমস্কার করি। জগতের উদ্ভব ও প্রলয় ব্যাপারে তিনিই কারণ এবং তিনি মহত্তত্ত্বের পরম গুহ্য কারণ, আমি সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি অগাধ পরাৎপর ও অক্ষয়, যিনি স্বকীয় মায়ায় জগৎ সম্মোহনের কারণ, যিনি সপ্রকাশ ও প্রবৃত্তিবশে পুরুষার্থ-সাধনের প্রয়োজন, যিনি সাংখ্যজ্ঞানশালী ব্যক্তিগণের নিষ্ঠাস্বরূপ, যিনি শম ও দমাবলম্বী জনগণের গতিস্বরূপ, যিনি অব্যক্ত, অমৃত, নিত্যপ্রকৃতি, ব্রহ্ম, প্রধান, আত্মযোনি, গুহ্য, সত্ত্ব অবিভাগ্য, অক্ষর ও শুক্র প্রভৃতি শব্দ- বাচ্য, সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ১০৮—১১৭। সত্য-যুগে ক্রিয়া নাই, তবে ক্রিয়ার কারণ সম্ভব হয় কিরূপে ? যাহা লোকে কৃত ও অকৃতরূপে ব্যবহৃত, তাহা একবারই করা হইয়াছে। যাহা শ্রুত ও শ্রোতব্য, অসাধুতা ও সাধুতা এবং যাহা জ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য, ভোজ্য, দ্রষ্টব্য, ও জ্ঞাতব্য এবং যাহা বেদবিদিগের জ্ঞান, সে সকলই এই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে; অন্য কোন লোক ইঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে ? বিশ্ব মধ্যে ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত তিনিই স্থির করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যেখানে যখন যাহা করিতেছে, সে সকলই তিনি জানিতে পারিতেছেন, পূর্ব্বে তিনিই যাহা করিয়াছেন, তাহাই অপর ব্যক্তি বুদ্ধিবশে প্রকাশ করিতেছে। কোন জন কোথাও শাস্ত্রপ্রণয়ন করে, তাহা যেন পূর্ব্বেই তিনি প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপই প্রতিভাত হয়। বিরাগ ও অবিরাগ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও মুক্তি, ঊর্দ্ধ তির্য্যক্, অধোভাগ ও অদৃষ্ট তিনি এই সকলেরই কারণ। ত্রেতা যুগসমূহে জ্যেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব পর-মেষ্ঠী ব্রহ্মার বারম্বার এক বিদ্যা হয়, দ্বাপরযুগ-সকলে সেই একবিদ্যা বারম্বার বিভক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিতে এই সকল কহিয়াছেন। ঋষিগণ যুগে যুগে বারম্বার জন্ম লইয়া এই সকল সংহিতা প্রণয়ন করেন। বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিগণের সংখ্যা অষ্টাশীতি

তা এব সংহিতা হেতে আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ॥
শ্রিতা দক্ষিণপন্থানং যে শ্মশানানি ভেজিরে।
যুগে যুগে তু তাঃ শাখা ব্যস্যন্তে তৈঃ পুনঃ পুনঃ॥
দ্বাপরেষ্বিহ সর্ব্বেষু সংহিতাশ্চ শ্রুতর্ষিভিঃ।
তেষাং গোত্রেম্বিমাঃ শাখা ভবন্তীহ পুনঃ পুনঃ।
তাঃ শাখাস্তত্র কর্ত্তারো ভবন্তীহ যুগক্ষয়াৎ॥১২৭
এবমেব তু বিজ্ঞেয়ং ব্যতীতানাগতেম্বিহ।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু শাখা-প্রণয়নানি বৈ॥ ১২৮
অতীতানি অতীতেষু বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেষু চ।
ভবিষ্যাণি চ যানি স্যুর্বর্ণ্যন্তেঽনাগতেম্বপি॥ ১২৯
পূর্ব্বেণ পশ্চিমং জ্ঞেয়ং বর্ত্তমানেন চোভয়ম্।
এতেন ক্রমযোগেণ মন্বন্তরবিনিশ্চয়ঃ॥ ১৩০
এবং দেবাশ্চ পিতর ঋষয়ো মনবশ্চ যে।
মন্ত্রৈঃ সহোর্দ্ধং গচ্ছন্তি হ্যাবর্ত্তন্তে চ তৈঃ সহ॥
জনলোকাৎ সুরাঃ সর্ব্বে পঞ্চকল্পাৎ পুনঃপুনঃ।
পর্য্যাপ্তকালে সম্প্রাপ্তে সম্ভূতা নৈব নষ্ট তু॥১৩২
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন সম্বধ্যন্তে তদা তু তে।
ততস্তে দোষবজ্জন্ম পশ্যন্তো রাগপূর্ব্বকম্॥ ১৩৩
নিবর্ত্ততে তদাবৃত্তিস্তেষামাদোষদর্শনাৎ।
এবং দেবযুগানীহ দশ কৃত্বা নিবর্ত্ততে॥ ১৩৪
জনলোকাত্তপোলোকং গচ্ছন্তীহানিবর্ত্তনম্।
এবং দেবযুগানীহ ব্যতীতানি সহস্রশঃ॥ ১৩৫
নিধনং ব্রহ্মলোকে বৈ গতানি মুনিভিঃ সহ।
ন শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ তেষাং বক্তুং সবিস্তরাম্।
অনাদিত্বাচ্চ কালস্য অসংখ্যানাচ্চ সর্ব্বশঃ॥১৩৭
মন্বন্তরাণ্যতীতানি যানি কল্পৈঃ পুরা সহ।
পিতৃভির্মুনিভির্দেবৈঃ সার্দ্ধং সপ্তর্ষিভিশ্চ বৈ।
কালেন প্রতিসৃষ্টানাং যুগানাঞ্চ নিবর্ত্তনম্।
এতেন ক্রমযোগেণ কল্পমন্বন্তরাণি তু।
সপ্রজানি ব্যতীতানি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১৩৯
মন্বন্তরান্তে সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ॥ ১৪০
ন শক্যমানুপূর্ব্ব্যেণ বক্তুং বর্ষশতৈরপি।

সহস্র। তাঁহাদের সংহিতাই যুগে যুগে আবার আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের দক্ষিণপথ অবলম্বনে যাঁহারা শ্মশান আশ্রয় করেন, তাঁহারাই যুগে যুগে বারম্বার শাখা বিভাগ করিয়া থাকেন। সমস্ত দ্বাপর যুগেই বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিগণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাঁহাদিগের গোত্র পরম্পরাতেই সমস্ত বেদশাখা বারবার প্রবর্ত্তিত হয়। তথায় তদ্গোত্রীয় ঋষিগণ যুগক্ষয়ের পর সেই সেই শাখা বিভাগ করেন। যাবতীয় অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরেই এইরূপ শাখা-বিভাগ হয়। অতীত ও বর্ত্তমান মন্বন্তরে অতীত শাখাগুলি এবং অনাগত মন্বন্তরে ভবিষ্যৎ শাখাসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বের সহিত পশ্চিম এবং বর্ত্তমানের সহিত ঐ উভয় প্রবর্ত্তিত হয়, এইরূপ ক্রমযোগে মন্বন্তর নিশ্চয় হইয়া থাকে। ১১৮—৩০। এইরূপে দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনুগণ বেদমন্ত্রের সহিত ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং সেই সকলের সহিত পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম লয়েন। সুরগণ পঞ্চকল্পের পর যোগ্যকালে জনলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট-ফলে সম্বদ্ধ হয়েন; পরে অনুরাগপূর্ব্বক আপনাদের দোষসংপৃক্ত জন্ম দর্শন করেন, দোষদর্শনের পর তাঁহাদের বারম্বার জন্ম নিবৃত্তি হয়। দশযুগ যাবৎ এইরূপ করিয়া নিবৃত্তি পাইয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহারা জনলোক হইতে তপোলোকে প্রস্থান করেন। তখন আর এখানে জন্ম লইতে হয় না। এইরূপে সহস্র সহস্র দেবযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। দেবগণ যখন মুনিগণ সহ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তখন দেবযুগ নিবৃত্তি পায়। কাল অনাদি ও অসংখ্যেয়, এই জন্য পূর্ব্বকল্প এবং পিতৃগণ, মুনি ও সপ্তর্ষি প্রভৃতির সহিত যে সকল যুগ চলিয়া গিয়াছে, তৎসমস্তের বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। কালযোগেই প্রতিসৃষ্টি ও যুগসকলের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রম অনুসারেই যাবতীয় প্রজার সহিত শত শত ও সহস্র সহস্র কল্প মন্বন্তর অতীত হইয়া গিয়াছে। মন্বন্তরের পর প্রলয়, তৎপরে দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের উদ্ভব হইয়া থাকে। সৃষ্টি

বিস্তরস্তু নিসর্গস্থ সংহারস্থ চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৪১
মন্বন্তরস্থ সংখ্যা তু মানুষেণ নিবোধত ॥ ১৪২
দেবতানামৃষাণাঞ্চ সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ।
ত্রিংশৎ কোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়াঃ দ্বিজৈঃ ॥ ১৪৩
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সোঽধিকান্ বিন
মন্বন্তরস্থ সংখ্যৈষা মানুষেণ প্রকীর্ত্তিতা।
বৎসরেণৈব দিব্যেন প্রবক্ষ্যাম্যন্তরং মনোঃ ॥১৪৫
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্।
দ্বিপঞ্চাশত্তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু ॥ ১৪৬
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কাল আভূতসংপ্লবঃ।
পূর্ণং যুগসহস্রং স্যাত্তদহর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ১৪৭
তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি দগ্ধান্যাদিত্যরশ্মিভিঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সহ দেবর্ষিদানবৈঃ।
প্রবিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১৪৮
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানি কল্পাদিষু পুনঃপুনঃ।
ইত্যেষ স্থিতিকালো বৈ মনোর্দেবর্ষিভিঃ সহ ॥
সর্ব্বমন্বন্তরাণাং বৈ প্রতিসন্ধিং নিবোধত।
যুগাখ্যা যা সমুদ্দিষ্টা প্রাগেব যস্মিন্ ময়া তব ॥১৫০
কৃতত্রেতাদিসংযুক্তং চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
তদেকসপ্ততিগুণং পরিবৃত্তন্তু সাধিকম্।
মনোরেকমথৈকারং প্রোবাচ ভগবান্ প্রভুঃ ॥১৫১
এবং মন্বন্তরাণান্তু সর্ব্বেষামেব লক্ষণম্।
অতীতানাগতানাং বৈ বর্ত্তমানেন কীর্ত্তিতম্ ॥১৫২
ইত্যেষ কীর্ত্তিতঃ সর্গো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্থ হ।
প্রতিসন্ধিন্তু বক্ষ্যামি তস্থ বৈ চাপরস্থ তু ॥ ১৫৩
মন্বন্তরং যথাপূর্ব্বমৃষিভির্দেবতৈঃ সহ।
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন যথাতদ্বৈ নিবর্ত্ততে ॥ ১৫৪
অস্মিন্ মন্বন্তরে পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরাস্তু যে ॥
সপ্তর্ষয়শ্চ দেবাস্তে পিতরো মনবস্তথা।
মন্বন্তরস্থ কালে তু সম্পূর্ণে সাধকাস্তথা ॥ ১৫৫
ক্ষীণাধিকারাঃ সংবৃত্তা বুদ্ধ্বা পর্য্যায়মাত্মনঃ।
মর্ত্ত্যলোকায় তে সর্ব্বে উন্মুখা দধিরে গতিম্ ॥১৫৬
ততো মন্বন্তরে তস্মিন্ প্রক্ষীণা দেবতাস্তু তাঃ।

ও প্রলয়ের বিস্তৃত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে শত বর্ষেও পারা যায় না। সম্প্রতি মনুষ্য, ঋষি ও দেব পরিমাণে মন্বন্তরের সংখ্যা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সংখ্যাবিষয়ে বিশারদ দ্বিজগণ বলেন যে, দেব-পরিমাণের ত্রিংশৎ কোটি মন্বন্তর, ঋষি পরিমাণের সপ্তষষ্টি নিযুত মন্বন্তর, মানুষপরিমাণের বিংশতি সহস্র মন্বন্তর সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধুনা দিব্য বৎসর দ্বারা মন্বন্তর পরিমাণ বলিব, শ্রবণ করুন।১৩১—১৪৫ দিব্যসংখ্যায় অষ্টশত সহস্র, অন্য সকল দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক মন্বন্তর পরিমাণ জানিবেন। ইহার চতুর্দ্দশ গুণ প্রলয়কাল। পূর্ণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন, তখন সূর্য্যরশ্মিতে সমস্ত জীব দগ্ধ হইলে দেব, ঋষি ও দানবেরা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া দেবদেব মহাদেবের সমীপে গমন করিয়া থাকেন। কল্পের আদিকালে তিনিই নিখিল ভূতের সৃষ্টি করেন। এই আমি দেব ও ঋষিগণের সহিত মনুর স্থিতিকাল বর্ণন করিলাম। অধুনা সমস্ত মন্বন্তরের প্রতিসন্ধিকাল শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট যে যুগের বিষয় কহিয়াছি, যাহা সত্যত্রেতাদি-সমন্বিত হইয়া চতুর্যুগ নামে অভিহিত হয়, তাহাকে একসপ্ততি গুণ করিলে যত পরিমিত সময় হয়, তাহাই এক মনুর অধিকার কাল বলিয়া জানিবেন। ভগবান্ প্রভু এই কথা কহিয়াছেন। সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান মন্বন্তরের ইহাই লক্ষণ। এই আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সৃষ্টি কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা তাহার এবং অপর মন্বন্তরের প্রতিসন্ধি কহিব, শ্রবণ করুন। ঋষি ও দেবগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনের সহিত মন্বন্তর নিবৃত্ত হয়। পূর্ব্বে এই মন্বন্তরে যে সকল সপ্তর্ষি, দেব, পিতৃ ও মনু ত্রৈলোক্যের অধিপতি ছিলেন, মন্বন্তর সম্পূর্ণ হইলে কার্য্যসাধনের পর তাঁহাদের অধিকার ক্ষীণ হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা নিজের পর্য্যায় বুঝিয়া মর্ত্ত্যলোকের প্রতি উন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধে গিয়া থাকেন। তৎপরে সেই মন্বন্তরে দেবতাগণ অত্যন্ত ক্ষীণ

সম্পূর্ণে স্থিতিকালে তু তিষ্ঠত্যেকং কৃতং যুগম্॥
উৎপদ্যন্তে ভবিষ্যাশ্চ যাবন্মন্বন্তরেশ্বরাঃ।
দেবতাঃ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনুরেব চ॥ ১৫৮
মন্বন্তরে তু সম্পূর্ণে যদ্যন্তদৃষ্টৈ কলের্যুগে।
সম্পদ্যতে কৃতং তেষু কলিশিষ্টেষু বৈ তদা॥১৫৯
যথা কৃতস্য সন্তানঃ কলিপূর্ব্বঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
তথা মন্বন্তরান্তেষু [illegible]দির্মন্বন্তরস্য চ॥ ১৬০
ক্ষীণে মন্বন্তরে পূর্ব্বে প্রবৃত্তে চাপরে পুনঃ।
মুখে কৃতযুগস্যাথ তেষাং শিষ্টাস্ত যে তদা॥ ১৬১
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব কালাবেক্ষাস্ত যে স্থিতাঃ।
মন্বন্তরব্যবস্থার্থং সন্তত্যর্থঞ্চ সর্ব্বশঃ।
পূর্ব্ববৎ সম্প্রবৃত্তেষু উৎপন্নাস্বোষধীষু চ।
দ্বন্দ্বেষু সম্প্রবৃত্তেষু উৎপন্নাস্বোষধীষু চ।
প্রজাসু সনিকেতাসু সংস্থিতাসু ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
বার্ত্তায়াস্ত প্রবৃত্তায়াং সদ্ধর্ম্মে ঋষিভাবিতে।
নিরানন্দে গতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে॥১৬৩
অগ্রামনগরে চৈব বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতে।
পূর্ব্বমন্বন্তরে শিষ্টে যে ভবন্তীহ ধার্ম্মিকাঃ।
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব সন্তানার্থং ব্যবস্থিতাঃ॥১৬৪
প্রজার্থং তপতাস্তেষাং তপঃ পরমদুশ্চরম্।
উৎপদ্যন্তীহ সর্ব্বেষাং নিধনেষ্বিহ সর্ব্বশঃ॥ ১৬৫
দেবাসুরাঃ পিতৃগণা মুনয়ো মনবস্তথা।
সর্পা ভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ॥১৬৬
ততস্তেষাস্ত যে শিষ্টাঃ শিষ্টাচারান্ প্রচক্ষতে।
সপ্তর্ষয়ো মনুশ্চৈব আদৌ মন্বন্তরস্য হ।
প্রারভন্তে চ কর্ম্মাণি মনুষ্যা দৈবতৈঃ সহ॥ ১৬৭
মন্বন্তরাদৌ প্রাগেব ত্রেতাযুগমুখে ততঃ।
পূর্ব্বং দেবস্ততস্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মে তু সর্ব্বশঃ॥
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ গত্বানন্যস্ত বৈ ততঃ।
পিতৃণাং প্রজয়া চৈব দেবানামিজ্যয়া তথা॥ ১৬৯
শতং বর্ষসহস্রাণি ধর্ম্মে বর্ণাত্মকে স্থিতাঃ।
ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিং ধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমাংস্তথা।
স্থাপয়িত্বাশ্রমাংশ্চৈব স্বর্গায় দধিরে মতীঃ॥ ১৭০

হয়েন; সম্পূর্ণ স্থিতিকালে একমাত্র সত্যযুগ কাল থাকেন; তদনন্তর ভবিষ্য মন্বন্তরের অধীশ্বর দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনু জন্মিয়া থাকেন। ১৪৬—১৫৮। মন্বন্তরকালে কলিকাল সম্পূর্ণ হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা সত্যযুগের আদিম বলিয়া কথিত হয়। যেমন কলির প্রজা সত্যযুগের প্রথম প্রজা বলিয়া উক্ত, তেমনি মন্বন্তর সকলের অন্তকালে অন্য মন্বন্তরের আদিম প্রজা বলিয়া গণ্য হয়। এক মন্বন্তর ক্ষীণ এবং অপর মন্বন্তর প্রবৃত্ত হইলে সত্য যুগের আদিতে তাঁহাদের অবশিষ্ট সপ্তর্ষিরাও মনু কাল অপেক্ষা করিয়া অপর মন্বন্তর প্রতীক্ষা করেন এবং সময় আসিলেই তাঁহারাও মন্বন্তরের ব্যবহার জন্য এবং প্রজা সকলের উৎপাদনের নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিলোকের কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তখন বারিবর্ষণদ্বারারব্ধ, শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখাদি প্রবৃত্ত এবং ওষধি সকল জন্মিলে প্রজা সকল কোথাও কোথাও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। ঋষিকৃত সদ্ধর্ম্ম ও বার্ত্তাশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইলে, চরাচরাদিরহিত বর্ণাশ্রমাদিবিহীন সামান্য গ্রাম ও নগরে লোক সকল নিরানন্দে অবস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বমন্বন্তরের শেষে যে সকল ধার্ম্মিক সপ্তর্ষি ও মনু সন্তানার্থ অবস্থিত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহারাই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবতা, অসুর, পিতৃগণ, মুনিগণ, সর্পগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। তৎপরে তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহারা শিষ্টাচার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মন্বন্তরের আদিতে সপ্তর্ষিগণও মনু, মনুষ্য ও দেবতাগণসহ ত্রৈলোক্যের কার্য্য আরম্ভ করেন। মন্বন্তরের আদিতে প্রথমেই ত্রেতাযুগের মুখভাগে অগ্রে দেবতা, তৎপরে সপ্তর্ষি মনু ও মনুষ্যগণ সকলে ধর্ম্মপথে অবস্থিত হইয়া থাকেন। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যে ঋষিগণের, সন্তানোৎপত্তিতে পিতৃগণের এবং যজ্ঞে দেবতাগণের ঋণ পরিশোধ হয়। তাহারা লক্ষ বৎসর বর্ণাত্মক ধর্ম্মে থাকিয়া ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং বর্ণাশ্রম ও ধর্ম্ম সংস্থাপনান্তে স্বর্গগমনে মানস করিয়া

পূর্ব্বং দেবেষু তেষেব স্বর্গায় প্রমুখেষু চ।
পূর্ব্বং দেবস্তুতস্তে বৈ স্থিতা ধর্ম্মেণ কৃৎস্নশঃ॥১৭১
মন্বন্তরে পরাবৃত্তে স্থানান্যুৎসৃজ্য সর্ব্বশঃ।
মন্ত্রৈঃ সহোর্দ্ধমৃচ্ছন্তি মহর্লোকমনাময়ম্॥ ১৭২
বিনিবৃত্তবিকারাস্তে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
অবেক্ষমাণা বশিনস্তিষ্ঠন্ত্যাভূতসংপ্লবম্॥ ১৭৩
ততস্তেষু ব্যতীতেষু সর্ব্বেষেতেষু সর্ব্বদা।
শূন্যেষু দেবস্থানেষু ত্রৈলোক্যেষু সর্ব্বশঃ।
উপস্থিতা ইহৈবান্যে দেবা যে স্বর্গবাসিনঃ॥ ১৭৪
ততস্তে তপসা যুক্তা স্থানান্যাপূরয়ন্তি বৈ।
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন চ সমন্বিতাঃ॥ ১৭৫
সপ্তর্ষীণাং মনোশ্চৈব দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
নিধনানীহ পূর্ব্বেষামাদিনা চ ভবিষ্যতা॥ ১৭৬
তেষামত্যন্তবিচ্ছেদ ইহ মন্বন্তরক্ষয়াৎ।
এবং পূর্ব্বানুপূর্ব্বেণ স্থিতিরেষানবস্থিতা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১৭৭
এবং মন্বন্তরাণাস্তু প্রতিসন্ধান-লক্ষণম্।
অতীতানাগতানাস্তু প্রোক্তং স্বায়ম্ভুবেন তু॥ ১৭৮
মন্বন্তরেষ্বতীতেষু ভবিষ্যাণাস্তু সাধনম্।
এবমত্যন্তবিচ্ছিন্নং ভবত্যাভূতসংপ্লবাৎ॥ ১৭৯
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
একান্ততস্তানি মহর্গতানি।
মহর্জ্জনশ্চৈব জনস্তপশ্চ
একান্তগানি স্ম ভবন্তি সত্যে॥ ১৮০
তদ্ভাবিনাং তত্র তু দর্শনেন
নানাত্বদৃষ্টেন চ প্রত্যয়েন।
সত্যে স্থিতানীহ তদা তু তানি
প্রাপ্তে বিকারে প্রতিসর্গকালে॥ ১৮১
মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি
যুঞ্জন্তি সত্যন্তু ততোঽপরান্তে।
ততোঽভিযোগাদ্বিষমপ্রমাণং
বিশন্তি নারায়ণমেব দেবম্॥ ১৮২

থাকেন। সেই দেবতাগণ প্রথমে স্বর্গগমনে অভিমুখ হইলে পর তাঁহারা ধর্ম্ম অনুসারে ক্রমে ক্রমে স্বর্গগমনে উন্মুখ হয়েন, পরে যখন মন্বন্তর পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাঁহারা সেই পূর্ব্বাবলম্বিত স্থান পরিত্যাগান্তে মন্ত্রের সহিত উপরিস্থিত মহর্লোকে গিয়া থাকেন। ১৫৯—১৭২। তখন তাঁহাদের যাবতীয় মানসিক বিকারই বিনষ্ট হয় এবং তাঁহারা আত্মসংযমনপূর্ব্বক সিদ্ধি-লাভান্তে প্রলয়কালের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে থাকেন। অনন্তর সেই সকল অতীত হইয়া ত্রিভুবনে দেবস্থানশূন্য হইলে সেই সকল স্বর্গবাসী দেবগণ পুনরায় ইহলোকে আগমন করেন। তখন তাঁহারা তপশ্চর্য্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়নাদিসমন্বিত হইয়া স্ব স্ব স্থান পূরণ করিয়া থাকেন। এই লোকে সপ্তর্ষি মনু, পিতৃগণ ও দেবগণের নিধন আদিক্রম অনুসারে সম্পন্ন হয়। ইহলোকে মন্বন্তর ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহাদের অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে, এইরূপে আনুপূর্ব্বিক ক্রম অনুসারে সমস্ত মন্বন্তরেই প্রলয়কাল যাবৎ তাঁহাদের স্থিতি হইয়া থাকে। এই আমি স্বায়ম্ভুব মনুবর্ণিত অতীত ও অনাগত মন্বন্তর সকলের প্রতিসন্ধির লক্ষণ বলিলাম। সকল মন্বন্তর অতীত হইলে ঐ সকলই ভাবী মন্বন্তরের সাধন এবং প্রলয়কালের পর তাহাদের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। মন্বন্তর সকলের সেইরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সেই সময়ের সমস্ত সামগ্রী একান্তক্রমে মহর্লোকে যায়, পরে ঐ ক্রমে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকে গমন করিয়া থাকে। সেই সেই মন্বন্তরকালে যে যে বস্তু জন্মে, সেই সেই সময়ে উপরি উল্লিখিত লোক সকলে অনুক্রমে সেই সেই বস্তু দেখা গিয়া থাকে, এবং তাহাদের নানাবিধত্ব দর্শন ও প্রত্যয় হয়, এই জন্য বোধ হয়, তখন সেই সকল সত্যলোকে অবস্থিত হয়, পরে প্রতিসর্গকালে যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন ইহলোকে আসিয়া জন্মিয়া থাকে। মন্বন্তরের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ সেই সময়ের সমস্ত সামগ্রী অপরান্তে অবসানকালে, সত্যলোক ত্যাগ করে, পরে অভিযোগবশে বিরাট্‌মূর্ত্তি নারায়ণে প্রবেশ করিয়া থাকে।

মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনেষু
চিরপ্রবৃত্তেষু বিধিস্বভাবাৎ।
ক্ষণং ন সং তিষ্ঠতি জীবলোকঃ
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ ॥ ১৮৩
ইত্যুক্তরাণ্যেবমৃষিস্তুতানাং
ধর্ম্মাত্মনাং দিব্যদৃশাং মনূনাম্।
বায়ুঃপ্রণীতান্যুপলভ্য দৃশ্যং
দিব্যোজসাং ব্যাসসমাসযোগৈঃ ॥ ১৮৪
সর্ব্বাণি রাজর্ষিসুরর্ষিমন্তি
ব্রহ্মর্ষি-দেবোরগবন্তি চৈব।
সুরেশসপ্তর্ষিপিতৃ-প্রজেশৈ-
র্যুক্তানি সম্যক্ পরিবর্ত্তনানি॥ ১৮৫
উদারবংশাভিজনদ্যুতীনাং
প্রকৃষ্টমেধাভিসমেধিতানাম্।
কীর্ত্তিদ্যুতিখ্যাতিভিরন্বিতানাং
পুণ্যং হি বিখ্যাপনমীশ্বরাণাম্ ॥ ১৮৬
স্বর্গীয়মেতৎ পরমং পবিত্রং
পুত্রীয়মেতচ্চ্যপরং রহস্যম্।
জপ্যং মহৎপর্ব্বসু চৈতদগ্র্যং
দুঃস্বপ্নশান্তিঃ পরমায়ুষেয়ম্ ॥ ১৮৭ ॥
প্রজেশ-দেবর্ষি-মনু-প্রধানাং
পুত্রপ্রসূতিং প্রথিতামজস্য।
মমাপি বিখ্যাপনসংযমায়
সিদ্ধিং জুষধ্বং সুমহেশতত্ত্বম্ ॥ ১৮৮
ইত্যেতদন্তরং প্রোক্তং মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥১৮৯

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুষঙ্গপাদে প্রজাপতিবংশানুকীর্ত্তনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শাংশপায়ন উবাচ।
ক্রমং মন্বন্তরাণাস্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
দৈবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যে চ তস্যান্তরে মনোঃ ॥১
সূত উবাচ।
মন্বন্তরাণাং যানি স্যুরতীতানাগতানি হ।
সমাসাদ্বিস্তরাচ্চৈব ব্রুবতো বৈ নিবোধত ॥ ২
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
উত্তমস্তামসশ্চৈব তথা রৈবতচাক্ষুষৌ।

মন্বন্তরনিচয়ের চিরপ্রবৃত্ত পরিবর্ত্তনে বিধিস্বভাববশতঃ ক্ষয় ও উদয় দ্বারা নিয়মিত হইয়া জীবলোক ক্ষণকালই অবস্থিত হয়। এইরূপে ঋষিস্তুত দিব্যজ্ঞান ও তেজোময় ধর্ম্মাত্মা মনুগণের বায়ু-প্রণীত উত্তরভাগই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্বন্তরসমূহের পরিবর্ত্তনকালে ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি, দেবর্ষি, দেবতা, উরগ, সুরেশ্বর, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি, পিতৃগণ ও রাজগণ এই সকলই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অতি উত্তম বংশজাত, দ্যুতিমান্, প্রকৃষ্ট মেধাবী, কীর্ত্তি, কান্তি ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রজেশ্বরদিগের নাম ও চরিত কীর্ত্তনে স্বর্গলাভ ও পুত্রলাভ হয়। এই উৎকৃষ্ট বংশানুকীর্ত্তন পর্ব্বে পর্ব্বে জপ করিলে দুঃস্বপ্ন নিবারিত ও পরমায়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। জন্ম-বিরহিত মহেশের এবং প্রজেশ্বর, দেবর্ষি ও মনু এই সুপ্রসিদ্ধ প্রধান ও পবিত্র বংশের চরিত কীর্ত্তন আমারও সিদ্ধিলাভার্থ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই মহেশতত্ত্ব ভজনায় সিদ্ধিলাভ কর। এই আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আনুপূর্ব্বিক বিষয়গুলি বিস্তার করিয়া বর্ণন করিলাম। ইহার পর কি বর্ণন করিব? বল। ১৭৩—১৮৯।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

শাংশপায়ন বলিলেন,—মন্বন্তরনিবহের এবং সেই সেই মন্বন্তরে যে যে দেবতাদি হন, তাঁহাদের ক্রম যথাযথরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন,—অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরনিচয়ের বিষয় সংক্ষেপ ও বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও

ষড়েতে মনবোঽতীতা বক্ষ্যাম্যষ্টাবনাগতান্ ॥ ৩
সাবর্ণাঃ পঞ্চ রৌচ্যশ্চ ভৌত্যো বৈবস্বতস্তথা।
বক্ষ্যাম্যেতান্ পুরস্তাত্তু মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ৪
মনবঃ পঞ্চ যেঽতীতা মানবাংস্তান্ নিবোধত।
মন্বন্তরং ময়া চোক্তং ক্রান্তং স্বায়ম্ভুবস্য হ ॥ ৫
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু।
প্রজাসর্গং সমাসেন দ্বিতীয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ৬
আসন্ বৈ তুষিতা দেবা মনুস্বারোচিষেঽন্তরে।
পারাবতাশ্চ বিদ্বাংসো দ্বাবেব তু গণৌ স্মৃতৌ ॥ ৭
তুষিতায়াং সমুৎপন্নাঃ ক্রতোঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ।
পারাবতাশ্চ শিষ্টাশ্চ দ্বাদশৌ তৌ গণৌ স্মৃতৌ।
ছন্দজাশ্চ চতুর্ব্বিংশদ্দেবাস্তে বৈ তদা স্মৃতাঃ ॥ ৮
বিবস্বাংশ্চ তথা গোপা দেবাঃ সাধ্যা যুগস্তথা।
অজশ্চ ভগবান্ দেবো দুরোণশ্চ মহাবলঃ ॥ ৯
আপশ্চাপি মহাবাহুর্ম্মহৌজাশ্চাপি বীর্য্যবান্।
চিকিত্বান নিভৃতো যশ্চ অংশো যশ্চৈব পঠ্যতে ॥
ইত্যেতে ক্রতুপুত্রাস্তু তদাসন্ সোমপায়িনঃ ॥ ১১
প্রচেতাশ্চৈব যো দেবো বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
সমঞ্জো বিশ্রুতো যশ্চ অজিহশ্চারিমর্দ্দনঃ ॥ ১২
অজিহ্মানমহীয়ানৌ বিদ্যাবন্তৌ তথৈব চ।
অজোবৌ চ মহাভাগৌ যবীয়শ্চ মহাবলঃ ॥ ১৩
হোতা যজ্বা চ ইত্যেতে পরাক্রান্তাঃ পরাবতাঃ।
ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্মনুস্বারোচিষেঽন্তরে ॥ ১৪
সোমপাস্তু তদা হ্যেতাশ্চতুর্ব্বিংশাদ্দেবতাঃ।
তেষামিন্দ্রস্তদা হ্যাসীদ্বৈধশ্চ লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৫
ঊর্জ্জো বশিষ্ঠপুত্রস্তু স্তম্ভঃ কাশ্যপ এব চ।
ভার্গবশ্চ তদা দ্রোণো ঋষভোঽঙ্গিরসস্তথা ॥ ১৬
পৌলস্ত্যশ্চৈব দত্তাত্রিরাত্রেয়ো নিশ্চলস্তথা।
পৌলহশ্চাশ্ববীরশ্চ এতে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭
চৈত্রঃ কবিরুতশ্চৈব কৃতান্তো বিভৃতো রবিঃ।
বৃহদ্গুহো নবশ্চৈব সুতাশ্চৈতে নব স্মৃতাঃ ॥ ১৮
মনোঃ স্বারোচিষস্যৈতে পুত্রা বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
পুরাণে পরিসংখ্যাতা দ্বিতীয়ঞ্চৈতদন্তরম্ ॥ ১৯
সপ্তর্ষয়ো মনুর্দেবাঃ পিতরশ্চ চতুষ্টয়ম্।
মূলং মন্বন্তরস্যৈতে তেষাঞ্চৈবান্তরে প্রজাঃ ॥ ২০
ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ।

চাক্ষুষ এই ছয়টী মনু অতীত হইয়াছে; অবশিষ্ট অষ্ট অনাগত মনুর বিষয় বর্ণন করিব। সাবর্ণ, পঞ্চ রৌচ্য, ভৌত্য ও বৈবস্বত এই সকলের বিষয় বৈবস্বত মনুর পরে বলিব। যে পঞ্চ মনু অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও বিষয় বলিব। আমি বলিয়াছি যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে স্বরোচিষ নামক মহাত্মা দ্বিতীয় মনুর প্রজাসৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিব। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা সকল এবং পারাবত ও বিদ্বান্ নামে দুইটি গণ বিদ্যমান ছিলেন। স্বারোচিষ ক্রতুর তুষিতা নাম্নী রমণীতে পারাবত সকল ও শিষ্ট সকল প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের দ্বাদশ দ্বাদশটী এবং ছন্দজ চতুর্ব্বিংশতিটী দেবগণ বিদ্যমান ছিলেন। বিবস্বান্, গোপ, দেবসাধ্য, যুগ, অজ, ভগবান্ দেব, দুরোণ, মহাবল আপ, মহাবাহু, মহৌজাঃ, বীর্য্যবান্, চিকিত্বান্, নিভৃত ও অংশ এই সকল ক্রতুসুতগণ সে কালে সোমপায়ী ছিলেন।

১—১১। প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, অরিমর্দ্দন, অজিহ, বিদ্যাবান্, অজিহ্মান, মহীয়ান্, মহাভাগ, অজোপবয়, মহাবল যবীয় এই সকল পরাক্রান্ত পারাবত হোতা ও যজ্বা, ইঁহারাই স্বারোচিষ মন্বন্তরের দেবতা। তৎকালে এই চতুর্ব্বিংশতি দেবতারাই সোমপায়ী হয়েন এবং লোকবিশ্রুত বৈধ তাঁহাদিগের ইন্দ্র ছিলেন। বশিষ্ঠতনয় ঊর্জ্জ, কশ্যপ, স্তম্ভবংশজ ভার্গব, দ্রোণ, অঙ্গিরস, ঋষভ, পৌলস্ত্য, দত্ত, অত্রি, আত্রেয়, নিশ্চল, পৌলহ, আশ্ববীর ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। চৈত্র কবিরুত, কৃতান্ত, বিভৃত, রবি, বৃহদ্গুহ ও নব এই কয়েকজন স্বারোচিষ মনুর বংশধর; ইঁহাদিগের সমস্তই পুরাণে দ্বিতীয় মন্বন্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সপ্তর্ষিগণ, মনু, দেবগণ ও পিতৃগণ এই চারিটিই মন্বন্তরের মূল। মন্বন্তরের প্রজাগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋষিগণের পুত্র দেবগণ, দেবগণের পুত্র পিতৃগণ এবং দেবগণের

ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২১
মনোঃ ক্ষত্রং বিশশ্চৈব সপ্তর্ষিভ্যো দ্বিজাতয়ঃ।
এতন্মন্বন্তরং প্রোক্তং সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ ॥ ২২
স্বায়ম্ভুবেন বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ স্বারোচিষস্য তু।
ন শক্যো বিস্তরস্তস্য বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
পুনরুক্তবহুত্বাত্তু প্রজানাং বৈ কুলে কুলে ॥ ২৩
তৃতীয়স্যথ পর্য্যায় উত্তমস্যান্তরে মনোঃ।
পঞ্চ চৈব গণাঃ প্রোক্তাস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত ॥
সুধামানশ্চ দেবাশ্চ যে চান্যে বংশকারিণঃ।
প্রতর্দ্দনাঃ শিবাঃ সত্যা গণা দ্বাদশ বৈ স্মৃতাঃ ॥২৫
সত্যো ধৃতির্দমো দান্তঃ ক্ষমঃ ক্ষামো ধৃতিঃ শুচিঃ
ঈষোর্জ্জশ্চ তথা জ্যেষ্ঠো বপুষ্মাংশ্চৈব দ্বাদশ।
ইত্যেতে নামভিঃ ক্রান্তাঃ সুধামানস্তু দ্বাদশ ॥ ২৬
সহস্রধারো বিশ্বাত্মা শমিতারো বৃহদ্বসুঃ।
বিশ্বধা বিশ্বকর্ম্মা চ মনস্বস্তো বিরাড়্যশাঃ ॥ ২৭
জ্যোতিশ্চৈব বিভাব্যশ্চ কীর্ত্তিতা বংশবর্দ্ধিনঃ।
অষ্টানাগ্নিভ্যো দেবো বসুর্দিক্ষো বিভাবসুঃ ॥ ২৮
দিনক্রতুঃ সুধর্ম্মা চ ধৃতবর্ম্মা যশস্বিনঃ।
কেতুমাংশ্চৈব ইত্যেতে কীর্ত্তিতাস্তু প্রতর্দ্দনাঃ ॥
হংসস্বরোঽহিহা চৈব প্রতর্দ্দনযশস্করৌ।
সুদানো বসুদানশ্চ সুমঞ্জসবিষাবুভৌ ॥ ৩০
জম্ভবাহো যতিশ্চৈব সুবিত্তঃ সুনয়স্তথা।
শিবা হ্যেতে তু বিজ্ঞেয়া যজ্ঞীয়া দ্বাদশাপরাঃ ॥ ৩১
সত্যানামপি নামানি নিবোধত যথাক্রমম্।
দিক্পতির্বাক্পতিশ্চৈব বিশ্বঃ শম্ভুস্তথৈব চ ॥ ৩২
স্বমৃড়ীকোঽধিপশ্চৈব বর্চ্চোধামুহ সর্ব্বশঃ।
বাসবশ্চ সদাশ্বশ্চ ক্ষেমানন্দো তথৈব চ ॥ ৩৩
সত্যা হ্যেতে পরিক্রান্তা যজ্ঞীয়া দ্বাদশাপরাঃ।
ইত্যেতা দেবতা হ্যাসন্নুত্তমস্যান্তরে মনোঃ ॥৩৪
অজশ্চ পরশুশ্চৈব দিব্যো দিব্যৌষধির্নয়ঃ।
দেবানুজশ্চাপ্রতিমো মহোৎসাহোশিজস্তথা ॥ ৩৫
বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সুবলঃ শুচিঃ।
উত্তমস্য মনোঃ পুত্রাস্ত্রয়োদশ মহাত্মনঃ।
এতে ক্ষত্রপ্রণেতারস্তৃতীয়ঞ্চৈতদন্তরম্ ॥ ৩৬
উত্তমে পরিসংখ্যাতঃ সর্গঃ স্বারোচিষেণ তু।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ তামসাৎ তান্নিবোধত ॥ ৩৭
চতুর্থে ত্বথপর্য্যায়ে তামসস্যান্তরে মনোঃ।
সত্যাঃ স্বরূপাঃ সুধিয়ো হরয়শ্চতুরো গণাঃ ॥৩৮

পুত্র ঋষিগণ, ইহাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিবে। ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ মনুর পুত্র, এবং দ্বিজগণ সপ্তর্ষিগণের পুত্র। এই আমি স্বারোচিষ-মন্বন্তরের বিষয় সংক্ষেপে বলিলাম, বিস্তৃত রূপে বলিলাম না। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দ্বারা স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ জানিবে, প্রজাগণের বিভিন্ন কুলে বহু পুনরুক্তি হয় বলিয়া শত বৎসরেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। উত্তম মনুর মন্বন্তর তৃতীয়, এই মন্বন্তরে পাঁচটিগণ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুধামাগণ, অপরাপর বংশধারী দেবগণ, প্রতর্দ্দনগণ, শিবগণ ও সত্যগণ, ইহাদের এক একটিগণ দ্বাদশটি দ্বারা হয়। ১২—২৫। সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম, ক্ষাম, ধৃতি, শুচি, ঈষ, ঊর্জ্জ, জ্যেষ্ঠ ও বপুষ্মান্ এই দ্বাদশটি সুধামাগণ। সহস্রধার, বিশ্বাত্মা, শমিতা, বৃহদ্বসু, বিশ্বধা, বিশ্বকর্ম্মা, মনস্বস্ত, বিরাট্‌যশাঃ, জ্যোতিঃ, বিভাব্য ও কীর্ত্তিমান্ এই দ্বাদশটিকে বংশকারী দেবগণ বলা হয়। বসু, দিক্ষ, বিভা-বসু, দিন, ক্রতু, সুধর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা, যশস্বী ও কেতুমান্, এই সকলকে লইয়া প্রতর্দ্দনগণ হয়। হংসস্বর, অহিহা, প্রতর্দ্দন, যশস্কর, সুদান, বসুদান, সুমঞ্জস, বিষ, জম্ভবাহ, যতি, সুবিত্ত, সুনয়, এই দ্বাদশটি যজ্ঞকর্ত্তা শিবগণ। দিক্পতি, বাক্পতি, বিশ্ব, শম্ভু, স্বমৃড়ীক, অধিক, বর্চ্চোধা, মুহ সর্ব্বশ, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেমানন্দ-ময় এই দ্বাদশজন যজ্ঞকারী, ইঁহারা উত্তম মন্বন্তরের দেবতা ছিলেন। অজ, পরশু, দিব্য, দিব্যৌষধি, নয়, দেবানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল ও শুচি এই ত্রয়োদশ জন মহাত্মা উত্তম মনুর পুত্র, ইঁহারা ক্ষত্রগণের নেতা, এই মন্বন্তর তৃতীয়। ইহার বিস্তার ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তামস মন্বন্তর হইতে জানিবেন। তামস মন্বন্তর চতুর্থ, ইহাতে সত্য, স্বরূপ, সুধী ও হরি এই চারিটিগণ বিদ্যমান। তামস,

পুলস্ত্যপুত্রস্য সুতাস্তামসস্যান্তরে মনোঃ।
গণস্তু তেষাং দেবানামেকৈকঃ পঞ্চবিংশকঃ॥৩৯
ইন্দ্রিয়াণাং শতং যদ্ধি মুনয়ঃ প্রতিজানতে।
সত্যপ্রাণাস্তু শীর্ষণ্যস্তমসশ্চৈবাষ্টমস্তথা।
ইন্দ্রিয়াণি তদা দেবা মনোস্তস্যান্তরে স্মৃতাঃ॥৪০
তেষাঞ্চ প্রভুর্দেবানাং শিবিরিন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে চৈব তান্নিবোধত সত্তমাঃ॥৪১
কাব্যো হর্ষস্তথা চৈব কাশ্যপঃ পৃথুরেব চ
আত্রেয়শ্চাগ্নিরিত্যেব জ্যোতির্ধামা চ ভার্গবঃ॥৪২
পৌলহো বনপীঠশ্চ গোত্রে বাসিষ্ঠ এব চ।
চৈত্রস্তথাপি পৌলস্ত্য ঋষয়স্তামসেঽন্তরে॥৪৩
জনুর্ষণ্ডস্তথা শান্তির্নরঃ খ্যাতির্ভয়স্তথা।
প্রিয়ভৃত্যো হ্যবক্ষিশ্চ পৃষ্টলোঢ়ো দৃঢ়োদ্যতঃ।
ঋতশ্চ ঋতবন্ধুশ্চ তামসস্য মনোঃ সুতাঃ॥৪৪
পঞ্চমে তথ পর্য্যায়ে মনোশ্চারিষ্ণবেঽন্তরে।
গণাস্তু সুসমাখ্যাতা দেবতানাং নিবোধত॥৪৪
অমৃতাভাভূতরজোবিকুণ্ঠাঃ সসুমেধসঃ।
চরিষ্ণোস্তু শুভাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য প্রজাপতেঃ।
চতুর্দশ চ চত্বারো গণাস্তেষাস্তু ভাস্বরাঃ॥৪৬
সত্রবিপ্রোঽগ্নিভাসশ্চ প্রাদ্যোতিষ্ঠামৃতস্তথা।
সুমতির্ধাবিরাবশ্চ বাচিনোদঃ স্রবাস্তথা॥৪৭
প্রবিরাশী চ বাদশ্চ প্রাশশ্চেতি চতুর্দশ।
অমৃতাভাঃ স্মৃতা হেতে দেবাশ্চারিষ্ণবেঽন্তরে॥৪৮
মতিশ্চ সুমতিশ্চৈব ঋতসত্যৌ তথৈব চ।
আবৃতির্বিরতিশ্চৈব মদো বিনয় এব চ॥৪৯
জেতা বিষ্ণুঃ সহশ্চৈব দ্যুতিমান্ স্রবসস্তথা।
ইত্যেতানীহ নামানি আভূতরজসাং বিদুঃ॥৫০
বৃষভেত্তা জয়ো ভীমঃ শুচির্দান্তো যশো দমঃ।
নাথো বিদ্বানজেয়শ্চ কৃশো গৌরো ধ্রুবস্তথা।
কীর্ত্তিতাস্তু বিকুণ্ঠা বৈ সুমেধাংস্তু নিবোধত॥৫১
মেধা মেধাতিথিশ্চৈব সত্যমেধাস্তথৈব চ।
পৃশ্নিমেধাল্পমেধাশ্চ ভূয়োমেধাদয়ঃ প্রভুঃ॥৫২
দীপ্তিমেধা যশোমেধা স্থিরমেধাস্তথৈব চ।
সর্ব্বমেধাশ্বমেধাশ্চ প্রতিমেধাশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
মেধাবান্ মেধহর্ত্তা চ কীর্ত্তিতাস্তু সুমেধসঃ॥৫৩
বিভুরিন্দ্রস্তদা হ্যাসীদ্বিক্রান্তপৌরুষঃ।
পৌলস্ত্যো বেদবাহুশ্চ যজুর্নামা চ কাশ্যপঃ॥৫৪
হিরণ্যরোমাঙ্গিরসো বেদশ্রীশ্চৈব ভার্গবঃ।
ঊর্দ্ধবাহুশ্চ বাসিষ্ঠঃ পর্জ্জন্যঃ পৌলহস্তথা।

মন্বন্তরে পুলস্ত্যের পুত্র সকল গণ, ইঁহাদের পঞ্চবিংশতিটি লইয়া এক এক গণ নিরূপিত আছে। মুনিগণ বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয় একশত, তন্মধ্যে প্রধান হইল সত্যপ্রাণগণ। তামস মন্বন্তরে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, তাঁহাদের প্রভু প্রতাপবান্ শিবি তৎকালে ইন্দ্র ছিলেন। তামস মন্বন্তরে ভৃগুবংশীয় হর্ষ, কশ্যপবংশীয় পৃথু, অত্রিবংশজ অগ্নি, ভার্গব, জ্যোতির্ধর্ম্মা, পৌলহ, বনপীঠ, বশিষ্ঠগোত্র চৈত্র ও পৌলস্ত্য ইহারা সকলে ঋষি ছিলেন।২৮—৪৩। জনুর্ষণ্ড, শান্তি, নর, খ্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষি, পৃষ্টলোঢ়, দৃঢ়োদ্যত, ঋত, ঋতবন্ধু ইঁহারা তামস মনুর তনয়। চারিষ্ণব বা রৈবত মন্বন্তর পঞ্চম, ইহাতে অমৃতাভ, ভূত-রজা, বিকুণ্ঠ ও সুমেধা এই চারিটি দেবগণ। ইহাতে বসিষ্ঠ প্রজাপতির পুত্র সকল ভাস্বর নামে চতুর্দ্দশ ও চারিটি গণ হয়েন। সত্রবিপ্র অগ্নিভাস, প্রদ্যোতিষ্ঠ, অমৃত, সুমতি, ধাবিরাব, বাচিনোদ, স্রবা, প্রবীরাশী, বাদ ও প্রাশ এই চতুর্দ্দশটি অমৃতাভগণ, ইঁহারাই চারিষ্ণব মন্বন্তরের দেবতা। মতি, সুমতি, ঋত, সত্য, আবৃতি, বিরতি, মদ, বিনয়, জেতা, বিষ্ণু, সহ, দ্যুতিমান্, স্রবস্ ইঁহারা আভূতরজোগণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। বৃষভেত্তা, জয়, ভীম, শুচি, দান্ত যশোদম, নাথ, বিদ্বান্ অজেয়, কৃশ, গৌর, ধ্রুব ইঁহারা বৈকুণ্ঠগণ। অধুনা সুমেধা-গণের কথা শ্রবণ করুন। মেধাঃ, মেধাতিথি, সত্যমেধাঃ পৃশ্নিমেধাঃ, অল্পমেধাঃ, ভূয়োমেধাঃ, দীপ্তিমেধাঃ, যশোমেধাঃ, স্থিরমেধাঃ, সর্ব্বমেধাঃ, অশ্বমেধাঃ, প্রতিমেধাঃ, মেধাবান্, মেধহর্ত্তা, ইঁহারা সুমেধাগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। প্রথিতপৌরুষ বিভু তাঁহাদিগের ইন্দ্র ছিলেন। পৌলস্ত্য, দেববাহু, কাশ্যপ, যজুঃ, আঙ্গিরস, হিরণ্যরোমা, ভার্গব, বেদশ্রী, বসিষ্ঠ

সত্যনেত্রস্তথাত্রেয় ঋষয়ো রৈবতান্তরে॥ ৫৫
মহাপুরাণসম্ভাব্যঃ প্রত্যঙ্গপরহা শুচিঃ।
বলবন্ধুর্নিরামিত্রঃ কেতুভৃঙ্গো দৃঢ়ব্রতঃ।
চরিষ্ণবস্য পুত্রাস্তে পঞ্চমস্যৈতদন্তরম্॥ ৫৬
স্বারোচিষোত্তমশ্চৈব তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বয়া হেতে চত্বারো মনবস্তথা॥ ৫৭
ষষ্ঠে খল্বথ পর্য্যায়ে দেবা যে চাক্ষুষেঽন্তরে।
আদ্যাঃ প্রসূতা ভাব্যাশ্চ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ।
মহানুভাবলেখাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ।
দিবৌকসঃ সর্গ এষ প্রো চ্যতে মাতৃনামভিঃ॥ ৫৮
অত্রেঃ পুত্রস্য নপ্তার আরণ্যস্য প্রজাপতেঃ।
গণাশ্চ তেষাং দেবানামেকৈকো হ্যষ্টকঃ স্মৃতঃ ৫৯
অন্তরীক্ষো বসুহরো হ্যতিথিশ্চ প্রিয়ব্রতঃ।
শ্রোতা মন্তা সুমন্তা চ আদ্যা হেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ
শ্যেনভদ্রস্তথা পশ্যঃ পদ্মনেত্রো মহাযশাঃ।
সুমনাশ্চ সুবেশাশ্চ রেবতঃ সুপ্রচেতসঃ।
দ্যুতিশ্চৈব মহাসত্ত্বঃ প্রসূতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬১
বিজয়ঃ সুজয়শ্চৈব মনোদ্যানৌ তথৈব চ।
সুমতিঃ সুপরিশ্চৈব বিজ্ঞাতোঽর্থপতিশ্চ যঃ।
ভাব্যা হেতে স্মৃতা দেবাঃ পৃথুকাংস্তু নিবোধত॥
অজিষ্ঠঃ শাক্যনো দেবো বাণপৃষ্ঠস্তথৈব চ।
শাঙ্করঃ সত্যধৃষ্ণুশ্চ বিষ্ণুশ্চ বিজয়স্তথা।
অজিতশ্চ মহাভাগঃ পৃথুকাস্তে দিবৌকসঃ॥৬৩
লেখাংস্তথা প্রবক্ষ্যামি ক্রুবতো মে নিবোধত।
মনোজবঃ প্রঘাসস্তু প্রচেতাস্তু মহাযশাঃ॥ ৬৪
বাতো ধ্রুবক্ষিতিশ্চৈব অদ্ভুতশ্চৈব বীর্য্যবান্।
অবনো বৃহস্পতিশ্চৈব লেখাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
মনোজবো মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রস্তদাভবৎ।
উন্নতো ভার্গবশ্চৈব হবিষ্মানঙ্গিরঃসুতঃ॥ ৬৬
সুধামা কাশ্যপশ্চৈব বাসিষ্ঠো বিরজস্তথা।
অতিমানশ্চ পৌলস্ত্যঃ সহিষ্ণুঃ পৌলহস্তথা।
মধুরাত্রেয় ইত্যেতে সপ্ত বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে॥ ৬৭
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কৃতিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব॥ ৬৮
অভিমন্যুশ্চ দশমো নাড্বলেয়া মনোঃ সুতাঃ।
চাক্ষুষস্য সুতা হেতে ষষ্ঠস্যৈব তদন্তরম্॥ ৬৯
বৈবস্বতেন সংখ্যাতস্তস্য সর্গো মহাত্মনঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ কথিতং বৈ ময়া দ্বিজাঃ॥৭০

ঊর্দ্ধবাহু, পৌলহ, পর্জন্য, আত্রেয়, সত্যনেত্র, ইহাঁরা রৈবত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি ছিলেন। মহাপুরাণ সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ পরহা, শুচি, বলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুভৃঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত ইহাঁরা চরিষ্ণব মনুর পুত্র, ইহাই পঞ্চম মন্বন্তর নামে কথিত। স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত এই চারি মনু প্রিয়ব্রতের অন্বয়জাত। চাক্ষুষ মন্বন্তর ষষ্ঠ, এই মন্বন্তরে আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক, মহানুভাব লেখ এই পঞ্চ দেবগণ, এই দেবসৃষ্টি মাতৃনামে কথিত। অত্রিপুত্র আরণ্য প্রজাপতির পৌত্রেরা দেবগণ, তাঁহাদের অষ্ট অষ্টটীতে এক এক গণ হয়। অন্তরীক্ষ, বসু হয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা ও সুমন্তা ইহারা আদ্যগণ, শ্যেনভদ্র, পশ্য, পদ্মনেত্র, মহাযশাঃ, সুমনাঃ, সুবেচাঃ, রেবত, সুপ্রচেতস, দ্যুতি ও মহাসত্ত্ব ইহাঁরা প্রসূতগণ নামে নিরূপিত। ৪৪—৬১। বিজয়, সুজয়, মন, উদ্যান, সুমতি, সুপরি, অর্থপতি, ইহারা ভাবগণ এবং অজিষ্ঠ, শাক্যন, দেব, বাণপৃষ্ঠ, শাঙ্কর, সত্যধৃষ্ণু, বিষ্ণু, বিজয়, মহাভাগ অজিত ইহাঁরা পৃথুকগণ। অধুনা লেখগণের কথা বলিব, শ্রবণ করুন। মনোজব, প্রঘাস, প্রচেতাঃ, বাত, ধ্রুবক্ষিতি, অদ্ভুত, অবন ও বৃহস্পতি ইহাঁরা লেখগণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সেই দেবগণের ইন্দ্র ছিলেন মহাবীর্য্য মনোজব। ভৃগুবংশীয় উন্নত, আঙ্গিরার পুত্র হবিষ্মান্, কশ্যপবংশীয় সুধামা, বাশিষ্ঠবংশীয় বিরজ, পুলস্ত্যবংশীয় অতিমান, পুলহবংশীয় সহিষ্ণু ও অত্রিবংশীয় মধু ইহাঁরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কৃতি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশজন চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ইহাই ষষ্ঠমন্বন্তর বলিয়া বিদিত হইবেন। সেই মহাত্মার সৃষ্টির কথা বৈবস্বত কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, উহা আমি সবিস্তার সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়াছি।

ঋষয় উচুঃ।
চাক্ষুষস্য তু দায়াদঃ সম্ভূতঃ কশ্যপান্বয়ে।
তস্যান্ববায়ে যেঽপ্যন্যে তন্নো ব্রূহি যথাতথম্ ॥৭১
সূত উবাচ।
চাক্ষুষস্য নিসর্গন্তু সমাসাচ্ছ্রোতুমর্হথ।
তস্যান্ববায়ে সম্ভূতঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭২
প্রজানাং পতয়শ্চান্যে দক্ষঃ প্রাচেতসস্তথা।
উত্তানপাদং জগ্রাহ পুত্রমত্রিঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭৩
দক্ষকস্তু পুত্রোঽস্য রাজা হ্যাসীৎ প্রজাপতেঃ
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা দত্তোঽত্রেঃ কারণং প্রতি ॥ ৭৪
মন্বন্তরমথাসাদ্য ভবিষ্যৎ চাক্ষুষস্য হ।
ষষ্ঠন্তদনুবক্ষ্যামি উপোদ্‌ঘাতেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৭৫
উত্তানপাদাচ্চতুরা সূনৃতা বিশুভাবিনী।
উৎপন্না চাধিধর্ম্মেণ ধ্রুবস্য জননী শুভা।
ধর্ম্মস্য পত্ন্যাং লক্ষ্ম্যাং বৈ উৎপন্না সা শুচিস্মিতা ॥
ধ্রুবঞ্চ কীর্ত্তিমন্তঞ্চ অয়স্মন্তং বসুন্তথা।
উত্তানপাদোঽজনয়ৎ কন্যে দ্বে চ শুচিস্মিতে।
মনস্বিনীং স্বরাঞ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ধ্রুবো বর্ষসহস্রাণি দশ দিব্যানি বীর্য্যবান্।
তপস্তেপে নিরাহারঃ প্রার্থয়ন্ বিপুলং যশঃ ॥ ৭৮
ত্রেতাযুগে তু প্রথমে পৌত্রঃ স্বায়ম্ভুবস্য সঃ।
আত্মানং ধারয়ন্ যোগাৎ প্রার্থয়ন্ সুমহদ্ যশঃ ॥
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো জ্যোতিষাং স্থানমুত্তমম্
আভূতসংপ্লবং হ্যন্যমস্তোদয়বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮০
তস্যাতিমাত্রামৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য হ।
দৈত্যাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমপ্যুশনা জগৌ ॥ ৮১
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যমহো শ্রুতমহো হুতম্।
স্থিতাঃ সপ্তর্ষয়ঃ কৃত্বা যদেনমুপরি ধ্রুবম্।
ধ্রুবে দিবং সমাসক্তমীশ্বরঃ স দিবস্পতিঃ ॥ ৮২
ধ্রুবাৎ পুষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ভূমিঃ সা সুষুবে নৃপৌ।
স্বাং ছায়ামাহ বৈ পুষ্টির্ভব নারী তু তাং বিভুঃ ॥
সত্যাভিব্যাহৃতে তস্য সদ্যঃ স্ত্রী সাভবত্তদা।
দিব্যসংহননা ছায়া দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ৮৪
ছায়ায়াং পুষ্টিরাধত্ত পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্।

ঋষিগণ বলিলেন, চাক্ষুষ মনুর দায়াদগণ কশ্যপ-বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহার বংশে পরম্পর যে যে ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তুমি আমাদিগের নিকট তৎসমস্ত কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন, চাক্ষুষ মন্বন্তরের সৃষ্টিবিবরণ সংক্ষেপে বলিব, শ্রবণ করুন। তাঁহার বংশে বেণ-পুত্র পৃথু, প্রজাপতি দক্ষ ও প্রাচেতসগণ জন্মিয়াছিলেন। প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। প্রজাপতি দক্ষের পুত্র রাজা হয়েন, স্বায়ম্ভুব মনু অত্রির নিমিত্ত তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি ভবিষ্যৎ ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তর অবলম্বন করিয়া উপোদ্‌ঘাত দ্বারা তৎসমস্ত বর্ণন করিব। ধর্ম্মের পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে কল্যাণদায়িনী শুচিস্মিতা সূনৃতা নাম্নী এক চতুরা কন্যা উৎপন্ন হয়েন। তিনিই উত্তান-পাদের সহধর্ম্মিণী ও ধ্রুবের জননী। উত্তান-পাদ সূনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, অয়স্মান্, ও বসু এই চারিটি পুত্র এবং মনস্বিনী ও স্বরা নামে দুইটী কন্যা উৎপাদন করেন। বীর্য্য-বান্ ধ্রুব বিপুল যশঃ প্রার্থনা করিয়া দিব্য দশসহস্র বর্ষ নিরাহার থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৬২—৭৮। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুব ত্রেতাযুগের আদিতে সুমহৎ যশঃ প্রার্থনা করিয়া যোগমার্গে আত্মসংযমন পুরঃসর দুশ্চর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপ্রলয় কাল জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্তহীন মনোহর স্থান দান করেন। দৈত্য ও অসুর-গণের আচার্য্য মহাত্মা শুক্র তাঁহার অতিমাত্র সমৃদ্ধি ও মহিমা দেখিয়া এই শ্লোক গান করিয়া-ছিলেন। অহো ধ্রুবের তপোবীর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও যজ্ঞানুষ্ঠান অতি আশ্চর্য্যকর! যেহেতু সপ্তর্ষি-গণও এই ধ্রুবকে আপনাদিগের উপরিভাগে রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন। ধ্রুব স্বর্গপতি ঈশ্বর হইয়া তথায় অবস্থিত আছেন। ধ্রুব ভূমিনাম্নী নিজ পত্নীতে পুষ্টি ও ভব নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন, এই দুই পুত্র পরে রাজা হইয়াছিলেন। কৃতিমান্ পুষ্টি ছায়াকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি আমার পত্নী হও। সত্যবাদী পুষ্টি সেই কথা কহিলে দিব্যাকৃতি রূপলাবণ্যবতী ছায়া মনোহর আভরণে ভূষিত

প্রাচীনগর্ভং বৃষকং বৃকঞ্চ বৃকলং ধৃতিম্॥ ৮৫
পত্নী প্রাচীনগর্ভস্য সুবর্চ্চা সুষুবে নৃপম্।
নাম্নোদারধিয়ং পুত্রমিন্দ্রো যঃ পূর্ব্বজন্মনি॥ ৮৬
সংবৎসরসহস্রান্তে সকৃদাহারমাহরৎ।
এবং মন্বন্তরং যুক্তমিন্দ্রত্বং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ॥ ৮৭
উদারধেঃ সুতং ভদ্রাজনয়ৎ সা দিবঞ্জয়ম্।
রিপুং রিপুঞ্জয়ং জজ্ঞে বরাঙ্গী সা দিবঞ্জয়াৎ॥ ৮৮
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্ব্বতেজসম্।
ব্যজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়ামরণ্যস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৯
মনোরজায়ন্ত দশ নড্বলায়াং শুভাঃ সুতাঃ।
কন্যায়াং বৈ মহাভাগ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ॥ ৯০
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টুদতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব।
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়াং মনোঃ সুতাঃ॥ ৯১
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্।
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্॥ ৯২
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত।
অপচারেণ বেণস্য প্রকোপঃ সুমহানভূৎ॥ ৯৩
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।
বেণস্য পাণৌ মথিতে সম্বভুব মহান্নৃপঃ।
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স ধন্বী কবচী জাতস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
পৃথুর্বৈণ্যঃ সর্ব্বলোকান্ ররক্ষ ক্ষত্রপূর্ব্বজঃ॥ ৯৫
রাজসূয়াভিষিক্তানামাদ্যঃ স বসুধাধিপঃ।
তস্য স্তবার্থমুৎপন্নৌ নিপুণৌ সূতমাগধৌ॥ ৯৬
তেনেয়ং গৌর্ম্মহারাজ্ঞা দুগ্ধা শস্যানি ধীমতা।
প্রজানাং বৃত্তিকামানাং দেবৈশ্চর্ষিগণৈঃ সহ॥
পিতৃভির্দানবৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
সর্ব্বৈঃ পুণ্যজনৈশ্চৈব বীরুদ্ভিঃ পর্ব্বতৈস্তথা॥ ৯৮
তেষু তেষু চ পাত্রেষু দুহ্যমানা বসুন্ধরা।
প্রাদাদ্যথেপ্সিতং ক্ষীরং তেন লোকাংস্ত্বধারয়ৎ॥

হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। প্রাচীনগর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল ও ধৃতি নামে পাঁচটি পাপশূন্য পুত্র, পুষ্টি ছায়ার গর্ভে উৎপাদন করেন। প্রাচীনগর্ভের পত্নী সুবর্চ্চা উদারধী নামে এক পুত্র প্রসব করেন, ইনি পরবর্ত্তিকালে রাজা হন। এই উদারধী পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন। ইনি সংবৎসর পরে একবার আহার সংগ্রহ করিতেন, এই জন্যই মন্বন্তরকালে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উদারধী ভদ্রা নাম্নী পত্নীতে দিবঞ্জয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দিবঞ্জয়ের ঔরসে বরাঙ্গী নাম্নী রমণী রিপু নামে এক পরন্তপ পুত্র প্রসব করেন। রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভে সর্ব্বতেজঃসম্পন্ন চাক্ষুষ জন্ম গ্রহণ করেণ। চাক্ষুষ মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণীতে মনু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভাগ বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে মনুর উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে দশটি কৃতিমান্ পুত্র জন্মে। ৮৯—৯১। উরু হইতে আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এই ছয়টী কৃতিমান্ পুত্র জন্মে। সুনীথা নাম্নী কামিনী অঙ্গের ঔরসে বেণ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই বেণের অত্যাচারে সমস্ত প্রজা বিপর্য্যস্ত হইলে ঋষিগণ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বেণের দক্ষিণ ভুজ মন্থন করেন। বেণের সেই দক্ষিণ বাহু হইতে বৈণ্য নামক মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই পৃথু নামে পৃথিবীতলে বিখ্যাত হয়েন। ইনি ধনুর্ব্বাণ ও কবচ পরিধান করত তেজে প্রজ্বলিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের প্রথম, ইহাঁ কর্ত্তৃক সমস্ত লোক রক্ষিত হইয়াছিল। সেই বসুধাপতি বৈণ্য রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত রাজগণের আদি। ইহাঁর স্তবের নিমিত্ত স্তোত্রনিপুণ সূত ও মাগধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই ধীমান্ মহারাজ পৃথু দেব, ঋষি, দানব, পিতৃ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বীরুধ ও পর্ব্বতাদিসহ মিলিয়া প্রজাদিগের আহারাদি বৃত্তির জন্য গোরূপধারিণী পৃথিবীর শস্যস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন। তাহাদের অভীপ্সিত সেই সেই পাত্রে পৃথিবীকে দোহন

ঋষয় ঊচুঃ।
বিস্তরেণ পৃথোর্জন্ম কীর্ত্তয়স্ব মহামতে।
যথা মহাত্মনা দুগ্ধা পূর্ব্বং তেন বসুন্ধরা॥ ১০০
যথা দেবৈশ্চ নাগৈশ্চ যথা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ।
যথা যক্ষৈঃ সগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্যথা পুরা॥ ১০১
তেষাং পাত্রবিশেষাংশ্চ দোগ্ধারং ক্ষীরমেব চ।
তথা বৎসবিশেষাংশ্চ তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্॥
যস্মিংশ্চ কারণে পাণির্বেণস্য মথিতঃ পুরা।
ক্রুদ্ধৈর্মহর্ষিভিঃ পূর্ব্বং তৎসর্ব্বং কথয়স্ব নঃ॥
সূত উবাচ।
বর্ণয়িষ্যামি বো বিপ্রাঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য সম্ভবম্।
একাগ্রাঃ প্রযতাশ্চৈব শুশ্রূষধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ॥
নাশুচেঃ নাপি পাপায় নাশিষ্যায়াহিতায় চ।
বর্ণয়েয়মিমং পুণ্যং নাব্রতায় কথঞ্চন॥ ১০৫
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
রহস্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং শৃণুয়াদ্যোঽনসূয়কঃ॥১৬
যশ্চেমং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য সম্ভবম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ন স শোচেৎ কৃতাকৃতম্।
গোপ্তা ধর্ম্মস্য রাজাসৌ বভূবাত্রিসমঃ প্রভুঃ॥১০৭
অত্রিবংশসমুৎপন্নো হ্যঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
যস্য পুত্রোঽভবদ্বেণো নাত্যর্থং ধার্ম্মিকস্তথা॥১০৮
জাতো মৃত্যুসুতায়াং বৈ সুনীথায়াং প্রজাপতিঃ।
স মাতামহদোষেণ বেণঃ কালাত্মজাত্মজঃ॥ ১০৯
স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামালোভে ব্যবর্ত্তত।
স্থাপনং স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাপেতং স পার্থিবঃ॥১১০
বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হ্যধর্ম্মে নিরতোঽভবৎ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ প্রজাস্তস্মিন্ প্রশাসতি।
আসন্ন চ পপুঃ সোমং হুতং যজ্ঞেষু দেবতাঃ॥
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যমিতি তস্য প্রজাপতেঃ।
আসীৎ প্রতিজ্ঞা ক্রূরেয়ং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে
অহমিজ্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্ব্বযজ্ঞে দ্বিজাতিভিঃ॥

করিলে তিনি যথেচ্ছ ক্ষীর প্রদান করেন, তাহাতেই তখন সমস্ত লোক জীবিকাবৃত্তি নির্ব্বাহ করে। ঋষিগণ বলিলেন, হে মহামতে! মহাত্মা পৃথুর জন্ম এবং তিনি পূর্ব্বে যেরূপে পৃথিবী দোহন করেন, তৎসমস্ত বিবরণ সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। তিনি পূর্ব্বে দেব, নাগ, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত যেরূপে যে যে পাত্রবিশেষে বসুন্ধরা দোহন করেন এবং তাহাতে কোন্ ব্যক্তি দোহনকর্ত্তা ও কোন্ ব্যক্তি বৎস হয় এবং কোন্ কোন্ বস্তু ক্ষীররূপে পরিণত হয়, তৎসমস্ত বর্ণন করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ করুন। আর পূর্ব্বে যে জন্য মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেণরাজের পাণি মথিত করেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, হে বেদজ্ঞ দ্বিজপ্রবরগণ! বেণপুত্র পৃথুর উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করিতেছি, আপনারা একাগ্র হইয়া সংযতমনে শ্রবণ করুন। আমি অশুচি, পাপিষ্ঠ, অহিতকারী, শিষ্যহীন ও ব্রতহীন ব্যক্তিদিগের নিকট এই পুণ্যকর পবিত্র কথা বলিব না। যে জন অসূয়াবিহীন হইয়া এই স্বর্গপ্রদ, পুণ্যকর, যশস্কর, আয়ুস্কর বেদসম্মিত ঋষিকথিত রহস্যকথা শ্রবণ করে এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কারান্তে শ্রবণ করায়, কার্য্যাকার্য্যের জন্য তাহাকে কখনও শোক করিতে হয় না। সেই কৃতিমান্ রাজা ধর্ম্মের রক্ষক ও মহর্ষি অত্রির সমান ছিলেন। ৯২—১০৭। অত্রিবংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাঁহারই পুত্র এই বেণ। তাদৃশ ধার্ম্মিক আর কেহই ছিল না। প্রজানাথ বেণ মৃত্যুসুতা সুনীথার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কালকন্যার অঙ্গজাত সেই মহীপতি মাতামহদোষে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া, স্বীয় লোভবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই রাজা সমস্ত ধর্ম্মময় কার্য্যই নিবারণ করিয়া বেদশাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্মে নিরত হইয়া স্থানে স্থানে অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজা সকল বেদ অধ্যয়ন ও বষট্কারযুক্ত সমস্ত যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে দেবতাগণ যজ্ঞসমূহে আহুত সোমপান করিতে পারিতেন না। বিনাশকাল উপস্থিত হওয়ায় বেণরাজা এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি কোন যাগ বা কোন

ময়ি যজ্ঞো বিধাতব্যো ময়ি হোতব্যমিত্যপি ॥
তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্।
উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখাস্তথা ॥ ১১৪
বয়ং দীক্ষাঃ প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরশতান্ বহূন্।
মা ধর্ম্মং বেণাকার্ষীস্ত্বং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১১৫
নিধনে চ প্রসূতোঽসি প্রজাপতিরসংশয়ঃ।
পালয়িষ্যে প্রজাশ্চেতি ত্বয়া পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতম্ ॥
তাংস্তথাবাদিনঃ সর্ব্বান্ ব্রহ্মর্ষীনব্রবীত্তদা।
স প্রহস্য তু দুর্ব্বুদ্ধিরিদং বচনকোবিদঃ ॥ ১১৭
স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া।
বীর্য্যশ্রুততপঃসত্যৈর্ময়া বা কঃ সমো ভুবি ॥ ১১৮
মহাত্মানমনূনং মাং যূয়ং জানীত তত্ত্বতঃ।
প্রভবঃ সর্ব্বলোকানাং ধর্ম্মাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১৯

হোম করিব না। দ্বিজগণ সমস্ত যজ্ঞে আমারই যজন ও পূজা করিবেন। আমার জন্যই যজ্ঞ ও হোম বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে। সেই বেণরাজা বেদ ও শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া অযোগ্য কার্য্যকলাপে প্রবৃত্ত হইলে, মরীচি প্রভৃত মহর্ষিরা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে বেণরাজ! বহুশত সম্বৎসর-ব্যাপী দীক্ষা ও উপদেশাদি আমরা বলিব; তুমি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি যাহা করিতেছ, তাহা সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। তুমি নিশ্চয়ই নিজের নিধনের নিমিত্ত রাজা হইয়া জন্ম লইয়াছ। 'আমি রাজা হইয়া প্রজাগণকে পালন করিব' তুমি যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা তোমার এক্ষণে স্মরণ করা উচিত। সেই ব্রহ্মর্ষিগণ এইরূপ বলিলে পর, সেই দুষ্টমতি বচনপটু রাজা হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা অপর আর কে আছে? আমি আর অন্য কাহার কথাই বা শুনিব? পৃথিবীতলে আমার তুল্য বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ, তপঃসম্পন্ন বীর্য্যবান্ ও সত্যবান্ ব্যক্তি কে আছে? আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই অতি মহাত্মা এবং সর্ব্বলোকের বিশেষতঃ ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি-স্থান বলিয়াই জানিবেন। আমি ইচ্ছা করিলে

ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলেন বা।
সৃজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
যদা ন শক্যতে স্তম্ভান্মানাচ্চ ভৃশমোহিতঃ।
অনুনেতুং নৃপো বেণস্ততঃ ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১২১
নিগৃহ্য তং মহাবাহুং বিস্ফুরন্তং যথানলম্।
ততোঽস্য বামহস্তং তে মমন্থুর্ভৃশকোপিতাঃ ॥
তস্মাৎ প্রমথ্যমানাদ্বৈ যজ্ঞে পূর্ব্বমভিশ্রুতঃ।
হ্রস্বোঽতিমাত্রং পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি তথা দ্বিজাঃ ॥
স ভীতঃ প্রাঞ্জলিশ্চৈব স্থিতবান্ ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
তমার্ত্তং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রুবন্ কিল ॥
নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূবানন্তবিক্রমঃ।
ধীবরানসৃজৎ সোঽপি বেণকল্মষসম্ভবান্ ॥ ১২৫
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াস্তুম্বুরাস্তুবরাঃ খসাঃ।
অধর্ম্মরুচয়শ্চাপি সম্ভূতা বেণকল্মষাৎ ॥ ১২৬
পুনর্ম্মহর্ষয়স্তস্য পাণিং বেণস্য দক্ষিণম্।

পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি অথবা জলপ্রবাহে প্লাবিত করিতে পারি, সৃষ্টি করিতে পারি, কিম্বা বিনাশ করিতে পারি, এ কথা নিঃসন্দেহ। তখন অভিমানে ও অতিমোহে মোহিত বেণরাজাকে মহর্ষিগণ অনুনয় করিয়াও ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না, তৎকালে সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ১০৮—১২১। তাঁহারা ক্রোধভরে অনলপ্রতিম বেণরাজের নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বামহস্ত মন্থন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! বেণের বামবাহু মন্থন করিতে করিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি, পূর্ব্বে যজ্ঞে প্রতিশ্রুত, এক পুরুষ নির্গত হইল। সে ভীত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অবস্থিত রহিল। ঋষিগণ তাহাকে ভয়ার্ত্ত ও বিহ্বল দেখিয়া কহিলেন, "নিষাদ" অর্থাৎ উপবেশন কর। এইজন্য সে বিপুলবিক্রম নিষাদ হইয়া নিষাদবংশের পূর্ব্বপুরুষ হইল। বেণের পাপোৎপন্ন সেই নিষাদ হইতে ধীবর, তুম্বর, তুবর, খস এবং অধর্ম্মনিরত বিন্ধ্যাচলনিবাসী ব্যক্তিবর্গ উৎপন্ন হইল। বেণের প্রতি অতি কোপান্বিত সেই ঋষিগণ পুনর্ব্বার বেণের সেই দক্ষিণবাহু মন্থন-

অরণীমিব সংরব্ধাস্তমস্য জাতমজ্জবঃ॥ ১২৭
পৃথুস্তস্মাৎ সমুৎপন্নঃ করাস্ফালনতেজসঃ।
পৃথোঃ করতলাৎ বাপি যস্মাদ্‌জাতঃ পৃথুস্ততঃ।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা সাক্ষাদগ্নিরিবোজ্জ্বলম্॥ ১২৮
আদ্যমাজগবং নাম ধনুর্গৃহ্য মহারবম্।
শরাংশ্চ বিভ্রদ্রক্ষার্থং কবচঞ্চ মহাপ্রভম্॥ ১২৯
তস্মিন্ জাতেঽথ ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্ব্বশঃ।
সমুৎপন্নে মহারাজ্ঞি বেণশ্চ ত্রিদিবঙ্গতঃ॥ ১৩০
সমুৎপন্নেন রাজর্ষিঃ স সৎপুত্রেণ ধীমতা।
পুরুষব্যাঘ্রঃ পুন্নাম্নো নরকাত্ত্রায়তে ততঃ॥ ১৩১
তং নদ্যশ্চ সমুদ্রাশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপম্।
মহতা রাজরাজ্যেন মহারাজং মহাদ্যুতিম্॥ ১৩২
সোঽভিষিক্তো মহারাজো দেবৈরঙ্গিরসঃ সুতৈঃ
আদিরাজো মহারাজঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ।

ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদজায়ত॥ ১৩৪
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ।
পর্ব্বতাশ্চ বিশীর্য্যন্তে ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ॥ ১৩৫
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া।
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু॥ ১৩৬
এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে জজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ॥
ঐন্দ্রেণ হবিষা চাপি হবিঃ পৃক্তং বৃহস্পতেঃ।
জুহাবেন্দ্রায় দেবেন ততঃ সূতো ব্যজায়ত॥১৩৮
প্রমাদস্তত্র সঞ্জজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কর্ম্মসু।
শিষ্যহব্যেন যৎ পৃক্তমভিভূতং গুরোর্হবিঃ।
অধরোত্তরচারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্॥ ১২৯
যচ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্ ব্রাহ্মণ্যাং হীনযোনিজঃ।
সূতঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাতুল্যধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥১৪০

বং বলপূর্ব্বক মন্থন করিতে লাগিলেন; সেই মথিত করতেজ হইতে পৃথু প্রাদুর্ভূত হইলেন। পৃথু অর্থে স্থূল, স্থূল করতল হইতে জাত বলিয়া নামও হইল 'পৃথু'। তিনি নিজতেজে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দীপ্যমান হইতে লাগিলেন। তিনি প্রজাগণের রক্ষার্থ প্রথমজাত আজগব নামক ধনুঃ, মহাপ্রভ কবচ ও শর সকল ধারণ করিয়া জন্ম লইয়াছিলেন। পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত প্রাণী হৃষ্ট ও প্রফুল্ল হইল। সেই মহারাজ জন্মিবামাত্র বেণরাজ স্বর্গে গমন করিলেন। সেই পুরুষবর বেণ, সেই সমুৎপন্ন সুধী, সৎপুত্র পৃথুদ্বারা পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তখন নদী ও সমুদ্র সকল, রত্নাবলী আনিয়া সেই বেণপুত্র মহাদ্যুতি নরাধিপ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। সেই আদিরাজ মহারাজ বেণনন্দন প্রতাপবান্ পৃথু, অঙ্গিরাপুত্র দেবগণ কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পৃথুর পিতা বেণ প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই, পৃথু একণে বিশেষ রূপে প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন, এই

জন্য ইনি প্রজাগণের অনুরাগজাত "রাজা" এই নামে বিখ্যাত হইলেন। পৃথুরাজ যখন সমুদ্রে যাইতেন, তখন তাহার জলরাশি স্তম্ভিত হইত, যখন পার্ব্বত্য পথে গমন করিতেন, তখন পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইত, তাঁহার রথধ্বজা কদাচও ভগ্ন হইত না ১২২—১৩৫। তাঁহার প্রভাবে বিনাকর্ষণে কেবল চিন্তা করিলেই পৃথিবী অন্নরাশি উৎপাদন করিত। তাঁহার সময়ে সমস্ত ধেনুই কামদুঘা ছিল এবং বনমধ্যে প্রতি পত্রপুটেই মধু পাওয়া যাইত। তাঁহার মহাযজ্ঞে সৌত্যদিনে যজ্ঞাভিষব ভূমিতে মহামতি সূত ও প্রাজ্ঞ মাগধ নামে দুই জাতি জন্মিয়াছিল। ইন্দ্রের হবির সহিত বৃহস্পতির হবি মিশাইয়া ইন্দ্রের আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সূতের উৎপত্তি হয়। তখন হইতে যাগাদি সমূহে প্রমাদনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। আবার গুরু বৃহস্পতির হবি ও শিষ্য ইন্দ্রের হবির সহিত মিলিয়া হুত হইয়াছিল বলিয়া অধম ও উত্তমের সংযোগে বিকৃত বর্ণের উদ্ভব হইল। হীনযোনি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সূত জাতি পূর্ব্বজাতির, স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম

মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্।
রথনাগাশ্বচরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্॥ ১৪১
পৃথোস্তবার্থং তৌ তত্র সমাহূতৌ সুরর্ষিভিঃ।
তাবূচুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্॥
তাবূচতুস্তদা সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ সূতমাগধৌ।
আবাং দেবানৃষীংশ্চৈব প্রীণয়াবঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥১৪৩
ন চাস্য কর্ম্ম বৈ বিদ্মঃ ন তথা লক্ষণং যশঃ।
স্তোত্রং যেনাস্য কুর্য্যাবো রাজ্ঞস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ॥
ঋষিভিস্তৌ নিযুক্তৌ তু ভবিষ্যৈঃ স্তূয়তামিতি।
দানধর্ম্মরতো নিত্যং সত্যবান্ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানশীলো বদান্যশ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ॥ ১৪৫
যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পৃথুশ্চাপি মহাবলঃ।
তানি শীলেন বদ্ধানি স্তবদ্ভিঃ সূতমাগধৈঃ॥ ১৪৬
ততস্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ।
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ॥ ১৪৭

তদা বৈ পৃথিবীপালাঃ স্তূয়ন্তে সূতমাগধৈঃ॥
আশীর্ব্বাদৈঃ প্রবোধ্যন্তে সূতমাগধবন্দিভিঃ॥১৪৮
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ প্রজা ঊচুর্মহর্ষয়ঃ।
এষ বো বৃত্তিদো বৈণ্যো ভবিষ্যতি নরাধিপঃ॥১৪৯
ততো বৈণ্যং মহাভাগং প্রজাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ।
ত্বন্নো বৃত্তিং বিধৎস্বেতি মহর্ষের্ব্বচনাত্তদা॥১৫০
সোঽভিদ্রুতঃ প্রজাভিস্তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া।
ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বসুধামার্দ্দয়দ্বলী॥ ১৫১
অস্যার্দ্দনভয়ত্রস্তা গৌর্ভূত্বা প্রাদ্রবন্মহী।
তাং পৃথুর্ধনুরাদায় দ্রবন্তীমন্বধাবত॥ ১৫২
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ গত্বা বৈণ্যভয়াত্তদা।
দদর্শ চাগ্রতো বৈণ্যং কার্ম্মুকোদ্যতধারিণম্॥ ১৫৩

নিরূপিত হইল। রথ, হস্তী ও অশ্বশিক্ষা এবং ক্ষত্রধর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সূত জাতির মধ্যম ধর্ম্ম এবং চিকিৎসা কার্য্য অধম বলিয়া বিদিত। দেবর্ষিগণ পৃথুর স্তব নিমিত্ত সূত ও মাগধকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই রাজার কর্ম্মানুরূপ স্তব কর, ইনি স্তবের যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। তখন সূত ও মাগধ তাঁহাদিগের সকলকেই বলিল, হে ঋষিগণ! আমরা দেবতা ও ঋষিদিগের স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের স্তুতি করিয়া তাঁহাদিগেরও প্রীতিবিধান করিব। তবে আমরা সেই তেজস্বী নরপতির কর্ম্ম, লক্ষণ ও যশ প্রভৃতি কিছুই অবগত নহি, সুতরাং কিরূপে তাঁহার স্তুতি করিব। ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা 'তোমরা ইহাঁর স্তব কর' এই বলিয়া তাহাদের উভয়কে স্তবার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই রাজা নিয়তই দানধর্ম্মে নিরত, সত্যবান্, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশীল, বদান্য ও সংগ্রামে অপরাজিত। মহাবল পৃথু যে যে কর্ম্ম করিতেন, সূত ও মাগধ সেই সেই কর্ম্মানুসারে স্তুতিপাঠ করিয়া সেই সেই কর্ম্ম তাঁহার স্বভাবের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দিল, বাস্তবিক সেই সেই প্রশংসনীয় কর্ম্মগুলি তিনি স্বীয় স্বভাববশেই করিতে লাগিলেন। প্রজানাথ পৃথু তাহাদের স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া বৃত্তির নিমিত্ত সূতকে অনূপ দেশ মাগধকে মগধ দেশ অর্পণ করিলেন। সেই অবধি সূত ও মাগধগণ রাজগণের স্তব করিতে থাকে এবং সেই অবধিই নরপতিগণ সূত, মাগধ ও বন্দিগণের আশীর্ব্বাদ গীতিকায় জাগরিত হইয়া থাকেন। একদিন ঋষিগণ মহারাজ পৃথুকে দেখিয়া প্রজাদিগকে কহিলেন, এই নরপতি বেণপুত্র তোমাদিগের জীবিকাবৃত্তি প্রদান করিবেন। মহর্ষিগণের সেই কথা শুনিয়া প্রজাগণ 'আপনি আমাদের বৃত্তির বিধান করুন' এই বলিয়া সেই মহাভাগ পৃথুর সমীপে ধাবমান হইল। ১৩৬—১৫০। প্রজাগণ বৃত্তির নিমিত্ত পৃথুর সমীপে উপনীত হইল, তিনি প্রজাগণের হিতকামনায় ধনুর্ব্বাণগ্রহণান্তে পৃথিবীকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বসুধাদেবী তাঁহার প্রহারভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিলেন, পৃথুও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পৃথুর ভয়ে পৃথিবী ব্রহ্মলোকাদি নানালোকে গমন করিয়া কোথাও পরিত্রাণ পাইলেন না। সতত-ত্রিলোক-

জ্বলদ্ভির্বিশিখৈর্বাণৈর্দীপ্ততেজসমচ্যুতম্।
মহাযোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি॥ ১৫৪
অলভন্তী তদা ত্রাণং বৈণ্যমেবাম্বপদ্যত।
কৃতাঞ্জলিপুটা দেবী পূজ্যা লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা॥
উবাচ বৈণ্যং নাধর্ম্মং স্ত্রীবধে পরিপশ্যসি।
কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ময়া বিনা॥ ১৫৬
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ ময়েদং ধার্য্যতে জগৎ
মদৃতে চ বিনশ্যেয়ুঃ প্রজাঃ পার্থিবসত্তম॥ ১৫৭
ন মামর্হসি বৈ হন্তুং শ্রেয়শ্চেত্ত্বং চিকীর্ষসি।
প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণু চেদং বচো মম॥ ১৫৮
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ।
হত্বাপি মাং ন শক্তস্ত্বং প্রজানাং পালনে নৃপ॥
অন্নভূতা ভবিষ্যামি জহি কোপং মহাদ্যুতে।
অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
যদ্যেবং পৃথিবীপাল ধর্ম্মং ন ত্যক্ত মর্হসি॥ ১৬০
এবং বহুবিধং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ।
ক্রোধং নিগৃহ্য ধর্ম্মাত্মা বসুধামিদমব্রবীৎ॥ ১৬১
একস্যার্থায় যো হন্যাদাত্মনো বা পরস্য বা।
একং প্রাণং বহূন্ বাপি কামং তস্যাতিপাতকম্॥
যস্মিংস্তু নিহতেঽভদ্রে লভন্তে বহবঃ সুখম্।
তস্মিন্ হতে শুভে নাস্তি পাতকঞ্চোপপাতকম্॥
সোঽহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং বধিষ্যামি বসুন্ধরে।
যদি মে বচনং নাদ্য করিষ্যসি জগদ্ধিতম্॥ ১৬৪
ত্বাং নিহন্যামদ্য বাণেন মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।
আত্মানং প্রথয়িত্বেহ ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥ ১৬৫
সা ত্বং বচনমাসাদ্য মম ধর্ম্মভৃতাং বরে।
সঞ্জীবয় প্রজা নিত্যং শক্তা হ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ১৬৬
দুহিতৃত্বঞ্চ মে গচ্ছ এবমেতন্মহদ্বরম্।
নিযচ্ছে ত্বাস্ত্ব ধর্ম্মার্থং প্রযুক্তং ঘোরদর্শনে॥ ১৬৭

পূজনীয়া পৃথিবী তখন কৃতাঞ্জলিকরে প্রজ্বলিত শিখাসমন্বিত শরসমূহ দ্বারা দীপ্ততেজা উদ্যতকার্ম্মুকধর মহাত্মা অচ্যুত এবং অমরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ সেই বেণপুত্র পৃথুকে অগ্রে দেখিয়া তাঁহারাই শরণাপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্। আপনি স্ত্রীবধজনিত অধর্ম্ম দেখিতেছেন না কেন? আমা ব্যতীত আপনি কিরূপে প্রজা রক্ষা করিবেন? হে রাজসত্তম! আমাতেই লোক সকল প্রতিষ্ঠিত, আমিই জগৎ ধারণ করিতেছি, আমা ভিন্ন আপনার সমস্ত প্রজাই বিনাশ পাইবে, সন্দেহ নাই। হে পৃথিবীপাল! আপনি যদি প্রজাগণের কল্যাণ কামনা করেন, তবে আমাকে বধ করিবেন না। আপনি অধুনা আমার কথা শ্রবণ করুন। হে নৃপ! উপায়ের অনুগমন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমিই হইলাম প্রজাগণের রক্ষার উপায়, আমাকে বিনাশ করিলে কিছুতেই আপনি প্রজা রক্ষা করিতে পারিবেন না। হে মহাদ্যুতে! আমি প্রজাদিগের অন্নস্বরূপ হইব, আপনি কোপ করিবেন না। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সকল তির্য্যগ্‌যোনিগত হইলেও অবধ্য,

আপনি এই বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম পরিহার করিবেন না। সেই ধর্ম্মাত্মা মহামনাঃ রাজা পৃথিবীর এবম্বিধ বহু বাক্যশ্রবণে কোপ সম্বরণ করিয়া বসুন্ধরাকে বলিলেন, আপনার বা অপর এক ব্যক্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি এক বা বহু প্রাণ বধ করে, তাহার পাতক হয় বটে, কিন্তু যে এক ব্যক্তির নিধনে বহুতর লোকের সুখসাধন হয়, হে কল্যাণি! তাহাকে বধ করিলে পাতক বা উপপাতক কিছুই হয় না। হে বসুন্ধরে! যদি তুমি মদীয় জগতের হিতকর বাক্য পালন না কর, প্রজাগণের হিতার্থ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বধ করিব, তাহাতে আমার পাতক হইবে না। যদি তুমি আমার আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হও, তবে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, এখনি তোমাকে এই শরে বিনাশ করিব এবং আমি আপন আত্মাকে সুবিস্তৃত করিয়া প্রজা সকল ধারণ করিব। ১৬১—১৬৫ হে ধর্ম্মধারিণি বসুধে! তুমি এই সকল বুঝিয়া মদীয় বাক্য প্রতিপালন-পুরঃসর আমার প্রজাদিগকে নিয়ত জীবিকাবৃত্তি দান কর; তুমি যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি কন্যার নিমিত্ত তোমাকে বোধ

প্রত্যুবাচ ততো বৈণ্যমেবমুক্তা সতী মহী।
এবমেতদহং রাজন বিধাস্যামি ন সংশয়ঃ॥১৬৮
বৎসন্তু মম ত্বং যচ্ছ ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা।
সমাঞ্চ কুরু সর্ব্বত্র মাং ত্বং ধর্ম্মভৃতাংবর।
যথা বিষ্যন্দমানঞ্চ ক্ষীরং সর্ব্বত্র ভাবয়ে॥ ১৬৯
তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সর্ব্বশঃ।
ধনুষ্কোট্যা ততো বৈণ্যস্তেন শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ॥
মন্বন্তরেষ্বতীতেষু বিষমা সীদ্বসুন্ধরা।
স্বভাবেনাভবৎস্তস্যাঃ সমানি বিষমাণি চ ॥১৭১
নহি পূর্ব্বনিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাপি বিদ্যতে॥
ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমেতদাসীৎ পুরা কিল।
বৈবস্বতেঽন্তরে তস্মিন্ সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ॥১৭৩
সমত্বং যত্র যত্রাসীৎ ভূমস্তস্মিংস্তদেব হি।
তত্র তত্র প্রজাস্তা বৈ নিবসন্তি স্ম সর্ব্বদা॥ ১৭৪

আহারঃ ফলমূলন্তু প্রজানামভবৎ কিল।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ
কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোঽপি প্রনষ্টাস্বোষধীষু বৈ।
সঙ্কল্পয়িত্বা বৎসন্তু চাক্ষুষং মনুমীশ্বরঃ।
পৃথুর্দুদোহ শস্যানি স্বতলে পৃথিবীং ততঃ॥ ১৭৬
শস্যানি তেন দুগ্ধানি বৈণ্যেন তু বসুন্ধরাম্।
মনুঞ্চ চাক্ষুষং কৃত্বা বৎসম্পাত্রে চ ভূময়ে।
তেনান্নেন তদা তা বৈ বর্ত্তয়ন্তে প্রজাঃ সদা॥১৭৭
ঋষিভিঃ শ্রূয়তে বাপি পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
বৎসঃ সোমস্তুভূৎ তেষাং দোগ্ধা চাপি বৃহস্পতিঃ
পাত্রমাসীত্তু ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি সর্ব্বশঃ।
ক্ষীরমাসীত্তদা তেষাং তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্॥
পুনস্তস্যা দেবগণৈঃ পুরন্দরপুরোগমৈঃ।
সৌবর্ণং পাত্রমাদায় অমৃতং দুদুহে তদা।
তেনৈব বর্ত্তয়ন্তে চ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥১৮০
নাগৈশ্চ শ্রূয়তে দুগ্ধা বিষং ক্ষীরং তদা মহী।

দর্শনে প্রযোজিত ও নিয়মিত করিয়া দোহন করিব। মহারাজ পৃথু এইরূপ বলিলে পৃথিবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, আমি নিশ্চয় তাহা করিব, হে ধার্ম্মিকবর! আপনি অধুনা আমাকে বৎস প্রদান করুন, আমি তাহার প্রতি স্নেহবতী হইয়া ক্ষীর ক্ষরণ করি। আর আমার অঙ্গ সকল সমতল করিয়া দিউন, তাহাতে আমি সর্ব্বত্র সমান ভাবে ক্ষীর সঞ্চালন করিতে পারিব। তদনন্তর পৃথু স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া শিলারাশি সরাইয়া দিলেন, তাহাতেই শৈলগণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মন্বন্তর অতীত হইলে বসুন্ধরা স্বভাবতঃ বন্ধুর-ভাবাপন্ন হয়, এক্ষণে তাহার সেই সমস্ত স্থান সমতল হইয়া গেল। পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে বিষম-ভাবাপন্ন পৃথিবীতলে নগর ও গ্রামাদির বিভাগ এবং শস্য, গোরক্ষা কৃষি বাণিজ্যাদি কিছুই ছিল না। চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই সমস্ত ছিল। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে এই সকলের উৎপত্তি হইল। যেখানে যেখানে ভূমিভাগ সমতল, সেই সেইখানে সেই কৃষি ও শস্যাদির বাহুল্য হইয়া উঠিল, আর সেই সেই স্থলেই প্রজা সকল বাস স্থাপন করিতে লাগিল। তখন ফল ও মূল প্রজাগণের আহার্য্য দ্রব্য হইল। বাস্তবিক মহারাজ পৃথুর সময় হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতে লাগিল। ওষধি সকল বিনষ্ট হইলে মহারাজ পৃথু চাক্ষুষ মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া বহুতর কষ্টে পৃথিবী হইতে নিজ রাজ্যে শস্য দোহন করিলেন। এইরূপে পৃথু স্বয়ং দোগ্ধা হইয়া এবং চাক্ষুষ মনুকে বৎস করিয়া ভূমিরূপ পাত্রে শস্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেন। সেই অন্ন দ্বারা ভূতলবাসী প্রজাগণ স্ব স্ব জীবিকাবৃত্তি নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষিগণের স্তবে পৃথিবী পুনর্ব্বার দুগ্ধ প্রদান করিলেন, তাহাতে বৃহস্পতি দোগ্ধা, চন্দ্র বৎস ও গায়ত্র্যাদি বেদ পাত্র এবং নিত্য তপোরূপ ব্রহ্ম দুগ্ধস্বরূপ হয়েন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীর স্তুতি করিয়া পুনরায় দোহন করিলেন। তাহাতে সুবর্ণনির্ম্মিত পাত্রে অমৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করা হয়, সেই দুগ্ধ দিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। ১৬৬—১৮০। তৎপরে নাগগণ স্তব করিলে পৃথিবী বিষরূপ দুগ্ধ প্রদান করেন,

তেষাঞ্চ বাসুকির্দোগ্ধা কাদ্রবেয়া মহৌজসঃ॥ ১৮১
নাগানাং বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্পাণাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
তেনৈব বর্ত্তয়ন্ত্যুগ্রা মহাকায়া মহোল্বণাঃ।
তদাহারাস্তদাচারাস্তদ্বীর্য্যাস্তু তদাশ্রয়াঃ॥ ১৮২
আমপাত্রে পুনর্দুগ্ধা ত্বন্তর্দ্ধানমিয়ং মহী।
বৎসং বৈশ্রবণং কৃত্বা যক্ষৈঃ পুণ্যজনৈস্তথা॥ ১৮৩
দোগ্ধা চ রজতনাভস্তু পিতা মণিবরস্য সঃ।
যক্ষাত্মজো মহাতেজা বশী স সুমহাবলঃ।
তেন তে বর্ত্তয়ন্তীতি পরমর্ষিরুবাচ হ॥ ১৮৪
রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
ব্রহ্মোপেতস্তু দোগ্ধা বৈ তেষামাসীৎ কুবেরকঃ॥
রক্ষঃ সুমালী বলবান্ ক্ষীরং রুধিরমেব চ।
কপালপাত্রে নির্দুগ্ধা অন্তর্দ্ধানঞ্চ রাক্ষসৈঃ।
তেন ক্ষীরেণ রক্ষাংসি বর্ত্তয়ন্তীহ সর্ব্বশঃ॥ ১৮৬
পদ্মপাত্রে পুনর্দুগ্ধা গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
বৎসঞ্চিত্ররথং কৃত্বা শুচীন্ গন্ধাংস্তথৈব চ॥১৮৭
তেষাং বিশ্বাবসুস্ত্বাসীদ্দোগ্ধা পুত্রো মুনেঃ শুচিঃ
গন্ধর্ব্বরাজোঽতিবলো মহাত্মা সূর্য্যসন্নিভঃ॥১৮৮
শৈলৈশ্চ স্তূয়তে দুগ্ধা পুনর্দেবী বসুন্ধরা।
তত্রৌষধী মূর্ত্তিমতী রত্নানি বিবিধানি চ॥ ১৮৯
বৎসস্তু হিমবাংস্তেষাং মেরুর্দোগ্ধা মহাগিরিঃ।
পাত্রস্তু শৈলমেবাসীত্তেন শৈলঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥১৯০
স্তূয়তে বৃক্ষবীরুদ্ভিঃ পুনর্দুগ্ধা বসুন্ধরা।
পলাশপাত্রমাদায় দুগ্ধং ছিন্নপ্ররোহণম্॥ ১৯১
কামধুক্ পুষ্পিতঃ শালঃ প্লক্ষো বৎসো যশস্বিনী।
সর্ব্বকামদুঘা দোগ্ধ্রী পৃথিবী ভূতভাবিনী॥ ১৯২
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী চ বসুন্ধরা।
দুগ্ধা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ শ্রুতম্।
চরাচরস্য লোকস্য প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ॥ ১৯৩
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে অনুষঙ্গপাদেঽষ্ট-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৮॥

তাহাতে বাসুকি দোগ্ধা হয়েন। কদ্রুপুত্রগণ সেই দুগ্ধে মহাতেজঃসম্পন্ন হয়। নাগ ও সর্প-গণ তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং তদ্দ্বারাই তাহারা মহাকায়, অতি উগ্র ও অতি দর্পিত হইয়াছে। হে ঋষিগণ! উহাই তাহাদের আহার, উহাই আচার, উহাই বীর্য্য এবং উহাই তাহাদিগের আশ্রয় বলিয়া জানিবেন। পরম ঋষিগণ কহিয়া থাকেন, যক্ষগণ পুনর্ব্বার আম-পাত্রে অন্তর্দ্ধান দোহন করেন। তাহাতে মণি-বরের পিতা যক্ষাত্মজ মহাতেজা, বশী ও মহাবল রজতনাভ দোগ্ধা ও বৈশ্রবণ বৎস হয়েন। যক্ষ নাগ ঐ অন্তর্দ্ধান দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তৎপরে রাক্ষস ও পিশাচগণ বসুধা দোহন করে। পিশাচগণের দোহনে ব্রহ্মোপেত দোগ্ধা ও কুবেরক বৎস এবং রুধির ক্ষীর হয়। রাক্ষস-দিগের দোহনে সুমালী দোগ্ধা হইয়া কপাল-পাত্রে অন্তর্দ্ধান দোহন করে, তাহা দ্বারা রাক্ষস-গণের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরো-গণ পুনর্ব্বার চিত্ররথকে বৎস করিয়া পদ্মপাত্রে শুচিগন্ধ দোহন করে। তাহাদের মধ্যে মুনির পুত্র পবিত্রচেতা, সূর্য্যসন্নিভ মহাবল মহাত্মা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু দোগ্ধা হয়েন। অতঃপর শৈলগণ বসুধা দেবীর স্তব করিয়া দোহন করে, তাহাতে মহাগিরি মেরু দোগ্ধা ও হিমবান্ বৎস হয়। উহারা শৈলরূপ পাত্রে মূর্ত্তিমতী ওষধী ও বিবিধ রত্ন সকল ক্ষীররূপে দোহন করিয়াছিল, তাহাতেই শৈল সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তর বৃক্ষলতাগণ, স্তব করিয়া পলাশপাত্রে ছিন্ন প্ররোহণ দোহন করে, তাহাতে পুষ্পিতশাল দোগ্ধা ও প্লক্ষ বৎস হয়। এইরূপে সেই ভূতভাবিনী পৃথিবী, কামদুঘা ধেনু হইয়া লোক সকল পালন করেন। সেই বসুন্ধরাই ধাত্রী ও বিধাত্রী হইয়া সর্ব্বলোক ধারণ করিতেছেন, মহারাজ পৃথু লোকহিতার্থ এইরূপে চরাচর লোকের উৎপত্তিবিধায়িনী ও জীবিকাবৃত্তিপ্রদায়িনী পৃথিবীকে দোহন করেন। ইহা আমরা গুরুপরম্পরায় শুনি-য়াছি। ১৮১—১৯৩।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

আসীদিয়ং সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা।
বসু ধারয়তে যস্মাদ্বসুধা তেন চোচ্যতে॥ ১
মধুকৈটভয়োঃ পূর্ব্বং মেদসা সম্পরিপ্লুতা।
ইয়ঞ্চাসীৎ সমুদ্রান্তা মেদিনীতি পরিশ্রুতা॥ ২
ততোঽভ্যুপগমাদ্রাজ্ঞঃ পৃথোর্বৈণ্যস্য ধীমতঃ।
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা পৃথিবীত্যুচ্যতে ততঃ॥ ৩
প্রথিতা প্রবিভক্তা চ শোভিতা চ বসুন্ধরা।
শস্যাকরবতী রাজ্ঞা পত্তনাকরমালিনী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাকীর্ণা রক্ষিতা তেন ধীমতা॥ ৪
এবংপ্রভাবো রাজাসীৎ বৈণ্যঃ স নৃপসত্তমঃ।
নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামেণ সর্ব্বশঃ॥ ৫
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ॥ ৬
পার্থিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ প্রার্থয়দ্ভির্মহদ্‌যশঃ।
আদিরাজো নমস্কার্য্যঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥ ৭
যোধৈরপি চ সংগ্রামে প্রার্থয়ানৈর্জয়ং যুধি।
আদিকর্ত্তা নরাণাং বৈ নমস্যঃ পৃথুরেব হি॥ ৮
যো হি যোদ্ধা রণং যাতি কীর্ত্তয়িত্বা পৃথুং নৃপম্।
স ঘোররূপে সংগ্রামে ক্ষেমী ভবতি কীর্ত্তিমান্॥ ৯
বৈশ্যৈরপি চ রাজর্ষির্বৈশ্যবৃত্তিসমাস্থিতৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ॥ ১০
এতে বৎসবিশেষাশ্চ দোগ্ধারঃ ক্ষীরমেব চ।
পাত্রাণি চ ময়োক্তানি সর্ব্বাণ্যেব যথাক্রমম্॥ ১১
ব্রহ্মণা প্রথমং দুগ্ধা পুরা পৃথ্বী মহাত্মনা।
বায়ুং কৃত্বা তু তং বৎসং বীজানি পৃথিবীতলে॥
ততঃ স্বায়ম্ভুবে পূর্ব্বং তদা মন্বন্তরে পুনঃ।
বৎসং স্বায়ম্ভুবং কৃত্বা দুগ্ধা বৈণ্যেন বৈ মহী॥ ১৩
মনৌ স্বারোচিষে দুগ্ধা মহী চৈত্রেণ ধীমতা।
মনুং স্বারোচিষং কৃত্বা বৎসং শস্যানি বৈ পুরা॥
উত্তমেঽনুত্তমেনাপি দুগ্ধা দেবভুজেন তু।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এই পৃথিবী মেদিনী নামে বিখ্যাত হইয়া সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইনি বসু ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম হইয়াছে বসুধা। পূর্ব্বে মধু-কৈটভ দৈত্যের মেদে ব্যাপ্ত ছিল বলিয়া মেদিনী নাম হয়। পরে মেদিনী যখন ধীমান্, বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর হস্তগত হয়েন, তখন তাঁহার দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে 'পৃথিবী' নামে বিখ্যাত হয়। সেই ধীমান্ পৃথু এই-রূপে বসুন্ধরার বিস্তারবর্দ্ধনপুরঃসর বিভাগ ও শোভা সম্পাদন করিয়া শস্য উৎপাদনান্তে তাহাতে গ্রাম ও নগরাদি স্থাপন করিলেন, তৎপরে চতুর্ব্বর্ণ প্রজাপরিপূর্ণ পৃথিবীর রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহানুভব নৃপ-সত্তম পৃথু এইরূপ প্রভাবশালী থাকিয়া সমস্ত জীবগণের পূজ্য ও নমস্য হইয়াছিলেন। বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্ম-যোনি সনাতন পৃথুকে নমস্কার করা বিধেয়। যাঁহারা মহৎ যশঃ চাহেন, সেই মহাভাগ নরপতিগণের ও আদিরাজ প্রতাপবান্ পৃথুকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যাহারা সংগ্রামে জয় অভিলাষ করে, সেই যোধগণেরও আদিকর্ত্তা নরপতি পৃথুকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে যোদ্ধা পৃথু নৃপতির নাম উচ্চারণ করিয়া রণে গমন করে, সে ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া কুশলী ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে। যাহারা বণিগ্‌বৃত্তি গ্রহণ করে, সেই বৈশ্যগণেরও বৃত্তিদাতা মহাযশা পৃথুকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য।১—১০। হে ঋষিগণ! এই আমি বৎসগণ, দোগ্ধাগণ, পাত্রসকল ও বিশেষ বিশেষ ক্ষীরের কথা যথাক্রমে কীর্ত্তন করিলাম। পুরা-কালে মহাত্মা ব্রহ্মা প্রথমে বায়ুকে বৎস করিয়া গোরূপধারিণী পৃথিবী হইতে বসুধাতলে বীজরূপ দুগ্ধ দোহন করেন। তৎপরে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীমান্ স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করেন। পরে স্বারোচিষ-মন্বন্তরে ধীমান্ চৈত্র স্বারোচিষ মনুকে বৎস করিয়া শস্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেন। অতঃপর উত্তমমন্বন্তরে ধীমান্ মহাত্মা দেবভুজ উত্তম-মনুকে বৎস কল্পনাকরত সর্ব্বশস্যরূপ দুগ্ধ দোহন

মনুং কৃত্বোত্তমং বৎসং সর্ব্বশস্যানি ধীমতা ॥ ১৫
পুনশ্চ পঞ্চমে প্রাপ্তে তামসস্যান্তরে মনোঃ।
দুগ্ধেয়ং তামসং বৎসং কৃত্বা তু বলবন্ধুনা ॥ ১৬
চারিষ্ণবস্য দেবস্য সম্প্রাপ্তে চান্তরে মনোঃ।
দুগ্ধা মহী পুরাণেন বৎসং চারিষ্ণবং প্রতি ॥ ১৭
চাক্ষুষেঽপি চ সম্প্রাপ্তে তদা মন্বন্তরে পুনঃ।
দুগ্ধা মহী পুরাণেন বৎসং কৃত্বা তু চাক্ষুষম্ ॥ ১৮
চাক্ষুষস্যান্তরেঽতীতে প্রাপ্তে বৈবস্বতে পুনঃ।
বৈণ্যেনেয়ং মহী দুগ্ধা যথা তে কীর্ত্তিতং ময়া ॥
এতৈর্দুগ্ধা পুরা পৃথ্বী ব্যতীতেষন্তরেষু বৈ।
দেবাদিভির্ম্মনুষ্যৈশ্চ তথা ভূতাদিভিশ্চ বা ॥ ২০
এবং সর্ব্বেষু বিজ্ঞেয়া হ্যতীতানাগতেষ্বিহ।
দেবা মন্বন্তরেষস্য পৃথোস্তু শৃণুত প্রজাঃ ॥ ২১
পৃথোস্তু পুত্রৌ বিক্রান্তৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধিপালিনৌ
শিখণ্ডিন্যাং হবির্দ্ধানমন্তর্দ্ধানাদ্ব্যজায়ত ॥ ২২
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২৩
বলশ্রুততপোবীর্য্যৈঃ পৃথিব্যামেকরাড়সৌ।
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য তস্মাৎ প্রাচীনবর্হ্যসৌ।
সমুদ্রতনয়ায়াস্তু কৃতদারঃ স বৈ প্রভুঃ ॥ ২৪
মহতস্তমসঃ পারে সবর্ণায়াং প্রজাপতেঃ।
সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ২৫
সর্ব্বে প্রচেতসাং নাম ধনুর্ব্বেদস্য পারগাঃ।
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহত্তপঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ২৬
তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্ব্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ২৭
প্রত্যাহতে তদা তস্মিন্ চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
নাশক্নুবন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভূদ্দ্রুমৈঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥ ২৮
তদুপশ্রুত্য তপসা সর্ব্বে যুক্তাঃ প্রচেতসঃ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ সসৃজুর্জ্জাতমন্যবঃ ॥ ২৯
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নিরদহদ্ঘোর এবমাসীদ্দ্রুমক্ষয়ঃ ॥ ৩০
দ্রুমক্ষয়মথো বুদ্ধা কিঞ্চিচ্ছেষেষু শাখিষু।

করেন। পরে তামস মন্বন্তরে বলবন্ধু তামস মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া বসুধা দোহন করেন। ইহার পর চারিষ্ণব দেবের মন্বন্তরে পুরাণ চারিষ্ণবকে বৎস করিয়া মহী দোহন করিয়াছিলেন। তদনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে পুরাণ চাক্ষুষকে বৎস করিয়া ধরণীধেনু দোহন করেন। পরে বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে বেণপুত্র পৃথুরাজ পূর্ব্বকথিত রূপে পৃথিবীকে দোহন করেন। অতীত মন্বন্তরসমূহে পূর্ব্বোল্লিখিত দেবমনুষ্যাদি সকলে পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। ১১—২০। অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরসমূহেও এইরূপ ক্রম জানিবেন। এই সকল মন্বন্তরে উঁহারাই দেবতা ছিলেন। অধুনা মহারাজ পৃথুর বংশ বিবরণ শ্রবণ করুন। পৃথুর অন্তর্দ্ধি ও পালী নামে দুই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র হয়। শিখণ্ডিনীর গর্ভে অন্তর্দ্ধানের হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। হবির্দ্ধান হইতে অগ্নিকন্যা ধিষণা প্রাচীনবর্হিঃ শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। বল, শ্রুতি ও তপোবীর্য্যে ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি প্রাচীনাগ্র কুশ সকল আহরণ করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হয়—প্রাচীনবর্হিঃ। তিনি জলধিতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে মহৎ তমঃ অতীত হইলে পর তাহার সবর্ণা-নাম্নী সামুদ্রী, প্রজাপতি প্রাচীন বর্হিষের ঔরসে দশটী সন্তান প্রসব করেন। তাঁহারা সকলে প্রচেতা নামে বিখ্যাত হয়েন। ক্রমে সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন। দশ জনেই অভিন্ন ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তদনুসারে তাঁহারা সাগরের সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। প্রচেতাগণ এইরূপে তপশ্চরণ করিতে লাগিলে পৃথিবীর আর রক্ষাকর্ত্তা রহিল না, তাহাতে মহীরুহগণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল, সেই জন্য প্রজা সকল ক্ষয় পাইতে লাগিল। সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরের সময় পৃথিবী বৃক্ষসমূহে সমাবৃত হইলে বায়ু বহিতে পারিল না, তাহাতে

উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রচেতসঃ ॥ ৩১
দৃষ্টপ্রয়োজনং সর্ব্বং লোকসন্তানকারণাৎ ।
কোপস্ত্যজত রাজানঃ সর্ব্বে প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ৩২
বৃক্ষশূন্যা কৃতা পৃথ্বী শাম্যেতামগ্নিমারুতৌ ।
রত্নভূতা তু কন্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ণিনী ॥ ৩৩
ভবিষ্যজ্জানতা হেষা ধৃতা গর্ব্বেণ বৈ ময়া ।
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষৈরেবং বিনির্ম্মিতা ।
ভার্য্যা ভব ভুবো হেষা মম গর্ভবিবর্দ্ধিতা ॥ ৩৪
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥
স ইমান্ দগ্ধভূয়িষ্ঠান্ যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যসি ॥ ৩৬

প্রজা সকল বৃদ্ধির নিমিত্ত দশ সহস্র বৎসর চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না। তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত সেই প্রচেতাগণ উৎশ্রবণে মনে মনে কুপিত হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। সেই বায়ু সেই বৃক্ষরাজি উন্মূলিত করিয়া শুষ্ক করিলে সেই ভীষণ অগ্নি ঐ মহীরুহ সকল নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহাতে সমস্ত বৃক্ষই বিনষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল, তখন দেবশ্রেষ্ঠ সোম প্রচেতাগণের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেখুন, লোকবিস্তারার্থ এই বৃক্ষ সকলের প্রয়োজন রহিয়াছে, অতএব আপনারা কোপ পরিহার করুন। পৃথিবী বৃক্ষবিহীন হইয়াছে। এখন এই পবন ও অনল প্রশমিত হউক, তাহাতে পৃথিবীতে পুনরায় বৃক্ষ জন্মিতে পারিবে। এই রত্নভূতা বরবর্ণিনী নারী বৃক্ষদিগের কন্যা, আমি ভবিষ্যদ্বিষয় জানিয়া স্বীয় কিরণজাল ইহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছি। বৃক্ষগণ ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার নাম মারিষা। মদীয় কিরণ-বর্দ্ধিতা কামিনী মারিষা আপনাদিগের ভার্য্যা হউক। আপনাদিগের ও আমার তেজের অর্দ্ধভাগ দ্বারা ইহার গর্ভে দক্ষ নামে প্রজাপতির উৎপত্তি হইবে। ২১—৩৫। আপনাদিগের তেজোময় বহ্নিতে সেই অগ্নিপ্রতিম প্রজা-

ততঃ সোমস্য বচনাজ্জগৃহুস্তাং প্রচেতসঃ ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যো পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্ ।
মারিষায়াং ততস্তে বৈ মনসা গর্ভমাদধুঃ ।
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ ॥
দক্ষো যজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমস্যাংশেন বীর্য্যবান্ ।
অসৃজন্মনসা ত্বেবং প্রজা দক্ষো ন মৈথুনাৎ ॥ ৩৯
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদান্ ।
বিসৃজ্য মনসা দক্ষঃ পশ্চাদসৃজত স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪০
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
কালস্য নয়নে যুক্তা সপ্তবিংশতিমিন্দবে ॥ ৪১
এভ্যো দত্ত্বা ততোঽন্যা বৈ চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ।
দ্বে চৈব বাহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা ।
কন্যামেকাং কৃশাশ্বায় তেভ্যোঽপত্যং নিবোধত ॥
অন্তরং চাক্ষুষস্যাত্র মনোঃ ষষ্ঠস্য হীয়তে ।
মনোর্বৈবস্বতস্যাপি সপ্তমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩

পতি এই অতি দগ্ধ বৃক্ষদিগের বর্দ্ধন-পূর্ব্বক অধিকতর প্রজা বৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। সোমের সেই কথা শুনিয়া প্রচেতাগণ বৃক্ষগণের প্রতি কোপপরিহার করত ধর্ম্মানুসারে মারিষাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা মনে মনে মারিষার গর্ভাধান করিলেন। তাহাতে দশজন প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে সোমের অংশে মহাতেজা বীর্য্য-বান্ প্রজাপতি দক্ষ জন্মিলেন। এই প্রকারে বিনা মৈথুনে দক্ষ মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়া পরে অচর, চর, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকলের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর আবার মানস দ্বারা স্ত্রী সকলের সৃষ্টি করিলেন। ঐ কন্যা সকলের মধ্যে ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী এবং কালনিয়মনে নিযুক্তা নক্ষত্রাত্মিকা সপ্ত-বিংশতিটি কন্যা চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী বাহুপুত্রকে, একটী অঙ্গিরাকে এবং একটী কৃশাশ্বকে দান করিলেন। তাঁহাদিগের হইতে যে সকল প্রজা জন্মিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। এই সময়ে চাক্ষুষ মনুর ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবসান হইলে, প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর সপ্তম মন্বন্তর

তাস্তু দেবাঃ খগা গাবো নাগা দিতিদানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ॥ ৪৪
ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ।
সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে॥

ঋষয় উচুঃ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ দেবর্ষীনাঞ্চ তে শুভঃ।
সম্ভবঃ কথিতঃ পূর্ব্বং দক্ষস্য চ মহাত্মনঃ॥ ৪৬
প্রাণাৎ প্রজাপতের্জন্ম দক্ষস্য কথিতং ত্বয়া।
কথং প্রাচেতসত্বঞ্চ পুনর্লেভে মহাতপাঃ॥ ৪৭
এতন্নঃ সংশয়ং সূত ব্যাখ্যাতুং ত্বমিহার্হসি।
স দৌহিত্রশ্চ সোমস্য কথং শ্বশুরতাং গতঃ॥৪৮

সূত উবাচ।

উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যং ভূতেষু সত্তমাঃ।
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি বিদ্যাবন্তশ্চ যে নরাঃ॥ ৪৯
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে সর্ব্বে দক্ষাদয়ো দ্বিজাঃ।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ৫০
জ্যৈষ্ঠং কানিষ্ঠ্যমপ্যেষাংপূর্ব্বং নাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ

তপ এব গরীয়োঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্॥৫০
ইমাং বিসৃষ্টিং যো বেদ চাক্ষুষস্য চরাচরম্।
প্রজানামায়ুরুত্তীর্ণঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৫২
এষ সর্গঃ সমাখ্যাতশ্চাক্ষুষস্য সমাসতঃ।
ইত্যেতে ষড়্‌বিসর্গা হি ক্রান্তা মন্বন্তরাত্মকাঃ।
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সংক্ষেপাচ্চাক্ষুষান্তা যথাক্রমম্॥৫৩
এতে সর্গা যথাপ্রজ্ঞং প্রোক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ।
বৈবস্বতনিসর্গেণ তেষাং জ্ঞেয়স্তু বিস্তরঃ॥ ৫৪
অনন্তা নাতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে সর্গা বিবস্বতঃ।
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণেন ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
এতানেব গুণানেতি যঃ পঠত্যনসূয়কঃ॥ ৫৫
সমাপ্যাপ্য শুভং বোরং স স্বর্গে তু মহীয়তে।
বৈবস্বতস্য বক্ষ্যামি সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ।
সমাসাদ্ব্যাসতঃ সর্গং ব্রুবতো মে নিবোধত॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে মহাপুরাণে পৃথুবংশকীর্ত্তনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৯।

উপস্থিত হয়। তাহাতে দেবতা, পক্ষী, গো, নাগ, দৈত্য, দানব, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য বহুতর জাতি জন্মগ্রহণ করে। সেই অবধি এই লোকে প্রজাগণ মৈথুন হইতে জন্মিতেছে, তাহার পূর্ব্বে সংকল্প, দর্শন ও স্পর্শনে প্রজা সৃষ্টি হইত। ঋষিগণ বলিলেন, আপনি দেব, দানব ও দেবর্ষিদিগের এবং মহাত্মা দক্ষের উৎপত্তি-বার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। আপনি বলিয়াছেন যে, প্রাণ হইতে প্রজাপতি দক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে; তবে কিরূপে সেই মহাতপাঃ পুনরায় প্রাচেতসত্ব লাভ করিলেন। হে সূত! সেই দক্ষ সোমের দৌহিত্র হইয়া কিরূপে আবার শ্বশুর হইলেন, ইহাতে আমাদিগের সংশয় উপস্থিত হইল? আপনি ইহার কারণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করুন। সূত বলিলেন, হে মুনিবরগণ! ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় নিয়তই হয়, তাহাতে বিদ্বান্ ঋষিগণ বিমোহিত হয়েন না। হে দ্বিজগণ! যুগে যুগে এই দক্ষাদি সকলেই জন্মিয়া পুনরায় লয় পাইয়া থাকে, তাহাতে বিদ্বান্ ব্যক্তি মোহিত হয়েন না। ৩৮—৫০। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে একের জ্যেষ্ঠত্ব ও অন্যের কনিষ্ঠত্ব এরূপ বিচার ছিল না, তপস্যাই গরীয়সী এবং প্রভাবই এই বিষয়ে কারণ বলিয়া কথিত। যে মানব চাক্ষুষ মনুর এই চরাচর সৃষ্টি জানিতে পারে, সে সমস্ত প্রজার অপেক্ষা অধিক পরমায়ু লাভ করত মরণান্তে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকে। এই আমি চাক্ষুষ মনুর সৃষ্টি সংক্ষেপে বলিলাম, এইরূপ, স্বায়ম্ভুবাদি চাক্ষুষ পর্য্যন্ত ছয় মন্বন্তর সৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই সর্গ সকল আমি যথারীতি কীর্ত্তন করিলাম। বৈবস্বত সৃষ্টিতে এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ জানিবেন। বিবস্বতের সৃষ্টিগুলি অনন্ত বা অতিরিক্ত কিছুই নয়, যে জন অসূয়াবিহীন হইয়া এই সকল পাঠ করে, সে ধর্ম্ম,অর্থ, আরোগ্য ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পাপ নিরসনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। আমি অধুনা সংক্ষেপে ও বিস্তারক্রমে মহাত্মা সাম্প্রত মনুর সৃষ্টির কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫১—৫৭।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

দক্ষস্য কন্যা ব্রহ্মিষ্ঠা সতী নাম্না তু সুব্রতা ।
সর্ব্বকন্যাবিশিষ্টাস্তাং সজ্যেষ্ঠাং বৈরিণীসুতাম্ ।
তাং কদাচিৎ পিতাদায় জগাম ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ।
বৈরাজস্তমুপাস্তন্তং ধর্ম্মেণ চ ভবেন চ ॥ ২
ভবধর্ম্মসমীপস্থং দক্ষঃ কন্যা চ নন্দিনী ।
বন্দিত্বা তু স্থিতৌ তত্র পিতাপুত্রৈর্ব্বিরীক্ষ্য সঃ ॥৩
ভবধর্ম্মসমীপস্থো দক্ষং ব্রহ্মা স্বভাষত ।
দক্ষকন্যা তবেয়ন্তু জনয়িষ্যতি সুব্রতা ॥ ৪
চতুরো বৈ মনূন্ পুত্রান্ চাতুর্ব্বর্ণ্যকরান্ প্রভূন্ ।
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা দক্ষধর্ম্মভবাদয়ঃ ॥ ৫
তাং কন্যাং মনসা জগ্মুস্ত্রয়স্তে ব্রহ্মণা সহ ।
ততো গতা হি মনসা ঈশ্বরাঃ পুত্রলিপ্সয়া ॥ ৬
দক্ষেণ ব্রহ্মণা চৈব ধর্ম্মেণ চ ভবেন চ ।
তেষামুৎপাদিতা গর্ভাঃ সমস্তাস্তাস্তদা তু বৈ ॥৭
সত্যাভিধায়িনাং তেষাং সম্যক্‌কল্পো ব্যজায়ত ।
সদৃশা জজ্ঞিরে তেষাং চত্বারস্তু কুমারকাঃ ॥৮
সংসিদ্ধকরণাঃ সর্ব্বে সম্ভূতাস্তে স্ত্রিয়া বৃতাঃ ।
উপভোগসমর্থৈস্তে সদ্যোজাতাঃ শরীরকৈঃ ॥ ৯
তে দৃষ্ট্বা তান্ ত্রয়ান্ বুদ্ধা ব্রহ্মব্যাহারিণস্তদা ॥
সবর্ণাংস্তান্ ব্যকর্ষন্ত সর্ব্বে মম মমেত্যহ ॥ ১০
অভিধ্যানাদয়োৎপন্না ক্রুবন্তস্তে পরস্পরম্ ।
যো যস্য বপুষা তুল্যোঽভবত্তস্য সুতঃ স্মৃতঃ ॥১১
ততঃ সবর্ণো যো যস্য রূপতো বর্ত্তস্তথা ।
তং সিসৃক্ষুস্তয়ো ধর্ম্মং সবর্ণো যস্য যো ভবেৎ ॥
এবংরূপং বিভুঃ পুত্রং সোঽনুবুধ্যস্ত সর্ব্বদা ।
যস্মাদাত্মা স্মৃতঃ পুত্রঃ পিতুর্ম্মাতুশ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥১৩
যথাবশিষ্টমুৎপন্নৌ দ্বৌ মনূ সুমহৌজসৌ ।
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম মনুঃ স্মৃতঃ
ভূম্যামুৎপাদিতো যস্তু ভৌম্যো নাম কবেঃ স্মৃতঃ ।
বৈবস্বতেঽন্তরে জজ্ঞে দ্বৌ মনূ তু বিবস্বতঃ ॥১৫
বৈবস্বতো মনুর্যশ্চ সাবর্ণো যশ্চ বিশ্রুতঃ ।
সাবর্ণা মনবঃ পঞ্চ চত্বারস্তু মহর্ষিজাঃ ॥ ১৬
একো বৈবস্বতস্তেষু সাবর্ণঃ সংজ্ঞয়োর্জ্জিতঃ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মপরায়ণা ব্রতধারিণী বৈরিণী-গর্ভসম্ভবা সতীনাম্নী দক্ষকন্যা সমস্ত কন্যা মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও বিশিষ্টা। একদিন দক্ষ তাঁহাকে লইয়া বৈরাজ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্ম ও ভব ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। তখন দক্ষ ও তাঁহার নন্দিনী উভয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া অবস্থানান্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ভব ও ধর্ম্মের সমীপস্থ ব্রহ্মা কহিলেন, হে দক্ষ ! তোমার এই সুব্রতা কন্যা চতুর্ব্বর্ণ্যকর প্রভাবসম্পন্ন চারি মনু-পুত্র প্রসব করিবে। ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া দক্ষ, ধর্ম্ম, ভব এবং ব্রহ্মাও মনে মনে সেই কন্যাতে উপগত হইলেন। দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও ভব এই প্রভাবশালী চারি ব্যক্তি পুত্রলাভার্থ তাহাতে উপগত হইলে, সেই কন্যার গর্ভসঞ্চার হয়। সেই সত্যধ্যানশীল চারিব্যক্তির সদৃশে তাঁহাদের স্বরূপই চারিটী কুমার তৎক্ষণাৎ জন্ম-গ্রহণ করিল। সকলেই সুব্যক্ত ইন্দ্রিয়সমন্বিত শ্রীমান্ উপভোগক্ষম ও শরীরী ; তাহারা জন্মিয়াই বেদ উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাঁহারা সেই তিন পুত্রকে দেখিয়া সকলেই 'আমারই অভিধ্যানে জন্মিয়াছে', এই বলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে পুত্র যাঁহার দেহের অনুরূপ, সেই তাঁহার পুত্র হইল। ১—১১। তৎপরে রূপ ও বর্ণ অনুসারে যে যাঁহার সবর্ণ, সে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া নির্ণীত হইল। এইরূপে পুত্র সর্ব্বদাই উৎপাদকের অনুরূপ হইয়া থাকে, এই জন্য পুত্র পিতা ও মাতার আত্মা বলিয়া কথিত। অবশেষে সুমহতেজঃশালী দুই মনু জন্মলাভ করেন। প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্য, যে ভূমিতে উৎপাদিত হন, তাহার নাম হইল ভৌম্য, ইনি কবির পুত্র। বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বতের দুই মনু জন্ম লাভ করে। বৈবস্বত ও সাবর্ণ ইহারা সাবর্ণ মনু, এই মনু পাঁচজন ও মহর্ষিজাত মনু চারিজন। তাঁহাদের মধ্যে সাবর্ণ নামধেয় বিদ্বান্ ও

জ্যেষ্ঠঃ সংজ্ঞাসুতো বিদ্বান্ মনুশ্চৈব সুতঃ প্রভুঃ
বৈবস্বতেঽন্তরে বক্ষ্যে হ্যুৎপত্তিস্তু তয়োঃ শুভাম্
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ১৮
চতুর্দ্দশৈতে মনবঃ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
বেদস্মৃতিপুরাণে চ সর্ব্বে তে প্রভবিষ্ণবঃ ॥ ১৯
স্রষ্টারঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রজানাং পতয়স্তথা।
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সমুদ্রান্তা সপত্তনা ॥ ২০
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিমাণ্যে চ বৎসরাঃ।
চতুর্দ্দশৈতে বিজ্ঞেয়াঃ সর্গাঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ॥ ২১
প্রজাভিস্তপসা চৈব বিস্তরেষু চ বক্ষ্যতে।
অভ্যন্তরাধিকারেষু বর্ত্তন্তেষেহ সর্ব্বতঃ ॥ ২২
বিনিবৃত্তাধিকারাস্তে মহর্লোকসমাশ্রয়াঃ।
ষড়শীতস্তু তেষাং বৈ সপ্ত শিষ্টাস্তথাপরে ॥ ২৩
পূর্ব্বেষাং সপ্তমশ্চায়ং শাস্তি বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
যে শিষ্টাস্তান্ প্রবক্ষ্যামি দেবান্ সপ্তর্ষিমানবান্ ॥
সহপুত্রানিসর্গেণ তেষাং জ্ঞেয়স্তু বিস্তরঃ।
না পূত্রা নাতিরিক্তা চ সর্গা জ্ঞেয়াঃ পরস্পরম্ ॥
পুনরুক্তা বহুত্বাচ্চ সমস্তেষাং ততঃ কৃতঃ।
মন্বন্তরেষু ভাবেষু অতীতেষু তথৈব চ ॥ ২৬
কুলে কুলে নিসর্গাস্তৈস্তস্যা জ্ঞেয়া বিভাগশঃ।
তেষামেব হি সিদ্ধার্থং বিস্তরেণ ক্রমেণ চ ॥ ২৭
বৈবস্বতস্য বক্ষ্যামি সাম্প্রতস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

প্রভাশালী বৈবস্বত সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মনু নামে সংজ্ঞার আর একটী পুত্র জন্মে। বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁহাদের মনোহর উৎপত্তি-বার্ত্তা সবিস্তর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিব। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে কীর্ত্তিবর্দ্ধন প্রভাবসম্পন্ন চতুর্দ্দশ মনু উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকল বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রজাপতি। তাঁহাদের প্রজাসমূহেই যুগসহস্র কাল যাবৎ সাগরান্ত নগরাদিসহ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই স্বায়ম্ভুবাদি সর্গ চতুর্দ্দশ বলিয়া বিজ্ঞেয়। ১৮—২১। প্রজাপতিগণের তপস্যাদি সবিস্তরে বলিব। অভ্যন্তর অধিকারে সকলে বিদ্যমান থাকেন। অধিকার নিবৃত্তি পাইলে তাঁহারা মহর্লোক আশ্রয় করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ষড়শীতি ও অপর সকলে সপ্ত। বৈবস্বত মনু পূর্ব্বতনদিগের সপ্তম। তিনি অধুনা পৃথিবী শাসন করিতেছেন। দেব ও সপ্তর্ষি মানবগণের বিবরণ বলিতেছি। পুত্র সহিত সৃষ্টিদ্বারা তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞেয়। সর্গ সকল অতিরিক্ত নয় এবং অসম্পূর্ণও নয়। বহুতর পুনরুক্তি বলিয়া তাহাদের সংক্ষেপ করা হইয়াছে। অতীত মন্বন্তর সমূহেও সেইরূপ পর্য্যায়রূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিভাগ রে অবগত হইবেন। তাহাদের সিদ্ধির জন্য সম্প্রতি বিস্তৃতরূপে বর্ত্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২৩—২৮।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সপ্তমে ত্বথ পর্য্যায়ে মনোর্বৈবস্বতস্য হ।
মারীচাৎ কশ্যপাদ্দেবা জজ্ঞিরে পরমর্ষয়ঃ ॥ ১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্‌গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২
আদিত্যা মরুতো রুদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ।
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রাস্ত্রয়ো গণাঃ ॥ ৩
ভৃগোস্তু ভার্গবো দেবো হ্যঙ্গিরোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, বৈবস্বত মনুর সপ্তম মন্বন্তর-পর্য্যায়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে দেবগণ ও মহর্ষিগণ উৎপন্ন হয়েন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ মরুদ্‌গণ ভৃগুগণ, বিশ্বেদেব ও অঙ্গিরাগণ এই আটটী দেবগণ। আদিত্যগণ, মরুদ্‌গণ ও রুদ্রগণ ইহারা কশ্যপের পুত্র এবং সাধ্যবসু ও বিশ্বদেবগণ এই গণত্রয় ধর্ম্মের পুত্র। ভার্গবগণ ভৃগুর পুত্র এবং আঙ্গিরস-

বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ শিবাংশ্চ ছন্দজাঃ সুতাঃ
এব সর্গস্তু মারীচে বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতস্য যঃ।
তেজস্বী সাম্প্রতন্তেষামিন্দ্রো নাম্না মহাবলঃ ॥ ৫
অতীতানাগতা যে চ বর্ত্তন্তে যে চ সাম্প্রতম্।
সর্ব্বে মন্বন্তরেন্দ্রাস্তু বিজ্ঞেয়াস্তুল্যলক্ষণাঃ ॥ ৬
ভূতভব্যভবন্নাথাঃ সহস্রাক্ষাঃ পুরন্দরাঃ।
মঘবন্তশ্চ তে সর্ব্বে শৃঙ্গিণো বজ্রপাণয়ঃ।
সর্ব্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং পৃথক্ শতগুণীকৃতৈঃ ॥ ৭
ত্রৈলোক্যে যানি সত্ত্বানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ।
অভিভূয়াবতিষ্ঠন্তে ধর্ম্মাদ্যৈঃ কারণৈঃ পুনঃ ॥ ৮
তেজসা তপসা বুদ্ধ্যা বলশ্রুতপরাক্রমৈঃ।
ভূতভব্যভবন্নাথা যথা তে প্রভবিষ্ণবঃ।
এতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি ব্রুবতো মে নিবোধত ॥ ৯
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং তৎ স্মৃতং লোকত্রয়ং দ্বিজাঃ
ভূর্লোকোঽয়ং স্মৃতো ভূমিরন্তরীক্ষং ভুবং স্মৃতম্
ভব্যং স্মৃতং দিবং হ্যেতৎ তেষাং বক্ষ্যামি সাধনম্
ধ্যায়তা পুত্রকামেন ব্রহ্মণাগ্রে বিভাবিতম্।
পূর্ব্বং তু ব্যাহৃতং পূর্ব্বং ভূর্লোকোঽয়মভূত্তদা ॥ ১১
ভূসত্তায়াং স্মৃতো ধাতুস্তথাঽসৌ লোকদর্শনে।
ভূতত্ত্বদর্শনত্বাচ্চ ভূর্লোকোঽয়মভূত্ততঃ ॥ ১২
অতোঽয়ং প্রথমো লোকো ভূতত্ত্বাদ্ভূরিতি স্মৃতঃ
ভূতেঽস্মিন্ ভবদিত্যুক্তং দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণো পুনঃ।
ভবত্যুৎপদ্যমানেন কালশব্দোঽয়মুচ্যতে
ভবনাত্তু ভুবর্লোকো নিরুক্তজ্ঞৈর্নিরুচ্যতে
অন্তরীক্ষং ভুবস্তস্মাৎ দ্বিতীয়ো লোক উচ্যতে ॥
উৎপন্নে তু ভুবর্লোকে তৃতীয়ং ব্রহ্মণা পুনঃ।
ভব্যেতি ব্যাহৃতির্যস্মাৎ ভব্যো লোকস্ততোঽভবৎ ॥
অনাগতে ভব্য ইতি শব্দ এষ বিভাব্যতে।
তস্মাদ্ভব্যো হ্যসৌ লোকো নামতস্তু দিবং স্মৃতঃ ॥
স্বরিত্যুক্তং তৃতীয়োঽন্যো ভাব্যো লোকস্ততোঽভবৎ
ভাব্য ইত্যেষ ধাতুর্ব্বৈ ভাব্যে কালে বিভাব্যতে ॥
পৃথিবীয়ং স্মৃতা ভূমিরন্তরীক্ষং ভুবং স্মৃতম্।
দিবং স্মৃতং তথা ভাব্যং ত্রৈলোক্যস্যৈব সংগ্রহঃ

গণ অঙ্গিরার পুত্র। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে ইহারা ছন্দজ পুত্র নামে বিখ্যাত। সম্প্রতি শুভকর মারীচসৃষ্টি বিদ্যমান। এক্ষণে তাঁহাদের অতি তেজস্বী মহাবল নামে ইন্দ্র হইয়াছেন। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত মন্বন্তরেই ইন্দ্র সকলের লক্ষণ সমান বলিয়া বিজ্ঞেয়। ভূত ভব্য ভবন্নাথ ইন্দ্রগণ সকলেই সহস্রাক্ষ পুরন্দর মঘবান্ শৃঙ্গী ও বজ্রপাণি; সকলেই এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ত্রিলোকমণ্ডলে চল ও অচল যে কিছু জীবাদি বিদ্যমান, ইন্দ্রগণ ধর্ম্ম, তেজ, তপস্যা, বল, বেদাদিশাস্ত্র, পরাক্রম ও ধর্ম্মাদি দ্বারা সেই সকল জীবকেই অভিভূত করিয়া অবস্থিত থাকেন। ইহাদের যেরূপ প্রভাব, আমি সে সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! এই ত্রিলোক ভূত, ভব্য ও ভবিষ্যৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই ভূমি ভূলোক ও অন্তরীক্ষ ভুবর্লোক। ভব্য দিব্যলোক। তাহাদের সাধন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যান করিতে করিতে প্রথমে "ভূঃ" এই কথা উচ্চারণ করেন, সেই হেতু তখন ইহা ভূলোক হয়। ১—১১। ভূধাতুর অর্থ সত্তা, লোকদর্শনে ভূতত্ত্ব ও দর্শনত্ব হেতু ইহা ভূলোক বলিয়া বিখ্যাত। এই লোক প্রথম, ইহা প্রথমে হয় বলিয়া দ্বিজগণ ইহার নাম কহিয়া থাকেন ভূলোক। 'এই ভূমে হউক' এই কথা ব্রহ্মা দ্বিতীয়বার বলেন 'ভবতি' ইহা উৎপত্তি সম্বন্ধে কালবাচক শব্দ। ভবন অর্থাৎ কালে উৎপন্ন হয় বলিয়া অভিধানজ্ঞ পণ্ডিতেরা উহাকে ভুবর্লোক বলিয়া থাকেন। সেই জন্য অন্তরীক্ষ ভুবর্লোক ইহাই দ্বিতীয় লোক। ভুবর্লোক উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তৃতীয়বার "ভব্য" এই বাক্য বলেন, সেইজন্য ভব্যলোকের উৎপত্তি হয়। ভব্য শব্দের অর্থ অনাগত বা ভবিষ্যৎ। সুতরাং ভব্য উক্ত লোক দিব নামে অভিহিত। অনন্তর ব্রহ্মা তৃতীয়বার "স্বর" এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাতে ভাব্য লোকের উৎপত্তি হয়। ভাব্য শব্দের ধাতুমূলক অর্থ হইল ভাব্যকাল। ভূর শব্দে ভূমি, ভুবঃ শব্দে অন্তরীক্ষ, স্বর শব্দে

ত্রৈলোক্যযুক্তৈর্ব্যাহারৈস্তিস্রো ব্যাহৃতয়োহভবন্
থ তোষ ধাতুর্ব্বৈ ধাতুজ্ঞৈঃ পালনে স্মৃতঃ ॥
তস্মাদ্ভূতস্য লোকস্য ভব্যস্য ভবতস্তদা।
লোকত্রয়স্য নাথাস্তে তস্মাদিন্দ্রা দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ ॥
প্রধানভূতা দেবেন্দ্রা গুণভূতাস্তথৈব চ।
মন্বন্তরেষু যে দেবা যজ্ঞভাজো ভবন্তি হি ॥ ২১
যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষাংসি পিশাচোরগদানবাঃ।
মহিমানঃ স্মৃতা হ্যেতে দেবেন্দ্রাণান্তু সর্ব্বশঃ ॥২২
দেবেন্দ্রা গুরবো নাথা রাজানো পিতরো হি তে।
রক্ষন্তীমাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মেণেহ সুরোত্তমাঃ ॥২৩
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং দেবেন্দ্রাণাং সমাসতঃ।
সপ্তর্ষীন্ সম্প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং যে দিবি স্থিতাঃ ॥
গাধিজঃ কৌশিকো ধীমান্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ
ভার্গবো জমদগ্নিশ্চ উরুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৫

ভাব্য বা দিবলোক বুঝায়। এইরূপ ত্রৈলোক্যময় ব্রহ্মার ব্যবহারে তিনটী "ব্যাহৃতি" সংগৃহীত হয়। নাথ ধাতুর অর্থ পালন, ইন্দ্র ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান লোকের পালন করেন বলিয়া দ্বিজগণ তাঁহাকে নাথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১২—২০। দেবেন্দ্রগণ সকলের প্রধান ও গুণবান্। সমস্ত মন্বন্তরেই দেবগণ যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা দেবেন্দ্র দিগের মহিমাস্বরূপ। দেবেন্দ্রগণ, গুরু, নাথ, রাজা ও পিতা। সেই সুরশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্মানুসারে এই সকল প্রজা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই আমি দেবেন্দ্রগণের লক্ষণ বলিলাম, যাঁহারা স্বর্গে থাকেন, অধুনা সেই সপ্তর্ষিগণের বিবরণ বলিতেছি। কুশিকবংশীয় গাধিরাজসুত মহাতপা ধীমান্ বিশ্বামিত্র, ঔর্ব্ববংশীয় ভার্গব, প্রতাপ-

বৃহস্পতিসুতশ্চাপি ভারদ্বাজো মহাতপাঃ।
ঔতথ্যো গৌতমো বিদ্বান্ শরদ্বান্নাম ধার্ম্মিকঃ ॥২৬
স্বায়ম্ভুবোহত্রির্ভগবান্ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ ॥২৭
বৎসারঃ কাশ্যপশ্চৈব সপ্তৈতে সাধুসম্মতাঃ।
এতে সপ্তর্ষয়ঃ সিদ্ধা বর্ত্তন্তে সাম্প্রতেহন্তরে ॥ ২৮
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভনেদিষ্ট এব চ ॥ ২৯
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ নবমঃ স্মৃতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কীর্ত্তিতা বৈ ময়া হ্যেতে সপ্তমস্যৈতদন্তরম্ ॥ ৩০
ইত্যেষ বৈ ময়া পাদো দ্বিতীয়ঃ কথিতো দ্বিজাঃ।
বিস্তরেণানুপূর্ব্ব্যা চ ভূয়ঃ কিং বর্ণয়াম্যহম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাপুরাণে বায়ুপ্রোক্তে ব্রহ্মাণ্ডে
অনুষঙ্গপাদে পূর্ব্বভাগে একসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

বান্ জমদগ্নি, মহাতপা ভারদ্বাজ বৃহস্পতিপুত্র ঔতথ্য, গোতমবংশীয় বিদ্বান্ পরমধার্ম্মিক শরদ্বান্, স্বয়ম্ভুব পুত্র ভগবান্ অত্রি, লোকবিশ্রুত বসুমান্, কশ্যপবংশীয় বৎসার এই সপ্ত ঋষি বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভনেদিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র ও বসুমান্ এই নয়জন বৈবস্বত মনুর পুত্র। হে বিপ্রগণ! অধুনা আর কি বর্ণন করিব বলুন। এই আমি সপ্তম মন্বন্তরের বিবরণ এবং দ্বিতীয়পাদ সবিস্তর বর্ণন করিলাম। ২১—৩১।

এক সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত। ৭১

অনুষঙ্গপাদ পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং সম্পূর্ণম্।

বঙ্গবাসী পুস্তক-বিভাগ

সর্ব্বসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত	৫৲	০	৸৶০
২। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৲	।৶০
৩। কাশীরাম দাসের মহাভারত	২৷০	২।০	৷৶০
৪। কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ	১।০	১৲	।/০
৫। বরাহপুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১।০	।৶০
৬। পদ্মপুরাণ—স্বর্গখণ্ড (মূল ও অনুবাদ)	৸০	৷৶০	।০
৭। বাঙ্গালাচরিত ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১৲	৸০	।০
৮। মেঘনাদবধ কাব্য (শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত)	১৲	৸০	।/০
৯। উদ্বাহতত্ত্বম্ (মূল ও অনুবাদ)	৷৶০	৷০	।০
১০। হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১।০	১৲	।৶০
১১। চৈতন্যচরিতামৃত	৸৶০	৸০	।০
১২। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	৸০	।০
১৩। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার-চন্দ্রিকা	৶০	।০	৶০
১৪। ভক্তিরত্নাবলী	।৶০	।০	৶০
১৫। ব্রতমালা-বিধান	৸০	৷৶০	।০
১৬। ৺ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী	৸০	৷৶০	।/০
১৭। কাশীখণ্ড (৺ ডাঃ জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত)	১৲	৸০	৶০
১৮। সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রণীত)	৸০	৷৶০	।০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১৯। রসেন্দ্রসার (তারানাথ তর্করত্ন প্রণীত)	৷৶০	৷০	৶০
২০। ক্ষুদিরাম (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)	৷০	।৶০	৶০
২১। চৈতন্যমঙ্গল	৷৶০	৷০	।০
২২। কূর্ম্মপুরাণ (অনুবাদ)	৸০	৷৶০	।০
২৩। তুলসীদাসী রামায়ণ	৸০	৷৶০	।০
২৪। অধ্যাত্মরামায়ণ মূল ও অনুবাদ	৸৶০	৸০	।/০
২৫। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্য)	।৶০	।/০	৶০
২৬। ভরতপুর যুদ্ধ (শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রণীত)	৷৶০	৷০	।০
২৭। সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ ৩য় খণ্ড	৷০	।৶০	।০
২৮। সঙ্গীত-তরঙ্গ ৺ রাধামোহন সেন প্রণীত	৸০	৷৶০	।০
২৯। পুরুষ-পরীক্ষা ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	।০	৶০	৶০
৩০। প্রবোধ-চন্দ্রিকা ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	।০	৶০	৶০
৩১। কৌতুকবিলাস	।০	৶০	৶০
৩২। হরিদাস সাধু শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় প্রণীত	।৶০	।০	৶০
৩৩। কঙ্কাবতী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	৷০	।৶০	।০
৩৪। [illegible]	৷/০	৷০	।০
৩৫। চিনিবাস চরিতামৃত ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	৷৶০	৷০	।০
৩৬। আলালের ঘরের দুলাল টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত	৷০	।৶০	।০
৩৭। শিবায়ন	।৶০	।০	৶০
৩৮। [illegible]	।৶০	।০	।০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাধা	ডাঃ মাঃ
৩৯। ভবমালা	॥০	।৵০	।০
৪০। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত	।৵০	।০	৵
৪১। শ্রীরামরসায়ন ৺রঘুনন্দন গোস্বামি প্রণীত	১।০	১৲	।৵
৪২। শ্রীশ্রীগুরুবাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কৃত	৸০	৸৵০	।০
৪৩। অদ্ভুত রামায়ণ (মূল ও অনুবাদ)	॥৵০	॥০	৵০
৪৪। পঞ্চতন্ত্র (অনুবাদ)	৸০	॥৵০	।০
৪৫। কাদম্বরী (অনুবাদ)	।০		।০
৪৬। শ্রীশ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম		৴০	৴০
৪৭। ভূত ও মানুষ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥০	।৵০	।০
৪৮। খিল হরিবংশ (মূল)	১।০	১৲	।৵০
৪৯। দেবীপুরাণ (মূল ও অনুবাদ)	১৲	৸৵০	।৴০
৫০। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মূল)	১॥০	১।০	।৵০
৫১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১॥০	॥০
৫২। রাজাবলী ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	৸০	॥৵০	।০
৫৩। বঙ্গে বর্গী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রণীত	॥৵০	॥০	।০
৫৪। বত্রিশ সিংহাসন ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	॥৵০	॥০	০
৫৫। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২৲	১।০	॥৵০
৫৬। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	॥০	।৵০	।০
৫৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (মূল)	১।০	১৲	।৵
৫৮। উৎকলখণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	॥৵০	।০
৫৯। [illegible]	॥০	১৲	[illegible]

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাধা	ডাঃ মাঃ
৬০। বাঙ্গালীর গান	১॥০	১।০	॥০
৬১। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৸০	॥৵০	।০
৬২। মডেল ভগিনী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১।০	৸০	।০
৬৩। হাতেমতাই	।৵০	।০	৵০
৬৪। করোনেশন, আলবম	।৵০		৵০
৬৫। বিদ্যা-সুন্দর ৺রাম-প্রসাদ সেন প্রণীত	॥৵০	॥০	।০
৬৬। বৈশেষিক-দর্শন (মূল, টীকা ও অনুবাদ)	২৲	১৸০	।৵০
৬৭। তিথিতত্ত্ব (মূল টীকা ও অনুবাদ)	২৲	১৸০	।৵০
৬৮। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল ৺বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত	॥৵০	॥০	।০
৬৯। ৺ব্রজমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (যাত্রার পালা)	১।০	১৲	।৴০
৭০। মহীরাবণের আত্মকথা ৺ বসু প্রণীত	।৴০	।০	৵০
৭১। মজার গল্প শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥০	।৵০	।০
৭২। শিবপুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	২৸০	০	।৴০
৭৩। অগ্নিপুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	২৲	০	৵০
৭৪। শিখ-ইতিহাস শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত	২৲	০	৵০
৭৫। স্বাধীনতার ইতিহাস শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত	২৲	০	।৴০
৭৬। বিষ্ণুপুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	৬৵০	৸০	১৴
৭৭। গরুড় পুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১।০	১৲	।৵০
৭৮। মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ (মূল ও অনুবাদ)	॥৵০	॥০	।০
৭৯। কবিকঙ্কন চণ্ডী ৺মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত	৸০	॥৵০	।৴০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃ মাঃ
৮১। মহারাণী স্বর্ণময়ী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রণীত	।৹	০	৵৹
৮২। কলিকাতার ইতিহাস শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রণীত	৸৹	।৶৹	।৹
৮৩। বামনপুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১॥৹	১।৹	।৶৹
৮৪। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১।৹	১৲	।৴৹
৮৫। রত্নাবলী নাটিকা শ্রীহর্ষ রচিত	।৶৹	।৹	৶৹
৮৬। ভবহরি সর্দ্দ শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত	।৵৹	।৴৹	৶৹
৮৭। My Diary in India by William Howard Russel Vol II	১৲	০	।৴৹
৮৮। Narratives of Bengal by Francis Gladwin	১।৹	০	।৴৹
৮৯। Disaster of Afganistan by Lady Sale.	১।৶৹	০	।৴৹
৯০। My Diary in India (By Milltons Howard Russel) VOL I	১।৹	০	।৹
৯১। Historical Fragments of the Mogul Empire (by Robert Orme)	১॥৹	০	।৴৹
৯২। Tavernie'rs Travels in India	১॥৶৹	০	।৹
৯৩। Thirty Five years in the East by Honigberger	১।৹		।৹
৯৪। A Visit to Europe by T. N. Mukherji	৸৹	০	।৴৹
৯৫। History of the Sikhs by J. D. Cunningham	২৲	০	।৶৹

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃ মাঃ
৯৬। Emperor Humayun's life by Major Charles Stewart	১৲	০	।৹
৯৭। "Ratnavali" by Michael Madhusudan Dutt	।৹	০	।৹
৯৮। "Sarmistha" by Michael Madhusudan Dutt	।৹	০	।৹
৯৯। Indian Tracts by Major John Scott and Warren Hastings	।৹	০	।৹
১০০। Two months in Arrah in 1857 by John James Halls	॥৹	০	।৹
১০১। Coronation Album	।৶৹	০	৶৹
১০২। Native Fidelity (Authorship is ascribed to late Babu Krishnadas Pal	১৲	০	।৴৹
১০৩। Auto-biographical Memoirs of Emperor Jahangir	১৲		।৹
১০৪। Stewart's History of Bengal	১।৹	০	।৹
১০৫। Travels in Hindustan by Bernier	১॥৹	০	।৴৹
১০৬। The Facsimile Reprint of tho mogal Empire	৩৲		।৹

ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসী কলেজের স্বনাম-ধন্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু এম্ এ প্রণীত নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রয়ার্থ আছে।

১। বিলাতের পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড একত্র	৵৹	৶৹
২। ইংরেজ-চরিত্র ১ম ও ২য় খণ্ড	।৹	।৹
৩। ইউরোপ-ভ্রমণ	।৹	৶৹
৪। ছায়া, পদ্য গ্রন্থ, ইংরেজ-কবি টেনিসনের পদ্যের ছায়া অবলম্বনে এক বিদুষী বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক লিখিত	।৹	।৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উপরের লিখিত গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীর গ্রাহক বা বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয় না। গ্রাহক না হইলেও সকলে ক্রয় করিতে পারেন সকলে আমার নামে মণি-অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন। যাঁহারা কি আবাধাই পুস্তক লই-বেন, সকলে যেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠান। একই রকম পুস্তক যদি কেহ অধিক সংখ্যক ক্রয় করেন, বলা বাহুল্য তিনি কোন-রূপ কমিশন বা "ফাউ" স্বরূপ সেই পুস্তকের অতিরিক্ত একখানি পাইবেন না।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।
৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্কা সালসা।

এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পা-নীর সালসা সেবন করিয়া দেহ এবং মনকে শক্তিসম্পন্ন কর।

ইহা ঠিক সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে, ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই হৃদয়-ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না, সেই জন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হই-লাম,—নচেৎ উপায় নাই। নতুন বোধি-সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন?

চরক শ্রুত অনন্তরত্নের ভাণ্ডার; মহামন্ত্র-স্বরূপ। সাধক এবং ভক্ত একাগ্রমনে যাহা খুঁজিবেন উহাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সেই চরক-সুশ্রুতের মতানুযায়ী প্রস্তুত হইয়াছে। এ সালসা-সোমরসকে, ধন্বন্তরির অমৃতপূর্ণ কলস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং আধপোয়া শিশি	॥৶০	।০	৶০
২নং একপোয়া শিশি	১৷৶০	৸০	৶০
৩নং দেড়পোয়া শিশি	১৸৶০	১৲	৶০

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি অথবা একডজন একত্র লইলে ডাক-মাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল-পার্শ্বেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

১নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ চারিদিন সেবনীয়; ২নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ আট দিন সেবনীয়। ৩নং (দেড়-পোয়া) এক শিশি ১২ বার দিন সেবনীয়, চারি দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা ৭৯নং হারিসন রোড পটল-ডাঙ্গা, বিজয়া নাটিকা-কার্য্যালয়ে, বি, বসু এণ্ড কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজয়া বটিকার রঙ্গিন গোল ট্রেড-মার্কা

এবং

রঙ্গিন লেবেল

দেখিয়া লইবেন।

লাল রঙ ছাড়া ট্রেড-মার্কে তিন রকম রঙ আছে;—প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় ফীকে-লাল। গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও লাল কালিতে মুদ্রিত।

সাবধান! সাবধান!!

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম-বেশী নাই।

বিজয়া বটিকা—নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চিরদিন বিক্রীত।

বিজয়া বটিকা

জাল করিতেছে।

বিজয়া বটিকার অলৌকিক শক্তি থাকায় বলিয়াই, বিজয়া বটিকার কাটতি এত অধিক; কিন্তু দুঃখ এই, জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে!

কলিকাতার কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্কা আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। সস্তাও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক রোগী কু-ফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একেবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়?

মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাকমাশুল	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৶০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৶০	।০	৶০

বিশেষ বৃহৎ————পার্ভিস্য কৌটা অর্থাৎ

১ নং কৌটা ১৪৪	৪।০	৷৶	৶০

বিজয়া বটিকার

পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৶০ তিন আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাকমাশুল এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।

৭১ নং হ্যারিসন রোড,—কলিকাতা।